জয়ন্তভট্ট-কৃত

ন্যায়মঞ্জরী

(বিশদ বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী-সমেত)

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ-
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৩৯

উৎসর্গপত্রম্

পূর্ণেন্দুং কমনীয়মূর্ত্তিবসুধালঙ্কারভূতং জগৎ-
কল্যাণায় কৃতশ্রমং পিতৃপদং স্মৃত্বোচ্চশিক্ষাব্রতম্।
পাল্যানাং প্রতিপালনে কৃতমতিং শ্যামাপ্রসাদং বুধং
গ্রন্থেনৈব বিনোদয়ামি সুধিয়ং গ্রন্থপ্রিয়ং সাদরম্॥

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ দেবশর্ম্মা

মঙ্গলাচরণম্

কালাম্ভোধরকান্তিসুন্দরতনু শ্রীমূর্ত্তিসীতাপতে !
রক্ষঃসঙ্ঘ-নিপীড়িতোত্তমমুনেৰ্বিশ্বান্ধকারে রবে !
মোহপ্রেত-নিপীড্য-চিত্তবিপিনে ভক্তিদ্রুমে মে চরন্
জ্ঞানালোকসুতীক্ষবাণনিকরৈঃ সৰ্ব্বজ্ঞ ! তান্ নাশয় ॥

ন্যায়ালোকবিঘট্টিতোৎকটতমো বঙ্গোজ্জচূড়ামণেঃ
পাণ্ডিত্যাঙ্গমহত্ত্বধর্ম্ময়শসা বিদ্বৎকুলালঙ্কৃতেঃ ।
ঔদার্য্যাদিগুণাকরস্য করুণাপূর্ণাত্মনঃ সন্ততং
বন্দে দেব-পিতামহস্য চরণৌ ন্যায়ৈকসিন্ধোঃ পরম্ ॥

যয়োঃ পুণ্যপ্রভাবেণ সংসারঃ প্রতিপাল্যতে ।
বঙ্গদেশপ্রসিদ্ধৌ তৌ নমামি পিতরৌ মম ॥

সম্পাদকস্য

সূচী

প্রথম খণ্ড

শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থনম্—৪-১৬ পৃঃ

পদার্থোদ্দেশঃ—১৬-৩০ পৃঃ

ষোড়শপদার্থী-প্রতিপাদ্যত্বম্—৩০-৯৪ পৃঃ

প্রমাণলক্ষণম্—৯৫-১২৭ পৃঃ

প্রমাণলক্ষণান্তর-খণ্ডনম্—১২৭-২১০ পৃঃ

প্রমাণলক্ষণ-তদ্বিভাগৌ—২১০-২২০ পৃঃ

প্রমাণদ্বৈবিধ্য-স্থাপনম্—২২০-২৪৬ পৃঃ

প্রমাণদ্বৈবিধ্য-খণ্ডনম্—২৪৬-২৭২ পৃঃ

অর্থাপত্তি-প্রামাণ্যোপপাদনম্—২৭২-৩০১ পৃঃ

অর্থাপত্তেরনুমানেঽন্তর্ভাবঃ—৩০১-৩৬৭ পৃঃ

ভূমিকা

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌড় জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরের অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন তাহার অতি ক্ষীণরশ্মিও যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছে তিনি যে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কারাগৃহে রচিত গীতারহস্য দেখিয়া বিস্মিত হই কিন্তু ন্যায়মঞ্জরীর মত দুরূহ গ্রন্থ কিরূপে যে জয়ন্তভট্ট রচনা করিলেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে কেবল তাঁহার লোকোত্তর-প্রতিভার কথা মনে করিয়া স্তম্ভিত হই। মনে হয় তাঁহার শাস্ত্রালোচনা ধন্য। ন্যায়মঞ্জরী না পড়িলে ন্যায়মঞ্জরীর ভূমিকাপাঠ নিরর্থক। যে গ্রন্থে প্রতিচ্ছত্রে তাঁহার নিপুণ বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সে গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া তাঁহার সেই অসামান্য শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র। প্রভাত-সূর্য্যের দীপ্তরূপের প্রতিবিম্ব কি মসীর কৃষ্ণবর্ণে ফুটাইয়া তুলা যায়?

ন্যায়মঞ্জরী কাব্যশাস্ত্র নয়। ভূমিকায় যে নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাইবে তাহার উপায় নাই। তাঁহার মতের বৈশিষ্ট্যমাত্র দেখাইলে যে তাঁহার আংশিক পরিচয় দেওয়া হইবে তাহারও উপায় নাই। নৈয়ায়িকের মত দেখাইতে হইলে তাঁহার মত কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে। তিনি কিরূপ ভাবে অন্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা বুঝাইতে হইবে। তাজমহলের রূপ তাহার অপূর্ব্ব অবয়ব-সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একটী একটী করিয়া আমরা যদি মনে মনে তাহার মূল্যবান্ প্রস্তরগুলি বাছিয়া লই, এবং অল্প মূল্যের প্রস্তরগুলির উল্লেখ না করিয়া যদি শুধু অধিক মূল্যের প্রস্তরগুলির উল্লেখ করি, তাহা হইলে আমাদের তাজমহলের বিবরণটী ন্যায়মঞ্জরীর ভূমিকার মতই হইবে।

সুতরাং ন্যায়মঞ্জরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ইচ্ছা আমার নাই; কারণ, এই রকম ভূমিকা রচনা করিলে আমি লোকের উপহাসের পাত্রই হইব।

আর এক কথা, এই খণ্ডে ন্যায়মঞ্জরীর একদেশমাত্র প্রকাশিত হইতেছে। এখন দীর্ঘাকার ভূমিকার দ্বারা অধিক প্রয়োজনীয় অংশের স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্তিম খণ্ডের পরে বিস্তৃত ভূমিকায় ন্যায়মঞ্জরীর বৈশিষ্ট্য দেখাইবার ইচ্ছা রহিল, এবং এই ইচ্ছা আমার বিবেচনায় অন্যায্য হইলেও এরূপ ভূমিকা রচনা করিতেই হইবে; কারণ, অনেক পাঠক আছেন যাঁহাদের এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ পাঠ করিবার মত সময় নাই।

বর্ত্তমানে এই ভূমিকায় অন্য একটী বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ন্যায়মঞ্জরী-পাঠের পূর্ব্বে আমাদের মনে স্বতঃই কয়েকটী প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, জয়ন্তভট্ট কে? কোন্ দেশের লোক? কোন্ কালে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন? কোন পরিচিত গ্রন্থকারের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? দেখা যাউক, এই প্রশ্নগুলির কোন সমাধান আমরা করিতে পারি কি না। জয়ন্তভট্ট নিজের ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থে স্পষ্টতঃ কোন কথাই বলেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইনি দুই-একটী কথা বলিয়াছেন, যাহা হইতে আমরা জয়ন্তভট্টের কুলপরিচয়, আবির্ভাবের কাল প্রভৃতি জানিতে পারি। নৈয়ায়িক-শিরোমণি জয়ন্তভট্ট বিশুদ্ধ যাজ্ঞিক-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশীয়। ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করেন। ইঁহারই পিতামহ কল্যাণস্বামী যজ্ঞসমাপনান্তে গৌরমূলক নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। জয়ন্ত নিজেই গ্রামপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (ন্যায়মঞ্জরী, প্রাচীন সংস্করণ, পৃঃ ২৭৮), জয়ন্তভট্টের পুত্র অভিনন্দ স্বরচিত কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্যগ্রন্থে আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন। অভিনন্দের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে জয়ন্তের প্রপিতামহ শক্তিস্বামী মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। কর্কোটবংশীয় মুক্তাপীড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকাল ৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইহা হইতেই আমরা জয়ন্তের কালের অনুমান করিতে পারি।

যাহা হউক জয়ন্তভট্ট তাঁহার ন্যায়মঞ্জরীতে (প্রাচীন সংস্করণ, ২৭১ পৃষ্ঠায়) রাজা শঙ্করবর্ম্মার উল্লেখ করিয়াছেন—

"তদপূর্ব্বমিতি বিদিত্বা নিবারয়ামাস ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ।
রাজা শঙ্করবর্ম্মা ন পুনর্জৈনাদিমতমেবম্॥"

জয়ন্তভট্ট এই শ্লোকে লিটের প্রয়োগ কেন করিলেন? শঙ্করবর্ম্মা কি জয়ন্তভট্টের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী? না, ইহা হইতেই পারে না; কারণ তাহা হইলে জয়ন্তের প্রপিতামহ মুক্তাপীড়ের সমসাময়িক হইতেই পারেন না। তবে এখানে পরোক্ষ-অতীতকাল-নির্দ্দেশের কারণ কি?

জয়ন্ত ন্যায়মঞ্জরীতে (প্রাচীন সংস্করণ, ৩৯৪ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—

"রাজ্ঞা তু গহ্বরেঽস্মিন্নশব্দকে বন্ধনে বিনিহিতোঽহম্।
গ্রন্থরচনাবিনোদাদিহ হি ময়া বাসরা গমিতাঃ॥"

আমার মনে হয়, তিনি যখন কারারুদ্ধাবস্থায় ছিলেন সেই সময়েই রাজা শঙ্করবর্ম্মা নীলাম্বর-ব্রতপ্রথা রহিত করিয়াছিলেন। মহাভাষ্যে পরোক্ষ কাহাকে বলে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে—

'পরোক্ষত্বন্তু বর্ষশতবৃত্তত্বমিত্যেকে। বর্ষসহস্রবৃত্তত্বমিত্যপরে। দ্ব্যহবৃত্তত্বং ত্র্যহবৃত্তত্বং চেত্যন্যে। কুড্যকটান্তরিতত্বমিতীতরে।'

সুতরাং নির্জ্জন গহ্বরে যখন আবদ্ধ ছিলেন তখনই এই প্রথার উচ্ছেদসাধন সংঘটিত হইয়াছিল।

আর একটী কথা মনে পড়িতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে বলা হইয়াছে—

"দ্বিজস্তয়োর্নায়কাখ্যো গৌরীশঙ্করসদ্মনোঃ।
চাতুর্বিদ্যঃ কৃতস্তেন বাগ্দেবীকুলমন্দিরম্॥" ৪।১৫৯

এ নায়ক কোন্ ব্যক্তি? স্টীন্ (Prof. Stein) অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্যক্তি আলঙ্কারিক ভট্টনায়ক। ইনি একজন অলঙ্কারের গ্রন্থকর্ত্তা। অভিনব-গুপ্ত প্রভৃতি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক-সম্বন্ধে আমাদের অন্য কোন জানিবার সূত্র নাই। আলঙ্কারিক বলিয়াই যে ইনি বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইবেন

তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমার মনে হয়, ইনিই হইতেছেন আমাদের নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্তভট্ট। ইঁহার বেদজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন, কাব্যে সুরসিক, অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, চতুর্ব্বেদে পারদর্শী, মীমাংসাশাস্ত্রে নিষ্ণাত, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃতবিদ্য এবং তর্কবিদ্যায় অদ্বিতীয়। অতএব এক কথায় ইঁহাকে বাগ্দেবীর কুলমন্দির বলা চলে। কল্‌হণ এত বড় স্বনামধন্য পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিলেন না কেন? শঙ্করবর্ম্মার পরের আচরণ জয়ন্ত নিজের গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে লিখিয়াছেন। এখন কল্‌হণ যদি জয়ন্তের নামোল্লেখ করেন, তাহা হইলে নানারূপ অপবাদ তাঁহার নামে আরোপিত হইতে পারে, এইরূপ মহাপুরুষের নামে কলঙ্কস্পর্শ না করে এই জন্যই তাঁহার সর্ব্ববিদিত নামের কথা উল্লেখ করেন নাই। জয়ন্ত যে তাঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নায়কাখ্যা লাভ করা অসম্ভব নহে। অভিনন্দও তাঁহার পিতৃপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, সরস্বতীদেবী তাঁহাতে বাস করিতেন; অর্থাৎ তিনি সরস্বতীর কুলমন্দির। শঙ্করবর্ম্মার দেবত্রা-সম্পত্তিহরণ, প্রজানিপীড়ন, ত্যাগভীরুতা, গুণিসঙ্গপরাঙ্মুখতা, কবিদের বেতনদান-বিরতি প্রভৃতি কলঙ্ক ইতিহাসপাঠীর সুবিদিত। তিনি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে দেবমন্দিরের অর্থগ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না। জয়ন্তভট্ট যে মন্দিরদ্বয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন সেই মন্দিরদ্বয়ের অর্থাপহরণে উদ্যত শঙ্করবর্ম্মার সহিত সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিকপ্রবর জয়ন্তের মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক, এবং ইহারই ফলে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আমার পরমমিত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ, পি-এচ. ডি. মহাশয় তাঁহার জয়ন্তভট্ট-শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন— পঙ্গু কিংবা পার্থের রাজত্বকালে জয়ন্তভট্ট কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন পিতাপুত্র আধিপত্য-লাভের জন্য সর্ব্বদা সংগ্রামে ব্যস্ত। জয়ন্তভট্ট সরলপ্রাণ নৈয়ায়িক। রাজনীতির কূটনীতিতে তিনি অনভ্যস্ত। তন্ত্রিন অথবা একাঙ্গ-দলের সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল বলিয়া আমাদের জানা

নাই। পূর্বোক্ত রাজদ্বয়ের রাজত্বকালে কেহ বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের কোন প্রামাণিক সাক্ষ্য নাই। স্বভাবতৎবৃত্ত বলিয়া যে তাঁহাদের একজন জয়ন্তভট্টকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। আরও এক কথা, জয়ন্তের প্রপিতামহ কর্কোটবংশীয় মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। শঙ্করবর্ম্মা প্রভৃতি উৎপলবংশীয়। এই উৎপলবংশীয়েরা কর্কোটবংশীয়দের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজ্যলাভ করেন। অতএব নিরুপদ্রব বাস করিতে হইলে জয়ন্তদেবের রাজনীতি-ব্যাপারে কোন সম্পর্ক না রাখাই স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব জয়ন্তভট্ট পঙ্গু অথবা পার্থ-কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারেন না।

শঙ্করবর্ম্মার রাজত্বকাল ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। শঙ্করবর্ম্মা রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময়েই জয়ন্তভট্ট কারারুদ্ধ হন। সকল শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়গুলি ইনি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় ইনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা-কার্য্যে রত থাকার পরে কারাগৃহে আবদ্ধ হন। মন্দিরের অধ্যক্ষতালাভ প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেই সুসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন ইনি যেরকম শিবভক্ত ছিলেন তাহাতেও মনে হয় ইনি শিবমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। কাশ্মীরে তৎকালে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, আদিত্যমন্দির ও বুদ্ধমন্দির প্রায়ই নির্ম্মিত হইত। রাজারা ও কাশ্মীরের হিন্দুরা বিষ্ণু, শিব এবং আদিত্যের ভক্ত ছিলেন। জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে নমস্কার-শ্লোকের দ্বারা মুখ্যভাবে শিবের ও ভবানীর অর্চ্চনা করিয়াছেন। জয়ন্ত-ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ যে শৈব ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তবে তিনি বারবার শিবের অর্চ্চনা কেন করিলেন? আমার মনে হয়, শিবমন্দিরের অধ্যক্ষত্বকালে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত তিনি অজ্ঞাতভাবে মহাদেবের কাছে কোন অপরাধ করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই কারাবরোধ। যে পাপের ফলে তাঁহার এই শাস্তি হইয়াছে সেই পাপেরই ফলে তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী অপরিসমাপ্ত থাকিতে পারে। তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তি-কামনায় তিনি বারবার শিবের অর্চ্চনা করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় জয়ন্তভট্ট পরিণত বয়সে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে, তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী রচনা করিয়াছেন। আরও মনে হয় ৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ইহার রচনাকাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি তাহা পরে বলিতেছি।

অধ্যাপক কীথ্ (Prof. Keith) বলেন যে অভিনন্দ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাদম্বরী-কথাসার-নামক কাব্য রচনা করেন। আমাদের এমন কোন প্রমাণ নাই যে অভিনন্দ ন্যায়মঞ্জরীর পূর্ব্বে, সমকালে অথবা অব্যবহিত পরেই ঐ কাব্য রচনা করিয়াছেন। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি যে তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ন্যায়মঞ্জরী জয়ন্তের প্রাচীন বয়সের গ্রন্থ, এবং ইহার রচনাকাল-সম্বন্ধেও সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এখন দেখা যাউক জয়ন্তভট্ট বাচস্পতিমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী। জয়ন্ত বাচস্পতির পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রদত্ত জয়ন্তের জরন্নৈয়ায়িক নামটী বেশ সার্থক হয়। জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয় জয়ন্তভট্ট বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য্য-টীকা দেখেন নাই। ইনি বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের অনুরাগী ছাত্র। ভাষ্যমত-সমর্থনেই ইনি আপনার সর্ব্বশক্তির ও নিপুণতার প্রয়োগ করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র নব্য-মতের অগ্রদূত। জয়ন্ত প্রাচীন মতের শেষস্তম্ভ। কোন কোন স্থলে বাচস্পতি-মতের ছায়াপাত জয়ন্তের ন্যায়-মঞ্জরীতে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহোদয় দেখিয়াছেন। আমিও সে-সব জায়গায় তাঁহার মতই অঙ্কিত রাখিয়াছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জয়ন্ত তাৎপর্য্যটীকা দেখেন নাই। প্রত্যক্ষের বিচার এবং অভাবের বিভাগ দেখিলেই বুঝা যায় যে, জয়ন্ত নব্যমতের সহিত পরিচিত নহেন। তবে ইহাও সত্য যে বাচস্পতি ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা-রচনার পূর্ব্বে জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী দেখেন নাই। ইনি তখন ন্যায়মঞ্জরীর নামও শুনেন নাই; কারণ তাঁহার তাৎপর্য্যটীকায় ন্যায়মঞ্জরীর বিশিষ্ট মতের উল্লেখ আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। তবে সাধারণ মতগুলি উভয় গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই; কারণ এই মতসমূহ ন্যায়সম্প্রদায়ের ছাত্রমাত্রেরই সুবিদিত।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে—বাচস্পতিমিশ্র কোন্ শতাব্দীর লোক। বাচস্পতি-সম্বন্ধে মোটামুটীভাবে তিনটী মত প্রচলিত আছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল (Prof. Macdonell), ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির মতে বাচস্পতি শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী। তাঁহারা মনে করেন খণ্ডনোদ্ধার-গ্রন্থের রচয়িতা বাচস্পতিই ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকাকার। বাচস্পতির 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা'র টীকাকার 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি'র গ্রন্থকার উদয়ন যে বাচস্পতির পরবর্ত্তী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উদয়নের কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির মতের খণ্ডনকর্ত্তা 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'কার শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্ত্তী, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সমালোচক খণ্ডনোদ্ধার-গ্রন্থপ্রণেতা বাচস্পতিমিশ্র শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী এ বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, দুইজন বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন। এই জন্যই খণ্ডনোদ্ধার-গ্রন্থকর্ত্তাকে 'অভিনব বাচস্পতি' বলা হইয়া থাকে। উদয়ন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক,[১] তাৎপর্য্যকার বাচস্পতিমিশ্র উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব উক্ত বাচস্পতি দ্বাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত হইতেই পারেন না। এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

এখন অপর দুইটী মত আলোচনা করা যাক। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ন্যায়সূচী-নিবন্ধের সময়োল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা ৮৯৮ বৎসরে রচিত হইয়াছে। ইহা শকাব্দ না সংবৎ এই বিষয়েই দুইটী মত দেখা যাইতেছে। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ন্যায়বার্ত্তিক-ভূমিকানামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বাচস্পতিমিশ্র চৌহান-বংশীয় নৃগ নরপতির সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ইনি উজ্জ্বল রত্ন। দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে বৎসর=শকাব্দ। কিন্তু আমরা ইতিহাসে কোন নৃগ নরপতির পরিচয় পাই না, এবং ভামতী গ্রন্থে এই নৃগ নৃপতির যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে সামান্য কোন অপরিজ্ঞাত নরপতি বলিলে বড়ই অন্যায় করা হইবে। অতএব দ্বিবেদী মহাশয়ের মত আমরা গ্রহণ করিতে

১ লক্ষণাবলীর অন্তিম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পারি না। আরও এক কথা, উদয়ন শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় বলিয়াছেন 'বৎসর'। বৎসর বলিতে কেন যে আমরা শকাব্দকেই বুঝিব তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম।

এখন তৃতীয় মত হইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্র-প্রযুক্ত 'বৎসর'পদের অর্থ সংবৎসর। অতএব ন্যায়সূচীনিবন্ধ ৮৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। নৃগ কোন নরপতির আখ্যা নয়, 'নৃগ'পদটী বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজাধিরাজ ধর্ম্ম-পালের সমসাময়িক ছিলেন। ইহা প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর মত।

ন্যায়-ব্যাকরণাচার্য্য সূর্য্যনারায়ণ শুক্ল তাঁহার ভেদসিদ্ধির ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, বাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ সংবৎসরে ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং ইনি ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের ছাত্র। কিন্তু ন্যায়কণিকা বাচস্পতিমিশ্র-লিখিত বিধিবিবেকের টীকা। এই গ্রন্থের আরম্ভে বাচস্পতি বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানতিমিরশমনীং পরদমনীং ন্যায়মঞ্জরীং রুচিরাম্।
প্রসবিত্রে প্রভবিত্রে বিদ্যাতরবে নমো গুরবে॥"

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, জয়ন্ত খুব সম্ভব ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী রচিত হইয়াছিল। অতএব ৮৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা কিছু পরে বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়মঞ্জরীর নামোল্লেখ করিতে পারেন না। বাচস্পতি-মিশ্র যদি জয়ন্তের ছাত্র হন এবং ন্যায়মঞ্জরীর সহিত পরিচিত থাকেন তাহা হইলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না।

এখন এই সমস্যার দুইটী সমাধান হইতে পারে। প্রথম সমাধান হইতেছে যে, এই ন্যায়মঞ্জরী মীমাংসার গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের রচয়িতা কে তাহা আমরা জানি না, এবং এই ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আর দ্বিতীয় সমাধান হইতেছে যে, এই ন্যায়মঞ্জরী যদি জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী হয় তাহা হইলে তিনি ৮৪১ খৃষ্টাব্দে ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা

করেন নাই। ৮৯৮ বৎসর বলিতে আমরা খৃষ্টীয় কোন্ অব্দ বুঝিব? ৮৯৮ শকাব্দও নয়। বাচস্পতিমিশ্র যদি জয়ন্তভট্টের ছাত্র হন তাহা হইলে শঙ্করবর্ম্মার সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তী কালে কাশ্মীরে বিদ্যা-লাভের জন্য যাইতে পারেন না. কারণ শঙ্করবর্ম্মার রাজত্বকালে জয়ন্ত কারারুদ্ধ, তাহার পর কাশ্মীরে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব। সুতরাং এইসব সময় বিদ্যাচর্চ্চার প্রকৃতপক্ষে উপযোগী নয়। সুতরাং অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব-কালেই ইনি জয়ন্তের নিকট বিদ্যালাভ করিয়া থাকিবেন, এবং ৮৮৩ খৃস্টাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার ছাত্রজীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল; এবং এই বাচস্পতিমিশ্রের পক্ষে ৯৭৬ খৃস্টাব্দে ন্যায়সূচীনিবন্ধ লেখা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বাচস্পতিমিশ্রের এত দীর্ঘ জীবনের কোন প্রবাদ পর্য্যন্ত কেহ শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অতএব বাচস্পতিমিশ্র যদি জয়ন্তের ছাত্র হন তাহা হইলে ন্যায়সূচীনিবন্ধ ৮৯৮ সংবৎসরে অথবা ৮৯৮ শকাব্দে বিরচিত হয় নাই।

আমরা এখন দেখিব অন্য কোন ন্যায়মঞ্জরী থাকা সম্ভবপর কি না। বাচস্পতিমিশ্র যে গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া আপনার গুরুকে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বিদ্বানেরা কিছুই জানেন না —ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তিনি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার নাম ত্রিলোচন। রত্নকীর্ত্তি অপোহসিদ্ধি-গ্রন্থে ইঁহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ ত কোন স্থলে জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী হইতে ভিন্ন ন্যায়মঞ্জরীর কথা বলেন নাই। যে ন্যায়মঞ্জরী এতই উপাদেয়গ্রন্থ যে ইহা স্বীয় গ্রন্থকারকে "অমর করিয়া তুলিল, সেই গ্রন্থরত্নই যে বাচস্পতি ভিন্ন অপর সকলের চির অপরিজ্ঞাত রহিয়া গেল, ইহা হইতেই পারে না। অতএব প্রথম সমাধান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এখন দেখা যাউক ৮৯৮ বৎসর বলিতে আমরা কি বুঝি। প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ ডক্টর ফ্লীট্ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে কত রকম বৎসর প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই (Imperial Gazetteer of India, Vol. II, p. 75)। সুতরাং এই বৎসর যে বাচস্পতিমিশ্র কোন্ রাজার প্রবর্ত্তিত

বৎসর বলিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, এই বৎসর অনেকটা খৃষ্টাব্দের সমকালিক, ৮৯৮ বৎসর ৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৃগ-নামক কোন নরপতি খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। অন্ততঃ ইতিহাস এই বিষয়ে কোন সাক্ষ্য দেয় না। সুতরাং বেদান্ত-কল্পতরুর ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। দ্বিবেদী মহাশয়ের অনুমানও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতে বাচস্পতিমিশ্র ধর্ম্মপালের সমকালীন। নৃগ-শব্দটী বিশেষণ মাত্র। বাচস্পতিমিশ্র জয়ন্ত-ভট্টের ছাত্র হইলে ধর্ম্মপালের সমকালীন হইতে পারেন না। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালও উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। ইঁহার সময়েও জ্ঞানের চর্চ্চা বেশ হইত। শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বহু প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় দেবপালের রাজ্যের শেষভাগেই বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ-সমূহের রচনা করেন। রামচরিতকার অভিনন্দ দেবপালের যৌবনের সঙ্গী ছিলেন, এবং দেবপালের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই রামচরিত বিরচিত হইয়াছিল। সেইজন্য রামচরিতে বাচস্পতিমিশ্রের কোন উল্লেখ সম্ভবপর নয়। বাচস্পতিমিশ্রও দেবপালের সম্মানের পাত্র ছিলেন। এখন দেখা যাউক বাচস্পতিমিশ্র দেবপালকে নৃগ বলিয়াছেন কেন।

আমার মনে হয় 'নৃগ'-শব্দটার দ্বারা বাচস্পতিমিশ্র অতি গূঢ়ভাবে দেবপালের বৌদ্ধ-প্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার গুরু জয়ন্তের মত উদারমতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি বৌদ্ধ-জৈন-নিন্দায় মুখর। সাংখ্যকারিকার ৫ম কারিকার তত্ত্বকৌমুদীটীকার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই এই কথার সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে—"আপ্তগ্রহণেন চাযুক্তাঃ শাক্যভিক্ষুনির্গ্রন্থকসংসারমোচকাদীনামাগমাভাসা নিরাকৃতা ভবন্তি। অযুক্তত্বঞ্চৈতেষাং বিগানাৎ ছিন্নমূলত্বাৎ প্রমাণ-বিরুদ্ধার্থাভিধানাৎ কৈশ্চিদেব চ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ

পরিগ্রহাৎ বোধ্যম্।" ইহা অপেক্ষা বৌদ্ধাদির নিন্দা আর কি হইতে পারে? দেবপাল ব্রাহ্মণ বাচস্পতিমিশ্রের পূজা করিলেও বৌদ্ধ-পালক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে পক্ষপাতী বাচস্পতিমিশ্রের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। এই জন্যই অন্যের অপরিজ্ঞেয়ভাবে ইনি দেবপালকে নিন্দা করিতেছেন। মহাভারত-প্রসিদ্ধ নৃগ নরপতি অনেক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও পাপাচরণ যে করিয়াছিলেন তাহা মহাভারত-পাঠক-বর্গের নিকট সুবিদিত। ভামতীর অন্তিম শ্লোকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে বাচস্পতি তাঁহার সমকালীন নরপতির 'নৃগরূপ' ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মণধর্ম্ম-পালন, শাস্ত্রালোচকদের সাহায্যদান, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিলেও বৌদ্ধদের সাহায্যদান, বৌদ্ধধর্ম্মপালন প্রভৃতি অনেক অকার্য্যও করিয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাকে নৃগ বলিয়াছেন। ইহা বাচস্পতির প্রাণের উক্তি—গভীর মর্ম্মব্যথার অভিব্যক্তি। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভক্ত রাজবৃন্দের সাহায্যে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, আর বাচস্পতিমিশ্র যে ভক্ত রাজার অর্থ-সাহায্যে সেই শঙ্কর-ভাষ্যের আপনার মনোমত টীকা ভামতী রচনা করিতেছেন সেই ভক্ত রাজা বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা কি শ্রুতিপক্ষপাতী বাচস্পতিমিশ্রের সহ্য হয়? অথচ তাঁহার ভক্তকে প্রকাশ্যে নিন্দাও করিতে পারেন না। তাই নৃগপদ দ্বারা আপনার অন্তরের গ্লানি অতিনিপুণভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়কণিকা টীকা এবং ভামতী টীকা কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল। দেবপালের রাজত্ব-কালের শেষসীমা ৮৯২ খৃষ্টাব্দ। ইহাই প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণের অভিমত। এই মতের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া আমরা বাচস্পতিমিশ্রের টীকা-প্রণয়নের কাল-নিরূপণ করিতেছি। আমার মনে হয় আমরা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, ভামতী টীকা বাচস্পতিমিশ্রের অন্তিম অবদান (ভামতীর অন্তে প্রদত্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দেবপালের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতের সার্বভৌম নরপতি আর কেহ হন নাই। ভামতী টীকায় তিনি যে

নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন তিনি যে একজন রাজাধিরাজ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—

"নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।৫
নরেশ্বরাসচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।"৬

এবং ২।১।৩৩ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ভামতীতে এই নরপতি যে বড় বড় প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের ইতিহাস হইতেও আমরা জানি যে মহীপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশে বহু অট্টালিকা, প্রমোদবন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাচস্পতি যদি জয়ন্তের ছাত্র হন তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মপালের সমকালীন হইতে পারেন না। অতএব তিনি দেবপালের সমকালীন। আরও এক কথা, বাচস্পতিমিশ্র ধর্ম্মোত্তরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্ম্মোত্তর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের লোক। এই সময় দেবপালের রাজত্বকাল। অতএব বাচস্পতিমিশ্র ধর্ম্মোত্তরের সমকালীন হইলেও দেবপালের সমকালীন। এই দেবপালের রাজত্বকালে ভামতী রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ৮৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভামতী রচিত হইয়াছিল। ন্যায়কণিকা আরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। জয়ন্তভট্ট যখন অধ্যাপনা করিতেন তখন তিনি ন্যায়মঞ্জরী রচনা করেন নাই। তাঁহারই বিবরণ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, ইহা কারাগৃহে রচিত হইয়াছিল। ন্যায়-কণিকায় যখন ন্যায়মঞ্জরীর উল্লেখ আছে তখন ইহা যে ৮৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা হইলে শঙ্করবর্ম্মার রাজত্বকালেই ন্যায়মঞ্জরী রচিত হইয়াছিল। ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শঙ্করবর্ম্মার রাজত্ব আরম্ভ হয়। সুতরাং ৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পর ন্যায়মঞ্জরী রচিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার প্রসিদ্ধটীকা-গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার ন্যায়কণিকা ন্যায়মঞ্জরীর পরে রচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ৮৮৫ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে। ন্যায়সূচীনিবন্ধও এই সময়ের দুই-চারি বৎসর পূর্ব্বে

রচিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ন্যায়সূচীনিবন্ধ বাচস্পতির প্রথম গ্রন্থ ও ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। বাচস্পতি ও জয়ন্ত যখন পরস্পরের গ্রন্থ জানেন না তখন ৮৮০ খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে বাচস্পতি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। যদি কোন গ্রন্থ লিখিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি গুরুকে নিশ্চয়ই উপহার দিতেন। ন্যায়কণিকায় ন্যায়মঞ্জরীর নাম দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জয়ন্তভট্ট অথবা অভিনন্দ তাঁহাকে ন্যায়মঞ্জরী উপহার দিয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্বন্ধও বিদ্যমান ছিল। শিষ্যের কোন গ্রন্থ দেখিলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ ন্যায়মঞ্জরীতে দেখা যাইত। ন্যায়মঞ্জরী রচিত হইবার পূর্ব্বে বাচস্পতির কোন গ্রন্থই জয়ন্তের হস্তগত হয় নাই। ৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যদি জয়ন্ত কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ সময়ে কোন গ্রন্থ প্রেরিত হইলেও তাহা পাইবার জয়ন্তের কোন উপায় ছিল না। তিনি হয়ত তখন নির্জ্জন কারাগারে আবদ্ধ। বাচস্পতি যত পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকুন না কেন, ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা রচনা করেন নাই বলিয়া মনে হয়।

বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক ত্রিলোচনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এখন একটা প্রশ্ন মনে উদিত হয়—ত্রিলোচন কি জয়ন্ত, না, জয়ন্ত হইতে পৃথক্? এ বিষয়ে জানিবার কি কোন উপায় আছে? ইহা জানিবার সহজ পন্থা নাই। তবে অনুমানের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। রত্নকীর্ত্তি তাঁহার অপোহসিদ্ধি গ্রন্থে ত্রিলোচনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত-সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়সূত্রের প্রত্যক্ষসূত্র টীকায় তাঁহার গুরুর উপদেশ বলিয়া যে সব মত বলিয়াছেন—সে সব মতের কতক কতক অংশ জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরীতে পাওয়া গেলেও আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। ইহার প্রধান কারণ—এই সব মত নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ, জয়ন্তও জানিতেন আর ত্রিলোচনও জানিতেন। তবে বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্য্যটীকার (চৌখাম্বা সং) ১২৪ পৃষ্ঠায় ব্যপদেশ্য-পদের

নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যপদেশ্য হইতেছে বিশেষ্য। অব্যপদেশ্য-পদের দ্বারা সূত্রে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিশেষ্যবিশেষণভাবরহিত জ্ঞান, এবং ব্যবসায়াত্মক পদ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের গ্রাহক। এই নূতন ব্যাখ্যা আমরা জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরীতে পাই না। ইহাই যদি ত্রিলোচনের মত হয় তাহা হইলে ত্রিলোচন জয়ন্তভট্ট হইতে যে ভিন্ন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষসূত্রে বাচস্পতি বারবার ত্রিলোচনের পদাঙ্কানুসরণের কথাই বলিয়াছেন। এই নূতন ব্যাখ্যা কোন ন্যায়সম্প্রদায়সিদ্ধ যদি না হয় তাহা হইলে সুধীসমাজে পরিগৃহীত হইবে না—এই আশঙ্কায় বাচস্পতিমিশ্র আপনার গুরু ত্রিলোচনের নামোল্লেখ করিয়া নূতন ব্যাখ্যার স্বকল্পিতত্ব-দোষের পরিহার করিয়াছেন। প্রামাণ্যবাদেও বাচস্পতিমিশ্র অনুমানের প্রামাণ্যবিষয়ে ন্যায়সম্প্রদায়ে অপ্রচলিত মতের কথা বলিয়াছেন। এই মত জয়ন্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এ মতও যদি ত্রিলোচনের মত হয় তাহা হইলে ইহা একরূপ নিশ্চিত যে জয়ন্তভট্ট ত্রিলোচন নহেন।

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়, ন্যায়কণিকাগ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্র কেন ন্যায়মঞ্জরীর নামোল্লেখ করিলেন। এখন অনুমান করা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের মনে হয়, বাচস্পতি-মিশ্র জয়ন্তভট্টের কাছে মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ ভাবিবারও কারণ আছে। জয়ন্তভট্ট যাজ্ঞিক-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং তাঁহাদের বংশে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত।ⁿ কাশ্মীরের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালক। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে ভাল ভাল মীমাংসক ছিলেন। তখন পণ্ডিতদের মধ্যে জয়ন্ত যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন বিদ্যার্থীর কাশ্মীরে মীমাংসা পড়িবার জন্য আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। বাঙ্গালা ও মগধদেশে বৌদ্ধদের প্রবল প্রভাব। এই সব দেশের বর্ণাশ্রমি-পণ্ডিতেরা বৌদ্ধদের পরাস্ত করিবার জন্য তর্কবিদ্যা আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত। সুতরাং ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা ভালভাবে হওয়া এ সব দেশে একরকম অস্বাভাবিক। অতএব

মীমাংসাশাস্ত্রের প্রাণস্পন্দ নাই। বারবার কান্যকুব্জরাজদের পরাভবে পণ্ডিতেরা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কাশ্মীরে মীমাংসা পড়িতে যাওয়াই স্বাভাবিক। বাচস্পতি যখন ন্যায়তাৎপর্য্যটীকা লিখিয়াছেন তখন জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরীর কোন সন্ধান পান নাই। ন্যায়কণিকা লিখিবার পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার গুরু ন্যায়মঞ্জরী রচনা করিয়াছেন, এবং তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। এইজন্যই ন্যায়মঞ্জরীর তিনটী অন্বর্থ বিশেষণ দিতে পারিয়াছেন। গুরুর নামগ্রহণ করা শিষ্যের কর্ত্তব্য নয়। যেখানে অন্যোপায়ে গুরুকে পরিচয় দিবার উপায় আছে সেখানে সেই উপায়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এইজন্যই ন্যায়মঞ্জরীর দ্বারা আপনার গুরুর পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিলোচনের পক্ষে এইরূপ কোন সার্থকবিশেষণ সম্ভবপর নয় বলিয়াই তাঁহার তৎকালবিদিত নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতীতে শেষের দিকে শ্লোকে ন্যায়কণিকার নাম প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, এই গ্রন্থ প্রথমে রচিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় যতগুলি গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ন্যায়কণিকা ও ভামতী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং ভামতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ টীকাগ্রন্থ। ন্যায়কণিকা বোধ হয় ভামতীর অব্যবহিতপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ন্যায়সূচীনিবন্ধ ও ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা। ইহাদের পরে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও তত্ত্ববৈশারদী প্রভৃতি টীকা রচিত হইয়াছে। ন্যায়কণিকা ৮৮০-৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ন্যায়সূচীনিবন্ধ ৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে অথবা কিছু পরে রচিত হইয়াছিল। মনে হয়, ৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাচস্পতিমিশ্র কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

অতএব ন্যায়সূচীনিবন্ধের বৎসর সংবৎসর নয় এবং শকাব্দও নয়। ইহা যে কি তাহা নিরূপণের ভার ঐতিহাসিকদের উপর দিলাম। আমরা যে কালনিরূপণ করিয়াছি তাহাতে অনেক বিষয়ের সমাধান হয় বলিয়া মনে হয়। ৮৯৮ (বৎসর=) শকাব্দ হইলে উদয়ন ও বাচস্পতির সম্বন্ধ বড়ই জটিলসমস্যার উদ্ভাবন করে। ৮৯৮ সংবৎসর হইলে জয়ন্ত এবং বাচস্পতির গুরুশিষ্যসম্বন্ধ উচ্ছিন্ন হয়। আমাদের এই সিদ্ধান্তে জয়ন্ত,

বাচস্পতি ও উদয়নের পৌর্ব্বাপর্য্যের বেশ সঙ্গতি রক্ষিত হয়। কালনিরূপণ ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। আমার ন্যায় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ইহা দুঃসাহসমাত্র। এই দুঃসাহসের জন্য সুধীবৃন্দ নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ দেবশর্ম্মা

নিবেদন

জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত করিয়া পণ্ডিত-সমাজকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ চিরদিনই বিচারনিপুণ, তাঁহারা এই গ্রন্থখানিকে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই সব অসুবিধার কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের তদানীন্তন সভাপতি মনীষী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. এস-সি. ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল, অর্থনীতির মিণ্টো অধ্যাপক মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে প্রগাঢ় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম. এ., পি-এচ. ডি., ডি. লিট., সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে বলেন। বিদ্যোৎসাহী দাসগুপ্ত মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত করান। ন্যায়মঞ্জরীর কতকাংশ অনূদিত হইলে ইঁহারা এবং বঙ্গের গৌরব গুণগ্রাহী ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল., ডি. লিট. মহাশয় যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে আমার আনুকূল্য করেন। আমার পিতৃতুল্য স্বর্গত আশুতোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার সদাসর্ব্বদা কল্যাণ চিন্তা করত আমার সকল বিঘ্ন দূর করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে আমার এই মুদ্রিত পুস্তক দেখাইতে পারিলাম না, ইহা আমার চিরকালের আক্ষেপ রহিয়া গেল। আমার পরমমিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এচ. ডি. মহাশয় এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন দর্শনানুরাগী প্রিয়বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ. মহাশয় প্রায়ই আমার অনুবাদের বহু অংশ শ্রবণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমার অগ্রজতুল্য স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ও আমায়

উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তিনি আজ ইহজগতে নাই। আমার পরম-হিতৈষী বিখ্যাত পণ্ডিত বহুভাষাবিৎ আশুতোষাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যাহাতে এই অনুবাদ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় তাহার জন্য যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। পরমকল্যাণ-ভাজন প্রিয়তম রায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এই কার্য্যে আমাকে সতত উৎসাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদেরই সৌজন্যে আমার এই অনুবাদ-রচনাকার্য্য প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। আমি ইঁহাদের কাছে যে কত ঋণী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না।

ন্যায়মঞ্জরী অতীব দুরূহ গ্রন্থ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এতদ্ভিন্ন মুদ্রিতগ্রন্থে অশুদ্ধিও আছে অনেক। শুদ্ধ আদর্শ পুথি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ন্যায়মঞ্জরীর পঠনপাঠন প্রচলিত নাই। অতএব এই গ্রন্থের অনুবাদ করা বড়ই কঠিন—পদে পদে স্খলনের সম্ভাবনা। আমিও এই গ্রন্থের অনুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি নয়। পণ্ডিত-সমাজের প্রেরণাতেই আমি এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এই অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমার লাভ হইয়াছে প্রভূত। আমি এই মনীষার অবতারের সঙ্গলাভ করিতেছি। তাঁহার নিত্যপ্রোজ্জ্বল জ্ঞানের প্রভা সততই আমার পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া দিতেছে। আমি এই বলেই অনুবাদে জয়ন্ত-ভট্টের গূঢ় আশয় প্রকাশ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। প্রয়োজনীয় বিষয়ের টিপ্পনীতে আলোচনা করিয়াছি। টিপ্পনীতে প্রাচীন ও নব্য-নৈয়ায়িকদের মতের সমালোচনা করিয়াছি এবং অন্যান্য দার্শনিকদের মতের সহিত ন্যায়মতের তুলনাও করিয়াছি। আমার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ—ভ্রম, প্রমাদ ও স্খলন হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি, সুধীগণ নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয়, প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সুযোগ্য প্রুফ-সংশোধক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয় আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ দেবশর্ম্মা

ন্যায়মঞ্জর্য্যাম্

মঙ্গলাচরণম্

নমঃ শাশ্বতিকানন্দ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যময়াত্মনে ।
সঙ্কল্প-সফল-ব্রহ্মাণ্ডস্বারম্ভায় শম্ভবে ॥ ১

নমামি যামিনীনাথ-লেখালঙ্কৃত-কুন্তলাম্ ।
ভবানীং ভবসন্তাপ-নির্বাপণ-সুধানদীম্ ॥ ২

সুরাসুর-শিরোরত্ন-মরীচিখচিতাঙ্ঘ্রয়ে ।
বিঘ্নান্ধকার-সূর্য্যায় গণাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৩

জয়ন্তি পুরজিদ্দত্ত-সাধুবাদ-পবিত্রিতাঃ ।
নিদানং ন্যায়রত্নানামক্ষপাদমুনের্গিরঃ ॥ ৪

অক্ষপাদ-মতাম্ভোধি-পরিমর্শ-রসোৎসুকাম্ ।
বিগাহন্তামিমাং সন্তঃ প্রসরন্তীং সরস্বতীম্ ॥ ৫

নানাগুণ-রসাস্বাদখিন্নাপি বিদুষাং মতিঃ ।
আলোকমাত্রকেণেমমনুগৃহ্ণাতু নঃ শ্রমম্ ॥ ৬

ন্যায়ৌষধিবনেভ্যোঽয়মাহৃতঃ পরমো রসঃ ।
ইদমাম্বীক্ষিকীক্ষীরান্নবনীতমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ৭

কুতো বা নূতনং বস্তু বয়মুৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমাঃ ।
বচোবিন্যাসবৈচিত্র্যমাত্রমত্র বিচার্য্যতাম্ ॥ ৮

তৈরেব কুসুমৈঃ পূর্ব্বমসকৃৎকৃতশেখরাঃ ।
অপূর্ব্বরচনে দাম্নি দধত্যেব কুতূহলম্ ॥ ৯

যদ্বা নির্গুণমপ্যর্থমভিনন্দন্তি সাধবঃ ।
প্রণয়িপ্রার্থনাভঙ্গ-সংবিধানামশিক্ষিতাঃ * ॥ ১০

* 'সংবিধাযামশিক্ষিতাঃ' এষ এব পাঠঃ সমীচীনঃ প্রতিভাতি ।

তদিয়ং বাঙ্ময়োদ্যান-লীলাবিহরণোদ্যতৈঃ।
বিদগ্ধৈঃ ক্রিয়তাং কর্ণে চিরায় ন্যায়মঞ্জরী॥ ১১

অক্ষপাদ-প্রণীতো হি বিততো ন্যায়পাদপঃ।
সান্দ্রামৃত-রসস্যন্দ-ফলসন্দর্ভনির্ভরঃ॥ ১২

বয়ং মৃদু-পরিস্পন্দাস্তদারোহণপঙ্গবঃ।
ন তদ্ বিভূতিপ্রাগ্‌ভারমালোচয়িতুমপ্যলম্॥ ১৩

তদেকদেশে তু কৃতোঽয়ং বিবৃতিশ্রমঃ।
তমেব চানুগৃহ্ণন্তু সন্তঃ প্রণয়বৎসলাঃ॥ ১৪

অসংখ্যৈরপি নাত্মীয়ৈরন্যৈরপি পরস্থিতৈঃ।
গুণৈঃ সন্তঃ প্রহৃষ্যন্তি চিত্রমেষাং বিচেষ্টিতম্॥ ১৫

পরমার্থভাবনক্রম-সমুন্মিষৎ-পুলক-লাঞ্ছিত-কপোলম্।*
স্বকৃতীঃ প্রকাশয়ন্তঃ পশ্যন্তি সতাং মুখং ধন্যাঃ॥ ১৬

অনুবাদ

যিনি সর্ব্বদা দুঃখশূন্য, জ্ঞানবান্ এবং ঐশ্বর্য্যশালী এবং যাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মা পর্য্যন্তের সৃষ্টি হয়, সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার। ১

যাঁহার কুন্তল চন্দ্রকলা-দ্বারা শোভিত এবং যিনি ভবযন্ত্রণা-নিবৃত্তিরূপ অমৃতসেচন-কার্য্যে সুধানদীতুল্য, সেই ভবপত্নী মা দুর্গাকে নমস্কার করি। ২

দেবগণ এবং অসুরগণের অবনত মস্তকস্থিত মণিখচিত শিরোভূষণের কিরণরাজিদ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম আলোকিত, যিনি বিঘ্নরূপ অন্ধকার-পক্ষে সূর্য্যস্বরূপ, সেই গণপতিকে নমস্কার। ৩

অক্ষপাদমুনির রচিত শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ ঐ শাস্ত্রকে

* পরমার্থভাবনেতি পুলকাঞ্ছিতেতি চ মুদ্রিতে। পরমার্থভাবনেতি পুলকলাঞ্ছিতেতি তু যুক্তম্ ইতি তথৈব নিবেশিতম্।

দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছেন। এবং ঐ শাস্ত্র ন্যায়রূপ রত্নের খনিস্বরূপ। ৪

যেরূপ ক্ষুদ্র সরস্বতী নদী সমুদ্রসঙ্গম-সুখলাভের জন্য উৎসুকা হইয়া সমুদ্রসঙ্গতা হয় এবং পরে সমুদ্রসঙ্গমের প্রভাবে অতিবিস্তৃতা হইয়া বিশিষ্ট অবগাহনের যোগ্যা হয়, সেরূপ (আমার) এই সরস্বতী (গ্রন্থরূপ মহাবাক্য) বিস্তৃতা না হইলেও (অতি ক্ষুদ্রা হইলেও) অক্ষপাদমুনির দুরবগাহ যুক্তিপূর্ণ বিস্তৃত শাস্ত্রের সহিত ঔৎসুক্যভরে সঙ্গতা হইয়া বিস্তৃতা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহাতে অবগাহন করুন। ৫

(যদিও মনীষিগণের বুদ্ধি নানাবিধ গুণ ও নানাবিধ রসের নিয়ত আস্বাদন-দ্বারা পরিশ্রান্ত, তথাপি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমার এই গ্রন্থখানি নীরস এবং গুণহীন হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করুন। ৬

আমি ন্যায়রূপ ওষধির বন হইতে এই সুরস বস্তু আহরণ করিয়াছি। আন্বীক্ষিকীরূপ দুগ্ধ হইতে ইহা ঠিক যেন নবনীতরূপে উন্মথিত হইয়াছে। ৭

আমার এইরূপ কোন প্রতিভাদিরূপ গুণ নাই যাহার বলে নূতন কিছু দেখিতে পারি। তথাপি এই গ্রন্থে (নূতন কিছু আলোচনা করিতে না পারিলেও) বাক্যবিন্যাসবৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছি। তাহাই বিচার করিয়া দেখিবেন। ৮

বিলাসিগণ যে কুসুমরাজির দ্বারা পুনঃ পুনঃ শিরোমালা রচনা করিয়া নিজ নিজ মস্তক বিভূষিত করিয়াছেন, সেই কুসুমরাজি আবার অপূর্ব্বরচনায় সন্নিবেশিত হইলে তাঁহাদিগেরও কৌতূহল উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয় না। ৯

অথবা যাঁহারা সজ্জন তাঁহারা প্রার্থিগণের যাচ্ঞা ভঙ্গ করিবার কৌশলে অশিক্ষিত বলিয়া প্রার্থিগণের প্রদত্ত নির্গুণ বস্তুকেও সমাদরে গ্রহণ করেন। ১০

সুতরাং বাক্যরূপ উদ্যানে যথেচ্ছভাবে বিচরণোদ্যত বিদগ্ধগণ আমার এই ন্যায়মঞ্জরীকে দীর্ঘকালের জন্য কর্ণারূঢ় করুন ইহাই প্রার্থনা। ১১

অক্ষপাদ-সংরোপিত এই ন্যায়পাদপটী বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং পাদপটী গাঢ় অমৃততুল্য রসময় ফলভারে অবনত। ১২

আমরা শক্তির অল্পতাবশতঃ ঐ বৃক্ষের আরোহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ, সুতরাং ঐ বৃক্ষের উৎকর্ষাতিশয় বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত আমাদের নাই। ১৩

ঐ গৌতমসূত্র এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যে তাহার সম্পূর্ণ অংশ লইয়া আলোচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের মত অল্পজ্ঞ ব্যক্তির না থাকায় একদেশ লইয়া এই ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে কিছু আলোচনাশ্রম করিয়াছি। প্রণয়বৎসল সুধীগণ এই ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করুন ইহাই প্রার্থনা। ১৪

সজ্জনগণের আচরণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তাঁহারা নিজগুণ অসংখ্য থাকিলেও তাহার দ্বারা আনন্দ লাভ করেন না। কিন্তু পরের গুণ অল্প হইলেও তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন। ১৫

জগতে তাঁহারাই ভাগ্যবান্ যাঁহারা সজ্জনসমক্ষে স্বরচিত গ্রন্থ দেখাইতে গিয়া সজ্জনগণের ঐ গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট অর্থের অনুধাবনজন্য আনন্দোৎফুল্ল বদন দেখিতে পান। ১৬

ইহ খলু প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিণঃ পুরুষার্থসম্পাদমভিবাঞ্ছন্তঃ তৎসাধনাধিগমোপায়মন্তরেণ তদবাপ্তিমমন্যমানাস্তদুপায়াবগতিনিমিত্তমেব প্রথম-মন্বেষন্তে।

* দৃষ্টাদৃষ্টভেদেন চ † তদ্ দ্বিবিধঃ পুরুষার্থস্য পন্থাঃ।

‡ তত্র দৃষ্টে বিষয়ে রুচিঃ প্ররূঢ়বৃদ্ধব্যবহার-সিদ্ধান্বয়ব্যতিরেকাধিগতসাধনভাবে ভোজনাদাবনপেক্ষিতশাস্ত্রস্যৈব ভবতি প্রবৃত্তিঃ। নহি মলিনঃ স্নায়াদ্ বুভুক্ষিতো বাঽশ্নীয়াদিতি শাস্ত্রমুপযুজ্যতে। অদৃষ্টে তু স্বর্গাপবর্গমাত্রে নৈসর্গিকমোহান্ধতমসবিলুপ্তালোকস্য লোকস্য শাস্ত্রমেব প্রকাশঃ। তদেব সকলসদুপায়দর্শনে দিব্যং চক্ষুরস্মদাদেঃ, ন যোগিনামিব যোগসমাধিজজ্ঞানাদ্যুপায়ান্তরমপীতি। তস্মাদস্মদাদেঃ শাস্ত্রমেবাধিগন্তব্যম্।

* দৃষ্টাদৃষ্টভেদেন পুরুষার্থো দ্বিবিধঃ, তস্য পন্থা অপি দ্বিবিধঃ। ইতি পাঠঃ সঙ্গততরঃ প্রতিভাতি মে।
† অত্র তৎপদপ্রয়োগো ন সঙ্গতঃ। ‡ যত্র দৃষ্টে বিষয়ে রুচিঃ তত্র, এব এব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

অনুবাদ

যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন তাঁহারা ইহা অবশ্যই বুঝেন যে পুরুষার্থপ্রাপ্তিবিষয়ে ইচ্ছা থাকিলেও তাহার উপায় অজ্ঞাত থাকিলে তৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। সুতরাং পুরুষার্থকামী ব্যক্তিগণ প্রথমে পুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্য অনুসন্ধান করেন। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ভেদে পুরুষার্থ দ্বিবিধ, সুতরাং তাহার উপায়ও দ্বিবিধ। যাহার দৃষ্ট-পুরুষার্থ-বিষয়ে অনুরাগ হয়, তাহার দৃষ্ট-উপায়ে প্রবৃত্তি হয়। ভোজনাদি-দৃষ্ট-পুরুষার্থের উপায়। ঐ উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হয় না। বিশেষতঃ ক্ষুধা পাইলে ভোজন করেন, ক্ষুধা না পাইলে ভোজন করেন না ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধগণের ব্যবহারের দ্বারা ভোজনাদি ক্ষুধানিবৃত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট-পুরুষার্থের উপায় ইহা জানা গিয়াছে। শরীর মলিন হইলে স্নান করিতে হয় এবং ক্ষুধা হইলে ভোজন করিতে হয় ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। স্বর্গ এবং মোক্ষরূপ অদৃষ্ট-পুরুষার্থ-বিষয়ে সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি স্বাভাবিক অজ্ঞানাবৃত বলিয়া তাহা জানিতে হইলে শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রয়োজন। শাস্ত্রই অলৌকিক-তত্ত্বজ্ঞাপন-কার্য্যে আমাদের পক্ষে দিব্য চক্ষুঃ। যোগিগণের ন্যায় আমাদের যোগসমাধিজজ্ঞানাদিরূপ অলৌকিক-তত্ত্বজ্ঞাপক পৃথক্ উপায়ও বিদ্যমান নাই। অতএব আমাদের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞানই কর্ত্তব্য।

তচ্চ চতুর্দ্দশবিধং যানি বিদ্বাংসশ্চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানান্যাচক্ষতে। তত্র বেদাশ্চত্বারঃ প্রথমোঽথর্ব্ববেদঃ * দ্বিতীয় ঋগ্বেদঃ, তৃতীয়ো যজুর্ব্বেদঃ, চতুর্থঃ সামবেদঃ। এতে চত্বারো বেদাঃ সাক্ষাদেব পুরুষার্থসাধনোপদেশ-স্বভাবাঃ, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ, আত্মা জ্ঞাতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রমপি মন্বাদ্যুপনিবদ্ধমষ্টকা-শিখাকর্ম্ম†-প্রপা-প্রবর্তনাদি-পুরুষার্থসাধনোপদেশ্যেব দৃশ্যতে। অশ্রূয়মাণফলানামপি কর্ম্মণাং ফলবত্তা বিধিবৃত্তপরীক্ষায়াং বক্ষ্যতে। সর্ব্বো হি শাস্ত্রার্থঃ পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী ন

* অত্রোপপত্তিং চতুর্থাহ্নিকে স্বয়মেব বক্ষ্যতি। † চূড়াকর্ম্ম।

স্বরূপনিষ্ঠ ইতি। ইতিহাস-পুরাণাভ্যামপি উপাখ্যানাদিবর্ণনেন বৈদিক এবার্থঃ প্রায়েণ প্রতন্যতে। যথোক্তম্।

সেই শাস্ত্র চতুর্দ্দশ প্রকার। পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থান বলিয়া থাকেন। সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান-মধ্যে গণিত বেদ চারি প্রকার—অথর্ববেদ প্রথম, ঋগ্বেদ দ্বিতীয়, যজুর্ব্বেদ তৃতীয়, সামবেদ চতুর্থ। এই চারি বেদেরই পুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায়সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই স্বভাব। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ, আত্মা জ্ঞাতব্যঃ ইত্যাদি শ্রুতি ঐ পক্ষে প্রমাণ। মন্বাদিরচিত স্মৃতিশাস্ত্রেও অষ্টকাশ্রাদ্ধ, শিখাকর্ম্ম এবং জলসত্র-স্থাপনাদি পারলৌকিক-কর্ম্মবিষয়ে উপদেশ আছে দেখা যায়।

যে সকল কর্ম্মের ফলশ্রুতি নাই তাহাদেরও ফল আছে ইহা বিধ্যর্থ-পরীক্ষা পরিচ্ছেদে বলিব।

সকল শাস্ত্রার্থই পুরুষার্থে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে আপাতবোধ্য স্বরূপের উপর অবস্থান করে না—এই কথা বলিব।

ইতিহাস এবং পুরাণেও উপাখ্যানাদির বর্ণনা দ্বারা বেদপ্রোক্ত বিষয়েরই বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে।

কথিত আছে—

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ ইতি *

তদেবং বেদপুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং স্বত এব পুরুষার্থসাধনোপদেশ-স্বভাবত্বাদ্ বিদ্যাস্থানত্বম্। অঙ্গানি ব্যাকরণ-জ্যোতিঃ-শিক্ষা-কল্প-চ্ছন্দো-নিরুক্তানি † বেদার্থোপযোগি-পদাদিব্যুৎপাদন-দ্বারেণ বিদ্যাস্থানত্বং

* ম. ভা., আ. প., অ. ১ শ্লো. ২৬৮

† ব্যাকরণং নাম শব্দার্থব্যুৎপত্তিকরং শাস্ত্রম্। জ্যোতিষং নাম যজ্ঞকর্ম্মোপযোগিনঃ কালস্য জ্ঞাপকং শাস্ত্রম্। শিক্ষা নাম স্বরবর্ণাদ্যুচ্চারণ-রীত্যুপদেশকং শাস্ত্রম্। কল্পো নাম বেদবিহিতানাং কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যেণ সপ্রপঞ্চকল্পনাত্মকং শাস্ত্রম্, যথা আশ্বলায়ন-প্রণীতম্। ছন্দো নাম গায়ত্র্যাদীনাং ছন্দসাং লক্ষকং শাস্ত্রম্। নিরুক্তং নাম বৈদিকপদপদার্থ-নিরূপণার্থকং শাস্ত্রম্।

প্রতিপদ্যন্তে। তেষামঙ্গসমাখ্যৈব তদনুগামিতাং প্রকটয়তি। বিচার-মন্তরেণাব্যবস্থিত-বেদবাক্যার্থানবধারণান্ মীমাংসা বেদ-বাক্যার্থবিচারাত্মিকা বেদাকরণস্যেতিকর্ত্তব্যতারূপমনুবিভ্রতীতি বিদ্যাস্থানতাং প্রতিপদ্যতে। তথাচ ভট্টঃ—

"ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণাত্মনা।
ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥"

অনুবাদ

ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদকে সবল করিয়া রাখিবে। বেদের সর্ব্বদাই এই ভয় যে অল্পজ্ঞ অর্থাৎ ইতিহাস এবং পুরাণবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে অর্থাৎ আমার সম্মান নষ্ট করিবে। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে কথিত প্রকারে বেদ, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বতঃই পুরুষার্থসাধনবিষয়ে উপদেশ থাকায় উহারা বিদ্যাস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ এবং নিরুক্ত এই ছয়টী বেদচতুষ্টয়ের অঙ্গবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত। এবং অঙ্গবিদ্যাগুলি বৈদিক মন্ত্রগত পদগুলির বেদার্থনিশ্চয়ে সহায়ীভূত ব্যুৎপাদন-দ্বারা বিদ্যাস্থান বলিয়াও পরিচিত হইয়া থাকে। তাহাদের অঙ্গ এই সংজ্ঞাটী উহারা যে বেদের অনুগামী, ইহা বুঝাইয়া দিতেছে। বিচারব্যতীত অন্য উপায়ে পরস্পরবিরুদ্ধবেদবাক্যার্থের যথাযথভাবে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য বলিয়া মীমাংসার উপযোগিতা। যেহেতু মীমাংসা বেদবাক্যার্থের বিচারশাস্ত্র এবং ঐ মীমাংসা বেদগুলির ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধারণ করে। এই সকল কারণে মীমাংসাকেও বিদ্যাস্থান বলা যাইতে পারে। ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন যে, বেদরূপ করণের দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বের নিশ্চয় করিতে হইলে মীমাংসা বেদের ইতিকর্ত্তব্যতারূপ অংশ [অর্থাৎ বেদরূপ করণের ব্যাপারস্বরূপ অংশ]

* ইতিহাস এবং পুরাণবিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে অনেক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যান সঙ্গত হয় না। অল্পজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনেক বৈদিক মন্ত্র অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইতিহাস এবং পুরাণের বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত।

পূরণ করিবে। [অর্থাৎ বেদ যখন প্রমাণ, তখন প্রমিতি করণ। ব্যাপার ব্যতীত করণের করণত্ব অনুপপন্ন। সুতরাং মীমাংসা বেদরূপ প্রমাণের ব্যাপারস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিবে।]

অতএব সপ্তমমঙ্গমিতি ন গণ্যতে মীমাংসা, প্রত্যাসন্নত্বেন বেদৈকদেশ-ভূতত্বাৎ। বিচারসহায়ো হি শব্দঃ স্বার্থং নিরাকাঙ্ক্ষং প্রবোধয়িতুং ক্ষমঃ। ন্যায়বিস্তরস্তু মূলস্তম্ভভূতঃ সর্ববিদ্যানাম্, বেদপ্রামাণ্যহেতুত্বাৎ। বেদেষু হি তার্কিকরচিত-কুতর্কবিপ্লাবিত-প্রামাণ্যেষু শিথিলিতাস্থাঃ কথমিব বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং বেদার্থানুষ্ঠানমাদ্রিয়েরন্ সাধবঃ। কিংবা তদানীং স্বামিনি পরিম্লানে তদনুযায়িনা মীমাংসাদি-বিদ্যাস্থান-পরিজনেন কৃত্যমিতি। তস্মাদশেষ-দুষ্টতার্কিকোপমর্দ্দদ্বারক-দৃঢ়তর-বেদপ্রামাণ্যপ্রত্যয়াধায়িন্যায়োপ-দেশক্ষমমক্ষপাদোপদিষ্টমিদং ন্যায়বিস্তরাখ্যং শাস্ত্রং প্রতিষ্ঠাননিবন্ধন-মিতি পরং বিদ্যাস্থানম্। বিদ্যাস্থানত্বং নাম চতুর্দ্দশানাং শাস্ত্রাণাং পুরুষার্থ-সাধনজ্ঞানোপায়ত্বমেবোচ্যতে। বেদনং বিদ্যা, তচ্চ ন ঘটাদিবেদনমপি তু পুরুষার্থসাধনবেদনং বিদ্যায়াঃ স্থানমাশ্রয় উপায় ইত্যর্থঃ। তচ্চ পুরুষার্থ-সাধন-পরিজ্ঞানোপায়ত্বং কস্যচিৎ সাক্ষাৎকারেণ, কস্যচিদুপায়দ্বারেণেতি। তানীমানি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানানীত্যাচক্ষতে। যথোক্তম্—

পুরাণ-তর্ক-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ ইতি *

অনুবাদ

বেদের অসম্পূর্ণ অংশকে পূরণ করে বলিয়া মীমাংসাশাস্ত্রকে সপ্তম অঙ্গ বলা হয় না, কারণ মীমাংসাশাস্ত্র বিচারশাস্ত্র বলিয়া বেদের সহিত উহার ঘনিষ্ঠতা অত্যধিক। সুতরাং বেদের একদেশভূত। বিচার-সাহায্যে অনেক শব্দ নিরাকাঙ্ক্ষ [অর্থাৎ আপাত-প্রতীতির অযোগ্য] অর্থকে বুঝাইতে পারে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা। অতএব বেদনিয়ত মীমাংসাশাস্ত্র-সাপেক্ষ ইহাই তাৎপর্য্য।

* যাঃ স্মৃঃ

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার মূলস্তম্ভস্বরূপ। কারণ উহার দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সুরক্ষিত হয়। কুতার্কিকগণের কুতর্কদ্বারা বেদের প্রামাণ্য-ভঙ্গ হইলে বেদের উপর সজ্জনগণেরও আস্থা নষ্ট হইতে পারে, এবং আস্থা নষ্ট হইলে বহু বিত্তব্যয় এবং বহু পরিশ্রম এই উভয়সাধ্য বৈদিক কর্ম্মের উপর কেন আদর থাকিবে ? কিংবা কুতার্কিকরূপ রিপুর দ্বারা শাস্ত্রাধিপতি বেদের পরাজয় হইলে তদনুচর মীমাংসাদি বিদ্যাস্থানরূপ পরিজনবর্গও কি করিবে ? সেইজন্য, [অর্থাৎ তথাকথিত অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য,] অক্ষপাদমুনি সর্ব্ববিধ কুতার্কিকগণের কুতর্করূপ ভীষণ উপদ্রবের দূরীকরণ-দ্বারা বেদপ্রামাণ্য সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ন্যায়বিস্তরনামক সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাস্থান রচনা করিয়াছেন, এবং এইরূপ শাস্ত্ররচনাদ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিও হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শাস্ত্রকে বিদ্যাস্থান বলে, পুরুষার্থসাধন-জ্ঞানের উপায়ীভূত যে শাস্ত্র, তাহাই বিদ্যাস্থান এবং তাহাই বিদ্যাস্থানের লক্ষণ। বিদ্যাশব্দের অর্থ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানপদটী সাধারণ জ্ঞানরূপ অর্থের বোধক নহে। তাহা হইলে ঘটাদি-জ্ঞানরূপ অর্থও লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু পুরুষার্থসাধনীভূত জ্ঞানই ঐ বিদ্যাশব্দের অর্থ, এবং ঐ জ্ঞানের উপায়ীভূত শাস্ত্রই বিদ্যার স্থান। স্থানশব্দের অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ উপায়। তাদৃশ বিদ্যাস্থানত্ব কেহ সাক্ষাৎকার দ্বারা কেহ বা অনুমানাদি উপায়ান্তর দ্বারা বুঝিতে পারেন। তাদৃশ এই বিদ্যাস্থানগুলিকে চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান বলে। ঐ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যথা—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ছয়টী অঙ্গবিদ্যা এবং চতুর্ব্বিধ বেদ এই সমুদয় চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান ও ধর্ম্মস্থান।

টিপ্পনী

বৈদিক অর্থের নিরূপণমাত্রে যাহারা সাহায্য করে তাহারাই অঙ্গবিদ্যা বলিয়া পরিচিত। বেদে যে অংশ নাই, মীমাংসাশাস্ত্র তাহারও পূরণ করে বলিয়া অঙ্গবিদ্যা নহে।

অন্যত্রাপ্যুক্তম্—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ॥ ইতি

পূর্ব্বত্র তর্কশব্দেনোপাত্তমুত্তরত্র চ ন্যায়বিস্তরশব্দেনৈতদেব শাস্ত্রমুচ্যতে। ন্যায়স্তর্কোঽনুমানং সোঽস্মিন্নেব ব্যুৎপাদ্যতে। যতঃ সাংখ্যার্হতানাং তাবৎ ক্ষপণকানাং কীদৃশমনুমানোপদেশকৌশলং কিয়দেব তৎ তর্কেণ বেদপ্রামাণ্যং রক্ষ্যতে। ইতি নাসাবিহ গণনার্হঃ।

বৌদ্ধাস্তু যদ্যপি অনুমানমার্গাবগাহনৈপুণ্যাভিমানোদ্ধুরাং কন্ধরামুদ্বহন্তি, তথাপি বেদবিরুদ্ধত্বাৎ তৎ তর্কস্য কথং বেদাদিবিদ্যাস্থানস্য মধ্যে পাঠঃ। অনুমানকৌশলমপি কীদৃশং শাক্যানামিতি পদে পদে দর্শয়িষ্যামঃ। চার্ব্বাকাস্তু বরাকাঃ প্রতিক্ষেপ্তব্যা এব, কঃ ক্ষুদ্রতর্কস্য তদীয়স্যেহ গণনাবসরঃ।

বৈশেষিকাঃ পুনরস্মদনুযায়িন এবেত্যেবমস্যাং জনতাসু প্রসিদ্ধায়ামপি ষট্‌তর্ক্যামিদমেব * তর্কন্যায়বিস্তরশব্দাভ্যাং শাস্ত্রমুক্তম্।

ইয়মেবান্বীক্ষিকী চতসৃণাং বিদ্যানাং মধ্যে ন্যায়বিদ্যা গণ্যতে।
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতীতি।
প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা অনুমানমিত্যর্থঃ।
তদ্ব্যুৎপাদকং শাস্ত্রমান্বীক্ষিকম্।

অনুবাদ

শাস্ত্রান্তরেও উক্ত আছে যে ষড়ঙ্গ, চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই কয়টী চতুর্দ্দশবিদ্যা। পূর্ব্বে তর্কশব্দের দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে পরবর্ত্তী ন্যায়বিস্তর শব্দের দ্বারাও সেই শাস্ত্রই গ্রাহ্য।

* 'ইদমপি' এব এব পাঠো যুক্ততরঃ।

ন্যায়শব্দ এবং তর্কশব্দের অর্থ অনুমান। সেই তর্ক কেবলমাত্র ন্যায়শাস্ত্রেই সম্যক্‌রূপে আলোচিত আছে; অন্য শাস্ত্রে নাই, যেহেতু সাংখ্য, জৈন এবং বৌদ্ধগণের অনুমান-শিক্ষণকার্য্যে কোন নৈপুণ্য নাই, এবং তাঁহাদের তর্কের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যও রক্ষিত হয় না। [অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মত তর্ক অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তর্কাভাস মাত্র] অতএব তাঁহাদের শাস্ত্র প্রকৃত তর্কশাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ পাইবার অযোগ্য। যদিও বৌদ্ধগণ তার্কিকাভিমানের ভারগ্রহণ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল, তথাপি তাঁহাদের তর্কও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তথাকথিত বেদাদি বিদ্যাস্থানমধ্যে সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। তাঁহাদের যুক্তিতর্কের যে কোন সারবত্তা নাই, তাহা পদে পদে দেখাইব।

অতি ক্ষুদ্র চার্ব্বাক দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখ পাইবার যোগ্যই নহে। চার্ব্বাকের ক্ষুদ্রতর্কও উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্যতম ন্যায়বিদ্যার মধ্যে গণনীয় হইতেই পারে না।

বৈশেষিকগণ আমাদের অনুগামী, বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং বৈশেষিক দর্শন যদিও জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ষড়্‌দর্শনের অন্যতম বলিয়া পৃথক্ উল্লিখিত, তথাপি এই বৈশেষিক দর্শনকেও চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্যতম তর্ক এবং ন্যায়-বিস্তরশব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছি। এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্বিদ্যা বলিয়া পরিভাষিত বিদ্যার মধ্যে ন্যায়বিদ্যা বলিয়া গণিত হইয়া থাকে।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী" এই বচন অনুসারে ন্যায়বিদ্যা, ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ, সাম), বার্ত্তা (কৃষ্যাদিবিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি-শাস্ত্র চতুর্বিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

আন্বীক্ষিকীশব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে যে প্রত্যক্ষ কিংবা আগমের দ্বারা যে বিষয়টী একবার অবধারিত হইয়াছে, পরে পুনরায় তাহার যে অবধারণ, তাহাই অন্বীক্ষা অর্থাৎ অনুমান। তাহার ব্যুৎপাদক গ্রন্থকে আন্বীক্ষিক কহে।

ননু চতস্রশ্চেদ্ বিদ্যাঃ কথং চতুর্দ্দশ দর্শিতাঃ। নৈষ বিরোধঃ। বার্ত্তা-দণ্ডনীত্যোর্দৃষ্টৈকপ্রয়োজনত্বেন সর্ব্বপুরুষার্থোপদেশ-বিদ্যাবর্গে গণনানর্হ-

ম্বাৎ। ত্রয্যান্বীক্ষিক্যোশ্চ তত্র নির্দ্দেশাচ্চতুর্দ্দশৈব বিদ্যাঃ। নম্ন বেদ-প্রামাণ্যনির্ণয়প্রয়োজনশ্চেন্ন্যায়বিস্তরঃ, কৃতমনেন, মীমাংসাত এব তৎ-সিদ্ধেঃ। তত্র হ্যর্থবিচারবৎ প্রামাণ্যবিচারোঽপি কৃত এব। সত্যম্; স তু আনুষঙ্গিকস্তত্র মুখ্যস্ত্বর্থবিচার এব। পৃথক্‌প্রস্থানা হীমা বিদ্যাঃ, সা চ বাক্যার্থবিদ্যা, ন প্রমাণবিদ্যেতি। ন চ মীমাংসকাঃ সম্যগ্‌বেদ-প্রামাণ্যরক্ষণক্ষমাং সরণিমবলোকয়িতুং কুশলাঃ। কুতর্ককণ্টকনিচয়-নিরুদ্ধ-সঞ্চরমার্গাভাসপরিশ্রান্তাঃ খলু তে ইতি বক্ষ্যামঃ। নহি প্রমাণান্তর-সংবাদদার্ঢ্যমন্তরেণ প্রত্যক্ষাদীন্যপি প্রমাণভাবং ভজন্তে। কিমুত তদধীন-বৃত্তিরেষ শব্দঃ। শব্দস্য হি সময়োপকৃতস্য বোধকত্বমাত্রং স্বাধীনম্; অর্থতথাত্বেতরত্বপরিনিশ্চয়ে তু পুরুষমুখপ্রেক্ষিত্বমস্যাপরিহার্য্যম্।

তস্মাদাপ্তোক্তত্বাদেব শব্দঃ প্রমাণীভবতি, নান্যথা, ইত্যেতচ্চাস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যুৎপাদয়িষ্যতে। নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ? * অত্যল্পমিদমুচ্যতে।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিদ্যার চতুর্দ্দশসংখ্যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন আবার বিদ্যাকে চারি প্রকার বলা হইতেছে কিরূপে? এই কথা বলিতে পার না, এরূপ বলিলে কোন বিরোধ নাই; কারণ—বার্ত্তাশাস্ত্র কৃষি-বাণিজ্যাদি-বোধকশাস্ত্র, দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্র। রাজনীতি শাস্ত্রে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনাদি বিষয়ে উপদেশ আছে। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ শাস্ত্রই দৃষ্টপুরুষার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র, অদৃষ্টার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র নহে। এখানে কিন্তু অদৃষ্টার্থজ্ঞাপক শাস্ত্রেরই প্রসঙ্গ। সুতরাং বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি অদৃষ্টার্থজ্ঞাপক শাস্ত্রমধ্যে গণনীয় নহে বলিয়া উক্ত চারিবিদ্যার অন্তর্গত ত্রয়ী এবং আন্বীক্ষিকী এই ২টী মাত্রকে গ্রহণ করিবে। এবং উক্ত ২টী শাস্ত্রকে তথাকথিত শাস্ত্রের মধ্যে নির্দ্দেশ করায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার কোন অনুপপত্তি নাই। আচ্ছা

* অত্যল্পমেবেদমুচ্যতে ইতি গ্রন্থে।

ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য ন্যায়বিদ্যার উপযোগিতা, তবে বলিব যে ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন নাই। কারণ, মীমাংসাশাস্ত্রের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে। ঐ মীমাংসাশাস্ত্রে যেরূপ বেদার্থবিচার সম্পাদিত আছে ঐরূপ বেদ-প্রামাণ্য-সম্বন্ধেও বিচার আছে। তোমরা ঠিক আপত্তি করিয়াছ, কিন্তু ঐ আপত্তি ক্ষতিকরী হইবে না। কারণ, মীমাংসাশাস্ত্রে বেদার্থ-বিচার প্রধান, প্রামাণ্যবিচার আনুষঙ্গিক। কথিত চতুর্দ্দশ বিদ্যার প্রস্থান বিভিন্ন, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের এবং মীমাংসাশাস্ত্রের এক প্রস্থান সঙ্গত নহে। মীমাংসাশাস্ত্র বেদবাক্যার্থবিচার-শাস্ত্র, বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চায়ক শাস্ত্র নহে। মীমাংসকগণ বেদপ্রামাণ্যরক্ষণযোগ্য মার্গ দেখিতে সক্ষম নহেন। মীমাংসকগণ চিরদিনই কুতর্ক-কণ্টকরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পথকে পথ বলিয়া বুঝিয়া সেই পথে বৃথা বিচরণ করিয়া অকারণ কষ্ট পাইয়াছেন এই কথা বলিব। প্রমাণান্তরের সহিত দৃঢ় মিল না থাকিলে সর্ব্বমূলীভূত প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রভৃতিরও প্রামাণ্য বাধিত হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষাদিরই অধীন শব্দের প্রামাণ্য বাধিত হইবে ইহা কি আর বলিতে হয়?

সঙ্কেত-সাহায্যে শব্দের অর্থবোধকতাই স্বাধীন। কিন্তু স্বপ্রতি-পাদিত অর্থের যাথার্থ্য এবং অযথার্থতা-নিশ্চয়ে তাহা হেতু নহে। ঐ শব্দের প্রযোক্তা পুরুষবিশেষ, ইহা বুঝিলে ঐ নিশ্চয় হয় [অর্থাৎ অনুমানের সাহায্য-ব্যতিরেকে শব্দের প্রামাণ্য রক্ষা করা যায় না। সুতরাং তর্ক-শাস্ত্রই বেদের প্রামাণ্যরক্ষক, ইহা নির্ব্বিচারসিদ্ধ, মীমাংসাশাস্ত্র শব্দশাস্ত্র, তাহা বেদের প্রামাণ্যরক্ষক হইতে পারে না।]

অতএব আপ্তজনকথিত শব্দই প্রমাণ এই কথা এই শাস্ত্রেই পরে বলিব। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে—যদি অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রই বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চায়ক হয়, তবে অক্ষপাদের পূর্ব্বে বেদপ্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইয়াছিল? এই কথা বলিতে পার না। কারণ ইহা অতি তুচ্ছ কথা। [অর্থাৎ অক্ষপাদ মুনির গ্রন্থ-প্রণয়ন হইতেই যদি বেদ প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তবে তাহার

পূর্ব্বে উহা অপ্রমাণ বলিয়া বিবেচিত ছিল ইহা বলিতে হয়—ইহা ভ্রান্ত ধারণা।]

জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ। পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি রচিতানি। পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি। আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ? সংক্ষেপবিস্তর-বিবক্ষয়া তু তাংস্তাং-স্তত্র তত্র কর্ত্তৄন্ আচক্ষতে। ননু বেদপ্রামাণ্যং নির্ব্বিচারসিদ্ধমেব সাধবো মন্যন্তে ইতি কিমত্র বিচারযত্নেন। ন, সংশয়-বিপর্য্যাস-নিরাসার্থত্বাৎ। যস্য হি বেদপ্রামাণ্যে সংশয়ানা বিপর্য্যস্তা বা মতিঃ, তং প্রতি শাস্ত্রারম্ভঃ। নহি বিদিতবেদার্থং প্রতি মীমাংসা প্রস্তূয়তে। তদুক্তম্—"নান্যতো বেদবিদ্ভ্যশ্চ সূত্রবৃত্তিক্রিয়েষ্যতে" * ইতি।

অনুবাদ

জৈমিনির পূর্ব্বে কে বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? [অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে বেদ ব্যাখ্যাত ছিল না বলিয়াই কি কেহ বেদার্থ বুঝিতে পারেন নাই?] পাণিনির পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি সুবন্ত এবং তিঙন্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন? [অর্থাৎ তৎপূর্ব্বে পদবিশ্লেষণ না থাকায় বেদঘটকীভূত পদাদির প্রকৃতি-প্রত্যয়বিশ্লেষণ বুঝিবার অধিকার কাহারও কি ছিল না?] ছন্দঃকর্ত্তা পিঙ্গলের পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ছন্দঃ রচনা করিয়াছিলেন? [অর্থাৎ ছন্দঃশাস্ত্র রচিত ছিল না বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞসদৃশ শাস্ত্রকর্ত্তাদের তদবিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না এই কথা কি বলিতে পার?] সৃষ্টির প্রথম হইতেই উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে। সঙ্ক্ষেপ এবং বিস্তারের বিবক্ষানুসারে পূর্ব্বসিদ্ধ বিষয়ের সংক্ষিপ্তোক্তিকারী এবং বিস্তৃতোক্তিকারী-দিগকে তৎতৎ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তা বলা হইয়া থাকে।

[অর্থাৎ ফলতঃ সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যা নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। বেদবৎ সকল বিদ্যাই পূর্ব্বাবধি ছিল। ক্রমে তাহাদের পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।]

* শ্লো. বা., শ্লো. ৩৩, সূ. ১।

আচ্ছা ভাল কথা, বেদপ্রামাণ্য নির্বিচারসিদ্ধ, [অর্থাৎ উহার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিবার জন্য কোন বিচারের অপেক্ষা নাই, পণ্ডিতগণের ইহাই ধারণা।] তবে বেদের প্রামাণ্যস্থাপনের জন্য গুরুতরারম্ভ আন্বীক্ষিকী-প্রণয়নের সার্থকতা কি ? এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ বেদপ্রামাণ্য-সম্বন্ধে সংশয় এবং ভ্রমনিরাস করিবার জন্য আন্বীক্ষিকী-প্রণয়ন। যাহার বেদপ্রামাণ্যে সংশয় বা ভ্রম আছে, তাহার জন্যই আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। বেদার্থজ্ঞাতার পক্ষে মীমাংসা-শাস্ত্রেরও সার্থকতা নাই। সেই জন্যই কুমারিল বলিয়াছেন যে—

সূত্র বা বৃত্তি ইহা কোন বেদজ্ঞ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য রচিত হয় নাই। উহা কেবলমাত্র অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য রচিত হইয়াছে।

ভবতি চ চতুষ্প্রকারঃ পুরুষঃ, অজ্ঞঃ সন্দিগ্ধো বিপর্য্যস্তো নিশ্চিত-মতিশ্চেতি। তত্র নিশ্চিতমতিরেষ মুনিরমুনা শাস্ত্রেণাজ্ঞস্য জ্ঞান-মুপজনয়তি, সংশয়ানস্য সংশয়মপহন্তি, বিপর্য্যস্ততো বিপর্য্যাসং ব্যুদস্যতীতি তান্ প্রতি যুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভঃ। কুতঃ পুনরস্য ঋষেরপি নিশ্চিতমতিত্বং জ্ঞাতম্ ? উচ্যতে। ভবতি তাবদেষ নিশ্চিতমতিঃ, স তু তপঃপ্রভাবাদ্বা দেবতারাধনাদ্বা শাস্ত্রান্তরাভ্যাসাদ্বা। ভবতু, কিমনেন। তত্রৈতৎ স্যাৎ, তত এব শাস্ত্রান্তরাদস্মদাদেরপি তত্ত্বাধিগমো ভবিষ্যতীতি কিমক্ষপাদ-প্রণীতেন শাস্ত্রেণ। পরিহৃতমেতৎ, সংক্ষেপ-বিস্তারবিবক্ষয়া শাস্ত্র-প্রণয়নস্য * সাফল্যাৎ। বিচিত্রচেতসশ্চ ভবন্তি পুরুষা ইত্যুক্তম্। যেষামিত এবাজ্ঞানসংশয়-বিপর্য্যাসা বিনিবর্ত্তন্তে, তান্ প্রত্যেতৎপ্রণয়নং সফলমিতীদং প্রণীতবান্ আচার্য্যঃ। তত্রেদমাদিমং সূত্রম্।

অনুবাদ

পুরুষ চারি প্রকার হইয়া থাকে। কেহ অজ্ঞ, কেহ সন্দিগ্ধ, কেহ ভ্রান্ত কেহ বা চতুর্দ্দশবিদ্যা-সিদ্ধান্তবিষয়ে অপ্রতিহতপ্রতিভ ব্যুৎপন্ন জ্ঞানী। অক্ষপাদ মুনি উক্ত চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। ঐ অক্ষপাদ মুনি স্বরচিত ন্যায়দর্শন দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানী করেন, সন্দিগ্ধের সংশয়

* শাস্ত্রপ্রণয়নস্য যত্ত সাফল্যাদিতি মূলে পাঠঃ।

দূর করেন, ভ্রান্তের ভ্রম খণ্ডন করেন। এই কারণে প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর জন্য তাঁহার রচিত শাস্ত্র সার্থক হইয়াছে। এই অক্ষপাদ মুনির সম্যক্ জ্ঞান হইল কিরূপে? বলিতেছি। অক্ষপাদ মুনি যে বিশেষ-জ্ঞানী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের কারণ তপঃ-প্রভাব, দেবতার আরাধনা বা শাস্ত্রান্তরের অভ্যাস। তাঁহার জ্ঞানের কারণ যাহাই হোক, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাই আমাদের আপত্তি যে, অক্ষপাদ মুনির যদি শাস্ত্রান্তরের দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রও এখনও আছে, তাহার দ্বারাই আমাদেরও জ্ঞানসঞ্চয় হইতে পারিবে, আমাদের জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য অক্ষপাদ মুনির শাস্ত্রপ্রণয়ন ব্যর্থ। ইহার উত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আছে সত্য, কিন্তু সংক্ষেপ করিয়া বা বিস্তার করিয়া বলিবার জন্য শাস্ত্র-প্রণয়নের সার্থকতা। [অর্থাৎ পূর্ব্বশাস্ত্রে সংক্ষেপ ছিল, সেই জন্য অক্ষপাদ মুনি বিস্তার করিয়া বলিবার জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং অক্ষপাদ মুনির শাস্ত্র ব্যর্থ নহে।] পুরুষভেদে বুদ্ধি ভিন্ন, [অর্থাৎ সকলের এক প্রকার বুদ্ধি হয় না।] যাহাদের কেবলমাত্র এই শাস্ত্র হইতেই সংশয় এবং ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদের জন্যই এই শাস্ত্রের সৃষ্টি, সুতরাং উক্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি ব্যর্থ নহে। এই কারণেই আচার্য্য গৌতম এই শাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন। সেই শাস্ত্রে ইহা প্রথম সূত্র।

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। ১।

নন্বু কিমর্থোঽয়মাদিবাক্যারম্ভঃ? কোঽয়ং প্রশ্নঃ? শাস্ত্রং চেদা-রম্ভণীয়ং, ক্রমবৃত্তিত্বাদ্ বাচঃ প্রথমমবশ্যং কিমপি বাক্যং প্রযোক্তব্যম্, ন হ্যাদিবাক্যমকৃত্বা দ্বিতীয়াদিবাক্যপ্রণয়নমুপপদ্যতে, ইতি গ্রন্থকরণ-মেবাঘটমানং স্যাৎ। আহ—ন খল্বেবং ন জানে, কিন্তু যদেব শাস্ত্রে ব্যুৎপাদ্যতেন স্থিতং তদেব ব্যুৎপাদ্যতাং কিমাদৌ তদভিধেয়-প্রয়োজন-কীর্ত্তনেন? উচ্যতে—

আদিবাক্যং প্রযোক্তব্যমভিধেয়প্রয়োজনে।
প্রতিপাদয়িতুং শ্রোতৃপ্রবাহোৎসাহসিদ্ধয়ে ॥
অভিধেয়ফলজ্ঞানবিরহাস্তমিতোত্তমাঃ।
শ্রোতুমল্পমপি গ্রন্থমাদ্রিয়ন্তে ন সূরয়ঃ ॥

অনুবাদ

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, এবং নিগ্রহ-স্থানস্বরূপ ষোড়শ পদার্থের যথাযথ জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। ১।

আচ্ছা ভাল কথা, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ন্যায়দর্শনকার প্রথমে এই সূত্রটীর প্রণয়ন করিলেন কেন?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রশ্নটী অসার। কারণ, শাস্ত্র করিতে গেলে বক্তব্যের ক্রমবৃত্তিতানিবন্ধন সমগ্রবক্তব্য শাস্ত্রের প্রথমে বলা অসম্ভব বলিয়া ক্রমিকভাবে বলিতে হইলে বাক্যেরও ক্রমিকতা আবশ্যক। বাক্যের ক্রমিকতা আবশ্যক বলিয়া প্রথমে কিছু বলিতে হইবে। আদি-বাক্য রচিত না হইলে দ্বিতীয়াদি বাক্যের রচনাও অনুপপন্ন হইয়া থাকে। [অর্থাৎ প্রথম না হইলে দ্বিতীয়াদি হইবে কিরূপে?] অতএব বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার না করিলে গ্রন্থ-সম্পাদনকার্য্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তীর প্রতি প্রশ্নকারী বলিতেছেন—এই সকল কথা কি জানি না? তাহা জানি, কিন্তু শাস্ত্রে যাহা প্রধানভাবে আলোচ্য, তাহারই আলোচনা করা উচিত, তাহা না করিয়া শাস্ত্রের প্রথমে শাস্ত্রের অভিধেয়-পদার্থ-বর্ণন এবং তাহার প্রয়োজন-কীর্ত্তন অগ্রে কেন করা হইল? এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে শ্রোতৃগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের অভিধেয় এবং প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমে কিছু বলা উচিত। কারণ—পণ্ডিতগণ অগ্রে অভিধেয় এবং প্রয়োজন জানিতে না পারিলে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষুদ্রগ্রন্থ-শ্রবণেও প্রবৃত্ত হন না।

কো হি নাম বিদ্বান্ অবিদিতবিষয়ে নিষ্প্রয়োজনকে চ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে। আহ চ ভট্টঃ—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥" ইতি। *

ননু প্রয়োজনপরিজ্ঞানমাদৌ শ্রোতৃণাং কুতস্ত্যমিতি চিন্ত্যম্। কিম-কস্মাদেব বাক্যাদুত যুক্তিতঃ। বাক্যং তাবদনিশ্চিতপ্রামাণ্যং কথং প্রয়োজননিশ্চয়ায় প্রভবতি? সংশয়াদ্বা প্রবৃত্তৌ বেদার্থেঽপি তথৈব স্যাৎ। যুক্তিতঃ প্রয়োজনাবগমঃ শাস্ত্রে সর্ব্বস্মিন্নধীতে সতি সম্ভবতি, নেতরথেতি তদবগমপূর্ব্বিকায়াং প্রবৃত্তাবিতরেতরাশ্রয়ঃ, শাস্ত্রাধিগমাৎ প্রয়োজনপরিজ্ঞানং, প্রয়োজনপরিজ্ঞানাচ্চ শাস্ত্রশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ। উচ্যতে— আদিবাক্যাদেব শ্রোতুঃ শাস্ত্রপ্রয়োজন-পরিজ্ঞানমর্থসংশয়াচ্চ শ্রবণে প্রবৃত্তিঃ।

অনুবাদ

এরূপ বিদ্বান্ কে আছেন, যিনি যাহার বিষয় জানা নাই এবং যাহার প্রয়োজন জান নাই সেইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এবং কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

সর্ব্ববিধশাস্ত্রের এবং যে কোন কর্ম্মের প্রয়োজন যতক্ষণ উক্ত না হয়, ততক্ষণ সেই সকল শাস্ত্র কেহ শোনে না এবং সেই কর্ম্মেও কেহ প্রবৃত্ত হয় না।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রোতৃগণের প্রয়োজনজ্ঞান প্রথমে কি উপায়ে হয়? তাহা ভাবিবার কথা। বক্তার বাক্য শ্রবণ-মাত্রে শ্রোতার হঠাৎ প্রয়োজনজ্ঞান হয়, কিংবা যুক্তিবলে হয়?

* শ্লো. বা., শ্লো. ১২, সূ. ১

প্রথম পক্ষটী সমীচীন নহে, কারণ—শ্রবণমাত্রেই প্রথমশ্রুত বাক্যের প্রামাণ্য-নির্দ্ধারণ না হওয়ায় ঐ বাক্য হইতে কিরূপে প্রয়োজন-নিশ্চয় সম্ভব ? কিংবা (শাস্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়ে নিশ্চয় না হইলেও) সংশয়-বশতঃ (শাস্ত্রশ্রবণে) প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি বিষয়েও সেই ভাবেই প্রবৃত্তি হইতে পারে। [অর্থাৎ বেদসম্বন্ধে ঐরূপ ভাবে প্রামাণ্যসংশয় থাকিলেও বেদোক্ত কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে] যুক্তিবলে প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়, ঈদৃশ দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ—যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন-নিশ্চয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয়, নচেৎ হয় না। অতএব যুক্তিমূলক প্রয়োজন-জ্ঞানকে শাস্ত্রশ্রবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিলে ইতরেতরাশ্রয়-রূপ দোষের প্রসক্তি হয়। শাস্ত্র জানিলে প্রয়োজন-নিশ্চয় হয়, এবং প্রয়োজন-নিশ্চয় হইলে শাস্ত্র জানিতে প্রবৃত্তি হয়। (ইহাই ইতরেতরাশ্রয়-দোষ।) এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র শাস্ত্রের প্রথম বাক্য হইতেই শ্রোতার শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রয়োজনের জ্ঞান হয়, [অর্থাৎ প্রয়োজন-জ্ঞান করিতে সমগ্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে হয় না] এবং শাস্ত্রশ্রবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি ঐ প্রয়োজনবিষয়ক সংশয় কারণ, [অর্থাৎ প্রয়োজন-নিশ্চয় কারণ নহে, অতএব এই পক্ষে ইতরেতরাশ্রয়-দোষ হইল না। এবং শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে প্রয়োজন-নিশ্চয় এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পদার্থের নিশ্চয় থাকিলে শাস্ত্রশ্রবণে শ্রোতার প্রবৃত্তি থাকে না। শাস্ত্রশ্রবণের পর সেই সেই বিষয়ে নিশ্চয় হওয়ায় ঐ সংশয় দূরীভূত হয়।]

বেদে হ্যসিদ্ধপ্রামাণ্যে মহাক্লেশেষু কর্ম্মসু।
নানর্থশঙ্কয়া যুক্তমনুষ্ঠানপ্রবর্ত্তনম্ ॥
বহুবিত্তব্যয়ায়াসবিয়োগসুগমেহধ্বনি।
প্রবৃত্তিরুচিতোদারফলে লঘুপরিশ্রমে ॥
শৃণ্বন্ত এব জানন্তি সন্তঃ কতিপয়ৈর্দিনৈঃ।
কিমেতৎ সফলং শাস্ত্রমুত মন্দপ্রয়োজনম্ ॥

সূক্ষ্মেক্ষিকা তু যত্তত্র ক্রিয়তে প্রথমোদ্যমে।
অসৌ সকলকর্ত্তব্য-বিপ্রলোপায় কল্পতে॥
আর্ত্তো হি ভিষজং পৃষ্টা তদুক্তমনুতিষ্ঠতি।
তস্মিন্ সবিচিকিৎসস্তু ব্যাধেরাধিক্যমাপ্নুয়াৎ॥
তেনাদিবাক্যাদ্ বিজ্ঞায় সাভিধেয়ং প্রয়োজনম্।
তৎসম্ভাবনয়া কার্য্যস্তচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদরঃ॥

অনুবাদ

বেদের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হইলে [অর্থাৎ প্রামাণ্যসংশয় হইলে] বেদপ্রতিপাদ্য মহাক্লেশকর যাগাদিরূপকর্ম্মে অনিষ্টের আশঙ্কায় লোকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ—যে সকল কর্ম্ম অল্পপরিশ্রমসাধ্য এবং অল্প-ব্যয়সাধ্য অথচ যাহার ফল উৎকৃষ্ট, এইরূপ কর্ম্মেই লোকের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। সুধীগণ শাস্ত্র শুনিতে শুনিতেই কিছুদিনের মধ্যেই শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বল্প কি মহৎ তাহা বুঝিতে পারেন। কার্য্যারম্ভমাত্রেই কেহ আরব্ধ কার্য্যের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করেন না। যদি প্রথম অবস্থায়ই ঐ কার্য্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি [অর্থাৎ কতদিনে ফল হইবে এবং ফল স্থির বা অস্থির, অল্পায়াসসাধ্য বা বহুপরিশ্রমসাধ্য ইত্যাদিরূপ সূক্ষ্মানুসন্ধান] করা যায়, তাহা হইলে সম্পাদনীয় কার্য্যের সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। রোগী চিকিৎসক-কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলে সেই চিকিৎসকের কথা অনুসারে চলে। চিকিৎসকের কথা অনুসারে চলিলে ফল হইবে কিনা ইহা ভাবে না। যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থার প্রতি সন্দিগ্ধ হয় তাহা হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

সুতরাং শাস্ত্রের প্রথম বাক্য হইতেই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য এবং প্রয়োজন জানিয়া ঐ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ঐ শাস্ত্রের শ্রবণে সমাদর করিবে। [অর্থাৎ লোকের অনিষ্ট-সম্পাদনের জন্য শাস্ত্র রচিত হয় না, ইহা মনে করা উচিত।]

স্বৈরপ্যাদিবাক্যমিত্থং ব্যাখ্যায়তে কিলানম্বিতপদার্থকং বাক্যমনুপাদেয়ং দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ। অন্বিতপদার্থকমপি নিষ্প্রয়োজনমনুপাদেয়মেব যদসম্বায়সদশনবিমর্শবাক্যমিব। তদিহোপাদেয়তাব্যাপকপ্রয়োজনাস্যানুপালম্ভাদনাদরণীয়ত্বমিতি ব্যাপকানুপলব্ধ্যা প্রত্যবতিষ্ঠমানঃ প্রয়োজনাস্তভিধায়িনাদিবাক্যেন নিবৃত্তাশঙ্কঃ ক্রিয়তে ইতি তৈরপি প্রয়োজন-প্রতিপাদনমেবাদিবাক্যস্যার্থ ইত্যুক্তং ভবতি।

তৎপ্রতিপাদনেনৈব ব্যাপকানুপলব্ধিপরিহারাদাশঙ্কা নিবারিতা ভবতীতি। যদ্যপি প্রবৃত্তিহেতোরর্থসংশয়স্য তর্কাপরনাম্ন ঔচিত্যস্য বা সমুৎপাদনমাদিবাক্যেন ক্রিয়তে ইতি কেচিদাচক্ষতে, তদপি প্রয়োজনাভিধানদ্বারকমেব। প্রয়োজনবিষয়ো হি সংশয়ো বা সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো বা প্রবৃত্ত্যঙ্গভূতস্তেনোৎপাদনীয় ইতি তদুৎপত্তৌ প্রয়োজনাভিধানমেবাদিবাক্যস্য ব্যাপারঃ, সংশয়স্তু * বস্তুবৃত্তোপনত এব পুরুষবচসাং দ্বৈবিধ্য-দর্শনাৎ। শৌচ-সমাচার-সাধুতাদিনা তু * তস্মিন্ সম্ভাবনাপ্রত্যয়োঽপি লোকস্য ভবতীতি। তস্মাৎ প্রয়োজনপ্রতিপাদনার্থমেবাদিবাক্যমিতি সূক্তম্।

যা চ শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যঙ্গং তদ্ বক্তুং যুক্তমাদিতঃ।
ন চ প্রয়োজনজ্ঞানাদন্যদস্তি প্রবর্ত্তকম্॥

অনুবাদ

অপর যে পণ্ডিতগণ আদিবাক্যের উপযোগিতা-বিষয়ে এই ভাবে বর্ণনা করেন যে, যেরূপ দশদাড়িমাদিবাক্য † অর্থবোধক হয় না, সেরূপ যে সকল বাক্যগত পদের অর্থ পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ, সেই সকল বাক্য অগ্রাহ্য; কিংবা বাক্যগত পদগুলির অর্থ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইলেও (দন্তহীন) কাকের দন্তানুসন্ধানের জন্য প্রযুক্ত বাক্যের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন হইলে তাদৃশ বাক্যও উপেক্ষণীয়। সুতরাং তাঁহাদের উক্ত মীমাংসাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে শাস্ত্রের

* তুকারদ্বয়ং পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থম্।

† একত্র দশ শব্দের অন্বয় এবং অন্যত্র দাড়িম শব্দের অন্বয়ের অভিপ্রায়ে দশদাড়িমশব্দের প্রয়োগ করিলে ঐ শব্দরূপ বাক্যটী অনন্বিতার্থক বলিয়া তাহা হইতে অর্থবোধ হয় না।

প্রয়োজন আছে, তাহা উপাদেয় হইয়া থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে অগ্রাহ্য হয়, অতএব প্রয়োজনের অনুপলব্ধিবশতঃ শাস্ত্রের উপাদেয়ত্বভঙ্গকারী প্রতিবাদীকে প্রয়োজনাভিধায়ক আদিবাক্যের দ্বারা শাস্ত্র উপাদেয় কিংবা অগ্রাহ্য এইরূপ সংশয় হইতে মুক্ত করা হইতেছে। এইরূপ যাঁহাদের বর্ণনা তাঁহাদেরও এই কথা বলিতে হইবে যে প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের উদ্দেশ্য। প্রয়োজন-প্রতিপাদনদ্বারাই প্রয়োজনের অনুপলব্ধির নিরাস হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রের উপাদেয়ত্ব অনুপাদেয়ত্ববিষয়ক সংশয়েরও নিরাস হইতেছে। অতএব ফলতঃ তাঁহাদেরও প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের উদ্দেশ্য এই কথা বলা হইতেছে।

কতিপয় পণ্ডিত বলেন যে, শাস্ত্রশ্রবণবিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুভূত প্রয়োজন-সংশয়ের বা যাহার নামান্তর তর্ক (প্রয়োজনাদিসম্বন্ধীয় তর্ক) এইরূপ ঔচিত্যের সমুৎপাদন আদিবাক্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়,—সেই উক্তিরও উদ্দেশ্য ফলতঃ প্রয়োজনের কথন। কারণ আদিবাক্যের দ্বারা প্রবৃত্তির কারণীভূত প্রয়োজন-বিষয়ক সংশয় বা সম্ভাবনার স্বরূপ তর্কবুদ্ধির উৎপাদন কর্ত্তব্য, অতএব তাহার (প্রবৃত্তির) উৎপত্তিবিষয়ে প্রয়োজনের কথনটী একমাত্র ব্যাপার, সংশয়াদি নহে। [অর্থাৎ আদিবাক্য প্রয়োজনের কথনের-দ্বারা প্রয়োজনবিষয়ে সংশয় কিংবা সম্ভাবনাত্মক তর্কবুদ্ধি উৎপন্ন করে।] সংশয় বস্তুরীতি অনুসারে উপস্থিত হইয়াই থাকে, কারণ—পুরুষবাক্যের দ্বৈবিধ্য দেখা যায়। [অর্থাৎ প্রায় বাক্যের দুইদিকে গতি থাকায় সংশয় ঘটিয়া পড়ে। সংশয় উৎপন্ন করিবার জন্য বক্তার কোন চেষ্টা করিতে হয় না।] বক্তার শৌচ এবং সদাচারাদি গুণের দ্বারা সেই শাস্ত্রের যাহা প্রয়োজন, অন্ততঃ পক্ষে তাহার সম্ভাবনাও হইতে পারে। (অমুক ঋষি যদি এই শাস্ত্রের বক্তা না হইতেন, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়স প্রয়োজন হইত না এইরূপ তর্ক হয়।) এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের উদ্দেশ্য—ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। শ্রোতার প্রবৃত্তির পক্ষে যাহা কারণ, প্রথমেই তাহা বলা উচিত। প্রয়োজনজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু প্রবর্ত্তক নাই।

অভিধেয়কথনমপি তৎসাধ্যপ্রয়োজনোপপাদনায় শ্রোতৃবুদ্ধি-সমাধানায় চ কর্ত্তব্যমেব।

অর্থাক্ষিপ্তস্তু সম্বন্ধঃ ফলশাস্ত্রাভিধেয়গঃ।
তন্নির্দ্দেশেন সিদ্ধত্বান্ন স্বকণ্ঠেন কথ্যতে॥

অভিধেয়স্য শাস্ত্রস্য বাচ্যবাচকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ, শাস্ত্রার্থস্য নিঃশ্রেয়সস্য চ সাধ্যসাধকভাবঃ সম্বন্ধঃ তদাশ্রয়নির্দ্দেশাদেব সিদ্ধঃ। অভিধেয়াস্তু প্রমাণাদয়ো নিগ্রহস্থানপর্য্যন্তাঃ ষোড়শ পদার্থাঃ প্রথমসূত্রে নির্দ্দিষ্টাস্তেষাং স্বরূপমুপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যতে। অর্থপরিচ্ছিত্তিসাধনানি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি। তৎপরিচ্ছেদ্যমাত্মাদি। নানার্থাবমর্শঃ সংশয়ঃ। হিতাহিত-প্রাপ্তিপরিহারৌ তৎসাধনঞ্চ প্রয়োজনম্।* হেতোঃ প্রতিবন্ধাবধারণং দৃষ্টান্তঃ। প্রমাণতোঽভ্যুপগম্যমানঃ সামান্যবিশেষবান্ অর্থঃ সিদ্ধান্তঃ। পরার্থানুমানবাক্যৈকদেশভূতাঃ প্রতিজ্ঞাদয়োঽবয়বাঃ। সন্দিগ্ধেঽর্থেঽন্যতর-পক্ষানুকূলকারণদর্শনাৎ তস্মিন্ সম্ভাবনাপ্রত্যয়স্তর্কঃ। সাধনোপলম্ভজন্মা তত্ত্বাববোধো নির্ণয়ঃ। বীতরাগবস্তুনির্ণয়ফলো বাদঃ। বিজিগীষুকথা পুরুষশক্তিপরীক্ষণফলা জল্পঃ। তদ্বিশেষো বিতণ্ডা। অহেতবো হেতুবদ-বভাসমানা হেত্বাভাসাঃ। অর্থবিকল্পৈর্বচনবিঘাতশ্ছলম্। হেতুপ্রতিবিম্বন-প্রায়ং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। সত্যবস্তুপ্রতিভাসঃ বিপরীত-প্রতিভাসশ্চ নিগ্রহস্থানম্।†

অনুবাদ

শাস্ত্রের যাহা অভিধেয়, তাহার প্রতিপাদন না করিলে অভিধেয়সাধ্য-প্রয়োজনের উপপাদন হয় না। সুতরাং অভিধেয়সাধ্য-প্রয়োজনের

* অত্র নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্মুখ্যপ্রয়োজনত্বং তদুপায়স্য তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্ গৌণপ্রয়োজনত্বমিতি। ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ।

† বিপ্রতিপত্তির্বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিঃ প্রকৃতজ্ঞানং যদ্যপ্যেতদজ্ঞত্বং পরনিষ্ঠং নোক্তাবচ্ছিত্তুমর্হং প্রতিজ্ঞাহান্যাদেনিগ্রহস্থানত্বানুপপত্তিশ্চ তথাপি বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যজ্ঞতয়োর্ব্যাপকধর্মবত্ত্বং তদর্থঃ উদ্দেশ্যানু-রূপসমাপ্ত-জ্ঞানাভাবলিঙ্গত্বং প্রতিজ্ঞাহান্যাদ্যনুগতমতঃ লক্ষণমিত্যাপি বদন্তি, ইতি ন্যায়সূত্রবৃত্তিঃ। ১, অ., ২ আ., ৬০ সূ.।

উপপাদনের জন্য এবং শ্রোতৃগণের বুদ্ধিকে একাগ্র করিবার জন্য অভিধেয়-প্রতিপাদন অবশ্যকর্ত্তব্য।

শাস্ত্রের সহিত অভিধেয়ের এবং অভিধেয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে না, কিন্তু অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। শাস্ত্রের সম্বন্ধিপ্রতিপাদনদ্বারা ঐ সম্বন্ধ নিশ্চিত হয় বলিয়া তদ্‌বোধক-শব্দের দ্বারা তাহার প্রতিপাদন করা হয় না।

ন্যায়দর্শনশাস্ত্রের সহিত অভিধেয়ের সম্বন্ধ বাচ্যবাচকভাব। অভিধেয়ের সহিত মোক্ষরূপ প্রয়োজনের সম্বন্ধ সাধ্যসাধনভাব। যদি বল, জগতে নানাপ্রকার সম্বন্ধসত্ত্বেও উল্লিখিতসম্বন্ধের নির্দ্ধারণ হইল কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি মঞ্জরীকার বলিতেছেন যে, সম্বন্ধের আশ্রয় [অর্থাৎ সম্বন্ধিদ্বয়ের] নির্ব্বাচনদ্বারাই সম্বন্ধস্বরূপ বুঝা গিয়াছে। প্রমাণাদি নিগ্রহস্থানপর্য্যন্ত ষোড়শপদার্থ ন্যায়দর্শনের অভিধেয়। প্রথম সূত্রের দ্বারা উহাদেরই নির্দ্দেশ হইয়াছে। তাহাদের যথাযথভাবে পরিচয় পরে দেওয়া হইবে। বস্তুর যথাযথভাবে জ্ঞানের সাধন বলিয়া প্রত্যক্ষাদিকে প্রমাণ বলা হয়। আত্মাদি পদার্থগুলি তাহার প্রমেয়। বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাবকে লইয়া (একটী ধর্ম্মীর উপর) যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই সংশয়। হিতপ্রাপ্তি, অহিতপরিহার, এবং হিতপ্রাপ্তি-সাধন ও অহিতনিবৃত্তিসাধনকে প্রয়োজন বলে। যাহার দ্বারা সাধনে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, তাহা দৃষ্টান্ত। সামান্য এবং বিশেষধর্ম্ম-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে প্রমাণবলে সেইভাবে স্বীকার করিয়া লইলে স্বীক্রিয়মাণ তাদৃশবস্তুকে সিদ্ধান্ত বলে।* পরার্থানুমানস্থলে প্রযুক্ত ন্যায়-বাক্যের অন্তর্ভুক্ত অথচ তাহার অংশ প্রতিজ্ঞাদি-বাক্যকে অবয়ব বলে। জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে দুইটী পক্ষ হয়। তাহার মধ্যে কোন একটী পক্ষ স্থির করিবার কারণ দেখিয়া সেই পক্ষে যে সম্ভাবনা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তর্ক। স্বপক্ষ-স্থাপন এবং পরপক্ষ-খণ্ডন এই উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত পদার্থসম্বন্ধীয় যথার্থ নিশ্চয়কে নির্ণয়

* ন্যায়মঞ্জরীর উত্তরার্দ্ধে যখন সিদ্ধান্তসূত্রের অনুবাদ করিব তখন ভাষ্যকার এবং মঞ্জরীকারের সিদ্ধান্তসূত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে বিরোধ দেখাইব।

বলে। বাদী এবং প্রতিবাদীর রাগদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া এবং পরস্পরের অপমানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবধারণের জন্য প্রযুক্ত বিচারবাক্যকে বাদ বলে।

জয়েচ্ছা-প্রণোদিত বাদী এবং প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষ-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ বিচারশক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বাক্যই জল্প। জল্পবিশেষ বিচার-বাক্য বিতণ্ডা। [অর্থাৎ স্বপক্ষস্থাপনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষখণ্ডনপ্রধান বিচার-বাক্য বিতণ্ডা।] সাধ্যসাধনে অনুপযুক্ত হইয়াও সাধ্যসাধনে উপযুক্ত হেতুর মত প্রতীয়মান দুষ্টহেতুকে হেত্বাভাস বলে। বক্তার উচ্চারিতবাক্যের বক্তার অনভিমত অর্থের কল্পনাদ্বারা সম্পাদিত ব্যাঘাত ছল।

হেতুপ্রতিবিম্বপ্রায় [অর্থাৎ অনেকটা হেত্বাভাসের মত] সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যদ্বারা প্রতিকূলতাচরণকে জাতি বলে। বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলে. [অর্থাৎ বস্তুর যথাযথভাবে অনিশ্চয় এবং বিপরীতজ্ঞানমূলক প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি পরাজয়প্রাপ্তির কারণ।]

তত্র বক্ষ্যমাণলক্ষণসূত্রনির্দ্দেশানুসারেণ কানিচিদেকবচনান্তানি পদানি বিগ্রহে গ্রহীতব্যানি; প্রমাণাবয়বহেত্বাভাসানাং বহুবচনেন বিগ্রহো দর্শয়িতব্যঃ, শেষাণামেকবচনেন, লক্ষণসূত্রেষু তথানির্দ্দেশাৎ। এবঞ্চোদ্দেশ-লক্ষণয়োরেকবিষয়তা নিতরাং দর্শিতা ভবতি। ইতরেতরযোগে দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ। প্রমাণাদীনাং তত্ত্বমিতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। তত্ত্বস্য জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্যাধিগম ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ। তত্ত্বস্য জ্ঞায়মানত্বেন নিঃশ্রেয়সস্য চাধিগম্যমানত্বেন কর্ম্মত্বাৎ। নম্বেবং ব্যাখ্যায়মানে * তত্ত্ব-প্রমাণাদিপদসাপেক্ষত্বেনাসমর্থত্বাদসমাসঃ প্রাপ্নোতি, সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীত্যাহুঃ। ন চেদং প্রধানং সাপেক্ষং, যেন ভবতি বৈ প্রধানস্য সাপেক্ষ-স্যাপি সমাস ইতি রাজপুরুষঃ শোভন ইতিবৎ সমস্যতে, উত্তরপদার্থ-প্রধানত্বাৎ ষষ্ঠী-তৎপুরুষস্য; জ্ঞানমেবাত্র প্রধানং তত্ত্বমুপসর্জ্জনম্। অতশ্চ ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতিবদসমাস এব যুক্তঃ। নম্বু জ্ঞানমপি

* তত্ত্বপদস্য প্রমাণাদিপদসাপেক্ষত্বেন ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

প্রমাণাদিসাপেক্ষং ভবত্যেব, তদ্বিষয়ং হি তদিতি। ন, তত্ত্বপদেনাস্য নিরাকাঙ্ক্ষীকৃতত্বাৎ। তত্ত্বস্য জ্ঞানমিতি তদিদানীং তত্ত্বমেব সাপেক্ষং বর্ত্ততে, কস্য তত্ত্বমিতি। তস্মাৎ তত্ত্বস্যোপসর্জনস্য সতঃ সাপেক্ষত্বাদসমাস এবেত্যেবমভিশঙ্কমানাঃ কেচন তত্ত্বঞ্চ তজ্জ্ঞানঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ং ব্যাচচক্ষিরে। তৎপুনরযুক্তম্।

জ্ঞানস্য স্বতন্ত্রতাতত্ত্ববিভাগাভাবাৎ। বিষয়কৃতো হি জ্ঞানানাং তথাভাবোঽতথাভাবো বা, তদেতৎ তত্ত্ববিষয়ং জ্ঞানং ভবতি, ন স্বতন্ত্রস্বভাবম্। কিং পুনরিদং তত্ত্বং নাম সতোঽসতো বা বস্তুনঃ প্রমাণপরিনিশ্চিতস্বরূপং শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং তদিত্যুচ্যতে। তস্য ভাবস্তত্ত্বমিতি তচ্চ জ্ঞানেন নিশ্চীয়তে। তৎপরিচ্ছিন্দজ্ জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। জ্ঞানস্যাপি তদ্রূপং জ্ঞানান্তরপরিচ্ছেদ্যমেব ভবতি। নির্দ্দেশ্যতত্ত্বাচ্চ * প্রমাণাদয় ইতি ব্যতিরেকনির্দ্দেশ এব যুক্তঃ। ন চাসমাসপ্রসঙ্গমাত্রাদন্যথাবর্ণনমুচিতম্। ঈদৃশানাং সমাসানাং † সামর্থ্যানপায়েন বহুশো দৃষ্টত্বাদ্ দেবদত্তস্য গুরুকুলমিতি। উপসর্জনং নোপসর্জনমিতি ন কারণমেতৎসমাসে, বিগ্রহবাক্যসমানার্থতয়া সমাসো ভবতি। সা চেহ বিদ্যত এব। বৈয়াকরণা অপি ঈদৃংশি পদানি সমস্যন্ত্যেব।

অথ শব্দানুশাসনং কেষাং শব্দানাং লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চেতি। তস্মাদ্ যথাভাষ্যমেব ষষ্ঠীত্রয়ব্যাখ্যানমনবদ্যম্।

অনুবাদ

সেই উদ্দেশসূত্রে বক্ষ্যমাণ লক্ষণসূত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সমাসবাক্যে কতকগুলি পদকে একবচনান্ত করিয়া গ্রহণ করিবে। প্রমাণ, অবয়ব, এবং হেত্বাভাসপদগুলিকে বহুবচনান্ত করিয়া বিগ্রহবাক্যে দেখাইতে হইবে। ঐ তিনটী পদ ভিন্ন অন্য পদগুলিকে একবচনান্ত করিয়া বিগ্রহবাক্য দেখাইবে। কারণ লক্ষণসূত্রে ঐরূপ নির্দ্দেশ আছে। এইরূপ করিলে

* নির্দ্দেশ্যতত্ত্বাচ্চ প্রমাণাদয় ইতি পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে।

† পদানাং পরস্পরসম্বন্ধার্থিত্বং সামর্থ্যম্।

উদ্দেশসূত্র এবং লক্ষণসূত্রের প্রতিপাদ্যগত অভেদ প্রদর্শিত হয়। [অর্থাৎ অন্যথা করিলে প্রতিপাদ্য লইয়া পাঠকের বা শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।] এই সূত্রে ইতরেতর-দ্বন্দ্বসমাস বুঝিবে।

"প্রমাণ-প্রমেয়………তত্ত্বজ্ঞানাৎ" এইস্থলে প্রমাণাদিপদের অর্থের সহিত 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ' এই পদের অন্তর্গত তত্ত্বপদের অর্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া "প্রমাণ-নিগ্রহস্থানানাং" এই স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সাধিগম এই উভয়স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী হইয়াছে। তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় বলিয়া কর্ম্ম এবং নিঃশ্রেয়স লভ্য বলিয়া লাভার্থক অধিগমক্রিয়ার কর্ম্ম।

ভাল কথা; ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে যথোক্তস্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস উপপন্ন হয় কিরূপে? অনুপপত্তির কারণ এই যে, সমাসের অন্তর্গত পদ অসমস্তপদকে অপেক্ষা করিলে সমাসনিয়মের বাধা হওয়ায় সমাস হয় না বলিয়া যথোক্তস্থলে ষষ্ঠীসমাসের অন্তর্গত তত্ত্বপদের ও নিঃশ্রেয়স-পদের প্রমাণাদিনিগ্রহস্থানপর্য্যন্ত অসমস্তপদকে এবং 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ' এইপ্রকার সমাসবহির্ভূত পদকে [অর্থাৎ 'নিঃশ্রেয়সাধিগম' এই সমস্ত-পদের অনন্তর্গত উক্ত পদকে] অপেক্ষা করায় সমাস হইতে পারে না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। এবং এই পদটী (তত্ত্বপদ এবং নিঃশ্রেয়স পদটী) সাপেক্ষ প্রধানপদও নহে, যাহার ফলে প্রধানপদ যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সমাসের বাধা হয় না এই নিয়ম অনুসারে 'রাজপুরুষঃ শোভনঃ' এই স্থলে সমাসের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইতে পারিবে। [অর্থাৎ কথিতস্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস হয় বলিয়া 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ' ও 'নিঃশ্রেয়সাধিগম' এই উভয়স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইতে পারিবে না।] কারণ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসস্থলে উত্তরপদার্থ প্রধান হইয়া থাকে। 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ' ইত্যাদিস্থলে জ্ঞানাদি-পদ উত্তরপদ বলিয়া তাহারই অর্থ প্রধান। তত্ত্বপদের অর্থ বিশেষণ। [অর্থাৎ 'রাজপুরুষঃ শোভনঃ' এইস্থলে পুরুষপদটী উত্তরপদ বলিয়া তাহারই অর্থ প্রধান। শোভনপদের অর্থের সহিত পুরুষপদের অর্থেরই সম্বন্ধ থাকায় সমাসের কোন হানি নাই।]

কিন্তু "তত্ত্বজ্ঞানাৎ" ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানপদটী উত্তরপদ বলিয়া প্রধান,

আর তত্ত্বপদটী পূর্ব্বপদ বলিয়া অপ্রধান। কিন্তু ঐ অপ্রধান তত্ত্বপদ প্রমাণাদিপদকে অপেক্ষা করায় 'ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই স্থলে যেরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস অনুপপন্ন হয় সেরূপ কথিত স্থলেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস উপপন্ন নহে।

আচ্ছা ভাল কথা, জ্ঞান কখনও নির্ব্বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং তাহার বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা যদি হইল, তবে প্রমাণাদিকে 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ' এই স্থলের জ্ঞানপদের অর্থ জ্ঞানের বিষয় বলিব। অতএব প্রধানীভূত জ্ঞানপদের সহিত প্রমাণাদিপদের সাপেক্ষতাবশতঃ ঐ স্থলে সমাস উপপন্ন হইতে পারে। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ— তত্ত্বপদের দ্বারা জ্ঞানপদের প্রমাণাদিপদের সহিত আকাঙ্ক্ষা নিবারিত হইতেছে। তত্ত্বের জ্ঞান এই কথা বলায় এখন তত্ত্বপদ ঐ স্থলে প্রমাণাদি-পদসাপেক্ষ হইতেছে।

তাহাই যদি হইল, তবে তত্ত্বপদ উল্লিখিত হওয়ায় ঐ তত্ত্ব কাহার? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় ঐ আকাঙ্ক্ষা-নিবর্ত্তনের জন্য প্রমাণাদিপদের উল্লেখ হওয়ায় বিশেষণীভূত (অতএব অপ্রধান) তত্ত্ববোধক পদের সাপেক্ষতাবশতঃ (তথাকথিত প্রমাণাদিপদের অপেক্ষাবশতঃ) এইস্থলে সমাস হইতে পারে না।—

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কে কেহ সমাধান করিয়াছেন যে, (ঐ স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস নহে, পরন্তু) ঐ স্থলে কর্ম্মধারয়সমাস। 'তত্ত্বঞ্চ তজ্ জ্ঞানঞ্চ' [অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে জ্ঞান অভিন্ন] এইরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া কর্ম্মধারয়সমাসের ব্যাখ্যান করেন।

কিন্তু তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। কারণ, তত্ত্ব এবং অতত্ত্ব এইরূপ স্বতঃ-জ্ঞানের ২টী বিভাগ নাই। [অর্থাৎ তত্ত্বপদার্থ অভেদে জ্ঞানের বিশেষণ হইলে এবং বিশেষণের ব্যাবর্ত্তকত্বনিবন্ধন ঐ বিশেষণদ্বারা তত্ত্বভিন্ন-জ্ঞান ব্যাবর্ত্তিত হইল ইহা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ-ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ তত্ত্ব এবং অতত্ত্ব এইরূপে স্বতঃ-জ্ঞানের ২টী বিভাগ নাই।] জ্ঞানের বিষয় যথার্থ হইলে জ্ঞান যথার্থ হয়, বিষয় অযথার্থ হইলে জ্ঞানও অযথার্থ হয়। অতএব এই জ্ঞানটী তত্ত্ববিষয়ক

হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ তত্ত্বরূপ নহে। তত্ত্ব কাহাকে বলে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য বা মিথ্যাবস্তুর প্রমাণদ্বারা বিশুদ্ধভাবে অবধারিত স্বরূপকে তৎপদের শক্যার্থ বলে। তাদৃশস্বরূপনিষ্ঠধর্ম্মকে তত্ত্ব বলে। [অর্থাৎ সত্যবস্তুর সত্যরূপটী ও মিথ্যাবস্তুর মিথ্যা-রূপটী তত্ত্ব। সত্যের মিথ্যারূপ বা মিথ্যার সত্যরূপটী তত্ত্ব নহে।]

জ্ঞান বিষয়গতযথার্থতার প্রকাশক। বিষয়গতযথার্থতার প্রকাশক-জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হইয়া থাকে এবং জ্ঞানান্তর জ্ঞানগতযথার্থতার প্রকাশক। [অর্থাৎ অন্য জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানের স্বরূপটী নিশ্চিত হয়। জ্ঞান স্বয়ং নিজরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না।]

প্রমাণাদির তত্ত্বনির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য অতএব (নির্দ্দেশসূত্রে প্রমাণাদি-পদের উত্তর ষষ্ঠীবিভক্তির নির্দ্দেশদ্বারা) প্রমাণাদি এবং তত্ত্বের ভেদ-নির্দ্দেশই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। (এবং ভেদ থাকিলে ষষ্ঠী হয় বলিয়া ষষ্ঠীও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।) উক্ত স্থলে সমাস হইতে পারে কি না ইহার প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কথা বলা উচিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে ঐরূপ-ভাবে সমাস বহুস্থলে দেখা যায়। সামর্থ্যহানি না হইলেই সমাস হইতে পারিবে। যেরূপ 'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্' এইস্থলে সমাস হয়। বিশেষণপদ সাপেক্ষ হইলে সমাস হয় না, আর বিশেষ্যপদ সাপেক্ষ হইলে সমাস হয়, ইহা ঠিক কথা নহে।

ব্যাসবাক্যের সহিত সমাসবাক্যের সমানার্থকতা [অর্থাৎ একার্থ অবাধিত] থাকিলে সমাস হইয়া থাকে। তাদৃশ নিয়ম উক্ত স্থলেও আছে। বৈয়াকরণগণও তাদৃশ স্থলে সমাস স্বীকার করেন। (পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যের প্রারম্ভে) "অথ শব্দানুশাসনম্" এই সূত্রটী আছে। তাহার অর্থ-শব্দের অনুশাসন করা হইতেছে। কীদৃশ শব্দের অনুশাসন? উত্তর—লৌকিক এবং বৈদিকশব্দের অনুশাসন। [অর্থাৎ শব্দানুশাসন এই পদটী সমস্ত। ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস এখানে আছে। ঐ সমস্ত-পদের একদেশ এবং অপ্রধান পূর্ব্বপদ শব্দ-পদটী সাপেক্ষ। লৌকিক এবং বৈদিক এই দুইটী পদকে অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু সাপেক্ষতা থাকিলেও শব্দরাজ-পাণিনিব্যাকরণে উক্ত সমস্ত-পদের সংবিধান হইয়াছে। ব্যাস-

বাক্যের ও সমস্তবাক্যের অর্থগত কোন বৈষম্য না থাকিলে সমাসের কোন হানি হয় না।]

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভাষ্যানুসারেই * ষষ্ঠীত্রয়ের ব্যাখ্যান নির্দ্দোষ।

নন্বু ষোড়শপদার্থতত্ত্বজ্ঞানস্য কথং নিঃশ্রেয়সাধিগমহেতুত্বমিতি বক্তব্যম্। বেদপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থঞ্চেদং শাস্ত্রমিতি তাবন্মাত্রমেব ব্যুৎপাদ্যতাং কিং ষোড়শপদার্থকন্থাগ্রন্থনেন? উচ্যতে। আত্মাদ্যপবর্গপর্য্যন্তদ্বাদশবিধপ্রমেয়জ্ঞানং তাবদন্যজ্ঞানানৌপয়িকমেব সাক্ষাদপবর্গসাধনমিতি বক্ষ্যামঃ। তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞাননিরাসে সতি তন্মূলঃ সংসারো নিবর্ত্ততে ইতি প্রমেয়ং তাবদবশ্যোপদেশ্যম্। তস্য তু প্রমেয়স্যাত্মাদেরপবর্গসাধনত্বাধিগম আগমৈকনিবন্ধনঃ।

তস্য প্রামাণ্যনির্ণীতিরনুমাননিবন্ধনা।
আপ্তোক্তত্বঞ্চ তল্লিঙ্গমবিনাভাবি বক্ষ্যতে॥
প্রতিবন্ধগ্রহে তস্য প্রত্যক্ষমুপযুজ্যতে।
কোঽন্যঃ সন্তরণে হেতুরনবস্থামহোদধেঃ॥
আয়ুর্বেদাদিবাক্যেষু দৃষ্টা প্রত্যক্ষতঃ ফলম্।
বচঃ প্রমাণমাপ্তোক্তমিতি নির্ণীয়তাং যতঃ॥

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রমাণাদি-ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতু বলা হইয়াছে কেন?

বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের জন্য ন্যায়দর্শনের উপযোগিতা, সুতরাং বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের অনুকূল আলোচনাই কর্ত্তব্য, ষোড়শপদার্থ-নিরূপণরূপ অনাবশ্যক কাঁথাশেলাই করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে আত্মাদি অপবর্গপর্য্যন্ত দ্বাদশপ্রকার পদার্থের

* তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়সাধিগম এবং শব্দানুশাসন এই তিনস্থানের ষষ্ঠী লইয়া ষষ্ঠীত্রয় বলা হইয়াছে।

জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, অন্যপ্রকার-প্রমেয়ের জ্ঞান কারণ নহে এই কথা পরে বলিব। প্রমেয়বিষয়কতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নিরস্ত হইলে মিথ্যাজ্ঞানমূলক সংসার নিবৃত্ত হয় বলিয়া প্রমেয়নিরূপণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মাদিপ্রমেয়ের জ্ঞান যে অপবর্গসাধন তৎপক্ষে কেবল-মাত্র আগম প্রমাণ। সেই আগমের প্রামাণ্য-নিশ্চয় অনুমানের দ্বারা হইয়া থাকে। আপ্তোক্তত্ব প্রামাণ্যের অনুমাপক ব্যাপ্য হেতু। ইহা পরে বলিব। সেই হেতুর ব্যাপ্তিগ্রহে প্রত্যক্ষ উপযোগী। [অর্থাৎ মূলে প্রত্যক্ষকে আশ্রয় না করিলে ব্যাপ্তিগ্রহের সুব্যবস্থা হয় না।]

প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য উপায় অনবস্থাসমুদ্রসন্তরণে হেতু হইতে পারে না। [অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিগ্রহ করিলে সেই উপায়ীভূত অনুমানের ও উপযোগী ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্পাদনের জন্য অন্য অনুমানকে আশ্রয় করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিলে এই দোষের সম্ভাবনা থাকে না।] যেহেতু আয়ুর্বেদাদিবাক্যের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া [অর্থাৎ ফলপ্রত্যক্ষ দ্বারা আয়ুর্বেদাদি-বাক্যরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া আপ্তোক্ত বাক্য প্রমাণ এই প্রকার নিশ্চয় করিবে।]

উপমানন্তু ক্বচিৎ কর্ম্মণি সোপযোগমিত্যেবং চতুষ্প্রকারমপি প্রমাণং প্রমেয়বদুপদেষ্টব্যম্। সংশয়াদয়স্তু পদার্থা যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়ে চান্ত-র্ভবন্তোঽপি ন্যায়প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ পৃথগুপদিশ্যন্তে। ন্যায়শ্চ বেদপ্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠাপনপূর্ব্বকত্বেন পুরুষার্থোপযোগিত্বমুপযাতীতি দর্শিতম্।

তত্র নানুপলব্ধেঽর্থে ন নির্ণীতে প্রবর্ত্ততে।
কিন্তু সংশয়িতে ন্যায়স্তদঙ্গং তেন সংশয়ঃ॥
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন চ ন্যায়ং প্রযুঞ্জতে।
দৃষ্টান্তঃ পুনরেতস্য সম্বন্ধগ্রহণাস্পদম্॥

অনুবাদ

কোন কর্ম্মে (শক্তিনির্ণয়কর্ম্মে) উপমানেরও উপযোগিতা আছে; সুতরাং চারিপ্রকার প্রমাণও প্রমেয়ের ন্যায় উপদেশ্য। সংশয় প্রভৃতি

পদার্থগুলির মধ্যে কোন পদার্থ প্রমাণের বা কোন পদার্থ প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ন্যায়বাক্যের প্রধানভাবে উত্থাপক বলিয়া সংশয়াদি পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ঐ ন্যায়বাক্যের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এবং ন্যায়বাক্য বেদপ্রামাণ্যপ্রতিষ্ঠাপনদ্বারা মোক্ষের উপযোগিতা লাভ করে ইহা দেখাইয়াছি। [অর্থাৎ অনুমানসাগরের প্রধান সেতু ন্যায়বাক্যকে কতকগুলি শব্দের আড়ম্বর বলিয়া মনে করিও না। ঐ ন্যায়বাক্যদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের অনেকসাহায্য হইয়া থাকে। বেদপ্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠাপনদ্বারা মোক্ষের পথ বুঝাইয়া দেয়।]

যে বিষয়টী অজ্ঞাত, কিংবা যে বিষয়টী নিশ্চিত সে বিষয়ে ন্যায়ের কোন উপযোগিতা নাই। কিন্তু যে বিষয়টী সন্দিগ্ধ, সে বিষয়ে ন্যায়ের উপযোগিতা আছে। সেইজন্য সংশয় ন্যায়ের উপকারক। এবং বিনা প্রয়োজনে কেহ ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করে না।

পরন্তু দৃষ্টান্ত এই সংশয়িত অর্থের ব্যাপ্তিগ্রহণের উপায়। এবং শক্যার্থের সম্বন্ধগ্রহণেরও (শক্তিগ্রহণেরও) উপায়।

টিপ্পনী

ন্যায়বাক্য সন্দিগ্ধসাধ্যরূপ অর্থের ব্যাপ্তিগ্রহণোপায়-দৃষ্টান্তের বোধকীভূত উদাহরণবাক্যের দ্বারা ঘটিত। সুতরাং দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্যও ন্যায়বাক্যের অবতারণা। ব্যবহারাধীন শাব্দবোধস্থলে ও শাব্দবোধের উপায়ীভূত শক্তিজ্ঞানের পক্ষেও দৃষ্টান্ত উপযোগী। অতএব বাচস্পতিমিশ্র শব্দেও দৃষ্টান্তের উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। এবং তত্ত্বকৌমুদীতে শক্তিগ্রহণে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় এই কথা বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্তপঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের পূর্ণিমানাম্নী টীকাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনুমানের আশ্রয় লইতে হইলেই দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। মঞ্জরীকার এই কারণেই 'সম্বন্ধগ্রহণাস্পদ' এইরূপ সামান্যশব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা মনে হয়। ন্যায়বাক্যের রচনা ব্যতীত দৃষ্টান্ত-প্রতিপাদনেরও সুবিধা নাই, সুতরাং ও দৃষ্টান্ত ন্যায়ের মুল। বরদরাজ তার্কিকরক্ষা-

গ্রন্থে সম্বন্ধগ্রহণাস্পদ এই বলিয়া দৃষ্টান্তের পরিচয় দেন নাই। তিনি 'ব্যাপ্তিসংবেদনস্থান,' 'ব্যাপ্তিগ্রহণভূমি' এই বলিয়া দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়াছেন। শাব্দবোধেও দৃষ্টান্তের উপযোগিতা আছে ইহা তাঁহার কথায় পাওয়া যায় না। অতএব প্রয়োজনের মত দৃষ্টান্তও ন্যায়বাক্যের প্রবর্ত্তক। উদ্দ্যোতকরও দৃষ্টান্তকে ন্যায়ের মূল বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত ন্যায়ের মূল বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে অক্ষপাদ উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া দৃষ্টান্তের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সকল বিদ্যা এবং সকল-কর্ম্ম প্রয়োজনব্যাপ্ত এই বলিয়া উদ্দ্যোতকর সর্ব্বত্র প্রয়োজনের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত না পাইলে ন্যায়বাক্য রচিতই হইবে না এই জন্য দৃষ্টান্তকে ন্যায়ের মূল বলিয়াছেন ইহা মনে হয়।

* সিদ্ধান্তোঽপি ধর্ম্মপ্রাপণেনাশ্রয়াসিদ্ধতামপোদ্ধরন্ ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তি। ননু সংশয়পদেন ন্যায়বিষয়ং সন্দিগ্ধং† ধর্ম্মিণমভিদধতাশ্রয়াসিদ্ধি রপোদ্ধৃতৈব। সত্যম্, কচিত্তু বিষয়ে সংশয়মন্তরেণাপি ন্যায়প্রবৃত্তির্দর্শয়িষ্যতে ইতি সংশয়িতৈকবিষয়ন্যায়নিয়মাভাবাৎ সিদ্ধান্তোঽপি বক্তব্যঃ।

ন্যায়াভিধানেঽবয়বাঃ পরং প্রত্যুপযোগিনঃ।
পদার্থমনুমানঞ্চ তদাহুর্ন্যায়বাদিনঃ॥

অনুবাদ

(সিদ্ধান্তকে পৃথক্ পদার্থ বলিবার প্রয়োজন কি? এই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্য মঞ্জরীকার বলিতেছেন যে) সিদ্ধান্তও (অনুমানক্ষেত্র ধর্ম্মীতে) ধর্ম্মের (নির্বাধভাবে) উপস্থাপন দ্বারা আশ্রয়াসিদ্ধির নিরাস করিয়া ন্যায়ের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। [অর্থাৎ যে আশ্রয়ে অনুমান করিতে

* তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। ১ অঃ ১ আঃ ২৬ সূঃ। ইদমিত্থম্ভূতঞ্চেত্যভ্যনুজ্ঞায়মান-মর্থজাতং সিদ্ধং সিদ্ধস্য সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। সংস্থিতিরিত্থম্ভাবব্যবস্থা ধর্ম্মনিয়ম ইতি ভাষ্যভাষ্যম্।

† আদর্শপুস্তকে সন্দিগ্ধং ধর্ম্মিণমিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে, ধর্ম্ম্যংশে সংশয়াভাবাৎ, একধর্ম্মিক-বিরুদ্ধভাবাভাবপ্রকারকজ্ঞানস্য সংশয়রূপত্বাদ্ ধর্ম্ম্যংশে নিশ্চিতত্বাচ্চ।

যাইতেছ, তাহা সাধনীয় বিষয়ের পক্ষে সুস্থির না হইলে ন্যায়বাক্যের রচনা এবং পরে অনুমান উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বকথিত সংশয়পদ ন্যায়বিষয়ীভূত (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত-প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য) সন্দিগ্ধধর্ম্মীর (সন্দিগ্ধসাধ্যাধিকরণের) অভিধায়ক হওয়ায় [অর্থাৎ সংশয়ক্ষেত্ররূপে অবিসংবাদিত ধর্ম্মীর অভিধান করায়] আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাস তো করিয়াছে। (সুতরাং আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাস-ব্যপদেশে সিদ্ধান্তের অবতারণা ব্যর্থ।)

ঠিক কথা, কিন্তু সন্দিগ্ধ স্থল ছাড়া অন্য স্থলেও ন্যায়বাক্য আবশ্যক হয়, ইহা দেখাইব। সুতরাং একমাত্র সন্দিগ্ধস্থলেই ন্যায়বাক্যের প্রয়োজনীয়তা, অন্যস্থলে নহে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় সিদ্ধান্তেরও আলোচনা কর্ত্তব্য।

যে স্থলে ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে সেই পঞ্চাবয়বাত্মক-ন্যায়বাক্য পরকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সেইজন্য ন্যায়বাদিগণ (ন্যায়প্রয়োগক্ষেত্রে) অনুমানকে পরার্থ বলেন।

টিপ্পনী

প্রমাণবোধিত পদার্থের ধর্ম্মনিয়মকে [অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার অন্য-প্রকার নহে এইরূপ নিয়মকে] সিদ্ধান্ত বলে। ঐ সিদ্ধান্ত চারি প্রকার। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। সকল শাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং স্বশাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থকে সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলে। ইহার উদাহরণ ভাষ্যে বিবৃত আছে। শাস্ত্রান্তরে প্রতিষিদ্ধ এবং স্বশাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে।

অনুমেয়াদিবিষয়ের অনুষক্ত পদার্থের সিদ্ধিকে অধিকরণসিদ্ধান্ত বলে। এবং প্রমাণাদিদ্বারা অনিশ্চিত পদার্থের স্বীকারপূর্ব্বক তাহার বিশেষসংক্রান্ত পরীক্ষাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। কথিত সিদ্ধান্ত-গুলির উদাহরণ ভাষ্যে এবং তার্কিকরক্ষাতে বিশদভাবে বিবৃত আছে।

যখন সিদ্ধান্তসূত্রের অনুবাদ করিব, তখন তাহাদের উদাহরণেরও উল্লেখ করিব।

সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভূত ধর্ম্মাংশ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের বিষয়। এবং প্রকারাংশ অনেকস্থলেই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের বিষয় হয়। ধর্ম্মী সর্ব্ববাদিসংমত না হইলে অনুমানের ব্যবহার, ন্যায়ের ব্যবহার এবং ন্যায়াশ্রিত বাদ, জল্প বা বিতণ্ডা কিছুই হয় না।

এইজন্য তাৎপর্য্যটীকায় সিদ্ধান্তনিরূপণে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, যে, ঘট বলিয়া যদি কোন সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধ ধর্ম্মী না থাকে, তাহা হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটটা অবয়বী, বা পরমাণুসমষ্টি, বা বিজ্ঞানের আকারভেদ, বা প্রকৃতিপরিণামবিশেষ, বা ব্রহ্মের পরিণাম, বা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এই প্রকার প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধ প্রকারভেদের সন্দেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে ? এবং কেমন করিয়া বা ধর্ম্মীর অভাবে নিরাশ্রয়-চিত্রের ন্যায় প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তাশ্রিত বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডানামক বিচার উপপন্ন হইবে ? এবং ধর্ম্মিস্বরূপ ভিত্তির অভাবে কেমন করিয়া বা ন্যায়-বাক্য রচিত হইবে ?

উদ্দেশ্যসূত্রে উল্লিখিত সংশয়পদের অর্থ সন্দেহ। মূলে ঐ সংশয়ের উদ্‌বোধন হইলে ঐ উদ্‌বোধিত সংশয়ের নিরাকরণের জন্য ন্যায়ের আশ্রয় লইতে হয়। এই জন্যই সংশয়কে ন্যায়ের প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। ধর্ম্মী অজ্ঞাত হইলে ঐ সংশয় হয় না। ধর্ম্মীই হইতেছে সংশয়ের ক্ষেত্র। এই জন্যই গদাধরভট্টাচার্য্য সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থে রত্নকোষকারের মতের আলোচনাবসরে ধর্ম্মিজ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন। ধর্ম্মীর ধর্ম্মিভাবটী জ্ঞাত হইলে আশ্রয়াসিদ্ধিও থাকিতে পারে না। সুতরাং ফলতঃ সংশয়ের দ্বারাও যখন আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাস সম্ভবপর, এবং প্রত্যেক-ন্যায়ের মূলেও ঐ সংশয়ের যখন উদ্‌বোধন ঘটিয়া থাকে, তখন আশ্রয়া-সিদ্ধিনিরাসের জন্য পিষ্টপেষণতুল্য সিদ্ধান্তের শরণাগত হইবার প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। কারণ—এই জন্যই মঞ্জরীকার বলিয়াছেন, যে, সংশয়রহিতস্থলেও ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে। সংশয়রহিত-স্থলে সিদ্ধান্তই আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাসপক্ষে কারণ। সেস্থলে

অনুমেয় প্রত্যক্ষীকৃত হইলেও সিষাধয়িষার প্রভাবে তাহারই অনুমানে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপস্থলে অনুমানের পূর্ব্বে সাধ্য-সংশয় থাকে না। এইরূপস্থলে অনুমান গঙ্গেশের সম্মত। গঙ্গেশ নিজসম্মতি দেখাইতে গিয়া প্রাচীনতার্কিকগণেরও ইহাতে সম্মতি আছে, ইহা পক্ষতাগ্রন্থে দেখাইয়াছেন। গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ"।

পরার্থানুমানস্থলেই ন্যায়বাক্যের উপযোগিতা; স্বার্থানুমানস্থলে ন্যায়বাক্যের প্রয়োজন নাই, ইহা জয়ন্তের উক্তির দ্বারা বুঝা যায়। শিবাদিত্য মিশ্রের রচিত সপ্তপদার্থীগ্রন্থের টীকা মিতভাষিণীতে পরার্থানুমানবর্ণনাপ্রসঙ্গে এই কথা পাওয়া যায়।

নন্থ প্রতিজ্ঞোদাহরণাভ্যাং তদভিধেয়ৌ সিদ্ধান্তদৃষ্টান্তৌ গম্যেতে এব কিং পৃথগুপাদানেন? যদ্যেবং হেত্বাখ্যেনাবয়বেন তদভিধেয়সিদ্ধেরনুমানমপি পৃথগ্ ন বক্তব্যং স্যাৎ। এবং ভবতু, কিং নশ্ছিন্নম্? নৈবম্, অভিধেয়ে ন্যায়ে নিরূপণীয়ে তদভিধায়িনামবয়বানামবসর ইতি তদর্থঃ প্রথমং ব্যুৎপাদনার্হো ভবতি, ইতরথাঽবয়বমাত্রোপদেশ এব শাস্ত্রং সমাপ্যেত। তর্কঃ সংশয়বিজ্ঞানবিষয়ীকৃত-তুল্যকল্প-পক্ষদ্বয়ান্যতরপক্ষশৈথিল্য-সমুৎপাদনেন তদিতরপক্ষবিষয়ং প্রমাণমক্লেশসম্পদ্যমানপ্রতিপক্ষব্যুদাসমনুগৃহ্লাতি মার্গশুদ্ধিমাদধান ইতি পৃথগুপদিশ্যতে।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞাপদের অভিধেয় এবং দৃষ্টান্ত উদাহরণপদের অভিধেয় বলিয়া (ন্যায়বাক্যের অবয়বভূত) প্রতিজ্ঞাপদ এবং উদাহরণপদ হইতে সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টান্ত বোধগম্য হইতেছে, তখন আবার সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টান্তকে পৃথক্‌ভাবে (কথিত ষোড়শ পদার্থের অন্যতমরূপে) গ্রহণ করিতেছ কেন? [অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।] এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি এই কথা বল, তবে অবয়ব বলিয়া হেতুবাক্য স্বীকৃত হওয়ায়

অনুমানটী (অনুমিতিকরণনামক পদার্থটী) তাহার অভিধেয় বলিয়া প্রমাণের মধ্যে অনুমানেরও উল্লেখ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপই হোক্, ইহার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না এই কথা যদি বল, তদুত্তরে বলিব, না, এই কথা বলিতে পারিবে না। কারণ (সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত এবং অনুমান বলিবার উদ্দেশ্যে অবয়বপদ কথিত হয় নাই) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায় অবয়বপদগুলির অভিধেয়, সুতরাং ন্যায়নিরূপণের জন্য অবয়বপদের উল্লেখ। অতএব সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির আলোচনা অগ্রে কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা করিলে (সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অবয়ব-পদলভ্য বলিলে) অবয়বমাত্রের উল্লেখ করাতেই শাস্ত্রের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে [অর্থাৎ অন্যসম্বন্ধে আলোচনার আর অবসর থাকিবে না]। বিচারক্ষেত্রে সমকক্ষ (আপাততঃ সমবল) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন পক্ষ সন্দিগ্ধ বা ভ্রমবিষয়ীভূত হইলে তর্ক ঐ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর (বিরুদ্ধ) পক্ষের দুর্ব্বলতাসম্পাদনদ্বারা অনায়াসে বিরুদ্ধপক্ষ নিরাস করাইয়া ইতরপক্ষসম্পর্কিত প্রমাণকে সংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধকের নিরাসক হইয়া উপকৃত করিয়া থাকে বলিয়া পৃথক্ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

টিপ্পনী

তর্ককে পৃথক্ভাবে বলিবার কারণ আছে। কারণ এই অনুমানজগতে তর্ক একটী বিশিষ্ট সহায়। অনুমানক্ষেত্রে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, সেই হেতুটী এরূপ বিশুদ্ধ হওয়া দরকার যে, তাহার উপর যদি অবিশুদ্ধির [অর্থাৎ ব্যভিচারের] শঙ্কা হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু অনুমানকার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে। সুতরাং তর্ক ঐ অবিশুদ্ধি [অর্থাৎ ব্যভিচারের] আশঙ্কাটী দূর করিয়া স্বাভিমতসমর্থক প্রমাণের বলবৃদ্ধি করে।

তর্ক, হেতু, অন্বীক্ষা এবং ন্যায় এই চারিটী শব্দকে অনুমান অর্থে প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা উদ্দ্যোতকরের কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু অত্রত্য তর্কশব্দের অর্থ তাহা নহে। বাৎস্যায়ন প্রমাণবিষয়ের অনুজ্ঞা, প্রমাণবিষয়ের অভ্যনুজ্ঞান এই প্রকার অর্থে অত্রত্য তর্কশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই বস্তুটী এইপ্রকার হইতে পারে, অন্যপ্রকার হওয়া

সম্ভব নহে, এইপ্রকার বিজাতীয় জ্ঞানবিশেষ তর্ক, ইহা ভাষ্যকারের কথায় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর প্রমাণের বিষয়বিভাগ-সম্পাদনকে ঐ তর্কের কার্য্য বলিয়াছেন, ঐ বিভাগ শব্দের যুক্তাযুক্ত-বিচার অর্থ করিয়াছেন। এইজন্য তাৎপর্য্যটীকাকার তাহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রমাণবিষয়ের যুক্তাযুক্তত্ববিচারস্বরূপ তর্ক। অতএব তর্ক বিচারপতির মত বিচারপ্রার্থী প্রমাণের বিচারসিংহাসনে সমাসীন হইয়া প্রমাণের অনুকূলে রায় দিয়া প্রমাণের সাহায্য করিয়া থাকে। প্রমাণ যখন তর্কের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তখন প্রমাণ তত্ত্বনিশ্চয়-রূপ স্বকার্য্যের সাধনে নিষ্কণ্টক হইয়া অগ্রসর হয়, এবং কৃতকার্য্যও হইয়া থাকে। উদয়নাদির মতে এবং নব্যনৈয়ায়িকমতে এই তর্ক অনুমানরূপ প্রমাণেরই সাহায্যকারী, অন্য প্রমাণের নহে। ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক ব্যভিচারশঙ্কার নিরাসদ্বারা ঐ তর্ক অনুমানপ্রমাণের সাহায্য করিয়া থাকে। অভিমত বিষয়ের প্রতিবন্ধক নিরাস করিতে পারিলেই অভিমতবিষয়ের সমর্থন করা হয়। এইজন্য তাৎপর্য্যটীকাকার প্রমাণ-বিষয়ের অযুক্তত্বপ্রতিষেধদ্বারা যুক্তত্বের অভ্যনুজ্ঞানকে তর্ক বলিয়াছেন। এই অভ্যনুজ্ঞানশব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান। ইহা নিশ্চয় নহে। কোনও দার্শনিক তর্কের নিশ্চয়রূপতা স্বীকার করেন নাই। উদ্দ্যোতকর সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাও মনে হয়, যেন তিনিও সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ সংশয়াদি হইতে অতিরিক্ত সম্ভাবনা নামক কোন জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। কেবল মাত্র সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থে বিচারপ্রসঙ্গে গদাধর ভট্টাচার্য্য মতান্তরসিদ্ধ বলিয়া সম্ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত ন্যায়াচার্য্যগণ উহাকে আপত্তিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও সম্ভাবনার পক্ষপাতী। যাঁহারা 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই বলিয়া তর্ককে দুর্ব্বল বলেন, তাঁহারা আপ্ত-বাক্যের দ্বারা তর্ককে দুর্ব্বল প্রমাণিত করেন, না যুক্তির দ্বারা? তর্কের দুর্ব্বলতাবোধক আপ্তবাক্য না থাকায় ১ম পক্ষ সমীচীন নহে, প্রত্যুত তর্কের বলবত্তাবোধক আগম আছে। ২য় পক্ষও সমীচীন নহে, কারণ-

তর্কের দুর্ব্বলতাবোধক নিজতর্কের বল কোথা হইতে আসিল? তর্ক প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় করাইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং তত্ত্বনিশ্চয়-স্বরূপও নহে, এবং প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্বনিশ্চায়কও নহে। উদয়ন কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে তর্ককে 'শঙ্কাবধি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কাশব্দের অর্থ ব্যভিচারাশঙ্কা, এবং অবধিশব্দের অর্থ নিরাসক। সুতরাং তর্ক ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক এই কথাই বলা হইল। নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথও তর্ককে শঙ্কানিরাসক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উঁহাদের কথার দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, তর্ক অনুমানপ্রমাণেরই সাহায্য-কারী। মীমাংসকমতে তর্কের নামান্তর মীমাংসাও আছে। এবং ঐ মতে তর্ক শব্দরূপ প্রমাণেরও সাহায্যকারী *। শব্দ প্রমাণ বলিয়া শাব্দ-রূপ কার্য্যের পক্ষে করণ। করণ হইলে তাহার ব্যাপার আছে। ঐ তর্করূপ মীমাংসাই ইতিকর্ত্তব্যতারূপে ঐ শব্দপ্রমাণের ব্যাপার। তাৎপর্য্য-টীকাকারও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মীমাংসকসম্মত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই কারিকাটী এই যে,

"মীমাংসাসংজ্ঞকস্তর্কঃ সর্ব্ববেদসমুদ্ভবঃ।
সোঽতো বেদো রুমাপ্রাপ্তকাষ্ঠাদিলবণাত্মবৎ।"

এই স্থলে বেদ এবং মীমাংসার অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়া অভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক অভেদ নাই।

মীমাংসা ইতিকর্ত্তব্যতারূপে শাস্ত্ররাজ বেদপ্রমাণের ব্যাপার, এই বিষয়ে নিম্নলিখিত কারিকাটী প্রমাণ—

"ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা।
ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥"

এই কারিকাটী মঞ্জরীকারও শাস্ত্রারম্ভসমর্থনপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* স্বর্গকামো যজেতেত্যত্র ধাত্বর্থঃ সাধ্যো ভবতু ভবতু বা পুরুষার্থত্বাৎ স্বর্গ ইতি সংশয়ে তর্কাবতারঃ। যদি সাধ্যো ধাত্বর্থঃ স্যাৎ, তদোপদেষ্টুরাপ্তস্য বিশেষ্ট ইষ্টাভ্যুপায়ত্বং প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিশ্চ ব্যাহন্যেত। অস্তি চৈতৎ সর্ব্বং প্রমাণতঃ সিদ্ধমিতি তর্কেণানুগৃহ্যমাণঃ শব্দঃ স্বর্গমেব ভাবনাফলত্বেনাবধারয়তি, জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গং ভাবয়েদিতি তার্কিকরক্ষা-টীকাকারো মল্লিনাথঃ। ২০২ পৃঃ।

সর্ব্বজ্ঞকল্প মনুও তর্ককে শব্দরূপ প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে

"যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত মীমাংসকমত এবং কুমারিল ভট্টের মতানুযায়ি-ভাট্টচিন্তামণির তর্কের স্বরূপকথন * এই উভয় উক্তির দ্বারা আমার মনে হয় যে, মীমাংসকমতে তর্কের স্বরূপ ব্যবস্থিত নহে। তত্ত্বনিশ্চয়াত্মক মীমাংসাও কখন তর্কের রূপ ধারণ করে।

তার্কিকরক্ষাতে তর্কের 'প্রসঙ্গ' এই প্রকার নামান্তর দেখা যায়। প্রসঙ্গ-শব্দের অর্থ অনিষ্টাপাদন। যদি জলপান করিলে পিপাসাশান্তি না হয়, তবে জল পান না করাই উচিত। ইত্যাদিপ্রকার আপত্তি তর্ক-শব্দের অর্থ।

তর্ক যে আপত্তি ইহা মুক্তাবলীপ্রভৃতি গ্রন্থেও দেখা যায়। আহার্য্য ভ্রমকে আপত্তি বলে। যেখানে প্রতিবন্ধকনিশ্চয়সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত প্রতি-বধ্যের আরোপ হয় সেখানে ঐ ইচ্ছাকৃত ভ্রমকে [অর্থাৎ কৃত্রিম ভ্রমকে] আহার্য্যভ্রম বলে। আপত্তিও ঐ প্রকার আহার্য্য ভ্রম। আহার্য্য ভ্রমমাত্রই আপত্তি নহে, এবং আপত্তিমাত্রও তর্ক নহে। আপাদ্যের ব্যাপ্য আপাদকের আরোপদ্বারা ব্যাপকীভূত আপাদ্যের আরোপই তর্ক। যদিও তর্ক ব্যাপ্যব্যাপকভাবের শরণাগত হইয়া উদীয়মান, তথাপি ইহা অনুমান হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কারণ বাধনিশ্চয় অনুমানের প্রতিবন্ধক, কিন্তু বাধনিশ্চয় তর্কাত্মক আপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, বরং কারণ। এই কথা জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কগ্রন্থে বলিয়াছেন। আপাদ্য এবং আপাদকের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব না থাকিলে সেই আপাদ্য এবং আপাদক লইয়া যে আপত্তি হইবে তাহা তর্কাত্মক আপত্তি হইবে না। বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণগ্রন্থ সপ্তপদার্থীতেও এই কথা পাওয়া যায়। যদিও তিনি সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে তাহা উহপদার্থ, তথাপি প্রসঞ্জনসূত্রের মিতভাষিণীভাষিত প্রসঞ্জনস্বরূপ ও তাহার

* ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপদ্বারা অনিষ্টপ্রসঞ্জনং তর্ক ইতি ভাট্টচিন্তামণিঃ, ৩৯ পৃঃ।

উদাহরণের দর্শনে মনে হয়, যে তিনিও আপত্তিবিশেষকে তর্ক বলিয়াছেন। ঐ আপত্তি মানসপ্রত্যক্ষবিশেষ, অন্যপ্রকার জ্ঞান নহে—এই কথাও জগদীশ তর্কগ্রন্থে বলিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও তর্ককে আপত্তিবিশেষ বলিয়াছেন। আপত্তির প্রতি ব্যাপকীভূত আপাদ্যের বাধ-নিশ্চয় কারণ বলিয়া আপত্তির পূর্ব্বে ব্যাপকীভূত আপাদ্যের অভাবনিশ্চয় করিতেই হইবে। আপাদ্য ব্যাপক বলিয়া তাহার অভাব স্থিরীকৃত হইলে ব্যাপ্য আপাদক কখনও থাকিতে পারিবে না। সুতরাং আপাদকের অভাবও যখন স্থিরীকৃত হইল, তখন আপাদকের আশঙ্কা চিরনির্বাসিত হইয়া যাইবে। অতএব আপাদকের শঙ্কানিরাসই তর্কাত্মক আপত্তির নিজ কার্য্য। উক্ত আপাদকের আশঙ্কাকেও জগদীশ আহার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তর্ক অযথার্থ জ্ঞান হইলেও প্রমাণের সাহায্যকারী হইয়া তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল হইয়া থাকে। যেরূপ স্বপ্নবিশেষ অযথার্থ হইলেও ভাবি-শুভাশুভের সূচক হয়, তদ্রূপ তর্ক অযথার্থ হইয়াও প্রমাণকার্য্য তত্ত্ব-নির্ণয়ের অনুকূলতা করে।

এই কথাও তার্কিকরক্ষায় তর্কনিরূপণের শেষে উপসংহারে কথিত আছে। তার্কিকরক্ষাকার উক্ত প্রসঙ্গনামক তর্ককে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও সাহায্যকারী বলিয়াছেন। উক্ত তর্কেরই সাহায্যে ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এই কথা বলিয়াছেন। যদি এই স্থানে ঘট থাকিত, তাহা হইলে ভূতলের ন্যায় ঘটও দেখা যাইত; যখন ঘট দেখা যাইতেছে না, তখন ঘট নাই। এই প্রকারে উক্ত আপত্তিই প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্য-কারী হইয়া ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করাইয়া দিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্যটীকায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ববিবেকেও তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্বনাথের গ্রন্থেও ইহা আলোচিত আছে। বাৎস্যায়নও ভাষ্যে তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিবার জন্য 'প্রমাণানামনুগ্রাহক' এই কথা বলিয়াছেন। নচেৎ 'প্রমাণানাম্' এই প্রকার বহুবচনান্ত পদের নির্দ্দেশ করিতেন না। বার্ত্তিককারও তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়াছেন। তিনিও "প্রমাণানামনু-

গ্রাহক” এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মঞ্জরীকার তর্কলক্ষণে ‘প্রমাণানু-গ্রাহক’ এই প্রকার সমস্তপদপ্রয়োগ পূর্ব্বে করিয়া ‘প্রমাণমনুগৃহ্ন’ এই প্রকার একবচনান্ত প্রমাণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং ষোড়শপদার্থের প্রতিপাদনের অবসরে ‘প্রমাণমনুগৃহ্নাতি’ এইপ্রকার একবচনান্ত প্রমাণপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং আমার মনে হয় যে, তিনি তর্ককে অনুমান-প্রমাণমাত্রের সাহায্যকারী বলিয়াছেন, সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলেন নাই, তাঁহার তর্ক-নিরূপণের প্রণালী দেখিলেও ইহাই মনে হয়। নব্য-নৈয়ায়িকগণও তর্ককে ব্যাপ্তি-গ্রাহক বলিয়া উল্লেখ করায় তাঁহাদের মতেও তর্ক অনুমান-প্রমাণমাত্রের সাহায্যকারী। তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ তর্ককে প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়াছেন। *

উদয়ন তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে অনিষ্টপ্রসঙ্গকে তর্ক বলিয়াছেন। এবং কিরণাবলীগ্রন্থে যাহা প্রসঙ্গস্বরূপ এবং যাহার নামান্তর উহ, তাহাই তর্ক এই কথা বলিয়াছেন। প্রসঙ্গশব্দের তাৎপর্য্যার্থ আপত্তি। তর্কের অপর নাম প্রসঙ্গ ইহা তাৎপর্য্য-টীকাকারও লিখিয়াছেন।

সপ্তপদার্থীকার শিবাদিত্য মিশ্রের সহিত উদয়নের প্রসঙ্গশব্দার্থ লইয়া বিরোধ দেখা যায়। তবে শিবাদিত্য মিশ্র প্রসঙ্গশব্দের উল্লেখ না করিয়া প্রসঞ্জনশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবাদিত্যের মতে ব্যাপ্যের আরোপ দ্বারা আশ্রয়বিশেষের পক্ষে যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ এতাদৃশ কোন ব্যাপকের আরোপ প্রসঞ্জনশব্দের অর্থ, ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপক-মাত্রের আরোপ প্রসঞ্জনশব্দের অর্থ নহে। ইঁহার মতে সংশয়-বিশেষই তর্ক। কিন্তু গঙ্গেশপ্রভৃতির মতে তর্ক সংশয়নিরাসক, এবং ইহা মানস আহার্য্যজ্ঞানবিশেষ। † শিবাদিত্যের মতে উৎকটৈ-ককোটিক সংশয় উহ। সুতরাং তাঁহার মতে প্রসঙ্গ এবং উহ এই ২টী

* প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণস্য তর্কোঽনুগ্রাহকো ভবেৎ। তার্কিকরক্ষা, ৭৪ কারিকা।

† আপত্তিঃ পুনরত্রৈবমাপাদয়ামীতিপ্রতীতিসাক্ষিকো মানসত্বব্যাপ্যজাতিবিশেষঃ, তর্কত্বমপি তদেব। ইতি তর্কে জগদীশঃ। ৩০৬ পৃঃ।

শব্দ একার্থের অভিধায়ক হইতে পারে না। কিন্তু তর্কের নামান্তর উহ ইহা বহু গ্রন্থে দেখা যায়।

তর্ক প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া প্রমাণের কার্য্যকাল আসিলেই যে তর্ক অপেক্ষিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু যখন প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে প্রমাণ তর্কের শরণাগত হয়। যখন সে আশঙ্কা উদিত হয় না, সেই সময়ে তর্কের অপেক্ষা থাকে না। এই জন্যই উদয়ন বলিয়াছেন যে, 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা' [অর্থাৎ শঙ্কার কারণ সর্ব্বত্র থাকে না]। ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অবসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বত্র শঙ্কার উদ্ভব হইলে তর্কের মূলীভূত আপাদ্য এবং আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানকেও অবসন্ন করিবার জন্য শঙ্কার উদ্ভব হইত এবং তাহাকেও দলিত করিবার জন্য তর্কান্তরের অপেক্ষা এবং সেই তর্ককেও রক্ষা করিবার জন্য তর্কান্তরের অপেক্ষা এইরূপে অনবস্থার প্রভাবে বিহত বিধ্বস্ত হইতে হইত। অতএব সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানের পূর্ব্বে ব্যভিচার-শঙ্কার সামগ্রী থাকে না, ইহা উদয়ন-প্রভৃতির মত। যে প্রসঙ্গকে তর্ক বলা হইয়াছে, উহার নাম অনিষ্টপ্রসঙ্গ। উক্ত অনিষ্ট দুই প্রকার। প্রামাণিকের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিকের গ্রহণ, তার্কিকরক্ষায় এই কথা বিবৃত আছে। *

ঐ দুইটার মধ্যে যে কোন অনিষ্ট-প্রসঙ্গকে [অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তিকে] তর্ক বলে। যদি কেহ বলেন, যে, জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে, জলপান করিলে যদি পিপাসা নিবৃত্তি না হয়, তবে পিপাসু জলপান করে কেন? [অর্থাৎ তাহারাও জলপান না করুক। পিপাসু ব্যক্তির জলপান প্রমাণসিদ্ধ।] এ ক্ষেত্রে তাহার পরিত্যাগের আপাদন করায় প্রামাণিক পরিত্যাগরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গস্বরূপ আপত্তি হইতেছে। সুতরাং ইহা তর্ক হইল। এবং যদি কেহ বলেন জলপান করিলে অন্তর্দাহ হয়, ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে, পীত জল যদি অন্তর্দাহের কারণ হয়, তবে আমারও

* তর্কোঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ স্যাদনিষ্টং দ্বিবিধং মতম্।
প্রামাণিক-পরিত্যাগস্তথেতরপরিগ্রহঃ ॥ তার্কিকরক্ষা, ৭০ কারিকা।

অন্তর্দাহ করুক, আমিও ত জলপান করিলাম। এই স্থলে পীতজলের অন্তর্দাহজনকতা অপ্রামাণিক। তাহার আপাদন এ ক্ষেত্রে হইতেছে। সুতরাং উক্ত অপ্রামাণিকের স্বীকাররূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে হওয়ায় উহা তর্ক হইল। ইহাকে প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গও বলা হয়।

উক্ত তর্ক পাঁচ প্রকার। আত্মাশ্রয়, অন্যোহন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, এবং তদ্‌ভিন্ন অনিষ্টপ্রসঙ্গ। * [অর্থাৎ যে অনিষ্টপ্রসঙ্গের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাই পঞ্চমস্থলাভিষিক্ত] ইহার বিশদ পরিচয় বিশ্বনাথবৃত্তিতে তর্কের লক্ষণসূত্রে আছে। আপত্তিবিশেষ যখন তর্ক, তখন আপত্তিগন্ধশূন্য আত্মাশ্রয়াদি তর্ক হইল কিরূপে? ইহার উত্তর বিশ্বনাথ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মাশ্রয়াদিমাত্র তর্ক নহে, আত্মাশ্রয়াদিনিবন্ধন অনিষ্টপ্রসঙ্গ তর্ক। সুতরাং আপত্তি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত থাকিল। কেহ কেহ লাঘব, গৌরব, বিনিগমনাবিরহ প্রভৃতিকেও তর্ক বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা তর্ক নহে, তাহারা প্রমাণের সাহায্যকারী মাত্র।

উক্ত তর্কের পাঁচটী অঙ্গ আছে। তাহাদের মধ্যে অন্যতম কোন তর্কে না থাকিলে উহা তর্কাভাস হইবে; তর্ক হইবে না। †

আপাদ্য-আপাদকের ব্যাপ্যব্যাপকভাব, ‡ প্রতিকূলতর্কের দ্বারা অনুকূলতর্কের বাস্তবিক অপ্রতিঘাত, আপাদ্যের বৈপরীত্যে পর্য্যবসান [অর্থাৎ আপাদ্যের বিলোপন], আপাদ্যের অনিষ্টরূপতা এবং অপ্রামাণিক বিষয়ের অসাধন—তর্কের এই পাঁচটী অঙ্গ। তর্ক অঙ্গহীন হইলে বিপক্ষদমন করিয়া প্রমাণের সাহায্য করিতে অক্ষম হইবে। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে তর্কের মুখ্য ফল সংশয়নিবৃত্তি। চার্ব্বাক ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতিকূলে অনেক কথা কহিয়াছেন। উদয়ন

* আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।
অঙ্গপঞ্চকসম্পন্নস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে। তার্কিকরক্ষা, ৭১ কারিকা।

† ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্য্যয়ে।
অনিষ্টাননুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্।
অঙ্গান্যতমবৈকল্যে তর্কস্যাভাসতা ভবেৎ। তার্কিকরক্ষা, ৭২ কারিকা, ১৮৩ পৃঃ।

‡ ইহার অভাবে মূলশৈথিল্য দোষ হইয়া থাকে।

কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে তৃতীয়স্তবকে তাহার বহুল প্রতিষেধ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যগ্রন্থে তাহার উপর যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ তাহার জবাব তর্কগ্রন্থে বিশদভাবে দিয়াছেন। মথুরানাথ তর্কবাগীশ সেই চিন্তামণিকারের স্বভাবতঃ সমুজ্জ্বল মণিকে স্বীয়প্রতিভালোকে সমুজ্জ্বলতর করিয়াছেন। গ্রন্থগৌরবভয়ে তৎসংক্রান্ত আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। জৈনশ্লোকবার্ত্তিকে তর্ক পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। জৈনমতে সামান্যতঃ প্রমাণ দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ পাঁচ প্রকার। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান এবং আগম। পরোক্ষ-প্রমাণমাত্রই জ্ঞানান্তরসাপেক্ষ, কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণ জ্ঞানান্তরসাপেক্ষ নহে। স্মৃতি অনুভবসাপেক্ষ, প্রত্যভিজ্ঞা অনুভব এবং স্মৃতিসাপেক্ষ, তর্ক ভূয়োদর্শনাত্মক প্রত্যক্ষস্বরূপ অনুভব, স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা- (বহ্নিজন্য বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত-মহানসীয়ধূমজাতীয়তাদিগ্রহরূপ) সাপেক্ষ। অনুমান লিঙ্গদর্শনাদিসাপেক্ষ এবং আগম শব্দশ্রবণ ও সঙ্কেতগ্রহসাপেক্ষ।

ব্যাপ্তিপ্রমিতিরূপ কার্য্যের সাধকতম বলিয়া তর্ক পৃথক্ প্রমাণ। তর্কের পৃথক্প্রামাণ্যের প্রতিষেধকল্পে বৌদ্ধগণ বলেন যে, তর্ক পৃথক্ প্রমাণও নহে, ব্যাপ্তিগ্রাহকও নহে। বিকল্পই ব্যাপ্তির গ্রাহক। তদুত্তরে জৈনদিগের উক্তি এই যে—বিকল্প প্রমাণ, না অপ্রমাণ? বিকল্প যদি প্রমাণ হয়, তবে বিকল্পকে প্রত্যক্ষ বলা চলিবে না, কারণ প্রত্যক্ষ স্ফুট-প্রতিভাসাত্মক জ্ঞান, বিকল্প অস্ফুট প্রতিভাস, সুতরাং প্রত্যক্ষ নহে। অনুমানও বলিতে পারিবে না, কারণ অনুমান ব্যাপ্তিগ্রহণ-সাপেক্ষ। কিন্তু ব্যাপ্তিগ্রহণের পূর্ব্বে ব্যাপ্তির ব্যাপ্তিগ্রহণ না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুমান-জন্য এই কথা বলা চলিবে না। বলিলেও অনবস্থা প্রভৃতি দোষ হয়। অথচ বৌদ্ধমতে * প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। সুতরাং বাধ্য হইয়া বিকল্পকে প্রমাণ বলিতে পারা যাইবে না। অতএব বিকল্প যদি

* বস্তুতঃ বৌদ্ধগণও প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গবিপর্য্যয়রূপ অনুমানদ্বয়ের সাহায্যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান সাধন করেন। ব্যাপ্তি-গ্রাহক অনুমান যদিও ব্যাপ্তিসাপেক্ষ এবং অনবস্থাদোষশঙ্কাকুল তথাপি তর্ক যেরূপ ব্যাপ্তি-সাপেক্ষ হইয়া ব্যাপ্তির উপকারক হয় সেইরূপ এই অনুমানদ্বয়ও হইবে।

অপ্রমাণ হইল, তাহা হইলে ঐ অপ্রমাণবিকল্পগৃহীত ব্যাপ্তির উপর কোন বুদ্ধিমানের আস্থা থাকিতে পারে না। অথচ শিশু স্ত্রী বৃদ্ধ সকলেই অনুমানের পক্ষপাতী। সুতরাং অনুমানকে আশ্রয় করিতে গেলে অনুমানের জীবনীশক্তি ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যবস্থা করিতে গেলে তর্ককে পৃথক্ প্রমাণরূপে না মানিলে মহাঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে। ইহাই হইল জৈনদার্শনিকের সমাধান।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ইহার প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তর্ক প্রমাণ বা প্রমাণান্তর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা প্রমাণ বলিয়া গণ্য তাহারা তত্ত্বের নিশ্চায়ক হইয়া থাকে। তর্ক কখনও তত্ত্বের নিশ্চায়ক হইতে পারে না। তর্ক প্রমেয়গত যুক্তধর্ম্মের অনুজ্ঞাতা মাত্র [অর্থাৎ এই প্রমেয়টী এইপ্রকার সম্ভব, অন্যপ্রকার হইতে পারে না এইরূপ সম্ভাবনাকারক], অন্যমতে তর্ক সংশয়নিরাসক। সুতরাং তর্ককে প্রমাণ বলা চলে না।

স চাশয়শুদ্ধিমুপদর্শয়িতুং বাদে প্রযোক্ষ্যতে ইতি, অন্যতরাধিকরণনির্ণয়মন্তরেণ ন পর্য্যবস্যতি। ন্যায়োপরমকারণত্বেন তস্য প্রবর্ত্তকো নির্ণয় ইতরথা নিরবসানমনাসাদিতফলং কো নাম ন্যায়মারভেত। ননু তত্ত্বজ্ঞানপদেন গতার্থত্বান্ন পৃথগ্ বক্তব্যো নির্ণয়ঃ, নির্ণয়ো হি তত্ত্বজ্ঞানমেব। অস্ত্যেতৎ। কিন্তু ষোড়শপদার্থতত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণান্তরকরণকমপি ভবতি, ন তস্য ন্যায়োপরমহেতুত্বমেব তু সাধনদূষণসরণিক্ষোদজন্মা নির্ণয়স্তদুপরমহেতুঃ পৃথগুপাদানমন্তরেণ ন লভ্যতে।

অনুবাদ

এবং সেই তর্ক (বাধকাশঙ্কা-নিরাসপূর্ব্বক প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধচিত্তের সংশোধনের জন্য বাদবিচারে প্রযুক্ত হইবে। অতএব তর্ক ২টী বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে অন্যতর পক্ষের নির্দ্ধারণ না করাইলে পরিসমাপ্ত হয় না। নির্ণয় ন্যায়সমাপ্তির কারণ বলিয়া তর্কের প্রবর্ত্তক [অর্থাৎ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তর্ক যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হইলে বাদীর আরব্ধ

ন্যায়-বাক্যের কৃতকৃত্যতা হয়, এবং প্রতিবাদীর ন্যায়-বাক্য বাধিতার্থক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় নিবৃত্ত হয়]। ইহা স্বীকার না করিলে কেহই নিরবধি, নিষ্ফল ন্যায়-বাক্য-সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইতেন না। [অর্থাৎ তর্কমূলক নির্ণয়ই ন্যায়-বাক্যের সাফল্যকারক এবং সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী বাদানুবাদস্বরূপ ব্যবহারের প্রতিবন্ধক]।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, তত্ত্বজ্ঞান-পদের উল্লেখ করায় এবং তত্ত্বনিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানপদের অভিধেয় অর্থ হওয়ায় ঐ পদের দ্বারাই নির্ণয়রূপ অর্থ সুলভ হওয়ায় নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পদের পুনরুল্লেখ ব্যর্থ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণবিশেষজন্য ইহাও বলিতে হইবে। ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক নির্ণয় ন্যায়পরিসমাপ্তির কারণ নহে, পরন্তু অনুমানাত্মক প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় বলিয়া ন্যায়ের আরম্ভক, কিন্তু তর্কমূলক নির্ণয়টা পক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষখণ্ডনের পথে বহুবার গতিবিধির দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া ন্যায়পরিসমাপ্তিকারক (অর্থাৎ ন্যায়ের আরম্ভক নহে। ঐ নির্ণয়ের দ্বারা প্রতিবাদীর উত্থাপিত প্রতিহেতুর প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর বিপক্ষভাবে আলোচনার পথ নষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া বিচারমার্গপ্রবৃত্তিস্থানীয় ন্যায়-বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।) তত্ত্বজ্ঞানপদ হইতে অতিরিক্ত পদের দ্বারা ঐ নির্ণয়ের উল্লেখ না করিলে ঐ নির্ণয়ের লাভ হয় না।

টিপ্পনী

বিপক্ষভাবে আলোচনার পথ বন্ধ করে বলিয়া ঐ নির্ণয় বিপক্ষভাবে আলোচনার অবকাশপ্রদ বিপক্ষসম্বন্ধীয় বাগ্‌যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের সদৃশ প্রতিবাদীর প্রযুক্ত ন্যায়বাক্যকে নিবৃত্ত করিয়া দেয় এবং স্বপক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় আরব্ধ ন্যায়-বাক্যও নিবৃত্ত হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনের জন্য অনুমানরূপ প্রমাণেরও ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ নির্ণয় ন্যায়ের প্রবর্ত্তক। [অর্থাৎ অনুমানাত্মক তত্ত্বনির্ণয়ের

জন্য ন্যায়-বাক্যের গঠন করিতে হয়। আর তর্কমূলক নির্ণয়টী কথিত উপায়ে আরব্ধ ন্যায়ের নিবর্ত্তক। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান-পদপ্রতিপাদ্য নির্ণয়ের সহিত নির্ণয়পদ-প্রতিপাদ্য নির্ণয়ের বিরোধ থাকায় তত্ত্বজ্ঞান-পদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নির্ণয়ের লাভ সম্ভব নহে]।

নন্বনুমানপদাদেব তর্হি যথাভিলষিতো লপ্স্যতে নির্ণয়ঃ। তদযুক্তম্। অনুমানফলং নির্ণয়ঃ, নানুমানম্। করণন্ত প্রমাণত্বান্নির্ণয়োপাদানমন্তরেণ তদনুমানমফলমপর্য্যবসিতং স্যাৎ। উভাভ্যাং তর্হি তত্ত্বজ্ঞানানুমান-পদাভ্যাময়মাক্ষেপ্স্যতে নির্ণয়ঃ, অনুমানস্য তত্ত্বজ্ঞানাস্তত্বাৎ। ন, নির্ণয়োপাদানাদ্ বিনা তদন্তত্বাসিদ্ধেলিঙ্গাভাসসমুত্থতত্ত্বজ্ঞানাভাসসম্ভবাৎ।

নন্ু সংশয়পূর্ব্বকত্বাদনুমানস্য সামর্থ্যান্নির্ণয়ান্ততৈব ভবিষ্যতীতি সংশয়ানু-মানতত্ত্বজ্ঞানপদৈর্গতার্থো নির্ণয়ঃ। নৈবম্, সংশয়পূর্ব্বকত্বেঽপ্যনুমানস্য তদাভাসোপজনিত-নির্ণয়াভাসসম্ভবাৎ। ন চৈষ নিয়মঃ সংশয়পূর্ব্বকমনুমান-মিতি। তস্মাদনুমানস্য বিশিষ্টনির্ণয়াবসানত্বলাভায় নির্ণয়পদমুপাদেয়মিত্যলং প্রসঙ্গেন।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা হইলে (প্রমাণবিভাগসূত্রে উল্লিখিত) অনুমান-পদ হইতে যথাভিমত নির্ণয়রূপ অর্থ পাওয়া যাইবে [অর্থাৎ নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পদের পুনরুল্লেখ ব্যর্থ]। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। কারণ—নির্ণয় অনুমানের ফল, অনুমান স্বয়ং নির্ণয় নহে (ফলীভূত নির্ণয় নহে)। যাহা প্রমাণ, তাহা করণবিশেষ। অতএব নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পদের পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ না করিলে কথিত অনুমান-প্রমাণটী ফল-শূন্য হইয়া অপরিসমাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাই যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, কেবল অনুমান-পদদ্বারা নির্ণয়লাভ না হোক্, কিন্তু অনুমান-পদ এবং তত্ত্বজ্ঞানপদ এই উভয় পদের দ্বারা এই নির্ণয় লব্ধ হইবে [অর্থাৎ নির্ণয়বোধক নির্ণয়পদের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন]।

কারণ—অনুমানের ফল তত্ত্বজ্ঞান। (অর্থাৎ নির্ণয়পদ উল্লিখিত না হইলেও অনুমানপ্রমাণ নিষ্ফল হইবে না। তত্ত্বজ্ঞানকেও অনুমানের ফল বলা যাইতে পারে) এই কথাও বলিতে পার না। কারণ নির্ণয়-পদের উল্লেখ না থাকিলে তথাকথিত নির্ণয় অনুমানের ফল, ইহা পাওয়া যায় না। অনুমান বলিলেই যে সর্ব্বত্র সদনুমান হইবে, তাহার পক্ষে প্রমাণ কি? অসদনুমানও লব্ধ হইতে পারে। এবং অসদনুমানের ফলও অসৎ হয়। অসদনুমানস্থলীয় লিঙ্গকে লিঙ্গাভাস কহে। এবং ঐ অসদনুমানের কার্য্যও তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানাভাস হয়। আচ্ছা ভাল কথা, ঐ উপায়ে নির্ণয়প্রাপ্তি না হোক, কিন্তু অনুমানমাত্রই সংশয়-পূর্ব্বক। (অর্থাৎ যে বিষয়টী সন্দিগ্ধ, তাহার অনুমান হইয়া থাকে, নিশ্চিত বিষয়ের অনুমান হয় না। সুতরাং অনুমানকারীর প্রথমে অনুমেয়-বিষয়ে সন্দেহ হয়। তাহার পর ক্রমে পরামর্শ হয়। ঐ পরামর্শই অনুমান-স্থলাভিষিক্ত। ঐ পরামর্শটীই ঐ স্থলে সন্দেহনিবৃত্তির সোপানীভূত ব্যাপ্যদর্শনস্বরূপ। সংশয়ের পর ব্যাপ্যদর্শন না হইলে সংশয়নিরাসপূর্ব্বক নিশ্চয় উপপন্ন হয় না।) অতএব এইরূপে অনুমানের প্রভাবে নির্ণয়প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। সুতরাং সংশয়-পদ, অনুমান-পদ, এবং তত্ত্বজ্ঞান-পদ, এই তিনটী পদের দ্বারা নির্ণয় লব্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ-পদসন্নিবেশ দ্বারা অনুমানের পরিণত ফল যে নির্ণয় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে)—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—অনুমান সংশয়পূর্ব্বক হইলেও ঐ অনুমান যে সদনুমানই হইবে, তাহা কোথা হইতে পাইলে? অনুমান সংশয়পূর্ব্বক হইলেও লিঙ্গাভাস-জনিতও হইতে পারে। এবং যে অনুমান লিঙ্গাভাসজনিত, তাহার ফল তথাকথিত নির্ণয় হইতে পারে না। নির্ণয়াভাস তাহার ফল।

[অর্থাৎ অনুমান বলিলে যখন সদনুমান এবং অসদনুমান উভয়ই লব্ধ হইয়া থাকে, তখন অনুমানমাত্রেরই ফল নির্ণয় ইহা বলা যায় না। অসদনুমানের ফল নির্ণয়াভাস হইয়া থাকে।] এবং অনুমানমাত্রই যে সংশয়পূর্ব্বক, তাহারও কোন নিয়ামক নাই। অনুমানের পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে নির্ণয়পদের উপাদানব্যতিরেকে প্রত্যক্ষাদিবিলক্ষণ নির্ণয় অনুমানের চরম ফল ইহা বুঝান যায় না। সুতরাং নির্ণয়পদ অবশ্যই পৃথক্‌ভাবে উল্লেখনীয়। আর বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

টিপ্পনী

নির্ণয়শব্দের সাধারণ অর্থ নিশ্চয়। নিশ্চয় বলিতে গেলে সংশয়-ভিন্ন জ্ঞানমাত্রকেই পাওয়া যায়। ঐ জ্ঞান ভ্রমও হইতে পারে, এবং প্রমাও হইতে পারে। অবধারণ ও নিশ্চয় পর্য্যায়শব্দ। অত্রত্য নির্ণয়টী ভ্রমভিন্ন নিশ্চয়। কারণ সূত্রকার অর্থাবধারণশব্দের দ্বারা নির্ণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুবাচী অর্থশব্দের উল্লেখদ্বারা অসৎ বিষয়ের প্রতিষেধ করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্রও ৫ম-কারিকার টীকাতে 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্।' এই প্রকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণের ব্যাখ্যায় বিষয়শব্দের উল্লেখ করায় অসৎ বিষয়ের প্রতিষেধ হইল এই কথা বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষার টীকাকার মল্লিনাথও নির্ণয়ের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ভ্রমব্যাবর্ত্তনের জন্য অত্রত্যনির্ণয়টী যথার্থ এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই নির্ণয়-শব্দটী প্রমাসামান্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। প্রমাবিশেষরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। জল্প-বিতণ্ডারূপ-বিচারস্থলীয় প্রমাবিশেষই তাহার অর্থ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও স্পষ্ট করিয়া তাহাই বলিয়াছেন। স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষদূষণ এই দুই প্রকার উপায়ে সংশয়ান মধ্যস্থের যথার্থনিশ্চয়ই অত্রত্য নির্ণয়-শব্দের অভিধেয়। উদয়নও বিচারসাধ্য যথার্থনিশ্চয়কে নির্ণয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই কথা বাৎস্যায়নও ভাষ্যে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কথার উপর তাঁহার নির্ভরতা নাই। কারণ, তিনি শাস্ত্রজন্য যথাযথ নিশ্চয়কে এবং সংশয়ানমধ্যস্থরহিতবাদবিচারস্থলীয় নিশ্চয়কেও নির্ণয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। [অর্থাৎ ফলীভূত প্রমাসামান্যই

নির্ণয় ইহাই ভাষ্যকারের অভিমত] এই অভিপ্রায়েই "শাস্ত্রে বাদে চ বিমর্শবর্জ্জম্" এই কথা বলিয়াছেন। প্রমাণজন্য নিশ্চয়কেও নির্ণয় বলিয়া গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় বরদরাজের আছে। এইজন্য তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজ নির্ণয়ের লক্ষণ করিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তর্কজন্য যথাযথ নিশ্চয়ও নির্ণয় এবং প্রমাণজন্য যথাযথ নিশ্চয়ও নির্ণয়। * যদিও তর্কের সাক্ষাৎফল নিশ্চয় নহে। প্রতিবন্ধক-নিরাসই তর্কের সাক্ষাৎ ফল। তথাপি তর্ক প্রতিবন্ধকনিরাসদ্বারাই কথিতনিশ্চয়ের কারণ। এই অভিপ্রায়েই বরদরাজ তর্ককে নিশ্চয়ের কারণ বলিয়াছেন। জয়ন্তের মতে সংশয়পূর্ব্বক-নিশ্চয় নির্ণয়। জয়ন্ত এইপ্রকার নির্ণয় বলিতে গিয়া তর্কমূলক নিশ্চয় এবং অনুমানমূলক নিশ্চয় সংশয়পূর্ব্বক বলিয়া ঐ দুইপ্রকার নিশ্চয় নির্ণয় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্য নিশ্চয়ের নির্ণয়তাসম্বন্ধে তাঁহার কোন মত পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি শাস্ত্রজন্য নিশ্চয়েরও নির্ণয়তা সমর্থন করিয়া ঐ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার সংশয়পূর্ব্বক-নিশ্চয়ের নির্ণয়ত্ব বিশেষসম্মত ইহা বুঝা যায়। কারণ, তিনি বাদস্থলেও নিশ্চয়ের সংশয়পূর্ব্বকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উহা ভাষ্যকারের প্রতি কটাক্ষপাত বলিয়া মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র তর্কপূর্ব্বক নিশ্চয়কেই নির্ণয় বলিয়াছেন। তাঁহার মতে তর্কসহকৃত-প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য-নিশ্চয়ও নির্ণয়।

বাদে তু বিচার্য্যমাণে ন্যায়ঃ সংশয়চ্ছেদনেনাধ্যবসিতাববোধমধ্যবসিতাভ্যনুজ্ঞাতঞ্চ বিদধৎ তত্ত্বপরিশুদ্ধিমাদধাতীতি বীতরাগৈঃ শিষ্যসব্রহ্মচারিভিঃ সহ বাদঃ প্রযোক্তব্যঃ। জল্পবিতণ্ডে তু দুষ্টতার্কিকোপরচিতকপটদূষণাড়ম্বরসন্ত্রাস্যমানসরলমতিসমাশ্বাসনেন তত্ত্বদয়স্থতত্ত্বজ্ঞানসংরক্ষণায় ক্বচিদবসরে বীতরাগস্যাপ্যুপযুজ্যন্তে † ইতি বক্ষ্যামঃ।

* নির্ণয়স্তর্কমানাভ্যামর্থতত্ত্বাবধারণম্। ইতি তার্কিকরক্ষা, ৭৫ কারিকা।

† উপযুজ্যেতে ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

অনুবাদ

কিন্তু বাদবিচারক্ষেত্রে প্রযুক্ত ন্যায়বাক্যটী সংশয়নিরাসদ্বারা উপদেশকের নিশ্চিত বিষয়ে অপরের ধারণা ও সম্মতি সম্পাদন করিয়া বিচার্য্যবিষয়ের নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করাইয়া দেয়। অতএব রাগদ্বেষরহিত হইয়া শিষ্য এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত বাদবিচার করিবে। কিন্তু জল্প এবং বিতণ্ডা দুষ্টতার্কিকগণের স্বকপোলকল্পিত মিথ্যাভূতদূষণের আড়ম্বরে ভীত চকিত সরলহৃদয় সজ্জনগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত তত্ত্বজ্ঞান সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সময় বিশেষে মুমুক্ষুগণেরও ঐপ্রকার বিচার উপযোগী হয়—এই কথা পরে বলিব।

টিপ্পনী

বাদবিচারস্থলেও অনুমানের আবশ্যকতা হয়। অনুমান আবশ্যক হইলেই ন্যায়বাক্য প্রযোজ্য হয়। ন্যায়বাক্য প্রযোজ্য হইলেও বাদ-বিচারে কেবল বাগ্‌যুদ্ধই সার নহে। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্যই এই বাদবিচার প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বাদবিচারে বিচার্য্যবিষয়সম্বন্ধীয় উপদেশকের ন্যায়বাক্যটী এরূপ নির্দ্দোষ হয়, যাহা শুনিলে শিক্ষার্থিগণের বিচার্য্যবিষয়-সম্বন্ধীয় সংশয় দূরীভূত হয়। এবং উপদেশকের নির্ণীত বিষয় বুদ্ধিগম্য হয়, ও তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি থাকে না। উক্ত বাদবিচারে ২টী পক্ষ হয়। ১ম পক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ রাগদ্বেষরহিত উপদেশক। ২য় পক্ষ ছাত্র কিংবা শিক্ষার্থী সহাধ্যায়িগণ।

অবসরবিশেষে উপদেশক প্রতিবাদীর প্রযুক্ত হেতু দূষিত ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ হেতুর উপর দোষ দেখাইয়া থাকেন। ঐ দোষগুলির নাম হেত্বাভাস। এই বিচারে কোন প্রকার কর্কশতা বা দম্ভের পরিচয় থাকে না। এই ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেহ উপদেশ্য কেহ বা উপদেশক হইয়া থাকে। এবং উপদেশক বিচারকের আসনে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

হেত্বাভাসাঃ সম্যগ্ন্যায়প্রবিবেকোপকারদ্বারেণ তদুপযোগিনঃ, হেত্বাভাসস্বরূপাবধারণে হি সতি তদ্বিলক্ষণতয়া হেতবঃ সুখমবগম্যন্তে, নত্বত্র বিপর্য্যয়ো দৃশ্যতে, হেত্ববগমে সতি তদিতরহেত্বাভাসব্যবস্থাপনাৎ। সত্যমেবম্। তথাপি প্রযোক্তৃঞ্চ স্বয়মপি জ্ঞেয়ং হেতবঃ প্রযুজ্যন্তে হেত্বাভাসাশ্চ পরিহ্রিয়ন্তে ইতি। যচ্চ নিগ্রহস্থানপরিগণিতা অপি হেত্বাভাসাঃ পুনরুপদিশ্যন্তে তদ্বাদে চোদনীয়া ভবিষ্যন্তীত্যাশয়েন। ছলজাতিনিগ্রহস্থানানি জল্পবিতণ্ডোপকরণানি, তেষামবধৃতস্বরূপাণাং স্ববাক্যে পরিবর্জ্জনং ক্বচিদবসরে প্রয়োগঃ, পরপ্রযুক্তানাঞ্চ প্রতিসমাধানমিত্যাদি শক্যক্রিয়ম্। অতস্তান্যপি জল্পবিতণ্ডাঙ্গত্বাজ্জ্ঞাতব্যানীতি পৃথগুপদিশ্যন্তে।

অনুবাদ

হেত্বাভাসগুলি বাদীর কথিত ন্যায়বাক্যের সমীচীনতাবোধরূপ উপকারের দ্বারা তথাকথিত ন্যায়বাক্যের উপযোগী হইয়া থাকে। [অর্থাৎ পরকীয় হেতুর উপর হেত্বাভাস অবধারিত হইলে বাদীর হেতু সবল বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তৎসাধ্য অনুমান যথার্থ বলিয়া অবধারিত হয়। এবং সেই সকল উত্তর-কার্য্যগুলি হয় বলিয়া বাদীর পক্ষে ন্যায়বাক্যটীও যেন মূর্ত্তিমান্ শাস্ত্র হইয়া উঠে। সুতরাং এই সকল উপকার পাওয়া যায় বলিয়া হেত্বাভাসের উদ্ভাবন কর্ত্তব্য।] দুষ্ট হেতু নির্দ্ধারিত হইলে প্রকৃতহেতু তদ্বিলক্ষণ ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। [অর্থাৎ পরকীয় হেতুকে দুষ্ট বলিয়া বুঝিলে প্রকৃত হেতু তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ নির্দ্দোষ ইহা অনায়াসে বুঝা যায়।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, হেতুর স্বরূপাবধারণবিষয়ে অন্যথাভাব দেখা যায়। কারণ, প্রকৃতহেতুর স্বরূপ গৃহীত হইবার পর দুষ্টহেতু বুদ্ধিগম্য হয়। [অর্থাৎ যদি সর্ব্বত্র কথিতনিয়ম অনুসারে নিজ হেতু নির্দ্দোষ বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইত, তবে ঐ কথা বলিতে পারিতে। কিন্তু সর্ব্বত্র ঐ কথা বলা চলে না। কারণ, বহুস্থানে প্রকৃত হেতুর স্বরূপটী অগ্রে বুঝিয়াও পরের হেতুকে দুষ্ট বলিয়া বুঝা যায়।]

হাঁ ঠিক কথা বটে। কিন্তু তাহা হইলেও হেতুপ্রয়োগ করিবার জন্য মুখ্যভাবে ২টী নিয়ম জানিতে হইবে। প্রথমটী হেতুপ্রয়োগকৌশল, দ্বিতীয়টী হেত্বাভাসপরিহার। ইহাই হইল নিয়ম। [অর্থাৎ হেত্বাভাস পরিহার করিতে হইলে দুষ্টহেতুর পরিচয় অগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব হেত্বাভাসনিশ্চয় অগ্রে না হইলে স্বকীয়হেতুকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা সুকঠিন।]

আরও একটী কথা এই যে হেত্বাভাসগুলি নিগ্রহস্থানস্থলাভিষিক্ত হইলেও বাদবিচারে হেত্বাভাসগুলি প্রধানভাবে উল্লিখিত হইবে এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে। ছল, জাতি, এবং নিগ্রহস্থানগুলি জল্প এবং বিতণ্ডার উপকরণীভূত। [অর্থাৎ জল্প এবং বিতণ্ডার ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে।] তাহাদের স্বরূপটী অগ্রে বুঝিয়া পরে নিজ বাক্যের উপর যাহাতে প্রতিবাদী ছলাদি প্রদর্শন করিতে না পারে, তাহারও চেষ্টা করিবে।

ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদেরও প্রয়োগ করিতে হয়, সর্ব্বত্র প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। এবং প্রতিবাদী ছলাদি দেখাইলে তাহার প্রতিকারও করিতে পারিবে। [অর্থাৎ ছলাদির স্বরূপ অগ্রে না বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি অসম্ভব।] অতএব জল্প এবং বিতণ্ডার অঙ্গ বলিয়া তাহাদিগকেও জানা উচিত। এই কারণে তাহারাও পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইতেছে।

টিপ্পনী

যে কোন উপায়ে প্রতিবাদীকে পরাস্ত করিবার সুযোগসাধনের জন্য ন্যায়দর্শনকার ছলাদিকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের ব্যবহার যিনি করিবেন, তিনি বিচারকার্য্যে সামর্থ্যহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। ইহাই ন্যায়দর্শনকারের অভিপ্রায়। ছল, জাতি, এবং নিগ্রহস্থান বিচারসামান্যে অপেক্ষিত হয় না, কিন্তু বিচারবিশেষে অপেক্ষিত হয়। বাদ, জল্প, এবং বিতণ্ডা প্রত্যেকটী বিচারবিশেষ।

হৈ হৈ করিয়া কতকগুলি চিৎকার করিলেই, সেই চিৎকারগুলি বিচার বলিয়া গণনীয় হইবে না। বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম অনুসারে বিচার্য্য বিষয় লইয়া উক্তি এবং প্রত্যুক্তিরূপ যে বাক্যাবলী রচিত হয়, তাহাকে কথা বলে, ঐ কথাই বিচার। তাহা ত্রিবিধ—বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা। ইহার মধ্যে বাদবিচারটী অতি সাত্ত্বিক বিচার। উহাতে জিগীষা বা অভিমানের গন্ধও নাই। তত্ত্বনির্ণয়মাত্র উহার উদ্দেশ্য। জল্প এবং বিতণ্ডার ন্যায় বাদবিচারে জিগীষার প্রেরণায় ছল ও জাতির সংশ্রব এবং সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই। বাদবিচারী কখনও 'প্রতারণা-সমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্।' এইরূপ তিরস্কারের দ্বারা কলঙ্কিত হন না।

যে বিচারে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন ও বিরুদ্ধপক্ষ-খণ্ডন হইয়া থাকে, এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়ব—যুক্ত এবং স্বপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ এই দুইটীমাত্র বিচার্য্যবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত, তাহাকে বাদ বলে। ইহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ এই যে, বাদী এবং প্রতিবাদীর যথারীতি যে বিচার জিগীষার উদ্দেশ্যে হয় না, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, সেই বিচারকে বাদ বলে। ভাষ্যকারাদির মতে বাদ-বিচারস্থলীয় নির্ণয় অপেক্ষা জল্পাদি-বিচারস্থলীয় নির্ণয়ের পার্থক্য আছে। কারণ—জল্পাদিস্থলীয় নির্ণয় মধ্যস্থের বাদ-প্রতিবাদ-শ্রবণ-জন্য-সংশয়পূর্ব্বক হয়। সুতরাং উহা পারিভাষিক নির্ণয়-লক্ষণের * লক্ষ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বাদস্থলীয় নির্ণয়টী তাদৃশ নহে। কারণ, জিগীষা-প্রবৃত্ত-বিচারে মধ্যস্থের অপেক্ষা থাকে, কিন্তু বাদ-বিচারটী জিগীষা-প্রবৃত্ত নহে। অতএব সেই বিচারে মধ্যস্থের অপেক্ষা নাই। অতএব এই বিচারে সংশয়-পূর্ব্বক নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাদবিচারস্থলীয় নির্ণয়কে জল্পাদি-স্থলীয় নির্ণয় অপেক্ষা বিলক্ষণ নির্ণয় বলিতে হইবে। ইহা অনেকেরই মত এবং উক্ত বিচারে বিচারকপক্ষদ্বয়কেও সন্দিগ্ধ বলা চলে না। কারণ, উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচার্য্যবিষয়ে নিশ্চিতমতি হইয়া

* বিমৃশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ।

বিচারে প্রবৃত্ত। সন্দিগ্ধমতির উক্ত বিচারে অধিকারই নাই। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট বাদ-বিচারস্থলীয় নির্ণয়কেও সংশয়পূর্ব্বক বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাদ-বিচারের প্রথম অবস্থায় বিচারকদ্বয় নিজ নিজ বিচার্য্য বিষয়ে স্থিরধী থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের নিকট অপ্রতারক বলিয়া বিবেচিত থাকায় বিচারের মধ্যসময়ে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাবে নিজনিজপক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। তাহার পর কোন একটী পক্ষ হেত্বাভাস বা নিগ্রহস্থানবিশেষের উদ্‌ভাবনদ্বারা অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইলে অবশিষ্ট পক্ষের নির্ণয় হইয়া থাকে। সেইজন্য জয়ন্ত বলিয়াছেন যে,

> "যদ্যপ্যনিশ্চিতমতিঃ কুরুতে ন বাদং
> শ্রুত্বা তথাপি পরকীয়-নয়প্রবেশম্।
> অন্তর্মতদ্বয়বলাবল-চিন্তনেন
> সংশয্য নির্ণয়তি নূনমসৌ স্বপক্ষম্॥"

বাদ-বিচারে মধ্যস্থ অপেক্ষিত না হইলেও ঘটনাচক্রে যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বাদ-বিচারসময়ে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে বিচারকদ্বয়ের মধ্যে কাহারও আপত্তি থাকে না। অভীষ্ট-তত্ত্বনির্ণয়ের সুযোগত্যাগ-তাঁহাদের অভিমত নহে। কারণ, তাঁহারা জয়-পরাজয়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষপাতী।

কেবলমাত্র শাস্ত্রজন্য-নির্ণয়ের পূর্ব্বে সংশয় থাকে না, সুতরাং শাস্ত্রজন্য-নির্ণয় সংশয়পূর্ব্বক নহে। যাগাদিজন্যফলের নির্ণয় শাস্ত্র হইতে হইয়া থাকে, শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে তথাকথিত ফলের প্রতি সন্দিগ্ধ থাকিয়া শাস্ত্রশ্রবণের পর উক্ত সন্দেহভঞ্জন কেহ করেন না। এই জন্যই ভাষ্যকার শাস্ত্রজন্য নির্ণয়কে সংশয়পূর্ব্বক বলেন নাই। পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ এই অংশটী বাদের লক্ষণ। অপর ৩টী অংশ ঐ লক্ষণের বিশেষণ, বাদ-লক্ষণীভূত পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহশব্দের অর্থ। এখানকার পক্ষ-প্রতিপক্ষ শব্দের অর্থ বাদী এবং প্রতিবাদী নহে। কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ

বিচার্য্য ধর্ম্মদ্বয়। যথা—কেহ বলিলেন শব্দ নিত্য, আর কেহ বলিলেন শব্দ অনিত্য। উক্ত নিত্যত্ব আর অনিত্যত্বই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়। ঐ নিত্যত্ব বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ের জন্য ঐ বিচার প্রবৃত্ত। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে বিপ্রতিপত্তিকোটিদ্বয়ই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষশব্দের অর্থ। তাহার সাধনের উদ্দেশ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যাবলীর সৃষ্টি যে বিচারে আছে, তাহা বাদ। ন্যায়সূত্রবিবরণকার অন্য প্রকার ২টী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১ম ব্যাখ্যা অনুসারে পক্ষ-প্রতিপক্ষ-শব্দের বাদী এবং প্রতিবাদী অর্থ। প্রথম ব্যাখ্যা—'পক্ষস্য প্রতিপক্ষস্য চ পরিগ্রহো বিরোধিকোট্যুপন্যাসো নির্ণয়ানুকূলবচনে বা যত্র বাদি-প্রতিবাদিবাক্যজাতে স বাদ ইত্যন্বয়ঃ' অর্থাৎ বাদী এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-কোটিদ্বয়ের উপন্যাস বা স্বস্বপক্ষের নির্ণয়জনক বাক্য যে বাদী এবং প্রতিবাদীর বাক্যাবলীতে আছে, তাদৃশ বাক্যাবলী বাদ। ২য় ব্যাখ্যা—'অথবা পক্ষায় তত্ত্বনির্ণয়ায় প্রতিপক্ষয়োর্মিথো বিরুদ্ধকোট্যোঃ পরিগ্রহঃ সাধনযোগ্যোক্তি-প্রত্যুক্তিরূপবাক্যজাতং বাদঃ' অর্থাৎ তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য বিরোধিব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পরবিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের সাধনানুকূল-উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসমূহ বাদ। বাদবিচারে আরও অনেক প্রকার বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বগুলি দেখাইবার জন্য বাদলক্ষণে ৩টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম বিশেষণ—প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ভ। ইহার অর্থ প্রমাণ বলিয়া পরিজ্ঞাত প্রমাণের দ্বারা এবং তর্ক বলিয়া পরিজ্ঞাত তর্কের দ্বারা বাদী এবং প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন এবং বিরুদ্ধপক্ষ-খণ্ডন যাহাতে আছে, সেইরূপ উক্তি এবং প্রত্যুক্তিকে বাদ বলে। বাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন, এবং প্রতিবাদীর পক্ষ খণ্ডন করিবেন, এবং প্রতিবাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন ও বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিবেন। বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে প্রত্যেকের পক্ষকে নিজ নিজ সমীপে স্বপক্ষ বলা যাইতে পারে, এবং একের পক্ষ হইতে অপরের পক্ষকে বিরুদ্ধ পক্ষও বলা যাইতে পারিবে।

বাদী এবং প্রতিবাদী প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষকে সংস্থাপিত করিবার ও প্রতিবাদীর পক্ষকে খণ্ডন করিবার জন্য যে যে প্রমাণ এবং তর্কের

উপন্যাস করিবেন, উভয়ের পক্ষে তাহা প্রমাণ এবং সৎতর্ক হইতে পারে না। উহার মধ্যে একটী প্রমাণ, অপরটী প্রমাণাভাস, এবং একটী তর্ক ও অপরটী তর্কাভাস। দুইটাই প্রমাণ এবং সৎতর্ক হইলে উভয় পক্ষই সুসিদ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু তথাপি বাদ-বিচারস্থলে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে কেহই প্রতারক নহে বলিয়া অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও বিচারের অনুরোধে অপ্রমাণকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রমাণের রূপে সজ্জিত করিয়া এবং তর্কাভাসকেও ইচ্ছাপূর্ব্বক তর্কের আকারে আকারিত করিয়া তাহাদের সাহায্য লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও প্রমাণ বলিয়া যে জ্ঞান এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও তর্ক বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা আহার্য্য জ্ঞান। বাদবিচারে আহার্য্যজ্ঞান পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল্প এবং বিতণ্ডাস্থলে আহার্য্যজ্ঞানের ব্যবহার আছে। সে স্থলে অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া বুঝিলেও প্রমাণ বলিয়া এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া বুঝিলেও তর্ক বলিয়া মিথ্যা ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ জল্প ও বিতণ্ডা বাগ্‌যুদ্ধবিশেষ। যুদ্ধে কপট-ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় না। সেই জন্য বাগ্‌যুদ্ধস্থানীয় ঐ জল্প ও বিতণ্ডা-ক্ষেত্রে প্রমাণাভাস এবং তর্কাভাসরূপ কূটনীতিকে আশ্রয় করিবার বাধা নাই। বাদ-বিচার বাগ্‌যুদ্ধ নহে, উহা একটী শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি-বিশেষ। কপটাচার উহার অন্তরায়। পরবর্ত্তী জল্পসূত্রে নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ভের কথা থাকায় বাদে কোন প্রকার নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য নহে—এইপ্রকার আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে বলিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই ২টী বিশেষণ বাদ-সূত্রে দিয়াছেন।

সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথা বলায় অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থানবিশেষ ও সর্ব্ববিধ হেত্বাভাস বাদ-বিচারে উদ্‌ভাব্য ইহার নিয়ম করিয়াছেন। [অর্থাৎ বাদ-বিচারে সর্ব্ববিধ নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য নহে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন] এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিশেষণের দ্বারা বাদবিচারে ন্যূননামক এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য ইহারও সূচনা সূত্রকার করিয়াছেন, ভাষ্যকারের এইরূপ সার্থকতা অভিপ্রেত।

প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চাবয়বের কোন একটী অবয়ব না থাকিলে ন্যূননামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতুবাক্য ও উদাহরণবাক্য প্রভৃতি একের অধিক হইলে অধিকনামক নিগ্রহস্থান হয়। ৫ম আহ্নিকে ২য় অধ্যায়ে ১২।১৩ সূত্রে ইহা বিবৃত আছে। [অর্থাৎ ন্যূননামক নিগ্রহস্থান ঘটিলে সামগ্রী-সাধ্য কার্য্য সামগ্রীর একদেশ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া ন্যূন-ব্যবহারী [আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না বলিয়া বিচারক্ষেত্রে নিগৃহীত হয়। এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থান ঘটিলে একের দ্বারা কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া তাদৃশ অপর হেতুর বা তাদৃশ অপর দৃষ্টান্তের কার্য্য না থাকায় অধিক-প্রয়োগকারী বিচারক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়া থাকে।] কিন্তু যদি প্রতিবাদী বা বিচার-সভার সভ্যগণ এই সাধ্যে কতগুলি হেতু হইতে পারে, বা কতগুলি দৃষ্টান্ত হইতে পারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে একাধিকহেতুপ্রয়োগকারী বা একাধিকদৃষ্টান্তপ্রয়োগকারী নিগৃহীত হয় না ইহাও বুঝিবে। নিগ্রহস্থানের পরিচয়—

বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলে। [অর্থাৎ বাদী এবং প্রতিবাদীর অন্যতরের পরাজয়প্রাপ্তির-হেতুভূত অজ্ঞতামূলক ব্যবহার বা ভ্রান্ততাসূচক ব্যবহার কিংবা প্রতিভাহীনতামূলক ব্যবহার অর্থাৎ প্রতিবাদিস্থাপিত-বিরুদ্ধপক্ষের-খণ্ডনে বা প্রতিবাদীর প্রতিবাদ হইতে স্বপক্ষরক্ষণে অসামর্থ্যসূচক ব্যবহারবিশেষকে নিগ্রহস্থান বলে।]

প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান।

হেত্বাভাস ইহারই অন্যতম।

গুরু যদি বলেন আত্মা নিত্য—যে হেতু আত্মা নিষ্ক্রিয়। যাহারা নিষ্ক্রিয়, তাহারা নিত্য—যথা, গগনাদি। ইহা শুনিয়া শিক্ষার্থী শিষ্য বলিতে পারেন যে, নিষ্ক্রিয়মাত্র নিত্য এরূপ নিয়ম নাই। নিষ্ক্রিয়মাত্রকে নিত্য বলিলে সিদ্ধান্তব্যাঘাত হয় কারণ রূপাদি নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাহারা নিত্য নহে। অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থান স্বীকার করিয়া বিচার করিলে তত্ত্বনির্ণয় হইবে না। এবং শিষ্য ব্যভিচারেরও উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, কারণ নিত্যত্বশূন্য রূপাদিতে নিষ্ক্রিয়ত্বরূপ হেতু আছে। এই কারণে ভাষ্যকার বাদ-বিচারস্থলে সমগ্রহেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের এবং তদতিরিক্ত অপসিদ্ধান্ত-

প্রভৃতি কতিপয় নিয়মিত নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবনের নিয়ম দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকারের সহিত উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই দুইটী বিশেষণের উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদ দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই বিশেষণের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত-নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য ইহাই মাত্র সূচিত হইয়াছে। এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিশেষণের দ্বারা অবয়বাভাস প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং অবয়বাভাসের প্রয়োগ থাকিলে হেত্বাভাসের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহার সূচনা করিবার জন্য 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই বিশেষণের উপযোগিতা অনুচিত। সূত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত। তবে সিদ্ধান্তা-বিরুদ্ধ এই বিশেষণের সার্থকতা কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে * অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য ইহার সূচনার জন্যই এই বিশেষণের সার্থকতা।

পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ এই ব্যাখ্যাকেই সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কেহ কেহ কথিত বিশেষণগুলির সার্থকতা অন্য প্রকারে উপপন্ন করেন। তাঁহাদের মতে ১ম বিশেষণের দ্বারা বাদবিচারে হেত্বাভাস এবং তর্কাভাস উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইল। ২য় বিশেষণের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত-নামক নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইল। ৩য় বিশেষণের পঞ্চ এই অংশদ্বারা ন্যূন এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থান উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইল। এবং অবয়ব এই অংশদ্বারা অবয়বাভাস দৃষ্টান্তাসিদ্ধি প্রভৃতি উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইল।

কাহারও মতে ১ম বিশেষণের দ্বারা প্রমাণাভাস উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইয়াছে। যাহাই উদ্‌ভাব্য হোক বাদবিচারে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে কেহই ঐ দোষ জানিয়াও প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রণকণ্ডূতির প্রভাবে

* সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গোঽপসিদ্ধান্তঃ। ৫ অঃ ২ আঃ ২৩ সূঃ।

ব্যাখ্যা—'সিদ্ধান্তং' কঞ্চিদেকমভ্যুপেত্য প্রতিজ্ঞায় 'অনিয়মাৎ' অভ্যুপগতসিদ্ধান্তাতিক্রমেণ 'কথা-প্রসঙ্গঃ' সাধনদূষণয়োরভিধানম্ অপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি।

বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত নহে। বাস্তবিকপক্ষে বাদবিচারটী বীতরাগকথা বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র তত্ত্বনির্ণয়। সুতরাং পুরুষদোষবিশেষ অজ্ঞাতার্থাদির ন্যায় ন্যূন এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থানও বাদ-বিচারে উদ্‌ভাবনীয় নহে। এইজন্য ভাষ্যকার পঞ্চাবয়বোপপন্নত্বকে বাদ-লক্ষণের বিশেষণরূপে সমর্থন করেন নাই। এই কথা পরে বলিব। যদি হেত্বন্তরদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারা না যায় তাহা হইলে হেত্বাভাসাদির উদ্‌ভাবন করিলে আরব্ধ বিচার নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। ঐ বিচারটী কোন প্রকার জেদমূলক নহে। বহুস্থানে পঞ্চাবয়ব-যোগে সাধনাদি হয় বলিয়া সূত্রকার পঞ্চাবয়বোপপন্নত্বকে বাদলক্ষণের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা।

ভগবানের বিভূতিবিশেষ বাদবিচারে দোষ-সঙ্গোপন প্রভৃতি পাপ-কার্য্যের কোনই প্রশ্রয় নাই। [বাদবিচারের অধিকারীর মাধুর্য্যময় সরল-ব্যবহারে তাঁহাদের কৌটিল্য অস্তমিত। গুরুশিষ্যাদির উক্ত ব্যবহারটী আদর্শ ব্যবহার বলিয়া পরিগণনীয়। আমার মনে হয় যে সত্যময় আদ্যন্ত ব্যবহারের পক্ষে ইহা একটা নিদর্শন। ইহাও সত্যময় সত্যযুগ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে আগত।]

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত বিশেষণগুলির সার্থকতা-প্রদর্শনপ্রসঙ্গে একটী বিরুদ্ধ চিন্তার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছেন যে অবয়বগুলি প্রমাণমূলক বলিয়া প্রমাণসদৃশ। সুতরাং অবয়বে প্রমাণের অন্তর্ভাব রহিয়াছে, এবং যদিও অবয়বের মধ্যে তর্কের গণনা নাই তথাপি তর্কবলদৃপ্ত হেতুর সাধকতা থাকায় ঐ হেতুবোধক বাক্য অবয়বের অন্তর্গত বলিয়া তর্কেরও অবয়বে অন্তর্ভাব আছে। অতএব পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিশেষণের দ্বারাই প্রমাণ ও তর্কের সংগ্রহ হইতে পারে, সুতরাং এই বিশেষণের দ্বারাই প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত হইতে পারে। সুতরাং ইহার সূচনার জন্য ১ম বিশেষণের আবশ্যকতা কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার সমাধান করিয়াছেন যে সাধন এবং উপালম্ভ উভয়ের যোগ ব্যতীত বাদবিচার হইবে না। হেতুর দ্বারা কেবলমাত্র সংস্থাপনে

প্রবৃত্ত হইয়া বিচার করিলে ঐ বিচার বাদবিচার হইবে না। বাদ-বিচারে স্বস্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের খণ্ডন থাকিবে, ইহার সূচনা করিবার জন্য ১ম বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার আরও একটী ভূয়োদর্শনের কথা বলিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায় প্রয়োগ না করিলেও কেবলমাত্র প্রমাণ এবং তর্কের সাহায্যে স্বস্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ-প্রতিষেধ হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদ প্রথম কল্প। পঞ্চাবয়বশূন্য প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ বাদ দ্বিতীয় কল্প। পঞ্চাবয়বশূন্য হইয়াও বাদ হইতে পারে ইহার সূচনার্থ ১ম বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে অবয়বসম্বন্ধশূন্য হইয়া কোন্ প্রমাণ জ্ঞাতব্যবিষয়ের সাধন করিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও ঐ কার্য্যে সমর্থ। তর্ক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেরও সাহায্যকারী এই কথা পূর্ব্বে (নির্ণয়ের বিবরণে) বলিয়াছি। তবে ভাষ্যকার পূর্ব্বে তর্ককে প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া কোথায়ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অত্রত্য সমাধানের কৌশলে বুঝা যাইতেছে, যে তর্ক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের সাহায্যকারী, ইহা ভাষ্যকারেরও সম্মত। ভাষ্যকারের এই সমাধানের সহিত তার্কিক-রক্ষাকারের মতের ঐক্য দেখা যায়। তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ * বলিয়াছেন, বীতরাগ বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বপক্ষসাধন ও পর-পক্ষদূষণযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বিচারবাক্যাবলী বাদ-কথা। উহার ফল তত্ত্ব-নির্ণয়।

তিনি উক্ত বাদ-কথার 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও 'পঞ্চাবয়বোপপন্ন' এই দুইটীকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করেন নাই। তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মল্লিনাথের মতে উক্ত তত্ত্বনির্ণয় [illegible] অজ্ঞাতজ্ঞাপন, জ্ঞাতার্থের দৃঢ়তা [illegible] ও সংশয়নিরাস। রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া গুরু-শিষ্য যখন বাদী এবং প্রতিবাদী হইয়া বাদবিচারে নিযুক্ত হন, তখন অজ্ঞাতজ্ঞাপন

* তত্র প্রমাণতর্কাভ্যাং সাধনাক্ষেপসংযুতা।
বীতরাগকথা বাদ স্তৎফলং তত্ত্বনির্ণয়ঃ॥ ইতি তার্কিক-রক্ষা, ৮৭ কারিকা।

হয়। সব্রহ্মচারিদ্বয় যখন বাদবিচারে নিযুক্ত হন তখন পরস্পরের জ্ঞাত বিষয়টী অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শিক্ষিত বিষয়টী দৃঢ়ীকৃত হয়। যখন কোন শিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত শিক্ষিত মোক্ষার্থীর বাদ-বিচার প্রবৃত্ত হয়, তখন পরস্পরের কোন বিষয়ে সংশয় দূরীভূত হয়।

সুতরাং তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মল্লিনাথের মতে কেবলমাত্র গুরুশিষ্য যে বাদবিচারে অধিকারী, তাহা নহে। তথাকথিত ব্যক্তিগণও বাদ-বিচারে অধিকারী হইতে পারেন। ইঁহারও মতে বাদবিচার-সময়ে নিগ্রহস্থানবিশেষাদি উদ্ভাবনীয়। তাহা পৃথক্‌ভাবে বলিয়াছেন। বিশেষণের বলে উহা লব্ধ হইতেছে না। তবে সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মতে বাদবিচারে অপসিদ্ধান্ত, ন্যূন, অধিক এবং সমগ্র হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহ-স্থানবিশেষ উদ্ভাব্য। কিন্তু তার্কিক-রক্ষাকারের * মতে ন্যূন (১), অধিক (২), অপসিদ্ধান্ত (৩), অননুভাষণ (৪), পুনরুক্ত (৫), বিরোধ (৬), বিপর্য্যাস (৭), নিরনুযোজ্যানুযোগ (৮), এই সকল নিগ্রহস্থান এবং সমগ্র হেত্বাভাস বাদবিচার-স্থলে অবশ্য উদ্ভাব্য। (৯) অর্থান্তর, (১০) অবি-জ্ঞাতার্থ, (১১) প্রতিজ্ঞাহানি, (১২) প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, (১৩) নিরর্থক এবং (১৪) অপার্থক নামক কতিপয় নিগ্রহস্থানও বাদবিচারস্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর অনবধানতা প্রভৃতি কারণে ঘটিতে পারে, ঘটিলে তাহারাও উদ্ভাব্য। তবে বাদী বা প্রতিবাদী অনবধানতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনেক সময়ে বাদবিচারে নিযুক্ত হয়।

৪। বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যপ্রত্যুচ্চারণমননুভাষণম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ১৬ সূঃ—গৌঃ।

* ন্যূনাধিকাপসিদ্ধান্ত-বিরোধোঽননুভাষণম্।
পুনরুক্তং বিপর্য্যাসো বাদেহুদ্ভাব্যং সপ্তকম্। তার্কিক-রক্ষা—৩য় পঃ, কারিকা ২৮
বাদে কথাবসানস্ত হেত্বাভাসো হি কারণম্।
তথা নিরনুযোজ্যানামনুযোগ ইতি দ্বয়ম্। তার্কিক-রক্ষা—৩য় পঃ, কারিকা ২৯
অর্থান্তরমবিজ্ঞাতং হানির্ন্যাসো নিরর্থকম্।
অপার্থকমিতি প্রায়ঃ ষট্‌কং বাদেষসম্ভবি। তার্কিক-রক্ষা—৩য় পঃ, কারিকা ২৩
প্রমাদিনা কথঞ্চিৎ তত্রাপি সম্ভবমাশঙ্ক্যোক্তম্ প্রায় ইতি মল্লিনাথঃ।

ব্যাখ্যা—প্রতিবাদিনা উক্তস্য 'পরিষদা বিজ্ঞাতস্য' অববুদ্ধস্য পুনঃ প্রতিবাদিনা পরিষদা বাহনুদিতস্য এবং ত্রিরভিহিতস্যাপি অপ্রত্যুচ্চারণম্ অননুবাদোঽননুভাষণং নাম নিগ্রহস্থানমিতি যোজনা। যাবৎ পরোক্তস্য সাধনং নানুবদিতুং শক্নোতি তাবৎ তত্র দূষণাদিকমপি বক্তুমসমর্থ এব ভবতীতি ভবত্যেবাস্য নিগ্রহঃ। অত্র যৎ 'অপ্রত্যুচ্চারণম্' তদযোগ্যত্বেন অনববোধমনাবিষ্কুর্ব্বতা কথামবিচ্ছিন্দতা বাদিনেতি ধ্যেয়ম্। আত্তবিশেষণদ্বয়মননুভাষণস্য অজ্ঞাতনাম্নো নিগ্রহস্থানান্তরাদ্ ব্যবচ্ছেদায়—অস্ত্যক্তাস্তবিক্ষেপসাঙ্কর্য্যনিরাসায়েতি বিবেকঃ।

৫। শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ। ৫ অঃ, ২ আঃ, ১৪ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—শব্দস্য পুনর্বচনমেকং পুনরুক্তম্—অর্থস্য পুনর্বচনং দ্বিতীয়ং পুনরুক্তম্। উদাহরণম্—নিত্যঃ শব্দো নিত্যঃ শব্দ ইতি শব্দপুনরুক্তম্। অর্থপুনরুক্তম্—অনিত্যঃ শব্দো নিরোধধর্ম্মকো ধ্বনিরিতি। উক্তস্যাপি কেনচিৎ প্রয়োজনেন যত্রানুবাদোঽপেক্ষিতস্তত্রৈবংবিধোঽনুবাদঃ সার্থকত্বান্ন ভবতি দোষায়েত্যাহ অন্যত্রানুবাদাদিতি। নন্বনুবাদঃ কুতো ন দোষাস্পদমিত্যতঃ ভাষ্যকার আহ—

"অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ।
যথা হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনমিতি।

৫। অর্থাদাপন্নস্য স্বশব্দেন পুনর্বচনম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ১৫ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—যদপি প্রথময়োক্ত্যা শব্দৈঃ সাক্ষান্নাভিহিতম্ অপি তু অর্থাক্ষিপ্তমেব তস্যাপি 'স্বশব্দেন' তদভিধায়কশব্দেন পুনঃ প্রতিপাদনং ভবত্যেব পুনরুক্তম্ নাম নিগ্রহস্থানমিত্যর্থঃ। অর্থাববোধনায়ৈব শব্দপ্রয়োগোঽপেক্ষ্যতে, তদববোধনঞ্চ যথৈব সাক্ষাদভিধানেন ভবতি, তথৈবার্থাদাক্ষেপেণ চেত্যাদাবাক্ষিপ্তস্যৈব পুনর্বচনং নাপেক্ষ্যতে ইত্যনপেক্ষিতাভিধানে ভবত্যেব নিগ্রহস্থানমিতি ভাবঃ। তদনেন সূত্রদ্বয়েন পুনরুক্তমেকমেব নিগ্রহস্থানং কথঞ্চিদবান্তরভেদবিবক্ষয়া ত্রিবিধমুক্তম্। তদেবং পুনরুক্তং ক্বচিচ্ছব্দাভ্যাসাৎ ক্বচিৎ পর্য্যায়ান্তরাৎ ক্বচিচ্চার্থাদিতি।

৬। প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ। ৫ অঃ, ২ আঃ, ৪ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—অত্র প্রতিজ্ঞাহেত্বোরিতি প্রতিযোগিদ্বয়মাত্রোপলক্ষণপরম্। তেন দৃষ্টান্তাদয়োঽপি প্রতিযোগিন উন্নেয়াঃ। যেষাং বাক্যগতানাং পদার্থানাং মিথো

ব্যাঘাতঃ প্রতীয়তে প্রমাণান্তরঞ্চ বিরোধকং স বিরোধো নাম নিগ্রহস্থানমিতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। এবঞ্চ যত্র প্রতিজ্ঞা হেতুনা বিরুধ্যতে, প্রতিজ্ঞা স্ববচনেনৈব বা, হেতুর্বা দৃষ্টান্তেন প্রমাণান্তরেণ বা, প্রতিজ্ঞাহেতূ বা প্রমাণান্তরেণ—তত্র সর্ব্বত্রানেন সংগ্রহঃ। ভাষ্যকারেণোদাহরণং প্রদত্তম্—

গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি প্রতিজ্ঞা, রূপাদিতোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধেরিতি হেতুঃ। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ—কথম্? যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধির্নোপপদ্যতে। অথ রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধিঃ—গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপপদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তঞ্চ দ্রব্যং রূপাদিভ্যশ্চার্থান্তরস্যানুপলব্ধিরিতি বিরুধ্যতে ব্যাহন্যতে ন সম্ভবতীতি।

৭। অবয়ববিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্॥ ৫ অঃ, ২ আঃ, ১১ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—প্রতিজ্ঞাদীনামনুমানবাক্যাবয়বানামর্থানুরোধেন চ কশ্চিন্নির্দ্ধারিতঃ ক্রমোঽস্তি, প্রথমেঽধ্যায়েঽস্য পরিচয়ো বিদ্যতে। অপেক্ষিতাভিধায়িন এব বচনাৎ পরে প্রতিপদ্যন্তে নান্যস্য। তত্র প্রথমং সাধ্যনির্দ্দেশোঽপেক্ষিতঃ পরে র্ন সাধননির্দ্দেশঃ। তত্র যদি বাদী প্রথমং সাধনমেব প্রযুঞ্জীত কথমপেক্ষিতং ব্রূয়াৎ—অনপেক্ষিতাভিধায়ী চ কথং প্রতিপাদকো নাম। তদেবং সর্ব্বাণ্যেব হেতুবচনাদীনি ক্রমবন্তি নাক্রমাণি প্রতিপাদয়িতুমর্হন্তীতি। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাদীনামর্থ এতাদৃশো য এবাং ক্রমমন্তরেণ ন শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাশয়ঃ। উক্তস্য ক্রমস্য বিপর্য্যাসে কিম্ভবতীত্যত আহ তত্রেতি। অবয়ববিপর্য্যাসে আকাঙ্ক্ষাভাবাৎ ক্রমপূর্ব্বকত্বাচ্চ পদার্থসম্বন্ধস্য অসম্বদ্ধং নিগ্রহস্থানমিত্যর্থঃ।

উদয়নাচার্য্যা অত্রাবয়বশব্দং সমস্তকথাভাগসংগ্রহার্থং মন্যন্তে। তথোক্তং বোধসিদ্ধৌ—বাদিনা হি প্রথমং প্রয়োগোঽভিধেয়ঃ, তদনন্তরং সংক্ষেপতো বিস্তরতো বা হেত্বাভাসোদ্ধারঃ কার্য্যঃ; প্রতিবাদিনাপি অগ্রে বাদিপ্রযুক্তং হেতুমুপালভ্য স্বপক্ষে সাধনং বক্তব্যম্। অথ হেত্বাভাসা উদ্ধরণীয়া ইতি ক্রমঃ। তত্র যদি প্রথমত এব হেত্বাভাসান্ উদ্ধরতি পশ্চাদ্ হেতুং প্রযুঙ্‌ক্তে, তদা ভবতি ক্রমস্য বিপর্য্যাস ইত্যাদিঃ। তার্কিক-রক্ষাকারেণাপ্যুক্তম্—

> বিবক্ষিতক্রমং বাদ-বাদাঙ্গাবয়বাদিকম্।
> বিপর্য্যস্তং বদতি চেৎ প্রাপ্তৈবাপ্রাপ্তকালতা॥

তার্কিক-রক্ষা—৩য় অঃ, কারিকা ৯।

তার্কিক-রক্ষাটীকাকার-মল্লিনাথেনোক্তম্—

অয়মিহ কথায়াং বিবক্ষিতক্রমঃ। সভ্যানুবিধেয়সংবরণানন্তরং তৎসন্নিধৌ উভয়প্রসিদ্ধ-ব্যাকরণাদি-ব্যবহারমভ্যুপগম্য কথাবিশেষাদি-নিয়মঃ করণীয়ঃ। ততঃ সভ্যোপক্ষিপ্তে প্রতিবাদিনা বা পৃষ্টে প্রমাণমভিধায় সংক্ষেপতো বিস্তরতো বা হেত্বাভাসা উদ্ধরণীয়াঃ। প্রতিবাদিনাপ্যনুভাষণপুরঃসরং বাদিসাধনং দূষয়িত্বা স্বপক্ষে সাধনমভিধেয়ম্, তত আভাসোদ্ধারঃ কর্ত্তব্যঃ। বিতণ্ডায়ান্তু দূষণমাত্র এব পর্য্যবসাতব্যমিতি। তত্র প্রথমং সাধনমভিধায় পশ্চাদ্ ব্যবহারাদিকং নিযচ্ছতঃ কথারম্ভবিপর্য্যাসঃ। আভাসোদ্ধারানন্তরং সাধনং প্রযুঞ্জানস্য বাদাঙ্গবিপর্য্যাসঃ। প্রতিবাদী তু যদি স্বপক্ষসাধনানন্তরং পরপক্ষমুপালভতে, তদা বাদবিপর্য্যাসঃ। অবয়ববিপর্য্যাসস্তু কৃতকত্বাচ্ছব্দোঽনিত্য ইতি। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যবয়বাংশবিপর্য্যাসঃ। এবং বাদজল্পয়োঃ পঞ্চবিধো বিপর্য্যাসঃ। ইতরত্র চতুর্ব্বিধ ইতি।

৮। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরনুযোজ্যানুযোগঃ। ৫ অঃ, ২ আঃ, ২২ সূঃ—গৌঃ।

৯। প্রকৃতাদর্থাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমর্থান্তরম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ৭ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—অর্থান্তরমিতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ প্রকৃতাদর্থাদিত্যত্র অন্যদিত্যধ্যাহারাৎ পঞ্চমী। 'প্রকৃতং' সাধনং দূষণং বোপক্রম্য তদনঙ্গাভিধানমর্থান্তরমিতি ফলিতোঽর্থঃ।

১০। পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ৯ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—ত্রিবারমভিহিতমপিবাদিনা, পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাকার্থবত্তয়া অবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থমিত্যর্থঃ। ত্রিরিতি—যাবদ্ভির্বারৈঃ পরিষৎপ্রতিবাদিনোরর্থপ্রত্যয়ো ভবেৎ তাবদ্বারোপলক্ষণম্। স প্রত্যয়ঃ প্রায়শস্ত্রিভির্বারৈর্ভবত্যেবেতি তথৈবোক্তম্। নন্ন সমানসঙ্কেতেন বাদিনা ত্রিরভিহিতমবিজ্ঞাতার্থমিতি ন সম্ভবতি, সম্ভবে বা পরিষৎ-প্রতিবাদিনৌ জড়ৌ, ন চ জড়ানববোধে প্রতিপাদকস্য কশ্চিদপরাধঃ। নহি বধিরো গীতং ন শৃণোতীতি গায়কস্য কশ্চিদপরাধ ইত্যতো ভাষ্যকার আহ শ্লিষ্টশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিদ্রুতোচ্চরিতমিত্যেবমাদিনা কারণেন তদবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। সরলভাবয়া যত্র বিচারেঽসামর্থ্যং, স এবং রীত্যা কথয়তি। অতএব স নিগৃহীতো ভবতি ইতি ভাবঃ।

১১। **প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ।** ৫ অঃ, ২ আঃ, ২ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—বাদী স্থাপনাং প্রযুঙ্‌ক্তে, প্রতিবাদী বাদিসাধ্যধর্ম্মবিরুদ্ধেন ধর্ম্মেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে, ততস্তৃতীয়কক্ষায়াং বাদী প্রতিবাদ্যুক্ত-প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মং যদি স্বদৃষ্টান্তেঽভ্যনুজানন্ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি, তদা ভবতি বাদিনঃ প্রতিজ্ঞাহানিরিত্যর্থঃ। উদাহরণম্—ঐন্দ্রিয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটবদিতি ব্রূতে অপরঃ কথয়তি দৃষ্টমৈন্দ্রিয়কত্বং সামান্যে নিত্যে, কস্মান্ন তথা শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাহ বাদী—যদ্যৈন্দ্রিয়কং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটো নিত্যোঽস্ত্বিতি। স খল্বয়ং সাধকস্য দৃষ্টান্তস্য নিত্যত্বং প্রসঞ্জয়ন্ স্বপক্ষমেব লঘুকুরুতে, পক্ষদৌর্ব্বল্যেন প্রতিজ্ঞাপি হীয়ত এব, প্রতিজ্ঞাশ্রয়ত্বাৎ পক্ষস্য। অর্থাৎ বাদিনা স্থাপনীয়স্য পক্ষস্য প্রতিজ্ঞৈবাশ্রয়ো যস্মাৎ, তস্মাদিত্যর্থঃ।

১২। **পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নম্ প্রতিজ্ঞাসংন্যাসঃ।** ৫ অঃ, ২ আঃ, ৫ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—'পক্ষস্য' স্বপক্ষস্য 'প্রতিষেধে' অনৈকান্তিকত্বাদিনা দূষিতে তদ্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া যদি বাদী প্রতিজ্ঞাতার্থমপনয়তি নিহ্নুতে তদা ভবতি প্রতিজ্ঞাসংন্যাসো নিগ্রহস্থানমিত্যর্থঃ। ভাষ্যকারেণোদাহরণং প্রদত্তম্। অনিত্যঃ শব্দ ঐন্দ্রিয়কত্বাদিত্যুক্তে পরো ব্রূয়াৎ—সামান্যমৈন্দ্রিয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোঽপ্যৈন্দ্রিয়কো ন চানিত্য ইতি। এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ব্রূয়াৎ—কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ ইতি। সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থনিহ্নবঃ প্রতিজ্ঞাসংন্যাস ইতি।

১৩। **বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকম্।** ৫ অঃ, ২ আঃ, ৮ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—'বর্ণক্রমনির্দ্দেশবৎ' ইত্যত্র বতিনা অবাচকপ্রয়োগমুপমিনোতি। তেনাবাচকপ্রয়োগো নিরর্থকম্ ইত্যর্থঃ। বর্ণক্রমনির্দ্দেশশব্দং ভাষ্যকারো ব্যুৎপাদয়তি। অভিধানাভিধেয়ভাবানুপপত্তৌ অর্থগতেরভাবাদ্ বর্ণা এবংক্রমেণ নির্দ্দিশ্যন্তে—যথা নিত্যঃ শব্দঃ কচটতপাঃ জবগডদশত্বাৎ ঝভঞঘঢধষবদিতি, এবং প্রকারং নিরর্থকম্। বাদিনং প্রতি অপ্রতিপাদকত্বমেবাত্র বিবক্ষিতম্। এবং যদা স্বভাষয়া তদ্-ভাষানভিজ্ঞমার্য্যং প্রতি শব্দনিত্যত্বং প্রতিপাদয়তি তদাঽপি নিরর্থকং নিগ্রহস্থানং ভবত্যেব। তার্কিকরক্ষাকারেণোক্তম্ অবাচকপ্রয়োগে স্যান্নিরর্থকসমুদ্ভবঃ। তার্কিক-রক্ষা, ৩ পঃ, ৭ কারিকা। তট্টীকাকার-মল্লিনাথেনোক্তম্—অবাচকপদং প্রযুঞ্জানস্য বাদিনো নিরর্থকং নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি। তদুক্তং বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকমিতি।

অবাচকপ্রয়োগশ্চ বহুপ্রকারঃ। কচটতপেত্যাদিবর্ণমাত্রোচ্চারণম্, * লিঙ্গবচন-বিভক্তি-বিপর্য্যাসঃ, কৃত্তদ্ধিত-সমাসাখ্যাতবিপর্য্যাসঃ, সংস্কৃতমুপক্রম্য ম্লেচ্ছভাষাবচন-মিত্যাদি।

১৪। পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিসম্বন্ধার্থমপার্থকম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ১০ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—'পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাৎ' অশ্লিষ্টতাক্রমতোচ্চরিতস্য প্রতীতিযোগ্যস্যাপ্যনেক-পদস্য বাক্যস্য বা যত্র পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধো নাস্তি তস্মাৎ কারণাৎ যৎ 'অসম্বদ্ধার্থত্বম্' পরস্পরাকাঙ্ক্ষারহিতত্বম্ তৎ অপার্থকমিতি যোজনা। বাচ্যার্থশূন্যং 'নিরর্থকম্' সমুদায়ার্থশূন্যঞ্চ 'অপার্থকম্' ইতি বিবেকঃ। ভাষ্যকারোঽপি আহ—যত্রানেকস্য পদস্য বাক্যস্য বা পৌর্ব্বাপর্য্যেণান্বয়যোগো নাস্তি ইত্যসম্বদ্ধার্থত্বং গৃহ্যতে, তৎ সমুদায়ার্থস্যাপায়াদ-পার্থকম্। বাক্যানাং পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধাভাবস্যোদাহরণমাহ—যথা 'দশ দাড়িমানি, ষড়পূপাঃ' ইতি। পদানাং পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধাভাবস্যোদাহরণমাহ—যথা, কুণ্ডমজাজিন মিত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন যে বাদলক্ষণে যে পঞ্চাবয়বোপপন্নত্বস্বরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রযুক্ত হেতুর পঞ্চরূপোপপন্নত্ব * জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং তথাকথিত বিশেষণের দ্বারা উক্ত পঞ্চরূপের বিরোধী হেত্বাভাসের উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের অভিপ্রায় দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, ভাষ্যকারের মতে পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসের সূচনা হইতেছে না। কারণ তাঁহার মতে পঞ্চাবয়বশূন্যও বাদবিচার হইতে পারে, অথচ সকল বাদবিচারেই হেত্বাভাস উদ্ভাব্য। ভাষ্যকারের মতে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই বিশেষণটী সকল বাদবিচারে প্রযোজ্য। এই অংশ লইয়া ভাষ্যকারের সহিত তার্কিকরক্ষাকারের মতভেদ আছে। তবে পূর্ব্বে যে ঐকমত্য বলিয়াছি, তাহা কেবল পঞ্চাবয়বশূন্যত্ব লইয়া।

* নিয়তলিঙ্গানাং পদানাং লিঙ্গান্তরোচ্চারণং লিঙ্গবিপর্য্যাসঃ, কুম্ভং তিষ্ঠতীত্যাদিকঃ। বিভক্তি-বিপর্য্যাসঃ—কপিঃ কলং কুজতীত্যাদিকঃ

* পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ইহাকে পঞ্চরূপ বলে।

'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসমাত্রই বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহার সূচনা কেমন করিয়া হয়? এই কারণে ভাষ্যকার তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি গোতমের বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্‌বিরোধী বিরুদ্ধঃ" ইহাই সেই সূত্র। ভাষ্যকারের ইহাই তাৎপর্য্য যে যাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, মহর্ষি তাহাকে বিরুদ্ধ-নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। এবং এই বাদসূত্রে "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ" এই কথাটী বলিয়া তাহার উদ্ভাবনেরও সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হেত্বাভাসসামান্যের অন্যতম, তাহার উদ্ভাবনের সূচনা করিলে হেত্বাভাসমাত্রের উদ্ভাবনের সূচনা হয় কিরূপে? ইহারও সমাধান কর্ত্তব্য।

ভাষ্যকার হেত্বাভাসবিশেষ বিরুদ্ধকে ঠিক বাদবিচারের বিপরীত বলিয়া তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হইবে মনে করিয়া তাহার উদ্ভাবনের কথা আপাততঃ বলিয়াছেন। কিন্তু বাদবিচার তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল বলিয়া তাহার ব্যাঘাতক হেত্বাভাসসামান্যই তত্ত্বনির্ণয়রূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া বাদবিচারে উদ্ভাব্য, এই অভিপ্রায়ই বিরুদ্ধের উত্থাপনের মূলভিত্তি ইহাই আমার মনে হয়।

উদ্দ্যোতকর মহর্ষিকথিত বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্র লইয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে হেত্বাভাসমাত্রই সিদ্ধান্তের বিরোধী। হেত্বাভাসমাত্রেই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ নিহিত আছে। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েও বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের উত্থাপন করিতে পারেন। এবং ঐ অভিপ্রায়েও হেত্বাভাস-সামান্যই বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহারও সূচনা 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার দ্বারা করিতে পারেন। যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে বাদবিচারে তত্ত্বনিশ্চয়ের ব্যাঘাত ঘটে, সেই সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য। বসুবন্ধু, সুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণ বাদের অন্যপ্রকার লক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের লক্ষণ লইয়া উদ্দ্যোতকর অনেক বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বিচারকথা লইয়া একটী সারগর্ভ মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন যে তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত ন্যায়ানুগত বাক্যসন্দর্ভ (বিচারকথা) যদি কোন কারণে অসমাপ্ত হইয়া তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভের সাধক না হয়, অথচ বিচার চলিলে তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভ ঘটিত, তবে তাহাকে বাদ বা জল্প বলা যাইবে কি না? ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, তাহাও বাদ বা জল্প হইবে। কারণ তাঁহার মতে তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভের যোগ্য ন্যায়ানুগত বাক্যসন্দর্ভও বাদ বা জল্প হইবে। লৌকিক বিবাদ বা হট্টগোল বিচারকথা নহে।

যাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভের অভিলাষী, বাদ-প্রতিবাদে সুনিপুণ, শ্রবণাদিকার্য্যে পটু, শাস্ত্রসংমত পদার্থের প্রতি আস্থাবান, এবং আন্তরিক বিবাদে নিঃস্পৃহ, তাঁহারাই উক্ত বিচারে অধিকারী। তাহার মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তত্ত্বজ্ঞাপক, নিরহংকার, অপ্রতারক, অক্রোধন, বোদ্ধা এবং বোধয়িতা, অথচ প্রতিভাশালী, তাঁহারা বাদকথার অধিকারী। অর্থলোভে সত্যকে মিথ্যা করা বা মিথ্যাকে সত্য করার লোক উক্ত কোন কথারই অধিকারী নহেন, ইহা মনীষিগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

এইবার জল্পের ব্যক্তিগত আলোচনা। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি 'যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ' এই প্রকার জল্পের লক্ষণ করিয়াছেন। যথোক্তোপপন্ন এই কথার দ্বারা বুঝা যায়—যাহাতে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ভ হইয়া থাকে, এবং যাহা সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, এবং যাহা পঞ্চাবয়বযুক্ত এইরূপ পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ [অর্থাৎ স্বস্বসংস্থাপ্য বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয় লইয়া উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপে বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রবৃত্ত বিচারবাক্য] তথাকথিতবিশেষণত্রয়যুক্ত যাহাকে বাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সেই বিশেষণের যথাযোগ্য অর্থ লইয়া জল্পের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, ইহার সূচনার জন্য জল্পলক্ষণে যথোক্তোপপন্ন এই কথাটা প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐপ্রকার উক্তি-প্রত্যুক্তি (১) ছল, (২) জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা স্বস্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষখণ্ডনের উপযোগী হইয়া জল্প নামে অভিহিত হইবে।

বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলমিতি ১ অঃ, ২ আঃ, ১০ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—বাদিনোঽভিপ্রেতার্থতো বিরুদ্ধার্থকল্পনাদ্বারা বাদিবাক্যব্যাঘাতো বিপরীততাৎপর্য্যকত্বোপপাদনং ছলম্। তত্রাপি জাতের্বচনতো দুষ্টতয়া স্বপক্ষ-ব্যাঘাতাপাদকত্বেন ছলতো জঘন্যত্বাৎ, ছলস্য চ তাৎপর্য্যতো দুষ্টত্বেঽপি বচনতোঽদুষ্টত্বাৎ, সদুত্তরসমাধানয়োরস্ফূর্ত্তিদশায়ামপি ছলমেব প্রথমং প্রযোক্তব্যম্। ছলস্যাপ্যস্ফূর্ত্তৌ জাতিরিতি জাতেঃ পূর্ব্বং ছলোদ্দেশঃ। তচ্চ ত্রিবিধম্, বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলমুপচার-চ্ছলঞ্চেতি।

অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্‌ছলম্। ১ অঃ, ২ আঃ, ১২ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—তেষাং ছলানাং মধ্যে দ্বিবিধার্থবোধক-সমানশব্দেন ক্বচিদর্থে বোধিতেঽপি বাদিনা অর্থাৎ কস্যচিদর্থস্য বোধনায় বাদিনা দ্বিবিধার্থবোধক-সমান-শব্দে প্রযুক্তে বক্তুরভিপ্রেতাদর্থাদ্ ভিন্নার্থকল্পনয়া বাদিনং প্রতি প্রতিবাদিনো দোষদর্শনং বাক্‌ছলম্। ভাষ্যকারেণাস্যোদাহরণং প্রদর্শিতম্। নবকম্বলোঽয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ কম্বলোঽস্যেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ। বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। তত্রায়ং ছলবাদী বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থং * নব কম্বলা অস্যেতি তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয়তি। কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন প্রতিষেধতি একোঽস্য কম্বলঃ কুতো নব কম্বলা ইতি। তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্‌ছলমিতি।

সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থকল্পনা সামান্যচ্ছলম্। ১ অঃ, ২ আঃ, ১৩ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—সম্ভাব্যমানস্য পদার্থস্য অতিসামান্যযোগাৎ সম্ভাব্যমানপদার্থাতি-রিক্তেঽপি বর্ত্তমানস্য সামান্যধর্ম্মস্য সম্বন্ধাৎ অসম্ভূতার্থকল্পনা অসম্ভাব্যমানার্থকল্পনা অর্থাৎ সর্ব্বজনসিদ্ধাসিদ্ধগতসামান্যধর্ম্মরূপ-হেতুদ্বারা অসম্ভাব্যমানার্থারোপেণ বাদি-বাক্যদূষণং সামান্যচ্ছলম্। অস্যোদাহরণং ভাষ্যকারেণ দত্তম্—

'অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন' ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ 'সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদি'তি। অস্য বচনস্য বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাঽসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে।

* বক্তুরভিপ্রেতাদর্থাদন্যমর্থং বক্তুরবিবক্ষিতম্।

যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি, ব্রাত্যেঽপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোঽপি ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যস্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্ বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতি-সামান্যম্। যথা, ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্নোতি কচিদত্যেতি। সামান্য-নিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলমিতি।

ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্। ১ অঃ, ২ আঃ, ১৪ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—বাদী স্বোক্তৌ লক্ষ্যেঽর্থে পদং প্রযুঙ্‌ক্তে। প্রতিবাদী তৎপদস্য বাচ্যার্থতাৎপর্য্যেণ লক্ষ্যং প্রতিষেধতি। তদেতদুপচারচ্ছলমিতি ভাষ্যানুসারী সূত্রার্থঃ।

বাক্‌ছলে ধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে, উপচারচ্ছলে ধর্ম্মী প্রতিষিধ্যতে, ইত্যতোঽস্য পৃথক্ত্বেন কথনম্।

যদা বাদী ধর্ম্মপরং বচনং প্রযুঙ্‌ক্তে, প্রতিবাদী তু অর্থ ইতৈব ধর্ম্মিণো ন ধর্ম্মস্য সদ্ভাবং নিষেধতি—তদা উপচারচ্ছলমিতি।

যথাশ্রুত সূত্রব্যাখ্যা—ধর্ম্মঃ শব্দস্য মুখ্যার্থে প্রয়োগঃ—তস্য বিকল্পঃ—তদ্ভিন্নার্থে গৌণে লক্ষ্যেঽর্থে বা প্রয়োগঃ তস্য নির্দ্দেশে বাক্যে (নির্দ্দিশ্যতে অনেন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বাক্যমেব নির্দ্দেশশব্দস্য অর্থঃ) মুখ্যার্থং পরিত্যজ্য গৌণার্থং লক্ষ্যার্থং বা গৃহীত্বা বাদিনা কস্মিংশ্চিদ্ বাক্যে কথিতে প্রতিবাদিনঃ তদ্‌বাক্যঘটকপদস্য মুখ্যার্থগ্রহণদ্বারা বাদিবাক্যং প্রতি প্রতিষেধো দোষদর্শনং তদেব উপচারচ্ছলম্।

তত্র উপচারবিষয়ং উপচারচ্ছলম্, উপ উপময়া ভক্ত্যা চার্য্যতে উচ্চার্য্যতে ইত্যুপচারঃ স বিষয়ো যস্য ছলস্য তত্তথা। অস্যোদাহরণং ভাষ্যকারেণ প্রদর্শিতম্। তেনোক্তম্—যথা, মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্‌ভাবেন প্রতিষেধঃ মঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি, ন তু মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি।

'সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। ১ অঃ, ২ আঃ, ১৮ সূঃ—গৌঃ।

ব্যাখ্যা—ব্যাপ্তিমনপেক্ষ্য সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং দোষপ্রদর্শনং জাতিঃ।

উদাহরণম্—যদি কেনচিদুচ্যেত আত্মা নিষ্ক্রিয়ো বিভুত্বাদ্ গগনবৎ। তদা প্রতি-বাদিনা—নিষ্ক্রিয়গগনাদিসাধর্ম্ম্যবিভুত্বেন যদি আত্মা নিষ্ক্রিয়ো ভবেৎ তর্হি সক্রিয়ঘটাদি-সাধর্ম্ম্যসংযোগবত্ত্বেন আত্মা সক্রিয়ঃ স্যাৎ এবং রীত্যা সাধর্ম্ম্যমাত্রমবলম্ব্য বাদিবাক্যং প্রতি দোষে প্রদর্শিতে জাতির্ভবতি। ইদং সাধর্ম্ম্যস্যোদাহরণম্।

যদি কেনচিদুচ্যেত শব্দোঽনিত্যো জন্যত্বে সতি ভাবত্বাৎ ঘটাদিবৎ। যো যঃ পদার্থোঽনিত্যো ন, স স জন্যত্বে সতি ভাবত্ববান্ ন, যথা আত্মা। এবং রূপা প্রতিবাদিনা যদ্যুচ্যেত শব্দো যদি নিত্যপদার্থ-বৈধর্ম্ম্যজন্যত্বসহিত-ভাবত্ববত্বেন অনিত্যঃ স্যাৎ—তর্হি অনিত্যপদার্থ-ঘটাদিবৈধর্ম্ম্য-শ্রাব্যত্বযোগেন শব্দো নিত্যঃ স্যাৎ, এবং রীত্যা বৈধর্ম্ম্যমাত্রমবলম্ব্য প্রতিবাদিনা বাদিবাক্যং প্রতি দোষে প্রদর্শিতে জাতির্ভবতি।

নিগ্রহস্থানের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। উক্ত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারা উপালম্ভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সাধনের সম্ভাবনা নাই। ছলাদির দ্বারা কেহ পদার্থ-সাধন করে না, এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি ভাষ্যকার উত্তর দিয়াছেন, ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ভ হইয়া থাকে, তথাপি ঐ প্রমাণ যখন স্বপক্ষসাধনে ব্রতী হয়, তখন উহার আরও একটী কার্য্য থাকে, তাহা পরপক্ষখণ্ডন। ঐ পরপক্ষ-খণ্ডন কার্য্যটী অসমাপিত হইলে স্বপক্ষসাধনও অসম্ভব হয়। ঐ পরপক্ষখণ্ডন-কার্য্যে ছলাদির সহায়তা আছে। সুতরাং ছলাদি পরপক্ষখণ্ডনকার্য্যে সহায়তা করে বলিয়া স্বপক্ষসাধনকার্য্যেও পরম্পরায় সহায়তা করিয়া থাকে। তবে স্বপক্ষসাধনকার্য্যে ছলাদি প্রমাণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সহায় নহে। এই জন্য ভাষ্যকার জল্প ও বিতণ্ডাকে বীজাদিসংরক্ষণের জন্য নির্ম্মিত কণ্টকশাখাময় বেড়ার তুল্য বলিয়াছেন। ঐ কণ্টকাদিময় বেড়া যেমন প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিদ্বারা বীজাদির রক্ষক হয়, তেমন ছলাদিময় ঐ জল্পবিতণ্ডাও প্রতিবন্ধকীভূতপরপক্ষের খণ্ডনের দ্বারা স্বপক্ষরক্ষক হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকর এই মতটী গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে কপটতাচরণনির্ব্বিশেষ ছলাদি কখনও স্বপক্ষসাধনে সমর্থ নহে। পরপক্ষখণ্ডনমাত্রেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিয়া পরপক্ষখণ্ডন-কালে ছলাদির প্রয়োগ দেখা যায়। এই কারণে পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক রাধামোহন গোস্বামী ন্যায়সূত্র-বিবরণে ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ এই কথাটীর অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, সাধনোপালম্ভ এই পদটী দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন নহে। উহা ষষ্ঠীসমাস-নিষ্পন্ন। অতএব তাঁহার সমুদিত অর্থ এই যে, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান

দ্বারা স্বপক্ষসাধনসম্বন্ধীয় উপালম্ভ যাহাতে আছে, তাহা জল্প। অতএব তাঁহার মতে সাধনের সহিত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের কার্য্যকারণভাব-রূপ সম্বন্ধ নাই। উপালম্ভের সহিতই ঐ সম্বন্ধ। ইহাই তাঁহার মত।

তবে এই মতটী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ জল্পলক্ষণসূত্রে সাধনোপালম্ভ এই পদটী ২বার প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে উহা ২বার প্রযুক্ত নহে, [অর্থাৎ ২বার আবৃত্ত নহে] কিন্তু একবারই আবৃত্ত। এবং একবার আবৃত্ত ঐ সাধন এবং উপালম্ভ-পদের বোধ্য অর্থের সহিত প্রমাণ, তর্ক, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের সম্বন্ধ। এইরূপ বিধানে সাধন এবং উপালম্ভ এই দুইটীকে প্রধানভাবে পৃথক্ পৃথক্ না বলিলে প্রমাণ এবং তর্কের কার্য্যকারিতার হ্রাস হয়। আমার মনে হয় এই অভিপ্রায়েই তার্কিক-রক্ষাটীকাকার মল্লিনাথ 'প্রমাণ-তর্কাভ্যাং ছলাদিভিশ্চ স্বপরপক্ষ-সাধনোপালম্ভবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ' এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞকল্প ভাষ্যকারের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সূত্রকার মহর্ষিরও উহাই উদ্দেশ্য। ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কাহারও মতে প্রমাণতর্কপ্রযোজ্য সাধনশব্দের অর্থ তত্ত্বনির্ণয়ানুকূল ব্যাপার। এবং ছলাদিপ্রযোজ্য সাধনশব্দের অর্থ জয়ানুকূল ব্যাপার। জিগীষু ব্যক্তি ছলাদির প্রয়োগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় জন্মাইয়া জয়লাভ করিয়া থাকে। এই মতে সাধনশব্দের দুই বার উল্লেখ করিতে হইবে। সুতরাং 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ' ও 'ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভ' - এই ২টী বিশেষণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ প্রয়োজন। ভাষ্যকারাদির মতে ছলাদিও তত্ত্বনিশ্চয়রক্ষক। সুতরাং ছলাদিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়ানুকূল ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যানটীই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ ভাষ্যকার নিজেও তত্ত্বনিশ্চয়কে রক্ষা করিবার জন্য ছলাদিযুক্ত জল্প ও বিতণ্ডাকে আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন।

ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টও ভাষ্যকারের সহিত একমত। জয়ন্ত আপত্তি পরিহার করিয়া ছলাদির প্রমাণ এবং তর্কের সহকারিতা-নিবন্ধন স্বস্বপক্ষসংরক্ষণ এবং প্রতিবাদীর খণ্ডনের খণ্ডন-কার্য্যে সহায়তাপূর্ব্বক

শাস্ত্রচিন্তাদি-বললব্ধতত্ত্বনিশ্চয়সংরক্ষণে পটুতার সমর্থন করিয়াছেন। জয়ন্তের উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষ —অবিকৃতমস্তিষ্কে ছলাদির অবতারণা করিতে হয়, কর, কিন্তু ছলাদি যখন অসদুত্তর, তখন ছলাদির দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিবাদ-খণ্ডনপূর্ব্বক সাধন এবং উপালম্ভের কোনটাই হইতে পারে না। ইহার উত্তরে জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, ছলাদি অসদুত্তর বলিয়া যদি তাহাদের দ্বারা সাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ কারণেই তাহাদের দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিবাদখণ্ডনও সম্ভবপর হইবে না। ফলতঃ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার প্রতিষেধ দেখিলে জয়ন্তের অভিপ্রায় অবিদিত থাকিবে না। এই সকল কথা জয়ন্তের জল্পলক্ষণে সুস্পষ্টই আছে। বিদ্যার্থিগণের সুবিধার জন্য এই সকল কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিলাম। বিচারকৌশল দেখিয়া জয়ন্তের অভিপ্রায়সম্বন্ধে অনুমান করিবারও প্রয়োজন নাই। জয়ন্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এরূপ অবস্থা মানুষের ঘটে, যে অবস্থায় মানুষ আত্মগৌরব-সাধক স্বীয় নির্দ্দোষ যথার্থজ্ঞানকে পরের অপ্রামাণ্যারোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছলাদিকেও ব্যবহার করে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবাদীর পক্ষ দুর্ব্বল এবং স্বপক্ষ প্রবল জানিয়াও সময়বিশেষে হতপ্রতিভ হইয়া বিরুদ্ধপক্ষসাধনের জন্য প্রতিবাদীর উত্থাপিত প্রতিহেতুকে দূষিত করিবার মানসে সহসা হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন করিতে না পারেন, এবং স্বপক্ষকে নির্দ্দোষ করিয়া প্রমাণিত করিতে ভুলিয়া যান, তখন আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য ছলাদির দ্বারাও প্রতিবাদীকে অভিভূত করিতে পারেন, এবং সেইভাবে প্রতিবাদীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাও করিতে পারেন। যদি বল যে, প্রতিবাদীও ঐ উপায়ে বাদীকে পরাজিত করিতে পারেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা বটে; কিন্তু বাদীও ঐপ্রকারে পুনরায় প্রতিবাদীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন, ফল কথা এই ভাবে পরস্পরের উপর্য্যুপরি সংঘর্ষ চলিলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কে জয়ী কে বা পরাজিত এই লইয়া সংশয় করাও বরং ভাল, কিন্তু জড়বুদ্ধি-বশতঃ পরাজয় স্বীকার করা ভাল নহে। অতএব ছলাদির আশ্রয় লইয়া সময়বিশেষে গর্ব্বপ্রকাশ নিন্দনীয় নহে। যদি বল যে, ঐরূপ প্রকারে কার্য্যসাধন অশিক্ষিতপ্রধান-জনতা-পূর্ণ সভায় জিগীষাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ

শিক্ষিতপূর্ণ সভায় শোভন নহে। বিশেষতঃ সংসারকারণীভূতমিথ্যা-জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতত্ত্বজ্ঞানের উপায়ীভূত মোক্ষশাস্ত্র—আন্বীক্ষিকীবিদ্যায় ছলাদিপূর্ণ জল্পাদির উপদেশও উচিত নহে। ইহার উত্তরও কালজ্ঞ জয়ন্ত দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, মোক্ষরূপ অঙ্কুরের জন্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ বীজের রক্ষক-বিশুদ্ধ জ্ঞানের উজ্জ্বলমূর্ত্তি কোন মুমুক্ষু যখন শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া পরমার্থতত্ত্বের উপদেশে নিযুক্ত, তখন যদি কোন অভদ্রোচিত ব্যবহারের আচার্য্য—ধূর্ত্তকুলচূড়ামণি—ছলনায় সুপটু—শিক্ষিতাভিমানী নাস্তিক আসিয়া বেদাদির নিন্দা করিয়া কপটবিচারে বদ্ধপরিকর হইয়া পড়ে, তখন সেই ধীরপ্রকৃতি—শান্তিগুণের পরম আদর্শ—মুমুক্ষু 'উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে' এই নীতি অনুসারে শাস্ত্র-তত্ত্বের আলোচনা বন্ধ করিয়া, উপেক্ষায় তরলমতি শিষ্যগণের অবসাদের ও স্বপরাজয়ের মিথ্যাপবাদের আশঙ্কায়, অসার তাদৃশ ছলাদিপূর্ণ জল্পাদিরূপ বাগ্‌জালের গভীরতাড়নায় তাহাকে বিহত বিধ্বস্ত করেন। সুতরাং মুমুক্ষুরও সময়বিশেষে জল্পাদির শরণাগত হইতে হয়। অতএব মোক্ষশাস্ত্রে জল্পাদির উপদেশ সমীচীন।

বাদের ন্যায় জল্পেও প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বস্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ-প্রতিষেধ থাকিলেও বাদ অপেক্ষা জল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, জল্পে এক পক্ষে প্রমাণ আর এক পক্ষে অপ্রমাণ থাকিলেও সেই অপ্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া বা কুতর্ককে সুতর্ক বলিয়া অন্যতর বিচারক বিচারক্ষেত্রে সময়মত জেদসহকারে চালাইয়া থাকে। কিন্তু বাদে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া বিচারে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। বাদবিচারে একপক্ষের ভ্রম থাকিলেও তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। বাদে আহার্য্য জ্ঞানের সম্ভব নাই, কিন্তু জল্পে আছে। জল্পে অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া এবং কুতর্ককে কুতর্ক বলিয়া স্বয়ং বুঝিলেও অপরের নিকট তাহাকে প্রমাণ বলিতে বা কুতর্ককে সুতর্ক বলিতে কুণ্ঠা আসে না। প্রতারণার অভিনয় বাদে নাই, কিন্তু জল্পাদিতে আছে। জিগীষার বশে মানুষ ঐভাবে কপটব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। সাময়িক উত্তেজনার বশে মানুষের ঐ ভাবে স্খলন দেখা যায়।

বাদ ও জল্পের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখিলেও উহাদের পার্থক্য অনুভূত হয়। 'বদতি অনেন তত্ত্বমিতি বাদঃ' [অর্থাৎ তত্ত্বনিশ্চয়কারণীভূত কথা-বিশেষকে বাদ বলে] এবং 'জল্পতি পরপ্রতিসিদ্ধপক্ষং স্থাপয়তি অনেন ইতি জল্পঃ [অর্থাৎ পরপ্রতিসিদ্ধ-পক্ষস্থাপনোপায়-কথাবিশেষকে জল্প বলে]। জল্প লক্ষণের ঘটকীভূত যথোক্তোপপন্ন এই কথাটী লইয়া অনেক প্রকার বাদ-প্রতিবাদ আছে। ভাষ্যকারের মতে বাদসূত্রে কথিত বিশেষণগুলি জল্প-লক্ষণেও প্রযোজ্য। এই বিশেষণগুলির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। উদ্দ্যোত-কর 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটী লইয়া একটী পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষটী হইতেছে এই যে, পূর্ব্বসূত্রে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই দুইটী কথার যাহা অর্থ, তাহার দ্বারা বাদবিচারে নিগ্রহস্থান-বিশেষের নিয়ম সূচিত হইয়াছে। সেই নিয়মবিশেষ জল্পে অপেক্ষিত হইলে বিরোধ হয়, কারণ জল্পে নিগ্রহস্থানের নিয়ম নাই। সকল নিগ্রহস্থান জল্পে উদ্‌ভাব্য। এবং কাহারও মতে প্রমাণতর্ক-সাধনোপালম্ভ এই কথাটীর যাহা অর্থ, তাহার দ্বারা বাদবিচারে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও প্রমাণ বলিয়া এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও তর্ক বলিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না এই নিয়মটী সূচিত হইয়াছে। কিন্তু জল্পে ঐ প্রকার নিয়ম করা অসঙ্গত, কারণ জল্পটী বাদের বিপরীত। অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া স্বয়ং বুঝিলেও পরের চোখে ধূলি দিয়া প্রমাণ বলিয়া চালাইলেও এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া স্বয়ং বুঝিলেও অপরকে ঠকাইয়া তর্ক বলিয়া চালাইলেও জল্পবিচারের অধিকার নষ্ট হয় না। অতএব মহর্ষির 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটী সঙ্গত নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, কথিত বিশেষণগুলির যাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহা গ্রহণ করিলে কোন প্রকার বিরোধ হইবে না, কিন্তু অর্থলভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বিরোধ হইবে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত সূচিত নিয়মগুলি অর্থলভ্য অর্থ, সুতরাং জল্পে তাহা অগ্রাহ্য। মহর্ষি এই অভিপ্রায়েই 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটী দিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর মহর্ষি কণাদের ২টী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনেকস্থলে শব্দলভ্য অর্থ গ্রাহ্য হয়, আর অর্থলভ্য

অর্থ পরিত্যক্ত হয়। উদ্দ্যোতকর এই প্রকার সমাধানের উপর যদি কেহ অসন্তুষ্ট হন, ইহা মনে করিয়া অন্যপ্রকার সমাধানও করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের ২য় সমাধান এই যে, 'যথোক্তোপপন্ন' এই পদটী মধ্যপদ-লোপিসমাস-নিষ্পন্ন। [অর্থাৎ কথিত বিশেষণ-গুলির মধ্যে জল্পে যাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত, তাহার দ্বারা উপপন্ন] একটী উপপন্নশব্দের লোপ করিয়া ঐ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের এই ২য় সমাধানটী যুক্তিযুক্ত নহে, যদি যুক্তিযুক্ত হইত, তবে ভাষ্যকার বাদসূত্রোল্লিখিত সমস্ত বিশেষণগুলির উল্লেখ করিয়া 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর ব্যাখ্যা করিলেন কেন? ইহার উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, যে, ঐ বিশেষণগুলির উল্লেখদ্বারা ভাষ্যকারের এইরূপ তাৎপর্য্য সূচিত হইতেছে না যে, ঐ বিশেষণগুলি অবিকলভাবে জল্পে প্রযোজ্য। পরন্তু ভাষ্যকার যথাক্রমে বিশেষণগুলির উল্লেখদ্বারা যথাক্রমে বাদসূত্রের পাঠ জ্ঞাপন করিয়াছেন। [অর্থাৎ বাদসূত্রে বিশেষণগুলি কোন্ প্রকারক্রমে উল্লিখিত আছে, তাহা জানাইয়াছেন] তাহা জানিতে পারিলেই বিশেষণগুলির গ্রাহ্যতা হেয়তা-বিষয়ে সহজেই মীমাংসা হইবে। ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, জল্পের লক্ষণ করিতে গেলে বাদের লক্ষণটী বেশ করিয়া দেখা উচিত, সেইজন্য ভাষ্যকার সমস্ত বিশেষণগুলির যথাক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বিশেষণগুলির মধ্যে কোন্টী গ্রাহ্য, কোন্টী বা হেয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই, তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, তত্তদ্বিশেষণবোধক পদগুলির যাহা শব্দলভ্য অর্থ তাহা এখানে গ্রাহ্য, অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রাহ্য নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই ভাষ্যকার জল্পলক্ষণসূত্রের ভাষ্যে বাদলক্ষণোল্লিখিত বিশেষণগুলি যথাক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মধ্যপদলোপী সমাসের অবলম্বনে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উদ্দ্যোতকরের ২য় সমাধানটী সঙ্গত নহে, কারণ * অনুবৃত্তিদ্বারা

* পূর্ব্বসূত্রস্থিত-পদস্য উত্তরসূত্রে উপস্থিতিরনুবৃত্তিঃ। তস্যাশ্চ পর্য্যায়শব্দঃ অধিকারঃ, স চ ত্রিবিধঃ, সিংহাবলোকিতরূপঃ, মণ্ডূকপ্লুতিরূপঃ গঙ্গাস্রোতোরূপশ্চেতি।

[অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রস্থিত পদের উত্তরসূত্রে যোজনাদ্বারা] জল্পসূত্রে সঙ্গমনীয় তত্ত্বিশেষণবোধকপদের সহজতঃ লাভসম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহার লাভের জন্য পিষ্টপেষণসদৃশ 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর প্রয়োজন নাই। ইহা আমার কথা নহে। জয়ন্ত ভট্ট স্বয়ং জল্পসূত্রে এই কথাটী বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের উদ্ভাবনীয়তা-সূচনার জন্য 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ' এই কথাটীর উল্লেখ। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে উদ্দ্যোতকরের মতে 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর দ্বারা 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ' ও 'পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ' এই উভয়মাত্রের অতিদেশ হইবে। 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও 'পঞ্চাবয়বোপপন্ন' এই পদদ্বয়ের অতিদেশ হইবে না। কারণ—এই পদদ্বয় নিয়মবিশেষ-সূচনার্থ। কিন্তু জল্পে ঐ নিয়ম সম্ভবপর নহে। ইহাই বার্ত্তিককারের মত। ভাষ্যকারের মতে সকলেরই অতিদেশ হইবে। [অর্থাৎ কথিত চারিটী বিশেষণই জল্পে প্রযোজ্য] সুতরাং ভাষ্যকারের সহিত বার্ত্তিক-কারের এই লইয়া মতভেদ আছে।

জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট আরও একটী মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই মতে 'পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ' এইটুকুমাত্র 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর দ্বারা অতিদেশলভ্য, অপর অংশ নহে। পূর্ব্বে 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ' এই কথাটীর দ্বারা যাহা সূচিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছি, এবং তাহা জল্পে বাধিত তাহাও দেখাইয়াছি। এই মতটী তাহারই পোষক বলিয়া আমার মনে হয়, যেহেতু অনুবৃত্তিবাদী 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভে'র অনুবৃত্তির কথা বলেন নাই। জয়ন্ত এই অনুবৃত্তিশব্দের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, অনুবৃত্তির দ্বারা যখন মনোমতবিষয়বোধক পদের লাভ হইতে পারে, তখন 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটী বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মত অপেক্ষা সর্ব্বাতিদেশবাদী ভাষ্যকারের মত সমীচীন। কারণ—

'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর স্বারসিক অর্থই গ্রাহ্য। স্বারসিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে বাদসূত্রকথিত বিশেষণচতুষ্টয়েরই গ্রহণ করা উচিত। মধ্যপদলোপী সমাসের আশ্রয় লইয়া ইহার অন্যথা করিলে 'যথোক্তোপপন্ন' এই স্থলে 'যথা'পদের বৈয়র্থ্য হইয়া পড়ে। উক্তোপপন্ন এই কথা বলিলেও

চলিত। পূর্ব্বসূত্রকথিত বিশেষণগুলির যথাক্রমে জল্পে সম্বন্ধ বলিবার জন্যই মহর্ষি 'যথা'পদের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ন্ত এই মীমাংসার উপর একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষটী এই যে, বাদের লক্ষণটী অবিকলভাবে জল্পে আসিলে বাদ ও জল্পের পার্থক্য হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর জয়ন্ত দিয়াছেন। জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, বিশেষণবোধক উক্ত পদ ৩টীর শব্দলভ্য যে অর্থ তাহারই অতিদেশ হইবে। অর্থ-লভ্য যে অর্থ [অর্থাৎ যে অর্থগুলি সূচিত বলিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে] তাহাদের অতিদেশ হইবে না। ইহা স্বীকার করিলে কোন প্রকার অনুপপত্তি হইবে না। পূর্ব্বে 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ' এই পদটী দ্বারা প্রমাণ ও তর্কসম্বন্ধে যে অনাহার্য্য জ্ঞানের সূচনা হইতেছে বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র প্রমাণাভাস এবং তর্কাভাসের উদ্‌ভাব্যতা সূচিত হয়নি, তাহা জয়ন্তেরও সম্মত। সুতরাং জয়ন্তের মতে জল্পে তাদৃশ অনাহার্য্য জ্ঞানের সূচনা পরিত্যক্ত। জল্পে যে ছলাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রযোজ্য, ইহাও জয়ন্তের সম্মত। অতএব জয়ন্তের মতে 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যানই সঙ্গত। লোক জয়লাভের উদ্দেশ্যে জল্পবিচারে প্রবৃত্ত হয়, ইহা উদয়নের উক্তি দ্বারাও সমর্থিত হয়। উদয়ন বলিয়াছেন যে—"বিজিগীষমাণয়োরুভয়োরপি সাধনোপালম্ভবতী কথা জল্পঃ" অর্থাৎ জিগীষার বশবর্ত্তী বাদী এবং প্রতি-বাদীর স্বস্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণের উপযোগী বিচারবাক্যকে জল্প বলে।

এই জল্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ—ইহা জিগীষুর বিচার এবং বিতণ্ডাও এতাদৃশ। জিগীষামূলক বিচার সভা-ব্যতিরেকে হয় না। এই জল্পবিচারে পক্ষপাতিত্বাদিদোষশূন্য কোন বিশিষ্ট বিদ্বান্ মধ্যস্থ আবশ্যক। যে লোকসমূহের মধ্যে রাজা বা রাজার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ সভাপতি, উপযুক্ত মধ্যস্থ এবং বিচারবোদ্ধা সভ্যপুরুষ উপস্থিত, তাদৃশ লোকসমূহকে সভা বলে, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন। বাদবিচারে এইরূপ সভার অপেক্ষা নাই। তবে সাধারণতঃ বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডাকে কথা বলে বলিয়া উক্ত ত্রিবিধ কথার ছয়টী অঙ্গ আছে। বিচার্য্য বিষয়ে একাধিক বক্তার বিস্তৃত বাক্যকে 'কথা' বলে।

(১) বিচার্য্য বিষয়ের স্থিরীকরণ ও প্রমাণাবলম্বনে প্রতিজ্ঞা [অর্থাৎ এই প্রমাণের দ্বারা এই বিষয়টী প্রমাণিত করিব এই প্রকার প্রতিজ্ঞা]।

(২) কথাবিশেষব্যবস্থা (অর্থাৎ বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডার মধ্যে কোন্ বিচার হইবে, তাহার ব্যবস্থা)।

(৩) বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম (কে বাদী হইবে, আর কে বা প্রতিবাদী হইবে তাহার ব্যবস্থা)।

(৪) সভাপতি এবং সভ্যের বরণ।

(৫) সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবনবিষয়ক প্রতিজ্ঞা বা * নিগ্রহ-স্থানবিশেষের উদ্‌ভাবনবিষয়ক প্রতিজ্ঞা।

(৬) বিচারকাল-নিয়ম।

এই ছয়টী উক্ত কথার অঙ্গ। তার্কিকরক্ষাকার এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—

"বিচারবিষয়ো নানাকর্ত্তকো বাক্যবিস্তরঃ।
কথা তস্যাঃ ষড়ঙ্গানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন॥"

তার্কিকরক্ষা—৩৬ কারিকা।

কাহারও মতে উক্ত কথার অঙ্গ চারি প্রকার—

(১) বাদি-নিয়ম, (২) প্রতিবাদি-নিয়ম, (৩) সভ্য-বরণ, (৪) সভাপতি-বরণ। যদি উক্ত বিচারে লিপিব্যবহার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে লেখক নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ঐ লেখক বাদী এবং প্রতিবাদীর সম্মত হওয়া আবশ্যক। এবং বাদাতিরিক্তস্থলে বিচারের পূর্ব্বে বাদী এবং প্রতিবাদীর বিদ্যা লইয়া তুলনার আবশ্যকতা আছে। তুলনা অজ্ঞাত থাকিলে বিচারপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। কারণ—

'অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী॥'

এবং তুলনা অসম্ভব হইলে, [অর্থাৎ প্রতিবাদী হইতে বাদী বা বাদী হইতে

* বাদবিচারে সমস্ত নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য হয় না বলিয়া বৈকল্পিক বিধান হইয়াছে।

প্রতিবাদী শ্রেষ্ঠ হইলে] তাহাদের বিচারকথা ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কারণ সমকক্ষতা না থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কথা হইতে তত্ত্বনিশ্চয়ের কোন প্রকার সাহায্য হয় না। বাদবিচার না করিলেও কাহারও উক্ত অন্যতর পুরুষবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সেই পুরুষের উপদেশ হইতেই তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে। সভ্যেরও নিয়ম আছে, প্রথমতঃ সভ্যগণ বাদী এবং প্রতিবাদীর সম্মত হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের প্রত্যেকের কথা বুঝিবার সামর্থ্য থাকা চাই। বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকিলে চলিবে না। বাদি-প্রতিবাদীর উপস্থাপিত বিষয় বুঝিবার ও বুঝাইবার সামর্থ্য আবশ্যক। সভ্যের সংখ্যা সমান হইলে চলিবে না। বিষমসংখ্যার প্রয়োজন, সভ্যের সংখ্যা তিনের ন্যূন না হয়, সেই পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ ভাবে সভা হইলে সেই সভায় কোন প্রকার মতদ্বৈধ ঘটিলে অধিক লোকের মত লইয়া বিষয়নির্দ্ধারণ হইবে।

সভ্যের কার্য্যও ব্যবস্থাপিত। সভ্যের কার্য্য নিয়মিত না হইলে সভার শৃঙ্খলা থাকে না। বিচার্য্যবিষয়-ব্যবস্থা, বিচারনিয়ম, বাদী ও প্রতিবাদীর নিয়মপ্রবর্ত্তন, ও বিচারকের গুণদোষকীর্ত্তন, বিচারগত ত্রুটির প্রদর্শন, এবং বিচারকদ্বয়ের মধ্যে যিনি অসঙ্গত বলিবেন, সেই অসঙ্গতি বুঝিয়া পরে সভার মধ্যে সেই অসঙ্গত বাক্যগুলির উচ্চারণান্তে অসঙ্গতিপ্রদর্শন। এই সকল কার্য্যগুলি বিচারসভার সভ্যগণ করিয়া থাকেন। বিচার-সভায় যিনি সভাপতি হইবেন, তাঁহার সভাপতিত্ব সভ্যগণের এবং বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমোদন ব্যতীত হইবে না। সভাপতিও রাগদ্বেষরহিত হইবেন, এবং তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহে সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। নচেৎ তিনি সভাপতির আসনে বসিবার অনুপযুক্ত। তাঁহার কর্ম্মও অসাধারণ, বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল তিনি জনসাধারণ্যে প্রচার করিবেন। জল্পাদি-বিচারসভায় এই প্রকার প্রণালী অবলম্বিত হইত। এই সকল সভাতেই নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন শোভন হয়। সূত্রকার মহর্ষিও ৫ম অধ্যায়ে নিগ্রহস্থানবিচার-প্রকরণে কোন কোন নিগ্রহস্থানের লক্ষণসূত্রে পরিষৎশব্দের উল্লেখ করিয়া এইজাতীয় সভারই পরিচয় দিয়াছেন,

ইহা আমার মনে হয়। এই যে সভাসংক্রান্ত নিয়মের আলোচনা করিলাম—ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা নহে, তার্কিকরক্ষার টীকাকার মল্লিনাথ এই সকল কথা বলিয়াছেন। বাদবিচারে কিছু বিশেষত্ব আছে। বাদবিচারে কথিত রীতি অনুসারে সভা, সদস্য এবং সভাপতির নিয়ত অপেক্ষা নাই। তবে যদি দৈববশতঃ বাদবিচার-সময়ে উপযুক্ত মধ্যস্থ উপস্থিত হন, তাহা হইলে বিচারকদ্বয় প্রমাদকৃত দুর্বিচার-শঙ্কানিবৃত্তির জন্য তাঁহার মধ্যস্থতা আদরপূর্ব্বক স্বীকার করিবেন। কিন্তু জল্পবিতণ্ডার ন্যায় বাদবিচারে দৈবাগত সভ্য বা সভাপতির কথিত-নিয়মরক্ষায় ব্যাপৃত হইতে হইবে না। কারণ এই বাদবিচার সভ্যগণকে বুঝাইবার জন্য নহে। সভ্যসংস্রব না থাকিলেও গুর্ব্বাদির সহিত বাদবিচার হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকর বাদবিচারের এই বিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দৈবাগত উপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতাস্বীকারে বাচস্পতি-মিশ্রেরও কোন আপত্তি নাই, তিনিও সমর্থন করিয়াছেন। বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আর্য্যমনীষিগণ বিচারসম্বন্ধে যেরূপ নিয়মবন্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানস্পৃহার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি-নির্দ্দেশ, অধিকারি-পদ্ধতি-নির্দ্দেশ, সদস্যপদ্ধতি-নির্দ্দেশ এবং সভাপতিপদ্ধতি-নির্দ্দেশ দেখিলে বর্ত্তমান যুগের বিচারকে অবিচার বলিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা আসে না। প্রকৃতরীতি অনুসারে বিচার করিলে বোধ হয় অনেক বিচারকের নিগৃহীত হইতে হয়। এখন প্রায় সকলেই পাণ্ডিত্যের দুরভিমানে বিচারক হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচারনীতি অনবগত ইহা বলা অত্যুক্তি নহে। হয় ত কেহ বিচারনীতি জানিতে পারেন, কিন্তু পদে পদে সেই নীতির লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। কালের প্রভাব দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে 'নীতি-র্ভীতিমুপাগতা'।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথও জল্পবিচারের একটী পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে বাদী প্রথমতঃ প্রমাণ এবং তর্কের সাহায্যে স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন। তাহার পর প্রমাণবল-যোগে প্রমাণায়মান পঞ্চাবয়বের দ্বারা স্বপ্রযুক্ত হেতুর সামান্যরূপে এবং বিশেষরূপে নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিবেন।

তাহার পর প্রতিবাদী বাদীর উক্তি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন ইহা বুঝাইবার জন্য বাদীর উক্তির অনুবাদ করিয়া হেত্বাভাস ভিন্ন পূর্ব্বাপর নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন অশক্য হইলে বাদিপ্রযুক্ত হেতুর প্রতি হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন করিবেন। হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন-দ্বারা বাদিপ্রযুক্ত হেতুকে দূষিত করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন। তাহার পর বাদীও ঐ প্রকারে প্রতিবাদীর উক্তি বুঝিয়াছেন ইহা মধ্যস্থকে বুঝাইবার জন্য প্রতিবাদীর উক্তির অনুবাদ করিয়া নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবনের চেষ্টা করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্‌ভাবন অশক্য হইলে হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবনদ্বারা প্রতিবাদিপ্রযুক্ত হেতুকে দূষিত করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষখণ্ডনপূর্ব্বক স্থাপিত স্বপক্ষকে দৃঢ় করিবেন। এইভাবে বিচার না করিয়া বিচারক্রম লঙ্ঘন করিলে মধ্যস্থগণ বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমলঙ্ঘনকারী নিগৃহীত হন। যিনি এইভাবে বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন না, তিনি পরাজিত হইবেন। সভাপতি ও মধ্যস্থ সেই পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন।

চরকসংহিতাকার উক্ত বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা তিনটিকেই 'তদ্‌বিদ্য-সংভাষা' বলিয়াছেন। বাদী এবং প্রতিবাদীর বিদ্যার বিষয় যদি ভিন্ন হয়, এবং ভাষাও যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাদ-প্রতিবাদের অসুবিধা হয় বলিয়া বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা অসম্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং বাদাদিকে 'তদ্‌বিদ্য-সংভাষা' বলিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়। তার্কিক-রক্ষাকারের প্রদর্শিত কথাসম্বন্ধীয় ষড়ঙ্গের আলোচনা করিলেও এই কথা পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বাদবিচারস্থলে গুরু স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া শিক্ষার্থীকে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ করেন, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষার্থীকে যশস্বী করেন ও তাহার বাগ্মিতা বর্দ্ধিত করেন। যদিও জল্পস্থলে বিচার করিতে করিতে বাদি-প্রতি-বাদীর অন্যতরের অজ্ঞাত কোন বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় ঐ অজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষার দ্বারাও অন্যতরের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তথাপি এই ঘটনা লইয়া বাদজল্পের নির্ব্বিশেষতা হইবে না। কারণ বাদ স্পর্দ্ধাহীনের বিচার, জল্প স্পর্দ্ধাবানের বিচার। পাণ্ডিত্যজনিত স্পর্দ্ধার প্রভাবেই

নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার জন্যই সহসা সেই নূতন বিষয়টী (যাহা জানিলে অন্যতরের পাণ্ডিত্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী) বলিয়া ফেলেন। চরক-সংহিতাকারের এই আলোচনাটী বেশ যুক্তিপূর্ণ। সংহিতাকারের অন্যান্য কথা বাহুল্যভয়ে লিখিলাম না। তিনি বাদের একটা পৃথক্ নাম দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে 'সংধায় সংভাষা'। এই নাম হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বাদ-বিচারটা বিদ্বেষ ও অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে হয় না। মনের মিল না হইলে এই বিচার অসম্ভব। জল্প এবং বিতণ্ডারও পৃথক্ নাম দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে 'বিগৃহ্য সংভাষা'। এই নাম হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জল্প ও বিতণ্ডা উহার বিপরীত। বিদ্বেষ ও অহঙ্কার-যোগে এই বিচারটা প্রবর্ত্তিত হয়। মনের মিল জলাঞ্জলি দিয়া বিবাদ-বিসংবাদ-পূর্ণ হৃদয়ে এই বিচারে উভয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শক্তিশালী সভাপতি ও উপযুক্ত মধ্যস্থ এই বিচারে বিশেষ অপেক্ষিত। এইবার বিতণ্ডার আলোচনা করিব।

সূত্রকার মহর্ষি বলিয়াছেন 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা' [অর্থাৎ প্রতিপক্ষের স্থাপনাশূন্য জল্প বিতণ্ডা], জল্পে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েরই স্থাপ্য পক্ষ আছে, এবং অন্যতর অন্যতরের পক্ষ খণ্ডন করিয়া থাকেন। বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন না করিলে স্বপক্ষস্থাপন অসম্ভব হয়। জল্পে বিচারমল্ল জিগীষু বিচারকদ্বয় বাদী এবং প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সভা-রঙ্গমঞ্চে একজন প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে অপরজন প্রতারণা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত স্ববিদিত প্রমাণাভাসকে প্রমাণ বলিয়া চালাইয়া, তর্কাভাসকে তর্ক বলিয়া চালাইয়া, দম্ভপূর্ব্বক হেতু-প্রতিহেতুযোগে ন্যায়ের অবতারণা করিয়া একই আশ্রয়ের উপর প্রত্যেকের স্থাপ্য এৈকৈক ধর্ম্ম লইয়া বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদীর মত খণ্ডন করেন এবং আবশ্যকমত ছলাদির দ্বারাও স্থাপন ও খণ্ডন করিয়া থাকেন, কিন্তু বিতণ্ডার ভাব অন্য প্রকার। বিতণ্ডায় বাদী স্থাপন ও পরের মত খণ্ডন উভয়ই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদী কেবলমাত্র বাদীর মত খণ্ডন করেন, স্বপক্ষ স্থাপন করেন না। এই

জন্য মহর্ষি প্রতিবাদীর স্থাপনাংশশূন্য জল্পকেই বিতণ্ডা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সূত্রকারের কথার দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বাদীর স্থাপ্য পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর স্থাপ্য বিরুদ্ধ-পক্ষই প্রতিপক্ষ, তাদৃশ বিরুদ্ধ-পক্ষের স্থাপন না করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা হইলে এবং জল্পের অন্যান্য লক্ষণ পরিত্যক্ত না হইলে সেই বিচারবাক্যকে বিতণ্ডা বলা যাইবে।

প্রতিবাদীর অভিমত পক্ষই প্রতিপক্ষ, সেই বিরুদ্ধ-পক্ষ যখন বিতণ্ডায় স্থাপনীয়তার অভাবে আলোচিত হয় না, তখন বিতণ্ডাবাক্যকে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাশূন্য না বলিয়া প্রতিপক্ষশূন্য বলাই উচিত। স্বল্প আকারে লক্ষণ উপপন্ন হইলে বড় আকারে লক্ষণ করা উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস ভাষ্যকার স্বয়ংই করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বিতণ্ডা বিচারে একটা পক্ষ স্থির নাই—ইহা ঠিক নহে, মনে মনে একটা পক্ষ স্থির আছেই, লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া পরপক্ষ প্রতিষেধ করা বাতুলতামাত্র। ইহা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপক বাক্যই প্রতিবাদীর পক্ষ। কিন্তু ইহা পক্ষ হইলেও প্রতিবাদী বৈতণ্ডিক ইহার স্থাপন করেন না। স্থাপন করিতে গেলে সেই স্থাপনীয় পক্ষের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এই স্থলে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা না করায় তাহা স্থাপনীয় পক্ষ নহে। কিন্তু মোটের উপর তাহা প্রতিপক্ষ সুতরাং বিতণ্ডাবিচার প্রতিপক্ষশূন্য এই কথা বলা যাইবে না। অতএব সূত্রকার যে 'প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন' এই কথাটী বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত।

'প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন' এই কথা বলায় তথাকথিত সমগ্র বিশেষণ-সমন্বিত জল্প হইতে বিতণ্ডার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ বলেন, যে, বিতণ্ডাসূত্রে 'প্রতিপক্ষস্থাপনাশূন্য' এই কথা বলায় জল্প যে উভয়-পক্ষের স্থাপনাযুক্ত ইহা সূচিত হইয়াছে। আমার কাছে এই ব্যাখ্যাটী রুচিকর নহে। কারণ—জল্পসূত্রে 'যথোক্তোপপন্ন' এই কথা বলায় জল্প যে উভয়পক্ষস্থাপনাযুক্ত ইহা বেশ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ' এই সূত্রের অন্তর্গত তৎপদের অর্থ জল্পৈকদেশ এই কথা বলিয়াছেন। [অর্থাৎ জল্পে বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রমাণ

এবং তর্কের দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন আছে, ও ছলাদির দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন আছে, কিন্তু বিতণ্ডায় প্রতিবাদীর উক্ত দ্বিপ্রকার স্থাপন থাকিবে না। সূত্রকার জল্পে বিহিত বাদি-প্রতিবাদিকর্ত্তৃক স্থাপনদ্বয়রূপ অংশ ছাড়িয়া জল্পের অপর অংশ লইয়া বিতণ্ডার লক্ষণ করিয়াছেন।

তৎপদের দ্বারা জল্পের সমুদিত অংশ গৃহীত হইলে 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই কথাটা বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ জল্পের সমগ্র অংশ গৃহীত হইলে বিতণ্ডা প্রতিপক্ষ-স্থাপনাযুক্ত ইহা বুঝা যায়, এবং প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন এই কথাটার দ্বারা বিতণ্ডাটী প্রতিপক্ষ-স্থাপনাশূন্য ইহা বুঝা যায়। সুতরাং একই আশ্রয়ে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতির জন্য বিরোধ হইয়া পড়ে। জল্প উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্ত ইহা যদি সূচনার দ্বারা লব্ধ হইত তাহা হইলে তৎপদের জল্পৈকদেশরূপ অর্থ করিতে হইত না। কিন্তু উহা সুস্পষ্ট অর্থ—ইহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানদ্বারা বেশ বুঝা যায়। তবে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার প্রতি এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, তৎপদের দ্বারা যদি জল্পৈকদেশ (অভিমত অংশ-বিশেষ) গৃহীত হয়, তবে 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই অংশের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতদুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, জল্পৈকদেশটা কীদৃশ ইহার পরিচয় দিবার জন্য 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই কথাটা বলা হইয়াছে। আমার এই ব্যাখ্যানটী সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিতণ্ডার উপযোগী জল্পের অভিমত অংশই বিতণ্ডাসূত্রস্থ তৎপদের অর্থ হইলে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনত্ব পর্য্যন্ত বিতণ্ডার উপযোগী বলিয়া বুদ্ধিস্থ হওয়ায় পুনরায় কথা দ্বারা প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনত্বের অভিলাপ করা সঙ্গত নহে। ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, জল্পসূত্রে কথিত জল্প-লক্ষণঘটক বিশেষণগুলির মধ্যে কতিপয় অংশ গ্রাহ্য, এবং কিঞ্চিৎ অংশ ত্যাজ্য। ত্যাজ্য কি ইহা বুঝাইবার জন্য 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিপক্ষ-স্থাপনাংশ ভিন্ন অন্য সকল অংশ গ্রাহ্য ইহা বুঝাইবার জন্য 'সঃ' এই কথাটী দেওয়া হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যাটী অতি সমীচীন, জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন যে,

জল্প হইতে বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য বুঝাইবার জন্য 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই কথা সূত্রকার বলিয়াছেন এবং যে যে অংশ লইয়া জল্প এবং বিতণ্ডার সাম্য আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য 'সঃ' এই কথাটী বলিয়াছেন। যাহার অর্থ সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট জল্প। উদ্দ্যোতকর, তার্কিক-রক্ষাকার, ন্যায়-সূত্রকার এবং বিবরণকারও এই ব্যাখ্যারই সমর্থক।

বৈতণ্ডিক পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা জয়ার্থী হইয়া বিতণ্ডা-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা স্বপক্ষ-সিদ্ধি অগত্যা ঘটে বলিয়া স্বপক্ষসাধন না করিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষ-খণ্ডনে প্রতিবাদী প্রবৃত্ত হয়। এই মতে ফলবলাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার ফল।

শূন্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ দার্শনিকগণের নিকট বৈতণ্ডিক বলিয়া চিরপরিচিত। তাঁহাদের কোন আত্মপক্ষ ছিল না, পরপক্ষ-খণ্ডনই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল। সুতরাং তাঁহারা বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষহীনই বলিবেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বেও এই মতটী প্রচলিত ছিল। ভাষ্যকারের কেন? সূত্রকারেরও পূর্ব্বে এই মতটী প্রচলিত ছিল, সেইজন্য সূত্রকার সেই মতটী খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ব্যাখ্যার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, তাদৃশ বৈতণ্ডিকেরও আত্মপক্ষ আছে, কিন্তু তাদৃশ পক্ষ স্থাপিত হয় না এইমাত্র। ঐ বৈতণ্ডিকের আত্মপক্ষই প্রতিপক্ষ। অতএব— প্রতিপক্ষহীন বলিয়া বিতণ্ডার পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত। উদ্দ্যোতকরও বিতণ্ডার প্রয়োজনপরীক্ষা-প্রসঙ্গে শূন্যবাদীর অভিমত বিতণ্ডার লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। শূন্যবাদীর মতে পরপ্রযুক্ত সাধনের ব্যাঘাতই বিতণ্ডা শব্দের অর্থ। সুতরাং পরকীয় সাধনকে দূষিত করিতে পারিলেই যে স্বপক্ষসিদ্ধি হয়, তাহা নহে, বহ্নিসাধনের জন্য প্রযুক্ত হেতুকে দূষিত করিতে পারিলেই যে বহ্নির অভাব নির্ণীত হয়, তাহা নহে। অতএব বিতণ্ডায় স্বপক্ষ আদৌ থাকে না। ইহাই হইল শূন্যবাদীর মত। এই মতের উত্থাপন করিয়া উদ্দ্যোতকর এই মতটী রীতিমতভাবে খণ্ডন

করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে যিনি আত্মপক্ষ স্বীকার করেন, অথচ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থাপন করেন না তিনিই বৈতণ্ডিক। ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত। যাঁহার আত্মপক্ষ নাই, যিনি কোন সিদ্ধান্তের অনুসরণে চালিত নহেন এবং যিনি পরপক্ষখণ্ডনার্থ প্রযুক্ত যুক্তিবাণে স্বয়ংও বিদ্ধ, সেই শূন্যবাদীর প্রলাপ উন্মত্তপ্রলাপবৎ অগ্রাহ্য, উদ্দ্যোতকর শূন্যবাদীর প্রতিপক্ষহীন-বিচারনামক বিতণ্ডার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়া বিতণ্ডায় প্রতিবাদীরও আত্মপক্ষ আছে ইহা সমর্থন করিয়াছেন, এবং ভাষ্য-কারের ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাব বাড়াইয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকারও ইহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রতিপক্ষহীন-বিচারের বিতণ্ডাত্ববাদীর মত খণ্ডনের জন্য পরপক্ষ-প্রতিষেধজ্ঞাপক বাক্যকেও অন্ততঃ প্রতিবাদীর পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈতণ্ডিকের বাক্য পরপক্ষ-প্রতিষেধজ্ঞাপনদ্বারা স্বপক্ষের অনুমাপক। সুতরাং ভাষ্যকার বৈতণ্ডিকের বাক্যকেও বৈতণ্ডিকের পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা গৌণ প্রয়োগ, এতাদৃশ গৌণ প্রয়োগ বহুস্থানে দেখা যায়।

তার্কিক-রক্ষাকারের টীকাকার মল্লিনাথ বিতণ্ডাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক একজন উচ্ছৃঙ্খল প্রতিবাদী নহেন। তিনিও কোন একটী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবাদকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। বিনা সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিলে বিচার-কার্য্যটী অপরিসমাপ্ত হইয়া পড়ে। মনে কর যদি নৈয়ায়িক বাদী হইয়া সভাক্ষেত্রে কৃতকত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বসাধনের প্রতিজ্ঞা করেন, তখন যদি প্রতিবাদী বৈতণ্ডিক মীমাংসকমতে শব্দ নিত্য বলিয়া সেই মত অবলম্বন করিয়া বাদিকথিত কৃতকত্বহেতুর প্রতি স্বরূপাসিদ্ধি-দোষের উদ্‌ভাবন করেন, তাহা হইলে বাদী প্রতিবাদীর উদ্‌ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি-দোষের খণ্ডনপূর্ব্বক স্বহেতু পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাহার পর প্রতিবাদী মীমাংসা-মত ছাড়িয়া সন্মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করিয়া বাদীর প্রতিজ্ঞাত অনিত্যত্বরূপ সাধ্যের পক্ষে সিদ্ধসাধনের উদ্‌ভাবন করিতে পারেন। এইরূপ করিয়া বিভিন্নসময়ে বিভিন্নমত গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদ করিলে শতজীবনেও

বিচারকার্য্য শেষ হইবে না। ঐরূপ পদ্ধতি বিচারকার্য্যের অন্তরায়। সুতরাং বিতণ্ডা-বিচারেও বৈতণ্ডিকের একটী কোন সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হইয়া বিচারকার্য্য চালাইতে হইবে। সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হইতে হইলে পক্ষ অবশ্যই থাকিবে, অতএব বিতণ্ডা-বিচারটী প্রতিপক্ষহীন এই কথা বলা চলে না। এই সম্বন্ধে তিনি আরও একটী কথা বলিয়াছেন; সেই কথাটী হইতেছে এই যে, প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন জল্পকে বিতণ্ডা না বলিয়া প্রতিপক্ষহীন জল্পকে বিতণ্ডা বলিবার আশঙ্কা করাও অনুচিত। কারণ 'যথোক্তোপপন্ন' [অর্থাৎ সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট] জল্পকেই বিতণ্ডা বলায় বিতণ্ডার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়েরই গ্রহণ আছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহের বিশেষণত্ব পরিত্যক্ত হয়নি। অতএব প্রতিপক্ষভূষিত বিতণ্ডার প্রতিপক্ষশূন্যতার আশঙ্কা মস্তকবানের মস্তকশূন্যতার আশঙ্কাসদৃশ। এইজন্য সূত্রকার মহর্ষি প্রতিপক্ষহীন না বলিয়া প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। [অর্থাৎ প্রতিপক্ষের স্থাপনামাত্রের প্রতিষেধ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ করেন নাই] আমার মনে হয়, মল্লিনাথ এই কথা বলিয়া বৃথা আশঙ্কাকারী ভাষ্যকারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। হেত্বাভাসের আলোচনা পরে করিব।

দুঃশিক্ষিত-কুতর্কাংশ-লেশ-বাচালিতাননাঃ।
শক্যাঃ কিমন্যথা জেতুং বিতণ্ডাটোপপণ্ডিতাঃ॥
গতানুগতিকো লোকঃ কুমার্গং তৎপ্রতারিতঃ।
মা গাদিতি চ্ছলাদীনি প্রাহ কারুণিকো মুনিঃ॥
তদেবমুপদেষ্টব্যাঃ পদার্থাঃ সংশয়াদয়ঃ।
তস্মা্ন্ন্যায়-নির্ণেয়-বেদপ্রামাণ্য-সংবিদে॥
তেনাগমপ্রমাণত্ব-দ্বারাঽখিলফলপ্রদা।
ইয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যা বিদ্যাস্থানেষু গণ্যতে॥

আহ চ ভাষ্যকারঃ—
প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা॥ ইতি।

ইত্যেষ ষোড়শ-পদার্থনিবন্ধনেন
নিঃশ্রেয়সস্য মুনিনা নিরদেশি পন্থাঃ।
অন্যস্তু সন্নপি পদার্থগণোঽপবর্গ-
মার্গোপযোগবিরহাদিহ নোপদিষ্টঃ॥

কুশিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ অসম্পূর্ণ যৎকিঞ্চিৎ অসৎ তর্ক লইয়া সকল কথায় কথা বলিতে প্রবৃত্ত এবং অহঙ্কারসহকারে বিতণ্ডা-বিচারে নিপুণ ব্যক্তিদিগকে ছল-জাতিগ্রহণ ও নিগ্রহস্থানপ্রদর্শন ব্যতীত অন্য উপায়ে (অর্থাৎ প্রকৃত সদুপায়ে) পরাজিত করিতে পারা যায় না।

দয়াবান্ অক্ষপাদ মুনি ছল-জাতিপ্রভৃতি অসদুপায় লইয়া বিচার-মার্গে প্রবৃত্ত বিচারকগণের অসদুপায় দেখিয়া মনুষ্যগণের গতানুগতিকতা-স্বভাবনিবন্ধন অন্য লোক তাহাদের ধাঁধায় পড়িয়া সেই পথে না যাক্ ইহা মনে করিয়া (অসদুপায়তা বুঝাইবার জন্য) ছলাদি কি, তাহা বুঝাইয়াছেন।

সংশয় ন্যায়ের প্রবর্ত্তক, পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়টী অনুমানের সাহায্যকারী। ন্যায়সাহায্যপ্রাপ্ত অনুমানের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং বেদপ্রামাণ্য জানিবার জন্য সংশয়াদিপদার্থ সম্বন্ধে এইভাবে ছলাদির ন্যায় উপদেশ প্রদান করা উচিত।

[অর্থাৎ অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে বেদপ্রামাণ্যস্থাপন সম্ভবপর নহে। অনুমান করিতে গেলে নির্দ্দোষহেতুপ্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ন্যায়-প্রয়োগ করিতে হইবে। ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইলে বিচারাঙ্গ সংশয়, দৃষ্টান্ত এবং প্রয়োজনাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। সুতরাং মুনি সংশয়াদি বিষয়েও সুশিক্ষা দিয়াছেন।] এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (তর্কবিদ্যা) বেদপ্রামাণ্যসংস্থাপক বলিয়া সংসারে যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। সুতরাং উক্ত বিদ্যা বিদ্যাস্থানমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—ন্যায়বিদ্যা সর্ব্ববিধ বিদ্যার প্রদীপ-স্বরূপ [অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা পাঠকের প্রতিভা-বৃদ্ধিকারক বলিয়া অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিবার এবং বুঝাইবার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়], ন্যায়বিদ্যা সকল

কর্ম্মের উপায় [অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা-সম্পাদিত সূক্ষ্মবুদ্ধির বলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্ধারণ হয়] উক্ত ন্যায়বিদ্যা সকল ধর্ম্মের আশ্রয় [অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উপকারক]

ন্যায়বিদ্যা বিদ্যার উদ্দেশে [অর্থাৎ বিদ্যার প্রকরণে] (যে প্রকরণে বেদাদি বিদ্যার নাম কথিত হইয়াছে, ঐ প্রকরণে) বিচারপূর্ব্বক বিদ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অক্ষপাদ মুনি প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উপদেশদ্বারা মোক্ষের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ থাকিলেও তাহারা নিঃশ্রেয়সের (মোক্ষের) অনুপযোগী বলিয়া ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত হয়নি।

ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষেতি। নামধেয়েন পদার্থাভিধানমুদ্দেশঃ। উদ্দিষ্টস্য তত্ত্বব্যবস্থাপকো ধর্ম্মো লক্ষণম্। লক্ষিতস্য তল্লক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি বিচারঃ পরীক্ষা। নন্ব চ বিভাগ-লক্ষণা চতুর্থ্যপি প্রবৃত্তিরস্ত্যেব, * ভেদবৎসু প্রমাণসিদ্ধান্তচ্ছলাদিষু তথাব্যবহারাৎ। সত্যম্। প্রথমসূত্রোপদিষ্টে ভেদবতি পদার্থে ভবত্যেব বিভাগঃ, উদ্দেশরূপানপায়াত্তু উদ্দেশ এবাসৌ। সামান্যসংজ্ঞয়া কীর্ত্তনমুদ্দেশঃ, প্রকারভেদসংজ্ঞয়া কীর্ত্তনং বিভাগ ইতি। তথা চোদ্দেশতয়ৈব তত্র তত্র ভাষ্যকারো ব্যবহরতি 'অযথার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ ইত্যাক্ষেপে তস্মাদ্ যথার্থ এব প্রমাণোদ্দেশ' ইতি চ সমাধানমভিদধানঃ। তস্মাৎ ত্রিবিধৈব প্রবৃত্তিঃ। তত্রোদ্দেশঃ প্রথমমবশ্যং কর্ত্তব্যঃ, অনুদ্দিষ্টস্য লক্ষণপরীক্ষানুপপত্তেঃ। সামান্যবিশেষলক্ষণয়োরপি পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়মোঽস্ত্যেব। অলক্ষিতে সামান্যে বিশেষলক্ষণাবসরাভাবাৎ। পরীক্ষা তু লক্ষণোত্তরকালভাবিনীতি তৎস্বরূপনিরূপণাদেব গম্যতে। বিভাগসামান্য-লক্ষণয়োস্তু নাস্তি পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মঃ। পূর্ব্বং বা সামান্যলক্ষণং ততো বিভাগঃ, পূর্ব্বং বা বিভাগঃ ততঃ সামান্যলক্ষণমুচ্যতে ইতি।

* অভেদবৎসু ইত্যাদর্শপুস্তকে পাঠো বর্ত্ততে, স ন সমীচীনঃ।

তদিহোদ্দেশস্তাবদ্ ব্যাখ্যাতঃ। অস্মাভিস্তু লক্ষণসূত্রাণ্যেব ব্যাখ্যাস্যন্তে। পরীক্ষাসূত্রসূচিতস্তু বস্তু সোপযোগলক্ষণ-বর্ণনাবসরে এব যথাবুদ্ধি দর্শয়িষ্যতে। ন পৃথক্ পরীক্ষাসূত্রবিবরণশ্রমঃ করিষ্যতে। প্রথম-সূত্রানন্তরং দুঃখজন্মেত্যাদি দ্বিতীয়ং সূত্রং লক্ষণানৌপায়িকত্বান্নেহ বিবৃতম্। অপবর্গপরীক্ষাশেষভূতত্বাত্তু তদবসরে এব নির্ণয়িষ্যতে। *

অনুবাদ

উদ্দেশ, লক্ষণ এবং বিচার এই তিন প্রকার লইয়া শাস্ত্রের কথন। শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পদার্থগুলির নামকীর্ত্তনকে উদ্দেশ বলে। উদ্দিষ্ট পদার্থ-গুলির যথাযথভাবে স্বরূপবোধক ধর্ম্মকে লক্ষণ বলে। লক্ষিত পদার্থগুলির ঐ লক্ষণ সঙ্গত কি অসঙ্গত এই সন্দেহবশতঃ যে বিচার হয়, তাহাকে পরীক্ষা বলে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা এই তিন প্রকার লইয়া শাস্ত্রের কথন এই কথাটী অসঙ্গত।

কারণ—প্রতিপাদিত প্রমাণ, সিদ্ধান্ত এবং ছল প্রভৃতি বিভাজ্য পদার্থের বিভাগও শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে বলিয়া বিভাগ এবং উক্ত তিন প্রকার এই চারি প্রকার লইয়া শাস্ত্রের প্রবৃত্তিবিভাগ করা উচিত। হাঁ, ঠিক কথা বটে, কিন্তু প্রথম সূত্রের দ্বারা উপদিষ্ট বিভাজ্য পদার্থগুলির বিভাগ অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিভাগও নামকথন ছাড়া হয় না, সুতরাং সেই বিভাগও উদ্দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সামান্য-নামকীর্ত্তনকে উদ্দেশ বলে, এবং বিশেষ-নামকীর্ত্তনকে বিভাগ বলে। তাহা হইতেছে বলিয়া [অর্থাৎ বিশেষ-নামকীর্ত্তনও নামকীর্ত্তন বলিয়া] প্রমাণের উদ্দেশ নিরর্থক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের পর প্রমাণের উদ্দেশ সার্থক এইরূপ সমাধান করিয়া ভাষ্যকার সেই সেই স্থলে বিভাগকে উদ্দেশ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। [অর্থাৎ ভাষ্যকার উদ্দেশসম্বন্ধে

* নির্দেক্ষ্যতে ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।

বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া বিভাগসম্বন্ধে বর্ণনা করায় উদ্দেশ ও বিভাগের একরূপতা সমর্থন করিয়াছেন] অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা এই তিন প্রকার লইয়াই শাস্ত্রের কথন। উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে উদ্দেশ প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ উদ্দেশ না হইলে লক্ষণ এবং পরীক্ষা অনুপপন্ন হয়। সামান্যলক্ষণ এবং বিশেষলক্ষণের পৌর্ব্বাপর্য্য-বিষয়ে নিয়ম আছেই [অর্থাৎ সামান্যলক্ষণটী অগ্রে বলিয়া বিশেষলক্ষণটী পরে বলিতে হয়] অগ্রে সামান্যলক্ষণ না বলিলে বিশেষলক্ষণ বলিবার অবসর হয় না। উদ্দেশ দ্বারাই সামান্যলক্ষণ বলা হয়, ইহাই তাৎপর্য্য, কিন্তু লক্ষণ বলিবার পর বিচার হইয়া থাকে, ইহা বিচারের উত্তরকালবর্ত্তিতদর্শনে বুঝা যায়। [অর্থাৎ লক্ষণটী বিচার্য্য বিষয়; তাহা পূর্ব্বে না বলিলে কাহাকে লইয়া বিচার হইবে ?] পূর্ব্বে সামান্যলক্ষণ করিয়া পরে বিভাগ করিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কোন স্থলে বা সামান্যলক্ষণ বলিবার পর বিভাগ বলা হয়। কোন স্থলে বা বিভাগ বলিবার পর সামান্য-লক্ষণ বলা হয়। (ছল-সিদ্ধান্তাদির সামান্যলক্ষণ বলিবার পর বিভাগ-করা হইয়াছে। এবং প্রমাণের বিভাগ বলিবার পর সামান্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে।) সেইজন্য [অর্থাৎ উদ্দেশ না করিলে লক্ষণ এবং বিভাগাদি করা চলে না বলিয়া] উদ্দেশসূত্র যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত আছে। [অর্থাৎ ভাষ্যকার তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, আমার সেই সম্বন্ধে পুনঃ কথন অনাবশ্যক] আমি কিন্তু কেবলমাত্র লক্ষণসূত্রগুলির ব্যাখ্যান করিব। কিন্তু পরীক্ষাসূত্রসূচিত পদার্থ-গুলির তাহাদের উপযোগিতা অনুসারে লক্ষণবর্ণনার অবসরে যথাবুদ্ধি আলোচনা করিব। সেই সকল পরীক্ষাসূত্র উঠাইয়া আলোচনার শ্রম বৃদ্ধি করিব না। ১ম সূত্রের পরবর্ত্তী 'দুঃখজন্ম' ইত্যাদি ২য় সূত্রটী পদার্থলক্ষণের কোনপ্রকার উপযোগী নহে বলিয়া এই ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা করিলাম না। যখন মোক্ষের আলোচনা করিব, সেই সময়ে মোক্ষসম্বন্ধীয় আলোচনার উপযোগী বলিয়া ২য় সূত্রটীর আলোচনা করিব।

প্রমাণসামান্যলক্ষণং বিভাগসূত্রে ত্ববসরপ্রাপ্তত্বাদিদানীমেব বিক্রিয়তে। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ॥ * ইতি। অত্রেদং তাবদ্ বিচার্য্যতে। কিং প্রমাণং নাম, কিমস্য স্বরূপম্, কিং বা লক্ষণমিতি। ততঃ তত্র সূত্রং যোজয়িষ্যতে। তদুচ্যতে—অব্যভিচারিণীমসন্দিগ্ধা-মর্থোপলব্ধিং বিদধতী বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণম্। বোধাবোধ-স্বভাবা হি তস্য স্বরূপম্। অব্যভিচারাদি-বিশেষণার্থোপলব্ধিসাধনত্বং লক্ষণম্। নমু চ প্রমীয়তে যেন তৎ প্রমাণমিতি করণসাধনোঽয়ং প্রমাণ-শব্দঃ। করণঞ্চ সাধকতমং তমবর্থশ্চাতিশয়ঃ। স চাপেক্ষিকঃ, সাধকান্তর-সম্ভবে হি তদপেক্ষয়াতিশয়যোগাৎ কিঞ্চিৎ সাধকতমমুচ্যতে। সামগ্র্যাশ্চৈকত্বাৎ তদতিরিক্তসাধকান্তরানুপলম্ভাৎ কিমপেক্ষমস্যা অতিশয়ং ব্রূমঃ? অপি চ কস্মিন্ বিষয়ে সামগ্র্যাঃ প্রমাণত্বম্? প্রমীয়-মাণো হি কর্ম্মভূতো বিষয়ঃ সামগ্র্যন্তরীভূতত্বাৎ সামগ্র্যেবেতি করণতা-মেব যায়াৎ। নিরালম্বনাশ্চেদানীং সর্ব্বপ্রমিতয়ো ভবেয়ুরালম্বনকারকস্য চক্ষুরাদিবৎ প্রমাণান্তঃপাতিত্বাৎ। কশ্চ সামগ্র্যা প্রমেয়ং প্রমিমীতে। প্রমাতাপি তস্যামেব লীনঃ। এবঞ্চ যদুচ্যতে, প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং, প্রমিতিরিতি চতসৃষু বিধাসু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে ইতি তদ্ ব্যাহন্যতে।

অনুবাদ

কিন্তু বিভাগসূত্রে প্রমাণের সামান্যলক্ষণ বলিবার অবসর হওয়ায় এখনই প্রমাণের সামান্যলক্ষণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। [অর্থাৎ এতদতিরিক্ত প্রমাণ নাই] এই স্থলে নিম্নলিখিত বিষয়টী বিশেষ বিচারযোগ্য হওয়ায় সেই সম্বন্ধে বিশেষবিচার করিতেছি। প্রমাণ কাহাকে বলে? [অর্থাৎ প্রমাণের স্বরূপ কি? প্রমাণ দ্রব্য-পদার্থ,

* গৌঃ সূঃ, অঃ ১ আঃ ১ সূঃ ৩।

না গুণ-পদার্থ ?] তাহার লক্ষণই বা কি ? এই সকল জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমাধান হইলে পর সূত্রের সঙ্গতি প্রমাণে পরিদর্শিত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্যবিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। ভ্রমভিন্ন এবং সংশয়ভিন্ন যে বস্তুর অনুভূতি, তাহার সাধক অথচ জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন উভয়প্রকার পদার্থঘটিত যে সমষ্টি, তাহাকে প্রমাণ বলে। জ্ঞান এবং জ্ঞান-ভিন্ন দ্বিবিধ বস্তুই প্রমাণের স্বরূপ, [অর্থাৎ কেবল জ্ঞানও প্রমাণ নহে, এবং কেবলমাত্র জ্ঞান-ভিন্ন পদার্থও প্রমাণ নহে। উক্ত দ্বিবিধ বস্তুকে লইয়া প্রমাণের ব্যবহার করিতে হইবে। এক রকমের বস্তু লইয়া প্রমাণের ব্যবহার হইবে না। এবং একব্যক্তিও প্রমাণ নহে, সামগ্রী প্রমাণ] ভ্রম এবং সংশয় ভিন্ন জ্ঞানের সাধন এই কথাটী প্রমাণের লক্ষণ।

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, 'প্র' উপসর্গযোগে 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে (অনট্) প্রত্যয় করিয়া প্রমাণ পদটী নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, যাহার দ্বারা প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ। [অর্থাৎ যাহা প্রমাজ্ঞানের করণ, তাহা প্রমাণ] করণকে সাধকতম বলা হয়। যাহা সর্ব্বাতিশায়ী সাধন, তাহাকে সাধকতম বলে। 'তমপ্'প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়। [অতিশয়শব্দের অর্থ উৎকর্ষ] সাধকশব্দের উত্তর 'তমপ্'প্রত্যয় করিয়া 'সাধকতম' এই শব্দটী হইয়াছে। সেই অতিশয়টী আপেক্ষিক। [অর্থাৎ অতিশয় বুঝিতে হইলে কাহার অপেক্ষায় অতিশয়, ইহা বুঝিতে হইবে।] প্রমা-সম্পাদনকার্য্যে যদি অন্য কোন সাধক থাকে, তবে তাহা অপেক্ষায় যাহার উৎকর্ষ থাকিবে, সেই যৎকিঞ্চিৎ বস্তুকে সাধকতম বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন যৎকিঞ্চিৎ বস্তুকে তুমি প্রমাণ বল নাই। সামগ্রীকে প্রমাণ বলিয়াছ। সামগ্রী এক [অর্থাৎ মিলিত কতকগুলি বস্তুর সমষ্টি সামগ্রী, তাহা একটী মাত্র, নানা নহে] সুতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সাধক উপলব্ধ না হওয়ায় কাহার অপেক্ষায় সামগ্রীর উৎকর্ষ আমরা বলিতে পারি ? [অর্থাৎ ভ্রমসংশয়ভিন্ন প্রমার যাবৎ কারণগুলিই অত্রত্য সামগ্রী

অত্রত্য সামগ্রীপদের প্রতিপাদ্য হওয়ায় উক্ত কারণগুলি একযোগে সমানভাবে সাধক হইতেছে ইহা বলিতে পারি, কিন্তু ঐ সামগ্রীর অনন্তর্গত এরূপ কোন কারণ দেখা যাইতেছে না, যাহার অপেক্ষায় উক্ত সামগ্রীর উৎকর্ষ বলার জন্য উক্ত সামগ্রী সাধকতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।] আরও এক কথা, সামগ্রীকে প্রমাণ বলিলে কে প্রমেয় হইবে তাহাও বলিতে হইবে। যাহা প্রমেয়, তাহা সামগ্রীর কার্য্য প্রমার বিষয়রূপ কর্ম্ম হওয়ায় প্রমেয় না থাকিলে প্রমাজ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া প্রমেয়কেও প্রমার সাধকীভূত সমষ্টির অন্তর্গত বলিতে হইবে। ইহাই যদি হইল তবে ঐ প্রমেয়ও (সামগ্রীর অন্তর্গতত্বনিবন্ধন) সামগ্রীরূপেই কার্য্য করিবে। তাহাই যদি হইল, তবে উক্ত প্রমেয়ও ফলবলাৎ করণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এখন প্রমারূপ-কার্য্যের বিষয়ীভূত কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে না থাকায় প্রমাণসামগ্রীর কার্য্য-সকল প্রমা-নির্ব্বিষয় হইয়া যাক্। যেহেতু উক্ত প্রমেয়রূপ বিষয়টী চক্ষুরাদির ন্যায় প্রমাণের অন্তঃপাতী হইয়া পড়িতেছে। কে বা সামগ্রীর সাহায্যে প্রমেয় বুঝিবে [অর্থাৎ কে বা প্রমাতা হইবে] তাহাও ভাবিবার কথা। কারণ, প্রমাতাও সেই সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। [অর্থাৎ কথিত রীতি অনুসারে প্রমাতারও স্বতন্ত্রতা থাকিল না। সেও ঐ দলে মিশিয়া কর্তৃত্ব হারাইল।]

ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই চারি প্রকার উপকরণ বিভিন্নভাবে সংঘটিত হইলে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হয়, এই কথার ব্যাঘাত পড়ে। [অর্থাৎ অবিসংবাদিত প্রমাণের সাহায্যে গ্রাহ্য, ত্যাজ্য এবং উপেক্ষণীয় বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে যদি কেহ যথাযথভাবে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারেন, তখন তিনি প্রমাতা হইয়া সেই বস্তুটী গ্রাহ্য হইলে গ্রহণ করিয়া, ত্যাজ্য হইলে ত্যাগ করিয়া এবং উপেক্ষণীয় হইলে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফেলেন। প্রমাণাদির অসংহতভাবব্যতিরেকে এই প্রসিদ্ধ কথার ব্যাঘাত হয়]। পূর্ব্বপক্ষীদের মন্তব্য এই যে, প্রমা ক্রিয়াবিশেষ, সুতরাং উহার কর্ত্তা আছে। ক্রিয়ামাত্রের কর্ত্তা আছে, ঐ প্রমাটী

গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়ারূপে ব্যবহার হওয়ায় উহার যে আশ্রয়, সেই কর্ত্তা, সেই প্রমাতা। ক্রিয়ামাত্রই সকরণক, সুতরাং উক্ত প্রমা-ক্রিয়ারও করণ স্বীকার করিতে হইবে। যে করণটী স্বীকৃত হইবে, তাহা প্রমাণরূপে গণ্য। উক্ত প্রমাক্রিয়াটী সকর্ম্মক, সুতরাং উহার কর্ম্ম আবশ্যক। উহার যে কর্ম্ম, তাহাই প্রমেয়। সুতরাং প্রমা স্বীকার করিলেই আনুষঙ্গিক উক্ত তিনটী স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রমাতাই যদি না থাকিল, তবে প্রমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে কে? অস্তিত্বের উপলব্ধিকারী না থাকিলে সেই প্রমা অতলস্পর্শসমুদ্রপ্রোথিত-রত্নের মত কোন ব্যবহারে আসিবে না। যদি সে ব্যবহারেই না আসিল, তবে তাহার বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শন অনাবশ্যক। এবং যদি প্রমার করণও না মান, তবে করণ ক্রিয়োৎপত্তির বিশেষ প্রযোজক বলিয়া করণের অভাব হইলে উক্ত প্রমা-ক্রিয়া উৎপন্নই হইতে পারে না। প্রমাতা এবং প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত প্রমেয়ের স্বীকার যদি না কর, তবে প্রমাতার প্রমাতৃত্ব এবং প্রমাণের প্রমাণত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। খাদ্যের অভাবে ভোজনের ন্যায় প্রমেয়ের অভাবে প্রমারও স্বরূপহানি হয়। প্রমার স্বরূপহানি-স্বীকারও করিতে পার না। করিলে তাহার প্রমাতা প্রভৃতির নির্ব্বাচনপ্রথা বন্ধ্যার পুত্রবিবাহের আয়োজন-সদৃশ হইয়া পড়ে। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই চারি প্রকারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকর্তৃক নিয়ত অপেক্ষিত। একের অভাবে সুখহেতুর গ্রহণ, দুঃখহেতুর ত্যাগ এবং উপেক্ষণীয় বিষয়ের উপেক্ষা এই সকল কার্য্য হয় না। অতএব উক্ত চারি প্রকারের স্বতন্ত্রতা না থাকিলে আমাদের কোন ব্যবহার-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

ন চ লোকোঽপি সামগ্র্যাঃ করণভাবমনুমন্যতে তস্যাং করণবিভক্তি-মপ্রযুঞ্জানঃ। ন হ্যেবং বক্তারো ভবন্তি লৌকিকাঃ সামগ্র্যা পশ্যাম ইতি, কিন্তু দীপেন পশ্যামঃ, চক্ষুষা নিরীক্ষামহে ইত্যাচক্ষতে। তস্মান্ ন সামগ্রী করণম্, অকরণত্বাচ্চ ন প্রমাণমিতি নেদং সাধু প্রমাণস্বরূপম্। অত্রোচ্যতে।

অনুবাদ

সাধারণ লোকও সামগ্রীর করণতা-বিষয়ে অনুমোদন করেন না। সামগ্রীতে করণতাবোধক তৃতীয়া বিভক্তির অব্যবহার ঐ অননুমোদনের সূচক। এইরূপ লৌকিক বক্তাও দেখা যায় না, যিনি সামগ্রীদ্বারা দেখিতেছি এইরূপ বলিয়া থাকেন। বরং তাঁহারা প্রদীপের দ্বারা দেখিতেছি, চোখের দ্বারা দেখিতেছি এইরূপ কথা বলেন। সুতরাং উপসংহারে ইহাই আমাদের বক্তব্য, যে সামগ্রী করণ নহে এবং করণ নহে বলিয়া প্রমাণও নহে, অতএব সামগ্রীর প্রমাণস্বরূপতাবাদ সঙ্গত নহে। এই প্রকার প্রতিবাদীদের কথার উপর আমি বলিতেছি।

টিপ্পনী

ভাষ্যকার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কেহই সামগ্রীর প্রমাণতা স্বীকার করেন নাই। সামগ্রীর প্রমাণত্ব জয়ন্তের সম্মত, উদ্‌ভাবিতও বলা যাইতে পারে। তবে এতৎ অপেক্ষায় ক্ষুদ্র আকারের সামগ্রীর করণত্ববাদ পূর্ব্বে ছিল ইহা জয়ন্তের উক্ত মতভেদ-দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারের মতে, প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ অর্থবৎ হইলে [অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হইলে] প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই তিনটাই অর্থের অব্যভিচারী হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার নিত্যযোগার্থে মতুপ্‌প্রত্যয়-যোগে অর্থবৎ-শব্দটী নিষ্পন্ন,—ইহা বলিয়াছেন। ঐ নিত্যযোগরূপ অর্থ হইতেই অব্যভিচার এই অর্থটী পাওয়া গিয়াছে এই কথাও বলিয়াছেন। অব্যভিচারেরও অর্থ বিশদ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গ্রাহ্য, ত্যাজ্য বা উপেক্ষণীয় বিষয়ের যে স্বরূপ এবং প্রকার (ধর্ম্ম-বিশেষ) প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয়, সেই উভয়েরই বিপর্য্যাস যদি দেশান্তর, কালান্তর এবং অবস্থান্তরদ্বারা না হয়, তবে প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হয়। ভাষ্যকারের মতে প্রমাণপ্রমাতৃপ্রভৃতির স্বতন্ত্রতা অক্ষুন্ন। সৈন্ধব-খনি-নিপতিত বস্তুসমূহের সৈন্ধবরূপে পরিণতির মত

কার্য্যসাধন-ব্যপদেশে মিলিত বস্তুসমূহের সাধকতমত্বে পর্য্যবসান ভাষ্য-কারাদির অনুমোদিত নহে। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত উক্তির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে প্রমিতির কারণগুলির মধ্যে তাহার করণ যাহাকে বলা হইতেছে, তাহাই প্রধান সুতরাং তাহাই সাধকতম, যাহা অর্থের অব্যভিচারী হইলে প্রমাতা প্রভৃতি অব্যভিচারী হয়। উদ্দ্যোতকরেরও ইহাই মত। তিনিই উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিয়াছেন।

ইহার প্রতিষেধার্থ একটা পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বপক্ষটী এই যে, উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিলে প্রমাতা এবং প্রমেয়েরও উপলব্ধি-কারণতা-নিবন্ধন প্রমাণত্বের আপত্তি হয় বলিয়া উহা প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমাতা এবং প্রমেয়ের উপস্থিতিকালে প্রমাণ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া [অর্থাৎ প্রমিতিরূপ-ফলের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এইরূপ কোন অপরের অপেক্ষা না করিয়া] প্রমিতিরূপ কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া তাহাদের অপেক্ষায় প্রমাণের বৈশিষ্ট্য আছে। এই উক্তি এবং প্রত্যুক্তি-দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দ্যোতকরের মতেও ব্যক্তিবিশেষ প্রমাণ। যদিও স্মৃতিকেও উপলব্ধি বলা যাইতে পারে বলিয়া স্মৃতি-হেতুকেও প্রমাণ বলিবার আপত্তি হইতে পারে, তথাপি প্রাচীনমতে তাহার প্রমাণত্ব-প্রতিষেধের জন্য স্মৃতিভিন্ন অর্থাব্যভিচারী যে উপলব্ধি, তাহাই অত্রত্য উপলব্ধিবাচ্য, তাহাই প্রমা, তাহার হেতুই প্রমাণ। উপলব্ধিমাত্রই প্রমা নহে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, অর্থাব্যভিচারী জ্ঞানমাত্রই প্রমা নহে, লোক-প্রতীতি এবং লোক-ব্যবহার এই উভয়-সিদ্ধ জ্ঞানবিশেষই প্রমা। স্মৃতির প্রমাত্বপক্ষে প্রতীতি ও ব্যবহার না থাকায় স্মৃতি প্রমা নহে, সুতরাং স্মৃতিজনক প্রমাণ নহে। উদ্দ্যোতকর প্রমাতা, প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে প্রমাণের সাধকতমত্ব সমর্থনের জন্য অনেক কথা বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিলাম না। উপলব্ধি-হেতুর প্রামাণ্যবাদী উদ্দ্যোতকরের মতে এবং এতন্মতাবলম্বী প্রাচীনগণের মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রমাত্ব

অবাধিত, তাঁহারা কেবলমাত্র স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকার করেন নাই। এই জন্য স্মৃতিভিন্ন অর্থাব্যভিচারী জ্ঞানবিশেষরূপ প্রমার করণকে প্রমাণ বলিয়াছেন। এইভাবে প্রমাণ বলায়, যাঁহারা অনধিগতার্থ-বোধককে প্রমাণ বলেন, তাঁহাদের মত প্রতিষিদ্ধ হইল। ইঁহাদের মতে প্রমাণ অধিগতার্থেরও বোধক হইয়া থাকে। এবং যাঁহারা সাকার বিজ্ঞানের বিষয়সারূপ্যকে কিংবা যাঁহারা নিরাকার জ্ঞানের স্বরূপ ও পররূপ উভয়ের প্রকাশন-সামর্থ্যকে প্রমাণ বলেন সেই সকল বৌদ্ধ-দিগের মতও প্রতিষিদ্ধ হইল, কারণ, বিষয়সারূপ্য ও তাদৃশ উভয়ের প্রকাশনশক্তি উভয়ই প্রমারূপ ফলগত ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে ফলগত ধর্ম্ম ফল হইতে অভিন্ন। অতএব একই বস্তু প্রমা ও প্রমাণ একই ক্ষেত্রে হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার ব্যক্তি-বিশেষের প্রামাণ্যের পক্ষপাতী হইয়া উক্ত ব্যক্তিবিশেষের উৎকর্ষখ্যাপন করিয়া প্রামাণ্যের সমর্থন করিয়াছেন, এবং কেমন করিয়া কর্ত্তা করণের দ্বারা কৃতকার্য্য হয়, ও করণ অপরের সাহায্যে কৃতকার্য্য হয় না, এবং কেমন করিয়া বা করণ, কর্ত্তাকে কৃতকার্য্য করিয়া উৎকর্ষ পাইয়া সাধকতমত্ব লাভ করে, তাহার পরিচয়ও তাৎপর্য্য-টীকাকার দিয়াছেন। কর্ত্তৃমাত্রের ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপার কিন্তু করণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেই ব্যাপারের ফলের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় না। কর্ত্তৃব্যাপারের অপেক্ষায় করণের ব্যাপার স্বতন্ত্র, সেই করণের ব্যাপারের সহিত ফলের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয়। বৃক্ষচ্ছেদনকর্ত্তা যখন বৃক্ষচ্ছেদনকার্য্যে ব্রতী হয়, তখন তাহার ব্যাপার কুঠারের উত্তোলন এবং নিপাতনাদি। তাহার সহিত কুঠারেরই সম্বন্ধ। কুঠারের ব্যাপার ছেত্তবৃক্ষের সহিত বেগবান্ কুঠারের সংযোগ। তাহারই সাক্ষাৎ ফল বৃক্ষচ্ছেদন। অতএব করণের ব্যাপার কর্ত্তৃব্যাপারের অধীন। অতএব ফলোৎপত্তির সাক্ষাৎপ্রযোজক ব্যাপার লইয়াও কর্ত্তৃ অপেক্ষায় করণের বিশেষত্ব আছে। আরও বিশেষত্ব এই যে, কর্ত্তা প্রমা-সামান্যের সাধারণ কারণ, প্রমেয়ও বিষয়রূপে প্রত্যক্ষাত্মক প্রমার কারণ, অনুমিত্যাদিরূপ-প্রমার পক্ষে কারণ নহে। কারণ, অতীত এবং অনাগতবিষয়েরও অনুমিত্যাদি

হইয়া থাকে। বিষয়টী ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের উপযোগী বলিয়াই প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের কারণত্ব-কথন। একমাত্র ইন্দ্রিয়ই বিষয়-সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষের পক্ষে কারণ। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কারণ, এবং ঐ সম্বন্ধের পক্ষে বিষয় কারণ। অতএব কারণের কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়টী অন্যথাসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাবিশেষের পক্ষে প্রমাণবিশেষ কারণ। অতএব প্রমাতা এবং প্রমেয়কে প্রমাণ বলা চলিবে না।

কথিত করণ দুই প্রকার, সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষের পক্ষে ইন্দ্রিয় এবং ছেদনাদির পক্ষে কুঠারাদি সিদ্ধকরণ। প্রত্যক্ষের পক্ষে সন্নিকর্ষকে প্রমাণ বলিলে ঐ সন্নিকর্ষ অসিদ্ধ করণ হইবে। স্বর্গরূপ কার্য্যের পক্ষেও যাগ অসিদ্ধকরণ। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমাতা কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু প্রমাণফলের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এইরূপ কোন অপরের সাহায্য লয় না। অতএব প্রমাণ সাধকতম। নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ করণের অধিষ্ঠাতা কর্ত্তার কোন ব্যাপার স্বীকার করেন নাই। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকাগ্রন্থে করণলক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কার্য্যকারণের একটী সম্বন্ধ আছে, এবং সকল কারণ যে এক প্রকারের, তাহাও নহে। কেহ কর্ত্তা, কেহ বা করণ ইত্যাদি প্রকার বৈষম্য আছে। এবং ঐ সকল কারণগুলির কার্য্যের সহিত সম্বন্ধও বিভিন্ন। এই সম্বন্ধটীর অস্বীকারেরও কোন উপায় নাই। কারণ—যাহা কারণ হইবে, তাহা কার্য্যের সমানাধিকরণ হওয়া আবশ্যক। সম্বন্ধস্বীকার-ব্যতীত সামানাধি-করণ্য হয় না। ২টী বস্তুর একটী অধিকরণে সম্বন্ধ ঘটিলে সামানাধিকরণ্য হয়। অতএব করণেরও কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। কর্ত্তার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ অপেক্ষা করণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। স্বজন্যব্যাপারবত্তাই করণের কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ। কুঠার থাকিলেই ছেদন হয় না, কিন্তু কুঠারদ্বারা ছেদন হইতে গেলে কুঠারজন্য অথচ ছেদনের অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী আরও একটী কার্য্য আছে, তাহাই হইতেছে ব্যাপার। অত্রত্য এই ব্যাপারটী

ছেদ্য বৃক্ষাদির সহিত কুঠারের সংযোগ। ঐ সংযোগটী বৃক্ষাদিতে আছে বলিয়া ঐ সংযোগটী ব্যাপারনামকসম্বন্ধরূপে ছেদ্য বৃক্ষাদিতে উপস্থিত হওয়ায়, সম্বন্ধ থাকিলেই সম্বন্ধী থাকে এই নিয়ম অনুসারে, সম্বন্ধী কুঠার সেই স্থানে যোজিত করিতেছে। এবং সেই বৃক্ষাদিতে ছেদন-ক্রিয়াও আছে। অতএব করণে ও ছেদন-ক্রিয়ারূপ কার্য্যের সামানাধিকরণ্য অক্ষুণ্ণ হইল। ঐরূপ সম্বন্ধযোগে যাহা কারণ, তাহাই করণ। কর্ত্তাদির ঐরূপ সম্বন্ধযোগে কারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কর্ত্তাদি কখনই করণ হইতে পারিবে না। চক্ষুরাদি প্রমাণের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা। গ্রন্থগৌরবভয়ে অন্যান্য কথা লিখিলাম না।

গদাধর ভট্টাচার্য্যও অনুমিতিগ্রন্থে করণের ঐরূপ সম্বন্ধের বিচার করিয়াছেন। তিনি করণসম্বন্ধে আরও অনেক লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে 'ফলোপধায়ক' কারণও করণের অন্যতম লক্ষণ। এই লক্ষণ অনুসারে কর্ত্তাও অবস্থাবিশেষে করণ হইতে পারে, তাহা বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ কুমারসম্ভবকাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—'আত্মানমাত্মনা বেৎসি' ইত্যাদি। কিন্তু জয়ন্ত একই অবস্থায় কর্ত্তাকে সাধকতমের আসনে বসান নাই।

যত এব সাধকতমং করণং করণসাধনশ্চ প্রমাণশব্দঃ, ততএব সামগ্র্যাঃ প্রমাণত্বং যুক্তম্। তদ্ব্যতিরেকেণ কারকান্তরে ক্বচিদপি তমবর্থসংস্পর্শানুপপত্তেঃ। অনেককারকসন্নিধানে কার্য্যং ঘটমানমন্যতরব্যপগমে চ বিঘটমানং কস্মৈ অতিশয়ং প্রযচ্ছেৎ। ন চাতিশয়ঃ কার্য্যজন্মনি কস্যচিদবধার্য্যতে, সর্ব্বেষাং তত্র ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। * সন্নিপত্য জনকত্বমতিশয় ইতি চেন্ন, † আরাদুপকারকাণামপি কারকত্বানপায়াৎ। জ্ঞানে চ জন্যে কিমসন্নিপত্য জনকম্, সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়মনোঽর্থাদীনামিতরেতরসংসর্গে সতি জ্ঞাননিষ্পত্তেঃ। অথ সহৈসেব কার্য্যজনন-

* সন্নিপত্য জনকত্বং সন্নিপত্যোপকারকত্বম্—কর্ম্মাঙ্গদ্রব্যাদ্যুদ্দেশেন বিধীয়মানং কর্ম্ম সন্নিপত্যোপকারকম্। যথাবঘাতপ্রোক্ষণাদি। ন্যায়প্রকাশঃ, ১৩৪ পৃঃ।

† দ্রব্যাদ্যনুদ্দিশ্য কেবলং বিধীয়মানং কর্ম্ম আরাদুপকারকং, যথা প্রযাজাদি। ন্যায়প্রকাশঃ, ১৪০ পৃঃ।

মতিশয়ঃ। সোঽপি কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং করণস্যেব কর্ম্মণোঽপি শক্যতে বক্তুম্।

অনুবাদ

যেহেতু করণকে সাধকতম বলা হয়, এবং প্রমাণপদটী করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেহেতুই সামগ্রীর প্রমাণত্ব যুক্তিযুক্ত। সামগ্রীকে বাদ দিয়া কোন কারকবিশেষের সহিত সাধক-শব্দোত্তরপ্রযুক্ত তমপ্-প্রত্যয়ের অর্থ (অতিশয়) অন্বিত হইতে পারে না। কারণ (সম্পাদনীয় কার্য্যের জন্য অপেক্ষিত) সমগ্র কারক উপস্থিত হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয়, ঐ কারকগুলির মধ্যে অন্যতমের অভাব হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এরূপ অবস্থায় কারকগুলির মধ্যে কোন কারককে ঐ কার্য্য অতিশয় প্রদান করিবে [অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদনের জন্য কর্ত্তাদি সকল কারকই সমানভাবে অপেক্ষিত বলিয়া সকলই উৎকর্ষ পাইবার অধিকারী। উহাদের মধ্যে কোন একটীমাত্র উৎকর্ষ পাইতে পারে না।] এবঞ্চ কার্য্যসম্পাদন-বিষয়ে কোন একটী মাত্রের অত্যধিক উপযোগিতা বুঝা যায় না, কারণ সকলই সেই কার্য্যে নিযুক্ত।

যদি বল যে, কর্ম্মের সহিত যাহার সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ, তাহারই উৎকর্ষ। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ কর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে যাহার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ কারণকেও কারক বলায় বাধা নাই। আরও একটী কথা এই যে, জ্ঞানরূপ কার্য্যের পক্ষে এরূপ কোন কারণ নাই, যাহা ঐ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ। [অর্থাৎ সকলই সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ] ইন্দ্রিয়, মন, বিষয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষসাধন সকল উপকরণগুলি পরস্পরসম্বদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ কার্য্যের সম্পাদন করে। যদি বল যে, সহসা কার্য্যসম্পাদনই উৎকর্ষ। [অর্থাৎ যাহা আসিবামাত্র কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট] সেই অতিশয়ও অবস্থাবিশেষে করণের ন্যায় কর্ম্মেরও হইতে পারে এই কথা বলা যাইতে পারে।

অবিরল-জলধরধারা-প্রবন্ধ-বন্ধান্ধকারনিবহে বহুলনিশীথে সহসৈব স্ফুরতা বিদ্যুল্লতালোকেন কামিনীজ্ঞানমাদধানেন তজ্জন্মনি সাতিশয়ত্বমবাপ্যতে। এবমিতরকারককদম্বসন্নিধানে সত্যপি সীমন্তিনীমন্তরেণ তদ্দর্শনং ন সম্পদ্যতে। আগতমাত্রায়ামেব তস্যাং ভবতীতি তদপি কর্ম্মকারকমতিশয়যোগিত্বাৎ করণং স্যাৎ, তস্মাৎ ফলোৎপাদাবিনাভাবিস্বভাবত্বমবশ্যতয়া কার্য্যজনকত্বমতিশয়ঃ। স চ সামগ্র্যন্তর্গতস্য ন কস্যচিদেকস্য কারকস্য কথয়িতুং পার্য্যতে। সামগ্র্যাস্ত্ব সোঽতিশয়ঃ সুবচঃ, সন্নিহিতা চেৎ সামগ্রী সম্পন্নমেব ফলমিতি সৈবাতিশয়বতী।

অনুবাদ

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রি নিরন্তর ঘনঘটার আড়ম্বরে ঘোরতর অন্ধকারের দ্বারা আবৃত হইলে হঠাৎ দেদীপ্যমান বিদ্যুতের আলোকে (পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রভাবে রুদ্ধদৃষ্টি পথিকের) (পথিস্থিতা) কোন রমণী দৃষ্টিপথে আসিতে পারে, কিন্তু সেই রমণীবিষয়ে জ্ঞানটী ঐ বিদ্যুতের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া ঐ বিদ্যুৎই ঐ জ্ঞানের উৎপাদনে সমধিক উৎকর্ষ পাইতেছে। এবং ইতরকারকগুলি সকলে থাকিলেও ঐ স্ত্রীলোকটী সেই সময়ে না থাকিলে তাহার দর্শন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সে আসার জন্য সম্ভবপর হইতেছে বলিয়া সেই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মকারক-রমণীও অতিশয়যোগবশতঃ করণকারক হইতে পারে। [অর্থাৎ স্বাভাবিক অন্ধকারময় কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রিকালে চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর মেঘমালার দ্বারা আবৃত হইলে তখন অন্ধকারের উপর আবার প্রবল অন্ধকার আসে। সেই সময়ে দর্শকগণের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে বিদ্যুতের আলোকে প্রবল অন্ধকারের দ্বারা রুদ্ধদৃষ্টি পথিকের দৃষ্টিশক্তির আবরণ কাটিয়া যায়। সেইজন্য সেই সময়ে কোন রমণী পথে থাকিলে সেই পথিক তাহাকে দেখিতে পায়। কিন্তু সেই রমণীর দর্শনকার্য্য-সম্পাদনে বিদ্যুতের, দ্রষ্টার, লোচনের, না ঐ পরিদৃশ্যমান রমণীটীর কাহার উপযোগিতা বেশী তাহা স্থির করিতে হইবে। এরূপ

স্থলে সহসাগত বিদ্যুৎকে যেরূপ উক্তদর্শনকার্য্য-সম্পাদনে বিশেষ সহায় বলিবে, কেননা বিদ্যুতের অভাব হইলে ঐ রমণী কেমন করিয়া নয়নগোচর হইবে? সেইরূপ আমিও বলিব যে দ্রষ্টাই থাক্, লোচনই থাক্, আর বিদ্যুৎই থাক্, কিন্তু ঐ রমণী ঐ সময়ে যদি পথিমধ্যে না আসিত, তবে কে তাহাকে দেখিত। সুতরাং উক্ত দর্শনকার্য্যের সম্পাদনবিষয়ে ঐ রমণীই বিশেষসাহায্যকারিণী এই কথা বলিব। তাহা যদি হইল, তবে করণকারকের ন্যায় তথাকথিত কর্ম্মকারকেরও দর্শনরূপ কার্য্যের উৎপাদনে অধিকনৈপুণ্যরূপ অতিশয় সমভাবে থাকায় করণত্ব হোক্।] সেইজন্য যাহা আসিলে ফলোৎপত্তি অনিবার্য্য সেই বৈশিষ্ট্যটী [অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যজনকত্বই] অতিশয়। এবং সেই অতিশয় ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত কোন একটী কারকের পক্ষে সম্ভবপর হয়, এই কথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু সামগ্রীকে করণ বলিলে ঐ সামগ্রীর পক্ষে উক্ত অতিশয় সঙ্গত এই কথা বলা যায়। সামগ্রী যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যই হয়। অতএব সেই সামগ্রীই সাধকতম হইবার একমাত্র যোগ্য।

নন্বু মুখ্যয়োঃ প্রমাতৃপ্রমেয়য়োরপি তদবিনাভাবিত্বমতিশয়োঽস্ত্যেব প্রমিতিসম্বন্ধমন্তরেণ তয়োস্তথাত্বাভাবাৎ। প্রমিণোতীতি প্রমাতা ভবতি, প্রমীয়তে ইতি চ প্রমেয়ম্। সত্যমেতৎ। কিন্তু সাকল্য-প্রসাদলব্ধ-প্রমিতিসম্বন্ধনিবন্ধনঃ প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োর্মুখ্যস্বরূপলাভঃ, সাকল্যা-পচয়ে প্রমিত্যভাবাদ্ গৌণে প্রমাতৃ-প্রমেয়ে সম্পদ্যেতে। এবঞ্চ সাকল্য-মন্তরেণ প্রমিতিতমবর্থঞ্চযোগাৎ তদেব করণম্।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, প্রধানভূত প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়েরও ফলীভূত প্রমিতিরূপ কার্য্যের উৎপত্তির সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধরূপ অতিশয় বিদ্যমান। কারণ উক্ত উভয়ের

* তমবর্থাযোগাদিত্যেব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রমাতৃত্ব এবং প্রমেয়ত্ব উপপন্ন হয় না। [অর্থাৎ প্রমিতি-ক্রিয়ার একটী কর্ত্তা ও একটী কর্ম্ম আছে, যাহা প্রমিতির আশ্রয়, তাহাকে প্রমাতা বলে, এবং যাহা প্রমিতির বিষয় তাহাকে প্রমিতির কর্ম্ম অর্থাৎ প্রমেয় বলে। প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ বিদ্যমান হইলেই ঐ প্রকার প্রমাতৃত্ব এবং প্রমেয়ত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু প্রমিতি যখন থাকে না, তখন প্রমাতা এবং প্রমেয় বলিয়াও ব্যবহার হয় না। সুতরাং উক্ত উৎপদ্যমান প্রমিতিরূপ ফলের সহিত নিয়ত-সম্বন্ধরূপ অতিশয় প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়েরও ব্যক্তিগতভাবে আছে।]

(প্রমিণোতি, অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে, এই ব্যুৎপত্তি-বলে কর্ত্তাকে (প্রমার আশ্রয়কে) প্রমাতা বলা হয়। এবং 'প্রমীয়তে' অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানবিষয় হইতেছে এইরূপ ব্যুৎপত্তির বলে প্রমিতি-কর্ম্মকে (প্রমিতি-বিষয়কে) প্রমেয় বলা হয়। এই কথা ঠিক বটে, কিন্তু কেবল কর্ত্তা বা কর্ম্ম থাকিলেই প্রমাজ্ঞান জন্মিবে না, যদি কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান-কারণগুলি সকলেই উপস্থিত হয়, তবে প্রমা-জ্ঞানরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। এবং উক্ত কার্য্য উৎপন্ন হইলে পর প্রমাতা এবং প্রমেয়শব্দের মুখ্যার্থে প্রয়োগ উপপন্ন হয়। তবে উক্ত কারণগুলি সকলে উপস্থিত না হইলে প্রমিতি হয় না বলিয়া (সেই অবস্থায়) প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়শব্দের গৌণার্থে প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাই যদি হইল, তবে কারণসমষ্টির অভাবে প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ কাহারও থাকে না এবং তমপ্-প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়কে লাভ করিবারও উপযুক্ত কেহ না থাকায় সেই সামগ্রীই একমাত্র প্রমিতির করণ [অর্থাৎ সাধকতম]।

যত্তু কিমপেক্ষং সামগ্র্যাঃ করণত্বমিতি তদন্তর্গতকারকাপেক্ষমিতি ক্রমঃ। কারকাণাং ধর্ম্মঃ সামগ্রী ন স্বরূপহানায় তেষাং কল্পতে, সাকল্য-দশায়ামপি তত্ত্বরূপ*-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ননু সমগ্রেভ্যঃ সামগ্রী ভিন্না চেৎ কথং পৃথক্ নোপলভ্যতে। অভেদে তু সর্ব্বকারকাণি করণীভূতান্যেবেতি

* তৎস্বরূপ এব এব পাঠঃ সাধুঃ।

কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। নৈবম্, সমগ্রসন্নিধানাখ্যধর্ম্মস্ত প্রত্যক্ষমুপলম্ভাৎ। পৃথগবস্থিতেষু হি স্থালীজলজ্বলনতণ্ডুলাদিষু ন সমগ্রতাপ্রত্যয়ঃ, সমুদিতেষু তু ভবতীত্যতন্তুপটলপরিঘটিত-ঘটাঙ্গবয়বিবৎ * কারককলাপনিষ্পাদ্যদ্রব্যান্তরাভাবেঽপি সমুদায়াত্মিকা সামগ্রী বিদ্যত এবেতি সমুদায্যপেক্ষয়া করণতাং প্রতিপদ্যতে, তস্মান্ন পরিচোদনীয়মিদং কস্মিন্ কর্ম্মণি সামগ্রী করণমিতি।

অনুবাদ

সামগ্রী কাহাকে অপেক্ষা করিয়া করণ হয়, এই যে প্রশ্ন, তাহার সমাধানরূপে সামগ্রীর অন্তর্গত কোন কারক-বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া সামগ্রী করণ হয় এই কথা বলিয়া থাকি। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সামগ্রী সংঘটিত হইলে তাহার স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার হয় না, যাহার বলে তাহার করণত্ব হইতে পারে। যথাযথ নিজ-নিজ-ব্যাপারবিশিষ্ট কারক সমূহের সমষ্টিই সামগ্রী। অথচ ব্যাপার নিরপেক্ষ হইলে করণত্বপ্রসক্তি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কার্য্যবিশেষে বৈয়াকরণগণ যাহাকে করণ বলেন, সেই ব্যাপারবিশিষ্ট বস্তুটাও ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত। সেই ব্যাপারবিশিষ্ট বস্তুর সহযোগিতায় সামগ্রীর করণত্ব। বৈয়াকরণগণ বলেন যে, যাহার ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহাই করণ। নির্ব্যাপার বস্তুর সম্মেলনে কাহারও উৎপত্তি হয় না। সুতরাং সব্যাপার কোন কারক-বিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই সামগ্রী করণের আসনে বসিয়াছে।] (সামগ্রী একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে) সামগ্রী কারকগুলির ধর্ম্ম। সামগ্রী সংঘটিত হইয়া কারকগুলির স্বরূপের হানি করিতে পারে না। কারণ—যাহার যাহা স্বরূপ, সামগ্রী-কালেও তাহার প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। [অর্থাৎ সামগ্রী-সঙ্ঘটনের পূর্ব্বে কারকগুলির মধ্যে যাহার যাহা স্বরূপ ছিল, তাহার সেই স্বরূপটী স্মৃতিপথে আসে, এবং বর্ত্তমান সময়েও (সামগ্রী-সঙ্ঘটনকালেও) সামগ্রীসঙ্ঘটন-

* পটাঙ্গবয়বিবদেব এব পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে।

পূর্ব্বকালীন স্বরূপের অপেক্ষা সামগ্রীসঙ্ঘটনকালীন স্বরূপের অবৈলক্ষণ্যও দেখা যায়। [অর্থাৎ কোন প্রকার প্রভেদও দেখা যায় না।] আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কারক-সমুদয় অপেক্ষা সামগ্রী ভিন্ন, না অভিন্ন? যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে (উক্ত কারক-সমুদয় হইতে) ঐ সামগ্রীকে ভিন্ন দেখা যায় না কেন? কিন্তু যদি অভিন্ন বল, তাহা হইলে (সামগ্রীকে করণ বলার জন্য) সকল কারকই করণ হইয়া পড়িল। সকল কারক করণ হইয়া পড়িলে কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি রূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম ও ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। (উত্তর) এই কথা বলিতে পার না। কারণ—নিজ নিজ সম্বন্ধবশে এক সময়ে অবস্থানরূপ-সম্মেলন-নামধেয় সামগ্রী প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ এক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি কারকগুলি একত্র অবস্থান করিতেছে এইমাত্র উপলব্ধ হয়] কারণ—স্থালী, জল, অগ্নি, এবং তণ্ডুল প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিলে তাহাদের উপর সম্মেলনজ্ঞান হয় না। কিন্তু ঐ সকল বস্তু মিলিত হইলে তাহাদের উপর সম্মেলনের জ্ঞান হয়। অতএব যেরূপ এক সম্মিলিত তন্তুগুলির দ্বারা তাহা হইতে অতিরিক্ত পটরূপ সাবয়ব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথিত-কারকসমুদয়ের দ্বারা অতিরিক্ত কোন দ্রব্য উৎপন্ন না হইলেও কেবলমাত্র উক্ত সমুদয়ের সম্মেলনাখ্য সামগ্রী (উক্ত সমুদয়-সাধারণ একটী ধর্ম্ম) অবশ্যই ঘটে, এই জন্য [অর্থাৎ সকলে এক সময়ে মিলিত না হইলে [অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে সকলে উপস্থিত না হইলে] কার্য্য সম্ভব হয় না বলিয়া] উক্ত সামগ্রী উক্ত সমুদয়ের অন্তর্গত কারকগুলির অপেক্ষায় করণতা প্রাপ্ত হয়। [অর্থাৎ বিলক্ষণব্যাপারবিশিষ্ট কোন কারক-বিশেষেরও অন্যান্য কারকের সহযোগিতাবশতঃ সামগ্রীই সাধকতম হয়।] সেই জন্য কোন্ কর্ম্মে সামগ্রী করণ? এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে।

সমুদায়িনাং সামগ্র্যবস্থায়ামপি স্বরূপানপায়াৎ সমুদায়িবিশেষে কর্ম্মণি সামগ্রী করণম্। অতএব ন প্রমিতের্নিরালম্বনত্বম্। এতেন প্রমাতা পৃথগুপদর্শিত ইতি বিধাচতুষ্টয়মপি সমাহিতম্।

অনুবাদ

যখন কারকগুলি এক সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সম্মিলিত হইলেও তাহাদের (সম্মেলন-জন্য) কোন প্রকার বৈরূপ্য হয় না, সুতরাং সমুদায়িগণের মধ্যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সামগ্রীকে করণ বলিলেও বৈশিষ্ট্যের হানি হয় না, সুতরাং কর্ম্মে সামগ্রী করণ। অতএব [অর্থাৎ কর্ত্তা প্রভৃতির বিভিন্ন ভাবে উপযোগিতা অবাধিত বলিয়া] প্রমিতি আশ্রয়হীন হইল না। [অর্থাৎ সামগ্রী করণ হইলেও সামগ্রীর অন্তর্গত কর্ত্তৃকারকের সামগ্রীর অন্তর্গতত্বনিবন্ধন স্বরূপহানি না হওয়ায় পরন্তু বিভিন্নভাবে উপযোগিতাবশতঃ স্বতন্ত্রভাবে অপেক্ষা থাকায় প্রমিতি কর্ত্তৃহীনতাবশতঃ নিরালম্বন হইল না।]

ইহার দ্বারা [অর্থাৎ প্রমাতা প্রমিতির আশ্রয় এই কথার দ্বারা] প্রমাতা প্রমেয়াদি হইতে অতিরিক্ত ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইজন্য প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, এবং প্রমিতি এইরূপ প্রকার-চতুষ্টয় উপপাদিত হইয়াছে।

যত্ত্বভ্যধায়ি সামগ্র্যাঃ করণবিভক্তিনির্দ্দেশো ন দৃশ্যতে ইতি তত্রোচ্যতে। সামগ্রী হি সংহতিঃ, সা হি সংহন্যমানব্যতিরেকেণ ন ব্যবহারপদবীমবতরতি, তেন সামগ্রীং * পশ্যামীতি ন ব্যপদেশঃ। যত্তু দীপেন্দ্রিয়াণাং তৃতীয়া-নির্দ্দেশঃ স ফলোপজননাবিনাভাবিস্বভাবত্বাখ্যসামগ্রীস্বরূপ-† সমারোপণ-নিবন্ধনঃ। অন্যত্রাপি চ তদ্রূপসমারোপেণ স্থাল্যা পচতীতি ব্যপদেশো দৃশ্যত এব। তস্মাদন্তর্গতকারকাপেক্ষয়া লব্ধকরণভাবা সামগ্রী প্রমাণম্।

অনুবাদ

সামগ্রী যদি করণ হইত, তবে সামগ্রীশব্দের উত্তর করণত্ববোধক তৃতীয়াবিভক্তির নির্দ্দেশ হইত। কিন্তু উক্ত শব্দের উত্তর তৃতীয়াবিভক্তি দেখা যায় না। (অতএব উহা করণ নহে) এই কথা যে বলিয়াছ,

* সামগ্র্যা পশ্যামীতি পাঠঃ সঙ্গতঃ।

† আদর্শপুস্তকে সরূপ ইতি পাঠো বর্ত্ততে। স ন সঙ্গচ্ছতে।

তদুত্তরে বলিতেছি যে সামগ্রীর নাম সমষ্টি। তাহা ইদানীং সম্মিলিত প্রত্যেক বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন এইরূপে ব্যবহারে আসে না। [অর্থাৎ প্রত্যেকেরই স্বরূপ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।] সেই জন্য সামগ্রী দ্বারা দেখিতেছি এই প্রকার উল্লেখ হয় না। [অর্থাৎ সামগ্রী যখন প্রত্যেকেরই স্বরূপ, তখন প্রত্যেকের সহিত তৃতীয়ার্থ অন্বিত হইতে পারে না বলিয়া সামগ্রাশব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয় না।] দীপ এবং ইন্দ্রিয়শব্দের উত্তর যে তৃতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ আছে, তাহার কারণ দীপ ইন্দ্রিয়াদির উপর সামগ্রীর আরোপ ; নিয়তফলোৎপাদকত্ব যে সামগ্রীর স্বভাব। কেবল দীপ ও ইন্দ্রিয়াদির স্থল কেন ? অন্যস্থলেও ঐ সামগ্রীর আরোপবশতঃ (স্থালী অধিকরণকারক হইলেও) 'স্থালী দ্বারা পাক করিতেছে,' এইরূপ অভিলাপ দেখা যায়। সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই, যে, সামগ্রীর অন্তর্গত কারকগুলিকে অপেক্ষা করিয়া সামগ্রী প্রমাণ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ সামগ্রীর মধ্য হইতে কোন কারককে বাদ দিলে সামগ্রীর প্রমাণতা থাকে না।]

অপরে পুনরাচক্ষতে। সামগ্রী নাম সমুদিতানি কারকাণি তেষাং দ্বৈরূপ্যমজ্ঞদয়ঙ্গমম্। অথ চ তানি পৃথগবস্থিতানি কর্ম্মাদিভাবং ভজন্তে। অথ চ তান্যেব সমুদিতানি করণীভবন্তীতি কোঽয়ং নয়ঃ। তস্মাৎ কর্তৃকর্ম্ম-ব্যতিরিক্তমব্যভিচারাদিবিশেষণকার্থপ্রমাজনকং কারকং করণমুচ্যতে। তদেব চ তৃতীয়য়া ব্যপদিশন্তি। দীপেন পশ্যামি, চক্ষুষা নিরীক্ষে, লিঙ্গেন বুধ্যে, শব্দেন জানামি, মনসা নিশ্চিনোমীতি। ননু ত্রীণ্যেব কারকাণ্যস্মিন্ পক্ষে ভবেয়ুঃ, জ্ঞানক্রিয়ায়াং তাবদেবমেবৈতদ্ যথা ভবানাহ। পাকাদি-ক্রিয়াসু ক্রিয়াশ্রয়ধারণাদ্যুপকারভেদপর্য্যালোচনয়া ভবত্বধিকরণাদি-কারকান্তরব্যবহারঃ। প্রমিতৌ তু মনোদীপচক্ষুরাদের্ন লক্ষ্যতে বিশেষ ইতি তৎ সর্ব্বং করণত্বেন সম্মতম্। কস্তেষু তমবর্থ ইতি চেৎ। অস্তি কশ্চিদ্ যদয়ং লোকোঽহং ময়া জানামি, ঘটেন ঘটং জানামীতি ন কর্তৃকর্ম্মণী বিস্মৃত্যাপি করণত্বেন ব্যপদিশতি। নয়ন মনোদীপ শব্দলিঙ্গাদীনি তু তথা ব্যপদিশতি। সোঽয়মেষাং পশ্যতি কর্তৃকর্ম্মবৈলক্ষণ্যং চক্ষুরাদীনাম্।

তদ্‌বৈলক্ষণ্যমেব চ তেষামতিশয় ইতি তদয়মিহ প্রমাণং প্রমাতা প্রমেয়ং প্রমিতিরিতি চতুর্বর্গে নৈব ব্যবহারঃ পরিসমাপ্যতে। তস্মাৎ কর্ত্তৃকর্ম্ম-বিলক্ষণা সংশয়বিপর্য্যয়রহিতার্থবোধবিধায়িনী বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণমিতি যুক্তম্।

অনুবাদ

অপরে কিন্তু বলেন, যে, সামগ্রী বলিতে আমরা মিলিত কারকগুলিকে বুঝি। সেই কারকগুলির দ্বিভাব ধারণার বহির্ভূত। [অর্থাৎ সম্মিলিতা-বস্থায় কারকগুলির সাধকতমত্ব আর ব্যক্তিগতভাবে কর্ত্তৃত্ব-কর্ম্মত্বাদি এইপ্রকার দ্বিভাব-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না।] যাহারা প্রাতিস্বিক সত্তার বশে (অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে) কর্ত্তৃত্ব-কর্ম্মত্বাদিভাগী হইয়া থাকে, [কর্ত্তা কর্ম্ম ইত্যাদিরূপ পৃথক্ ২ আখ্যার দ্বারা আখ্যাত হয়] তাহারাই আবার সম্মিলিত হইয়া (অর্থাৎ সমষ্টিরূপে) কেবলমাত্র করণ হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকার নীতি? [অর্থাৎ যে যুক্তির বলে কারকগুলির কথিত প্রকার দ্বিভাব ঘটিয়াছে সেই যুক্তিটা জানিতে চাহি। এই পক্ষে কোনই যুক্তি নাই ইহাই তাৎপর্য্য।] সেই জন্য [অর্থাৎ করণত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তটী যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া] অবাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত অতএব ভ্রম-ভিন্ন এবং সংশয়ভিন্ন যে অনুভূতি তাহা প্রমাজ্ঞান, তাহার জনক অথচ কর্ত্তৃকারক এবং কর্ম্মকারক হইতে ভিন্ন যে কারক তাহাকে আমরা (প্রমিতির) করণ বলিয়া থাকি। এবং তাহার উত্তরই তৃতীয়াবিভক্তির প্রয়োগ হয়। তাহার উদাহরণ—দীপের দ্বারা দেখিতেছি, চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি, লিঙ্গের দ্বারা জানিতেছি, শব্দের দ্বারা অর্থবোধ করিতেছি, মনের দ্বারা নিশ্চয় করিতেছি। এই পর্য্যন্ত অপরের মত। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, এই মতে কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং করণ এই তিনটী মাত্র কারক সমর্থিত হইয়া পড়ে। অন্য কারকের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। (উক্ত মতাবলম্বীর উত্তর) হাঁ, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক্ কথা। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার স্থলে ঐ রকমই বটে। [অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার স্থলে উক্ত তিনটী মাত্র কারকই আবশ্যক হয়, অন্য কারক আবশ্যক

হয় না।] কিন্তু পাকাদিক্রিয়াস্থলে বিভিন্ন কারকের পচনযোগ্য বস্তুর ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্য দেখিতে পাওয়ায় অধিকরণ প্রভৃতি অন্য কারকেরও ব্যবহার হয়। [অর্থাৎ পাকাদিক্রিয়াস্থলে স্থালী প্রভৃতি অধিকরণকারক। পচনযোগ্য তণ্ডুলাদি বস্তুর স্থালী প্রভৃতি আধার না থাকিলে ধারণার অভাবে পাকক্রিয়া অনুপপন্ন হয়।] কিন্তু প্রমিতিরূপ-ক্রিয়াস্থলে মন, দীপ এবং নয়ন প্রভৃতি করণের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তাহারা সকলেই করণ ইহা আমাদের মত।

[অর্থাৎ মন প্রভৃতির মধ্যে প্রত্যেকে করণ হইলেও উক্ত প্রত্যেকের এককার্য্যে করণত্ববিষয়ে পৃথক্‌ভাবে ব্যবহার হইবে না। কারণ—প্রত্যক্ষাদির পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা সমান। তাহারা একযোগে অর্থাৎ সামগ্রী-রূপে করণকারক।]

যদি বল যে অন্য কারক অপেক্ষা তাহাদের তমপ্‌প্রত্যয়ের অর্থ-বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া হইল? (বৈশিষ্ট্য না থাকিলেই বা তাহারা করণাভিধেয় সাধকতম হইল কিরূপে? ইহাই তাৎপর্য্য) উত্তর—কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেহেতু এই লোক [অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান লোক] কর্ত্তা এবং কর্ম্ম ভুলিয়াও আমার দ্বারা আমি দেখিতেছি, এবং ঘটের দ্বারা ঘট দেখিতেছি এইরূপ কথা বলে না। [অর্থাৎ কর্ত্তৃকারকগত করণের প্রভেদ ভুলিয়া আমার দ্বারা আমি দেখিতেছি, এবং কর্ম্মকারকগত করণের প্রভেদ ভুলিয়া ঘটের দ্বারা ঘট দেখিতেছি এইরূপ ব্যবহার কেহই করে না।] কিন্তু জ্ঞানব্যবহারস্থলে নয়ন, মন, দীপ এবং শব্দলিঙ্গাদিকে যখন উল্লেখ করে, তখন তাহাদিগকে করণরূপেই উল্লেখ করে। সেই ব্যক্তি (যে ঐরূপ উল্লেখ করে) কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হইতে নয়ন প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য বুঝে।

[অর্থাৎ নয়ন প্রভৃতিকে করণরূপে ব্যবহার করিবার কারণ এবং কর্ত্তাদিকে করণরূপে ব্যবহার না করিবার কারণ করণকারকের ইতর কারক হইতে বৈলক্ষণ্য। এবং ঐ প্রকার ব্যবহারকারী ব্যক্তি ঐ বৈলক্ষণ্য বিশেষরূপে জানে।] এবং সেই বৈলক্ষণ্যই নয়নপ্রভৃতির অতিশয় এই পর্য্যন্ত এই মতে করণসম্বন্ধে মীমাংসা। সেই জন্য [অর্থাৎ উক্ত—

প্রকারপ্রভেদ-গ্রহণজন্য] এই ক্ষেত্রে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই প্রকার পরস্পরবিভিন্ন অথচ পরস্পরসম্বন্ধ চতুর্ব্বিধ পদার্থের দ্বারাই হানোপাদানাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। (সামগ্রীর প্রমাণতাবাদী জয়ন্তের উত্তর) তথাকথিত সামগ্রীকে [অর্থাৎ নয়ন, মন, দীপ প্রভৃতি অবোধস্বভাব বস্তুর সমষ্টিরূপ সামগ্রীকে] প্রমাণ বলা অপেক্ষা (অথবা * সামগ্রীর করণত্ববিষয়ে তোমাদের অমত না থাকায়) (আমাদের অভিমত) সামগ্রীকে প্রমাণ বলা যুক্তিযুক্ত। যে সামগ্রীর দ্বারা সংশয়-ভিন্ন এবং ভ্রমভিন্ন যথাযথবস্তুবিষয়ক অনুভূতি উৎপন্ন হয়, এবঞ্চ যাহা (অবোধস্বভাব বস্তুমাত্রঘটিত নহে) জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন—দ্বিবিধবস্তুঘটিত, ও কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হইতে ভিন্ন।

টিপ্পনী

প্রমাণ কাহাকে বলে? যাহা প্রমিতির করণ, তাহা প্রমাণ এই কথা বলিলে ভ্রমাত্মক স্মৃতিজনককেও প্রমাণ বলিতে হয়। সুতরাং অত্রত্য প্রমিতিশব্দের অর্থ যথার্থ অনুভূতি।

প্রমাণবিচারপ্রসঙ্গে করণশব্দটা উত্থাপিত হইয়াছে। এই করণ-শব্দের অর্থ লইয়া নানা মত দেখা যায়। মঞ্জরীকারও পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষক্রমে ও নিজমতপ্রতিষ্ঠাপনপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি পাণিনির মতে 'সাধকতমং করণম্', অমর সিংহও 'করণং সাধকতমম্' এই কথা বলিয়াছেন। সাধকতমই করণশব্দের অর্থ। এই অর্থ লইয়াই মতভেদ। কারণের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধকতম। কিন্তু শ্রেষ্ঠতা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। যাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার করণ নহে, তাঁহারা ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই করণ বলেন। ব্যাপারটী ব্যাপারশূন্য বলিয়া করণ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই শ্রেষ্ঠ কারণ। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি এই

* 'তস্মাৎ' এই শব্দের ব্যাখ্যান্তরবশতঃ পৃথক্ অনুবাদ করা হইল।

মতের অনুবর্ত্তী। ব্যাপারশূন্য কারণ করণ হইতে পারে না ইহা নব্য-নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। যাহা করণকারক হইবে, তাহা কার্য্য সম্পাদন করিতে গেলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বে ঐ কার্য্যের অনুকূল যে কার্য্যবিশেষকে অপেক্ষা করে। তাহা করণকারকের ব্যাপার। ব্যাপারসম্বন্ধে ইহা মোটামুটি কথা মাত্র।

বাৎস্যায়ন উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে মুখ্য করণ বলিতেন। কারণ ঐ ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের মতে যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাই মুখ্য করণ। ব্যাপারকে মুখ্য করণ বলিলেও ঐ ব্যাপারের দ্বারা যাহা কার্য্যজনক হয়, তাহাকেও করণ বলিতেন। জয়ন্তও যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাই মুখ্যকরণ এই অভিপ্রায়েই সামগ্রীকে মুখ্যকরণ বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলিয়াছেন। তিনিও মুখ্যকরণকে ব্যাপারশূন্য বলিয়াছেন। মুখ্যকরণের ব্যাপার থাকিলে তিনি সামগ্রীকে মুখ্যকরণ বলিতে পারিতেন না। কারণ-সামগ্রীর ব্যাপার নাই। তবে তিনি যাহা ব্যাপার-দ্বারা কার্য্যজনক হয়, তাহাকেও করণ বলিয়াছেন। তবে তাহা মুখ্য নহে। সেই জন্যই তিনি 'তদন্তর্গত কারকাপেক্ষয়া লব্ধকরণভাবা সামগ্রী প্রমাণম্' এই কথা বলিয়াছেন। ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত ব্যাপারবৎ কারককেও লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং কারক বলিয়া লক্ষ্য করিলেই তাহাকে করণকারকই বলিতে হইবে। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কথায় বুঝা যায় যে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকেই মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষশব্দের * ব্যুৎপত্তি করিতে গিয়া অব্যয়ীভাবসমাস-প্রদর্শন-দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের মুখ্যপ্রমাণতা সমর্থন করিয়াছেন। ইহার ফল প্রত্যক্ষপ্রমিতি। ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধও ব্যাপারের করণতাস্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গেশের শব্দচিন্তামণির

* অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ, বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষঃ। ইতি ভাষ্যম্

* প্রারম্ভে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশের কথায় ইহা পাওয়া যায়। মথুরানাথ বৌদ্ধমতানুসারেই সেখানে করণের লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতির সহিত ইঁহাদের মতগত বৈষম্য আছে। কারণ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাপারবৎ কারণকেই মুখ্য করণ বলিয়াছেন। [অর্থাৎ ঐ মতে যাহা ব্যাপার-দ্বারা কারণ হয়, তাহাই করণ] এই মতানুসারেই অনুভব স্মৃতির প্রতি এবং যাগাদি স্বর্গাদির প্রতি করণ হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকরও প্রমাণের লক্ষণ করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে প্রমাণ বলিয়াছেন। ফল কথা—প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে প্রমাণ বলিলেও ঐ ব্যাপারজনক ইন্দ্রিয়াদিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথাতেও ইহা বুঝা যায়। তবে প্রাচীনগণের মতে যাহার অব্যবহিত পরে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহা মুখ্যকরণ। ব্যাপাররূপ কারণের অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য হয় বলিয়া ব্যাপারই মুখ্য করণ। এবং যাহা ঐ ব্যাপারের দ্বারা জনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ।

প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমিতি বলে। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে ঐ প্রমিতিও প্রমাণ হইতে পারিবে। এই প্রমিতির ফল হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি। হা-ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্‌প্রত্যয় করিয়া 'হান' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। হীয়তে অনয়া এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা হেয়ত্ববোধ করিয়া ত্যাগ করা হয়, সেই বুদ্ধিই হানবুদ্ধি। উপ এবং আঙ্ উপসর্গ যোগে দা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্‌প্রত্যয় করিয়া 'উপাদান' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। উপাদীয়তে অনয়া এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদেয়ত্ববোধ করিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই বুদ্ধিই উপাদানবুদ্ধি। উপ-উপসর্গযোগে 'ঈক্ষ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ভাপ্-

* নন্থ শব্দো ন প্রমাণং তথাহি করণবিশেষঃ প্রমাণং, করণঞ্চ তৎ যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেব। ন চ শব্দে সতি প্রমা ভবত্যেব ইতি নায়ং শব্দঃ প্রমাণম্। ইতি তত্ত্বচিন্তামণৌ শব্দখণ্ডঃ ১৪।১৫।১৬ পৃঃ। বৌদ্ধমতমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি, নম্বিত্যাদিনা, ন প্রমাণং ন প্রমিতিকরণম্; করণত্বঞ্চ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণত্বং ফলোপধায়কত্বমিতি যাবৎ। ন তু ব্যাপারবত্ত্বে সতি কারণত্বম্। ইতি মথুরানাথঃ, ১৪ পৃঃ

প্রত্যয় করিয়া উপেক্ষা এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। উপেক্ষ্যতে অনয়া * এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্ববোধ করিয়া উপেক্ষা করা হয়, সেই বুদ্ধিই উপেক্ষাবুদ্ধি। হেয়ত্ববোধ, উপাদেয়ত্ববোধ এবং উপেক্ষ্যত্ববোধ কোন্ জাতীয় জ্ঞান, তাহাও বুঝা উচিত। ঐ জ্ঞানগুলি অনুমিতি। তাহার কারণীভূত জ্ঞানগুলি যাহাদের হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলি তথাকথিত অনুমিতির কারণীভূত পরামর্শ। তাহা না বলিয়া হানজনক বুদ্ধি হানবুদ্ধি, উপাদান-জনক বুদ্ধি উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাজনক বুদ্ধি উপেক্ষাবুদ্ধি এইরূপ অর্থ করিলে প্রত্যক্ষ-প্রমিতির ফলীভূত ঐ সকল বুদ্ধিও অনুমিতিরূপেই পরিণত হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষাত্মক প্রমা তাহার জনক বলিয়া প্রত্যক্ষাত্মক প্রমাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিবার পক্ষে বাধা পড়িবে। উহা তথাকথিত অনুমিতির জনক বলিয়া অনুমান-প্রমাণ হইয়া পড়িবে। এইজন্য পূর্ব্বপ্রদর্শিতব্যুৎপত্তিযোগে তথাকথিত অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে। তথাকথিত বুদ্ধিগুলি কিরূপে হেয়ত্বাদিবোধ করাইয়া দেয়, তাহা জানিতে পারিলেও তাহার পরামর্শরূপটী ধরা পড়িবে। যে জাতীয় বস্তু পরিত্যক্ত, গৃহীত বা উপেক্ষিত হইয়াছে, পরিদৃশ্যমান এই বস্তুটীও তজ্জাতীয়। এই প্রকার বুদ্ধিই হেয়ত্বাদিবুদ্ধির জনক। সুতরাং উহা পরামর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারই নাম হানাদিবুদ্ধি। যখনই যাহা পরিত্যক্ত, গৃহীত বা উপেক্ষিত হয়, তখনই তাদৃশ বস্তু ত্যাজ্য, গ্রাহ্য বা উপেক্ষণীয় এইরূপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। এবং ঐ প্রকার ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংস্কারও তদবধি হইয়া থাকে। যখন আবার তাদৃশ বস্তু দর্শনগোচরে আসে, তখন সেই সংস্কার উদ্‌বোধিত হইয়া তথাকথিত ব্যাপ্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার পরে হেয়ত্বাদি-বোধের কারণীভূত তথাকথিত নিশ্চয়গুলি উদিত হইয়া কৃতব্যবহার-ব্যক্তির হেয়ত্বাদিবোধ করাইয়া দেয়। প্রথমে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়।

* অমরকোষের টীকাকার ভানুজি দীক্ষিত কর্মবাচ্যে ভাপ্ প্রত্যয় করিয়া শিক্ষা এই পদটী সিদ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ করিয়া উপেক্ষাপদটী সিদ্ধ হইবে।

তাহার পর সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর ঐ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ-জনিত হানাদিবুদ্ধিরূপ পরামর্শজ্ঞান হয়। তাহার পর হেয়ত্বাদি-বোধ হয়।

ঐ হানাদি-বুদ্ধির প্রতি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ চরম কারণ বলিয়া মুখ্য প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীনগণের মতে যাহার অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহা মুখ্য করণ। সুতরাং ঐ মতে হানাদিবুদ্ধি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের সাক্ষাৎ ফল না হওয়ায় [অর্থাৎ তাহারা পরম্পরায় কারণ হওয়ায়] ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হানাদিবুদ্ধির পক্ষে মুখ্য প্রমাণ হইবে না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষই হানাদিবুদ্ধিরূপ-প্রত্যক্ষের পক্ষে মুখ্য প্রমাণ।

নব্যমতে যে জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞান করণ নহে, তাদৃশ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। সুতরাং ঐ মতে হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ উহার প্রতি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ করণ হইয়াছে। অতএব কোন মতে ঐ হানাদি-বুদ্ধি প্রত্যক্ষ, আর কোন মতে নহে—এইরূপ কল্পনাও উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। ইহার উত্তরে নব্যগণের মত এই যে, কোন লৌকিক প্রত্যক্ষেই জ্ঞান করণ নহে, ইন্দ্রিয়ই করণ। এই সন্নিকর্ষই উহার ব্যাপার। তবে কোন কোন প্রত্যক্ষে জ্ঞান কারণ হইতে পারে এইমাত্র।

গঙ্গেশের প্রত্যক্ষখণ্ডীয় সন্নিকর্ষবাদের আলোচনা-দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। তবে মথুরানাথ সন্নিকর্ষবাদরহস্যে জ্ঞানের করণত্ব প্রত্যক্ষ-বিশেষে থাকিলেও 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এই প্রত্যক্ষ লক্ষণটীর অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিলাম না। *

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই মতটী মানিলেন না। ইঁহাদের মতে কোন প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ আবার কোন প্রত্যক্ষে জ্ঞানও করণ, তাহার উদাহরণ হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষ। যদিও জয়ন্ত সামগ্রীর প্রমাণতা স্বীকার করিয়া জ্ঞানের করণত্ব ছাড়িয়াছেন, তথাপি নব্যমতানুমোদিত

* যাবচ্ছিন্নকার্য্যতাপ্রতিযোগিককারণতাশ্রয়জ্ঞানজন্যমাত্রবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নকারণতাপ্রতিযোগিককার্য্য-তাবচ্ছেদকং যৎ তদ্‌ভিন্নত্বস্য তত্ত্বাদিতি সন্নিকর্ষবাদরহস্যম্। ৫৫৬ পৃঃ

লক্ষণটী ইঁহারও সম্মত হইতে পারে না, কারণ ইঁহার মতে জ্ঞান কোন জ্ঞানেরই করণ হইতে পারে না, সামগ্রীই করণ। সুতরাং অনুমিত্যাদিতে ঐ লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়।

আরও অনেক পদার্থ কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও করণ হইবে না। ধারাবাহিক-প্রত্যক্ষস্থলে যে প্রত্যক্ষপ্রমিতিব্যক্তির অব্যবহিত—পরক্ষণে হানাদিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই প্রত্যক্ষপ্রমিতিব্যক্তিই ঐ হানাদিবুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ। *

যাঁহারা, যাহা ব্যাপার-দ্বারা কার্য্যজনক হয়, তাহাই করণ এই কথা বলেন, তাঁহাদের মতে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ-দ্বারা ইন্দ্রিয়, এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ-দ্বারা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ এবং হানাদিবুদ্ধিস্থলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ করণ বলিয়া প্রমাণ। যদিও উপাদানাদিবুদ্ধিও প্রত্যক্ষ, তথাপি তজ্জন্য যে উপাদেয়ত্বাদিবুদ্ধি, তাহা অনুমিতি বলিয়া ঐ উপাদানাদিবুদ্ধি কদাচ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইবে না।

প্রমাণ হইবার অনুকূলে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, জয়ন্ত তাহা স্বীকার করিয়া নব্য এবং অন্যান্য প্রাচীনগণের মতের প্রতিষেধ করিয়াছেন। যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করণ। সুতরাং প্রমিতি-বিশেষের পক্ষেও তাদৃশ বস্তুই প্রমাণ। ইহাই হইল প্রমাণত্বলাভের যুক্তি। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিলে সামগ্রীভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রমাণ বলা চলিবে না। কারণ প্রমিতির সকল কারণগুলি উপস্থিত হইলেই কার্য্য হয়, নচেৎ হয় না। অতএব প্রমিতিবিশেষের পক্ষে বিভিন্ন বস্তুর কথিতরীতি অনুসারে প্রমাণত্ব-রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং জয়ন্ত সামগ্রীকেই নির্ব্বিবাদে প্রমাণ বলিয়াছেন। এবং ঐ সামগ্রী বোধ এবং বোধভিন্ন এই প্রকার উভয়বিধবস্তুঘটিত। প্রত্যেক প্রমিতিরই পক্ষে জ্ঞান যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে সামগ্রী কথিত উভয়বিধবস্তুর দ্বারা ঘটিত হইতে পারে, নচেৎ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক প্রমিতির পক্ষে

* এই মতে জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং এই প্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানের কারণত্ববিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত। অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধরূপ-প্রমিতিস্থলে জ্ঞানের কারণত্ব নির্ব্বিবাদ। কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমিতিস্থলে ইন্দ্রিয় এবং সন্নিকর্ষই বিশেষ কারণ, তাহারা তো বোধ-স্বভাব নহে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমিতির প্রতি জ্ঞানের কারণত্বপক্ষে উদাহরণ দেখাইতে হইবে। যদিও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উপর বিশেষণজ্ঞানাত্মক নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের কারণত্ব আছে দেখা যায়, তথাপি নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞানের কার্য্য নহে বলিয়া তাদৃশ প্রত্যক্ষের সামগ্রী উক্ত উভয়বিধবস্তুর দ্বারা ঘটিত কেমন করিয়া হয়? ইহার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, জন্যমাত্রের প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ জন্য বলিয়া তাহারও প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের ও সামগ্রীর মধ্যে জ্ঞান আসিল। তবে এই মতে নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানও প্রমিতিবিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নির্ব্বিকল্পকসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখাইয়াছেন। বিশ্বনাথবৃত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট আছে। তবে বৃত্তিকার নব্য নৈয়ায়িক, কোন প্রাচীনের গ্রন্থে ঐরূপ লক্ষণ দেখা যায় না। কোন প্রাচীনগ্রন্থে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখা যায় না সত্য। তথাপি প্রাচীন নৈয়ায়িক শিবাদিত্য মিশ্র স্বরচিত-সপ্তপদার্থীগ্রন্থে নির্ব্বিকল্পককে একমাত্র প্রমা বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

* তাঁহার মতেও নির্ব্বিকল্পকটী বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাহাদের সম্বন্ধকে লইয়া প্রবৃত্ত নহে। উহা কেবলমাত্র বিশেষ্যের স্বরূপকে লইয়া প্রবৃত্ত। উহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের প্রথমসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ নির্ব্বিকল্পকটী কোন প্রকারকে লইয়া প্রবৃত্ত নহে বলিয়া উহা সর্ব্বদা প্রমাজ্ঞান। অতএব প্রমাজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বলায় নির্ব্বিকল্পকটী

* সবিকল্পক-নির্ব্বিকল্পকয়োস্তু প্রমায়ামপ্রমায়াঞ্চান্তর্ভাবঃ। সপ্তপদার্থী, ২৫ পৃঃ। নির্ব্বিকল্পকস্ত প্রমায়ামেবান্তর্ভবতি। তস্য প্রথমাক্ষসন্নিপাতজস্য বস্তুস্বরূপমাত্রবিষয়স্য ক্বাপ্যবাধাৎ। সর্ব্বং জ্ঞানং ধর্ম্মিণ্যভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্য্যয় ইতি ন্যায়াৎ। নির্ব্বিকল্পকস্য চ প্রকারাভাবাৎ। ইতি মিতভাষিণী।

প্রমাজ্ঞান। নিয়মটী হইতেছে এই যে "ধর্ম্মিণি সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্য্যয়ঃ।" শুক্তিরজতস্থলেও প্রথমে ধর্ম্মিমাত্রের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয়। তাহার পর ধর্ম্মিমাত্রের একটা জ্ঞান হয়, তাহা বাল-মূকাদির বিজ্ঞানসদৃশ। ধর্ম্মিগতনামজাত্যাদিকে লইয়া তাহা প্রবৃত্ত নহে। সুতরাং নির্ব্বিকল্পকরূপী সেই প্রথমজ্ঞানটী প্রমা। রজতত্বকে প্রকাররূপে গ্রহণ করিলে তাহা ভ্রম হইত। নব্যমতে প্রমাজ্ঞান এবং ভ্রমজ্ঞান-মাত্রই বিশিষ্টজ্ঞান। কিন্তু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানটী যখন কোন প্রকারকে লইয়া প্রবৃত্ত নহে, তখন উহা অবিশিষ্টজ্ঞান। অতএব নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান প্রমাও নহে এবং ভ্রমও নহে। এইজন্য ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত আছে যে, "ন প্রমা ন ভ্রমঃ স্যান্নির্ব্বিকল্পকম্।" অতএব নির্ব্বিকল্পক-পক্ষেও সামগ্রীর প্রমাণতা আবশ্যক। ব্যক্তির প্রমাণতাবাদী প্রাচীনগণের মতে নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের পক্ষে প্রমাণ নাই এই কথা পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষপ্রমার করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই কথা বলিলেও কথিতপ্রকারে নির্ব্বিকল্পকের প্রমাত্ব না থাকায় নির্ব্বিকল্পকের পক্ষে প্রমাণ নাই এই কথা বলা চলিবে না; কারণ বিশ্বনাথ বৃত্তিতে এবং শিবাদিত্য নির্ব্বিকল্পকেরও প্রমাত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাপারবৎ কারণ করণ হইলে নির্ব্বিকল্পকের প্রতি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণ হইবে। এবং যাহা উপস্থিত হইলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী তাহা করণ হইলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই প্রমাণ হইবে। ব্যাপারশূন্যেরও করণত্ব ইঁহাদের সম্মত। উদ্দ্যোতকর এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে প্রমাণ বলিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদ একমাত্র জয়ন্তের আবিষ্কৃত নহে। কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদ উদ্ভাবিত করিয়াছেন।* কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে প্রত্যক্ষসূত্রে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়, বিষয়ের সহিত

* যদ্বেন্দ্রিয়ং প্রমাণং স্যাৎ তস্য বার্থেন সঙ্গতিঃ।
মনসো বেন্দ্রিয়ৈর্যোগ আত্মনা সর্ব্ব এব বা॥ শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্রে, কারিকা ৬০।

ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ, আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ, কিংবা সকলই একযোগে প্রমাণ হইতে পারে।

সামগ্রীর করণতাবাদীর মতে কর্ত্তা এবং কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও এবং ব্যাপারযুক্ত কোন কারণ তদতিরিক্ত থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষকে করণ বলা চলিবে না। কারণ—যখন ঘট দেখি, তখন কি কেবলমাত্র চক্ষুর সহায়তায় ঘট দেখি? যদি লোক অন্যমনস্ক থাকে, তবে সে চক্ষুর সম্মুখে ঘট ধরিলেও দেখিতে পায় না। চক্ষু ত তাহার আছে, তবে সে দেখিতে পায় না কেন? সুতরাং কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দেখা যায়, তাহা নহে। সকল ইন্দ্রিয়ের নায়ক মন যদি সেই সময়ে চক্ষুর সহিত সংযুক্ত থাকে, এবং মনের সংযোগে বলবত্তর চক্ষু যদি সেই সময়ে বাহ্যবস্তুর সহিত মিলিত হয়, তবে সেই চক্ষু তখন নিজের সম্মুখীন বস্তুটী দেখিতে পাইবে, নচেৎ নহে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই যে দর্শন-কার্য্যটীর পরিচয় সম্পূর্ণ হইল, তাহাও নহে। কারণ সেই সময়টী যদি নিশীথকাল হয়, তবে কোন লোকই পেচকের ন্যায় অন্ধকারস্থ কোন বস্তুই দেখিতে সমর্থ হয় না। এরূপ স্থলে দর্শন-কার্য্যের সমাধান করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তৎকালে আলোক ব্যতীত কেবলমাত্র মন, চক্ষু এবং দৃশ্য বস্তুর সাহায্যে দর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবে না। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং মন চক্ষু দৃশ্যবস্তু এবং আলোক সকলেই একযোগে ঐ দর্শনক্রিয়ার করণ। করণ হইলেও উহারা প্রত্যেকে বিভিন্নরূপে করণ নহে। উহাদের সমষ্টিই করণ। ইহাই সামগ্রীর করণত্ব-বিধানকৌশল। এই নীতির অনুসরণে তদতিরিক্ত অনেক বস্তুই ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত হইবে। মনে কর পরিদৃশ্যমান ঘটাদিবস্তুর সহিত নয়নাদির সংযোগ ঘটিলে প্রথমে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর 'এই ঘট' এই প্রকার নাম-জাত্যাদি-যোজনাময় সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ হয়। ঐ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষটী বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ [অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ও তাহাদের সম্বন্ধ লইয়া ঐ প্রত্যক্ষ হয়]। উহার প্রতি নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ কারণ। কারণ—নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষটী বিশেষণ-জ্ঞানস্বরূপ। বিশেষণ-জ্ঞান বিশিষ্ট-

জ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। উক্ত বিশেষণ-জ্ঞানও সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের কারণ-সমষ্টির অন্তর্গত। এবং হানাদিবুদ্ধিস্থলেও কথিতরীতি অনুসারে সবিকল্পকপ্রত্যক্ষও তাহার কারণ-সমষ্টির অন্তর্গত। এই জন্য জয়ন্ত বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রীকে প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে যে সামগ্রী প্রমাণ হইবে, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন দ্বিবিধ বস্তুই সন্নিহিত। কথিতস্থলেও তাহাই হইয়াছে। জয়ন্তের মতে নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষণ-জ্ঞানরূপে কারণতা ও সামগ্রীরূপে করণতা সম্মত। এবং হানাদি-বুদ্ধিটী পরামর্শরূপ বলিয়া তাহার প্রতি সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের লিঙ্গ-দর্শন-রূপ বিশেষণ-জ্ঞান বিধায় কারণত্ব ও সামগ্রীরূপে প্রমাণত্ব এই প্রকার দ্বৈরূপ্য সম্মত। হানাদিবুদ্ধির পরামর্শরূপতাসম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। একই বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আরও একটী কথা এই যে, ঐ পরিদৃশ্যমান বস্তুটী প্রত্যক্ষগ্রাহ্যরূপহীন হইলে কেবলমাত্র মন, চক্ষু এবং আলোকদ্বারা উপলব্ধ হইত না। রূপহীনের চাক্ষুষ হয় না। অতএব ঐ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (উদ্ভূত) রূপও ঐরূপে ঐ সামগ্রীর মধ্যে পতিত। ঐ নীতির অনুসরণে আরও অনেক বস্তু ঐ সামগ্রীর পুষ্টিসাধন করিতে পারে, গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কর্ত্তৃপ্রভৃতিকারকের স্বতন্ত্রতা এবং উপযোগিতা প্রমাণিত হইলেও ঐ ভাবে সামগ্রীকে করণ বলা ও প্রমিতিকার্য্যে প্রমাণ বলা সমীচীন।

যে তু বোধস্যৈব প্রমাণত্বমাচক্ষতে, ন সূক্ষ্মদর্শনাস্তে, বোধঃ খলু প্রমাণস্য ফলং ন সাক্ষাৎ প্রমাণম্। করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ, প্রমীয়তেঽনেনেতি প্রমাণম্। প্রমীয়তে ইতি কোঽর্থঃ, প্রমা জন্যতে ইতি। প্রমাণাদবগচ্ছাম ইতি চ বদন্তো লৌকিকাঃ করণস্যৈব প্রামাণ্য-মনুমন্যন্তে। যস্তু প্রমা প্রমাণমিতি প্রমাণশব্দঃ স প্রমাণফলে দ্রষ্টব্যঃ। তথাচ সংশয়-বিপর্য্যয়াত্মকং প্রমাণফলমিতি জ্ঞানমাত্মমনোঽনুমানে তদ্‌বিশেষণার্থ-পরিচ্ছেদে বা বিশিষ্টপ্রমাণজননাৎ * প্রমাণতাং প্রতি-

* প্রমাজননাদিত্যেব সমীচীনঃ পাঠঃ।

পদ্যতে। অব্যভিচারাদি-বিশেষণোপপন্নমপি জ্ঞানমফলজনকমপ্রমাণমেব ন প্রমাণমুচ্যতে।* তদযুক্তম্। সকলজগদ্‌বিদিত-বোধেতর-স্বভাবশব্দ-লিঙ্গ-দীপেন্দ্রিয়াদিপরিহারপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সামগ্র্যনুপ্রবিষ্টবোধো † বিশেষণজ্ঞানমিব ক্বচিৎ প্রত্যক্ষে লিঙ্গজ্ঞানমিব লিঙ্গিপ্রমিতৌ সারূপ্যদর্শনমিবোপমানে শব্দশ্রবণমিব তদর্থজ্ঞানে প্রমাণতাং প্রতিপদ্যতে। অতএব বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ

যাঁহারা কেবলমাত্র জ্ঞানকে প্রমাণ বলেন, তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। জ্ঞান প্রমাণের ফল, সাক্ষাৎ (স্বয়ং) প্রমাণ নহে। কারণ—প্রমাণশব্দটী করণার্থের অভিধায়ক [অর্থাৎ করণবাচ্যে অনট্‌প্রত্যয়যোগে প্রমাণশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে]। ইহার দ্বারা প্রমিতি-কার্য্য সম্পাদিত হয়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। 'প্রমীয়তে' এই শব্দটীর অর্থ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, প্রমা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপ অর্থ। সাধারণ লোক 'প্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝিয়া থাকি' এই প্রকার বলিয়া প্রমিতিকার্য্যের যাহা করণ, তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু 'প্রমা প্রমাণ' এই প্রকার বাক্যের ঘটকীভূত যে প্রমাণশব্দ, তাহার অর্থ প্রমিতি ইহা দেখিয়া লইবে। [অর্থাৎ যদি কোন স্থলে প্রমা-অর্থে প্রমাণশব্দের প্রয়োগ থাকে, তবে সেই স্থলে করণবাচ্যে অনট্‌প্রত্যয়যোগে প্রমাণশব্দটী নিষ্পন্ন নহে, ভাববাচ্যে অনট্‌প্রত্যয়যোগে প্রমাণশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রমাণ-ফল প্রমাই তাহার অর্থ ইহা বুঝিয়া লইবে।] তাহাই যদি হইল, তবে ইহাই বোধ-প্রামাণ্যবাদী আমাদের সিদ্ধান্ত

* আদর্শমুদ্রিতপুস্তকে প্রমাণমুচ্যতে ইত্যেব পাঠো বর্ত্ততে স তু ন সমীচীনঃ।

† সামগ্র্যনুপ্রবিষ্টো বোধ ইত্যেব পাঠঃ সমীচীনঃ।

যে, সংশয় এবং ভ্রমভিন্ন যে জ্ঞান, তাহাই প্রমা, এবং ঐ প্রমা প্রমাণের ফল। [অর্থাৎ উহা প্রমাণ নহে] অতএব [অর্থাৎ প্রমাগত অপ্রামাণ্যটী জ্ঞানগত প্রামাণ্যের ব্যাঘাতক হয় না বলিয়া] জ্ঞান আত্মা এবং মনের অনুমানস্থলে কিংবা প্রমিতির বিষয়ীভূত অর্থের প্রকাশস্থলে অথবা হেয়ত্বোপাদেয়ত্বাদি-বোধস্থলে বিভিন্ন প্রমিতি সম্পাদন করে বলিয়া প্রমাণ হইয়া থাকে।

[অর্থাৎ আত্মা এবং মনের অস্তিত্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয় বলিয়া আত্মা এবং মনের পক্ষে জ্ঞানকে সকলেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। জ্ঞান যখন গুণপদার্থ, তখন উহার কেহ আশ্রয় আছে, কোন গুণ নিরাশ্রয় হয় না। যাহা ঐ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহা আত্মা। এইরূপে ঐ জ্ঞানটী আত্মাকে প্রমাণিত করে। সুতরাং জ্ঞান প্রমাণ। এবং জ্ঞান যখন ক্রিয়াবিশেষ, তখন উহার করণ আছে। যেহেতু ক্রিয়ামাত্রই সকরণক। উহার যে করণ, তাহাই মন। এইরূপে ঐ জ্ঞানটী মনকে প্রমাণিত করে বলিয়া জ্ঞান প্রমাণ। এবং প্রত্যক্ষাদির পর জ্ঞাতার নিকট বিষয়প্রকাশ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষাদির পর জ্ঞাতা প্রত্যক্ষাদির বিষয়কে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বিষয়-প্রকাশ বা গ্রাহ্যত্বাদি-বোধের প্রতি প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান করণ বলিয়া প্রমাণ।]

জ্ঞান ভ্রমাদিভিন্ন হইলেও প্রমিতিরূপ ফলকে উৎপাদন করিতে না পারিলে অপ্রমাণই থাকিবে, আমরা তাদৃশ জ্ঞানকে প্রমাণ বলি না, এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ—জ্ঞানমাত্র প্রমাণ হইলে প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ শব্দ, লিঙ্গ, দীপ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে জ্ঞানভিন্ন বলিয়া প্রমাণ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। সুতরাং উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, যেরূপ কোন প্রত্যক্ষে [অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের পক্ষে] বিশেষণজ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাণ হইয়া থাকে, যেরূপ লিঙ্গজ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাত্মকসাধ্যানুমিতির পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে, যেরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপমিতির পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে এবং যেরূপ শব্দজ্ঞান সামগ্রীর

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শব্দবোধের পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেরূপ জ্ঞানও (কথিত প্রকারে) সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাণ হইতে পারিবে। [অর্থাৎ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া প্রমাণ হইতে পারিবে না।] অতএব জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন এই উভয়প্রকারবস্তু-ঘটিত সামগ্রী প্রমাণ এই কথা বলিয়াছি।

টিপ্পনী

প্রতিষিদ্ধ পক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্যবাদটী জৈনদিগের সম্মত বলিয়া মনে হয়। অতি প্রাচীন জৈন দার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকর স্বরচিত ন্যায়াবতার-গ্রন্থে জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যবাদ বিশদরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নব্য জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্রাচার্য্য স্বরচিত প্রমেয়-কমল-মার্ত্তণ্ড-নামক গ্রন্থে সামগ্রীর প্রমাণতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমাণমাত্রই অজ্ঞানবিরোধী, সুতরাং তাহা জ্ঞানভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। সামগ্রী যখন জ্ঞান নহে, তখন উহা প্রমাণ হইতে পারে না। এবং ঐ সামগ্রী জ্ঞান নহে বলিয়া অজ্ঞানবিরোধীও নহে। এবঞ্চ ফলীভূত প্রমিতির সহিত জ্ঞানরূপ প্রমাণের সাক্ষাৎসম্বন্ধ থাকায় সামগ্রীর তাদৃশ সম্বন্ধ না থাকায় [অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সম্বন্ধ থাকায়] সামগ্রী প্রমাণ হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রমাণ। কিন্তু ঐ জ্ঞানটী সম্যক্ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান নিরাকার বলিয়া তাঁহাদের মতে প্রমাণ নহে। স্বপরপরিচ্ছিত্তি [অর্থাৎ স্বপরপ্রকাশ] ঐ প্রমাণের ফলীভূত প্রমিতি। যদিও প্রমাণভূত জ্ঞান স্বয়ং স্বপর-প্রকাশস্বরূপ, অথচ প্রমাণ এবং প্রমিতি ২টী ভিন্ন না হইলে প্রমিতিকে প্রমাণের ফল বলা হয় কিরূপে? এইরূপ অনুপপত্তি জৈনসিদ্ধান্তের উপর হইতে পারে বটে, তথাপি ইহার উত্তর প্রমাণমীমাংসাকার দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদিও প্রমাণ এবং ফল ২টীই এক জ্ঞান

হইতেছে, তথাপি ব্যবস্থাপকব্যবস্থাপ্যভাব লইয়া উহাদের মধ্যে ভেদ আছে, কার্য্যকারণভাব লইয়া উহাদের ভেদ নাই। কারণ, একই বস্তু কার্য্য এবং কারণ একই বিষয়ে হইতে পারে না। প্রমাণ ব্যবস্থাপক এবং প্রমিতি ব্যবস্থাপ্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রমিতি ব্যবস্থাপকরূপে অভিন্ন এবং ব্যবস্থাপ্যরূপে ভিন্ন হইতে পারে। অতএব ভেদাভেদবাদই ইঁহাদের অভিমত ইহা বুঝা যায়।

ভেদাভেদবাদ অন্যদর্শনেও স্বীকৃত আছে। সাংখ্যমতেও কারণ-রূপে অভিন্ন এবং কার্য্যরূপে ভিন্ন এইভাবে ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠাপিত আছে। কিংবা অজ্ঞাননিবৃত্তি বা প্রমাণগম্যবিষয়ে উপাদেয়ত্ববোধ বা হেয়ত্ববোধ প্রমিতি। ইঁহারা উপেক্ষ্যত্ববোধকে সাধারণের প্রমিতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইঁহাদের মতে সাধারণ লোক বিষয়াসক্ত, সুতরাং উপেক্ষাকার্য্যে অনিপুণ, যোগিগণ বিরক্ত সুতরাং উপেক্ষ্যত্ব-বোধ তাঁহাদেরই হয়;—এই কথাও ন্যায়াবতারগ্রন্থে আছে। ন্যায়-দীপিকাকার ধর্ম্মভূষণ কেবলমাত্র অজ্ঞাননিবৃত্তিকে প্রমিতি বলিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে প্রথম প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ—ঐ প্রথম প্রত্যক্ষই ঐ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়াছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধসাধনসদৃশ। তাঁহাদের মতে প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হইয়া থাকে, কদাচ গৃহীতগ্রাহী হয় না।

সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদপ্রতিষেধকল্পে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে আরও অনেক কথা আছে। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। জয়ন্তের সামগ্রীর প্রমাণতাসমর্থক যুক্তির প্রভাবে জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদটী প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই যুক্তি পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্যে তুল্যসামগ্র্যধীনয়োর্জ্ঞানার্থয়োর্গ্রাহ্যগ্রাহকভাবং বদন্তো বোধং প্রমাণমভ্যুপাগমন্। ক্ষণভঙ্গিষু পদার্থেষু সহকার্য্যুপাদানকারণা-পেক্ষক্ষণান্তর-সন্ততি-জননেন চ লোকযাত্রামুদ্বহৎসু জ্ঞান-জন্মনি জ্ঞানমুপাদানকারণম্ অর্থঃ সহকারি কারণম্; অর্থজন্মনি চার্থ উপাদান-কারণং জ্ঞানং সহকারি কারণমিতি। জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানার্থজন্যমর্থশ্চার্থ-

জ্ঞানজন্যো ভবতীত্যেবমেকসামগ্র্যধীনতয়া তমর্থমব্যভিচরতো জ্ঞানস্য তত্র প্রামাণ্যমিতি।

অনুবাদ

(বৌদ্ধ দার্শনিকের মত) অপর দার্শনিক তুল্যসামগ্রীর অধীন জ্ঞান এবং অর্থের গ্রাহ্যগ্রাহকভাব স্বীকার করিয়া জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়াছেন। [অর্থাৎ জ্ঞান এবং অর্থের উৎপাদক সামগ্রী তুল্য, সামগ্রী তুল্য হইলেও ঐ উভয়ের মধ্যে জ্ঞান বিষয়প্রকাশক, অর্থ (অর্থাৎ বিষয়) গ্রাহ্য (অর্থাৎ প্রকাশ্য), সুতরাং জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া প্রমাণ। এই কথা বলিয়াছেন।] ক্ষণিক পদার্থগুলি সহকারী এবং উপাদান এই প্রকার দ্বিবিধকারণের সাহায্যে অপরক্ষণধারার সৃষ্টির দ্বারা সংসার বজায় করিতে থাকিলে [অর্থাৎ ক্ষণিকবস্তুমাত্রই সহকারী কারণ এবং উপাদান কারণ এই দ্বিবিধকারণের সাহায্যে অপর ক্ষণিক বস্তু সৃষ্টি করে, এইভাবে প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সংসার বজায় থাকে, সংসার শূন্যময় হয় না। এই নিয়মটী পূর্ব্বাপর-প্রচলিত, সুতরাং] জ্ঞানের উৎপত্তির পক্ষে (পূর্ব্ববর্ত্তী) জ্ঞান উপাদান কারণ, বিষয় সহকারী কারণ, এবং বিষয়ের উৎপত্তির পক্ষে বিষয় উপাদান কারণ, জ্ঞান সহকারী কারণ—এই প্রকার দ্বিবিধ কারণ বলিতে হইবে। জ্ঞানও জ্ঞান এবং বিষয়জন্য, বিষয়ও বিষয় এবং জ্ঞানজন্য এইরূপে উহারা তুল্যসামগ্রীজন্য বলিয়া জ্ঞান এবং অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় বিষয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রমাণ, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের মত।

তদিদমনুপপন্নম্। অফলজনকস্য প্রমাণত্বাপত্তেরিত্যুক্তত্বাৎ। অপিচ কর্ম্মণি জ্ঞানং প্রমাণমিষ্যতে। যথোক্তং সব্যাপারমিবাভাতি ব্যাপারেণ স্বকর্ম্মণেতি। স চায়মর্থক্ষণো জ্ঞানসমকালস্ততঃ পূর্ব্বাভ্যাং জ্ঞানার্থক্ষণাভ্যামুপজনিত ইতি তৎকর্ম্মতাং প্রতিপদ্যতাং ন পুনঃ স্ব-সমানকালপ্রসূতজ্ঞানক্ষণকর্ম্মতামিতি। ননু চ তুল্যসামগ্র্যধীনতয়া সমানকালতয়া চ তদব্যভিচারসিদ্ধৌ ক কর্ম্মত্বমুপযুজ্যতে। হন্ত তর্হি

সহোৎপন্নয়োঃ সমানসামগ্রীকয়োর্গ্রাহ্যগ্রাহকনিয়মঃ কিংকৃত ইতি কর্ত্তব্যম্ * (বক্তব্যম্), জ্ঞানং প্রকাশস্বভাবমিতি গ্রাহকম্। অর্থো জড়াত্মেতি গ্রাহ্যমিতি চেদয়মপি বিশেষস্তুল্যকারণয়োঃ কুতস্ত্যঃ। উপাদানসহকারি-কারণভেদাদিতি চেন্ন; তস্য ক্ষণভঙ্গভঙ্গে নিরা-করিষ্যমাণত্বাৎ। যে হি নিরাকারস্য বোধরূপস্য নীলপীতাদ্যনেকবিষয়-সাধারণত্বাজ্ জনকত্বস্য চ চক্ষুরাদাবপি ভাবেনাতিপ্রসঙ্গাৎ তদা-কারত্বকৃতমেব জ্ঞানকর্ম্মনিয়মমবগচ্ছন্তঃ সাকারবিজ্ঞানং প্রমাণমিতি প্রতিপেদিরে, তেঽপি বিজ্ঞানাদ্বৈতসিবাধয়িষয়ৈবমভিদধানাস্তন্নিরাস-প্রসঙ্গ এব নিরসিষ্যন্তে। ন হ্যেকমেব সাকারং জ্ঞানং গ্রাহ্যং গ্রাহকঞ্চ ভবিতুমর্হতীতি বক্ষ্যতে। অর্থস্তু সাকারজ্ঞানবাদিনো ন সমস্ত্যেব। স হ্যনুমেয়ো বা স্যাৎ প্রত্যক্ষো বা। নানুমেয়ঃ সম্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ।

অর্থে হি সতি সাকারং নিরাকারং তদত্যয়ে।
নিত্যানুমেয়বাহ্যার্থবাদী জ্ঞানং ক্ব দৃষ্টবান্॥

অনুবাদ

সেই এই মতটী সঙ্গত নহে। কারণ—যাহা ফলীভূত প্রমিতির অজনক, তাহাতে প্রমাণত্বের আপত্তি হয়। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। [অর্থাৎ বৌদ্ধমতে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান সজাতীয়জ্ঞানভিন্ন অন্য কোন প্রমিতি উৎপন্ন করে না। সুতরাং পরবর্ত্তী জ্ঞানের তুল্যাকার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে প্রমাণ বলা অনুচিত। এবং তোমাদের মতে প্রমাণ ও প্রমিতির ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাব, কার্য্যকারণভাব নাই, অতএব যাহাকে প্রমাণ বলিতে যাইতেছ, তাহা ফলজনক না হওয়ায় প্রমাণ হইতে পারে না।] আরও একটী কথা এই যে, ব্যাপার থাকিলে তোমরা জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া থাক। [অর্থাৎ ব্যাপার না থাকিলে জ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না।] এই মর্ম্মে তোমরা বলিয়াছ যে, জ্ঞানের কার্য্যটী জ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া

* বক্তব্যমিতি সাধুঃ পাঠঃ।

জ্ঞান ব্যাপারবানের ন্যায় শোভমান হয়। এবং এই সেই জ্ঞানের সমানকালীন ক্ষণিক অর্থ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞান ও ক্ষণিক অর্থের কার্য্য হইতে পারে, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সমানকালীন ক্ষণিক অর্থ সমানকালীন ক্ষণিক জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না। [অর্থাৎ দৃশ্যমান অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের কর্ম্ম হইলেও সেই জ্ঞান এই অর্থের প্রকাশক নহে; এবং যে জ্ঞান দৃশ্যমান অর্থের প্রকাশক, সেই অর্থ সেই জ্ঞানের কার্য্য নহে। তাহাই যদি হইল তাহা হইলে জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্য লইয়া প্রমাণ হইল না] কারণ—জ্ঞান-কালে জ্ঞানের কর্ম্ম অসম্ভব। (এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীর উক্তি) (সিদ্ধান্তবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ স্বজন্যব্যাপারদ্বারা বা স্বয়ং স্বীয়কার্য্যকালপর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞান উত্তরকালোৎপন্ন-ক্ষণিক-জ্ঞানকালে থাকে না। এবং সমানকালীন কোন কর্ম্মও দেখা যায় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না) (পুনরায় বৌদ্ধের আশঙ্কা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন পুনরায় বক্তব্য এই যে, জ্ঞান এবং অর্থ যখন তুল্যসামগ্রী হইতে উৎপন্ন এবং তুল্য-কালবর্ত্তী, তখন তাহারা পরস্পর অব্যভিচারী। সুতরাং ঐ অব্যভিচারিতা উপপন্ন হইতেছে বলিয়া কর্ম্মত্বের উপযোগিতা কোথায়? [অর্থাৎ বৌদ্ধের অভিপ্রায় এই যে, তুল্য সামগ্রীর অধীনতা ও তুল্যকালোৎপত্তি অব্যভিচারিতার নিয়ামক। এবং ঐ অব্যভিচারিতা জ্ঞানের প্রমাণতা নিয়ামক। কর্ম্মসাহায্য প্রমাণতার নিয়ামক নহে। আমাদের প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার কার্য্যকারণভাবমূলক নহে, সুতরাং প্রমাণের কোন কার্য্য দেখাইবার প্রয়োজন নাই।] [যাহার কার্য্য নাই, তাহা প্রমাণ হইবে না এই নিয়ম মানি না। ইহাই মর্ম্মার্থ।] (সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর) দুঃখের সহিত জানাইতেছি, তাহা হইলে তুল্যকালে উৎপন্ন এবং তুল্য-সামগ্রীর অধীন তাদৃশ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবটা কোন্ নিয়মে হইল ইহা বলিতে হইবে। জ্ঞান প্রকাশস্বভাব বলিয়া গ্রাহক, এবং অর্থ জড়স্বভাব বলিয়া গ্রাহ্য, এই কথা যদি বল, তদুত্তরে বলিব যে, জ্ঞান এবং অর্থের কারণ যখন সমান, তখন উহাদের স্বভাবগত ভেদ কোথা

হইতে হইল? যদি বল যে, উহাদের উপাদান কারণ এবং সহকারী কারণের ভেদবশতঃ স্বভাবগত ভেদ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ—তাহারও ক্ষণভঙ্গবাদ-নিরাকরণপ্রসঙ্গে খণ্ডন করিব। *

নিরাকার শুদ্ধ জ্ঞান নীলপীতাদিসর্ব্বসাধারণ বলিয়া এবং প্রমিতি-জনকত্ব নয়নাদিতে থাকে বলিয়া প্রমিতিজনককে প্রমাণ বলিলে অতিপ্রসক্তি হওয়ায় জ্ঞান যাহার আকারে আকারিত, তাহা সেই প্রমেয়ের প্রকাশক হয় এইরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা সাকার বিজ্ঞান প্রমাণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন [অর্থাৎ বিষয়বন্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ না করিয়া নিরাকার শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে প্রমাণ বলিলে সকল জ্ঞান সকলের পক্ষে প্রমাণ হইয়া পড়ে। এবং জ্ঞান-মাত্রকে প্রমাণ না বলিয়া প্রমিতিজনককেও প্রমাণ বলা দুরূহ; কারণ—তথাকথিত প্রমিতিজনকত্ব প্রমাণরূপে অননুমোদিত নয়নপ্রভৃতিতেও আছে। সুতরাং সাকারবিজ্ঞানই প্রমাণ। সাকারবিজ্ঞানটী প্রমাণ হইলে প্রমেয়ের সহিত প্রমাণের সম্বন্ধও নিয়মিত হইতে পারিবে। কারণ—যে প্রমেয়ের আকারে বিজ্ঞান আকারিত, সেই প্রমেয়ের পক্ষেই সেই বিজ্ঞান প্রমাণ, অন্যের পক্ষে নহে এইরূপ নিয়ম করা চলিবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে তথাকথিত অতিব্যাপ্তি দোষও হইবে না। সুতরাং সাকারবিজ্ঞানই প্রমাণ এই কথা যাঁহারা বলিয়াছেন] বিজ্ঞানের অদ্বৈতসাধনেচ্ছায় [অর্থাৎ বাহ্যার্থকে প্রত্যক্ষের অগোচরে রাখিয়া বিজ্ঞানমাত্রের গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাবরূপ একভাবের সাধনেচ্ছায়] যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, বিজ্ঞানবাদ-নিরাসপ্রসঙ্গকালেই তাঁহাদের কথারও প্রতিবাদ করিব। কারণ—একমাত্র সাকারজ্ঞান গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই উভয় প্রকার হইতে পারে না এই কথা বলিব। [অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের স্বভাব পরস্পরবিরুদ্ধ, একই জ্ঞানে উহা থাকিতে পারে না। একই জ্ঞান যদি গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এই উভয়প্রকারই

* জ্ঞান যদি (কারণের বৈচিত্র্যে) প্রকাশস্বভাব হয়, তাহা হইলে জ্ঞানে প্রকাশকত্বই থাকিবে, কদাচ প্রকাশ্যত্ব থাকিতে পারিবে না। ২টী বিরুদ্ধ স্বভাব একত্র থাকিতে পারে না। অথচ জ্ঞানে ২টী স্বভাবই দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত।—ইত্যাদি কথা পরে বলিব।

হইত; বাহ্য অর্থ যদি প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিত; তাহা হইলে বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষতাবাদীর মতে যেরূপ নীলাদি বাহ্যার্থ বর্ত্তমান হইয়া প্রত্যক্ষের গোচর হইলে 'নীলজ্ঞান' 'পীতজ্ঞান' বলিয়া গ্রাহকীভূত জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেরূপ ঐ বাহ্যার্থ অতীত হইলেও ঐ প্রকার ব্যবহার হয়। কারণ—গ্রাহ্য এবং গ্রাহক পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু নীলাদি বাহ্য অর্থকে প্রত্যক্ষগোচর না বলিলে অথচ গ্রাহ্যবিজ্ঞান না থাকিলে গ্রাহকীভূত বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কারণ—সে পক্ষে একই জ্ঞান গ্রাহ্য এবং গ্রাহক। সুতরাং ঐ জ্ঞানের অসত্তাকালে গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয়ই থাকিল না। অতএব সেই সময়ে 'নীলজ্ঞান' 'পীতজ্ঞান' বলিয়া ব্যবহার করা সম্ভব নহে। এবঞ্চ অর্থ গ্রাহ্য না হইলে জ্ঞানের ভেদও হইতে পারে না, কারণ—জ্ঞানভেদ বিষয়ভেদমূলক এই কথা পরে বলিব।] এবঞ্চ সাকার-বিজ্ঞানবাদীর মতে বাহ্য অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ—সেই বাহ্য অর্থ অনুমানের গোচর, না প্রত্যক্ষের গোচর, কি হইতে পারে? অনুমানের গোচর হইতে পারে না। কারণ ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় নাই। অর্থ থাকিলে জ্ঞান সাকার হয়, অর্থ না থাকিলে জ্ঞান নিরাকার হয়, বাহ্যার্থের নিত্যানুমেয়ত্ববাদী এইরূপ জ্ঞান কোথায় দেখিয়াছেন? [অর্থাৎ যাঁহাদের মতে বাহ্য অর্থ নিত্য অনুমেয়, তাঁহাদের মতে আন্তর জ্ঞান সময়বিশেষে অর্থের সাহায্যে সাকার বলিয়া এবং সময়বিশেষে অর্থের অভাবে নিরাকার বলিয়া উপলব্ধ হয় ইহা অসম্ভব কথা। বাহ্য অর্থকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ আন্তর জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা অসঙ্গত উক্তি। আন্তর জ্ঞান যখন দৃষ্টির অগোচর, তখন দৃশ্যমান সাকার-জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যার্থের নিত্যানুমেয়ত্ববাদ প্রতিষ্ঠাপিত করা চলে না]

নাপি প্রত্যক্ষোঽর্থঃ, আকারদ্বয়প্রতীত্যভাবাৎ, অভ্যুপগমে চানবস্থা-প্রসঙ্গাৎ। অর্থাকারো হি নিরাকারজ্ঞানগম্যো ন ভবতীতি জ্ঞানেনাকার-বত্তা গৃহ্যতে। সোঽয়মিদানীং জ্ঞানাকারোঽপি গ্রাহ্যত্বাদন্যেনাকারবতা গৃহ্যতে সোঽপ্যন্যেনেতি।

অনুবাদ

(তাঁহাদের মতে) বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধও হইতে পারে না। কারণ—আকারদ্বয়ের প্রতীতি হয় না। [অর্থাৎ তাঁহাদের মতে জ্ঞানগত আকারটী বাহ্যার্থগত আকার হইতে ভিন্ন। এবং তাহা প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। বাহ্যার্থও যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে সাকার বিজ্ঞান ও বাহ্যার্থ উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে বলিয়া ঐ বাহ্যার্থের আকারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে। কিন্তু তথাকথিত ২টী আকার (যুগপৎ) প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে।] আকারদ্বয়ের প্রতীতি স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষের আপত্তি হয়। (কেমন করিয়া অনবস্থা-দোষ হয়, তাহার সমাধান) অর্থগত আকারটী নিরাকার-জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া গ্রাহকীভূত জ্ঞানের আকার স্বীকার করিতে হইবে। এবং সেই এই জ্ঞানগত আকারটীও সাকার অন্য জ্ঞানের গ্রাহ্য, এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে।

অথবা অর্থো নিরাকারজ্ঞানগ্রাহ্যতাং নোপযাতীতি স্বগ্রাহকে জ্ঞানাত্মনি সমর্পিতাত্মা ভবতীতি সাকারং জ্ঞানমেবেদং সম্পন্নমিতি পুনরর্থোঽন্যঃ কল্পনীয়ঃ, সোঽপি গ্রাহ্যত্বাৎ স্বগ্রাহকস্য সাকারত্বসিদ্ধয়ে তত্রৈব লীয়তে ইতি সাকারং জ্ঞানমেবাবশিষ্যতে ইতি পুনরর্থোঽন্য ইতীত্থমনবস্থা। প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা তু জনকত্বনিবন্ধনা ভবিষ্যতি, বস্তুস্বভাবস্যা-পর্য্যনুযোজ্যত্বাৎ। সাকারপক্ষেঽপি পর্য্যনুযোগসাম্যমিত্যাদি সর্ব্বমুপরিষ্টাৎ সবিস্তরমভিধাস্যতে। সাকারপক্ষেঽপি চ ন প্রমাণাদ্ব্যতিরিক্তং ফলমুপদর্শিত-মিত্যসৎপক্ষ এবায়ম্।

অনুবাদ

কিংবা বাহ্য বস্তু নিরাকারজ্ঞানের বিষয় হয় না। এই কারণে যে জ্ঞানটী ঐ বাহ্যবস্তুর গ্রাহক হয়, ঐ বাহ্যবস্তুটী স্বগ্রাহকীভূত ঐ জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। [অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিয়া মিশিয়া

যায়। বাহ্যবস্তুর আর পৃথক্‌সত্তা থাকে না।] এই কারণে এই জ্ঞানই সাকার হয়। [অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সমর্পণের দ্বারা কেবলমাত্র জ্ঞানের আকার উপলব্ধ হয়, অর্থের আকার উপলব্ধ হয় না। সুতরাং আকারদ্বয়ের প্রতীতি হয় না।] বাহ্যবস্তুর আত্মসমর্পণ করায় পুনরায় অন্য বাহ্যবস্তুর কল্পনা করিতে হইবে। [অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বাহ্যবস্তুটী জ্ঞানে মিশিয়া যাওয়ায় অন্য তাদৃশ বস্তু অব্যবহিতপরে সেই স্থানে না থাকিলে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষাদির অনুপপত্তি হয়। এই জন্য অন্য তাদৃশ বাহ্যবস্তুর কল্পনা করিতে হয়।] তাহাও গ্রাহ্য বলিয়া তাহার গ্রাহক স্বীকার করিতে হইবে। সেই গ্রাহকেরও সাকারত্বসাধনের জন্য (পরবর্ত্তী) বাহ্যবস্তুটীও তাহাতেই লীন হইয়া থাকে। এই কারণে একমাত্র সাকার জ্ঞানটী অবশিষ্ট থাকে। এইজন্য পুনরায় অন্য অর্থের কল্পনা করিতে হয়। এই কারণে এইভাবে অনবস্থা-দোষ হয়।

[অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা পরবর্ত্তী বাহ্যবস্তুটী প্রকাশিত হয়, সেই পরবর্ত্তী বাহ্যবস্তুটীও স্বপ্রকাশকজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া মিশিয়া যাইবে, নচেৎ সেই ২য় জ্ঞানটী সাকার হইতে পারে না। সুতরাং আর পরবর্ত্তী বাহ্যবস্তুর পৃথক্‌সত্তা থাকে না। কেবলমাত্র ২য় জ্ঞানটী তাহার প্রকাশক হইয়া তদাকার হইয়া রহিল। এইখানেই সমাপ্তি করাও চলিবে না। কারণ—তৃতীয়চতুর্থপ্রত্যক্ষের এবং অন্যবিধব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। এই কারণে পুনরায় সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্য তাদৃশ বস্তুকে হাজির করিতে হইবে। এই রীতিতে চলিলে একঘেয়ে অভিনয়-রূপ অনবস্থার প্রসক্তি হয়।] (আকারদ্বয় স্বীকার করিলে যদি অনবস্থা হয়, এবং বাহ্যার্থসমর্পণেও যদি অনবস্থা হয়, অথচ নিরাকার জ্ঞানকে বিষয়প্রকাশক বলিলে সকল জ্ঞান সকল বিষয়ের প্রকাশক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমাদেরও উপপত্তি হয় কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত সমাধান করিতেছেন।) কিন্তু (আমাদের মতে) কার্য্যভূত প্রত্যেক প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা [অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকতা-নিয়ম] জনকতা-মূলক হইবে। [অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ যে বিষয়জন্য হইবে, সেই প্রত্যক্ষ সেই বিষয়ের প্রকাশক এইরূপ নিয়ম আমরা বলিব। বিষয়ের প্রকাশ্যতা

এবং প্রত্যক্ষের প্রকাশকতা এই নিয়মটীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাকারত্ববাদ-স্থাপন অনাবশ্যক।] কারণ—বস্তুস্বভাবকে তিরস্কার করা চলে না। [অর্থাৎ যে জনক সে প্রকাশ্য, আর যে জন্য সে প্রকাশক, এই প্রকার নিয়মের পক্ষে কার্য্যকারণের স্বভাবই প্রযোজক।]

(অনুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞান বিষয়জন্য নহে, সুতরাং সেই সকল জ্ঞান বিষয়প্রকাশক হয় কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত সমাধান করিতেছেন।)

জ্ঞানের সাকারত্ববাদপক্ষেও ঐরূপ দোষ আছে। [অর্থাৎ অনুমিতি-স্থলে বিষয় অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া অনুমিতিস্বরূপজ্ঞান বিষয়াকার হয় কিরূপে?] এই সকল কথা বিস্তারপূর্ব্বক পরে বলিব। এবং সাকার-পক্ষেও সাকারজ্ঞানরূপ প্রমাণ হইতে প্রমিতিরূপ ফলের ভেদ দেখান হয় নাই। এইজন্য এই সাকারপক্ষটী সঙ্গত নহে। [অর্থাৎ প্রমাণ এবং প্রমিতি এই উভয়ের সম্পূর্ণ প্রভেদ না থাকিলে কে প্রমাণ কে বা প্রমিতি ইহা বুঝা কঠিন। অতএব সাকারবিজ্ঞানবাদীর পক্ষ সঙ্গত নহে।]

টিপ্পনী

বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধদার্শনিকদিগের চারিটী সম্প্রদায় দেখা যায়। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক এই চারিজন উক্ত চতুর্ব্বিধসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সর্ব্বশূন্যতাবাদের প্রবর্ত্তক, যোগাচার বাহ্যার্থশূন্যতাবাদের প্রবর্ত্তক, সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদের প্রবর্ত্তক এবং বৈভাষিক বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষত্ব এবং অনুমেয়ত্ব এই উভয়বাদের প্রবর্ত্তক। সুতরাং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয়ই বাহ্যার্থের অস্তিত্ববাদী। জয়ন্তের প্রতিষিদ্ধ সাকারজ্ঞানবাদটী বৌদ্ধ সৌত্রান্তিকের সম্মত ইহা আমার মনে হয়। কারণ—উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিকই বাহ্যার্থকে অনুমেয় বলিয়াছেন। এখানেও সেই বাহ্যার্থের অনুমেয়ত্ববাদ লইয়া এই বিচারটী প্রবৃত্ত।

জয়ন্ত প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে বৈভাষিকের মত উত্থাপিত করিয়া জ্ঞান এবং অর্থের স্বরূপগত বৈষম্য হইতে পারে না দেখাইয়া সেই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর নিত্যানুমেয়-বাহ্যার্থবাদী সৌত্রান্তিকের মত উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থ মানিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে সেই বাহ্যার্থ অনুমেয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা তাঁহার মতে সাকার-বিজ্ঞান। তাঁহার মতে ঐ সাকার-বিজ্ঞানটী গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয়রূপ। ঐ সাকারবিজ্ঞান গ্রাহক বলিয়া তাঁহার মতে প্রমাণ। সাকারবিজ্ঞান-শব্দের অর্থ, অর্থসদৃশ জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানগত অর্থসাদৃশ্যই প্রমাণ। ইহাই তাৎপর্য্য। প্রমাণের এইরূপ স্বরূপনির্দ্দেশ তাৎপর্য্যটীকায়ও ব্যক্ত আছে। তাঁহাদের মতে প্রমাণপ্রমিতিব্যবহার কার্য্যকারণ-ভাবমূলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাবমূলক। প্রমিতি ব্যবস্থাপ্য, প্রমাণ ব্যবস্থাপক। তাঁহাদের মতে একই জ্ঞানে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাব থাকে। [অর্থাৎ একই জ্ঞান ব্যবস্থাপ্য এবং ব্যবস্থাপক হইয়া থাকে।] একত্র কার্য্যকারণভাব থাকে না বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাব থাকিতে পারে। এই কথা ন্যায়বিন্দুনামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে ব্যক্ত আছে। এখানে 'বিজ্ঞানাদ্বৈতসিষাধয়িষয়া' এই কথাটী থাকায় কাহারও মনে হইতে পারে যে, এই পূর্ব্বপক্ষটী বিজ্ঞানমাত্রা-স্তিত্ববাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ—পূর্ব্বাপর বাহ্যার্থের অস্তিত্ববাদসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে হঠাৎ পূর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ অসঙ্গত। পূর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ যদি উপস্থিত হইত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী আলোচনার বিষয় অর্থ হইত না। কারণ—পূর্ণ বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে অর্থ অস্তমিত। সাকার-বিজ্ঞানবাদটী অর্দ্ধজরতীয়ায়ানুগামী। কারণ—এই মতে বাহ্য অর্থ অনুমেয় বলিয়া বাহ্য অর্থ উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই মতে বাহ্য অর্থ প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায় বিজ্ঞান লইয়া সকল ব্যবহার উপপন্ন হইয়া থাকে অথচ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানও হয়। সুতরাং এই মতে ঐ প্রত্যক্ষাত্মক বিজ্ঞানের গ্রাহ্য ঐ প্রত্যক্ষাত্মক বিজ্ঞান স্বয়ং,

এবং গ্রাহকও ঐ প্রত্যক্ষাত্মক বিজ্ঞান। অতএব প্রমাণভূত সাকার বিজ্ঞানের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাববশতঃ আংশিক বিজ্ঞানবাদও আসিল। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ২টী মাত্র প্রমাণ। এইজন্য জয়ন্ত 'স হি অনুমেয়ো বা স্যাৎ প্রত্যক্ষো বা'। এই বলিয়া দ্বিবিধপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। সাকারবিজ্ঞানবাদটী সঙ্গত নহে, ইহা জয়ন্ত দেখাইয়াছেন। আংশিকবিজ্ঞানবাদের যাহা মূল ভিত্তি, সেই একই বিজ্ঞানের গ্রাহ্যগ্রাহকভাব অনুপপন্ন, এই সকল কথা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। জয়ন্ত একই বিজ্ঞানের গ্রাহ্যগ্রাহকভাবখণ্ডনের জন্য পরে অনেক কথা বলিবেন, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিন্মাত্র বলিতেছি। পূর্ব্বেও এই কথা বলিয়াছি—গ্রাহ্য এবং গ্রাহক পরস্পর বিসদৃশ পদার্থ। একই বস্তু উক্ত উভয়রূপের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমিতির বিষয়কে গ্রাহ্য বলে, এবং প্রমিতির জনককে গ্রাহক বলে। গ্রাহ্য (প্রমেয়) কদাচিৎ প্রমিতির জনক হইতে পারিলেও সর্ব্বত্র প্রমিতির জনক হয় না। কিন্তু গ্রাহক (প্রমাণ) সর্ব্বত্রই প্রমিতির জনক হয়। অতএব গ্রাহ্য এবং গ্রাহক বিসদৃশ। সুতরাং একবস্তু উভয়স্বরূপ হইতে পারে না। এবঞ্চ (অনুমানস্থলে) গ্রাহ্য না থাকিলেও প্রমাণ-ব্যবহার অনুপপন্ন হয় না। কিন্তু গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এক হইলে গ্রাহ্য না থাকিলে কখনই গ্রাহকের (প্রমাণের) ব্যবহার উপপন্ন হইবে না। অতএব গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এক হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে প্রমাণ ও প্রমিতি একই জ্ঞান; এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নৈয়ায়িককুল-চূড়ামণি জয়ন্ত বৌদ্ধদের ঐ সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ—প্রমিতির যাহা জনক, তাহা প্রমাণ, প্রমিতি প্রমাণের ফল। সুতরাং প্রমাণ এবং প্রমিতি এক হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিয়াছেন। বাচস্পতি তাৎপর্য্যটীকায় ঐ উপলব্ধিশব্দের অর্থ প্রমিতি বলিয়াছেন। তিনিও প্রমিতিজনককে প্রমাণ বলিয়া সাকার-বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ-সম্বন্ধীয়-মতকে প্রমাণ ও প্রমিতি এক হইতে পারে না এই কথা বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নও প্রমাজনককে প্রমাণ বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী

অন্যান্য ন্যায়াচার্য্যগণও ঐ পথের পথিক। প্রাচীন নৈয়ায়িক গৌতম ঈশ্বরকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণ কিন্তু অন্যাদৃশ। তাহা কুসুমাঞ্জলির চতুর্থস্তবকে ব্যক্ত আছে।

শাবরাস্তু ব্রুবতে য এতে বোধপ্রামাণ্যবাদিনো বিজ্ঞানাদভিন্নমেব ফলমভিদধতি, তে বাঢ়ং নিরসনীয়া ভবন্ত্যেব, বয়ন্তু বিজ্ঞানাদ্ ভিন্নমেব ফলমর্থদৃষ্টতাখ্যমভ্যুপগচ্ছামঃ। তেনৈব তদনুমীয়তে. জ্ঞানং হি নাম ক্রিয়াত্মকম্, ক্রিয়া চ ফলানুমেয়া, জ্ঞাতৃব্যাপারমন্তরেণ ফলানিষ্পত্তেঃ। সংসর্গোঽপি কারকাণাং ক্রিয়াগর্ভ এব ভবতি ; তদনভ্যুপগমে কিমধিকৃত্য কারকাণি সংসৃজ্যেরন্? ন চাসংসৃষ্টানি তানি ফলবন্তি। ক্রিয়াবেশ-বশাচ্চ কারকং কারকং ভবতি। অপরথা হি তদ্ বস্তুস্বরূপমাত্রমেব স্যাৎ, ন কারকম্। ততশ্চ ন ফলার্থিভিরুপাদীয়েতেতি ব্যবহার-বিপ্রলোপঃ। তস্মাদ্ যথা হি কারকাণি তণ্ডুল-সলিলানলস্থাল্যাদীনি সিদ্ধস্বভাবানি সাধ্যং ধাত্বর্থমেকং পাকলক্ষণমুররীকৃত্য সংসৃজ্যন্তে, সংসৃষ্টানি চ ক্রিয়া-মুৎপাদয়ন্তি. তথাত্মেন্দ্রিয়-মনোঽর্থসন্নিকর্ষে সতি জ্ঞানাখ্যো ব্যাপার উপজায়তে, স চ ন প্রত্যক্ষঃ, অর্থস্যৈব বহির্দ্দেশসম্বন্ধস্য গ্রহণাদাকার-দ্বয়-প্রতিভাসাভাবাদগৃহীতস্যাপি তস্য চক্ষুরাদিবত্বুপায়ত্বাৎ *। পরোক্ষোঽপি চাসৌ বিষয়প্রকাশতা-লক্ষণেন ফলেন কল্প্যতে। তদাহ ভাষ্যকারঃ—† ন হ্যজ্ঞাতেঽর্থে কশ্চিদ্ বুদ্ধিমুপলভতে, জ্ঞাতে ত্বনুমানা-দবগচ্ছতীতি।

অনুবাদ

শবর স্বামী বলেন যে, এই জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদীরা প্রমাণ এবং তাহার ফল প্রমিতিকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন, তাহাদিগকে নিরাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও আমরাও জ্ঞানের প্রামাণ্যবাদী বটে

* চক্ষুরাদিবদুপায়ত্বাচ্চ ইত্যেব পাঠঃ সমীচীনঃ।

† শাবরভাষ্যে অ. ১ পা. ১ সূ. ৫।

তথাপি আমরা প্রমাণ এবং তাহার ফলকে অভিন্ন বলি না। পরন্তু ভিন্ন বলিয়া থাকি।

আমাদের মতে) প্রমাণভূতবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর বিজ্ঞেয়গত দৃষ্টতানামক (জ্ঞাততানামক) ফল উৎপন্ন হয়। সেই ফলের দ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন বিজ্ঞানটী অনুমিত হইয়া থাকে। যেহেতু (আমাদের মতে) জ্ঞানটী ক্রিয়াস্বরূপ। ক্রিয়া চিরকাল ফলের দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। অনুমানের কারণ এই যে, জ্ঞাতার জ্ঞানব্যাপারটী পূর্ব্বে উৎপন্ন না হইলে ফল নিষ্পন্ন হয় না। (বেশী কথা আর কি বলিব) কারকগুলির পরস্পরসম্মেলনও প্রত্যক্ষের অগোচর ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাহা স্বীকার না করিলে কাহার জন্য কারকগুলি একত্র সম্মিলিত হয়? অথচ সেই কারকগুলি সম্মিলিত না হইলে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই কারক প্রকৃত কারক হইয়া থাকে। এই কথা স্বীকার না করিলে [ক্রিয়াসম্বন্ধই কারকত্ব-প্রযোজক ইহা স্বীকার না করিলে] (যাহাকে কারক বলিতেছ) তাহা আর কারক থাকে না; তাহা যে জাতীয় বস্তু, তজ্জাতীয় বস্তু বলিয়াই পরিচিত হওয়া উচিত। তাহাই যদি স্বীকার কর, তবে ফলার্থী হইয়া তাহাকে গ্রহণ না করাই উচিত। [অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদন না করিলেও যদি কারক হয়, তবে সাধারণ লোক ফলার্থী হইয়া তাহাকে গ্রহণ করে কেন? গ্রহণ করিবার কোনই আবশ্যকতা থাকে না।] ইষ্টাপত্তি বলিলে ব্যবহারের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। [অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদননিবন্ধন কারকসংগ্রহ-বিষয়কব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে।] অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যেরূপ পূর্ব্বসিদ্ধ তণ্ডুল, জল, অগ্নি এবং স্থালীপ্রভৃতি বস্তুগুলি সম্পাদনীয় পচ্‌ধাতুর অর্থ একমাত্র পাকক্রিয়ার উদ্দেশ্যে (তৎকালে) সংসৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সংসৃষ্ট হইয়া ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তদ্রূপ (প্রত্যক্ষস্থলেও) আত্মা, বহিরিন্দ্রিয় মন এবং গ্রাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ হইলে [অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার, বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের, এবং গ্রাহ্য-বিষয়ের সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে] জ্ঞাননামক ক্রিয়া উৎপন্ন

হয় এবং সেই জ্ঞাননামক ক্রিয়াটীর প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ—বহিরিন্দ্রিয় বহির্দ্দেশে কেবলমাত্র বাহ্য অর্থের গ্রহণ করে (আন্তর জ্ঞানের গ্রহণ করিতে পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের মতে জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ হয়, অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। * শাবর-ভাষ্যকার সেই মতের প্রতিষেধ এইস্থানে করিতেছেন।) আকারদ্বয়ের প্রতীতি হয় না। [অর্থাৎ জ্ঞানেরও যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে সাকার জ্ঞানের আকার এবং বিষয়েরও আকার উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু যখন উভয় আকারের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না এই কথা বলিতে হইবে। এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও নেত্র-প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় উপায় হইতে পারে। [অর্থাৎ নেত্র-প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় যেরূপ প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও স্বকার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয় না, সেরূপ জ্ঞাননামক ক্রিয়াও প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও স্বকার্য্য (অর্থগত জ্ঞাততারূপ) সাধন করিতে পারে।] এবং ঐ জ্ঞানরূপ ব্যাপার পরোক্ষ হইলেও বিষয়গত জ্ঞাততারূপ ফলের দ্বারা অনুমিতির বিষয় হইতে পারে। [অর্থাৎ বিষয়প্রকাশ হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে পূর্ব্বে আমাদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানটী বিষয়-প্রকাশরূপ কার্য্যের অনুমেয় ইহা বলা যাইতে পারে।] শাবর-ভাষ্যকার সেই কথা বলিয়াছেন। বিষয়টী অজ্ঞাত হইলে কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের [বিষয়-প্রকাশক পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানের] অনুসন্ধান করে না। কিন্তু বিষয়টী জ্ঞাত হইলে অনুমানের দ্বারা (সেই জ্ঞানকে) বুঝে। ইহাই সেই কথা।

(জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ 'যদিও জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক, তথাপি জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সেই সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং প্রদীপের ন্যায় অর্থকেও প্রকাশিত করে', এই কথা বলিলে শাবর-ভাষ্যকার 'ন হ্যজ্ঞাতেঽর্থে' ইত্যাদি কথা বলিয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন। ক্ষণিকজ্ঞানের এইরূপ ক্ষমতা নাই, যাহার

* শাবরভাষ্যে এই কথা আছে। ১ অ. ১ পা. ১১ সূ.

বলে সে নিজেকে এবং বিষয়কে যুগপৎ প্রকাশ করিতে পারে। ভাষ্য-কারের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানপ্রকাশ ও বিষয়প্রকাশ যুগপৎ হইতে পারে না। বিষয়প্রকাশ জ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং ঐ বিষয়প্রকাশরূপ কার্য্যের দ্বারা জ্ঞানরূপ কারণের অনুমান হয়। এবং বিষয়প্রকাশটী জ্ঞানরূপ পদার্থই নহে। উহা জ্ঞাততানামক ধর্ম্মান্তর। জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হয় না। উহা অতীন্দ্রিয়। পশ্চাৎ উহার অনুমান হয়।)

বার্ত্তিককৃতাপ্যুক্তম্ *—

"নান্যথা হ্যর্থসদ্ভাবো দৃষ্টঃ সন্নুপপদ্যতে।
জ্ঞানং চেন্নেত্যতঃ পশ্চাৎ প্রমাণমুপকল্প্যতে॥ ইতি †

তদেব ফলানুমেয়ো জ্ঞানব্যাপারো জ্ঞানাদিশব্দবাচ্যঃ প্রমাণম্। ইন্দ্রিয়াদীনাং তদুৎপাদকতয়া জ্ঞানমুপচরতি ন সাক্ষাদিতি। অত্র প্রতিবিধীয়তে। অহো বত ইমে কেভ্যো বিভ্যতঃ শ্রোত্রিয়াঃ পরং কিমপি বৈক্লব্যমুপাগতাঃ। ন খল্বনিত্যং পরোক্ষং জ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। জ্ঞাতোহর্থ ইতি ক্বচিৎ তদ্‌বিশিষ্টার্থপ্রত্যবমর্শদর্শনাদ্ বিশেষণাগ্রহণে শুক্লঃ পট ইতিবদ্ বিশিষ্টপ্রতীতেরনুৎপাদাচ্চ ‡। কশ্চায়মিয়ান্ সংত্রাসঃ, বিষয়গ্রহণকালে বিজ্ঞানাগ্রহণমাত্রকেণ বাহ্যার্থনিহ্নববাদিনঃ শাক্যাঃ শক্যাঃ শময়িতুম্।

অনুবাদ

শ্লোকবার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন—পূর্ব্বে জ্ঞান না হইলে কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান না হইলে

* শ্লোকবার্ত্তিকে (কাশী মুদ্রিত পুস্তকে) শূন্যবাদ, শ্লোঃ ১৮২।

† ব্যাখ্যা—অর্থাপত্তিজ্ঞানস্য প্রমাণম্। সা চার্থস্য জ্ঞাতস্য জ্ঞাততান্যথানুপপত্তিপ্রভবা, প্রাগর্থস্য জ্ঞাততাভাবান্নোৎপদ্যতে। জ্ঞাতত্বে চ পশ্চাৎ তজ্‌জ্ঞাততানুপপত্ত্যা অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমুপজায়তে। তদ্‌যুক্তং পূর্ব্বং স্বগ্রহণং পশ্চাচ্চ গ্রহণমিতি। ইতি ন্যায়রত্নাকরব্যাখ্যা।

‡ রনুৎপাদাচ্চ ইত্যেব শোভনঃ পাঠঃ।

বিষয়ের জ্ঞাতত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী। পরে প্রমাণের কল্পনা হয়।

[অর্থাৎ—পূর্ব্বে যে জ্ঞান হয়, অনুমান তাহার বোধক নহে; অর্থাপত্তি তাহার বোধক। পূর্ব্বে জ্ঞান না হইলে কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান না হইলে জ্ঞাতত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের অনুসন্ধান করিবে। যেখানেই অর্থাপত্তির ব্যবহার, সেইখানেই অগ্রে অনুপপত্তির অনুসন্ধান হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। অতএব জ্ঞানের পক্ষে অর্থাপত্তিই প্রমাণ। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই পরিজ্ঞাত হয় না, পশ্চাৎ প্রমাণের সাহায্যে পরিজ্ঞাত হয়।] এই পর্য্যন্ত ভট্টের মত। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, বিষয়গত জ্ঞাতত্বরূপ ফলের দ্বারা অনুমেয় এবং জ্ঞানাদি-শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমাণ। (যাহা জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, তাহাই প্রমাণ এই কথা বলায় ইন্দ্রিয়াদির * প্রমাণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলিতেছেন) ইন্দ্রিয়াদি সেই জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া ইন্দ্রিয়াদিতেও জ্ঞানপদের উপচার হয়। ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানপদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে [অর্থাৎ শক্যার্থ নহে]।

[অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদিও জ্ঞানপদের অর্থ বলিয়া তাহা লক্ষ্যার্থ, তাহা শক্যার্থ নহে। অতএব জ্ঞানপদের যাহা লক্ষ্যার্থ, তাহা শক্যার্থ নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। যাহা জ্ঞানপদের শক্যার্থ, তাহা প্রমাণ।] এই পর্য্যন্ত শবরস্বামীর মত। তাৎপর্য্য—শবরস্বামীর মতে জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ, অন্য পদার্থ প্রমাণ নহে। এবং ঐ প্রমাণ অনুমানগম্য; প্রত্যক্ষগম্য নহে। বিষয়ের জ্ঞাততা ঐ প্রমাণের ফল। সুতরাং জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদী বৌদ্ধের ন্যায় ইঁহার মতে প্রমাণ ও ফল এক-জাতীয় পদার্থ হইল না।] শবরস্বামীর মতের উপর প্রতিবাদ করিতেছি। আহা কি দুঃখের বিষয়, এই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ কাহার নিকট হইতে

* আদিপদগ্রাহ্য সন্নিকর্ষ।

ভয় পাইয়া একেবারেই বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়াছেন। ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা, কারণ—অনিত্য জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ নহে।

[অর্থাৎ নির্বিকল্পকজ্ঞান ভিন্ন উৎপত্তিশীল নিজ নিজ সকল জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শবরস্বামীর মতে জ্ঞান উৎপন্ন হইল, অথচ তাহা প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিল, ইহা অনুভববিরুদ্ধ কথা।] 'জ্ঞাত অর্থ' এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি কোনস্থানে হয় দেখা যায়। কিন্তু বিশেষণ শুক্লগুণ গৃহীত না হইলে যেরূপ শুক্লপটস্থলে বিশিষ্টবুদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাত অর্থ এই স্থলেও বিশেষণ-জ্ঞান গৃহীত না হইলে জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। [অর্থাৎ বিশেষণীভূত জ্ঞান গৃহীত না হইলে জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধির অনুপপত্তি সর্ববাদিসংমত। কেবলমাত্র শবরস্বামীর মতে জ্ঞান গৃহীত না হইলেও জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্য কথা।] এবং এত কি ভয়? ঘটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষকালে যদি ঐ প্রত্যক্ষটী প্রত্যক্ষগম্য না হইয়া অনুমানগম্য স্বীকার কর, তাহা হইলে বাহ্যার্থের প্রচ্ছন্নতাবাদী (বিজ্ঞান-প্রত্যক্ষতাবাদী) বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইতে পারে।

টিপ্পনী

বিজ্ঞানবাদী সৌত্রান্তিক বৌদ্ধবিশেষ বাহ্য অর্থ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বাহ্য অর্থ প্রত্যক্ষগম্য বলেন না, অনুমানগম্য বলেন। এই ঘট, এই পট, এই মঠ ইত্যাদিরূপ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের হেতুরূপে বাহ্য অর্থের অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। বাহ্য অর্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কিন্তু শবরস্বামীর মতটী উহার বিপরীত। বাহ্য অর্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; তথাকথিত বিজ্ঞানগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অনুমানের বিষয় হয়। শবরস্বামী বৌদ্ধমত অপেক্ষা নূতন কথা বলিয়াছেন এই মাত্র পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধমতনিরাসক অন্য কোন সুযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং

শবরের মতটী আদরণীয় নহে। সৌত্রান্তিক যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত বলা ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

যত্তু ক্রিয়াস্বভাবত্বাৎ তস্য পরোক্ষত্বং, তদযুক্তম্। নহি ক্রিয়াস্বভাবং জ্ঞানম্, অপি তু ফলস্বভাবমেব। অপিচ ক্রিয়াপি প্রত্যক্ষদ্রব্যবর্ত্তিনী প্রত্যক্ষৈব, ভট্টানাং প্রত্যক্ষশ্চাত্মা, তৎকিমনেনাপরাদ্ধং যদেতদীয়ক্রিয়ায়া অপ্রত্যক্ষত্বমুচ্যতে। ন চোৎক্ষেপণাদিভেদভিন্নঃ*-পরিস্পন্দাত্মকব্যাপার-ব্যতিরেকেণ † বাহ্যকারকেষপি সূক্ষ্মা নাম কাচিদস্তি ক্রিয়া। সা হি যদি নিত্যা জাতিবৎ, অথানিত্যা রূপবদ্বস্তুধর্ম্ম ইষ্যেত। তত্র যদি নিত্যা, তর্হি সর্ব্বদা বস্তুনঃ ক্রিয়াযোগাৎ সর্ব্বদা ফলনিষ্পত্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ কারকনির্বর্ত্ত্যা ক্রিয়া, সাপীদানীং কার্য্যত্বাৎ সব্যাপারকারককার্য্যা ভবেদিত্যনবস্থা। নিষ্ক্রিয়কারককার্য্যত্বে তু ক্রিয়ামিব ফলমপি নিষ্ক্রিয়াণ্যেব কারকাণি কুর্য্যুরিতি কিং ক্রিয়য়া।

অনুবাদ

জ্ঞান ক্রিয়াস্বভাব বলিয়া পরোক্ষ, এই যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা। কারণ—জ্ঞান কখনও ক্রিয়াস্বভাব নহে, পরন্তু তাহা নিয়ত ফলস্বভাব। [অর্থাৎ ফল এবং ক্রিয়া একস্বভাব হইতে পারে না। ক্রিয়া কার্য্যবিশেষের নিয়তজনক বলিয়া তদুদ্দেশ্যে তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা ফল, তাহা তদতিরিক্ত অন্য ফলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না। তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অথবা যাহার সম্পাদন অসম্পাদন বা অন্যথাকরণ ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে, তাহাই ফলস্বভাব। জ্ঞানও তাদৃশ ফলস্বভাব, কারণ—জ্ঞানের কারণ ঘটিলে জ্ঞানকে কেহই আটকাইতে পারে না। কিন্তু যাহা প্রকৃত ক্রিয়া, তাহার সম্পাদন অসম্পাদন বা অন্যথাকরণ ইচ্ছাসাপেক্ষ।] আরও একটী কথা এই

* উৎক্ষেপণাদিভেদভিন্না এষ এব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

† ব্যতিরেকেণ চ ইত্যেষ পাঠঃ শোভনঃ।

যে, ক্রিয়াও প্রত্যক্ষবিষয়ীভূতদ্রব্যে থাকিলে প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, ইহা ভট্টের কথা। (তথাকথিত জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত) জীবাত্মার প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং জ্ঞান যদি ক্রিয়াও হয়, তাহা হইলেও এই আত্মা কি অপরাধ করিয়াছে যাহার ফলে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া (প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত) আত্মার আশ্রয়ে থাকিলেও অপ্রত্যক্ষ হয় এই কথা বলিতেছ ?

ক্রিয়া বলিতে গেলে আমরা উৎক্ষেপণাদির অন্যতমকে এবং পরিস্পন্দকে বুঝি, তাহারা তো সকলেই প্রত্যক্ষগম্য। তজ্জাতীয়ভিন্ন অন্য কোন সূক্ষ্মক্রিয়ার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-কারকে অতীন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে পারে।

কারণ—ঐ ক্রিয়াকে যদি নিত্য বল, তবে উহা জাতির ন্যায় (নিত্য) পদার্থ ইহা বলিতে হইবে। যদি অনিত্য বল, তবে উহা রূপের ন্যায় (উৎপত্তি-বিনাশশীল) বস্তুধর্ম্ম ইহা তোমাদের অভিমত বলিতে হইবে।

সেই ২টী পক্ষের মধ্যে ক্রিয়ার নিত্যত্ব-পক্ষ যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে বস্তুতে ক্রিয়া সর্ব্বদা থাকায় সর্ব্বদা ফল উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কারণ—ক্রিয়া কখনও নিষ্ফল অবস্থায় থাকে না।

যদি বল ক্রিয়া জন্য, তাহা হইলে কারণই উক্ত ক্রিয়ার নিষ্পাদক ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িল, কারণ—সেই ক্রিয়াটীও এখন কার্য্য বলিয়া [অর্থাৎ বর্ত্তমানে কার্য্য বলিয়া] সব্যাপার কোন কারককে তাহার নিষ্পাদক বলিতে হইবে। [অর্থাৎ সেই ক্রিয়াটীও যখন উপস্থিত কার্য্য, তখন তাহারও নিষ্পাদক কিছু বলিতে হইবে। যাহাকে নিষ্পাদক বলিবে, সেও নির্ব্ব্যাপার অবস্থায় নিষ্পাদন করিতে পারিবে না। অগত্যা নিষ্পাদনের অনুরোধে ঐ নিষ্পাদকের তথাকথিত ক্রিয়ার নিষ্পাদনোপযোগী কিছু ব্যাপার * স্বীকার করিতে হইবে, এবং উক্ত ব্যাপারটীকে নিত্য বলিলে তথাকথিত ক্রিয়ার সর্ব্বদা নিষ্পত্তির আপত্তি হয়। সুতরাং উক্ত ব্যাপারকেও

* ব্যাপারশব্দের অর্থ ক্রিয়া।

কার্য্য বলিতে হইবে, এবং উহা যদি কার্য্য হইল, তবে উহারও নিষ্পাদনের জন্য অন্য একটী সব্যাপারকারক আবশ্যক হইল। এবং ঐ কারকেরও বিশেষণীভূত ব্যাপারের কার্য্যতাবশতঃ অন্য সব্যাপার-কারক আবশ্যক হইল, এইরূপে অগণিত সব্যাপারকারকের সংঘর্ষে অনবস্থা দোষ আসিল।]

যদি বল, যে, তথাকথিত ক্রিয়া সব্যাপার [অর্থাৎ সক্রিয়]-কারকের কার্য্য নহে, কিন্তু উহা নিষ্ক্রিয়কারকের কার্য্য। তাহা হইলে কারকগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়াই ক্রিয়ার ন্যায় ফলকেও উৎপন্ন করিতে পারে, ক্রিয়া-স্বীকারের প্রয়োজন কি ?

[অর্থাৎ কারকগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়াই যদি ক্রিয়াকে উৎপন্ন করিল, তবে ঐ কারকগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ফলসম্পাদন করুক। ফল-সম্পাদনের জন্য ফলের পূর্ব্বে ফল হইতে অতিরিক্ত ক্রিয়ার সম্পাদনের আবশ্যকতা কি ? ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে জ্ঞাতত্বরূপফলের জন্য জ্ঞানক্রিয়াস্বীকারের প্রয়োজন কি ? কেবলমাত্র কারকই উক্ত ফলের জনক হইবে।]

নন্নু করোতীতি কারকং ক্রিয়াবেশমন্তরেণ কারকত্বানুপপত্তেঃ। সত্যং করোতীতি কারকম্, তত্তু ফলমেব করোতি ন ক্রিয়াম্। নন্নু করোতীতি যদ্ রূযে সেয়মুক্তৈব ক্রিয়া ভবতি, চৈত্রঃ কটং করোতীতি চৈত্রস্তৈব * কটস্তৈব করোত্যর্থস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, তৎকৃতমেব চৈত্রাদীনাং কারকত্বম্। উচ্যতে। নাতীন্দ্রিয়ক্রিয়াযোগনিবন্ধনঃ কারকভাবঃ, ক্রিয়ায়া অতীন্দ্রিয়ত্বেন তদ্‌যোগকৃতকারকত্বানধিগমে ব্যবহারবিপ্রলোপপ্রসঙ্গাৎ। ক্রিয়াবেশকৃতং হি তৎকারকত্বমনবগচ্ছন্তঃ কথং ফলার্থিনস্তদুপাদদীরন্ ?

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহা করে, তাহাই কারক [অর্থাৎ যাহার ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহাই কারক।] কারণ—ক্রিয়ার সহিত

* অত্র এবশব্দপ্রয়োগো ন সঙ্গতঃ। চৈত্রস্তেনেতি পাঠঃ সঙ্গতঃ।

সম্বন্ধ না হইলে কারকত্বই অনুপপন্ন হয়। (অতএব ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। ইহাই তাৎপর্য্য।)

যাহা করে, তাহা কারক ইহা ঠিক কথা বটে, কিন্তু কারকত্ব যে একমাত্র ক্রিয়াসাপেক্ষ, ইহা কোথা হইতে আসিল? ক্রিয়াসম্পাদন না করিলেও কেবলমাত্র ফলসম্পাদনদ্বারাও কারকত্ব উপপাদিত হইতে পারে।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, 'করোতি' এই কথা যে বলিতেছ, সেই কথার দ্বারা একমাত্র ক্রিয়ারই উল্লেখ করিতেছ। [অর্থাৎ যখন 'করোতি' এই কথা বলিতেছ, তখন ক্রিয়াস্বীকারে তোমার বাধা কৈ? যে ব্যক্তি ক্রিয়া স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি 'করোতি' এইরূপ ব্যক্যপ্রয়োগও করিতে পারে না। কারণ—ধাত্বর্থ এবং 'করোত্যর্থ' উভয়ই ক্রিয়া।] কারণ, চৈত্র ঘট করিতেছে, এই বাক্যটীর দ্বারা চৈত্রের ন্যায় কটের ন্যায় করোত্যর্থকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। [অর্থাৎ "চৈত্রঃ কটং করোতি" ইত্যাদিপ্রয়োগস্থলে কট যেরূপ ক্রিয়াযোগে কর্ম্ম হইতেছে, সেইরূপ চৈত্রেরও ক্রিয়াযোগে কর্ত্তৃত্ব হইতেছে। ক্রিয়াযোগস্বীকার না করিলে কর্ত্তৃত্বও বাধিত হইয়া পড়ে। (অতএব জ্ঞানরূপক্রিয়ার যোগে আত্মারও কর্ত্তৃত্ব অক্ষুন্ন, এবং তাদৃশ জ্ঞানক্রিয়ারই ফল জ্ঞাতত্ব। ইহাই তাৎপর্য্য। চৈত্রাদির কারকতা ক্রিয়া-যোগমূলক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য হইতেছে এই যে, কারকতা অতীন্দ্রিয়ক্রিয়াযোগমূলক নহে। [অর্থাৎ কারকত্ব সর্ব্বত্র ক্রিয়াযোগমূলক সত্য বটে, কিন্তু ঐ ক্রিয়া অতীন্দ্রিয় নহে।] কারণ, ক্রিয়ামাত্রই যদি অতীন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে (তাহার প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা না থাকায়) ক্রিয়াধীন কারকত্বও প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। [অর্থাৎ কারক বলিয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইবে না।] তাহা হইলে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি-বিষয়ে ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। [অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি প্রকারে যদি প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে কে কর্ত্তা, কে কর্ম্ম ইত্যাদি কিছুই স্থির হইবে না। ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে কর্ত্তৃকর্ম্মাদিবিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি বলিয়া ব্যবহারের লোপ হইয়া

পড়ে। কারণ—ব্যবহারমাত্রই ব্যবহার্য্যবস্তুর জ্ঞানসাপেক্ষ।] ক্রিয়ামাত্রের অধীনকারকস্বরূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে ফলার্থিগণ কেমন করিয়া সেই কারণগুলিকে সংগ্রহ করেন? [অর্থাৎ কারকস্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর না হইলে কেহই ফললাভের জন্য কারকগুলিকে বাছিয়া লইতে পারে না।]

মৎপক্ষে কারকত্বং হি নাস্তি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়ম্।
কারকত্ব-স্বরূপস্য * সহকার্য্যাদিসন্নিধিঃ ॥
তাবদেব বিনিশ্চিত্য তদুপাদীয়তেঽর্থিভিঃ।
তদেবোপাদদানৈশ্চ ফলমপ্যধিগম্যতে ॥
নির্ব্যাপারস্য সত্ত্বস্য কো গুণঃ সহকারিভিঃ।
সব্যাপারস্য সত্ত্বস্য কো গুণঃ সহকারিভিঃ ॥
অথ ব্যাপার † এবৈষ সর্ব্বৈঃ সম্ভূয় সাধ্যতে।
কিং ফলেনাপরাদ্ধং বস্তুঞ্চি সংভূয় সাধ্যতাম্ ॥

অনুবাদ

আমার মতে কোন কারকত্বই অতীন্দ্রিয় নহে। কারণ, সহকারিপ্রভৃতির সহিত সম্মেলনই কারকত্ব। [অর্থাৎ আমার মতে কোন কারকেরই স্বরূপ অতীন্দ্রিয় নহে। কারণ—ক্রিয়াবিশেষে যে বস্তুটী যে কারক বলিয়া ব্যবহৃত হইবে, তাহার তদতিরিক্ত সাহায্যকারীর সহিত উক্তক্রিয়াসম্পাদন-ব্যপদেশে যে সম্মেলন, তাহাই কারকত্ব।] ফলার্থিগণ ততদূরই নিশ্চয় করিয়া সেই কারককে গ্রহণ করে, এবং সেই কারককে গ্রহণ করিয়া ফললাভ করে। সহকারিগণ নিষ্ক্রিয়—পদার্থের কোন উপকার করিতে পারে না। [অর্থাৎ তাহারা সক্রিয় পদার্থেরই উপকার করে। অতএব কারকমাত্রের ক্রিয়া-স্বীকার

* কারকত্বস্বরূপশ্চ ইত্যেব সাধুঃ পাঠঃ। চো হেতৌ।

† ব্যাপারঃ ক্রিয়া।

আবশ্যক।] (ইহা জ্ঞানের ক্রিয়াত্ববাদীর কথা। সহকারিগণ জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পাদনদ্বারা জ্ঞানাশ্রয় আত্মাকে উপকৃত করে। ইহাই তাৎপর্য্য।) সহকারিগণ সক্রিয় পদার্থের কোন উপকার করে না। [অর্থাৎ সহকারিগণ ক্রিয়া-সম্পাদনদ্বারা কাহাকেও উপকৃত করে না। সুতরাং সর্ব্বত্র ক্রিয়া-স্বীকার অনাবশ্যক।] (ইহা আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব-বাদীর কথা। সহকারিগণ জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পাদন দ্বারা জ্ঞানাশ্রয় আত্মাকে উপকৃত করে না। অতএব জ্ঞানকে ক্রিয়া বলা উচিত নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।) যদি বল সহকারিগণ মিলিত হইয়া ক্রিয়াই সম্পাদন করে, তাহা হইলে বলিব যে, ফল তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? সহকারিগণ মিলিত হইয়া (ক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া) সেই ফলকেই সম্পাদন করুক। [অর্থাৎ ক্রিয়াব্যতিরেকে ফল হয় না, অতএব ফলের অনুরোধে ক্রিয়াস্বীকার আবশ্যক, সুতরাং জ্ঞাতত্ব-রূপ ফলের অনুরোধে জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিতেই হইবে—এই কথা আমরা মানি না। আমরা বলিব যে, ফলোৎপত্তির অনুরোধে সহকারিগণকৃত ক্রিয়া সর্ব্বত্র অপেক্ষিত হয় না, অতএব আমরা জ্ঞাতত্বরূপ ফলের অনুরোধে নিষ্ক্রিয় আত্মার জ্ঞানরূপ ক্রিয়া স্বীকার করিব না।]

যত্তু * করোত্যর্থস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাদিত্যুক্তং তত্রোচ্যতে। পরিস্পন্দ এব ভৌতিকো ব্যাপারঃ করোত্যর্থঃ। ন হি বয়ং পরিস্পন্দাত্মকং পরিদৃশ্য-মানং ব্যাপারমপহ্নুমহে, প্রতিকারকং বিচিত্রস্য জ্বলনাদের্ব্যাপারস্য প্রত্যক্ষমুপলম্ভাৎ। অতীন্দ্রিয়স্তু ব্যাপারো নাস্তীতি ব্রূমহে। ননু পাকো নাম ধাত্বর্থঃ পরিদৃশ্যমান-জ্বলনাদি-ব্যাপারব্যতিরিক্ত এষিতব্য এব, তমন্তরেণ ফলনিষ্পত্তেরভাবাৎ। অসতি চ তস্মিন্ কিমধিকৃত্য কারকাণি সংসৃজ্যেরন্ ইত্যুক্তম্, তদযুক্তম্। যং তমেকং ধাত্বর্থং সাধ্যং বুধ্যসে, স কিং সমুদিত-সকল-কারকসম্পাদ্য একৈক-কারক-নির্ব্বর্ত্ত্যো বা।

* ক্রিয়া হি দ্বিবিধা, সর্ব্বো ধাত্বর্থঃ করোত্যর্থশ্চ তত্রৈকঃ পরিস্পন্দনসাধ্যো গমনাদিঃ, অন্যোঽপরিস্পন্দন-সাধ্যোঽবস্থানাদিঃ ইতি বৈয়াকরণ-বিষ্ণুমিশ্র-রচিতঃ সুপদ্ম-মকরন্দঃ।

অনুবাদ

কিন্তু করোত্যর্থ প্রত্যাখ্যানযোগ্য নহে এই কথা যে বলিয়াছ, তৎপক্ষে বলিতেছি। [পরিস্পন্দভিন্ন অবস্থানাদিরূপ করোত্যর্থ ক্রিয়া সর্ব্বত্র থাকে। সুতরাং এই মতে জ্ঞানাশ্রয়েও ক্রিয়া আছে। জ্ঞানাশ্রয়ে অন্য কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানই করোত্যর্থ-ক্রিয়া। ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই মতে পরিস্পন্দ-ভিন্ন ক্রিয়াসামান্য এবং পরিস্পন্দ এই দ্বিবিধ করোত্যর্থ।] পরিস্পন্দই ভূতপদার্থগত ব্যাপার তাহাই করোত্যর্থ। [অর্থাৎ তথাকথিত দ্বিবিধ করোত্যর্থ নহে, একমাত্র পরিস্পন্দই করোত্যর্থ। আত্মায় তাদৃশ করোত্যর্থ বাধিত, সুতরাং আত্মা নিষ্ক্রিয় ইহাই যুক্তিযুক্ত।] যেহেতু পরিস্পন্দ-নামধেয় ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান; সেহেতু তাহার অস্বীকার করিতে পারি না। তবে ঐ পরিস্পন্দ এক প্রকার নহে। কারণ—বহ্নিপ্রভৃতিকারকভেদে ঐ পরিস্পন্দরূপ ক্রিয়াটীর বিভিন্নরূপ দেখা যায়। বহ্নিগত জ্বলনাদি ঐ ক্রিয়ার অন্যতম। কিন্তু আত্মায় কোন অতীন্দ্রিয় ক্রিয়া নাই, ইহা বলিতেছি। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, (কেবলমাত্র পরিস্পন্দকে ক্রিয়া বলা চলিবে না। কারণ—) ধাত্বর্থীভূতপাকনামক ক্রিয়া পরিদৃশ্যমানজ্বলনাদিক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ—পাকক্রিয়াব্যতীত তণ্ডুলাদির বিক্লিত্তিরূপফল সম্পন্ন হইতে পারে না। এবং পাকক্রিয়াস্বীকার না করিলে স্থালীতণ্ডুল-প্রভৃতি কারকগুলি কোন্ উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হইবে? এই কথা বলিয়াছি। এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। যে এক পাকক্রিয়াকে (কারকের) কার্য্য বুঝিতেছ, সেই ক্রিয়া কি মিলিত সকল কারকের কার্য্য? না একৈক কারকের কার্য্য?

তত্রাদ্যপক্ষ একৈকং ভবেৎ কারকমক্রিয়ম্।
একৈকনিষ্ক্রিয়ত্বে চ সাকল্যেঽপি কুতঃ ক্রিয়া ॥

উত্তরস্মিন্ পক্ষে প্রত্যেকমপি পাকক্রিয়াযোগাৎ কারকান্তর-নিরপেক্ষা-দেকস্মাৎ কারকাৎ ফলনিষ্পত্তিপ্রসঙ্গঃ। ন চ তথাবিধ-ধাত্বর্থপুরঃ-সরঃ কারকাণাং সংসর্গঃ।

অনুবাদ

যদি সম্মিলিত সকল কারকের কার্য্য বল, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কারক উক্ত পাকক্রিয়ার সম্পাদক নহে, এই কথা বলিতে হয়। যদি ইহাই স্বীকার কর, তবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটীর পাক-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার শক্তি না থাকিলে সম্মিলিত অবস্থায় পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবে কি প্রকারে?

উত্তর পক্ষে [অর্থাৎ একৈক কারকের কার্য্য বলিলে] প্রত্যেকের পাকক্রিয়াসম্পাদন করিবার শক্তি থাকায় কারকান্তর-নিরপেক্ষ একটী কারক হইতেই পাকক্রিয়া সম্পন্ন হউক। [অর্থাৎ সমুদয়কে অপেক্ষা না করিয়া একটীমাত্র কারক পাকক্রিয়া সম্পন্ন করুক] এবং কারকগুলির সম্মেলন পাকক্রিয়াপূর্ব্বক নহে।

ক্রিয়ানিমিত্ত-সংসর্গবাদিনো হি দ্বয়ী গতিঃ।
সত্যাং ক্রিয়ায়াং সম্বন্ধঃ সম্বন্ধে সতি বা ক্রিয়া॥
* মীলনাৎ পূর্ব্বসিদ্ধায়াং ক্রিয়ায়াং মীলনেন কিম্?
তথাচ জন্যেত ফলং বিভক্তৈরপি কারকৈঃ॥
মীলনাত্তু ক্রিয়াসিদ্ধৌ পুনরেকৈকমক্রিয়ম্।
তথা সতি ন কাষ্ঠানি জ্বলেয়ুঃ পিঠরাদ্ বিনা॥

অনুবাদ

কারণ—ক্রিয়ানিমিত্ত-সংসর্গবাদীর ব্যবস্থা দ্বিবিধ। [অর্থাৎ 'ক্রিয়া নিমিত্তং যস্য' এইরূপ বহুব্রীহিসমাস করিলে একরূপ অর্থ হয়,

* মিলনাদিতি যুক্তঃ পাঠঃ। এবমগ্রেঽপি।

'ক্রিয়ায়া নিমিত্তম্' এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষসমাস করিলে অন্যরূপ অর্থ হয়।] (উক্ত দ্বিবিধ অর্থের আলোচনা মঞ্জরীকার করিতেছেন।) (১ম পক্ষে) ক্রিয়া হইবার পর কারকগুলির সম্বন্ধ (অর্থাৎ সম্মেলন) হয়, (২য় পক্ষে) কিংবা কারকগুলির সম্বন্ধ হইলে পাকাদিক্রিয়া হয়।

(উক্ত দ্বিবিধ ব্যবস্থাই উপপন্ন নহে। কারণ) প্রথম ব্যবস্থাটী যদি স্বীকার কর, তবে কারকগুলি মিলিত হইবার পূর্ব্বেই পাকাদিক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং আর কারকগুলির সম্মেলনের প্রয়োজন কি? (নিস্ফল সম্মেলনের কোনই প্রয়োজন নাই।) তাহাই যদি স্বীকার কর, তবে কারকগুলি অসম্মিলিত হইলেও তাহাদের দ্বারা ফল সিদ্ধ হউক। কিন্তু কারকগুলির সম্মেলনদ্বারা পাকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এই কথা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে কারকগুলির মধ্যে প্রতিব্যক্তি নিষ্ক্রিয় [অর্থাৎ পাকাদিক্রিয়া-সম্পাদনকার্য্যে অক্ষম এই কথা বলিতে হইবে]। তাহাই যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে স্থালীর সহিত কাষ্ঠ মিলিত না হইলে জ্বলনক্রিয়ায় অক্ষম হয় ইহা বলা উচিত হয়।

কাষ্ঠানি জ্বলন্তি ন তু পচন্তি। মৈবম্। সত্যপি পিঠরে জ্বলন্ত্যেব কাষ্ঠানি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি দৃশ্যন্তে, তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরাভাবাৎ ফলমেবোররী-কৃত্য কারকাণি সংসৃজ্যন্তে। ননু ফলমপি সিদ্ধং চেৎ কঃ সর্ব্বেষাং সিদ্ধস্বভাবানাং সম্বন্ধঃ? ফলং সিদ্ধং কারকাণি চ সিদ্ধানীতি সম্বন্ধাভাবঃ. সাধ্যং চেৎ ফলং সৈব ক্রিয়া পরিস্পন্দব্যতিরিক্তেতি। মৈবং বোচঃ, ফলস্য ক্রিয়াত্বানুপপত্তেঃ। ওদনং হি ফলং ন ক্রিয়া, ক্রিয়ানাম্নি তু ক্রিয়মাণে ন বিবদামহে। ননু পাক ইদানীং কঃ? ন চ পচের্বাচ্য-শূন্যতৈব যুক্তা।

অনুবাদ

কাষ্ঠগুলি (অন্যান্য কারকের সহিত মিলিত না হইলেও) জ্বলনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। [অর্থাৎ সম্মেলনের কার্য্য পাকক্রিয়া, জ্বলনক্রিয়া নহে। অতএব পরিস্পন্দই একমাত্র

ক্রিয়া, তাহা নহে, তদতিরিক্ত পাকক্রিয়াও আছে, যাহা সম্মেলনের কার্য্য।] এই কথা বলিতে পার না। কারণ—কাষ্ঠগুলি স্থালীর সহিত মিলিত হোক, আর নাই হোক, কাষ্ঠগুলির জ্বলনক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না। জ্বলনক্রিয়াভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়াও দেখা যায় না। সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই যে, (কারকসমষ্টির অন্যতমের নিজস্ব ক্রিয়া থাকিলেও) সমুদিত কারকের স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া নাই, অতএব কারকসমুদয় সম্মেলনসম্পাদ্য কোন ক্রিয়া না করিয়া সাক্ষাৎভাবেই ওদনাদিরূপফল-সম্পাদনের ব্যপদেশে মিলিত হয়। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ ফলও যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধবস্তুর সম্বন্ধ কিরূপ ? ফলও সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ অতএব সম্বন্ধ হইতে পারে না। [অর্থাৎ ফলও সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ, সুতরাং ফলসাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মেলন অসম্ভব।] আর যদি ফলকে সাধ্য বল, তাহা হইলে তুমি যাহাকে ফল বলিতেছ, আমি তাহাকে ক্রিয়া বলিব, এবং সেই ক্রিয়াই পাকাদিনামে অভিধেয়, এবং পরিস্পন্দ হইতে অতিরিক্ত।— এই কথা বলিতে পার না। ফল কখনও ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ ফল বলিতে (পাকস্থলে) ওদনকে বুঝিতে হইবে। ওদন কখনও ক্রিয়া হইতে পারে না। কিন্তু যদি ক্রিয়াকে ওদনের নামান্তর বল। তাহা হইলে আমরা বিবাদ করিব না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, (যদি কারকগুলি এবং ফল এই মাত্র স্বীকার কর, ফলোৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কোন ক্রিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে) কাহার নাম পাক ইহার উত্তর কি দিবে ? এবং পচ্-ধাতুর কোন বাচ্যার্থ নাই ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। [অর্থাৎ পচ্-ধাতুর অর্থ স্বীকার করিলে তাহাকে ক্রিয়া বলিতে হইবে।]

উচ্যতে। সমুদিত-দেবদত্তাদি-সকলকারকনিকরপরিস্পন্দ এব বিশিষ্ট-ফলাবচ্ছিন্নঃ পাক ইত্যুচ্যতে। স এব হি পচেরর্থঃ, তা এব কাষ্ঠ-পিঠরাদিক্রিয়া জ্বলন-ভরণাদিস্বভাবাঃ পৃথক্তয়া ব্যবস্থিতাঃ তথান্বে-

নৈবাবভাসন্তে, সমুদিতাস্তু সত্যঃ ফলান্তরাবচ্ছেদাদ্ রূপান্তরেণ পাকাদিনা পরিস্ফুরন্তি ব্যপদিশ্যন্তে চ। তথা চ দেবদত্তঃ পচতীতিবৎ কাষ্ঠানি পচন্তি স্থালী পচতীতি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। দেবদত্তস্যাপি দর্বীবিঘট্টনাদিরেব পরিদৃশ্যমানস্তত্র ব্যাপার আত্মব্যাপারপূর্ব্বকো ভবিতুমর্হতি। নৈতদেবম্, ন হ্যাত্মনো ব্যাপারঃ কশ্চিদস্তি, ইচ্ছাদ্বেষ-পূর্ব্বক-প্রযত্নবশাদেব স ভৌতিক-ব্যাপারকরণতাং * প্রতিপদ্যতে।

অনুবাদ

আমাদের সমাধান শুন, বলিতেছি। ওদনাদিরূপফলবিশেষসম্বন্ধ-(পাচক) দেবদত্তপ্রভৃতি সমগ্রকারকের ওদনাদিরূপফলবিশেষসম্বন্ধ পরিস্পন্দনকেই পাক বলা হয়। [অর্থাৎ দেবদত্তপ্রভৃতি সমগ্রকারকের স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া নাই। তবে ঐ সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের পৃথক্ পৃথক্ নিজস্ব ক্রিয়া আছে। তাহা পরিস্পন্দনভিন্ন অন্য কিছু নহে। পাকস্থলে যখন ঐ নিজস্ব ক্রিয়াগুলি ওদনাদিরূপবিশিষ্টফল উৎপন্ন করিবে, সেই সময়ে ঐ ক্রিয়াগুলিকে পাক বলা হয়।]

পচ্-ধাতুর তাহাই অর্থ। কাষ্ঠস্থালীপ্রভৃতির নিজ নিজ ক্রিয়াগুলি ব্যক্তিগতভাবে পৃথক্, এবং তাহাদের স্বভাবও ভিন্ন। কেহ জ্বলনস্বভাব, কেহ বা ভরণস্বভাব, কেহ বা অন্যস্বভাব। সেই ভাবেই তাহারা প্রতীতির বিষয় হয়। কিন্তু তাহারাই আবার সমষ্টিরূপে ফলবিশেষের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় নিজনিজস্বরূপভিন্ন পাকাদিরূপে প্রকাশ পায় এবং পাকাদি নামে কথিত হয়। সেই জন্যই যেরূপ দেবদত্ত পাক করিতেছে এইরূপ ব্যবহার হয়, সেরূপ কাষ্ঠগুলি পাক করিতেছে, স্থালী পাক করিতেছে এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। [অর্থাৎ পাক যদি উক্ত ক্রিয়াসমষ্টি হইতে বিভিন্ন হইত, তাহা হইলে দেবদত্তপ্রভৃতি

* কারণতামিত্যেব সাধুঃ পাঠঃ।

জীবেরই সহিত পাকক্রিয়ার ব্যবহার হইত; কাষ্ঠস্থালীপ্রভৃতি অচেতন সকল কারকের সহিত পাকক্রিয়ার ব্যবহার হইত না।]

যদি বল যে, যদি ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াই সমষ্টিরূপে পাকশব্দের অভিধেয় হয়, তাহা হইলে 'আত্মা পচতি' এইরূপ ব্যবহারও হোক। কারণ—ঐ পাককার্য্যে দেবদত্তেরও হাতার দ্বারা তণ্ডুলাদির বিঘট্টনাদিই একমাত্র ব্যাপার দেখা যায়, ঐ ব্যাপার আবার আত্মার ব্যাপারব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার ব্যাপারও সমষ্টিভাবে পূর্ব্ববৎ পাকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ—আত্মার কোন ব্যাপার নাই। [অর্থাৎ আত্মা বিভু পদার্থ, তাহার কোন ক্রিয়া হইতে পারে না।] রাগদ্বেষমূলক প্রযত্নবশতঃই সেই আত্মা কাষ্ঠাদিভূতপদার্থগত-সর্ব্ববিধ-ক্রিয়ার কারণ হয়। [অর্থাৎ রাগদ্বেষমূলক প্রযত্নই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের মূল কারণ, ঐ প্রযত্ন আত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং আত্মা প্রযত্নদ্বারা কাষ্ঠাদি-ভূতপদার্থগত তথাকথিত সকল ক্রিয়ার কারণ হয়।]

তস্মাৎ কারকচক্রেণ চলতা জন্যতে ফলম্।
ন পুনশ্চলনাদন্যো ব্যাপার উপলভ্যতে ॥
চলন্তো দেবদত্তাদ্যাস্তদনন্তরমোদনঃ।
এতাবদ্ দৃশ্যতে হ্যত্র ন ত্বন্যা কাচন ক্রিয়া ॥

অনুবাদ

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, স্থালীপ্রভৃতি কারকসমুদয় পরিস্পন্দযোগে ফলের উৎপাদন করে। পরিস্পন্দভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবদত্তাদিরও ক্রিয়া ঐ পরিস্পন্দ। তাহার পর ওদনরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাকস্থলে এই পর্য্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায়, এতদতিরিক্ত অন্য কোন ক্রিয়া দেখা যায় না।

এতেন ভাবনাখ্যঃ করোত্যর্থঃ পুরুষব্যাপারো* বাক্যার্থ ইতি যোঽভ্যুপগতঃ, সোঽপি প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ। ন হি পুরুষব্যাপারঃ কশ্চিদুপলভ্যতে, বিশিষ্টগুণসমবায় এবাস্য কর্ত্তৃত্বং ন চ জ্ঞানাদয়ো গুণা এব ব্যাপারসংজ্ঞা বাচ্যাঃ সিদ্ধস্বভাবত্বাৎ। নমু ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি জানাতেরপি ক্রিয়ৈব বাচ্যা স্যাৎ, সা চ ক্রিয়া জ্ঞানাত্মা পুরুষব্যাপারঃ। নায়ং নিয়মঃ ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি, গড়ির্বদনৈকদেশে ইত্যপি দর্শনাৎ। অপি চ ঘটমহং জানামীত্যত্র ভবতঃ কিং প্রত্যবভাসতে ঘটমিতি তাবদ্বিষয়ঃ, অহমিত্যাত্মা, জানামীতি তু চিন্ত্যং কিমত্র প্রকাশত ইতি। ন ব্যাপারঃ পরোক্ষত্বাৎ। ফলন্তু যদত্র প্রকাশতে, তদেব তর্হি ধাতুবাচ্যমভ্যুপগতং ভবতি, তস্মান্ন ক্রিয়াত্মকং জ্ঞানম্। যদি চ ক্রিয়াত্মকং জ্ঞানমভবিষ্যন্ন ভাষ্যকারঃ† ক্রিয়াতঃ পৃথগেনং নিরদেক্ষ্যৎ।

নির্দিশতি চ বুদ্ধিকর্ম্মণী অপি হি প্রত্যভিজ্ঞায়েতে, তে অপি নিত্যে প্রাপ্নুত ইতি।‡

অনুবাদ

(পূর্ব্বকথিত পরিস্পন্দ করোত্যর্থ নহে, কিন্তু) ভাবনানামক পুরুষ-ব্যাপার করোত্যর্থ; এবং তাহা 'পচতি, গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে—যিনি এই কথা বলিয়াছেন, বক্ষ্যমাণযুক্তি-প্রদর্শনদ্বারা তাঁহার এই মতটী প্রতিষিদ্ধ হইল, জানিবে। কারণ—কোন পুরুষব্যাপার (ক্রিয়া) প্রত্যক্ষের গোচর হয় না। পুরুষের

* ব্যাপারো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈব চ ক্রিয়া।
কৃঞোঽকর্ম্মকতাপত্তেনহি যত্নোঽর্থ ইষ্যতে॥ ৫ কারিকা।

পচতি পাকমুৎপাদয়তি পাকানুকূলা-ভাবনেত্যাদি-ভাবনাবাচকপদৈর্বিবরণাৎ সা বাচ্যেব ইতি ভাবঃ। ব্যাপারপদং ফুৎকারাদীনামযত্নানামপি বাচ্যত্বং বোধয়িতুম্। ইতি বৈয়াকরণ-ভূষণে ধাত্বর্থনির্ণয়ঃ।

† শাবর-ভাষ্যকারঃ।

‡ মীমাংসাদর্শনে ১ অঃ, ১ পাঃ, ২০ সূঃ, ৩৪ পৃঃ।

কর্তৃত্ব ক্রিয়াবত্ত্ব নহে, কিন্তু গুণবিশেষের [অর্থাৎ কৃতিনামধেয় গুণের] সমবায়ই পুরুষের কর্তৃত্ব। এবং জ্ঞানাদি গুণমাত্রই পুরুষগত ব্যাপার-শব্দের অর্থ হইতে পারে না। কারণ—তাহারা সিদ্ধস্বভাব। [অর্থাৎ তাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন নহে। অতএব তাহারা সিদ্ধস্বভাব। কিন্তু যাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন, তাহারা সাধ্যস্বভাব। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহা অনুষ্ঠেয় নহে তাহা সিদ্ধস্বভাব, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সাধ্যস্বভাব।]

যদি বল যে ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক, সুতরাং জ্ঞা-ধাতুরও বাচ্যার্থ ক্রিয়া। জ্ঞা-ধাতুর পক্ষে জ্ঞানই সেই ক্রিয়া। ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ—গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ ইহাও দেখা যায়। [অর্থাৎ গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ। ঐ বদনৈক-দেশ তো ক্রিয়া নহে। ধাতুবিশেষের যখন এইরূপ অর্থও দেখা যায়, তখন ধাতুমাত্রই যে ক্রিয়াবাচক হইবে, ইহা বল কোন যুক্তিতে ?]

আরও এক কথা, আমি ঘট জানিতেছি এইরূপ প্রয়োগস্থলে তোমার মতে কি প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে ? [অর্থাৎ কি কি প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার মতে কোন্‌টী ক্রিয়া ? কোনটী ক্রিয়া নহে।]

'ঘট' এই অংশটী বিষয়। 'অহং' এই অংশটী জ্ঞানাশ্রয়। 'জানামি' এই অংশে বিপ্রতিপত্তি আছে। অতএব এই স্থলে ক্রিয়া (ব্যাপার) বলিয়া কাহাকে বুঝা যাইতেছে ? এই পর্য্যন্ত আমাদের বক্তব্য। [অর্থাৎ 'ঘটমহং জানামি' এইরূপ প্রয়োগস্থলে যাহা যাহা প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনটীই ক্রিয়া নহে, কারণ—তথাকথিতপ্রতীতির বিষয়ীভূত পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম ঘট ক্রিয়া নহে, অহংপদ-প্রতিপাদ্য আত্মা ক্রিয়া নহে, এবং জ্ঞানকেও ক্রিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে পার না। কারণ—জ্ঞানের ক্রিয়াত্ব সর্ব্ববাদিসংমত নহে, উহার ক্রিয়াত্ব বিবাদগোচর। সুতরাং এই স্থলে তদতিরিক্ত আর কি প্রতীতি-গোচর আছে, যাহা ক্রিয়া হইবে।] যদি বল জ্ঞাননামক পুরুষ-ব্যাপার ঐ স্থলে ক্রিয়া হইবে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ—তাদৃশ ব্যাপার

প্রত্যক্ষগোচর নহে। (তোমাদের মতে ক্রিয়ামাত্রই অতীন্দ্রিয়।) [অর্থাৎ 'ঘটমহং জানামি' এই স্থলে ঘট আত্মা এবং জ্ঞান এই ৩টী বিষয় লইয়া ঐ প্রকার বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয়ের সমাবেশ ঐ স্থলে নাই। অতীন্দ্রিয়ের সমাবেশ যদি থাকিত তাহা হইলে ঐ জ্ঞানটীর বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষই হইত না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ যদি বিশেষ্য হয়, এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ যদি বিশেষণ হয়; তাহা হইলে তদুভয়যোগে যে বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার কখনই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।]

যদি বল যে, উক্ত ব্যাপারের যাহা ফল, তাহাই ঐ স্থলে বোধিত হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, সেই ফলীভূত জ্ঞানই জ্ঞা-ধাতুর বাচ্যার্থ ইহাই স্বীকার করিতেছ। যখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছ, তখন জ্ঞানটী ক্রিয়াস্বভাব নহে।

জ্ঞান যদি ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে ভাষ্যকার জ্ঞানকে ক্রিয়া হইতে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতেন না। যেহেতু বুদ্ধি এবং ক্রিয়াও প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইতেছে, সেহেতু তাহারাও নিত্য হোক্ এই প্রকার ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা যদি প্রত্যভিজ্ঞেয় বিষয়ের নিত্যত্বসাধক হয়, তাহা হইলে এই সেই বুদ্ধি, এই সেই ক্রিয়া এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা ও অনিত্যবুদ্ধি এবং অনিত্যক্রিয়ার পক্ষেও হইয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধি এবং ক্রিয়া দুইটীই নিত্য হোক, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধি এবং ক্রিয়া ২টী পরস্পর ভিন্ন না হইলে 'বুদ্ধিকর্ম্মণী' এইরূপ দ্বিবচন-নির্দ্দেশ অসঙ্গত হইত।]

তস্মাদন্যজ্জ্ঞানমন্যা চ ক্রিয়েতি ন ক্রিয়াস্বভাবত্বান্নিত্যপরোক্ষং জ্ঞানম্। যদি চ নিত্যপরোক্ষো জ্ঞানব্যাপারঃ, স তর্হি প্রতিবন্ধাগ্রহণাদনুমাতুমপি ন শক্যঃ, ক্রিয়াবিশিষ্টবাহ্যকারকদৃষ্টান্তস্য নিরস্তত্বাৎ। আত্মাদ্যনুমানে কা বার্ত্তেতি চেন্ন। তত্র সামান্যতো ব্যাপ্তিগ্রহণস্য সম্ভবাদিতি বক্ষ্যামঃ। ইহ তু বাহ্যকারকেষ্বপি ন তৎপূর্ব্বকং ফলং দৃষ্টমিত্যুক্তম্। ন চার্থাপত্তি-রপি জ্ঞাতৃব্যাপারকল্পনায়ৈব প্রভবতি, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবশাদেবার্থ-

দৃষ্টতায়া ঘটমানত্বাৎ। কা চেয়মর্থদৃষ্টতা নাম, কিং দর্শনকর্ম্মতা, কিংবা প্রকাশস্বভাবতেতি? তত্র দর্শনস্ত পরোক্ষত্বাৎ কথং তৎকর্ম্মতাঽর্থস্ত দৃষ্টত্বাদ্ গৃহ্যেত? বিশেষণাগ্রহণে বিশিষ্টপ্রতীতেরনুৎপাদাৎ। অর্থ-প্রকাশতায়াস্তু সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ সর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞাঃ স্যুঃ। ন স্যুঃ, সম্বন্ধি-তয়োৎপাদাদিতি চেৎ, অকারণমেতৎ। অর্থস্যৈব হি প্রকাশত্বমতিশয়ো দীপাদেরিব ন পুরুষনিয়মেন ব্যবতিষ্ঠতে।

অনুবাদ

সেই জন্য জ্ঞান ও ক্রিয়া ২টী সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব জ্ঞান ক্রিয়া-স্বরূপ বলিয়া নিত্য পরোক্ষ এই মতটী সঙ্গত নহে। এবং যদি জ্ঞানকে ক্রিয়া বল, তবে জ্ঞানকে নিয়তই পরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) বলিতে হয়। তাহাই যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহার অনুমানও দুঃসাধ্য হইবে, কারণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারিবে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইবার কারণ ক্রিয়াবিশিষ্টবাহ্যকারকরূপদৃষ্টান্তের অভাব, তাহা দেখাইয়াছি। [অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়বস্তুকে জানিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু সেই আশ্রয় পাওয়া সুকঠিন। কারণ—ঐ আশ্রয় লইতে হইলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে দ্বার করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বদাপরোক্ষ জ্ঞান অনুমেয় হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সহায়তা পাওয়া কঠিন। কারণ—যাহার দৃষ্টান্ত আছে, তাহারই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। কিন্তু পরোক্ষ-জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার পক্ষে কে দৃষ্টান্ত * হইবে? ক্রিয়াযুক্ত কোন বাহ্যকারক দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ—তাদৃশ বাহ্যকারক প্রত্যক্ষ-বিষয় হয় না। প্রত্যক্ষ-বিষয় না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না।] যদি বল যে, আত্মাদির অনুমান-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটী কি? তাহাও বলিতে পার না। [অর্থাৎ কথিতস্থলে যদি প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টান্তের অভাবে ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুপপন্ন হওয়ায় অনুমান না হয়, তবে আত্মাদির অনুমানে বিশেষ

* এই স্থলে অন্বয়ী দৃষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে। ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত মীমাংসকপ্রভৃতির অননুমোদিত।

দৃষ্টান্ত সুলভ হয় কিরূপে ? এই কথাও বলিতে পার না।] কারণ—সেই স্থলে সামান্যভাবে ব্যাপ্তিগ্রহণ সম্ভবপর হয়। [অর্থাৎ সামান্যমুখী ব্যাপ্তির গ্রহণস্থলে প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টান্তের আবশ্যকতা থাকে না। সামান্যমুখীব্যাপ্তিস্থলে প্রকৃত হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হইলেও সামান্যভাবে গৃহীত উদাহরণ-বাক্য হইতে হেতুসজাতীয়সামান্যের উপর সাধ্যসজাতীয় সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। ঐ ব্যাপ্তির নাম সামান্যমুখী ব্যাপ্তি। তাহার পর উপনয়-বাক্য হইতে প্রকৃত হেতুতে পক্ষে সত্তা গৃহীত হয়। তাহার পর প্রকৃত সাধ্যের অনুমান হয়। * ঐ উপায়ে আত্মারও অনুমান হয়।] এই কথা পরে বলিব। কিন্তু এই স্থলে (জ্ঞানরূপ ক্রিয়াস্থলে) বাহ্য কারকগুলির (বাহ্য পদার্থগুলির) উপরও জ্ঞানক্রিয়া-জন্য অর্থদৃষ্টতারূপ ফল দেখা যায় নাই এই কথা বলিয়াছি। [অর্থাৎ অর্থদৃষ্টতা বা জ্ঞাততারূপ ফল দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বকথিত সামান্যমুখী ব্যাপ্তির গ্রহণপ্রভাবে তাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান করিতে পারিতে। কিন্তু ঐ জ্ঞাততারূপ ফল কেহই দেখিতে পায় না। অতএব কেমন করিয়া তাহার দ্বারা জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান সম্ভবপর হয় ?] অর্থাপত্তিও জ্ঞানক্রিয়ার কল্পনাকার্য্যে সমর্থ নহে। [অর্থাৎ † অর্থাপত্তি-রূপ প্রমাণের দ্বারাও জ্ঞানক্রিয়ার কল্পনা করিতে পার না। কারণ—তাহা অর্থাপত্তি-প্রমাণগম্য নহে।] কারণ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই বিষয় দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্যতাই অর্থদৃষ্টতা। তদতিরিক্ত নহে।] এবং তোমার মতে এই অর্থদৃষ্টতা কাহাকে বলে ? ঐ অর্থদৃষ্টতা কি দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মত্ব ? অথবা বিষয়গত প্রকাশশীলতা ? এই পর্য্যন্ত তুমি বলিতে পার। (তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য) তন্মধ্যে দর্শনক্রিয়াটী অতীন্দ্রিয় বলিয়া অর্থ দৃষ্ট হইলে সেই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মত্ব (দর্শনক্রিয়ার অজ্ঞানে) কেমন করিয়া গৃহীত হইতে পারে ?

* এই নিয়মটী সিদ্ধান্তলক্ষণের জাগদীশী বিবৃতির অমুদ্রিত কোন টিপ্পনীগ্রন্থে আছে।

† ইহার দ্বারা কুমারিলের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

[অর্থাৎ দর্শনক্রিয়াটী অতীন্দ্রিয় হইলে ইহা দর্শনক্রিয়ার কর্ম্ম এই বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।] কারণ—বিশেষণ-জ্ঞান পূর্ব্বে না হইলে বিশিষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। [অর্থাৎ অর্থদৃষ্টতা-শব্দের অর্থ দর্শনকর্ম্মতা। দর্শন-কর্ম্মতাটী একটী বিশিষ্ট অর্থ, সুতরাং তদ্‌বিষয়ক প্রতীতিও বিশিষ্টপ্রতীতি; কর্ম্মতা বিশেষ্য, দর্শন তাহার বিশেষণ। ঐ বিশেষণটী জ্ঞান-পদার্থ বলিয়া অতীন্দ্রিয়। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলিয়া দর্শন-কর্ম্মতারূপ অর্থদৃষ্টতারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঘটের প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটবদ্‌ভূতলেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সর্ব্বত্র বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবস্থলে এই নিয়ম।] (এই প্রকার অনুপপত্তির আশঙ্কায়) অর্থদৃষ্টতার অর্থ যদি প্রকাশশীলতা হয়, তাহা হইলেও অর্থপ্রকাশতা সকলের পক্ষে সমান বলিয়া সকলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। [অর্থাৎ বিষয়মাত্রই যখন প্রকাশশীল (বিষয়মাত্রের যখন প্রকাশানুকূল স্বভাব আছে) তখন সকল ব্যক্তিই ঐ বিষয়গতস্বভাবের গুণেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে; ব্যক্তিবিশেষ ঐ স্বভাবের আনুকূল্য পাইবে, সকলে পাইবে না, এইরূপ কল্পনা হইতে পারে না।] যদি বল যে, স্বভাবের গুণে বিষয়মাত্রই নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, এইরূপ নহে, কিন্তু ঐ বিষয়-প্রকাশ জ্ঞাতার সম্বন্ধাধীন, এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—বিষয়ের প্রকাশশীলতা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, সকলের পক্ষে নহে,—এই প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষে ইহা অনুকূল নহে; কারণ—দীপের বস্তুপ্রকাশ যেরূপ নিজের ব্যাপার, পুরুষপ্রযোজ্য নহে, সেইরূপ বিষয়ের প্রকাশও বিষয়ের ব্যাপার, জ্ঞাতার সম্বন্ধাধীন নহে। [অর্থাৎ জ্ঞাতার প্রযোজ্য নহে। যাহার কার্য্য পুরুষাধীন, তাহা তাহার স্বাভাবিক হইতে পারে না, অথচ অর্থকে প্রকাশশীল বলিলে প্রকাশ অর্থের স্বাভাবিক কার্য্য ইহাই বলিতে হয়।]

ন চ স্বিন্নাদিনা সাম্যং তস্মিন্ নিয়মদর্শনাৎ।
প্রকাশে তু ন দীপাদৌ সম্বন্ধনিয়মঃ ক্বচিৎ ॥
যদপেক্ষাধিয়ো জাতং স্বিন্নমস্তৈব তদ্‌গ্রহঃ।
সংবেদনমপি প্রজ্ঞৈঃ কস্যাতিশয় উচ্যতে ॥

জ্ঞাতুশ্চেদন্তরাত্মেন ব্যাপারেণাস্ত কো গুণঃ।
নন্ু নৈব ক্রিয়াশূন্যং কারকং ফলসিদ্ধয়ে ॥
উক্তমত্র ক্রিয়া হ্যেষা যথাদর্শনমিষ্যতাম্।
জ্ঞানং সংবেদনং বেতি বিদ্মঃ পর্য্যায়শব্দতাম্ ॥
সংবেদনন্তু জ্ঞানস্ত ফলত্বেন ন মন্মহে।
অর্থাতিশয়পক্ষে তু সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞতা পুনঃ ॥
ভট্টপক্ষাদ্ বিশেষশ্চ ন কশ্চিৎ কথিতো ভবেৎ। *
নোভয়াতিশয়োঽপ্যেষ দোষদ্বিতয়সম্ভবাৎ ॥
সংবেদনঞ্চ তৎ কেন গ্রাহ্যং জ্ঞানানুমাপকম্।
অনবস্থা ভবেদস্ত জ্ঞানে সংবেদনান্তরাৎ ॥
স্বসংবেদ্যা চ সংবিত্তিরুপরিষ্টান্নিষেৎস্যতে।
স্মৃতিপ্রমোষবাদে চ রজতস্মরণাত্মিকা ॥
কথং তে ফলসংবিত্তিঃ স্বপ্রকাশা ভবিষ্যতি।
নাভাতি স্মৃতিরূপেণ ন চাপ্যনুভবাত্মনা ॥
ন তৃতীয়ঃ প্রকারোঽস্তি তৎ কথং সা প্রকাশতাম্?
ন চ ক্বচিদনাকারা সংবিত্তিরনুভূয়তে ॥
ইয়ং সংবিদয়ং চার্থ ইতি নাস্তি হ্যভেদধীঃ।
অর্থাকারানুরক্তা তু যদি সংবিৎ প্রকাশতে ॥
বাহ্যার্থনিহ্নবস্তর্হি ত্বয়া সৌগতবৎ কৃতঃ।
স্বপ্রকাশমতে যুক্তং ন ফলং সংবিদাত্মকম্ ॥
তস্মাৎ ফলানুমেয়স্ত ন ব্যাপারস্ত মানতা।

অনুবাদ

(যেরূপ দ্বিত্বাদি সংখ্যা দ্রব্যগত হইলেও যুগপৎ সকলের ব্যবহারে আসে না, তদ্রূপ বস্তুপ্রকাশ বস্তুগত ব্যাপার হইলেও সকলের ব্যবহারে

* বিষয়প্রকাশানুপপত্তিষায়া জ্ঞানক্রিয়াকল্পনে উভয়োরেবার্থাপত্তিপক্ষপাতঃ স্যাৎ।

আসে না, এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বলিতেছেন যে) দ্বিত্বাদি সংখ্যার সহিত বিষয়প্রকাশরূপ কার্য্যের তুলনা হয় না। কারণ—সেই দ্বিত্বাদি-সংখ্যাতে দ্বিত্বাদিজ্ঞাতা পুরুষের সম্বন্ধ দেখা যায়। [অর্থাৎ দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন হয়, সুতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যা যে পুরুষের অপেক্ষাবুদ্ধির অধীন, সেই পুরুষেরই দ্বিত্বাদি সংখ্যার বিষয়ে জ্ঞান হয়, সকলের হয় না। অতএব দ্বিত্বাদি সংখ্যা পুরুষতন্ত্র।] কিন্তু কোন স্থলে দীপাদিগতপ্রকাশকার্য্যে পুরুষের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। [অর্থাৎ কোনস্থলে দীপাদি দ্রষ্টার নিকট দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ করিলেও দ্রষ্টৃশূন্য-স্থলেও বস্তুর প্রকাশ করিতে পারে, তবে সেই প্রকাশটা জানিবার লোক সেই স্থানে নাই এইমাত্র ভেদ। অতএব বস্তুপ্রকাশ পুরুষতন্ত্র নহে।]

যাহার অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্ব উৎপন্ন হয়, তাহারই সেই দ্বিত্বের জ্ঞান হয়। অর্থপ্রকাশ সংবেদনস্বরূপ হইলেও ঐ সংবেদনরূপ ব্যাপারের আশ্রয় বুদ্ধিমানেরা (পূর্ব্বপক্ষীয়গণ) কাহাকে বলিতেছেন ? ঐ সংবেদনটী যদি জ্ঞাতার কার্য্য হয়, তাহা হইলে অন্যব্যাপার ব্যতীত ইহার কি উপযোগিতা ? [অর্থাৎ উহাও যখন জ্ঞান, সুতরাং অতীন্দ্রিয়, অতএব উহার কোন দৃশ্য কার্য্য আবশ্যক, নচেৎ উহার উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং ইহার কি উপযোগিতা ?] [অর্থাৎ উহা স্বীকার করিলেও উহারও অতীন্দ্রিয়তা-বশতঃ উহার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের অনুসন্ধান লইবার সুযোগ না হওয়ায় উহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।]

হে পূর্ব্বপক্ষীয়গণ ! নিষ্ক্রিয় কারক ফলসাধনে সমর্থ নহে। [অর্থাৎ উক্ত সংবেদনের যদি কোন কার্য্য স্বীকার না কর, তবে ঐ সংবেদন-জ্ঞান ক্রিয়ার অনুমাপনকার্য্যেও অক্ষম ইহা বলিতে হয়।] এই বিষয়ে (সংবেদন-বিষয়ে) আমার মত বলিয়াছি। তোমরা তোমাদের দর্শনানুসারে সংবেদনকে ক্রিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বল। (তোমাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য নহি।) আমরা জ্ঞানকে জ্ঞানও বলিতে পারি, কিংবা সংবেদনও বলিতে পারি। আমাদের মতে জ্ঞানশব্দ ও সংবেদনশব্দ ২টী পর্য্যায়শব্দ। কিন্তু আমরা সংবেদনকে জ্ঞানের ফল বলিয়া মনে করি না।

[অর্থাৎ তোমাদের মতে জ্ঞান ক্রিয়া, এবং সংবেদন ফল। প্রত্যক্ষী-ভূত এই ফলের দ্বারা জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান হয়। সংবেদন ঐ প্রকার অনুমানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত। কিন্তু এই অনুমান অতি অসঙ্গত, কারণ—একটী জ্ঞান ক্রিয়া বলিয়া অনুমানগম্য, অপর জ্ঞান ফল বলিয়া প্রত্যক্ষগম্য এইরূপ স্বকপোলকল্পিত ব্যবস্থা ঠিক নহে। সুতরাং জ্ঞানের অনুমেয়ত্ব-বাদটী অসঙ্গত। কথিতপ্রকার জ্ঞানের বৈবিধ্য-বারণার্থ সংবেদনও জ্ঞান বলিয়া যদি অনুমেয় বল, তাহা হইলে সংবেদনেরও পৃথক্ কার্য্য স্বীকার করা আবশ্যক হওয়ায় অনবস্থা-দোষ হয়। পৃথক্ কার্য্য স্বীকার না করিলে অতীন্দ্রিয়তা-নিবন্ধন সংবেদনটী অনুমাপনকার্য্যে অক্ষমতাবশতঃ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই সকল অনুপপত্তি-নিবারণের উদ্দেশ্যে সংবেদনকে জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বলিলে প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। কারণ—জ্ঞানশব্দ ও সংবেদন-শব্দ উভয়ই তুল্যার্থক বলিয়া প্রসিদ্ধ।] কিন্তু যদি সংবেদনকে জ্ঞান না বলিয়া অর্থপ্রকাশ-নামক অর্থগত কোন ব্যাপার স্বীকার কর, তাহা হইলে (অর্থের প্রকাশ অর্থধর্ম্মতা-নিবন্ধন অর্থের আয়ত্ত বলিয়া) সকলের সর্ব্বজ্ঞতাপত্তি হয়। [অর্থাৎ অর্থ সকলের নিকট স্বভাবতঃ প্রকাশিত হওয়ায় সকলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়ে।]

(পুরুষের জ্ঞান না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না, সুতরাং অর্থের প্রকাশ পুরুষের জ্ঞানসাপেক্ষ। পুরুষের জ্ঞান কারণসাপেক্ষ; অতএব সকলের সর্ব্বজ্ঞতাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ সমাধান দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয়গণের দোষখণ্ডন হইতে পারে ভাবিয়া জয়ন্ত ২য় দোষ দিতেছেন।) দ্বিতীয়তঃ ভট্টমতের সহিত ভাষ্যকার-মতের কোন বৈষম্য কথিত হইতে পারে না। [অর্থাৎ ভাষ্যকার-মতেও অর্থাপত্তির ক্ষেত্র হইয়া পড়ে, জ্ঞানের অনুমেয়তা থাকে না। অতএব জ্ঞানের অনুমেয়ত্ব-বাদী শাবর-ভাষ্যকারের জ্ঞানের অর্থাপত্তিগোচরত্ববাদী কুমারিলভট্টের সহিত একমত আসিয়া গেল।] সংবেদন জ্ঞাতা এবং বিষয় এই উভয়গত ব্যাপারও হইতে পারে না। কারণ (উক্ত) ২টী দোষ হয়। [অর্থাৎ সর্ব্বের সর্ব্বজ্ঞতাপত্তিরূপ দোষ ও ভাষ্যকার এবং ভট্টের মতগত ঐক্যাপত্তিরূপ দোষ হয়।]

এবং জ্ঞানক্রিয়ার অনুমাপক সংবেদনের জ্ঞাপক কি? তাহাও জ্ঞান। উচিত। সংবেদনের জ্ঞাপক সংবেদন ইহা স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ হয়। [অর্থাৎ যদি সংবেদনকে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানক্রিয়ার অনুমাপকী-ভূত ফল বল, তবে সংবেদনও জ্ঞান বলিয়া তাহারও অনুমাপক অন্য জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে; এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে।] যদি বল যে, সংবেদন স্বপ্রকাশ, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য জ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে না, এই কথাও বলিতে পার না, কারণ—জ্ঞানের স্বপ্রকাশতার প্রতিষেধ পরে বলিব।

এবং জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তবে তোমার মতে অনুভবরূপতার পরিবর্ত্তে স্মৃতিত্বব্যবস্থাপন-পক্ষে [অর্থাৎ 'ইদং রজতম্' ইত্যাদি স্থলে রজতাদ্যংশে অনুভবরূপতার পরিবর্ত্তে স্মৃতিরূপতাব্যবস্থাপনপক্ষে, জ্ঞান-মাত্রের যাথার্থ্য-পক্ষে ইহা তাৎপর্য্য *] রজতস্মরণস্বরূপ ফলজ্ঞান কেমন করিয়া স্বপ্রকাশ হইতে পারিবে? [অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায় প্রভাকরেরও জ্ঞানের স্বপ্রকাশতাবাদ রক্ষা করা কঠিন। কারণ—রজতাদিস্মৃতিরূপ জ্ঞানও জ্ঞান বলিয়া স্বপ্রকাশ স্বীকার করিলে 'ইদং রজতম্' এই স্থলে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির স্বপ্রকাশতা-নিবন্ধন ভেদগ্রহ হইয়া যাওয়ায় শুক্তিস্থলে রজতস্মরণ হইলে এবং স্মরণ বলিয়া তাহা বুঝিলে রজতানয়নে প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।]

এবং ঐ জ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হইয়া স্মৃতি বা অনুভব কোনরূপেই প্রকাশিত হইতে পারে না। স্মৃতি এবং অনুভব ভিন্ন অন্য প্রকারও জ্ঞানের স্বরূপ নাই, (থাকিলে সেইরূপে স্বপ্রকাশ হয়, এই কথা বলিতে পারিতে) সেই জন্য বলিতেছি যে, সেই রজতস্মরণস্বরূপফলজ্ঞান কেমন করিয়া স্বপ্রকাশ হইবে?

[অর্থাৎ 'ইদম্' 'রজতম্' এই জ্ঞানদ্বয়টী স্মৃতিরূপে বা অনুভবরূপে স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, এবং উভয়রূপেও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। উভয় জ্ঞান কেবলমাত্র স্মৃতি বা অনুভবরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না।

* ইহা প্রভাকরের মত।

এবং উভয়রূপেও স্বপ্রকাশ বলিলে জ্ঞানদ্বয়ের স্বরূপ উদ্‌বোধিত হওয়ায় রজতানয়নে প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, এবং এতদতিরিক্তরূপেও স্বয়ং প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ—জ্ঞান দ্বিপ্রকার, স্মৃতি ও অনুভব, এতদতিরিক্ত জ্ঞানের প্রকার নাই। সুতরাং স্মৃতির স্বয়ংপ্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।] এবং (জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও) কোন স্থলে নিরাকার জ্ঞান (জ্ঞানমাত্র) অনুভূত হয় না। [অর্থাৎ জ্ঞানের অনুভবের সঙ্গেই জ্ঞানগত কোন আকারের অনুভব হয়। আকার ছাড়িয়া কেবলমাত্র জ্ঞান অনুভূত হয় না। অথচ ঐ জ্ঞানগত আকারটী স্বপ্রকাশ নহে, সুতরাং সাকার-জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইতে পারে না।]

জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয় এই ২টীর অভিন্নভাবে অনুভব হয় না। (প্রত্যুত জ্ঞান এবং বিষয় পরস্পর ভিন্ন এই প্রকারেই অনুভব হয়।) কিন্তু যদি বল যে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু জ্ঞানের এরূপ মহিমা আছে যাহার বলে জ্ঞান প্রকাশকালে একটী আকার লইয়াই প্রকাশিত হয়।—এই কথা বলিতে পার না। বলিলে তুমি বৌদ্ধবিশেষের ন্যায় বাহ্যার্থের যথাযথ-ভাববিষয়ে গোপন করিয়াছ এই কথা বলিব।

[অর্থাৎ বৌদ্ধ সৌত্রান্তিকসম্প্রদায় যেরূপ বাহ্যার্থের প্রকাশ স্বীকার না করিয়া সাকার বিজ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, তোমারও সেইরূপ মত এই কথা বলিব।] যাঁহাদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাঁহাদের মতে জ্ঞানের ফল সংবেদন, এই কথা বলা চলে না। [অর্থাৎ জ্ঞান যখন স্বপ্রকাশ, তখন তাহার সংবেদনরূপ-ফলস্বীকারের প্রয়োজন কি? স্বপ্রকাশবাদীর মতে জ্ঞান ত অনুমেয় নহে, অনুমেয় হইলে ফল স্বীকার করিতে হয়, কারণ—ঐ ফলের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের অনুমান করিতে হয়।]

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে ফলানুমেয় জ্ঞানক্রিয়া প্রমাণ নহে। [অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুমেয় বলিলে কথিত প্রকার অনুপপত্তি* হয়, সুতরাং জ্ঞানক্রিয়া অনুমেয় হইয়া প্রমাণও হইতে পারে না।]

* অনবস্থা-দোষ এবং একটী জ্ঞানের ক্রিয়াত্ব ও অপর জ্ঞানের ফলত্ব-বিধানের অসঙ্গতি প্রভৃতি দোষ।

টিপ্পনী

ক্রিয়ামাত্র ফলানুমেয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা প্রভাকরের মত। ভট্টমতে এবং শাস্ত্রদীপিকাকারের মতে ক্রিয়ামাত্রই ফলানুমেয় নহে। ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয়। অথবা ক্রিয়াবিশেষ অর্থাপত্তিগম্য। শাবর-ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয় ইহা বুঝা যায়। কারণ—ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "দেবদত্তস্য গতিপূর্ব্বিকাং দেশান্তর-প্রাপ্তিমুপলভ্যাদিত্যগতিস্মরণম্" অর্থাৎ দেবদত্তের গমনমূলক দেশান্তর-প্রাপ্তি দেখিয়া সূর্য্যের গতির অনুমান হয়। দেবদত্তের গমনক্রিয়ার যদি প্রত্যক্ষ না হইত, তাহা হইলে দেবদত্তের গমনক্রিয়া দেশান্তরপ্রাপ্তির কারণ, ইহারও প্রত্যক্ষ হইত না। উহার প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষ্যকার গতি ও দেশান্তরপ্রাপ্তি এই উভয়গত কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধীয় অনুমানের দৃষ্টান্তরূপে দেবদত্তকে উল্লেখ করিতেন না, এবং স্থলবিশেষে গতি ও দেশান্তরপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলে ঐ উভয়ের কার্য্যকারণভাব প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকায় আদিত্যের গতিবিষয়ক অনুমানও অনুপপন্ন হইত। গতি না হইলে দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুপপন্ন হয় এই নীতির অনুসরণ করিয়া গতির অনুমান করাও বিড়ম্বনামাত্র। কারণ—ঐ নীতির অনুসরণ অনুমানমার্গে প্রবেশের অন্তরায়। উহা অর্থাপত্তি-মার্গে প্রবেশের উপায়। এই কথা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের অনুমান-পরিচ্ছেদে ন্যায়রত্নাকরাখ্যটীকার আলোচনাদ্বারা বুঝা যায়। প্রভাকর-মতে অনুমেয় দ্বিবিধ বলিয়া অনুমানও দ্বিবিধ। প্রভাকরমতে প্রত্যক্ষযোগ্য এবং অতীন্দ্রিয় এই দ্বিবিধ বস্তু অনুমানের প্রমেয়। প্রভাকর অতীন্দ্রিয় অনুমেয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া ক্রিয়াকেই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অনুমান দ্বিবিধ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার উক্তির দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই অনুমেয়, ইহা বুঝা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ এই দ্বিবিধ অনুমান।

তিনি এই দ্বিবিধ অনুমানের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ এই শব্দ দুইটীর অর্থ করেন নাই। ধূমগত আকৃতির দর্শনের দ্বারা বহ্নিগত আকৃতির অনুমান ১মটীর উদাহরণ, ২য়টীর উদাহরণ দেশান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা গতির অনুমান। কুমারিল ক্রিয়ামাত্র অতীন্দ্রিয় নহে, ক্রিয়াবিশেষ অতীন্দ্রিয় ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে ঐ ২টী অনুমান লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিলাম না। টীকাকার পার্থসারথিমিশ্র বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যেস্থলে ২টী বিশেষপদার্থের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয়, সেইস্থলীয় অনুমানকে প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ বলা হয়। ইহার উদাহরণে টীকাকার বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি স্থানবিশেষে গোময়-ইন্ধন দ্বারা প্রস্তুত অগ্নি এবং ধূম দেখেন, তখন তাহাদের একটা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ(ব্যাপ্তি)ও প্রত্যক্ষ করেন; এবং তখনই তাহাদের সাধারণ অগ্নি এবং ধূম অপেক্ষা বৈলক্ষণ্যও বুঝিয়া ফেলেন। তাহার পর কার্য্যব্যপদেশে দেশান্তরে গিয়া কিছু বিলম্বে সেই স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই ধূম দেখিয়া সেই বিলক্ষণ অগ্নির অনুমান করেন। এই অনুমানই প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের উদাহরণ। এই স্থলে সাধ্য হেতুর বিশেষ লইয়াই অনুমান। কিন্তু সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান অন্য প্রকার। যে স্থলে হেতু-সামান্য এবং সাধ্য-সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তত্রত্য অনুমান সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ। কিন্তু সেই স্থলে সাধ্য-বিশেষ এবং হেতু-বিশেষকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপ্তির অবধারণ করিতে হয়। দেশান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা গতির অনুমানই তাদৃশ। অতএব দেবদত্তের দেশান্তরপ্রাপ্তি ও গতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষ্যকার দেবদত্তকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করিতেন না। অতএব ভাষ্যকারের মতেও ক্রিয়াসামান্যই অতীন্দ্রিয় নহে ইহা বুঝা যায়। শাস্ত্রদীপিকা-কারও ১ অঃ ১ পাঃ ১ অধিকরণে ক্রিয়ামাত্রের অনুমেয়ত্বসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। জয়ন্ত শাবর-ভাষ্যকারের সম্মত জ্ঞাততালিঙ্গক জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান দেখাইয়া 'ক্রিয়া চ ফলানুমেয়া' এই কথা বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা ক্রিয়াসামান্যই ফলানুমেয় ইহাই ভাষ্যকারের

মত, ইহাই জয়ন্ত দেখাইয়াছেন, ইহা আপাততঃ মনে হয় বটে, কিন্তু ভাষ্যকারের সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের প্রদর্শনপ্রসঙ্গসম্পর্কিত ভাষ্য * দেখিলে তাহা মনে হয় না, ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয় ইহা মনে হয়। ইহার অন্যথা করিলে ভাষ্যের সহিত বিরোধ ঘটিয়া পড়ে।

প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকর ক্রিয়ামাত্রের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে দেবদত্তের গতিবিধির সময়ে দেশান্তর-বিভাগ এবং দেশান্তর-সংযোগমাত্রই দৃষ্ট হয়, তদতিরিক্ত গমনক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। ঐ বিভাগ এবং সংযোগ গমনক্রিয়ার ফল। ঐ ফল দেখিয়া উক্ত গমনক্রিয়ার অনুমান করা হয়। গতিক্রিয়া প্রত্যক্ষগম্য, অনুমানগম্য নহে—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—গতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়াগ্রহণানুকূলশক্তির কল্পনা করিতে হয়। [অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনেও ইন্দ্রিয় সমর্থ এই কথা বলিতে হয়।] কিন্তু ক্রিয়া অনুমেয় স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়ে ঐ প্রকার নূতনশক্তির স্বীকার এবং তাহার স্বীকারের আনুষঙ্গিক অতীন্দ্রিয় অতএব অনুমেয় সেই শক্তির আবার অনুমানপ্রণালী লইয়া বিব্রত হইতে হয় না। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে নূতনশক্তির স্বীকার করিতে হয়, আর অনুমান স্বীকার করিলে নূতনশক্তির স্বীকার করিতে হয় না, ইহার যুক্তি কি? ইহার উত্তর নন্দীশ্বর প্রভাকরবিজয়নামক-গ্রন্থে দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'ব্যাপ্যমাত্রই ব্যাপকজ্ঞাপক' অনুমানসম্বন্ধে এই নিয়মের কোন ব্যভিচার দেখা যায় না, সুতরাং গমনক্রিয়াব্যাপ্যসংযোগবিভাগ-দ্বারা গমনক্রিয়ার অনুমান অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু ঐ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ঐ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনে যে, ভাবের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সমর্থ হইবে, সেই ভাবের সন্নিকর্ষ ক্রিয়ার ন্যায় দ্রব্যসমবেতমাত্রের প্রত্যক্ষসাধনে সমর্থ হইবে না বলিয়া যাহার যাহার প্রত্যক্ষ হয়, তাহার তাহার প্রত্যক্ষসাধনে

* দেবদত্তস্য গতিপূর্ব্বিকাং দেশান্তরপ্রাপ্তিমুপলভ্যাদিত্যগতিস্মরণম্।
মীমাংসা-দর্শনে ১ অঃ, ১ পাঃ।

ইন্দ্রিয় শক্তিমান্, সকলের প্রত্যক্ষসাধনে নহে, সুতরাং দ্রব্যসমবেত রূপের চাক্ষুষ হয়, কিন্তু দ্রব্যসমবেত রসের চাক্ষুষ হয় না, এইরূপ একটী বিশেষ নিয়মের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ কোন একটী কৢপ্ত নিয়ম নাই, থাকিলে দ্রব্যসমবেতমাত্রেরই চাক্ষুষ হইত; ইহাও বলিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনানুকূলশক্তির স্বীকারনিবন্ধন গৌরব হয়। কিন্তু ক্রিয়াকে অনুমেয় বলিলে ক্রিয়াপ্রত্যক্ষস্বীকারের আনুষঙ্গিক শক্তি স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া লাঘব থাকে। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসমর্থনের জন্য গৌরবস্বীকার অনাবশ্যক। শক্তিস্বীকারব্যতীত কেবলমাত্র সন্নিকর্ষের উপর নির্ভর করিলে রূপপ্রত্যক্ষের অনুরোধে স্বীকৃতসন্নিকর্ষের দ্বারাও রসপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু শক্তিস্বীকার করিলে ঐ আপত্তি থাকে না, কারণ—রূপপ্রত্যক্ষ-সাধনানুকূল শক্তি চক্ষুতে থাকিলেও রসপ্রত্যক্ষ-সাধনানুকূল শক্তি চক্ষুতে নাই। অতএব ক্রিয়াকে অনুমেয় বলাই সঙ্গত। ইহাই প্রভাকরের মত।

শাস্ত্র-দীপিকাকার প্রভাকরের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি ফলীভূত উক্ত সংযোগ-বিভাগের কারণরূপে অদৃষ্ট ক্রিয়ার অনুমানের পক্ষপাতী নহেন। তিনি উপপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত সংযোগ-বিভাগ যখন কার্য্য, তখন উহার কারণ আছে সত্য, কিন্তু কারণ আছে বলিয়া যে অদৃষ্ট ক্রিয়া কারণ হইবে, তাহার যুক্তি কি? এই কথা বলিয়া প্রযত্ন প্রযত্নবদাত্মশরীরসংযোগ এবং শরীরকে উক্ত সংযোগ-বিভাগের দৃষ্ট কারণ বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তির দ্বারা তিনি যে ক্রিয়াসামান্যের অতীন্দ্রিয়তা সমর্থন করিয়াছেন, তাহা নহে। ফলীভূত সংযোগ-বিভাগের দ্বারা অতীন্দ্রিয় ক্রিয়ার সাধন ব্যতীত গত্যন্তর নাই এই প্রকার প্রভাকর-মতের প্রতিষেধ করিয়াছেন মাত্র। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন যে, 'সর্পশ্চলতি' এই স্থলে চলতি শব্দটা চলন-ক্রিয়াকে না বুঝাইয়া সংযোগ-বিভাগকে যদি বুঝাইত তাহা হইলে ঐ সংযোগ ও বিভাগ সর্প এবং ভূমি এই উভয়গত হওয়ায় সর্পশ্চলতি এরূপ প্রয়োগ যেমন হয়,

তেমন ভূমিশ্চলতি এইরূপ প্রয়োগও হইত। সুতরাং ঐ স্থলে চলন ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ চলন-ক্রিয়া ভূমিতে বাধিত বলিয়া ভূমিশ্চলতি এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। ঐ চলন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষই হয়।

ভাষ্যকারও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, দেবদত্তের দেশান্তর-প্রাপ্তি এবং গতি দেখিয়া অনুমাতা সূর্য্যের দেশান্তর-প্রাপ্তির দ্বারা গতির অনুমান করেন। ক্রিয়ামাত্রই যদি অনুমেয় হইত তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত হইত—এই কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। দীপিকাকারের উক্তির দ্বারা এরূপ বুঝা যায়। বহুস্থলে ক্রিয়াশব্দটী কর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণও কর্ম্মরূপ অর্থে বহুস্থানে ক্রিয়াশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বিভু-পদার্থকে নিষ্ক্রিয় বলায় ক্রিয়াশব্দের কর্ম্মরূপ অর্থও প্রসিদ্ধ ইহা বুঝা যায়। বৈয়াকরণগণ 'ক্রিয়তে' এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে ক্রিয়াশব্দের অর্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে সাধ্যপদার্থবিশেষ ক্রিয়া, কখনও কখনও ধাত্বর্থকেও ক্রিয়া বলা হয়। সাধারণতঃ বৈয়াকরণ-মতে ধাত্বর্থ এবং করোত্যর্থ দ্বিবিধ ক্রিয়া। ধাত্বর্থ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে একটী পরিস্পন্দসাধনসাধ্য, যথা—গমনাদি। অপরটী অপরিস্পন্দসাধনসাধ্য, যথা—অবস্থানাদি। অতএব কেবলমাত্র গমনাদি কর্ম্মই যে ক্রিয়া তাহা নহে, জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া হইতে পারে। কন্দলীকার-প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কন্দলীকার 'সুখাদ্যুপলব্ধিঃ সকরণিকা ক্রিয়াত্বাৎ' এইরূপ অনুমানের দ্বারা মনের সিদ্ধি করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্যও শক্তিবাদ-গ্রন্থে যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের বাচ্যার্থ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে 'মাং পশ্যেত্যাদৌ প্রকৃত-বাক্যস্থ-জ্ঞানরূপ-ক্রিয়াকর্ম্মতয়া স্বং প্রতিপাদয়িতুমস্মদঃ প্রয়োগাৎ।' এই কথা বলিয়া জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার-মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানের গোচর হইয়াছে। প্রভাকর-মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া বলিয়া ব্যবহৃত আছে। তবে প্রভাকর-মতে জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ ক্রিয়া।

যদপি প্রমাণ-বিশেষণমনধিগতার্থগ্রাহিত্বমভিধীয়তে পরৈস্তদপি ন সাম্প্রতম্। প্রমাণস্য গৃহীততদিতরবিষয়প্রবৃত্তস্য প্রামাণ্যে বিশেষাভাবাৎ। নন্থ গৃহীতবিষয়ে প্রবৃত্তং প্রমাণং কিং কুর্য্যাৎ? প্রমামিতি চেদ্ গৃহ্নেতাপি তামেব বিধাতুম্। কৃতায়াঃ করণাযোগাদিতি চেন্ন প্রমান্তর-করণাৎ। প্রমান্তরকরণে কিং ফলমিতি চেৎ প্রমান্তরকরণমেব ফলম্। ন চ ফলস্য ফলং মৃগ্যম্। ন চ প্রয়োজনানুবর্ত্তি প্রমাণং ভবতি। কস্য চৈব পর্য্যনুযোগঃ। ন প্রমাণস্যাচেতনত্বাৎ। পুংসস্তু সন্নিহিতে বিষয়ে করণে চ সম্ভবন্তি জ্ঞানানীতি সোঽপি কিমনুযোজ্যতাম্? কিমক্ষিণী নিমীল্য নাস্সে? কস্মাদ্ দৃষ্টং বিষয়ং পশ্যসীতি? প্রমাণস্য তু ন কিঞ্চিৎ বাধ্যং পশ্যামো যেন তদপ্রমাণমিতি ব্যবস্থাপয়ামঃ। ন চ সর্ব্বাত্মনা * বৈফল্যম্, হেয়েঽহিকণ্ঠ-বৃক-মকর-বিষধরাদৌ বিষয়ে পুনঃপুনরুপলভ্যমানে মনঃসন্তাপাৎ সত্বরং তদপহানায় প্রবৃত্তিঃ, উপাদেয়েঽপি চন্দন-ঘনসারহারমহিলাদৌ পরিদৃশ্যমানে প্রীত্যতিশয়ঃ স্বসংবেদ্য এব ভবতি। যচ্চেদমুচ্যতে।

অনুবাদ

অপরে বলিয়াছেন যে, যাহা অগৃহীতগ্রাহী হইয়া প্রমার অসাধারণ কারণ, তাহা প্রমাণ। সে কথাও সঙ্গত নহে। কারণ—অগৃহীতগ্রাহীর ন্যায় গৃহীতগ্রাহীরও প্রামাণ্যবিষয়ে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহা গৃহীতগ্রাহী, তাহার কার্য্য কি? [অর্থাৎ তাহার কোন কার্য্য না থাকায় সে ব্যর্থ।] (কোন কার্য্যই সে করে না, ইহা ঠিক কথা নহে, কারণ) সেও প্রমাজ্ঞান সম্পাদন করে। এই কথা যদি বল, তবে তদুত্তরে বলিব যে, যে প্রমা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেই পুনরায় উৎপন্ন

* আদর্শপুস্তকে সর্ব্বাত্মন ইতি পাঠো বর্ত্ততে, স ন সমীচীনঃ।

করিবার জন্য ঐ গৃহীতগ্রাহী অবলম্বিত হইতে পারে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে; ইষ্টাপত্তিও বলিতে পার না, কারণ—উৎপন্নকে পুনরুৎপাদন করা অসম্ভব। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত। কারণ—গৃহীতগ্রাহী অন্য প্রমাব্যক্তি উৎপন্ন করে। [অর্থাৎ অগৃহীতগ্রাহিতা অবস্থায় সম্পাদিত প্রমাব্যক্তি হইতে গৃহীতগ্রাহিতা অবস্থায় সম্পাদিত প্রমাব্যক্তি ভিন্ন। সুতরাং গৃহীতগ্রাহী উৎপন্নের পুনরুৎপাদন করে না।] অন্যপ্রমাব্যক্তিসম্পাদনের কি ফল? ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, ভিন্নপ্রমাব্যক্তি-সম্পাদনই যখন ফল, তখন আবার তাহার ফলচিন্তা কেন? [অর্থাৎ ফলের ফলচিন্তা কেহ করে না।] প্রমাণ কখনও ফলের অধীন নহে, (ফলই প্রমাণের অধীন)। প্রমাণ গৃহীতগ্রহণ করে কেন? এইরূপ অনুযোগের বা পাত্র কে? প্রমাণের উপর অনুযোগ চলিবে না। কারণ—প্রমাণ অচেতন। [অর্থাৎ তিরস্কার চেতনের প্রতিই হইয়া থাকে।] কিন্তু জীবের দৃশ্য বিষয় সন্নিহিত হইলে এবং বহিরিন্দ্রিয় তৎসংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এই কারণে সেই জীবকেও—কেন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক না? কেনই বা তুমি দৃষ্ট বিষয় দেখ? এইরূপভাবে তিরস্কার করা কি কর্ত্তব্য?

কিন্তু গৃহীতগ্রাহী প্রমাণের কোন গ্রাহ্যবিষয়টী বাধিত দেখি না, যে জন্য তাহাকে অপ্রমাণ বলিয়া স্থির করিতে পারি। [অর্থাৎ পুনরায়-গৃহীত বিষয়টী যদি বাধিত হইত, তাহা হইলে গৃহীতগ্রাহীকে অপ্রমাণ বলিতে পারিতাম।]

এবং (গৃহীতবিষয়ের গ্রহণ করার কালে) প্রমাণের সর্ব্বতোভাবে বৈয়র্থ্য হয়, ইহাও বলা উচিত নহে। কারণ—বিষধর সর্প গলায় ঝোলাইয়া যদি কোন ব্যক্তি সম্মুখে আসে, কিংবা যদি ব্যাঘ্র, মকর বা বিষাক্ত সর্প সম্মুখীন হয়, তবে দ্রষ্টা সেই সকল বস্তু হেয় হইলেও তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ভীত হইয়া অনিষ্টের আশঙ্কায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। এবং চন্দন, কর্পূর, হার ও রমণী প্রভৃতি উপাদেয় বস্তু পুনঃ পুনঃ দেখিলে সেই সেই উপাদেয়-

বস্তুদর্শনজন্য সমধিক প্রীতি হয়; সেই প্রীতির পক্ষে নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ।

[অর্থাৎ ত্যাজ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ দর্শন বা গ্রাহ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ দর্শন অকিঞ্চিৎকর হয় না। অনিষ্টকারীর প্রথম দর্শন হইতে শেষ-দর্শনপর্য্যন্ত সকল দর্শনই সমভাবে ভীতিপ্রদ। এবং স্রক্-চন্দন-বনিতাদি উপাদেয় বস্তুর দর্শনধারাও সমভাবে প্রীতিপ্রদ; কোনটাই ব্যর্থ নহে।]

এবং গৃহীতগ্রাহীর প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অপরে যে কথা বলেন।—

যত্রাপি স্যাৎ পরিচ্ছেদঃ প্রমাণৈরুত্তরৈঃ পুনঃ।
নূনং তত্রাপি পূর্ব্বেণ সোঽর্থো নাবধৃতস্তথা॥ ইতি।

তদপি ন হৃদয়ঙ্গমম্। যতঃ

নৈবাধিকপরিচ্ছেদঃ প্রমাণৈরুত্তরৈর্ধ্রুবম্।
ধারাবাহিষু বোধেষু কোঽধিকোঽর্থঃ প্রকাশতে॥

ন হি স্বহস্তে শতকৃত্বোঽপি দৃশ্যমানে কেচন বিশেষাঃ পরিস্ফুরন্তি। ননু গৃহীতেঽপি বিষয়ে প্রবর্ত্তমানং প্রমাণং কদা বিরমেৎ, ন তস্য বিরতৌ কশ্চিদ-বধিমবগচ্ছামঃ, প্রমোৎপাদত্ববধিরনেন লক্ষিত এব। উচ্যতে—বিষয়ান্তর-সম্পর্কাদ্ বা প্রমাদাদ্বা উপায়সঙ্ক্ষয়াদ্বা বিরামো ভবিষ্যতি। অনবস্থাপি চেয়ং ন মূলবিঘাতিনী, ন হ্যুত্তরোত্তর-বিজ্ঞানোপজননং বিনা প্রথমজ্ঞানোৎ-পাদো বিহন্যতে।

মূলক্ষতিকরীমাহুরনবস্থাং হি দূষণম্।
মূলসিদ্ধৌ ত্বরুচ্যাপি নানবস্থা নিবার্য্যতে॥
যদি চানুপলব্ধার্থগ্রাহি মানমুপেয়তে।
তদয়ং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্পষ্ট এব জলাঞ্জলিঃ॥
যশ্চেদানীন্তনাস্তিত্ব-প্রমেয়াধিক্যলিপ্সয়া।
তস্যাঃ প্রমাণতামাহ সোঽপি বঞ্চ্যতীব নঃ॥
আ বিনাশকসদ্ভাবাদস্তিত্বং পূর্ব্বয়া ধিয়া।
স্পষ্টমেব তথা চাহ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যতে॥

তস্মাদনুপলব্ধার্থগ্রাহিত্বে ত্যজ্যতাং গ্রহঃ।
নম্বেতস্মিন্ পরিত্যক্তে প্রামাণ্যং স্যাৎ স্মৃতেরপি ॥
ন স্মৃতেরপ্রমাণত্বং গৃহীতগ্রাহিতাকৃতম্।
অপি ত্বনর্থজন্যত্বং তদপ্রামাণ্যকারণম্ ॥

অনুবাদ

প্রমাণ পুনরায় উত্তরকালবর্ত্তী হইয়া যাদৃশ প্রমেয়ের নিশ্চায়ক হইতে পারে, আমার বিশ্বাস সেই প্রমাণ পূর্ব্বকালবর্ত্তী হইয়া [অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিতাকালে] ঠিক তাদৃশ প্রমেয়ের নিশ্চায়ক হয় নাই।

[অর্থাৎ একই প্রমাণ একই প্রমেয় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু কালভেদে প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রমেয়কেই প্রকাশ করে। বিষয়ভূতধর্ম্মী এক হইলেও ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে ঐ ধর্ম্মীর প্রকারভেদ হওয়ায় ঐ প্রমাণ * গৃহীতগ্রাহী হয় না।] এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের মত। তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ—প্রমাণ উত্তরকালবর্ত্তী হইয়া কোন অধিক বিষয় গ্রহণ করে না।

[অর্থাৎ প্রমাণের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতা এবং উত্তরকালবর্ত্তিতার ভেদে প্রমেয়ের কোন স্বরূপভেদ হয় না।] ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে পূর্ব্ব-পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ-বিষয় অপেক্ষা উত্তরোত্তরপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের কোন আধিক্য দেখা যায় না। দ্রষ্টা নিজ হস্ত একশত বার দেখিলেও সেই নিজ হস্তের উপর প্রত্যেকবারে কিছু কিছু বিভিন্নরকমের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পায় না।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে প্রমাণের দ্বারা যে প্রমেয়ের নিশ্চয় পূর্ব্বে হইয়াছে, সেই প্রমাণ যদি সেই প্রমেয়েরই পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণ সেই কার্য্য হইতে

* এখানকার প্রমাণশব্দের অর্থ প্রমা, এবং এখানকার প্রামাণ্যশব্দের অর্থ প্রমাত্ব।

কবে নিবৃত্ত হইবে ? আমরা তো ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার পক্ষে কোন কালনির্দ্দেশ করিতে পারি না। কার্য্য-সম্পাদনকে সীমা বলা চলিবে না, কারণ—ঐ সীমা অবশ্যই লঙ্ঘিত হইয়াছে।

[অর্থাৎ পর পর কত বারই ঐ কার্য্য করিল, কৈ একবারও ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কার্য্য সম্পাদন করিলে যদি প্রমাণের নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে একবার কার্য্য করিয়াই প্রমাণ নিবৃত্ত হইত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, (প্রমাণ পূর্ব্বাপর যে ভাবের কার্য্য করিতেছে, তাহা হইতে চক্ষুরাদিপ্রমাণের অবসর-লাভ সহজে হয় না।) বিষয়ান্তরসম্বন্ধ কিংবা অনবধানতা, অথবা চক্ষুরাদি প্রমাণের বিনাশ কার্য্যনিবৃত্তির প্রযোজক।

[অর্থাৎ বিষয়ান্তরসম্বন্ধ বা অন্যমনস্কতা অথবা প্রত্যক্ষাদির অন্যতম কারণের নাশ হইলে উত্তরোত্তর একপ্রকারজ্ঞানধারারূপকার্য্যের নিবৃত্তি হইতে পারে।] এবং ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে উত্তরোত্তর-বিজ্ঞান-কল্পনাজন্য অনবস্থা হইলেও এই অনবস্থা সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক নহে। কারণ—উত্তরোত্তর-বিজ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে প্রথম জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাহত হয় না। [অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যে উত্তরোত্তর-বিজ্ঞানের উৎপত্তি-স্বীকারের নিয়ম আছে, তাহা নহে। অবশ্য-স্বীকার্য্য নিয়ম থাকিলে অনবস্থা-দোষ বলিতে পারিতে, কিন্তু সর্ব্বত্র ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ হয় না, স্থলবিশেষে হয়। তাহার জন্য অনবস্থা-দোষ কেন হইবে ?]

কারণ— পণ্ডিতগণ কার্য্য-কারণভাবের হানিকর বা সিদ্ধান্তের হানিকর অনবস্থাকে দোষ বলেন। কিন্তু যে অনবস্থা তাদৃশ হানিকর নহে, তাহার প্রতি রুচি না থাকিলেও প্রতিষেধ করা যায় না। [অর্থাৎ কার্য্যগতিকে যদি তাদৃশ অনবস্থা ঘটে, তাহা হইলে তাদৃশ অনবস্থার প্রতিষেধ করা চলে না। কৢপ্তনিয়ম-পরিবর্ত্তন-সঙ্ঘটন-পটীয়সী অনবস্থাই দোষ।]

যাহা অগৃহীতগ্রাহী, তাহা প্রমাণ, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্যের একেবারেই উচ্ছেদ ঘটে। [অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার কখনই অগৃহীতগ্রাহিতা নাই, চিরদিনই গৃহীতগ্রাহিতা।

পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয়কে লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।]

যিনি এতৎকালীন অস্তিত্বরূপ অধিকপ্রমেয়ের লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ বলেন, তিনিও যেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন। [অর্থাৎ কেবলমাত্র গৃহীতবিষয়কে লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় অগৃহীতও আছে। প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়গত ৩টী অংশ আছে। তাহার মধ্যে ২টী অংশ জ্ঞাত, একটী তৎকালীন অস্তিত্ব, অপরটী ধর্ম্মাংশ। অজ্ঞাত অংশটী হইতেছে এতৎকালীন অস্তিত্ব। এই এতৎ-কালীন অস্তিত্বকে বুঝাইবার জন্যই প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য। এই বিষয়টীই প্রত্যভিজ্ঞার অধিক বিষয়। এই কথা যিনি বলেন, তিনিও মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছেন।]

যে পর্য্যন্ত বিনাশের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সকল বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধির (প্রত্যক্ষের) দ্বারা স্বিরীকৃত আছে। প্রত্যভিজ্ঞাও তাহাই প্রকাশ করিল। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অক্ষণিক বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। [অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপক্ষে প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। কারণ—যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষের তুল্যকালবর্ত্তী হইয়া প্রত্যক্ষের কারণ হইয়া থাকে, এবং যাহা কারণ হয় তাহা কার্য্যের পূর্ব্বেও থাকে। এরূপ যদি হইল, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষকালে ক্ষণিক বিষয়টী না থাকায় তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না, এবং সেজন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ও হইতে পারে না। যদি বিষয়ের প্রত্যক্ষকালে এবং পূর্ব্বকালে অবস্থানের নিয়ম ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকালবর্ত্তিতামাত্র স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকালে সন্নিকর্ষ না থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় বলায় বিনষ্টবস্তুরও প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে। আর যদি বিষয়ের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতার নিয়ম ত্যাগ করিয়া তুল্যকাল-বর্ত্তিতার নিয়মমাত্র স্বীকার কর তাহা হইলে প্রত্যক্ষের সমকালোৎপন্ন বস্তুকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা চলিবে না। কারণ—বিষাণদ্বয়ের ন্যায় তুল্যকালোৎপন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কার্য্যকারণভাব হয় না। যদি বিষয়কে

প্রত্যক্ষের কারণ না বলিয়া সাধারণ বিষয়মাত্র বল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষগম্য ও অনুমানগম্য বিষয়দ্বয়ের মধ্যে জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন পার্থক্যও দেখা যায় না। অতএব ক্ষণিকত্ববাদীর মতে প্রত্যক্ষ অনুপপন্ন হয়। অতএব অক্ষণিক বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। ক্ষণিক বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষীকৃতবস্তুর গ্রাহক হইলেও প্রমাণ। প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য-বলেই বস্তুস্থৈর্য্যবাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্বাপরীভূত-জ্ঞানদ্বয়ের বিষয়টী এক হওয়ায় ঐ বিষয়ের স্থিরত্বসম্বন্ধে কোন বাধাই আসিতে পারে না।]

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, যাহা প্রমাণ, তাহা অগৃহীত-গ্রাহী হইবে, এই প্রকার দুরাগ্রহকে ত্যাগ কর।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রমাণের অগৃহীতগ্রাহিতা যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে স্মৃতিও প্রমাণ হইতে পারে। এই কথাও বলিতে পার না, কারণ—স্মৃতি গৃহীতগ্রাহী বলিয়া অপ্রমাণ নহে, কিন্তু স্মৃতি অর্থজন্য নহে বলিয়া অপ্রমাণ। [অর্থাৎ যাহারা স্মৃতির বিষয় হয়, স্মৃতির পূর্ব্বে তাহারা বা তাহাদের অন্যতম স্মৃতির পক্ষে কারণরূপে অপেক্ষিত না হওয়ায় স্মৃতিকে অর্থজন্য বলা হয় না।]

ননু কথমনর্থজা স্মৃতিঃ, তদারূঢ়স্য বস্তুনস্তদানীমসত্বাৎ। কথং তর্হি ভূতবৃষ্ট্যনুমানং নানর্থজম্? তত্র ধর্ম্মিণোঽনুমেয়ত্বাৎ, তস্য চ জ্ঞান-জনকস্য তত্র ভাবাৎ। নদ্যাখ্য এব ধর্ম্মী বৃষ্টিমদুপরিতন-দেশ-সংসর্গ-লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তদ্বাননুমীয়তে বিশিষ্টসলিলপূরযোগিত্বাৎ। স চানু-মানগ্রাহ্যো ধর্ম্মী বিদ্যত এবেতি নানর্থজমনুমানম্। কথং তর্হি * প্রাতিভ-মনাগতার্থগ্রাহি শ্বো মে ভ্রাতা আগন্তেতি প্রত্যক্ষমর্থজমিষ্যতে ভবদ্ভিঃ? তত্র দেশান্তরে বিদ্যমানস্য ভ্রাতুঃ শ্বো ভাব্যাগমনবিশেষঃ তস্যৈব তথৈব

* প্রাতিভাদ্বা সর্বম্।—পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ, ৩৩ সূঃ। নিমিত্তানপেক্ষং মনোমাত্রজন্য-মবিসংবাদকং জ্ঞানং প্রতিভা।—ভোজবৃত্তিঃ।

গ্রহণম্। তেন চ রূপেণ গৃহ্যমাণস্য সতস্তস্য জ্ঞানজনকত্বমিত্যর্থজত্বমেব প্রাতিভম্। স্মরণন্তু নির্দগ্ধপিত্রাদিবিষয়মনপেক্ষিতার্থমেব জায়মানং দৃষ্ট-মিত্যন্যত্র দেশান্তরস্থিতার্থস্মরণে তদর্থসত্ত্বমকারণমেব।

তস্মাদনর্থজত্বেন স্মৃতিপ্রামাণ্যবারণাৎ।
অগৃহীতার্থগন্তৃত্বং ন প্রমাণবিশেষণম্॥
শব্দস্যানুপলব্ধেঽর্থে প্রামাণ্যমাহ জৈমিনিঃ।
সর্ব্বপ্রমাণবিষয়ং ভবদ্ভির্বর্ণ্যতে কথম্?

অনুবাদ

স্মৃতি অর্থজন্য নহে কেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, স্মৃতি-কালে স্মৃতিবিষয়ীভূত বস্তু থাকে না বলিয়া স্মৃতি অর্থজন্য নহে। স্মৃতি যদি অর্থজন্য না হয়, তবে অতীতবৃষ্টির অনুমানও অর্থজন্য নহে ইহা না বলিব কেন? এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, অতীত-বৃষ্টির অনুমান অর্থজন্য নহে ইহা ঠিক কথা নহে, কারণ—সেই স্থলে (ভূতবৃষ্টির অনুমানস্থলে) পক্ষও উক্ত অনুমিতির বিষয় হওয়ায় সেই পক্ষই উক্ত অনুমিতির জনক হইয়া সেই স্থলে আছে। [অর্থাৎ উক্ত অতীতগোচর অনুমানস্থলে সাধ্যরূপ অনুমেয় অতীত হইলেও পক্ষও ধর্ম্মিরূপে অনুমানের বিষয় হইয়া থাকে। উক্ত ধর্ম্মীকে বাদ দিলে অনুমান অসম্ভব। কারণ—নির্ধর্ম্মিক অনুমান হয় না। সুতরাং উক্ত ধর্ম্মীও অনুমানের বিষয়। এবং ঐ ধর্ম্মী অনুমানকালে বর্ত্তমান হইয়া উক্ত অনুমিতির জনক হইতেছে। অতএব উক্ত অনুমিতির বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম বিষয় (ধর্ম্মী) অতীতগোচর অনুমিতির জনক হওয়ায় অতীতগোচর অনুমিতি অর্থজন্য নহে ইহা বলিবার উপায় নাই।] অতীতবৃষ্টির অনুমানস্থলে নদী ধর্ম্মী। অনুমাতা নদীর হঠাৎ জলবৃদ্ধি ও জলের বিশিষ্টপ্রবাহ দেখিয়া ঐ নদীর সংসৃষ্ট উপরিস্থদেশে বৃষ্টি হওয়ায় সেই বর্ষণজন্যজলপ্রবাহের সহিত নদীর সম্বন্ধবশতঃ নদীতে

বৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করে। সেই অনুমানবোধ্য ধর্ম্মটী বর্ত্তমান আছেই। সুতরাং অনুমান অর্থজন্যভিন্ন নহে। অনুমান অর্থজন্য হইতে পারে, কিন্তু আগামী কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে এই প্রকার প্রাতিভ জ্ঞান যখন ভাবী বিষয়ের প্রকাশক, তখন তাহাকে কেমন করিয়া আপনারা প্রত্যক্ষাত্মক অর্থজ জ্ঞান বলেন? তদুত্তরে আমরা বলি যে, দেশান্তরে বিদ্যমান ভ্রাতার আগামিকল্যভাবী আগমন-ক্রিয়াকে ভাবী বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। অতীত বা বর্ত্তমানরূপে গ্রহণ করিতেছি না, পরন্ত ভাবী বলিয়াই গ্রহণ করিতেছি। এবং সেই বিদ্যমান ভ্রাতা বিষয় হইয়া জ্ঞানের জনক হইতেছে, সুতরাং প্রাতিভ জ্ঞান অর্থজ, অন্য কিছু নহে।

কিন্তু স্মরণ মৃত্যুর পর ভস্মসাৎকৃত মাতা পিতা প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে বিষয় করিয়া হইয়া থাকে, সুতরাং স্মরণ বিষয়-নিরপেক্ষভাবেই উৎপন্ন হয় দেখা যায়। অতএব যে সকল স্মরণ তদ্ভিন্ন, যাহা দেশান্তরস্থিত বস্তুকে লইয়া হইয়া থাকে, সেই স্মরণের প্রতিও দেশান্তরস্থিত স্মর্য্যমাণ বিষয়টী কারণ নহে। কারণ—স্মরণকালে তাদৃশ বস্তুটী না থাকিলেও ঐ প্রকার স্মরণ হইতে পারে। [তাদৃশ স্মরণের প্রতিও স্মর্য্যমাণ তাদৃশ দেশান্তরস্থিত বস্তুকে কারণ বলা চলে না, কারণ—ঐ স্মর্য্যমাণ বস্তুটী স্মরণকালে দেশান্তরে থাক, আর নাই থাক, স্মরণের কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব স্মরণের প্রতি বিষয়টী আদৌ কারণ নহে।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, স্মৃতি অর্থজন্য নহে বলিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং যাহা অনধিগতবিষয়ের বোধক তাহা প্রমাণ—ইহা ঠিক কথা নহে। (ইহা বলিলে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষের প্রমাত্ব থাকে না।) এবং জৈমিনি প্রমাণের মধ্যে কেবলমাত্র শব্দ-প্রমাণকে অগৃহীতগ্রাহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [অর্থাৎ জৈমিনি অগৃহীতবিষয়ের বোধকরূপে শব্দকে প্রমাণ বলায় তন্মতে তাদৃশ শব্দজন্যবোধ প্রমা হইতে পারিবে। কিন্তু গৃহীতগ্রাহী শব্দ হইতে যে বোধ উৎপন্ন হইবে, তাহা প্রমা হইবে না। এইমাত্র অর্থলব্ধ হইতেছে।] তোমরা সকলপ্রমাণকে অগৃহীতার্থগ্রাহী কেন বলিতেছ? [অর্থাৎ সকল প্রমাণকে ঐরূপ বলা উচিত নহে।]

টিপ্পনী

স্মরণ প্রমা কি অপ্রমা এই লইয়া মতভেদ আছে। নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথের মতে অবাধিতবিষয় লইয়া যে স্মরণ হয়, তাহা প্রমা। অনধিগতবিষয় লইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রমা—এই মতটী তাঁহার অনভিমত, এই মতে স্মরণমাত্রই অপ্রমা, কারণ—স্মরণ জ্ঞাতবিষয়কে লইয়াই হইয়া থাকে। যাঁহাদের মতে স্মৃতি প্রমা, তাঁহাদের মতে ঐ স্মৃতি (স্মরণ) যখন অনুভূতি হইতে ভিন্ন জ্ঞান, তখন ঐ স্মৃতির করণকে তাঁহাদের অনুমোদিত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণচতুষ্টয় হইতে পৃথক্ প্রমাণ বলা হয় না কেন? [অর্থাৎ যে চারিটী প্রমাণ নৈয়ায়িক-সম্মত, তাহারা প্রত্যেকে অনুভূতিবিশেষের করণ, স্মৃতি অনুভূতি নহে, তাহা অনুভূতিভিন্ন জ্ঞান, সুতরাং স্মৃতিকে প্রমা বলিলে তাহার করণকে পৃথক্ প্রমাণ বলিতে হয়, পৃথক্ প্রমাণ বলিলে পঞ্চমপ্রমাণের আপত্তি হইয়া পড়ে।] এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন যে, স্মৃতি প্রমা হইলেও তাহার করণ পৃথক্ প্রমাণ হইবে না; কারণ—প্রমার যাহা করণ তাহা প্রমাণ—এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ নহে, কিন্তু যাহা প্রমাত্মক অনুভবের করণ তাহা প্রমাণ—এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ। স্মৃতি অনুভবভিন্ন বলিয়া স্মৃতি প্রমা হইলেও তাহার করণ প্রমাণ নহে, এবং জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ববাদীর মতে অগৃহীত-গ্রাহিত্বশব্দের যথাশ্রুত অর্থ লইয়া প্রমার লক্ষণ বলাও চলে না। কারণ—যথাশ্রুত অর্থ লইলে প্রত্যেক জ্ঞানের স্বপ্রকাশতানিবন্ধন (প্রত্যক্ষ-ধারারও) স্ব স্ব ব্যক্তিরূপ অজ্ঞাতবিষয় লইয়া প্রবৃত্তি হওয়ায় অগৃহীত-গ্রাহিত্বস্বরূপ প্রমাত্ব অক্ষুণ্ণ হইতে পারে। অতএব অগৃহীতগ্রাহিত্বরূপ-বিশেষণের দ্বারা স্মৃত্যাদিভিন্ন প্রমাজ্ঞানকে স্মৃত্যাদিজ্ঞান অপেক্ষা বিলক্ষণরূপে পরিচয় দিবার অবকাশ নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যক্ষধারা এবং স্মৃতিকেও প্রমা বলিতে পারা যায়, অগৃহীতগ্রাহী এই কথা বলিলেও তাহাদের বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং অগৃহীত অংশের পরিচয় দিতে হইবে। স্বপ্রকাশীভূততত্তদ্ব্যক্তিভিন্ন বলিয়া অগৃহীতের

পরিচয় দিলে প্রত্যক্ষধারাদিস্থলে সেই সেই জ্ঞানব্যক্তিভিন্ন কোন বিষয় অগৃহীত না থাকায় স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষধারাদির ব্যাবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার বলিলে বড়ই গৌরব হয়।

অতএব স্মৃত্যাদির প্রমাত্ব-খণ্ডন-ব্যপদেশে অগৃহীতগ্রাহিত্ববিশেষণের কোন প্রয়োজন নাই। স্মৃত্যাদিকে প্রমা বলিলে কোন অনুপপত্তি নাই। ইহা পরবর্ত্তী নব্য-নৈয়ায়িকগণের মত। প্রমাশব্দের পারিভাষিক অর্থ না করিয়া যথাশ্রুত যথার্থ জ্ঞানই প্রমা এইরূপ অর্থই তাঁহারা করিয়াছেন। প্রাচীন-নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় স্মৃতিকরণের পৃথক্ প্রামাণ্যের আপত্তিভয়ে স্মৃতিভিন্ন যথার্থজ্ঞানকে উপলব্ধিশব্দের অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ গৃহীত-গ্রাহী হইলেও অপ্রমা নহে, কারণ তিনিও অগৃহীতগ্রাহিত্ব প্রমা বা প্রমাণের বিশেষণ দেন নাই। তিনি ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকে প্রমা বলিবার জন্য ঐ বিশেষণ যাঁহারা দেন তাঁহাদের মতের প্রতিষেধ করিয়াছেন। 'স্মৃতিভিন্ন' এই কথাটী বলায় অবাধিতবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত স্মরণাত্মক জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়ে তাঁহাদেরও কোন মতদ্বৈধ ছিল না, ইহা আমার মনে হয়। প্রথম প্রত্যক্ষ যেরূপভাবে বিষয় প্রকাশ করে, ২য়, ৩য় প্রত্যক্ষাদিও সেই ভাবেই কার্য্য করে, সুতরাং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবাধিতবিষয়ক প্রত্যক্ষই উপলব্ধি অর্থাৎ প্রমা ইহাই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন।

কিন্তু উদয়ন কুসুমাঞ্জলির চতুর্থস্তবকে প্রথম কারিকায় বলিয়াছেন যে যাহা যথার্থ অনুভব, তাহাই প্রমিতি। সুতরাং তাঁহার মতে স্মৃতি যথার্থ হইলেও অনুভবভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রমিতি নহে। অতএব স্মৃতিকরণেরও প্রমাণত্বের আপত্তি নাই। পূর্ব্বমত অপেক্ষা উদয়নের স্বরস এই যে, যথার্থজ্ঞানমাত্রকে প্রমিতি বলিয়া আবার প্রমাণপদের অন্তর্গত প্রমাপদের অন্যার্থকল্পনা করিতে হইল না। প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকরও যথার্থজ্ঞানকে প্রমা বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যকৌশলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের প্রমাত্ব বজায় রাখিয়াছেন এবং স্মৃতির প্রমাত্ব খণ্ডন

করিয়াছেন, সেই কৌশলটী হইতেছে এই যে, যে জাতীয় প্রত্যেক জ্ঞানটীই নিজের অনুরূপ অন্য কোন জ্ঞানের পরে হয়, কোনটাই পূর্ব্বে হয় না, তজ্জাতীয়ভিন্ন জ্ঞানই প্রমা, এবং তাহাই অগৃহীতগ্রাহী। ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষধারার মধ্যে ২য় প্রত্যক্ষ ১ম প্রত্যক্ষের এবং ৩য় প্রত্যক্ষ ২য় প্রত্যক্ষের এই রীতিতে পর পর প্রত্যক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুরূপ প্রত্যক্ষের অনন্তর হইলেও ১ম প্রত্যক্ষটী স্বতুল্যাকার অন্য কোন প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী না হওয়ায় অথচ প্রথম প্রত্যক্ষটীও একজাতীয় জ্ঞানসামান্যের মধ্যে গণিত হওয়ায় ধারাবাহিক যথার্থ প্রত্যক্ষকে প্রমা বলিলে কোন হানি হইল না। কিন্তু স্মৃতিমাত্রই নিজের অনুরূপ স্বকরণীভূত অনুভবের পরবর্ত্তী হওয়ায় প্রমা হইতে পারিল না। নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার শব্দশক্তি-প্রকাশিকাগ্রন্থে এই মতটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মতেও প্রমার দ্বৈরূপ্য প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু বিশ্বনাথ সাধারণতঃ প্রমার স্বরূপ যাহা বলিয়াছেন, প্রমাণলক্ষণের পরিচয়ে প্রমার লক্ষণ করিতে গিয়া স্মৃতিব্যাবর্ত্তনের জন্য প্রমাণলক্ষণে নিবিষ্ট প্রমার অন্য স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। জয়ন্ত অর্থজন্যজ্ঞানকে প্রমা বলিয়াছেন, তিনি অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানকে প্রমা বলেন নাই। তাঁহার মতে ধারাবাহিক জ্ঞান গৃহীতগ্রাহী হইলেও অর্থজন্য বলিয়া প্রমা হইতে পারিবে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষের সমকালবৃত্তি বলিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্থজন্য হইলেও অনুমিতিরূপ পরোক্ষ জ্ঞানেরও অর্থজন্যতার উপপাদন জয়ন্ত স্বয়ং করিয়াছেন। এবং ঐ যুক্তি অনুসারে কোন জ্ঞেয় বিষয়ের বর্ত্তমানত্ববোধনেচ্ছায় শব্দ প্রযুক্ত হইলে সেই শব্দ-জন্য বোধকে অর্থজন্য বলা জয়ন্তের অনুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু নব্যমতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়জন্য, অন্য জ্ঞান নহে। জয়ন্তের এই কল্পনাটী অভিনব বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ অনুমিতি বা শব্দের সকলবিষয় অতীত হইলে তাদৃশবোধকে অর্থজন্য বলা সম্ভবপর নহে। তবে তাদৃশবোধকে অর্থজন্যজাতীয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। [অর্থাৎ অর্থজন্য অনুমিতিবিশেষ বা শব্দবিশেষকে গ্রহণ করিয়া অতীত-সর্ব্ববিষয়ক অনুমিতি বা শব্দের তজ্জাতীয়ত্বানিবন্ধন সকল অনুমিতি

বা সকল শব্দকে গ্রহণ করিতে পারা যায়] কিন্তু কোন স্মৃতি অর্থজন্য না হওয়ায় স্মৃতি অর্থজন্যজাতীয়ও হইতে পারে না। উপমিতিও অর্থজন্য, কারণ—উপমিতির বিষয় তত্তৎপদবাচ্যতা; বিষয় যেরূপ প্রত্যক্ষের সমকালবৃত্তি বলিয়া কারণ, সেইরূপ তত্তৎপদবাচ্যতাও উপমিতির সমকালবৃত্তি বলিয়া কারণ হইতে পারে, সুতরাং উপমিতিও অর্থজন্য। লৌকিক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই জয়ন্ত আলোচনা করিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়, কারণ—অলৌকিক প্রত্যক্ষগুলি অর্থজন্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ—যোগীদের অতীত এবং অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। * কিন্তু মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রত্যক্ষখণ্ডে সন্নিকর্ষবাদ-রহস্যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-বিচার-প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষমাত্রের বিষয়জন্যতা আছে এই বলিয়া কাহারও মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই মতে কেবলমাত্র অলৌকিক বিষয় লইয়া কোন প্রত্যক্ষ হয় না, সকলপ্রত্যক্ষে লৌকিক বিষয় থাকিবেই এই কথা পাওয়া যায়। অতএব সেই মতে লৌকিক বিষয়ও বিষয় হওয়ায় সকল প্রত্যক্ষই বিষয়জন্য হইতে পারে। কিংবা অলৌকিক প্রত্যক্ষও বিষয়জন্যপ্রত্যক্ষজাতীয় বলিয়া বিষয়জন্যপ্রত্যক্ষজাতীয়মাত্রই প্রত্যক্ষ-লক্ষণের লক্ষ্যার্থ এই কথা বলিয়াও মথুরানাথ অলৌকিকপ্রত্যক্ষকে বিষয়জন্যপ্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই রীতির অনুসরণ করিলে জয়ন্তও অলৌকিকপ্রত্যক্ষকে বিষয়জন্য বা বিষয়জন্যজাতীয় বলিয়া তাহারও প্রমাত্ব সমর্থন করিতে পারেন। যদি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষই বিষয়জন্য হইত, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞকল্প গৌতম ঋষিও প্রত্যক্ষের লক্ষণে গুরুশরীর ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্বকে প্রত্যক্ষের বিশেষণ না দিয়া অর্থোৎ-পন্নত্বকে বিশেষণ দিতেন।

কিন্তু তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডে গঙ্গেশের প্রত্যক্ষলক্ষণ-বিচারপ্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর দেখিলে মনে হয় যে, গঙ্গেশ প্রত্যক্ষব্যতিরিক্ত জ্ঞানকে অর্থজন্য বলিতেন না। সুতরাং জয়ন্ত স্মৃতির প্রমাত্বব্যাবর্ত্তনের

* ন চৈবং সর্ব্বাংশে অলৌকিকপ্রত্যক্ষস্য বিষয়াজন্যত্বাৎ তত্রাব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং তস্যাপ্যাত্মাংশে লৌকিকত্বে বাধকাভাবেন বিষয়জন্যত্বাৎ প্রত্যক্ষমাত্রস্যৈব যৎকিঞ্চিদ্বিষয়াংশে লৌকিকত্বনিয়মাৎ। ইতি প্রত্যক্ষখণ্ডে সন্নিকর্ষবাদরহস্যম্, ৫৫১ পৃঃ।

জন্য যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, গঙ্গেশের প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর দেখিলে তাহা গঙ্গেশের সম্পূর্ণ অননুমোদিত ইহা আমার মনে হয়। গঙ্গেশ প্রত্যক্ষখণ্ডে সন্নিকর্ষবাদগ্রন্থে বলিয়াছেন "যদ্বা বিষয়ত্বেন স্ববিশেষ্যজন্যং জ্ঞানং জন্য-প্রত্যক্ষম্"। মথুরানাথ ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বিশেষ্য-পদং বিষয়মাত্রপরং স্বপদঞ্চানাদেয়ম্। তথা চ বিষয়ত্বেন বিষয়জং জ্ঞানং লৌকিকপ্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ।" অনুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞানও যদি অর্থজন্য হইত, তাহা হইলে গঙ্গেশ প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণান্তর দেখাইতে পারিতেন না, যাহার অর্থ বিষয়জন্য জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষ। এবং গঙ্গেশ জ্ঞানের স্বপ্রকাশতাবাদ-নিরাকরণপ্রসঙ্গে প্রত্যক্ষখণ্ডে অনুব্যবসায়-বাদ-গ্রন্থে যাহা প্রত্যক্ষের অজনক, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এই কথা বলিয়া বিষয় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানমাত্রের জনক, অন্য জ্ঞানের নহে, ইহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। অতএব মঞ্জরীকারের অনুমিত্যাদির অর্থজন্যতা-প্রদর্শন পরবর্তী নব্য-নৈয়ায়িকগণের প্রতিকূল বলিয়াই আমার মনে হয়।

গঙ্গেশ স্মৃতির অপ্রমাত্ব-সমর্থন অন্য যুক্তির দ্বারা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষখণ্ডে সবিকল্পকবাদে অনেকরকমে স্মৃতিমাত্রের অযথার্থতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে অনুভব এবং স্মৃতি (স্মরণ) সমানবিষয়ক। তবে স্মৃতির আকার সেই ঘট, সেই পট এই রকম যে হয়, তাহার কারণ সংস্কার। সংস্কারই 'সেই' অংশটুকু আনাইয়া দেয়। 'সেই' অংশটুকু স্মৃতির বিষয় হয় না। স্মৃতির বিষয় হইলে অনুভব এবং স্মরণের ঐ বিষয় লইয়া প্রভেদ হইয়া যাইত। স্মৃতির বিশেষকারণ সংস্কারের এইরূপ প্রভাব আছে যে, যাহার বলে 'সেই' অংশটুকু স্মৃতির বিষয় না হইলেও পরের নিকট স্মৃতির পরিচয় দিতে গেলে 'সেই' 'সেই' বলিয়া স্মৃতির পরিচয় দিতে হয়।

সংস্কারই 'সেই' 'সেই' এই প্রকার শব্দপ্রয়োগের (তচ্ছব্দ-প্রয়োগের) হেতু। এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলেও প্রত্যক্ষের পরিচয় দিতে গেলে এই ঘট, এই পট, এইরূপে ইদম্শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু 'ইদম্' অংশটুকু প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। প্রত্যক্ষাত্মক অনুভূতির পক্ষে কাল বা রূপ-

রসাদি ধর্ম্মবিশেষ যাহা কিছু বিষয় হয়, তাহা বর্ত্তমানরূপেই হইয়া থাকে, স্মৃতি এবং অনুভব সমানবিষয়ক বলিয়া প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত কালাদি ঐ বর্ত্তমানরূপেই স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে কিন্তু স্মৃতিকালে ঐ কালাদি বর্ত্তমানরূপে বিষয় হইতে পারে না। কারণ—তখন সে কাল নাই, এবং ধর্ম্মী থাকিলেও রূপ-রসাদির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মতে প্রত্যক্ষানুভূতির পরবর্ত্তী স্মৃতির অপ্রমাত্বের সমর্থন হইল। দ্বিতীয়মতে স্মৃতিমাত্রই অপ্রমা, তবে সেই অপ্রমাত্বের কারণ বিষয়জন্যত্বাভাব নহে। কিন্তু অনুভব এবং স্মরণের বিষয়কৃত আকার-ভেদ অপ্রমাত্বের কারণ। কথিত 'সেই' অংশটুকু অনুভবের বিষয় না হইলেও স্মরণের বিষয় হয়। কিন্তু স্মরণ অননুভূতবিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কারণ—সংস্কার স্মরণের বিষয় জুটাইয়া দিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় স্মরণমাত্রই সংস্কারসীমা লঙ্ঘন করিয়া 'সেই' অংশটুকু (তদংশটুকু) গ্রহণ করায় অপ্রমা হইয়া পড়িতেছে।

যদিও যে সকল স্মরণের বিষয় অবাধিত, এবং প্রসূতি অনুভূতিও প্রমা, সুতরাং সেই সকল স্মরণ অবাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত হওয়ায় যথার্থ হইলেও কিন্তু সেই সকল স্মরণ ও স্বজনক অনুভবের অগোচর আকস্মিক তদংশ লইয়া প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রমা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এইমতে প্রত্যক্ষকালে যে ধর্ম্মের সম্বন্ধ যাহার উপর বর্ত্তমানরূপে গৃহীত হয়, অন্যকালে সেই ধর্ম্মের অতীতভাবই তদংশের অর্থ। *

তৃতীয়মতে স্মৃতিমাত্রই অযথার্থ (অর্থাৎ ভ্রম), কারণ—স্মৃতিমাত্রের বিষয় বাধিত। কারণ—স্মৃতির যাহা যাহা বিষয় হয়, তাহা বর্ত্তমান ভাবেই বিষয় হইয়া থাকে। অতীত বা অনাগতভাবে স্মৃতি কাহাকেও বিষয় করে না। স্মৃতির এইরূপই স্বভাব। অথচ স্মৃতিকালে স্মৃতি-বিষয়গুলির মধ্যে সকলে বর্ত্তমান থাকে না। গুণ আকার এবং কাল-প্রভৃতির কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিংবা জ্ঞানমাত্রেরই

* অয়ং ঘট ইত্যত্র যদ্ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যং ভাসতে, তদতীতত্বং তত্র ইতি তত্ত্বচিন্তামণৌ প্রত্যক্ষখণ্ডে সবিকল্পকবাদঃ, ৭৪৩ পৃঃ।

বর্ত্তমান পদার্থই বিষয় হইয়া থাকে। স্মৃতিও যখন জ্ঞান, তখন তাহারও পক্ষে ঐরূপ নিয়ম। কিন্তু স্মৃতির পক্ষে উহা সম্ভব নহে, সুতরাং উহা ভ্রম। এবং যৎকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞান সেই সময়েরই গ্রাহক হয় বলিয়াও স্মৃতি অতীতকালকে গ্রহণ করিতে পারে না, বর্ত্তমানকালকেই গ্রহণ করে। স্মৃতির পক্ষে কালভিন্ন অন্যান্য বিষয় সংস্কারপ্রাপ্ত। কেবলমাত্র ঐ কালবিশেষ জ্ঞানসামগ্রীলব্ধ।

সুতরাং সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিরূপে স্মৃতির বিষয়ীভূত বর্ত্তমান কালকে অতীতকালরূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রমত্ব অবাধিত। এই মতে কালাংশ লইয়া এবং বিষয়াংশ লইয়া স্মৃতির ভ্রমত্ব দেখান হইয়াছে। [অর্থাৎ বর্ত্তমানকালকে অতীতকালরূপে প্রকাশ করায় ও অতীতবিষয়কে বর্ত্তমানরূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।]

কিংবা কথিতরীতি অনুসারে স্মৃতি-জ্ঞানটী ভ্রম নহে, কিন্তু যাহার যে ধর্ম্ম নাই, বা যে ধর্ম্মীটী নাই, তাহার সেই ধর্ম্ম আছে বা সেই ধর্ম্মীটী আছে এই ভাবেই [অর্থাৎ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীর বর্ত্তমানত্বরূপে] সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিপ্রকারে স্মৃতি হয় বলিয়াই স্মৃতিমাত্রই ভ্রম। ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীর বর্ত্তমানত্ব-প্রকাশক জ্ঞানসামান্যের সামগ্রী এবং তৎসহকৃত সংস্কার ঐ প্রকার স্মৃতি উৎপন্ন করে। তদংশ লইয়া জ্ঞান হইলেই যে ভ্রম হয়, তাহাও নহে, কারণ—'তখন সেই ইনি' এইরূপ প্রমাজ্ঞানও দেখা যায়। এই যুক্তি অনুসারে কেবলমাত্র ধর্ম্মীর বর্ত্তমানত্ব লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাত্ব বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতে তদংশের পরিত্যাগ করাও চলে না, করিলে ধর্ম্মীতে যে ধর্ম্মটী তৎকালে নাই, তাহা তৎকালে আছে, ইহা স্মৃতি বুঝাইতেছে, ইহা হইত না।

অপরের মতে স্মৃতির অযথার্থতা-পক্ষে অনেক কথা আছে, গ্রন্থ-গৌরবভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। সাংখ্য-মীমাংসাদি দর্শনেও স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকৃত নাই। পরবর্ত্তী কোন নৈয়ায়িক স্মৃতিকে প্রমা বলিলেও কেহই স্মৃতিকে প্রমাণ বলেন নাই। কেবলমাত্র জৈনদর্শনে স্মৃতিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে। এই কথা প্রমাণসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে টিপ্পনীতে পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি।

* অপরে পুনরবিসংবাদকত্বং প্রমাণসামান্যলক্ষণমাচক্ষতে। তদুক্তম্— † প্রমাণমবিসংবাদকত্বঞ্চ প্রাপকত্বমুচ্যতে। জ্ঞানস্য চ প্রাপকত্বং সুখ-দুঃখসাধন-সমর্থ-পদার্থপ্রাপ্তি-পরিহারভূতায়াঃ প্রবৃত্তের্নিমিত্তং প্রদর্শকত্বমেব। জ্ঞানপ্রদর্শিতে হি বিষয়ে প্রবৃত্তৌ সত্যাং প্রাপ্তির্ভবতীতি প্রাপ্তিং প্রতি প্রমাণস্য প্রদর্শকত্বমেব ব্যাপারঃ। প্রদর্শয়তা হি তেন সোঽর্থঃ প্রাপিতো ভবতি, যথা হর্ত্তব্যং প্রতি রাজ্ঞামাজ্ঞাদানমেব হর্ত্তৃত্বম্। তদুক্তম্— প্রাপণশক্তিঃ প্রামাণ্যমিতি। লোকেঽপি চ প্রদর্শিতং বস্তু প্রাপয়তঃ প্রমাণত্বব্যবহারঃ। তচ্চ প্রাপকত্বং প্রত্যক্ষানুমানয়োরুভয়োরপ্যস্তীতি প্রমাণসামান্যলক্ষণম্। তত্র প্রত্যক্ষস্য বস্তুস্বলক্ষণবিষয়ত্বাৎ তস্য চ ক্ষণিকত্বেন প্রাপ্ত্যসম্ভবেঽপি তৎসন্তানপ্রাপ্তেঃ সন্তানাধ্যবসায়জননমেব প্রাপকত্বম্। অনুমানস্য স্বারোপিতার্থবিষয়ত্বেঽপি মূলভূতবস্তুক্ষণপারম্পর্য্য-প্রভবত্বান্মণিপ্রভামণিবুদ্ধিবৎ তৎপ্রাপ্ত্যা প্রাপকত্বম্। তদিদমধ্যবসিত-প্রাপকত্বং প্রামাণ্যম্, ‡ অধ্যবসিতস্যাবস্তুত্বেঽপি তন্মূলবস্তুপ্রাপ্ত্যা নির্ব্বহতি যথাঽধ্যবসিতপ্রাপকঞ্চ প্রমাণমিতি মতম্।

অনুবাদ

অপরে বলেন যে, অবিসংবাদকত্ব প্রমাণের সামান্যলক্ষণ। প্রমাণ-মাত্রই অবিসংবাদী এই কথার দ্বারা তাহা (তাঁহাদের শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে। স্বপ্রকাশিত বিষয়কে যাহা পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকেই

* বৌদ্ধাঃ।

† প্রমাণমবিসংবাদি অবিসংবাদকত্বঞ্চ প্রাপকত্বমুচ্যতে এষ এব পাঠোঽত্র সমীচীনঃ। প্রমাণস্য প্রাপকত্বপক্ষে বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ—তথাদর্শয়িতৃৎপত্ত্যাবগমস্য জ্ঞানস্যাপি কশ্চিদবশ্যকর্ত্তব্যঃ প্রাপকব্যাপারঃ। যেন কৃতেনার্থঃ প্রাপিতো ভবতি। স এব চ প্রমাণফলম্। যদনুষ্ঠানাৎ প্রাপকং ভবতি জ্ঞানম্। উক্তঞ্চ পুরস্তাৎ, প্রবৃত্তিবিষয়প্রদর্শনমেব প্রাপকস্য প্রাপকব্যাপারো নাম। তদেব চ প্রত্যক্ষমর্থপ্রতীতিরূপমর্থপ্রদর্শনরূপম্। অতস্তদেব প্রমাণফলম্। ন্যায়বিন্দু, প্র. প.। অপি চ বৌদ্ধমতে বিষয়জত্বং প্রত্যক্ষং প্রমাণং তচ্চ নির্বিকল্পকমেব, ঘটাদেঃ ক্ষণিকতয়া ঘটাদ্যুৎপত্তিতৃতীয়ক্ষণে জাতস্য ঘটাদিসবিকল্পকস্য ঘটাদিবিষয়জত্বং ন সম্ভবতি। কার্য্যানিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিন এব কারণত্বাৎ।

‡ অনুমানস্য প্রদর্শিতপ্রাপকত্বানুপপত্ত্যা পক্ষান্তরমনুসৃতম্।

অবিসংবাদী বলা হইয়া থাকে। [অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুপ্রকাশ হইল, কিন্তু সেই বস্তুটী সেস্থানে না থাকায় তাহা পাওয়া গেল না, এইরূপ হইলে তাহা প্রমাণ হইবে না। তাহা বিসংবাদী হইবে।] (এই মতে জ্ঞানই প্রমাণ) এবং সেই প্রমাণীভূত জ্ঞানটী স্বপ্রকাশিত বিষয়টীকে যে আনাইয়া দেয়, তাহা নহে, কিন্তু সুখসাধনসমর্থ বা দুঃখসাধনসমর্থ বস্তুর প্রাপ্তি বা পরিত্যাগরূপ প্রবৃত্তির কারণরূপে বিষয়-প্রদর্শনরূপ কার্য্যও করাইয়া দেয়।

ঐ ভাবে বিষয়প্রদর্শনই প্রাপকত্ব। [অর্থাৎ যাহার সাহায্যে যাহাকে যে ভাবে বুঝিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ব্যবহারকালেও যদি তাহার সেই ভাবটী সম্পূর্ণ বজায় থাকে, একভাবে বুঝিয়া আনিতে গেলে যদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবান্তর দেখা যায়, তবে সেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানটী প্রমাণ হইবে না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রথমে যে নির্বিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা নামজাত্যাদি-যোজনাত্মক সবিকল্পক-জ্ঞানরূপ-ব্যাপারের সম্পাদন করিয়া অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত সুখের প্রাপ্তি বা অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের নিবৃত্তির হেতু হয়, এইরূপে হেতুভাবটীই প্রাপকত্ব, এবং তাহাই অবিসংবাদকত্ব।]

কারণ—জ্ঞানরূপপ্রমাণকর্তৃক বিষয়প্রদর্শনরূপ কার্য্যের সম্পাদন ঘটিলে চেষ্টা হয়, তাহার পর (গ্রাহ্য বিষয়ের) প্রাপ্তি হয়। এইজন্য প্রাপ্তির পক্ষে প্রমাণের বিষয়প্রদর্শনই একমাত্র ব্যাপার। [অর্থাৎ প্রমাণ যদি বিষয়প্রদর্শন না করাইত, তাহা হইলে চেষ্টা হইত না, এবং চেষ্টার অভাবে বিষয়প্রাপ্তিও ঘটিত না।] কারণ—প্রমাণ বিষয়-প্রদর্শন সম্পাদন দ্বারা বিষয়প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। যেরূপ রাজা স্বয়ং হরণ না করিলেও হরণ করিবার আদেশ করায় (সৈন্যগণ হরণ করিলেও) হরণ-কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হ'ন। সেরূপ প্রমাণ স্বয়ং বিষয়প্রাপ্তিরূপ ফলের কর্ত্তা না হইলেও (প্রমাতা কর্ত্তা হইলেও) বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার ব্যবস্থা করায় বিষয়প্রাপক বলিয়া পরিচিত হয়।] প্রাপণশক্তিই প্রামাণ্য এই কথা বলিয়া তাহা কথিত হইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, প্রদর্শিত-বস্তুলাভের যাহা প্রধান সহায়, তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। এবং সেই প্রাপকত্ব প্রত্যক্ষ এবং

অনুমান উভয়ত্রই আছে, এইজন্য তাহা প্রমাণের সামান্যলক্ষণ। সেই প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে বস্তুভূত স্বলক্ষণটী * প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়া এবং সেই স্বলক্ষণটী ক্ষণিক বলিয়া তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব হইলেও তৎসন্তানের (একপ্রকার বস্তুধারার) প্রাপ্তি সম্ভবপর বলিয়া তাদৃশ-সন্তানবিষয়ক অধ্যবসায়ের সম্পাদনই প্রাপকত্ব বলিতে হইবে। [অর্থাৎ যদিও জ্ঞান এবং গ্রাহ্যের সম্বন্ধ আছে, তথাপি জ্ঞান উপাদেয় বস্তুর প্রাপক হইতে পারে না। বীজ এবং অঙ্কুরের সম্বন্ধ থাকিলেও বীজ অঙ্কুরের বা অঙ্কুর বীজের প্রাপক হইতে পারে না। কেবলমাত্র বীজের দ্বারাই যদি অঙ্কুরপ্রাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে লোকের পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন থাকিত না।

কিন্তু প্রমাণীভূত জ্ঞানটী প্রথমে নামজাত্যাদি-যোজনাময় সবিকল্পক-জ্ঞান সম্পাদন করে। তাহার পর উপাদাতা উপাদানে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর গ্রাহ্যের প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্যই প্রমাণ উপাদেয় বস্তুর সাক্ষাৎ প্রাপক নহে, কিন্তু তাদৃশসবিকল্পকজ্ঞান-সম্পাদনদ্বারা উপাদেয় বস্তুর প্রাপ্তিসাধনের অনুকূলসামর্থ্যশালী। এই জন্যই প্রাপণশক্তিকে প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাপকত্বকে প্রামাণ্য বলা হয় নাই। এই মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ—তাহা বিষয়-জন্য। নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, সবিকল্পকপ্রত্যক্ষটি তজ্জন্য নহে। বিষয় ক্ষণিক বলিয়া সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকালে তাহার সত্তা নাই। নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহাকে গ্রাহ্য বলে, এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহাকে অধ্যবসেয় বলে। †

* যস্যার্থস্য সংনিধানাসংনিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাসভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্। ন্যায়বিন্দুঃ—হ. প্র. প. যস্য জ্ঞানবিষয়স্য সন্নিধানং নিকটদেশাবস্থানম্, অসন্নিধানং দূরদেশাবস্থানম্। তস্মাৎ সন্নিধানাদসন্নিধানাচ্চ জ্ঞানপ্রতিভাসস্য গ্রাহ্যাকারস্য ভেদঃ স্ফুটত্বাস্ফুটত্বাভ্যাম্। যো হি জ্ঞানস্য বিষয়ঃ সন্নিহিতঃ সন্ স্ফুটমাভাসং জ্ঞানস্য করোতি, তৎ স্বলক্ষণম্। সর্বাণ্যেব বস্তূনি দূরাদস্ফুটানি দৃশ্যন্তে, সমীপে স্ফুটানি। তান্যেব স্বলক্ষণানি। ইতি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যকৃতা টীকা।

† অন্যো হি গ্রাহ্যঃ, অন্যশ্চাধ্যবসেয়ঃ। প্রত্যক্ষস্য হি ক্ষণ একো গ্রাহ্যঃ। অধ্যবসেয়স্তু প্রত্যক্ষবলোৎপন্নেন নিশ্চয়েন সন্তান এব। সন্তান এব চ প্রত্যক্ষস্য প্রাপণীয়ঃ। অতিপ্রসক্ততয়া ক্ষণস্য প্রাপয়িতুমশক্যত্বাৎ ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা। প্রঃ পঃ ২২ পৃঃ

সবিকল্পক জ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে। স্বলক্ষণটী নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে বস্তুটী নিকটে অবস্থান করিলে সুস্পষ্টরূপে গৃহীত হয়, এবং দূরে অবস্থান করিলে অস্পষ্টরূপে গৃহীত হয়, তাহাই স্বলক্ষণ। ঐ স্বলক্ষণ বিষয়টীও ক্ষণিক। সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকালে ও প্রাপ্তিকালে তাহার সত্তা থাকে না। কারণ—নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষাবধি প্রাপ্তিকালপর্য্যন্ত এক বস্তু থাকিতেই পারে না। কারণ—পূর্ব্বাপর সকল বস্তুর ২য় ক্ষণে বিনাশ হইয়া যায়। বস্তু এক হইলে প্রমাণপ্রদর্শিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত। ব্যক্তিত্বহিসাবে সম্ভবপর না হইলেও একজাতীয় প্রবাহের অন্তর্গতত্ব বিধায় অগৃহীতভেদ তদাকার ব্যক্ত্যন্তরের প্রাপ্তি সম্ভবপর হইয়া থাকে। এইজন্য ক্ষণিক বস্তু-সন্তানই অধ্যবসেয় হইয়া থাকে। [অর্থাৎ প্রমাণীভূত নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের ফলীভূত সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় এবং এই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা তাদৃশ সন্তানের (একজাতীয় ক্ষণিক-বস্তুধারার) প্রাপ্তি হইয়া থাকে] যদিও অপর প্রমাণ অনুমান (বৌদ্ধমতে অনুমিতিই প্রমাণ) কল্পনাময় (নামজাত্যাদিযোজনাময়) বস্তুকে লইয়া প্রবৃত্ত, তথাপি ঐ কল্পনার আশ্রয়ীভূত বস্তুক্ষণটী সত্য, এবং অনুমিতিকাল ও তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাদৃশ বস্তুর প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া ঐ কল্পনাময় অনুমিতি তাদৃশ-প্রবাহপ্রসূত। (ধর্ম্মী না থাকিলে ঐ কল্পনা কাহার উপর হইবে ? সুতরাং ঐ কল্পনাময় অনুমিতি তাদৃশ বস্তুসন্তান-প্রসূত) অতএব মণিপ্রভার প্রতি মণিভ্রমকারী ব্যক্তি যেরূপ মণিভ্রমের অনন্তর মণির আনয়নে প্রবৃত্ত হইলে মণি প্রাপ্ত হয়, সেরূপ ঐ কল্পনাময় অনুমিতির কর্ত্তা ব্যক্তি আরোপিত-বস্তু আনিতে গেলেও যথার্থ তাদৃশ বস্তুসন্তানকে পাইয়া থাকে। সুতরাং অনুমানপ্রমাণেরও প্রাপকত্ব আছে। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই অধ্যবসিত-প্রাপকত্বই প্রামাণ্য। (প্রদর্শিত-প্রাপকত্ব প্রামাণ্য নহে, কারণ—অনুমানস্থলে বিষয়ের প্রদর্শন হয় না।) আরোপ্যমাণটী মিথ্যা হইলেও আরোপাধিকরণ সত্যবস্তুর প্রবাহটী সত্য বলিয়া তাহার প্রাপ্তির দ্বারাই প্রমাণ অধ্যবসিতের প্রাপক হয়, এই মতটী উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী

উক্ত স্বলক্ষণটী অর্থক্রিয়াকারী হয় বলিয়া সত্য, মিথ্যা বা অনুমেয়-সামান্য ব্যবহারাযোগ্য বলিয়া অর্থক্রিয়াকারী হয় না; সুতরাং অনুমানের বিষয় স্বলক্ষণ হইতে ভিন্ন। দূরত্ব-নিকটত্বপ্রযুক্ত অনুমেয়তার কোন ভেদও হয় না। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা সৎ পদার্থই নহে। অনুমানস্থলেও অনুমেয় অপ্রাপ্ত থাকে বলিয়া অর্থক্রিয়াকারী নহে, সুতরাং অনুমানের বিষয় সত্য নহে, উহা আরোপ্যমাণ। স্বলক্ষণভিন্ন-মাত্রই আরোপ্যমাণ। তাহা হইলেও যেরূপ মণিপ্রভার প্রতি মণিভ্রমকারী ব্যক্তি মণির আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া মণি পাইয়া থাকে, সেরূপ অনুমাতারও অনুমেয়ের আনয়নে প্রবৃত্তি আসিলে অনুমিতিরূপ আরোপের ধর্ম্মীভূত সৎপদার্থসন্তানের উপস্থিতি ঘটিলে তাদৃশ বস্তুসন্তানের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অনুমাতা অনুমান না করিলে অনুমেয় বিষয়টী আনিতে প্রবৃত্ত হইত না। এবং প্রবৃত্তি না আসিলে তথাকথিত বস্তুর প্রাপ্তিও হইত না। অতএব অনুমানেরও প্রাপকতারূপ প্রামাণ্য আছে।

নির্বিকল্পক জ্ঞানই একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ তাহাই বিষয়জন্য। উহার পর নামজাত্যাদি-যোজনাত্মক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। বিষয় ক্ষণিক বলিয়া তাহা সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষটী বিষয়জন্য নহে বলিয়া ভ্রমমাত্র। ঐ কল্পনার ক্ষেত্র জ্ঞানগত আকার। ঐ আকারটী বাহ্যপদার্থের উপর আরোপিত হয়। ঐ আরোপই অধ্যবসায়। ঐ আরোপটী যাহার উপর হয়, তাহাই অধ্যবসেয়, এবং সেই বাহ্য পদার্থের প্রাপ্তি হয়। সুতরাং অধ্যবসিত-প্রাপকত্ব প্রামাণ্যের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ঐ অধ্যবসায়টী যখন আরোপ, তখন উহা ভ্রম। সুতরাং উক্ত ভ্রমের অধিষ্ঠানটী মিথ্যা হইলে বস্তুপ্রাপকত্বরূপ প্রামাণ্য বাধিত হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা মনে করিয়া প্রাপকত্বরূপপ্রামাণ্যবাদী বলিতেছেন যে, আরোপটী ভ্রম সুতরাং তাহার আকার নামজাত্যাদি-যোজনা সত্য নহে তথাপি এবং তাহার মিথ্যাত্ব-নিবন্ধন অপ্রাপ্তি ঘটিলেও আরোপের আশ্রয়-সন্তানটী

সত্য বলিয়া তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। সুতরাং প্রামাণ্যের লক্ষণও উপপন্ন হয়। সবিকল্পক জ্ঞান স্বগত যেরূপ আকারকে বাহ্যপদার্থের উপর আরোপ করে, অনুমান-প্রমাণ সেইরূপ আকারে আকারিতভাবে বাহ্যবস্তুর প্রাপক হয়। অনুমান আরোপিত রূপ লইয়াই প্রবৃত্ত হয়। অনুমানের বিষয় আরোপিত রূপ। ঐ আরোপিত অযথার্থ বিষয়কে যথার্থরূপে অনুমাতা বুঝে বলিয়া অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ন্যায় সবল প্রমাণ নহে। অনির্দ্দেশ্য অনারোপিত অসাধারণ তত্ত্বই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয়, সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় আরোপিত রূপ অতএব তাহা ভ্রম। এই সকল কথা ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু এবং দিঙ্নাগের প্রমাণ-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্ট-ভাবে আলোচিত আছে।

প্রমাণ সর্ব্বত্রই যে বিষয়প্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে তাহা নহে, তাহা যদি হইত তাহা হইলে চাঁদ দেখার পর চাঁদ পাওয়া যাইত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় প্রমাণ-নির্ব্বচনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রমাণের প্রাপকত্ব প্রবর্ত্তকত্ব। প্রমাণ স্বজ্ঞাপিত বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, এবং প্রবৃত্তির পর চেষ্টাদি হইলে বিষয়প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্যই প্রমাণকে প্রাপক বলা হয়।

ন্যায়বিন্দুকারও প্রাপকত্ব কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া ঐ প্রবর্ত্তকত্বকেই প্রাপকত্ব বলিয়াছেন। ন্যায়বিন্দুকার তাহার বিশদার্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে 'প্রবৃত্তিবিষয়-প্রদর্শকত্বমেব প্রাপকত্বম্' [অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞাপনদ্বারা প্রবৃত্তি-সম্পাদনই প্রমাণের কার্য্য, এবং তাহাই প্রাপকত্ব]।

অতশ্চ পীতশঙ্খাদিগ্রাহিণাং শঙ্খাদিমাত্রপ্রাপ্তৌ সত্যামপি * ন প্রামাণ্যম্ যথাবগতস্যাপ্রাপ্তেঃ, অবগতো হি পীতঃ শঙ্খঃ, প্রাপ্যতে চ শ্বেত ইতি তস্মাদ্ যথাবগতার্থপ্রাপকত্বমবিসংবাদকত্বং প্রামাণ্যমিতি।

* পীতশঙ্খাদিজ্ঞানানামিতি পাঠঃ সমীচীনঃ।

অনুবাদ

অতএব পীতবর্ণ শঙ্খ ইত্যাদিরূপে ভ্রান্তদর্শীর (পিত্তদোষদূষিত ব্যক্তির) যে ভাবে শঙ্খাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, প্রাপ্তিকালে শঙ্খাদির সেই ভাবটা থাকে না। (আরোপিতপীতবর্ণশূন্য) কেবলমাত্র শঙ্খাদির প্রাপ্তি হয়। কেবল শঙ্খাদির প্রাপ্তি হইলেও পীতশঙ্খবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য থাকিবে না। কারণ—অবগতি অনুসারে বিষয়প্রাপ্তি হয় নাই। [অর্থাৎ অবগতি অপেক্ষায় প্রাপ্তির বিষয় অন্যবিধ হইয়া গিয়াছে।] কারণ—শঙ্খকে পীত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, আর শুক্লবর্ণ শঙ্খের প্রাপ্তি ঘটিতেছে। [অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রাপ্তির বিষয়গত মিল নাই।] সেই জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের সহিত প্রাপ্য বিষয়ের মিল রাখিয়া যদি বিষয়-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ঐ ভাবের প্রাপকত্বই প্রামাণ্য হইবে। এবং ঐ প্রকার প্রামাণ্যই অবিসংবাদকত্ব।

তদেতদনুপপন্নম্। ইদমেব তাবদ্ ভবান্ ব্যাচষ্টাং কিং প্রদর্শিতপ্রাপকং প্রমাণম্ উতাধ্যবসিতপ্রাপকমিতি? তত্রানুমানে তাবৎ প্রদর্শনমেব নাস্তি, কা কথা তৎপ্রাপণস্য। প্রত্যক্ষে তু বাঢ়ং প্রদর্শনমস্তি ন তু প্রদর্শিতং প্রাপ্যতে, ক্ষণিকত্বেনাতিক্রান্তত্বাৎ। অধ্যবসিতপ্রাপণমপি দুর্ঘটম্। অধ্যবসায়স্য ভবন্মতে বস্তুবিষয়ত্বাভাবাৎ, অবস্তুনশ্চ প্রাপ্তু-মশক্যত্বাৎ। তদুক্তং ভবদ্ভির্যথাধ্যবসায়মতত্বাদ্ যথাতত্ত্বকানধ্যবসায়া-দিতি। মূলভূতবস্তুপ্রাপ্তিস্তু কাকতালীয়ম, ন তু তদন্যতরেণাপি প্রমাণেন স্পৃষ্টম্, যদ্ গত্বা প্রাপ্যতে।

সন্তানপ্রাপ্ত্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যপি ন যুক্তম্। সন্তানস্য ভেদাভেদ-বিকল্পাভ্যামনুপপদ্যমানত্বাৎ। এতচ্চ সবিস্তরং ক্ষণভঙ্গভঙ্গে নিরূপয়িষ্যতে।

অনুবাদ

সেই এই মতটী অসঙ্গত। তুমি কেবল এই কথাটীর উত্তর দাও—প্রদর্শিতপ্রাপকত্ব প্রমাণের লক্ষণ, কিংবা অধ্যবসিতপ্রাপকত্ব প্রমাণের

লক্ষণ ; এই মাত্র আমাদের জিজ্ঞাস্য। যদি ১ম পক্ষটী তোমার সম্মত হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সেই দুই প্রমাণের মধ্যে অনুমানস্থলে অনুমেয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকায় প্রদর্শনই সম্ভব হয় না, তাহার প্রাপণ তো দূরের কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণ-স্থলে প্রদর্শন স্বীকার করি বটে, কিন্তু যাহার প্রদর্শন হয়, তাহার প্রাপ্তি ঘটে না। কারণ—সৎপদার্থমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া প্রদর্শন হইবামাত্র প্রদর্শনের বিষয়ীভূত বস্তুটী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২য় পক্ষটীও বলিতে পার না, কারণ—যাহা বিকল্পিত, তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ—তোমার মতে কোন সত্যপদার্থ অধ্যবসায়ের অর্থাৎ বিকল্পের (কল্পনাত্মক জ্ঞানের) বিষয় হয় না, এবং যাহা কল্পনার বিষয়, অর্থাৎ শুক্তিরজতের ন্যায় যাহা আরোপিত, তাহা প্রাপ্তির অযোগ্য। সেই কথা তোমরা বলিয়াছ, যে স্থলে আরোপ হয়, সেস্থলে সেই আরোপিত বিষয়টী মিথ্যা। আর যে স্থলে আরোপ হয় না, সে স্থলে সেই অনারোপিত বিষয়টী সত্য। ইহাই সেই কথা।

(যাহা অধ্যবসিত অর্থাৎ নামজাত্যাদিযোগে আরোপিত, তাহারই গ্রহণে সকলে প্রবৃত্ত হয়) কিন্তু কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ কাহারও পক্ষে মূলভূত (অনির্দ্দেশ্য) বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তথাকথিত প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রমাণেরই ক্ষেত্র নহে, যাহা গতিবিধির দ্বারা প্রমাণের সাহায্যে প্রমাতা পাইতে পারেন। [অর্থাৎ প্রমাণের উৎপত্তিকালে মূলবস্তুটী ক্ষণিকতা-নিবন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রমাণাধীন বস্তুপ্রকাশ হইতে চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুই থাকে না। ইহা স্বীকার না করিলে ক্ষণিকতার ব্যাঘাত ঘটে।]

যদি বল যে, মূলভূত বস্তুর উৎপত্তিকাল হইতে প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী একটী প্রমেয়সন্তান (একজাতীয় প্রবাহ) স্বীকার করিয়া তাহার প্রাপ্তিকেই মূলভূত বস্তুর প্রাপ্তি বলিব। ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। কারণ—সন্তানটী সন্তানী অর্থাৎ ব্যষ্টি অপেক্ষায় ভিন্ন কিংবা অভিন্ন এই প্রকার ২টী বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা সন্তানের উপপত্তি করা যায় না।

[অর্থাৎ তাহার স্বরূপনির্দ্দেশপূর্ব্বক সমর্থন করা যায় না। কারণ— অতিরিক্ত পক্ষে তাহাকেই স্থায়ী বলা যাইতে পারায় ক্ষণিকত্ববাদের হানি হয়। অনতিরিক্তপক্ষে সন্তান স্বীকার করিলেও পূর্ব্ববৎ প্রাপ্তির অনুপপত্তি থাকায় প্রমাণলক্ষণ ব্যাহত হয়।] এবং ইহা বিস্তারপূর্ব্বক ক্ষণিকত্ববাদ-খণ্ডন-প্রকরণে পরে বলিব।

নন্বু কাল্পনিকেঽপি সন্তানে সতি সংবৃত্ত্যা প্রমাণলক্ষণমিদং নির্বক্ষ্যতি। * যথোক্তং সাংব্যবহারিকস্যৈতৎ প্রমাণস্য লক্ষণং বস্তুতস্ত্বনাদ্যবিদ্যা-বাসনারোপিত-গ্রাহ্যগ্রাহকাদিভেদপ্রপঞ্চং জ্ঞানমাত্রমেবেদমিতি কিং প্রাপ্যতে কো বা প্রাপয়তীতি, সোঽয়ং পলায়নপ্রকারইব প্রস্তূয়তে। কেয়ং সংবৃত্তির্নাম? সাঽপি সত্যসতী বা ইতি বিকল্প্যমানা নৈব ব্যবহার-হেতুর্ভবতি। অবিদ্যাবাসনাকৃতশ্চ ন ভেদব্যবহারঃ। কিন্তু পারমার্থিক এবেতি সাধয়িষ্যতে। সাংবৃত্তসন্তানকল্পনায়াং বা জাত্যবয়বিপ্রভৃত-য়োঽপি সাংবৃত্তাঃ কিমিতি নেষ্যন্তে। বৃত্তিবিকল্পাদিবাধকোপহতত্বাদিতি চেৎ সন্তানেঽপি সমানঃ পন্থা ইতি কদাশালম্বনমেতৎ। তস্মাদসম্ভবি দর্শিতপ্রাপকত্বমিত্যলক্ষণমেতৎ।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সন্তানও সত্য নহে, উহাও কাল্পনিক, ইহা স্বীকার করিলেও তথাকথিত (অধ্যবসিত-প্রাপকত্ব-রূপ) প্রমাণলক্ষণের কোন হানি হইবে না। কারণ—অবিদ্যাই ঐ লক্ষণের নির্ব্বাহক হইতে পারিবে।

[অর্থাৎ উক্ত প্রমাণ-লক্ষণটীও যথাযথ নহে। উহারও গঠন অবিদ্যাকৃত। অধ্যবসিত বিষয়টী যখন কাল্পনিক, তখন তদ্ঘটিত লক্ষণকে আমরা যথাযথ বলি না।]

* নির্বক্ষ্যতে এব এব সমীচীনঃ পাঠঃ।

যথা কথিত হইয়াছে যে, ইহা বাস্তবিক প্রমাণের লক্ষণ নহে, ইহা ব্যাবহারিক প্রমাণের লক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র একটা সত্তা নাই, উহা জ্ঞানস্বরূপ; কেহ গ্রাহ্য, কেহ বা গ্রাহক এই যে ভেদদৃষ্টি, উহা অনাদি অবিদ্যার আনীতসংস্কারজনিত। অতএব কে বা প্রাপ্য আর কে বা প্রাপক এই সকল কিছুই নাই—ইহাই আমাদের বক্তব্য। ইহা সঙ্গত কথা নহে। কারণ—এইরূপ কথন বিচারকার্য্যে অক্ষম ব্যক্তির পলায়নসদৃশ। অবিদ্যা কাহাকে বলে? তাহাও পারমার্থিক বা মিথ্যা? এই ২টী পক্ষের মধ্যে অন্যতর পক্ষ স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত অবিদ্যাকে কারণ বলিয়া কোন মতের উত্থাপন করা চলে না।

[অর্থাৎ অবিদ্যার স্বরূপটা বিচারাসহ। সুতরাং যাহার স্বরূপবিষয়ে সন্দেহ, তাহা গ্রাহ্য-গ্রাহকাদিরূপ ভেদব্যবহারের কারণ হয় না।] বিশ্বজগৎ না থাকিলেও অবিদ্যাজন্য সংস্কারই এই বিশ্বজগদ্বিষয়ক মিথ্যা-ব্যবহারের একমাত্র কারণ, ইহাও ঠিক নহে। কিন্তু এই বিশ্বজগৎ সত্য, এবং তাহার ব্যবহারও সত্য, ইহা পরে যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক সমর্থন করিব।

কিংবা সন্তান প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও তাহার কল্পনা যদি অবিদ্যাকৃত স্বীকার কর, তাহা হইলে জাতি জাতিমদ্ভাব এবং অবয়ব-অবয়বিভাব প্রভৃতিও অবিদ্যাকল্পিত হইতে পারে, তাহা স্বীকার কর না কেন? যদি বল যে বৃত্তিবিকল্পাদি তাহার বাধক [অর্থাৎ আমরা সমবায়-সম্বন্ধ মানি না। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে জাতি জাতিমানের উপর থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ তাদাত্ম্যও উপপন্ন হয় না। কারণ—জাতি জাতিমান্ হইতে ভিন্ন বলিলে গো এবং অশ্বের যেরূপ তাদাত্ম্য হয় না, সেরূপ জাতি এবং জাতিমানেরও তাদাত্ম্য হইতে পারে না। এবং অভিন্ন বলিলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব অনুপপন্ন হয়। যেরূপ অশ্ব অশ্বের ধর্ম্ম হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ভেদাভেদবাদও ব্যাহত। অবয়বাবয়বিভাবও অসঙ্গত। সমবায়সম্বন্ধে অবয়বী অবয়বে থাকে ইহা স্বীকার করিলেও অবয়ব এবং অবয়বীর ভাব উপপন্ন হয় না। কারণ—একটী অবয়বীর যতগুলি

অবয়ব অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যতগুলি অবয়ব আছে, ঐ সমগ্র অবয়বের উপর অবয়বীর সম্পূর্ণভাবে (পর্য্যাপ্তভাবে) * একটী বৃত্তি কিংবা অবয়বভেদে অবয়বীর বৃত্তি ভিন্ন? যদি ১ম পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে অবয়বগুলি অবয়বীর নিয়ত অত্যাজ্য আধার বলিতে হইবে। এবং ঐ আধারগুলির মধ্যে সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া অবয়বীর প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেরূপ আকাশের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় আকাশ এবং ঘটগত দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। ২য় পক্ষটী যদি সম্মত হয়, তাহা হইলে একটী অবয়বের উপর যে সময়ে অবয়বী থাকে, ঠিক সেই সময়ে সেই অবয়বী অন্য অবয়বের উপর থাকিতে পারিবে না। যেরূপ মৈত্র যে সময়ে কলিকাতায় থাকে, সে সময়ে স্থানান্তরে থাকিতে পারে না। একটী বস্তুর একসময়ে বিভিন্নস্থানে অবস্থান বিরুদ্ধ। যদি বল যে একটী অবয়বীর অবয়বগুলির প্রতি একটী বৃত্তি বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে নহে, পরন্তু তাহা আংশিকভাবে, তাহা হইলে সমগ্র আধার প্রত্যক্ষ না হইলে অবয়বীর প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় না। অবয়বীর একদেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইল বলিয়া গণ্য হইবে, যেরূপ অসির কতকাংশ খাপের মধ্যে থাকিলেও বহিঃস্থিত কিছু অংশ দেখা যায়। তাহাও বলিতে পার না, কারণ অবয়বে আংশিক ভাবে অবস্থান করিতে গেলে সেই অবয়বে অবস্থানের উপযোগী সেই অবয়বগত অন্য অবয়বকে অবচ্ছেদকরূপে কল্পনা করিতে হয়, এবং সেই অন্য অবয়বেও অবয়বীকে রাখিতে গেলে আবার সেই অবয়বগত অন্য অবয়বের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। ইহাই বৃত্তিবিকল্প। † বৃত্তিবিকল্পের মোটামুটি অর্থ, সম্বন্ধ লইয়া নানা তর্কবিতর্ক।]

এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—সন্তানস্বীকারপক্ষেও সমান যুক্তি।

* অবয়বের সহিত অসম্বদ্ধ অবয়বীর কোন অংশ থাকিতে পারে, একরূপভাবে অবস্থান নহে।

† এই সকল কথা বেদান্তদর্শনে তর্কপাদে আরম্ভণাধিকরণে ব্যক্ত আছে।

[অর্থাৎ সন্তানী হইতে সন্তানের ভেদাভেদ লইয়া নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং তাহার মীমাংসাও হয় না।] অতএব সন্তান স্বীকার করিলে ক্ষণিকত্ববাদ সমর্থিত হইবে এইরূপ আশা কুআশা। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, (ক্ষণিকত্ববাদিবৌদ্ধের মতে) দর্শিত-প্রাপকত্বরূপ প্রমাণ-লক্ষণ উপপন্ন হয় না। সুতরাং ঐ মতে ইহা প্রমাণের লক্ষণই হয় না।

অব্যাপকঞ্চেদং লক্ষণম্। উপেক্ষণীয়বিষয়বোধস্যাব্যভিচারাদি-বিশেষণ-যোগেন লব্ধপ্রমাণভাবস্যাপ্যনেনাসংগ্রহাৎ।

নন্ু কোঽয়মুপেক্ষণীয়ো নাম বিষয়ঃ? স হ্যুপেক্ষণীয়ত্বাদেব * নোপাদীয়তে চেৎ স তর্হি হেয় এবানুপাদেয়ত্বাদিতি নৈতদ্ যুক্তম্। উপেক্ষণীয়বিষয়স্য স্বসংবেদ্যস্যেনাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ।

এবং এই লক্ষণ করিলে অব্যাপ্তিদোষ হয়। কারণ—সংসারে সকল বিষয়ই গ্রাহ্য নহে, কেহ বা গ্রাহ্য কেহ বা উপেক্ষণীয়। যাহা উপেক্ষণীয়, তদ্‌বিষয়েরও যাথার্থ্যতা-নিবন্ধন তাহার প্রতি উপেক্ষণীয়তা-জ্ঞানও ভ্রম-ভিন্ন, এবং উপেক্ষণীয়তা-বিষয়ে সংশয় না থাকায় তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও সংশয়ভিন্ন, সুতরাং উপেক্ষণীয়কে উপেক্ষণীয়রূপে যে বোধ, তাহাকে প্রমাণ বলিতেই হইবে। কিন্তু তোমার মতে তাহা প্রমাণ হইতে পারিবে না। কারণ—ঐ প্রমাণে প্রাপকতা নাই। [অর্থাৎ উপেক্ষণীয়-বোধের ফল প্রাপ্তি নহে, কিন্তু উপেক্ষাই তাহার ফল।]

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, উপেক্ষণীয় বিষয়ের স্বরূপ কি? [অর্থাৎ উপেক্ষণীয় বিষয়ের স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ নাই] তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়াই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে এই কথা যদি বল, তাহা

* হেয়োঽর্থ উপাদেয়ো বা। হেয়ো হ্যর্থো হাতুমিষ্যতে। উপাদেয়োঽপ্যুপাদাতুম্। ন চ হেয়োপাদেয়াভ্যামন্যো রাশিরস্তি। উপেক্ষণীয়োঽপ্যনুপাদেয়ত্বাদ্ধেয় এব। তস্য সিদ্ধির্নিমুপাদানক। হেতুনিবন্ধনা হি সিদ্ধিরুৎপত্তিরুচ্যতে। জ্ঞাননিবন্ধনা তু সিদ্ধিরনুষ্ঠানম্। হেয়স্য হানমনুষ্ঠানম্। উপাদেয়স্যোপাদানম্। অতো হেয়োপাদেয়য়োর্হানোপাদান-লক্ষণাঽনুষ্ঠিতিঃ সিদ্ধিরিত্যুচ্যতে। ইতি ধর্মোত্তরাচার্য-কৃতা ন্যায়বিন্দু-টীকা, ৮ পৃঃ।

হইলে বলিব যে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়াই হেয়। [অর্থাৎ উপেক্ষণীয়তা-জ্ঞানটী উপেক্ষণীয় বিষয়কে হেয়রূপেই প্রদর্শন করায় উপেক্ষণীয়তা-জ্ঞান অপ্রমাণ নহে। যাহা হইতে অর্থসিদ্ধি হয়, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতে উপেক্ষণীয় বিষয়ের অগ্রাহ্যতাবশতঃ হানরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে। জ্ঞানজন্য সিদ্ধি অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং বিষয়কে যথাযথভাবে প্রদর্শন করাই প্রাপকত্ব। ইহাই বৌদ্ধমত।]

এই বৌদ্ধমতটী সঙ্গত নহে। কারণ উপেক্ষণীয় বিষয়টী হেয় এবং উপাদেয় হইতে যে অতিরিক্ত, তাহা সকলেই মনে মনে জানিতেছেন। সুতরাং তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। [অর্থাৎ হেয় কিংবা উপাদেয় বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতে উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানটী সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৎপক্ষে নিজ নিজ অনুভূতিই প্রমাণ। অথচ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া লইবার কোন উপায় নাই, কারণ—বৌদ্ধমতে হেয় কিংবা উপাদেয়বিষয়ক জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং বৌদ্ধমতে প্রমাণ-লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষে দূষিত।]

হেয়োপাদেয়য়োরস্তি দুঃখপ্রীতিনিমিত্ততা।
যত্নেন হানোপাদানে ভবতস্তত্র দেহিনাম্॥
যত্নসাধ্যদ্বয়াভাবাদুভয়স্যাপি সাধনাৎ।
তাভ্যাং বিসদৃশং বস্তু স্বসংবিদিতমস্তি নঃ॥
উপাদেয়ে চ বিষয়ে দৃষ্টে রাগঃ প্রবর্ত্ততে।
ইতরত্র তু বিদ্বেষস্তত্রোভাবপি দুর্লভৌ॥

অনুবাদ

যাহা হেয়, তাহা দুঃখের কারণ হয়, এবং যাহা উপাদেয়, তাহা সুখের কারণ হয়। জীবমাত্রই হেয়কে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করে, এবং উপাদেয়কে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করে। হেয় স্থলে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগের অনুষ্ঠান ও উপাদেয়স্থলে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণের অনুষ্ঠান থাকায় এবং

উপেক্ষণীয়স্থলে যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় হান এবং উপাদান না থাকায় উপেক্ষণীয় বিষয়টী হেয় কিংবা উপাদেয় বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; এই পক্ষে আমাদের নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ।

গ্রাহ্য বিষয়টী দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে কিংবা হেয় বিষয়টী দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ হয়। কিন্তু উপেক্ষণীয় বিষয়টী দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই হয় না।

যত্তু অনুপাদেয়ত্বাদ্ধেয় এবেতি তদপ্রযোজকম্। ন হ্যেবং ভবতি যদেতন্নপুংসকং স পুমান্ অস্ত্রীত্বাৎ, স্ত্রী বা নপুংসকমপুংস্ত্বাদিতি, স্ত্রী-পুংসাভ্যামন্যদেব নপুংসকং তথোপলভ্যমানত্বাৎ। এবমুপেক্ষণীয়োঽপি বিষয়ো হেয়োপাদেয়াভ্যামর্থান্তরং তথোপলম্ভাদিতি।

যদেতৎ তৃণপর্ণাদি চকাস্তি পথি গচ্ছতঃ।
ন ধীশ্ছত্রাদিবৎ তত্র ন চ * কাকোদরাদিবৎ ॥

তস্মাদুপেক্ষণীয়জ্ঞানস্য তমপ্রাপয়তোঽপি প্রামাণ্যদর্শনান্ন প্রাপকত্বং তল্লক্ষণম্। ননু যাবান্ প্রামাণ্যস্য † ব্যাপারঃ প্রাপণং প্রতি, তাবান্ উপেক্ষণীয়জ্ঞানস্য তমপ্রাপয়তোঽপি প্রামাণ্যবিষয়ে তেন সাধিতঃ ‡। উক্তং হি রাজ্ঞামাদেষ্টৃত্বমেব হন্তৃত্বং প্রদর্শকত্বমেব জ্ঞানস্য প্রাপকত্বমিতি।

অনুবাদ

উপেক্ষণীয় বিষয় অনুপাদেয় বলিয়া হেয়, এই কথা যে বলিয়াছ, তাহারও কোন যুক্তি নাই। কারণ—এই যে নপুংসক, সে স্ত্রীভিন্ন

* কাকোদরঃ ফণীত্যমরকোষঃ।
† প্রমাণস্য এষ এব তন্ত্রঃ পাঠঃ।
‡ ব্যাপার ইতি শেষঃ।

বলিয়া পুরুষ, কিংবা পুরুষভিন্ন বলিয়া স্ত্রী এইরূপ হয় না। কারণ—নপুংসক স্ত্রীপুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ উপেক্ষণীয় বিষয়ও হেয় এবং উপাদেয় বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কারণ—সেইভাবেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই আমার মত।

পথে যাইতে যাইতে যে (পতিত) তৃণ, পর্ণ প্রভৃতি (তুচ্ছ বস্তু) দেখা যায় তাহাদের প্রতি, ছত্রাদি (পতিত) দেখিলে তাহাদের প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [অর্থাৎ উপাদেয়তা-বুদ্ধি হয়], কিংবা সর্পাদি দেখিলে তাহাদের প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [অর্থাৎ হেয়তা-বুদ্ধি হয়], সেইরূপ বুদ্ধি হয় না। [অর্থাৎ পতিততৃণপর্ণপ্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর প্রতি উপাদেয়তা-বুদ্ধি বা হেয়তা-বুদ্ধি হয় না। তাহাদের প্রতি উপেক্ষাই হইয়া থাকে।]

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, উপেক্ষণীয়-বিষয়ক জ্ঞান উপেক্ষণীয়-বিষয়ের প্রাপ্তিসাধক না হইলেও প্রমাণ হইয়া থাকে দেখা যায়। সুতরাং প্রাপকত্ব প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন পূর্ব্বপক্ষ এই যে, প্রমাণের প্রমেয়প্রাপ্তির পক্ষে যতটুকু পর্য্যন্ত ব্যাপার ঘটে, উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানের বিষয়প্রাপকতা না থাকিলেও তাহারও ততটুকু পর্য্যন্ত ব্যাপার হইয়া থাকে; ঐ ব্যাপারটী উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যের পক্ষে আছে। [অর্থাৎ উপেক্ষণীয়-বিষয়ক জ্ঞান ঐ ব্যাপারের বলে প্রমাণ হইতে পারে।] সেই জ্ঞান তাদৃশ ব্যাপার অর্জ্জন করিয়াছে। কারণ—কথিত আছে যে, রাজা স্বহস্তে হত্যা না করিলেও হত্যাকার্য্য-সম্পাদনের জন্য আদেশদানই রাজার হনন-কর্ত্তৃত্ব। তদ্রূপ বিষয়-প্রদর্শন-কারিতাই জ্ঞানের প্রাপকত্ব।

নৈবম্।

এবং প্রদর্শকত্বং স্যাৎ কেবলং তস্য লক্ষণম্।
তচ্চ প্রচলদর্কাংশুজলজ্ঞানেঽপি দৃশ্যতে॥

অনুবাদ

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ—কেবলমাত্র বিষয়-প্রদর্শন-কারিতাই যদি প্রমাণের লক্ষণ হয়, তবে মরীচিকায় যে জলভ্রম হয়, তাহারও প্রামাণ্য হউক। কারণ—ঐ ভ্রমেরও বিষয়-প্রদর্শকতা দেখা যায়।

নন্বু তত্র বিপরীতাধ্যবসায়জননাদপ্রামাণ্যং দর্শনং হি মরীচিস্বলক্ষণ-বিষয়মেব, সলিলাবসায়ন্তু জনয়দপ্রমাণীভবতি। তথা হ্যেকমেব দর্শন-মনুকূলেতরবিকল্পোপজননতদনুৎপাদভেদাৎ ত্রিধা কথ্যতে প্রমাণম্। অপ্রমাণং প্রমাণঞ্চ ন ভবতীতি। নীলজ্ঞানং হি নীলং প্রতি প্রমাণং নীলমিদমিত্যনুকূলবিকল্পোপজননাৎ। নীলাব্যতিরেকি ক্ষণিকত্বমপি তেন গৃহীতমেব। তত্র তু প্রমাণং ন ভবত্যনুকূলবিকল্পানুৎপাদাৎ। স্থৈর্য্যে তু তদপ্রমাণং বিপরীতাবসায়কলুষিতত্বাদিতি।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদিগের (বৌদ্ধসম্প্রদায়ের) বক্তব্য এই যে, মরীচিকার উপর জলভ্রমস্থলে উক্তদর্শনের যাহা প্রকৃত বিষয় [অর্থাৎ যাহা প্রকৃত চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট সূর্য্যরশ্মি] তাহার বিপরীত [অর্থাৎ বিরুদ্ধবিষয় জলের] সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাদৃশ সবিকল্পকজ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া মরীচিকার উপর জলভ্রম কখনও প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ—সূর্য্যরশ্মি উক্ত ভ্রমপ্রদর্শনের পক্ষে স্বলক্ষণ বিষয় [অর্থাৎ সত্যবিষয়] কিন্তু উক্ত স্বলক্ষণরূপ বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত ঐ প্রত্যক্ষ জলবিষয়কসবিকল্পকজ্ঞান সম্পাদন করায় অপ্রমাণ হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সম্বন্ধে আমার যাহা মত, তাহা বলিতেছি, শুন। প্রত্যক্ষপ্রমাণ একই সময়ে কোন একটী গৃহীত অনুকূল (অভিমত) বিষয়ের জ্ঞাপন, ও কোন একটী গৃহীত অনুকূল-

বিষয়ের অজ্ঞাপন এবং ইন্দ্রিয়ের অসম্বদ্ধ কোন একটী প্রতিকূলবিষয়ের জ্ঞাপন এই ত্রিবিধ কার্য্য করে বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে ত্রিবিধ বলা হয়। [অর্থাৎ প্রত্যেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ একপ্রকার হইলেও উক্ত ত্রিবিধ কার্য্য করে বলিয়া প্রত্যেককে ত্রিবিধ বলা হয়। কার্য্যগত প্রকার-ভেদ প্রত্যেক প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রতি আরোপিত হয়।] এবং অপ্রমাণ প্রমাণ হইতে পারে না। [অর্থাৎ যে বিষয়ে অপ্রমাণ, সেই বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।] উদাহরণ—যখন নীলের প্রত্যক্ষ হয়, তখন ঐ নীল-প্রত্যক্ষ নীলের পক্ষে প্রমাণ হয়, কারণ—নীলরূপ বাস্তবিকবিষয়কে গ্রহণ করিয়া তাহারই সবিকল্পক জ্ঞানকে উৎপন্ন করে।

সদ্বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং উক্ত নীলও ক্ষণিক, এবং উক্ত নীলগত ক্ষণিকত্ব নীলেরই স্বরূপ, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, অতএব নীল-গ্রহণ-কালে উক্ত ক্ষণিকত্বও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ নীলের প্রত্যক্ষটী উক্ত ক্ষণিকত্বের পক্ষে প্রমাণ হয় না। কারণ—ঐ প্রত্যক্ষটী ক্ষণিকত্ববিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে না। কিন্তু নীলকে যখনই প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে স্থায়ী বলিয়া প্রকাশ করে। ঐ স্থায়িত্বটী অযথার্থ বিষয় বলিয়া ঐ জ্ঞানকে কলঙ্কিত করিতেছে, অতএব উক্ত স্থায়িত্বের পক্ষে উক্ত প্রত্যক্ষটী অপ্রমাণ। এই পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-বিশেষের মত।

যত্ত্বেবমস্মিন্ প্রক্রমে সুতরামিদং প্রমাণলক্ষণং দুঃস্থম্। সন্তানাধ্যবসায়ঃ প্রাপণং প্রতি প্রমাণস্য ব্যাপার ইতি চ বর্ণিতবানসি। অতশ্চ যথা মরীচিস্বলক্ষণদর্শনমুদকাধ্যবসায়জননাদপ্রমাণমেবং স্বলক্ষণদর্শনমপি তদ্বিপরীতসন্তানাধ্যবসায়জননাদপ্রমাণীভবেদিতি। সন্তানে চ কাল্পনিকে ব্যবসিতে দৃশ্যাভিমুখঃ কিমিতি প্রবর্ত্ততে? দৃশ্যবিকল্প্যাবর্থাবেকীকৃত্য প্রবর্ত্ততে যদি বা, অবিবেকাৎ প্রাপ্তিঃ স্যাৎ, প্রমাণমপি দূরতস্তস্যাঃ। তস্মান্ন প্রাপকং প্রমাণম্। অপি চ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী পুরুষেচ্ছামাত্র-হেতুকে ভবতঃ, অর্থপ্রতীতিরেব প্রমাণকার্য্যাঽবধার্য্যতে মানস্য লক্ষণ-মতঃ কথয়দ্ভিস্তদ্বিশেষণং বাচ্যং ন পুনঃ প্রাপণশক্তিঃ প্রামাণ্যং কথয়িতুং যুক্তম্।

অনুবাদ

তোমরা যদি এই কথা বল, তবে প্রমাণলক্ষণের প্রস্তাবমুখেই প্রমাণলক্ষণের উপর দোষ আসিবে। কারণ (তোমরা প্রমাণকে প্রাপক বলায়) সন্তানগত অধ্যবসায় প্রাপ্তিরূপফলের সাধক প্রমাণের নিজস্ব ব্যাপার ইহাও বর্ণনা করিয়াছ। [অর্থাৎ তোমাদের মতে প্রমাণ প্রাপক, যাহা অপ্রাপক, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সদ্বস্তুমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া প্রমাণগম্য বিষয়গুলিও ক্ষণিক। সুতরাং তাহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটায় প্রমাণগম্য বস্তুসন্তানকে প্রাপ্য এবং প্রাপ্তির পূর্ব্বে ও প্রমাণের পর উক্ত সন্তানবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াছ।] অতএব যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রমস্থলে সূর্য্যরশ্মি উক্ত প্রত্যক্ষের অবাধিত এবং অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া স্বলক্ষণ বিষয় হইলেও জলরূপবিরুদ্ধ-বিষয়-সংক্রান্ত সবিকল্পক মিথ্যা-জ্ঞানের সম্পাদন দ্বারা উক্তভ্রম অপ্রমাণ হইয়া থাকে, সেরূপ প্রমাণগম্য ব্যক্তিমাত্রস্বরূপ স্বলক্ষণকে বিষয় করিয়া যে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই প্রত্যক্ষদর্শন ও নিজস্ববিষয় হইতে বিপরীত—সন্তানবিষয়ক সবিকল্পকজ্ঞানের সম্পাদন দ্বারা অপ্রমাণই হইয়া যায়। ইহাই আমাদের মত। [অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন প্রত্যক্ষ এবং তদুৎপন্ন-সবিকল্পকের বিষয়-ভেদ হইলে ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না।] এবং ঐ সন্তানটী কাল্পনিক, যথার্থ নহে, তাহাই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহাই যখন তোমাদের সিদ্ধান্ত, তখন জনসাধারণ দৃশ্য দেখিয়া কেন তদভিমুখে প্রবৃত্ত হয়? [অর্থাৎ বস্তুমাত্রই যখন ক্ষণিক, তখন দৃশ্যও ক্ষণিক, প্রাপ্তিকালে তাহার সত্তা অসম্ভব, ইহা জানিয়াও প্রত্যক্ষদর্শী কেন তাহার আনয়নে প্রবৃত্ত হয়? প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহারসাধক সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় এক না হওয়ায় প্রবৃত্তি না হওয়া উচিত।] অথবা যদি দৃশ্য স্বলক্ষণ এবং কল্পনীয় সন্তান এই উভয়কে অভিন্ন মনে করিয়া প্রবৃত্তি হয় বল, তাহা হইলে বলিব যে, ঐ প্রাপ্তি ভ্রমমূলক হওয়া উচিত, সেই প্রাপ্তি হইতে প্রমাণও দূরে থাকে। [অর্থাৎ ঐ প্রাপ্তি প্রমাণকৃত নহে। কারণ—যাহা দৃশ্য, প্রাপ্তির সময়ে তাহা

থাকে না। কারণ—বৌদ্ধমতে পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং বস্তুপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষমূলক এইরূপ ব্যবস্থা ভ্রমমূলক। ইহাই যদি হইল, তবে প্রকৃত পক্ষে প্রমাণের প্রাপ্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে প্রমাণ প্রাপক হইতে পারে না। আরও একটা কথা এই যে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি পুরুষের একমাত্র ইচ্ছার অধীন হইয়া থাকে, (প্রমাণের অধীন হয় না)। [অর্থাৎ পুরুষের যদি প্রাপ্তীচ্ছা না থাকে, তবে সহস্র প্রমাণ প্রাপ্তিকার্য্যের সম্পাদন করিতে পারে না।] অর্থের প্রতীতিমাত্রই প্রমাণের কার্য্য ইহাই আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি। অতএব প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গেলে অর্থ-প্রতীতির পক্ষে সেই বিশেষণ বলিতে হইবে। [অর্থাৎ প্রমাণলক্ষণ-ঘটক প্রমাণ-কার্য্য অর্থ-প্রতীতির পক্ষে অতিব্যাপ্ত্যাদিবারক অর্থা-ব্যভিচারিত্বাদি বিশেষণ দেওয়া উচিত।]

প্রাপণশক্তিই প্রামাণ্য ইহা বলা উচিত নহে। [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে প্রমাণের যখন প্রাপকতা অনুপপন্ন, তখন প্রাপণশক্তিকে প্রামাণ্য বলা উচিত নহে। কোন প্রমাণই যখন প্রাপক হইতে পারে না, তখন কোন প্রমাণে প্রাপণশক্তিও নাই।]

সাঙ্খ্যাস্তু বুদ্ধিবৃত্তিঃ প্রমাণমিতি প্রতিপন্নাঃ। বিষয়াকার-পরিণতেন্দ্রিয়াদি-বৃত্ত্যনুপাতিনী বুদ্ধিবৃত্তিরেব পুরুষমুপরঞ্জয়ন্তী প্রমাণম্। তদুপরক্তো হি পুরুষঃ প্রতিনিয়তবিষয়দ্রষ্টা সম্পদ্যতে। তদেতদহৃদয়ঙ্গমম্। যো হি জানাতি, বুধ্যতে, অধ্যবস্যতি ন তস্য তৎফলমর্থদর্শনমচেতনত্বান্মহতঃ। যস্য চার্থদর্শনং ন স জানাতি ন বুধ্যতে নাধ্যবস্যতীতি ভিন্নাধিকরণত্বং প্রমাণফলয়োঃ। জ্ঞানাদিধর্ম্মযোগঃ প্রমাণং পুংসি ন বিদ্যতে তৎ-ফলমর্থদর্শনং বুদ্ধৌ নাস্তীতি।

অনুবাদ

কিন্তু সাঙ্খ্যদর্শনকার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমাণ বলিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়াদি-গত বৃত্তি গ্রাহ্যবিষয়ের আকারে পরিণত হইবার পর তজ্জন্য যে বুদ্ধি-

বৃত্তি হয়, তাহাই পুরুষোপরাগ সম্পাদন করিয়া প্রমাণ হইয়া থাকে। কারণ—পুরুষ সেই বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিয়ত বিষয়ের দ্রষ্টা বলিয়া ব্যবহৃত হন।

(পুরুষ যখন তখন যে কোন বিষয়ের দর্শন করেন না, একটী নিয়মের অধীন হইয়া সেই নিয়মেই পরিচালিত বিষয়ের দর্শন করেন।) [অর্থাৎ সাংখ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। বহিরিন্দ্রিয় বা মন যখন গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন ঐ বহিরিন্দ্রিয় বা মন ঐ বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের বা মনের বিষয়াকারে আকারিত হওয়ার নাম বৃত্তি। ঐ বৃত্তির অব্যবহিত পরেই অন্তঃকরণনাম্নী বুদ্ধি ও ঐ বহিরিন্দ্রিয়াদিসম্বদ্ধ বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিষয়াকারে আকারিত হওয়ার নামও বৃত্তি। সেই অন্তঃকরণগত বৃত্তিরই নামান্তর জন্যজ্ঞান অনুভূতিপ্রভৃতি। অন্তঃকরণে ঐ বৃত্তি উৎপন্ন হইলে তাহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই পুরুষ। বৃত্তিমদন্তঃকরণে পুরুষের ছায়াপাত-নিবন্ধন বৃত্তিমদন্তঃকরণের সহিত পুরুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই কারণে ঐ বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে আরোপিত হয়। ঐ আরোপিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পৌরুষেয়বোধ, পুরুষোপরাগ, এবং প্রমাও বলা হয়। বৃত্তির দ্বারা অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা বাড়ে বলিয়া পুরুষ সেই সময়ে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং পুরুষ-প্রতিবিম্বের কারণ ঐ বুদ্ধিবৃত্তি। সুতরাং ঐ বুদ্ধিবৃত্তিই পৌরুষেয় বোধ নামক প্রমাজ্ঞান সম্পাদন দ্বারা প্রমাণ হইয়া থাকে।

[বুদ্ধিবৃত্তির আরোপ যখন পুরুষে হয়, তখন পুরুষ যে বিষয়ের আকারে বুদ্ধি আকারিত, সেই বিষয়ের দ্রষ্টা হন।] * এই সাংখ্য মতটী মনোনীত নহে। কারণ—জ্ঞান অনুভূতি বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের আশ্রিত, সেই বুদ্ধি অচেতন, সুতরাং তাহার ফল অর্থদর্শন (দ্রষ্টৃত্ব) তাহাতে থাকিবে না। এবং যিনি অর্থদর্শন

* যৎ সম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ৮৯ সূঃ সাংখ্যদর্শনম্। সম্বদ্ধং ভবৎ সম্বদ্ধবস্ত্বাকারধারি ভবতি যৎ বিজ্ঞানং বুদ্ধিবৃত্তিস্তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

করিবেন, [অর্থাৎ যে পুরুষকে দ্রষ্টা বলিতেছ।] জ্ঞান অনুভূতি বা নিশ্চয় তাহার ধর্ম্ম নহে। অতএব প্রমাণ এবং তাহার ফল একাধিকরণে থাকিল না। [অর্থাৎ প্রমাণ এবং তাহার ফল একাধিকরণেই থাকে, ইহা নিয়ম, তাহার ব্যতিক্রম হইল।]

জ্ঞানাদি ধর্ম্মের যোগ প্রমাণ, তাদৃশ প্রমাণ পুরুষে থাকে না এবং তাহার ফল অর্থদর্শন বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণে নাই, এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। [অর্থাৎ জ্ঞানাদি ধর্ম্মের * আরোপ পুরুষে করিয়া ঐ আরোপিত জ্ঞানাদি ধর্ম্মকে প্রমাণ বলা চলিবে না। জ্ঞানাদি ধর্ম্মের বাস্তবিক সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানাদি ধর্ম্মকে প্রমাণ বলিতে হইবে। তাদৃশ প্রমাণ বাস্তবিক পক্ষে পুরুষে নাই, এবং তাহার ফল অর্থদর্শনও বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধিতে নাই। অতএব তোমাদের মতে প্রমাণ-ব্যবহার অনুপপন্ন।]

অথ স্বচ্ছতয়া পুংসো বুদ্ধিবৃত্ত্যনুপাতিনঃ। †
বুদ্ধের্বা চেতনাকারসংস্পর্শ ইব লক্ষ্যতে ॥ ‡
এবং সতি স্ববাচৈব মিথ্যাত্বং কথিতং ভবেৎ।
চিদ্ধর্ম্মো হি মৃষা বুদ্ধৌ বুদ্ধিধর্ম্মশ্চিতৌ মৃষা ॥
সাকারজ্ঞানবাদাংশ্চ § নাতীবৈষ বিশিষ্যতে।
স্বৎপক্ষ ইত্যতোঽমুষ্য তন্নিষেধান্নিষেধনম্ ॥
নিরসিষ্যতে চ সকলঃ কপিলমুনিপ্রক্রিয়াপ্রপঞ্চোঽয়ম্।
তস্মান্ন তন্মতেঽপি প্রমাণমবকল্পতে কিঞ্চিৎ ॥

* 'জ্ঞানাদিধর্ম্মযোগঃ প্রমাণম্' এইরূপে যোগশব্দের উল্লেখ থাকায় এইরূপ অর্থ আসিল।

† দ্রষ্টৃত্বমিব ইতি শেষঃ। লক্ষ্যতে ইত্যনেন সম্বন্ধঃ।

‡ তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥
২০ সাংখ্যকারিকা এতদর্থপ্রতিপাদিকা।

§ সাকারজ্ঞানবাদাচ্চ ইত্যেব পাঠঃ শোভনঃ।

তীর্থান্তরাভিহিতরূপমতঃ প্রমাণং
নৈবাপবাদরহিতং প্রতি তর্কয়ামঃ।
তেনামলপ্রমিতিসাধনমিন্দ্রিয়াদি
সাকল্যমেব নিরবদ্যমুশন্তি * মানম্॥

অনুবাদ

যদি বল যে অন্তঃকরণ যখন বৃত্তিমান্ হয়, অন্তঃকরণ তখন অতি স্বচ্ছ হয়, সেই সময়ে পুরুষও স্বতঃসিদ্ধ নির্ম্মলতাবশতঃ সেই বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়; অতএব সেই অন্তঃকরণগত ধর্ম্ম অর্থদর্শনাদি যেন পুরুষের, এইরূপ জ্ঞান হয়। (বাস্তবিকপক্ষে সেই অর্থদর্শনও অন্তঃকরণের। সুতরাং প্রমাণ ও তাহার ফল অর্থদর্শন একাধিকরণেই থাকিল।) [অর্থাৎ অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্বদ্বারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জন্যজ্ঞান এবং সুখাদি পুরুষে আরোপিত হয়। সুতরাং পুরুষের আমি দ্রষ্টা, আমি সুখী, আমি কর্ত্তা এই প্রকার অভিমান যেন হয়। উহার দ্বারা বাস্তবিক ধর্ম্মধর্ম্মিভাব সিদ্ধ হয় না।]

এবং (ঐ প্রতিবিম্বদ্বারা চেতনপুরুষের সহিত অন্তঃকরণের ঘনিষ্ঠতা-বুদ্ধি হওয়ায়) অন্তঃকরণের যেন চৈতন্যযোগ হয়, এইরূপ মনে হয়। [অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেন চেতনায়মান হইয়া পড়ে।] এই কথা বলিলে তোমার কথার দ্বারাই তোমার মতের মিথ্যাত্ব আসিল।

কারণ—বুদ্ধিতে চেতন-পুরুষনিষ্ঠ ধর্ম্ম সত্য নহে। এবং অচেতন-বুদ্ধিনিষ্ঠ ধর্ম্মও পুরুষে সত্য নহে। তোমার মত বৌদ্ধ-বিশেষের সাকার-জ্ঞানবাদ হইতে বিশেষ বিভিন্ন হয় না। [অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিশেষের মতে যেরূপ বাহ্য বিষয় না থাকিলেও সাকার-জ্ঞানবাদ স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সাকার-জ্ঞানবাদটী সত্য নহে বলিয়া প্রমাণাদি-ব্যবহার অনুপপন্ন, এবং ঐ প্রকার অনুপপত্তিবশতঃ সেই মতের প্রতিষেধ

* ইচ্ছন্তি অস্মদাচার্য্যা ইতি শেষঃ।

করিয়াছ, তদ্রূপ সাঙ্খ্যমতেও প্রমাণ-প্রমিতি-ব্যবহার আরোপাধীন বলিয়া অনুপপন্ন। বৌদ্ধমতেরও মূলে দোষ, সাঙ্খ্যমতেরও মূলে দোষ। অতএব সাঙ্খ্যমতটী বৌদ্ধমত অপেক্ষা সবল নহে।] অতএব তোমরা স্বয়ং যখন (ভ্রমপূর্ণ বলিয়া) বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছ, তখন (ভ্রমপূর্ণ বলিয়া) স্বমতেরও খণ্ডন করিয়াছ।

আমি পরে কপিল মুনির প্রদর্শিত সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিব। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, তাঁহার মতেও কিছুই প্রমাণ হইবার উপযুক্ত নহে। [অর্থাৎ কপিলমতে যাহা প্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য রক্ষা করা কোন প্রকারে চলে না। যাহা প্রকৃত পক্ষে প্রমা-জ্ঞানের কারণ, তাহা প্রমাণ। সাঙ্খ্যমতে পৌরুষেয়বোধকে প্রমা-জ্ঞান বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের নাম প্রমা বটে, কিন্তু উহা আরোপিত জ্ঞান, সুতরাং উহা ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা যাহাকে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা যদি নির্দ্দোষ হয়, তবে আমরা তাহার খণ্ডন করিব না। সেইজন্য (নির্দ্দোষ প্রমাণ-লক্ষণ অনুপেক্ষণীয় বলিয়া) অস্মৎপক্ষীয়গণ নির্দ্দোষ চক্ষুরাদি সামগ্রীকে প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারাই প্রকৃত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তচ্চতুর্বিধং প্রমাণং তদাহ সূত্রকারঃ। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ইহ হি ভেদবতঃ প্রথমং সূত্রোদ্দিষ্টস্য ত্রয়ং বক্তব্যং সামান্য-লক্ষণং বিভাগো বিশেষলক্ষণঞ্চ। তত্র বিশেষলক্ষণপ্রতিপাদকানি চত্বারি সূত্রাণি ভবিষ্যন্তীন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নম্ ইত্যাদীনি। ইহ তু বিভাগসামান্যলক্ষণে প্রতিপাদ্যেতে।

একেনানেন সূত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ।
প্রমাণেষু চতুঃসঙ্খ্যাং তথা সামান্যলক্ষণম্॥

প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দসন্নিধানে প্রমাণশ্রুতিরুচ্চরন্তী চত্বার্য্যেব প্রমাণানীতি দর্শয়তি। নমু ন চত্বারি প্রমাণানীতি সঙ্খ্যাবচনঃ শব্দঃ শ্রূয়তে, নাপি প্রত্যক্ষাদীন্যেবেত্যবধারণশ্রুতিরস্তি, তৎ কুতঃ ইয়ত্তা-

নিয়মাবগমঃ। শব্দশক্তিস্বভাবাদিতি ক্রমঃ। গর্গাংস্ত্রীন্ ভোজয় ইত্যত্রেব যজ্ঞদত্তদেবদত্তাবানয়েত্যত্র বিনা সঙ্খ্যাশব্দমেবকারঞ্চ ভবত্যেব দ্বিত্বনিয়মাবগমঃ। এবমিহাপি প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানীত্যুক্তে সামর্থ্যান্ন্যূনাধিকসঙ্খ্যাব্যবচ্ছেদোঽবধার্য্যতে ইত্যেবং তাবদ্ বিভাগাবগমঃ। সামান্যলক্ষণন্তু প্রমাণপদাদেব সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যসহিতাদবগম্যতে। প্রমীয়তে যেন তৎ প্রমাণমিতি করণার্থাভিধায়িনঃ প্রমাণশব্দাৎ প্রমাকারণং প্রমাণমবগম্যতে। তচ্চ প্রাগেব দর্শিতম্। প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানমিতি চ মধ্যে সাধ্যসাধনগ্রহণমুপাদদানঃ সূত্রকারঃ সর্ব্বপ্রমাণসাধারণং রূপমিদং পরিভাষতে, যৎ সাধ্যসাধনস্য প্রমাকরণস্য প্রমাণত্বমিতি।

† অশুদ্ধপ্রমিতিবিধায়িনস্তু প্রামাণ্যং প্রসজ্যতে ইতি স্মৃতি-সংশয়-বিপর্য্যয়জনকব্যবচ্ছেদায় প্রত্যক্ষসূত্রাদর্থোৎপন্নমিত্যব্যভিচারীতি ব্যবসায়াত্মকমিতি চ পদত্রয়মাকৃষ্যতে, তদ্ধি প্রমাণচতুষ্টয়- * সাধারণম্।

অর্থোৎপন্নপদেন † ফলবিশেষণেন স্মৃতিজনকম্ অব্যভিচারিপদেন বিপর্য্যয়াধায়ি ব্যবসায়াত্মকপদেন সংশয়জনকং প্রমাণং ব্যুদস্যতে। অতশ্চৈবমুক্তং ভবতি * অর্থবিষয়মসন্দিগ্ধমব্যভিচারি চ জ্ঞানং যেন জন্যতে তৎ প্রমাণমিত্যেবমেকস্মাদেব সূত্রাৎ সামান্যলক্ষণং বিভাগশ্চাবগম্যতে।

অনুবাদ

সেই প্রমাণ চারি প্রকার, সূত্রকার অক্ষপাদমুনি সূত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" ইহাই সেই সূত্র।

* প্রমাণচতুষ্টয়সূত্র-সাধারণম্ এষ এব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

† ফলবিশেষণেনেতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে পদস্য ফলবিশেষণত্বাভাবাৎ।

* বি-পূর্ব্বক-সি-ধাতোর্বন্ধনার্থকত্বেন বিশেষেণ সিনোতি বধ্নাতি নিয়ময়তি যঃ স বিষয় এবোঽর্থো লভ্যতে। তথা চার্থো বিষয়ো যস্য কারণং যস্য এবোঽর্থঃ করণীয়ঃ, নিয়ামকশব্দস্য কারণার্থকত্বাৎ। তেনার্থোৎপন্নমেব এবার্থ আয়াতি।

এই স্থানেই উদ্দেশসূত্রের দ্বারা উদ্দিষ্ট বিভিন্ন প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ বিভাগ এবং বিশেষ-লক্ষণ এই তিনটী প্রথমে বলা উচিত। তাহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নম্" ইত্যাদি চারিটী সূত্র বিশেষ-লক্ষণ-প্রতিপাদক হইবে। কিন্তু এই স্থানে বিভাগ এবং সামান্যলক্ষণের প্রতিপাদন করা হইতেছে।

মুনিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই এক সূত্রের দ্বারা প্রমাণের বিভাগ এবং সামান্য-লক্ষণ এই দুইটী বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দের নিকট প্রমাণশব্দটী উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ভাবে উল্লেখদ্বারাই প্রমাণের চাতুর্বিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রমাণের চতুর্বিধত্বজ্ঞাপক সংখ্যাবাচী শব্দ উল্লিখিত নাই, এবং প্রত্যক্ষাদিমাত্রই প্রমাণ [অর্থাৎ এতদতিরিক্ত প্রমাণ নাই] এইরূপ নিয়মবোধক শব্দও উল্লিখিত নাই, সুতরাং প্রমাণ চারিপ্রকারমাত্র ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দশক্তির প্রভাবেই এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। যেরূপ তিনটী গর্গবংশীয়কে ভোজন করাও বলিলে এই স্থলে ত্রিত্ববোধক সংখ্যা-শব্দ উল্লিখিত থাকায় তিনটীমাত্র বুঝা যায়, সেরূপ যজ্ঞদত্ত এবং দেবদত্তকে আন বলিলে এই স্থলে সংখ্যাবাচী শব্দ এবং উক্ত দুইটী মাত্রকে আনিবে এইরূপ নিয়মবোধক শব্দ না থাকিলেও উক্ত দুইটী মাত্রকে আনিবে এইরূপে নিয়মিতদ্বিত্বের বোধ হয়। এইরূপ এই স্থলেও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দ প্রমাণ এই কথা বলিলে ঐ প্রকার শব্দের সামর্থ্যবশতঃ তদতিরিক্ত প্রমাণ নাই, এবং তদপেক্ষা প্রমাণ ন্যূনও নহে ইহা বুঝা যায়। এইরূপেই বিভাগের * জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রমাণ এই সংজ্ঞাটীর ব্যুৎপাদন এবং প্রমাণপদ এই দুইটী হইতেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। প্র-উপসর্গ-যোগে মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'অনট্' প্রত্যয় করিয়া প্রমাণপদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

* বিশেষ-নামকথনকে বিভাগ বলে।

সুতরাং করণার্থের অভিধায়ক প্রমাণশব্দ হইতে * প্রকৃষ্টমিতির যাহা অসাধারণ করণ, তাহা প্রমাণ ইহা বুঝা যায়। এবং তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এবং সূত্রকার উপমানের লক্ষণ করিতে গিয়াও "প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্" এই প্রকার উপমানলক্ষণের মধ্যে "সাধ্যসাধনম্" এই শব্দটী প্রয়োগ করতঃ এই শব্দটার যাহা অর্থ তাহাই সর্ব্বপ্রমাণসাধারণস্বরূপ এই কথা বলিয়াছেন।

সাধ্যসাধন-শব্দের অর্থ প্রমাকরণ, প্রমাকরণস্বরূপ প্রমাণত্ব সকল প্রমাণেই আছে। [অর্থাৎ এই স্থলে সাধ্যশব্দের অর্থ প্রমা, তাহার সাধন অর্থাৎ করণ, সুতরাং সর্ব্বপ্রমাণের সাধারণ লক্ষণ প্রমাণত্ব এই উপমান-লক্ষণের মধ্যেও আছে ইহা পাওয়া যায়। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সম্যক্‌রূপে পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ পদপদার্থের জ্ঞাতব্যসম্বন্ধ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানরূপ উপমিতির যাহা সাধন তাহা উপমান, ইহাই সূত্রকারের অর্থ। সাধ্যশব্দের দ্বারা তথাকথিত প্রমাজ্ঞান বিবক্ষিত। সুতরাং প্রমাণবিভাগ ও প্রমাণসামান্যলক্ষণ উভয়ই 'সাধ্যসাধন' এই শব্দের দ্বারা পাওয়া যাইতেছে।] যাহারা বাস্তবিকপ্রমাভিন্ন জ্ঞানের জনক, তাহাদেরও প্রামাণ্য আসিতে পারে বলিয়া স্মৃতি সংশয় এবং ভ্রমের যাহারা জনক, তাহারা প্রমাণ নহে, এই কথা বলিবার জন্য প্রত্যক্ষ সূত্র হইতে অর্থোৎপন্ন অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক এই তিনটী পদকে অনুবৃত্তির দ্বারা লইতে হইবে। কারণ—সেই পদ তিনটী প্রমাণচতুষ্টয়-সূত্রসাধারণ।

'অর্থোৎপন্ন' এই পদটার দ্বারা স্মৃতিজনক প্রমাণ হইবে না, এই কথা বলা হইতেছে। 'অব্যভিচারি' এই পদটার দ্বারা ভ্রমজনক প্রমাণ নহে এই কথা বলা হইতেছে। এবং 'ব্যবসায়াত্মক' এই পদটার দ্বারা সংশয়জনক প্রমাণ নহে এই কথা বলা হইতেছে।

* মাধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্র শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট। যথার্থ জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেই জ্ঞান অনুভব-স্বরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। অনুভব-জনিত স্মৃতিরূপ জ্ঞান অনুভবের অধীন বলিয়া অনুভব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ফল কথা—যথার্থ অনুভূতিই এখানে প্রপূর্ব্বক মাধাতুর অর্থ ইহা বুঝিতে হইবে। তাদৃশ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ।

এবং এই কারণে ইহাই কথিত হইতেছে যে, অর্থোৎপন্ন সংশয়ভিন্ন এবং ভ্রমভিন্ন জ্ঞান যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ, এইরূপে একই সূত্র হইতে প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই জানা যাইতেছে।

নন্বেকস্য সূত্রস্য বিভাগসামান্যলক্ষণপরত্বেন বাক্যভেদঃ। অর্থৈকত্বাদ্ধ্যেকং বাক্যং যুক্তম্। উচ্যতে।

শ্রুত্যর্থদ্বারকানেকবস্তুসূচনশালিষু।
সূত্রেষ্বনেকার্থবিধের্বাক্যভেদো ন দূষণম্॥
প্রমাণান্তরসংস্পর্শশূন্যে শব্দৈকগোচরে।
প্রমেয়ে বাক্যভেদাদিদূষণং কিল দূষণম্॥
অর্থদ্বয়বিধানং হি তত্রৈকস্য ন যুজ্যতে।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, প্রমাণ-সামান্য-লক্ষণ এবং প্রমাণ-বিভাগ উভয় যদি এক সূত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ হয় তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এবং তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ এক হইলে এক বাক্য হয়, একবাক্যত্বই যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, সকল সূত্রের একভিন্ন অর্থের সূচনা করাই স্বভাব। কিন্তু ঐ সূচিত অনেক অর্থ শব্দলভ্য এবং অর্থলভ্য হইয়া থাকে। এইজন্য সূত্রের পক্ষে অনেকার্থ-বোধকতার বিধান থাকায় সূত্রের উপর বাক্যভেদাপত্তিরূপ দোষপ্রদর্শন সঙ্গত নহে।

কিন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রমাণিত অথচ শব্দমাত্রপ্রমাণগম্য কোন প্রমেয়ের পক্ষে যদি বাক্যভেদ হয়, তবে তাহা দোষমধ্যে গণনীয় হইবে। তাদৃশ স্থলে একটীমাত্র বাক্যের দ্বিবিধ অর্থের বোধকতাবিধান ক্তিসঙ্গত নহে।

রাজা স্বারাজ্যকামো * বাজপেয়েন যজেতেত্যত্র গুণবিধি- † পক্ষে স্বারাজ্যং প্রতি যাগো বিধাতব্যো যাগঞ্চ প্রতি বাজপেয়গুণো ‡ বিধাতব্য ইত্যেকস্য বাক্যস্য পরস্পরবিরুদ্ধবিধ্যনুবাদাদিরূপাপত্তেরর্থদ্বয়বিধান-মতিদুর্ঘটম্। ইহ পুনঃ প্রমাণান্তরপরিনিশ্চিতার্থসূচনচাতুর্য্যমহার্ঘেষু সূত্রেষু নানার্থবিধানং ভূষণং ভবতি ন দূষণম্। অনেকার্থসূচনাদেব সূত্র-মুচ্যতে। এতদেব সূত্রকারাণাং পরং কৌশলং যদেকেনৈব বাক্যেন স্বল্পৈরেবাক্ষরৈরনেকবস্তুসমর্পণম্। অধ্যাহারেণ বা তন্ত্রেণ বা § আবৃত্ত্যা বা তমর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতি সূত্রমিদমিতি ন দোষঃ।

বিভাগসামান্যলক্ষণয়োর্বিধানে পৌর্ব্বাপর্য্যানিয়মো ¶ বিশেষলক্ষণ-বন্নাস্তীতি তন্ত্রেণ যুগপদুভয়াভিধানমপি ন বিরুধ্যতে।

বিশেষলক্ষণমনুক্তে || সামান্যলক্ষণবিভাগয়োস্তু যথারুচি প্রতি-পাদনমাদৌ বিভাগঃ ততঃ সামান্যলক্ষণম্, আদৌ বা সামান্যলক্ষণম্, ততো বিভাগঃ ** সিদ্ধান্তচ্ছলবৎ, উভয়ং বা যুগপদেব প্রতিপাদ্যতে ইতি তন্ত্রেণাবৃত্ত্যা বা তদুপপাদনে ন কশ্চিদ্ দোষ ইতি।

* বাজশব্দোঽন্নবাচী, তচ্চান্নং পেয়ং সুরাদ্রব্যং তথা চ বাজপেয়ং সুরাদ্রব্যমস্মিন্ ইতি সুরাগ্রহণ-বিধানাৎ তস্য চ যাগানুষ্ঠানে প্রাধান্যেন তন্নাম্না ব্যপদেশঃ।

† বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত ইতি বিধেঃ কিং গুণবিধিত্বং কর্ম্মনামধেয়ত্বং বা অর্থাদুৎপত্তি-বিধিত্বং বা ইতি সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষো গুণবিধিত্বমেব স্বীকার্য্যমিতি। (কর্ম্মস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিরুৎপত্তি-বিধিঃ।) বাজপেয়াধিকরণে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদঃ।

‡ যত্র কর্ম্ম মানান্তরেণ প্রাপ্তং তত্র তদুদ্দেশেন (তদনুবাদেন) গুণমাত্রং (অঙ্গমাত্রং মাত্রপদেন প্রধানং কর্ম্ম ব্যাবর্ত্ত্যতে) বিধীয়তে। (ইষ্টসাধনতয়া বোধয়তি) যথা দধ্না জুহোতীতি, অত্র হোম-স্যাগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যনেন প্রাপ্তত্বাদ্ হোমোদ্দেশেন দধিমাত্রবিধানং দধ্না হোমং ভাবয়েৎ। (অগ্নি-হোত্রং জুহুয়াদেতদবিধ্যাধিতয়া কথং ভাবয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়া দধ্না জুহোতীত্যাদীনামঙ্গবিধীনামুত্থানাৎ। দধিমাত্রবিধানম্ ইষ্টসাধনতয়া অপ্রাপ্তস্য দধ্ন এব ইষ্টসাধনতয়া বোধনম্) ইতি অর্থসংগ্রহঃ।

§ অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

¶ বিশেষণলক্ষণং ইতি পাঠো ন সঙ্গতঃ।

|| অত্র সামান্যলক্ষণে ন সম্ভবতীতি পূরণীয়ম্।

** তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। (২৬ সূ. ১অ. ১ আ.) স চ চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্র-প্রতি-তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ। (২৭ সূ. ১ অ. ১ আ.) বচন-বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্। (১০ সূ. ১ অ. ২ আ.) তৎ ত্রিবিধং বাক্ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চ। ১১ সূ. ১ অ. ২ আ.

অনুবাদ

রাজা স্বর্গরাজ্য-কামনায় বাজপেয়দ্বারা (সুরাদ্রব্যদ্বারা) যাগ করিবে, এই স্থলে গুণবিধি স্বীকার করিলে [অর্থাৎ বিধি নানা প্রকার আছে, তাহার মধ্যে এই স্থলীয় বিধিটী কোন্ বিধি ? উৎপত্তিবিধি [অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান যাগের নাম বাজপেয় এই প্রকার সংজ্ঞাবিধায়ক বিধি] কিংবা গুণবিধি ? [অর্থাৎ যাগাঙ্গ বাজপেয়ের স্বর্গরাজ্য-সাধনতা-বিধায়ক বিধি ? এই প্রকার ২টী পক্ষ উপস্থিত হইলে যদি বলা যায়, ইহা গুণবিধি, তাহা হইলে] কথিত একটী বিধিবাক্যে স্বর্গরাজ্যরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষায় যাগ করিবে, এবং ঐ যাগের পক্ষে বাজপেয়দ্রব্যকে অঙ্গ করিবে এইরূপে দ্বিবিধ অর্থের বিধান দুঃসাধ্য হয়, কারণ—পরস্পরবিরুদ্ধ বিধি এবং অনুবাদ এই উভয়রূপের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ প্রথম অর্থের বিধানে প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত যাগের বিধাননিবন্ধন বিধির রূপ প্রদর্শিত হইতেছে, কারণ—বিধি অপ্রাপ্তের প্রাপক হইয়া থাকে। ২য় অর্থের বিধানে যাগ পূর্ব্ববাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ প্রাপ্ত যাগের সহিত বাজপেয়দ্রব্যের সম্বন্ধবিধান-জন্য অনুবাদ হইতেছে ; কারণ—কথিতের পুনঃকথনই অনুবাদ।] (একবাক্যের নানার্থ-বিধান নীতি-বিরুদ্ধ, ইহা দেখাইবার জন্য মীমাংসকের অভিমত বিধি-বিচার উদ্ধৃত করিয়া জয়ন্ত দেখাইলেন) সূত্রের পক্ষে ঠিক তাহার বিপরীত। কারণ—অন্য প্রমাণের দ্বারা যে সকল অর্থ সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত, সূত্র তাহারই সূচনা করে মাত্র, সূত্র তাহার বিধায়ক হয় না। ঐ প্রকার অর্থের সূচনা-নৈপুণ্য সূত্রগত গৌরববৃদ্ধির কারণ।

নানার্থসূচনাদ্বারা সূত্রের কোন অখ্যাতি হয় না, বরং সূত্রের উৎকর্ষ-বৃদ্ধি হয়। অনেক অর্থের সূচনা করে বলিয়াই সূত্র নাম হইয়াছে। সূত্রকারগণের ইহাই বিশেষ কৌশল যে, স্বল্পাক্ষরগঠিত সূত্রাত্মক একটী বাক্যের দ্বারা নানা বিষয় জানা যায়। এই সূত্র কোন শব্দের উহ দ্বারাই হোক, তন্ত্রতা দ্বারাই হোক, বা পুনরাবৃত্তি দ্বারাই হোক যে

কোন উপায়ে নানা অর্থ জানাইয়া দিবে। অতএব সূত্রের নানার্থ-জ্ঞাপন-জন্য কোন অপরাধ হয় না।

[অর্থাৎ উক্ত গুণবিধিপক্ষে তন্ত্রতাপ্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া নানার্থজ্ঞাপন করিলে অপরাধ হয়। কারণ—তন্ত্রতাস্বীকার করিলে উদ্দেশ্যভূত স্বারাজ্যরূপ ফল এবং বাজপেয়রূপ দ্রব্যের সহিত যাগের যুগপৎ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও উক্ত যাগে বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়ের * আপত্তি হয়। উপাদেয়ত্ব বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব এক প্রকার ত্রিক, উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাদ্যত্ব এবং মুখ্যত্ব অন্য প্রকার ত্রিক। স্বারাজ্য এবং যাগের স্বভাবপর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, স্বারাজ্য উদ্দেশ্যভূত সাধ্য, এবং যাগ সাধন বলিয়া বিধেয়। যাহা সাধন, তাহা উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। সুতরাং যাগে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব এই প্রকার ত্রিক রহিল। এবং স্বারাজ্যে উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাদ্যত্ব এবং মুখ্যত্ব এই প্রকার ত্রিক রহিল। এবং বাজপেয় দ্রব্য ও যাগের স্বভাবপর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, যাগ উদ্দেশ্যভূত সাধ্য এবং বাজপেয়দ্রব্য সাধন বলিয়া বিধেয়। যাহা সাধন, তাহা উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। সুতরাং বাজপেয়দ্রব্যে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব এই প্রকার ত্রিক উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং বাজপেয়দ্রব্য ও যাগের সাধ্যসাধন-ভাবনিবন্ধন যাগে উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাদ্যত্ব ও মুখ্যত্ব এইরূপ অন্য প্রকার ত্রিকও আসিল। সুতরাং বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়ের যোগ হইল। অতএব ফলতঃ যাগে স্বারাজ্য এবং যাগের কার্য্যকারণভাব লইয়া বিধেয়ত্ব এবং যাগ ও বাজপেয়দ্রব্যের কার্য্যকারণ-ভাব লইয়া অনুবাদ্যত্ব উভয়ই যুগপৎ আসিয়া পড়িল। অতএব যাগাংশে বিধি † এবং অনুবাদেরও ‡ সমাবেশ ঘটিয়া গেল।

* "বিধ্যনুবাদাদিরূপাপত্তেঃ" এই তৃতীয় আদিপদের গ্রাহ্য বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়। ত্রিকসম্বন্ধে আলোচনা জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর গ্রন্থে আছে, অ. ১, পা. ৪, অধি. ৭।

† অজ্ঞাতের অনুষ্ঠেয়কথনকে বিধি বলে।

‡ জ্ঞাতের কথনকে অনুবাদ বলে।

আবৃত্তি স্বীকার করিলেও স্বীকারকারী এই ক্ষেত্রে দোষী হইবেন। কারণ—আবৃত্তি স্বীকার করিলে যজ্‌ধাতুর অর্থের সহিত স্বারাজ্যরূপ ফল এবং বাজপেয়রূপ সাধনদ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ হয়। এবং তাহা হইলে বাক্যভেদের আপত্তি হইতে অব্যাহতি হইবে না। কারণ—বাজপেয়রূপ দ্রব্যের দ্বারা যাগ করিবে এই একটী বাক্য এবং যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফলের সাধন করিবে এইরূপ অপর একটী বাক্য হইয়া পড়িবে। অতএব উক্তস্থলে উৎপত্তি-বিধি স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। যে কোন স্থলে ইচ্ছামত নানার্থকল্পনা করা বিড়ম্বনামাত্র। নানার্থসূচনা করা সূত্রের স্বভাব বলিয়া কেবলমাত্র সূত্রের পক্ষে নানার্থবোধন দূষণীয় নহে।]

যেরূপ সামান্য-লক্ষণ এবং বিশেষ-লক্ষণের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম আছে, [অর্থাৎ সামান্য-লক্ষণ পূর্ব্বে না করিলে বিশেষ-লক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না।] সেরূপ সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম নাই। [অর্থাৎ উভয়কে একসঙ্গেও করা বা বলা যাইতে পারে।] অতএব তন্ত্রতাদ্বারা একসঙ্গে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়কেও বলিলে কোন বিরোধ হয় না। সামান্য-লক্ষণ অগ্রে না বলিয়া বিশেষ-লক্ষণ বলা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ-সম্বন্ধে রুচি অনুসারে প্রতিপাদন করা চলে। অগ্রে বিভাগ করিয়া পরে সামান্য-লক্ষণ করা বা অগ্রে সামান্য-লক্ষণ করিয়া পরে বিভাগ করিতে পার, যেরূপ সূত্রকার সিদ্ধান্ত এবং ছলের সামান্য-লক্ষণ অগ্রে বলিয়া পরে বিভাগ করিয়াছেন। অথবা কোনস্থলে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়েরই যুগপৎ প্রতিপাদন হইতে পারে। তন্ত্রতা বা * আবৃত্তির দ্বারা তাহার উপপাদন করিলে কোন দোষ হয় না। প্রমাণ লক্ষণ ও বিভাগসম্বন্ধীয় আলোচনার শেষ।

* "সকৃদুচ্চারিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি" এই নিয়ম অনুসারে একটী বাক্য যুগপৎ বিবিধ অর্থ বোধ করাইতে পারে না। সুতরাং পুনরাবৃত্তির সাহায্য লইলে বাক্যভেদ হয়। বাক্যভেদস্থলে যুগপৎ অর্থবোধ হয় না। ক্রমিকভাবে অর্থবোধ হয়। তন্ত্রতাস্থলে যুগপৎ অর্থবোধ হইয়া থাকে।

আস্তাং তাবদিদং সূত্রে তন্ত্রাবৃত্ত্যাদিচিন্তনম্।
চতুঃসঙ্খ্যা প্রমাণেষু ননু ন ক্ষম্যতে পরৈঃ ॥

ন্যূনাধিকসঙ্খ্যাপ্রতিষেধেন হি চত্বারি প্রমাণানি প্রতিষ্ঠাপ্যেরন্। স চ দুরুপপাদঃ তথাহি প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্ব্বাকাঃ। প্রত্যক্ষানুমানে দ্বে এবেতি বৌদ্ধাঃ। প্রত্যক্ষমনুমানমাপ্তবচনঞ্চেতি ত্রীণি প্রমাণানীতি সাঙ্খ্যাঃ। আধিক্যমপি প্রমাণানাং মীমাংসকপ্রভৃতয়ঃ প্রতিপন্নবন্তঃ। তৎ কথং চত্বার্য্যেব প্রমাণানীতি বিভাগনিয়মঃ ? উচ্যতে। অনুমানপ্রামাণ্যং বর্ণয়ন্তো বার্হস্পত্যং তাবদুপরিষ্টাৎ প্রতিক্ষেপ্স্যামঃ। শব্দস্য চানুমানবৈলক্ষণ্যং তল্লক্ষণাবসর এব বক্ষ্যতে ইতি শাক্যপথোঽপি ন যুক্তঃ।

অনুবাদ

এই সূত্রে তন্ত্রতা এবং পুনরাবৃত্তিপ্রভৃতি নানার্থসূচনাকৌশলবিষয়ক আলোচনা এখন থাকুক। অন্যান্য দার্শনিকগণ প্রমাণ চারি প্রকার ইহা স্বীকার করেন না। ন্যূনসঙ্খ্যা এবং অধিকসঙ্খ্যা খণ্ডন করিলে প্রমাণের চতুর্ব্বিধত্ব প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ন্যূন এবং অধিকসঙ্খ্যার খণ্ডনের উপপাদন দুঃসাধ্য। এই কথা বলিতেছি, শুন। চার্ব্বাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলেন। বৌদ্ধের মতে প্রত্যক্ষ, এবং অনুমান এইমাত্র প্রমাণ, অপর প্রমাণ নাই। সাঙ্খ্যের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ। মীমাংসকপ্রভৃতির মতে উক্ত চারি প্রকারের বেশী প্রমাণ আছে। এত মতভেদ যখন রহিয়াছে, তখন প্রমাণ চারি প্রকার, ইহার অধিকও নহে, ন্যূনও নহে—এইরূপ বিভাগ-ব্যবস্থা কোন প্রকারে সম্ভবপর নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, আমরা যখন অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন করিব, তখন চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করিব। যখন শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিব, তখন শব্দ অনুমান অপেক্ষা পৃথক্ প্রমাণ ইহা দেখাইব। অতএব বৌদ্ধমতও সমীচীন নহে।

টিপ্পনী

তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজও প্রমাণ-প্রকরণে প্রমাণ-সংখ্যাসম্বন্ধে মতভেদ উপাপিত করিয়াছেন, পরে ন্যায়মতটী প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বরদরাজের উত্থাপিত মতভেদ—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাথ সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

চার্ব্বাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়াছেন। সুতরাং চার্ব্বাক একপ্রমাণবাদী। বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদ এবং বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই উভয়মাত্রকে প্রমাণ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা দ্বিবিধ-প্রমাণবাদী। সাঙ্খ্য ত্রিবিধপ্রমাণবাদী, কারণ—তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বলিয়াছেন। ন্যায়ৈকদেশিগণও এবং অপর নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন। মীমাংসক প্রভাকরের মতে পাঁচটী প্রমাণ, কারণ তিনি উক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটীকে প্রমাণ বলেনই, উপরন্তু অর্থাপত্তিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। মীমাংসক-কুমারিলভট্টের মতে এবং বেদান্তীর মতে ছয়টী প্রমাণ, কারণ তাঁহারা উক্ত পাঁচটীকে প্রমাণ বলিয়াছেন, উপরন্তু অভাবকে অর্থাৎ অনুপলব্ধিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। পৌরাণিকগণের মতে আটটী প্রমাণ, কারণ তাঁহারা উক্ত ছয়টীকে প্রমাণ তো বলিয়াছেন, তাহার উপর আবার সম্ভব এবং ঐতিহ্যকেও প্রমাণ বলিয়াছেন।

নম্বেতদ্ ভিক্ষবো ন ক্ষমন্তে।

তে হি প্রমেয়দ্বৈবিধ্যাৎ প্রমাণং দ্বিবিধং জগুঃ।
নান্যঃ প্রমাণভেদস্য হেতুর্বিষয়ভেদতঃ॥

বিষয়শ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভেদেন স্বলক্ষণ- * সামান্যে † ভেদে ‡ বা দ্বিবিধ এব। পরস্পর-পরিহার-ব্যবস্থিতাত্মসু পদার্থেষু তৃতীয়রাশ্যনুপ্রবেশাভাবাৎ তৃতীয়বিষয়াসত্ত্ব-পরিচ্ছেদ এব কুতস্ত্য ইতি চেৎ প্রত্যক্ষমহিম্ন এবেতি ব্রূমঃ। নীলে প্রবর্ত্তমানং প্রত্যক্ষং নীলং নীলতয়া পরিচ্ছিনত্তীতি তাবদবিবাদ এব। তদেব চ প্রত্যক্ষমনীলমপি ব্যবচ্ছিনত্তি, নীলসংবিদি তস্যা প্রতিভাসাৎ। নীলজ্ঞানপ্রতিভাস্যং হি নীলমিতি তদিতরদনীলমিব § ভবতি। তৃতীয়মপি রাশিমদ এব তদপাকরোতি।

যোঽপি রাশির্নীলসংবিদি ভাতি বা ন বা।
ভাতি চেন্নীলমেব স্যান্ন প্রকারান্তরং তু তৎ।
নো চেৎ তথাপ্যনীলং স্যান্ন প্রকারান্তরং হি তৎ॥

অনুবাদ

এই মতটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পক্ষে দুঃসহ।

কারণ—তাঁহারা প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমাণ দ্বিবিধ বলিয়াছেন। একমাত্র প্রমেয়ভেদই প্রমাণভেদের কারণ, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে কিংবা স্বলক্ষণ এবং সামান্যভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ মাত্র। কারণ—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিংবা স্বলক্ষণ এবং সামান্য ইহারা পরস্পর বিভিন্নস্বভাব, একই বস্তুতে ঐ প্রকার বিভিন্ন স্বভাব থাকে না। তাহারাই প্রমাণগম্য বিষয়, তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার প্রমাণগম্য বিষয় নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিংবা স্বলক্ষণ এবং

* কল্পনাপোঢ়াভ্রান্তপ্রত্যক্ষস্য বিষয়ঃ স্বলক্ষণম্। স হি সন্নিহিতঃ সন্ গ্রাহ্যাকারং স্ফুটতয়া অভিব্যঞ্জয়তি। প্রত্যক্ষাযোগ্য-দূরদেশবর্ত্তিতস্তু গ্রাহ্যাকারমস্ফুটতয়া অভিব্যঞ্জয়তি। স্বলক্ষণীকৃতবিষয়শ্চ অনারোপিততয়া অর্থক্রিয়াকারিতয়া চ পরমার্থঃ সন্ যত্তার্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং গ্রাহ্যাকারভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্। ইতি ন্যায়বিন্দুঃ।

† তদ্‌ভিন্নং সামান্যং তচ্চ দূরত্বনিকটত্ববশাদ্ গ্রাহ্যাকারভেদং সাধয়িতুং ন সমর্থম্।

‡ স্বলক্ষণসামান্যভেদেন বা এব এব পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে।

§ অনীলমেব ভবতি এব এব পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি।

সামান্য ভিন্ন তৃতীয় প্রকার প্রমাণগম্য বিষয় নাই, ইহা জানা গেল কোথা হইতে?—এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষের মহিমা হইতেই জানা গেল এই কথা বলিয়া থাকি।

প্রত্যক্ষ যখন কেবলমাত্র নীলরূপ বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত (উৎপন্ন) হয়, তখন ঐ প্রত্যক্ষটী নীলকে নীল বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে কাহারও কোন বিবাদ নাই। কিন্তু ঐ প্রত্যক্ষই (যেমন নীলকে নীল বলিয়া বুঝাইয়া দেয়) পরিদৃশ্যমান পদার্থটী নীলভিন্ন নহে ইহাও বুঝাইয়া দেয়, কারণ—নীলভিন্ন পদার্থটী নীলবিষয়ক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। (যদিও নীলে অনীলব্যাবৃত্তি আছে, এবং তাহা নীলভিন্ন, সুতরাং নীলভিন্ন পদার্থও নীলপ্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে, তথাপি নীলগত অনীলব্যাবৃত্তি নীলেরই স্বরূপ ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকের অভিপ্রায়) কারণ—যাহা নীলজ্ঞানের বিষয়, তাহা নীল, অতএব যাহা নীলজ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা নীলভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষই নীল এবং নীলভিন্ন এতদ্ব্যতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার নাই ইহা সূচনা করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ তৃতীয় প্রকারটী নীল-জ্ঞানের বিষয় হয়, কি হয় না? যদি বল হয়, তাহা হইলে তাহাও নীল, কিন্তু নীলভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে তাহা অনীল, এতদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ইদমেব হি নীলানীলয়োর্লক্ষণং যন্নীলজ্ঞানাবভাস্যত্বানবভাস্যত্বে নাম। এবঞ্চ প্রত্যক্ষং স্ববিষয়ে প্রবৃত্তং তং প্রত্যক্ষতয়া ব্যবস্থাপয়তি, তত্রা-প্রতিভাসমানং পরোক্ষতয়া তৃতীয়মপি প্রকারং পূর্ব্ববদেব প্রতিক্ষিপতীত্যেবং স্বলক্ষণসামান্যব্যতিরিক্তবিষয়ানিষেধেঽপ্যেষ এব মার্গোঽনুগন্তব্যঃ। এবং হি প্রত্যক্ষেণ স্ববিষয়ঃ পরিনিশ্চিতো ভবতি। তদুক্তম্—তৎ পরিচ্ছিনত্তি অন্যদ্ ব্যবচ্ছিনত্তি তৃতীয়প্রকারাভাবঞ্চ সূচয়তীত্যেকপ্রমাণব্যাপারঃ।

অন্যথা বিষয়স্যৈব স্বরূপাপরিনিশ্চয়াৎ।
কোপাদানপরিত্যাগৌ কুর্য্যুরর্থক্রিয়ার্থিনঃ॥

অনুবাদ

নীলজ্ঞানের বিষয়ত্ব এবং যে অবিষয়ত্ব, ইহাই একমাত্র নীল এবং অনীলের লক্ষণ। [অর্থাৎ নীলজ্ঞানদ্বারা যাহা বোধিত হয়, তাহা নীল, এবং নীলজ্ঞানদ্বারা যাহা বোধিত হয় না, তাহা অনীল। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।]

ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষবিষয় সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণীয়। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে প্রত্যক্ষ হইবে, তখন সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই তাদৃশ বিষয়টীকে প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। এবং যাহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অবিষয়, তাহাকে পরোক্ষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভিন্ন অন্য কোন যে তৃতীয় প্রকার নাই, ইহাও ঐ সঙ্গে বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ স্বলক্ষণ এবং সামান্য এই দ্বিবিধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের নিষেধ স্পষ্টতঃ না থাকিলেও এই পথই অবলম্বনীয়। এই প্রকারে প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা নিজ বিষয়টী স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহা আমার কল্পনা নহে। সেই কথা অপরে বলিয়াছেন যে, একই প্রমাণ নিজ বিষয়কে স্থিরীকৃত করে, [অর্থাৎ নিজবিষয়গত স্বরূপকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়,] তাৎকালিক অবিষয়কে ব্যাবর্ত্তন করে, [অর্থাৎ তৎকালে যাহা অবিষয়, তাহার স্বরূপটী নিজস্ব বিষয় নহে ইহা বুঝাইয়া দেয়।] এবং বিষয় ও অবিষয় ভিন্ন অন্য প্রকার নাই ইহারও সূচনা করে, এই সকল কার্য্যই একই সময়ে একই প্রমাণ করিয়া থাকে।

যদি ইহা স্বীকার না কর, তাহা হইলে নিজস্ব বিষয়ের স্বরূপটী সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত না হওয়ায় গ্রহণার্থী বা ত্যাগার্থী ব্যক্তি গ্রহণ বা ত্যাগের ক্ষেত্র স্থির করিতে পারে না। [অর্থাৎ কোন্‌টী গ্রাহ্য বা কোন্‌টী ত্যাজ্য তাহা স্থির করিতে পারে না। গ্রাহ্য স্থির করিতে গেলে ত্যাজ্য স্থির করিতে হইবে, এবং ত্যাজ্য স্থির করিতে হইলে গ্রাহ্য স্থির করিতে হইবে। অন্যথায় গ্রহণ এবং ত্যাগের কোনটীই উপপন্ন হইবে না।]

তদুক্তম্ অনলার্থী অনলং পশ্যন্নপি ন তিষ্ঠেৎ ন বা * প্রতিষ্ঠেতেতি যদ্যপি নির্বিকল্পকং প্রত্যক্ষং পুরোঽবস্থিতবস্তুস্বলক্ষণং † প্রদর্শনমাত্রনিষ্ঠিত-ব্যাপারমবিচারকমেব, তথাপি তৎপৃষ্ঠভাবিনাং বিকল্পানামেব চ দর্শন-বিষয়ে কৃতপরিচ্ছেদ-তদিতরবিষয়-ব্যবচ্ছেদ-তৃতীয়প্রকারাভাবব্যবস্থাপন-পর্য্যন্তব্যাপারপাটবমবগন্তব্যমিতরথা ব্যবহারাভাবাৎ। এবঞ্চ পরস্পরং ‡ পরিহারব্যবস্থিতস্বরূপপদার্থব্যবচ্ছেদি-প্রত্যক্ষপ্রভাবাবগত-বিরোধাৎ প্রত্যক্ষে-তর-বিষয়য়োস্তৃতীয়বিষয়াসত্ত্বপরিনিশ্চয়েঽনুমানমপি প্রবর্ত্তিতুমুৎসহতে।

বিরুদ্ধয়োরেকতরপরিচ্ছেদসময়ে দ্বিতীয়নিরসনমবশ্যং ভাতি, বিরুদ্ধত্বা-দেব শীতোষ্ণবৎ। তৃতীয়বিষয়োঽপি তদ্বিরুদ্ধ এব তদ্বুদ্ধাবপ্রতি-ভাসমানত্বাৎ।

অনুবাদ

সেইজন্য কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির অগ্নিপ্রাপ্তি অভীষ্ট, সে ব্যক্তি অগ্নিকে দেখিতে থাকিলেও তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না বা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়াও যায় না।

[অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপবিষয়ে নিশ্চয় হয় বলিয়াই অগ্নিকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রচেষ্ট হয়, অগ্নির স্বরূপবিষয়ে সংশয় থাকিলে তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত। ইহাই লোকের স্বাভাবিক। যদিও প্রথমে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নির্বিকল্পক। নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র সম্মুখীন বস্তুর স্বলক্ষণ-স্বরূপকে [অর্থাৎ অনারোপিত নামজাত্যাদি কল্পনা-বহির্ভূত ব্যবহারের অযোগ্য স্বলক্ষণ-পর্য্যবসিত স্বরূপটীমাত্রকে] দেখাইয়া দেয়, ঐ ভাবে দেখানই তাহার কার্য্য, সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য বিষয়ের মীমাংসক হয় না, [অর্থাৎ নামজাত্যাদি যোজনাপূর্ব্বক স্বরূপনির্ধারণ

* ন বা ইতি পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি।

† বস্তুস্বলক্ষণপ্রদর্শনমাত্রনিষ্ঠিতব্যাপারমেব এব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

‡ পরস্পরপরিহারব্যবস্থিত এব এব পাঠঃ সঙ্গতঃ।

ইতরব্যাবর্ত্তনপ্রভৃতি কার্য্য করে না। নির্বিকল্পকজ্ঞান ব্যবহার-সম্পাদন-কার্য্যে অপটু।] তথাপি নির্বিকল্পক-জ্ঞানের অব্যবহিতপরক্ষণোৎপন্ন সবিকল্পকজ্ঞানের ব্যবহার-সম্পাদনকার্য্যে পটুতা আছে। সবিকল্পক প্রত্যক্ষই স্ববিষয়ের স্বরূপ-নির্ধারণ, ইতর-ব্যাবর্ত্তন, এবং তথাকথিতভাবে তৃতীয়প্রকারের নাস্তিত্ব-প্রদর্শনপর্য্যন্ত সকল কার্য্যই করে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই কথা না বলিলে ব্যবহারকার্য্য চলিতে পারে না। এবং এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষ নিজ নিজ বিভিন্নপ্রকারবিষয়কে তাৎকালিক অবিষয়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্তরূপে বুঝাইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষেরই মহিমায় প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয়ের স্বভাবগতবিরোধপর্য্যন্ত জানা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই এইরূপ নিশ্চয়ের পক্ষে অনুমানও সহায় হইতে পারে। বিরুদ্ধ ২টার মধ্যে অন্যতরের নিশ্চয়কালে দ্বিতীয়ের নিরাস অবশ্যই হইয়া থাকে; কারণ—সেই দ্বিতীয়টী বিরুদ্ধ, যেরূপ শীতের উপস্থিতিতে তদ্‌বিরুদ্ধ উষ্ণের বা উষ্ণের উপস্থিতিতে তদ্‌বিরুদ্ধ শীতের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকারটীও [অর্থাৎ স্বলক্ষণ এবং সামান্য ভিন্ন] সেই সকল বুদ্ধির অবিষয় বলিয়া [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অবিষয়] স্বলক্ষণ এবং সামান্য হইতে বিরুদ্ধ।

নন্বু ন ত্বং দ্বিতীয়মিব তৃতীয়ং কদাচিদপি বিষয়মগ্রহীঃ গ্রহণে হি বিষয়দ্বয়বৎ তস্যাপি সত্ত্বং স্যাৎ। অগৃহীতস্য চ বিরোধমবিরোধং বা কথং নিশ্চেতুমর্হসীতি। ভোঃ সাধো নাত্র পৃথগ্‌গ্রহণমুপযুজ্যতে তদ্‌বুদ্ধ্যনবভাসমাত্রেণৈব তদ্‌বিরোধসিদ্ধেঃ। বিরুদ্ধং হি তদুচ্যতে যৎ তস্মিন্ গৃহ্যমাণে ন গৃহ্যতে, তদিদমগ্রহণমেব বিরোধাবহমিতি ন পৃথগ্‌-গ্রহণমন্বেষণীয়ম্। এবমিতরেতরপরিহারব্যবস্থিতানামর্থানাং ন তৃতীয়ো রাশিরস্তীতি সর্ব্বথা সিদ্ধং বিষয়দ্বৈবিধ্যম্। এবমেব সদসন্নিত্যানিত্যক্রম-যৌগপদ্যাদিষু প্রকারান্তরপরাকরণমবগন্তব্যম্। তত্র প্রত্যক্ষে স্বলক্ষণাত্মনি বিষয়ে প্রত্যক্ষং প্রবর্ত্ততে। পরোক্ষে তু সামান্যাকারেঽনুমানমিতি।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি যেরূপ দ্বিতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছ, সেরূপ তৃতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব কখনও প্রমাণিত কর নাই। কারণ—প্রমাণিত করিলে বিষয়দ্বৈতের ন্যায় তৃতীয় বিষয়েরও যথার্থতা হইত। সুতরাং যাহার যথার্থতা নাই তাহা গৃহীত হইতে পারে না, এবং যাহা গৃহীত হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধতা বা অবিরুদ্ধতা স্থির করিতে পার না, এই পর্য্যন্ত আমার বক্তব্য। [অর্থাৎ যে বিষয়টী অলীক, তাহা বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহার মাথা নাই, তাহার কি মাথা-ব্যথা সম্ভব ?]

উত্তর—হে মহাশয়! আপনার আশা সঙ্গত নহে, কারণ—বিরোধসিদ্ধির পক্ষে বিরুদ্ধবিষয়ের জ্ঞান উপযোগী নহে। [অর্থাৎ বিরোধসিদ্ধির পক্ষে বিরুদ্ধবিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় না।] যাহাই তৎসংক্রান্ত জ্ঞানের অবিষয়, তাহাই তাহার বিরুদ্ধ। কেবলমাত্র তৎসংক্রান্ত জ্ঞানের অবিষয়তা থাকিলেই তাহার বিরোধসিদ্ধি হইবে। [বিরোধসিদ্ধি করিবার জন্য অন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে না।]

কারণ—তাহাকে বিরুদ্ধ বলা হইয়া থাকে, যাহা সেটী গৃহীত হইলে নিয়ত গৃহীত হয় না। সেই জন্য এই গ্রহণাভাবই বিষয়গত বিরুদ্ধতার উপপাদক, অতএব বিরোধের উপপাদনের জন্য বিরুদ্ধ-বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের অনুসন্ধান অনাবশ্যক। সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত পদার্থ-সামান্যের পক্ষে তৃতীয় প্রকার নাই, [অর্থাৎ পদার্থ-সামান্যের মধ্যে যাহাকেই ধরিবে, তাহা এবং তদিতর ইহাছাড়া পদার্থ নাই এইরূপ বুঝিবে।] অতএব বিষয়দ্বৈবিধ্যই সর্ব্বপ্রকারে মীমাংসিত হইতেছে। এইরকমই সৎ, অসৎ, নিত্য, অনিত্য, ক্রম, যৌগপদ্য প্রভৃতি স্থলে তৃতীয় প্রকার নাই, ইহা বুঝিয়া লইবে। [অর্থাৎ এই রকম সৎ বলিলে অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা বুঝা যায়, এবং অসৎ বলিলে সৎ বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা বুঝা যায়। এবং নিত্য বলিলে অনিত্য বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা বুঝা যায়, এবং অনিত্য বলিলে নিত্য বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহাও বুঝা যায়, কিন্তু তত্তদ্বিপরীতভিন্ন তৃতীয় প্রকার আছে ইহা বুঝা

যায় না। এবং এই রীতি অনুসারে ক্রম বলিলেও যৌগপত্ত (অক্রম) বুঝা যায়, বা যৌগপত্ত বলিলেও ক্রমসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু কথিত-বিপরীতভিন্ন তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিগম্য হয় না।] প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কেবলমাত্র স্বলক্ষণ-স্বরূপ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কারণ—কেবলমাত্র স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ গ্রাহ্য। কিন্তু সামান্য-স্বরূপ-বিষয়টী কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়া অনুমান-প্রমাণ তাহাকে লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত আমাদের প্রমাণের অধিকার-বর্ণনা।

প্রমাণদ্বয়সিদ্ধে চ বিষয়দ্বয়বেদনে।
বদ কস্যানুরোধেন তৃতীয়ং মানমিষ্যতাম্॥

ন চাস্মিন্নেব পরোক্ষে সামান্যাত্মনি বিষয়েঽনুমানমিব শব্দাদ্যপি প্রমাণান্তরং প্রবর্ত্ততে ইতি বক্তুং যুক্তম্। একত্র বিষয়ে বিরোধবিফলত্বাভ্যামনেকপ্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। পূর্ব্বপ্রমাণাবগতরূপযোগিতয়া তস্মিন্ বস্তুনি পুনঃ পরিচ্ছিদ্যমানে প্রমাণমুত্তরমফলম্। এবং হ্যাহুঃ। অধিগতমর্থমধিগময়তা প্রমাণেন পিষ্টং পিষ্টং স্যাদিতি। অন্যরূপতয়া তু তদ্গ্রহণমুত্তরপ্রমাণেন দুঃশক্যম্, আদিপ্রমাণবিরুদ্ধত্বাদিতি। অতএব ন সংপ্লবমভ্যুপগচ্ছন্তি নীতিবিদঃ। একস্মিন্ বিষয়েঽনেকপ্রমাণপ্রবৃত্তিঃ সংপ্লবঃ, স চ তথাবিধবিষয়নিরাসাদেব নিরস্তঃ। ন চ প্রত্যক্ষানুমানে অপি পরস্পরং সংপ্লবেতে, স্বলক্ষণেঽনুমানস্য সামান্যে চ প্রত্যক্ষস্য প্রবৃত্ত্যভাবাৎ।

অনুবাদ

বিভিন্নপ্রকারপ্রমিতি-সম্পাদনের জন্য বিভিন্নপ্রকার প্রমাণ আবশ্যক হয়। একবিধ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্নপ্রকার প্রমিতি সম্পাদিত হয় না। ইহা মনে করিয়া বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন।

প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমিতিও দ্বিবিধ, সুতরাং ঐ দ্বিবিধ প্রমিতি দ্বিবিধপ্রমাণের দ্বারাই সম্পাদনীয় হওয়া উচিত। অতএব বল, কাহার

অনুরোধে প্রমাণত্রয়স্বীকার করিব। [অর্থাৎ যদি এইরূপ কার্য্য থাকিত, যাহা দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানরূপ দ্বিবিধপ্রমাণের অসাধ্য ঐ কার্য্যের অনুরোধে তৃতীয়প্রমাণস্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম।] এবং এই সামান্যস্বরূপ পরোক্ষ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের ন্যায় শব্দাদিও অন্য প্রমাণ হইতে পারে, এই কথা বলা উচিত নহে। কারণ—একটী বিষয়ের পক্ষে অনেকপ্রমাণের কার্য্যকারিতা অসঙ্গত, অসঙ্গতির কারণ * প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ, এবং অন্যতরের বৈয়র্থ্য। (সুতরাং এককার্য্যে অনেকপ্রমাণব্যবহার অনুপপন্ন।) পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণের দ্বারা যে বস্তুর যে স্বরূপটী জানিতে পারিয়াছ, পুনরায় অন্যবিধ প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ স্বরূপটী পুনরায় জানিতে যাইলে পরবর্ত্তী প্রমাণটী ব্যর্থ হইয়া পড়ে। [অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুটী জানিবার জন্য প্রমাণান্তরের সাহায্যগ্রহণ অনাবশ্যক।] অন্যপ্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়কেই যদি অতিরিক্তপ্রমাণের দ্বারা জানিতে হয়, তবে সেই দ্বিতীয়-প্রমাণসাধ্য জ্ঞানটী পিষ্টপেষণতুল্য হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রমাণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তুর অন্যরূপে জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্য, কারণ—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণের সহিত পরবর্ত্তী প্রমাণের বিরোধ হয়। এই সকল কথা অপরে বলিয়াছেন। অতএব নীতিজ্ঞগণ প্রমাণসংপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। একবিষয়ে অনেক প্রমাণের কার্য্যকারিতাই সংপ্লব। এবং সেই সংপ্লব অনেকপ্রমাণবোধ্য একবিষয় অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এবং প্রত্যক্ষ এবং অনুমানও পরস্পর একবিষয় লইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ—স্বলক্ষণরূপ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের ও সামান্যরূপ বিষয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি হয় না। [অর্থাৎ আমাদের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বিবিধ প্রমাণ। কিন্তু ঐ দ্বিবিধপ্রমাণের বিষয়ও বিভিন্ন। স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষের নিয়ত বিষয়, এবং সামান্য অনুমানের নিয়ত বিষয়। কোন প্রমাণ কখনও নিজস্ববিষয়ের পরিবর্ত্তন করে না।

* একই প্রমেয়কে উদ্দেশ্য করিয়া অনেক প্রমাণের যুগপৎ-কার্য্য-সম্পাদন বিরুদ্ধ। বিজাতীয় জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য নাই। ক্রমিক কার্য্যসম্পাদনও অসম্ভব, কারণ—ক্ষণিকত্ববাদিবৌদ্ধের মতে একই প্রমেয় অনেক প্রমাণের ক্রমিককার্য্যসম্পাদনকালপর্য্যন্ত থাকিতে পারে না।

অতএব স্বলক্ষণবিষয়ে অনুমানের ব্যবহার এবং সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষের ব্যবহার হয় না।]

সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষমনুমানং স্বলক্ষণে।
সজাতীয়বিজাতীয়ব্যাবৃত্তে বর্ত্ততাং কথম্॥
প্রত্যক্ষমপি সদ্বস্তুসংস্পর্শনিয়তব্রতম্।
বিকল্পারোপিতাকারসামান্যগ্রাহকং কথম্॥
যচ্চ শব্দোপমানাদি প্রমাণান্তরমিষ্যতে।
তদেবং সতি কুত্রাংশে প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতু॥
বস্তু স্বলক্ষণং তাবৎ প্রত্যক্ষেণৈব মুদ্রিতম্।
ততোঽন্যদনুমানেন সম্বন্ধাপেক্ষবৃত্তিনা॥
নানাপ্রমাণগম্যশ্চ বিষয়ো নাস্তি বাস্তবঃ।
তদ্বানবয়বী * জাতিরিতি বার্ত্তৈকভদ্রিকা॥

অনুবাদ

সজাতীয় এবং বিজাতীয় হইতে যাহা ব্যাবৃত্ত [অর্থাৎ অসাধারণ ক্ষণ] সেইরূপ যে বিষয়, তাহা স্বলক্ষণ। সেই স্বলক্ষণটী অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। কারণ—অনুমান ব্যাপ্তিগ্রহণসাপেক্ষ। [অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুমেয়ের নামজাত্যাদিযোজনাত্মক-কল্পনাব্যতীত হয় না।] প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কেবলমাত্র অনারোপিত ও অর্থক্রিয়াকারী সদ্বস্তুব্যক্তিমাত্রকে লইয়াই হয়। সুতরাং সবিকল্পকজ্ঞানের দ্বারা আরোপিত আকারে পরিণত সামান্য-প্রমাণভূত প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে পারে না।

বিবাদিগণ শব্দ এবং উপমানাদিকে পৃথক্ প্রমাণরূপে যে স্বীকার করেন তাহা এইরূপ হইলে কোন্ অংশে প্রতিষ্ঠিত হইবে? [অর্থাৎ বিবাদিগণের মতে শব্দ এবং উপমানাদি পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ হইতে পারে,

* তদ্বস্ববয়বী ইত্যেব শুদ্ধপাঠঃ।

কারণ—তাঁহাদের মতে পৃথক্ পৃথক্ প্রমেয় আছে বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণের বিভিন্ন কার্য্য আছে। কিন্তু আমাদের মতে স্বলক্ষণ এবং সামান্য এতদ্ভিন্ন প্রমেয় না থাকায় পরন্তু স্বলক্ষণ এবং সামান্য প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের প্রমেয় হওয়ায় শব্দ এবং উপমানাদিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিবার উপায় নাই।] স্বলক্ষণরূপ প্রমেয় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণের গোচর, তদ্ভিন্ন সামান্য ব্যাপ্তিগ্রহণসাপেক্ষ অনুমানপ্রমাণের গোচর। এবং অনেকপ্রমাণগোচর বাস্তবিক কোন প্রমেয় নাই। এবং যেরূপ প্রমাণসাঙ্কর্য্য স্বীকার করি না, সেরূপ সাবয়ব দ্রব্য এবং জাতিও স্বীকার করি না। এই সকলের প্রতিষেধ আমাদের স্বীকৃত ক্ষণিকত্ববাদ-রক্ষার একমাত্র অনুকূল শুভসংবাদ। [অর্থাৎ সাবয়ববাদ এবং জাতিবাদ প্রমাণসংপ্লবের (প্রমাণসাঙ্কর্য্যের) পোষক, অথচ ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী, সুতরাং উহাদের প্রতিষেধ আমাদের পক্ষে শুভাবহ সংবাদ]

যদি চ প্রত্যক্ষবিষয়ে শব্দানুমানয়োরপি বৃত্তিরিষ্যতে, তর্হি প্রত্যক্ষ-সংবিৎসদৃশীমেব তে অপি বুদ্ধিং বিদধ্যাতাং ন চৈবমস্তি। তদাহুঃ—

সমানবিষয়ত্বে চ জায়তে সদৃশী মতিঃ।
ন চাধ্যক্ষধিয়া সাম্যমেতি শব্দানুমানধীঃ॥
তেজোঽন্যদেব নক্ষত্র-শশাঙ্কশকলাদিষু।
উদ্ঘাটিতজগৎকোশমন্যদেব রবের্মহঃ।

আহ চ—

অন্যদেবেন্দ্রিয়গ্রাহ্যমন্যঃ শব্দস্য গোচরঃ।
শব্দাৎ প্রত্যেতি ভিন্নাক্ষো ন তু প্রত্যক্ষমীক্ষতে।

অপি চ—

অন্যথৈবাগ্নিসম্বন্ধাদ্দাহং দগ্ধোঽভিমন্যতে।
অন্যথা দাহশব্দেন দাহার্থঃ সংপ্রতীয়তে॥

তস্মাদুক্তেন বর্ত্মনা বিষয়দ্বৈবিধ্যনিশ্চয়ান্ন তৃতীয়ং প্রমাণমস্তি। ন চ সংপ্লব ইতি।

অনুবাদ

এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ক্ষেত্রে শব্দ এবং অনুমানও কার্য্য করে ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে, শব্দ এবং অনুমানও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করুক। [অর্থাৎ তাহাদের ফলগত বৈষম্য না থাকাই উচিত।] কিন্তু তাহা দেখা যায় না। সেই কথাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ, শব্দ এবং অনুমানের বিষয় যদি সমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের উৎপাদ্য (ফলীভূত) জ্ঞানও সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্য জ্ঞানের সহিত শব্দ এবং অনুমানজন্য জ্ঞান সমান হয় না। [অর্থাৎ প্রমাণের ক্ষেত্র পৃথক্ পৃথক্। ক্ষেত্র এক স্বীকার করিলে উক্ত আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে শব্দের ক্ষেত্র পৃথক্ না থাকায় শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে।] (ইহার দৃষ্টান্ত এই যে) নক্ষত্র এবং চন্দ্র-কলাপ্রভৃতিগত তেজ এবং সূর্য্যমণ্ডলগত তেজ বিভিন্ন, এই সূর্য্যতেজের দ্বারা সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের দ্বারা হয় না।

[অর্থাৎ নক্ষত্রচন্দ্রাদি এবং সূর্য্য সকলই তেজস্বী বটে। কিন্তু ঐ তেজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য যথেষ্ট। কারণ—নক্ষত্র এবং চন্দ্রাদিগত-রশ্মিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার নষ্ট হয় না। কিন্তু সূর্য্যের রশ্মির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সকল অন্ধকার নষ্ট হয়।] এবং আরও বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় শব্দবোধ্য হইতে পারে না। কারণ—অন্ধ ব্যক্তি শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারে, কিন্তু সে তদ্দর্শী নহে। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের গোচরকে শব্দপ্রমাণেরও গোচর বলিলে বিষয় এক হওয়ায় অন্ধ এবং চক্ষুষ্মানের জ্ঞানগত বৈষম্য ঘটিতে পারে না। অতএব শব্দ প্রমাণ নহে। এবং আরও এক কথা এই যে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি [অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গে দাহপ্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি] অগ্নির সহিত সম্বন্ধবশতঃ দাহকে যে ভাবে বুঝে, দাহের অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দাহশব্দের দ্বারা দাহকে সে ভাবে

বুঝে না। (ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব শব্দপ্রমাণের বিষয় সিদ্ধ না হওয়ায় শব্দ প্রমাণ নহে।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কথিত রীতি অনুসারে বিষয়-দ্বৈবিধ্য স্থিরীকৃত হওয়ায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধপ্রমাণভিন্ন তৃতীয় প্রমাণ নাই। এবং প্রমাণসংপ্লবও (প্রমাণসাঙ্কর্য্যও) গ্রাহ্য নহে। এই পর্য্যন্ত বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের কথা।

টিপ্পনী

বৌদ্ধমতেও সর্ববিধপুরুষার্থলাভের একমাত্র উপায় সম্যক্ জ্ঞান। অবিসংবাদিত জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলে। বিষয়জ্ঞান হইবার পর প্রবৃত্তি আসিলে যদি তাদৃশ পরিজ্ঞাত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তবে তাদৃশ জ্ঞানকে অবিসংবাদিত বলা যাইতে পারে। ইহাই ধর্ম্মকীর্ত্তির কথা। কিন্তু শান্তরক্ষিতরচিত-তত্ত্বসংগ্রহনামক গ্রন্থের পঞ্জিকানামক-সুপ্রসিদ্ধটীকাকার কমলশীলের মতে ঐরূপ অবিসংবাদিত জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে। কারণ —যে স্থলে কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ পরিজ্ঞাতবস্তুর প্রাপ্তির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে উক্তজ্ঞানে পরিজ্ঞাত বস্তুর প্রাপকত্ব বাধিত হওয়ায় তথা-কথিত অবিসংবাদিতশব্দের অর্থ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। অতএব কমল-শীলের মতে ভাষা যেভাবে পরিজ্ঞাত হইলে সেইভাবেই প্রাপ্তির যোগ্য হয়, তাহাই অবিসংবাদিত। প্রতিবন্ধকবশতঃ যে স্থলে তাদৃশ বস্তুর প্রাপ্তির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তাদৃশ বস্তুর পক্ষে অবিসংবাদিত শব্দের অর্থ অনুপপন্ন হয় না, কারণ - তাদৃশ বস্তু প্রতিবন্ধক প্রভাবে অপ্রাপ্ত হইলেও প্রাপ্তিযোগ্য হয়।

ঐ সম্যক্ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষ চারি প্রকার। ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ, মানস, স্বয়ংবেদন এবং যোগজ। এই কথা ষড়্দর্শনসমুচ্চয়নামকগ্রন্থেও বিশদরূপে বিবৃত আছে। বৌদ্ধ-মতেও বেদান্তমতের ন্যায় মনের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও মানস জ্ঞানের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ। বৌদ্ধমতে ন্যায়মতের ন্যায় আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় নহে, এবং সাংখ্যমতের ন্যায় বুদ্ধিও জ্ঞানের আশ্রয় নহে। বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন আশ্রয়। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আশ্রয়।

মন মানসজ্ঞানের আশ্রয়। স্বয়ংবেদন ও যোগজন্যজ্ঞানের আশ্রয় চিত্ত। ইহাদের মতে ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রমা এবং ভ্রম দ্বিবিধ জ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা চলে না। ইহার অস্বীকার করিলে পদ্ম না থাকিলেও পদ্মপুকুরের ন্যায় ইন্দ্রিয়েরও প্রামাণ্য একটা উপকথা হইয়া পড়ে। সাংখ্যমতেও ঐ যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য অস্বীকৃত। সর্ববিদর্শনপরমাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদীনামক স্বকৃতটীকায় বলিয়াছেন যে, "তন্ত্রান্তরে তৈর্থিকানাং লক্ষণান্তরাণি তু ন দূষিতানি বিস্তরভয়াৎ।" তন্ত্রান্তরশব্দের অর্থ শাস্ত্রান্তর। ন্যায়সূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রকেই তিনি এখানে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন প্রমিতিসাধনই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এই কথা বলিলে কদাচিৎ ভ্রমকারণ এবং কদাচিৎ প্রমাকারণ বলিয়া চক্ষুরাদিতে প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য এই দ্বিবিধভাবের আপত্তি হয়, ইহা মনে করিয়া বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যশাস্ত্রে চক্ষুরাদিকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

বৌদ্ধমতে নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই প্রমাণ, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ—সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কল্পনামূলক। বৌদ্ধমতে নামজাত্যাদি কিছুই নাই, তাহা কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং ঐ কল্পিত নামজাত্যাদিকে যোজনা করিয়া যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বলিয়া পরিগণিত। ন্যায়বিন্দুকার কল্পনা-শব্দের অর্থ অন্যবিধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা।" [অর্থাৎ যে প্রতীতির বিষয়ভূত অর্থ স্বপ্রতিপাদক (বাচক) শব্দের সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহারের যোগ্য, সেই প্রতীতিই কল্পনা।] সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে জ্ঞানের আকার বাচ্য এবং বাচকের আকারের সহিত অভিন্নভাবে কল্পিত হয়, তাহাই সবিকল্পক। যোগ্য এই কথা বলায় বালমূকাদিরও সবিকল্পক-জ্ঞানকে সবিকল্পক বলিয়া ধরা যাইতে পারিবে। অন্যথা বালমূকাদির উচ্চারণদ্বারা অপরকে বুঝাইবার ক্ষমতা না থাকায় বাচ্য এবং বাচকের অভেদ-ব্যবহারে না আসায় তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান সবিকল্পক-জ্ঞান হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ তাহার বিপরীত। এইজন্য তাহাকে বালমূকাদি-বিজ্ঞানসদৃশ বলা হইয়াছে। যাহা কল্পনাপোঢ় এবং অভ্রান্ত তাহাই নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ। এইজন্য ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, "তত্র কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্।" [অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে যাহা কল্পনাশূন্য অথচ ভ্রমভিন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। যদিও বাহ্যবিষয়ও কল্পনাশূন্য এবং ভ্রমভিন্ন, তথাপি বাহ্যবিষয়টী প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইবে না। কারণ—কল্পনা জ্ঞানগত হওয়ায় তাহার প্রতিষেধদ্বারা জ্ঞানেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং কল্পনাশূন্য অথচ ভ্রমভিন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ,—এই কথা বৌদ্ধ-দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্যকৃত প্রমাণসমুচ্চয়গ্রন্থে আছে। সাংখ্যমতে এই নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষকে আলোচনজ্ঞান বলে। ইহাই প্রথম প্রত্যক্ষ। যাহা ভ্রমভিন্ন, তাহাই প্রত্যক্ষ,—এই কথা বলিলে অনুমানের উপর প্রত্যক্ষত্বের প্রসক্তি হয়। এই জন্য "কল্পনাপোঢ়" [অর্থাৎ কল্পনাশূন্য এই কথা বলা হইয়াছে।]

যদ্যপি অনুমান নিয়তকল্পনাময়, নামজাত্যাদিযোজনাব্যতীত অনুমান হইতেই পারে না, তথাপি অনুমান ভ্রম নহে। কারণ—যে জ্ঞান বাধিত বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাই ভ্রম। অনুমানের বিষয় কল্পিত, তাহা বাধিত নহে। কল্পিত এবং বাধিত এক কথা নহে। কারণ—কল্পিত বিষয়টী বাধিত হয় না। কারণ—কল্পিত (অলীক) বিষয় কোথায়ও নাই। যাহার দেশবিশেষে সত্তা বাস্তবিক, তাহারই তৎশূন্য-স্থানে বাধ হইয়া থাকে, অলীকের বাধ হয় না। ভ্রম-ব্যাবর্ত্তনের জন্য "অভ্রান্ত" এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। নিখিল-ভ্রমব্যাবর্ত্তন এই পদের উদ্দেশ্য নহে। কারণ—শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় ভ্রম কল্পনাযুক্ত বলিয়া "কল্পনাপোঢ়" এই প্রথম পদের দ্বারাই ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্নাত্মক ভ্রমের ব্যাবর্ত্তনের জন্য "অভ্রান্ত" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বপ্নাত্মক জ্ঞানে কাহারও বাচ্য এবং বাচকের অভেদ-সমারোপ-নিবন্ধন অভিলাপ ঘটে না, এবং তাদৃশ জ্ঞান ঐ ভাবে অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্যও নহে। স্পষ্ট-প্রতিভাসতা-নিবন্ধন ঐ জ্ঞান নির্বিকল্পক-রূপ। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানই যে উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য তাহা নহে। সর্ব্ববিধ

প্রত্যক্ষই উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য। সেইজন্য স্বপ্ন-জ্ঞানকে ধরা যাইতে পারে। এই কথা তত্ত্বসংগ্রহের টীকাকার কমলশীল ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কমলশীল অভ্রান্তশব্দের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন অভ্রান্তশব্দের অর্থ অবিসংবাদী, অবিসংবাদী শব্দের অর্থ অর্থ-ক্রিয়া-সমর্থবস্তুর প্রাপণসমর্থ। অতএব কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ তাদৃশ-বস্তুর প্রাপ্তি না ঘটিলেও প্রমাণীভূত প্রত্যক্ষের তাদৃশবস্তুপ্রাপ্তির পক্ষে যোগ্যতা থাকিতে পারে। অভ্রান্তশব্দের যথাবস্থিতবস্তুর আকারে আকারিত এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ করেন নাই। যথাশ্রুত অর্থ করিলে বাহ্যার্থবাদ-স্বীকার-পক্ষ-এবং অস্বীকার-পক্ষ-সাধারণ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ উপপন্ন হয় না। কিন্তু অবিসংবাদী এইরূপ অর্থ করিলে তথাকথিত উভয়-পক্ষ-সাধারণ লক্ষণ উপপন্ন হয়। কারণ—বাহ্যার্থবাদ অস্বীকৃত হইলে বাহ্যার্থ না থাকায় যথাবস্থিতবস্তুর আকারে আকারিত এইরূপ অর্থ অসঙ্গত হয়। বন্ধ্যাপুত্রকে আকাশকুসুমের মালার দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল এইরূপ বাক্যের ন্যায় নাস্তিত্ববাদপক্ষে অভ্রান্তশব্দের যথাশ্রুতার্থ-করণও ব্যাহত।

কিন্তু দিঙ্নাগাচার্য্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণে "অভ্রান্ত" এই পদটী দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী হইবে, তাহা প্রমাণ হইবে। সুতরাং পীতশঙ্খবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভ্রম হইলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইবে। কারণ—শঙ্খ পীত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, কিংবা শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, অর্থক্রিয়াকারিত্ব উভয় পক্ষেই সমান। জ্ঞানবৈষম্য হইলেও ধ্বনি-কার্য্য সমানভাবেই হইবে। তবে দিঙ্নাগের মনে পীতশঙ্খ-জ্ঞানটী কেমন করিয়া কল্পনাপোঢ় হইল, তাহা বুঝিতে হইবে। কল্পনাপোঢ় না হইলে তাহার ব্যাবর্ত্তন হইয়া যায়। ইহার উত্তরে দিঙ্নাগাচার্য্যের ইহাই বক্তব্য আমার মনে হয়, যে পীতশঙ্খাদি যখন নির্বিকল্পক-রূপে থাকে, তখন পীতগুণ শঙ্খ এবং তথাকথিত উভয়ের অভেদ এই তিনটী তত্তদ্-ব্যক্তিস্বরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, সুতরাং ঐ জ্ঞান সমূহালম্বন-তুল্য হয়। তবে শঙ্খে পীতগুণ বাধিত বলিয়া উহা নির্বিকল্পকরূপ হইলেও ভ্রম। কিন্তু ঐ পীতশঙ্খাদি-বুদ্ধি যখন সবিকল্পক-রূপ হইবে, তখন পীতগুণ পীতত্বরূপে, ধর্ম্মী শঙ্খ শঙ্খত্বরূপে, এবং পীতগুণ ও শঙ্খের

অভেদ বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতীত হইবে। সুতরাং এই সবিকল্পক একটী বিশিষ্ট বুদ্ধি। ন্যায়বিন্দুর টীকাকার ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য অভ্রান্তশব্দের অবিসংবাদিত এই প্রকার অর্থ হইতে পারে না ইহা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অভ্রান্তশব্দের যদি অবিসংবাদী এই প্রকার অর্থ হয়, তাহা হইলে পীতশঙ্খাদিবুদ্ধিরও অভ্রান্ততা আসিয়া পড়ে, কারণ—শঙ্খ পীত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, কিংবা শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, উভয় বুদ্ধি সমানভাবেই অর্থক্রিয়াসম্পাদন করে। জ্ঞানের ভেদে শঙ্খের কার্য্য-ধ্বনির বিসংবাদ হইবে না। অতএব ভ্রমের ব্যাবর্ত্তনের জন্যই "অভ্রান্ত" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। সুতরাং নির্বিকল্পক জ্ঞানও তাঁহার মতে ভ্রমরূপ হইতে পারে, ইহাই বলিতে হইবে। সবিকল্পক-জ্ঞানের তো "কল্পনাপোঢ়" এই বিশেষণ-দ্বারা ব্যাবৃত্তি হইতে পারিবে। ইঁহারা নব্যনৈয়ায়িকের ন্যায় নির্বিকল্পক-জ্ঞানের অস্পষ্টপ্রতীতিরূপতা স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা নির্বিকল্পককে স্পষ্ট-প্রতিভাসই বলিয়াছেন। তবে নির্বিকল্পকের বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব স্বীকার করেন নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য নির্বিকল্পকজ্ঞানেরও বিশিষ্ট-বুদ্ধিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থগৌরব-ভয়ে তাহার পরিচয় দিলাম না। ন্যায়মতে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক, এবং উক্ত উভয় প্রত্যক্ষই প্রমাণ। নির্বিকল্পক সবিকল্পকের প্রতি এবং সবিকল্পক হানোপাদানাদিবুদ্ধির প্রতি প্রমাণ, এই কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে কেবল-মাত্র নির্বিকল্পকই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। ন্যায়মতে সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষের আশ্রয় আত্মা। বৌদ্ধমতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের আশ্রয় বিভিন্ন। তাহার মধ্যে যাহা ইন্দ্রিয়জন্য, তাহাই ইন্দ্রিয়াশ্রিত। ইঁহাদের মতে কোন নিয়মিত আশ্রয় নাই। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। ইন্দ্রিয়জন্য নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক সকলেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও কারণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রতি ঐ প্রকার বিষয় কারণ নহে। কারণ—বৌদ্ধমতে সকলবস্তুই

ক্ষণিক, অতএব ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও ক্ষণিক। এবং যাহা ক্ষণিক তাহা কার্য্যকালপর্য্যন্ত থাকিয়া কারণ হইতে পারে না। কার্য্যের অব্যবহিত-পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে পারিলেই কারণ হইবে। সুতরাং নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্টবিষয় থাকে বলিয়াই তাহা নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হইতে পারে, কিন্তু সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের অব্যবহিত-পূর্ব্বে সেই বিষয়টী থাকে না বলিয়া তাহা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ নহে। এই জন্য কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে বৌদ্ধমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমস্তবকে বিবৃত আছে যে, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিষয়জন্য নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। বৌদ্ধমতে পূর্ব্বদৃষ্ট এবং পরদৃষ্ট উভয় বিষয়কে এক করিয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ন্যায়মতে ঐভাবে আরোপিত বিষয়মাত্রকে লইয়া সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না। কারণ—নৈয়ায়িকগণ বস্তুস্থিরত্ববাদী। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা ক্ষণিকত্ববাদী। এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাহা প্রধান বিষয়, নামজাত্যাদি, তাহা অসৎ, এবং নির্বিকল্পকের যাহা বিষয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব-দৃষ্ট বিষয়, তাহাও যদ্যপি বিষয় হইতেছে, তথাপি তাহাও ক্ষণিক বলিয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষকালে অসৎ, সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিষয়-জন্য নহে। অতএব নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর গৃহীত ক্ষণিক বিষয়ের সত্তা না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-কালে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়টী নাই এইরূপ বুঝিবার শক্তি বৌদ্ধার না থাকায় ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ২টী বিষয়কে এক করিয়া বৌদ্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ যে কেবল কল্পনাময়, তাহা নহে, উহা ভ্রমও বটে। অতএব তত্ত্বসংগ্রহের টীকাকার "কল্পনাপোঢ়" এই বিশেষণের দ্বারা অনুমানের ব্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের ব্যাবর্ত্তন করেন নাই। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের ব্যাবর্ত্তন—"অভ্রান্ত" এই পদটীর দ্বারাও হইতে পারে ইহা মনে করিয়া পূর্ব্বপদের দ্বারা অনুমানাদির ব্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়। কিন্তু জয়ন্ত সবিকল্পক-প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম নহে—ইহা বৌদ্ধমত, এই কথা পরে বলিবেন। *

* সবিকল্পক-জ্ঞানের অর্থবিষয়কত্বের উপপাদনপ্রসঙ্গে বৌদ্ধমত প্রদর্শন করিবেন।

প্রত্যক্ষের বিষয় দ্বিবিধ, গ্রাহ্য এবং অধ্যবসেয়। যে বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়টা গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষের ফলীভূতপ্রাপ্তির বিষয়ীভূত বস্তুসন্তান অধ্যবসেয়। * ক্ষণিকত্ব-বাদী বৌদ্ধের মতে প্রত্যক্ষের উৎপত্তিকাল হইতে প্রাপ্তিকাল এবং তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী কোন পদার্থ স্বীকৃত না থাকায় প্রত্যক্ষকাল হইতে প্রাপ্তিকাল এবং তদূর্দ্ধকালপর্য্যন্ত গ্রাহ্যসদৃশ একপ্রকার ক্ষণিকবস্তুর ধারাই অধ্যবসেয়। প্রমাণ স্বীকার করিলেই প্রমিতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তথাকথিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফলীভূত প্রমিতি এখন বক্তব্য। সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকে ফলীভূত প্রমিতি বলা চলিবে না। কারণ—ঐ জ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। কারণ—নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর গৃহীতক্ষণিকবিষয়ের সত্তা সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়টা নাই এইরূপ বুঝিবার শক্তি বোদ্ধার না থাকায় ভূত-পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ২টী বিষয়কে এক করিয়া বোদ্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপ্রমা। এই কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য সাদৃশ্য [অর্থাৎ গ্রাহ্যাকারতা-প্রাপ্তিই] প্রামাণ্য অর্থের প্রতীতিই প্রমিতি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তথা-কথিত প্রত্যক্ষই অর্থসদৃশ বলিয়া প্রমাণ, এবং উক্ত প্রত্যক্ষই অর্থের প্রতীতি-স্বরূপ বলিয়া প্রমিতিও বটে, সুতরাং একই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রমিতি [অর্থাৎ কারণ এবং কার্য্য] এইভাবে দ্বিভাবাপন্ন হয় কি প্রকারে ?

তদুত্তরে ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন—"অর্থসারূপ্যমস্য প্রমাণম্" [অর্থাৎ গ্রাহ্যবিষয়ের সহিত জ্ঞানের যে সাদৃশ্য, তাহাই প্রমাণ।] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তখন ঐ প্রত্যক্ষ নির্ব্বিষয়ক হয় না। কারণ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সতত বিষয়গামী। এবং যে বিষয়কে

* বস্তুনো হ্যসাধারণঞ্চ তত্ত্বমস্তি সামান্যঞ্চ। যদসাধারণং তৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্। দ্বিবিধো হি প্রমাণস্য বিষয়ো গ্রাহ্যশ্চ যদাকারমুৎপদ্যতে, প্রাপণীয়শ্চ যমধ্যবস্যতি। অন্যো হি গ্রাহ্যোঽন্যশ্চাধ্যবসেয়ঃ। প্রত্যক্ষস্য হি ক্ষণ একো গ্রাহ্যঃ। অধ্যবসেয়স্তু প্রত্যক্ষ-বলোৎপন্নেন নিশ্চয়েন সন্তান এব। সন্তান এব চ প্রত্যক্ষস্য প্রাপণীয়ঃ। ক্ষণস্য প্রাপয়িতুমশক্যত্বাৎ। ইতি ন্যায়বিন্দু-টীকা—২২ পৃঃ।

লইয়া জ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সেই বিষয় ও জ্ঞানের আকারগত সাদৃশ্যরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে। ঐ সাদৃশ্য এবং আকার জ্ঞানের পক্ষে সমান কথা, জ্ঞাননিষ্ঠ তথাকথিত সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে।

যদি জ্ঞানগত বিষয়সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে অনতিরিক্ত বল, তবে প্রমাণ ও প্রমাণফল প্রমিতি এতদুভয়ের পরস্পর-ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, "তদ্বশাদর্থপ্রতীতিসিদ্ধেঃ।" সাদৃশ্য হয় বলিয়া বিষয়ের অবগতি হইয়া থাকে। [অর্থাৎ জ্ঞান যদি বিষয়ের আকারে আকারিত না হইত, তাহা হইলে জ্ঞান বিষয়ের সহিত নির্লিপ্ত হইত। বিষয়ের যথাযথ খবর রাখা জ্ঞানের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িত। জ্ঞান বিষয়সম্পর্কে তন্ময় হইয়া যায় বলিয়াই বিষয়াবগতি বলিয়া সম্মানিত হয়।]

যে কোন একটা প্রত্যক্ষ বিশ্ব-জগতের খবর দিতে পারে না। যখন যাহার খবর দেয়, তখন তদিতরের প্রতিষেধ করে; এবং ইতর-প্রতিষেধ করে বলিয়াই একৈক-প্রত্যক্ষ একৈক-বিষয়ের ব্যবস্থাপক। ঐরূপে ব্যবস্থাপক হয় বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলা হয়। এবং উৎপন্ন জ্ঞানটা যখন সীমাবদ্ধ, তখন তাহারও একটা কারণ আছে। সেই কারণও ইতরপ্রতিষেধ। মনে কর যে, ঘট-প্রত্যক্ষস্থলে ঘটেতর-প্রত্যক্ষ প্রতিষিদ্ধ না হইলে তোমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষটা ঘট-প্রত্যক্ষ, পট-প্রত্যক্ষ নহে, ইহা সঙ্গত হইবে কিরূপে? ঘট-প্রত্যক্ষ, পট-প্রত্যক্ষ, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, ইহা স্থির করিবে কিরূপে? সুতরাং জ্ঞানগত বিষয়সাদৃশ্য ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রমাণ, এবং বিষয়াবগতি ব্যবস্থাপ্য বলিয়া প্রমিতি, বৌদ্ধমতে প্রমাণ-প্রমিতি-ব্যবহার কার্য্যকারণ-ভাবমূলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবমূলক। তথাকথিত ইতর-প্রতিষেধবাদ তথাকথিত-ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবনিয়মের মূল ভিত্তি।

নাম-জাত্যাদির বাস্তবিকতা নাই, অথচ অনুমিতি নাম-জাত্যাদি-যোগেই হইয়া থাকে, সুতরাং অনুমিতিও সবিকল্পক-জ্ঞান। সুতরাং অনুমান-প্রমাণের আসনে বসিবার অনুপযুক্ত। অতএব বিকল্পিত

জ্ঞান-রূপ অনুমানকে প্রমাণ বলা হয় কিরূপে? এই আশঙ্কা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন—

"প্রমাণফল-ব্যবস্থাত্রাপি প্রত্যক্ষবৎ।" যেরূপ প্রত্যক্ষের পক্ষে প্রমাণ ও ফলের ব্যবস্থা, অনুমানস্থলেও তাদৃশ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৌদ্ধমতে অনুমিতিই অনুমান-প্রমাণ, ন্যায়মতের ন্যায় অনুমিতি-সাধন অনুমান-প্রমাণ নহে। অনুমিতিতে যে অনুমেয়-সাদৃশ্য, তাহাই অনুমান-প্রমাণ, এবং প্রত্যক্ষরীতি অনুসারে ঐ সাদৃশ্যের ব্যবস্থাপ্য অনুমেয়াবগতিই প্রমিতি। একই অনুমিতি পূর্ব্বোক্তরীতিতে প্রমাণ এবং প্রমিতি। বিকল্পিত অবিকল্পিত বিষয় লইয়া প্রমাণপ্রমিতিব্যবহার নহে, অতএব অনুমানের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ। যদিও স্বলক্ষণমাত্র পরমার্থসৎ, অনুমিতি বিকল্পিতবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত, তথাপি প্রমাণ-ভূত অনুমিতির বিষয় বিকল্পিত হইলেও তাহা অবাধিত, কারণ—অলীকের বাধ হয় না, সুতরাং অনুমিতি-মাত্রই ভ্রম নহে। জয়ন্তের উক্ত বৌদ্ধমত হইতে ইহা জানা যায়। এই মতটী পরে ব্যক্ত হইবে। যদি বিকল্পিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত জ্ঞান-মাত্রই ভ্রম হইত, তাহা হইলে কল্পনাপোঢ় এই পদটী ব্যর্থ হইত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ-মাত্র প্রমাণ। পরোক্ষমাত্রেই অনুমান প্রমাণ, এতদতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। অনেকে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন, কিন্তু বৌদ্ধমতে শব্দ প্রমাণ নহে। শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিতে হইলে ঐ প্রমাণের প্রমেয়ও অতিরিক্ত ইহা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা নাই। অতএব প্রমাণ দ্বিবিধ। বৈশেষিক-দর্শনকারও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ-মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন নাই। তিনি শব্দকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। গ্রন্থগৌরব-ভয়ে বৈশেষিক-দর্শনকারের মত উল্লেখ করিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রমাণ-দ্বৈবিধ্য-কথন বৌদ্ধদের স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে।

তত্ত্বসংগ্রহকার শান্তরক্ষিত একজন প্রবল বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি

বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি শব্দকে অনুমানেরও অন্তর্গত বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দ অনুমানের অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ—বৌদ্ধমতে হেতু সাধ্য হইতে অভিন্ন বা হেতু সাধ্য হইতে উৎপন্ন না হইলে সাধক হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ অর্থ হইতে যদি অভিন্ন হইত, বা অর্থ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অর্থের সাধক হইত। কিন্তু শব্দ অর্থ হইতে অভিন্ন হইতে পারে না; কারণ—শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য, আর অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। সুতরাং শব্দ এবং অর্থের অভেদ হইতে পারে না, এবং শব্দ অর্থের উৎপাদ্যও হইতে পারে না। কারণ—অর্থ না থাকিলেও অর্থের বিবক্ষা করিয়া শব্দপ্রয়োগ হইতে পারে। ফল কথা শব্দ প্রমাণ নহে। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে শান্তরক্ষিতের অন্যান্য কথা লিখিলাম না।

যদিও শব্দজন্য বোধ সকলেরই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার অস্বীকারের উপায় নাই, এবং স্বীকার করিতে হইলে শব্দকে প্রমাণ বলিতেই হইবে, ইহাও সত্য কথা, তথাপি আমার মনে হয়, বৌদ্ধমতে শব্দজন্য বোধ চিত্তগত ভ্রমাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান নহে, মনোবিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিত, এই কথা পরে বলিব। অতএব এই মতে শব্দকে প্রমাণ বলিবার উপায় নাই। এইকথা তত্ত্বসংগ্রহনামক গ্রন্থের টীকাকার কমলশীল ২৭৬ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রম হয়, সেরূপ শব্দ এবং অর্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও যখন শাব্দজ্ঞান হয়, তখন অর্থ উক্ত জ্ঞানের বিষয় হইলেও শব্দ হইতে পৃথক্ ভাবে বিষয় হয় না, পরন্তু শব্দের সহিত অভিন্ন ভাবে উক্ত জ্ঞানের বিষয় হয়। এইরূপ ভ্রমের কারণ স্বভাব। এই জন্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে,

> "যস্য যস্য হি শব্দস্য যো যো বিষয় উচ্যতে।
> স স সংবিদ্যতে নৈব বস্তুনাং সা হি ধর্ম্মতা ॥" ৮৩০।

—সা হি ধর্ম্মতা=সা হি প্রকৃতিঃ (টীকা)।

[অর্থাৎ যে যে শব্দের যাহাকে ২ বিষয় বলা হয়, সেই ২ বিষয় যথাযথভাবে জ্ঞায়মান হয় না। শব্দদ্বারা যথাযথভাবে বস্তুপ্রকাশ না হইবার কারণ শব্দের স্বভাব]

ন্যায়বিন্দুর টীকাকার শব্দকে অপ্রমাণ বলিবার জন্য অন্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অর্থের প্রাপক নহে, তাহা প্রমাণ নহে, কারণ—প্রমাণমাত্রই অর্থের প্রাপক। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দ প্রমাণ হইবার অনুপযুক্ত; কারণ—শব্দ অর্থকে শব্দ হইতে অভিন্নভাবে বুঝাইয়া থাকে, এইজন্য শব্দজন্য-জ্ঞানমাত্রই ভ্রম এই কথা তত্ত্বসংগ্রহের টীকাকার কমলশীল বলিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জন্য মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় শব্দ স্ববোধিত বিষয়কে পাওয়াইতে পারে না, কারণ—সেই বিষয়টী যে বাধিত। যদিও মণিপ্রভায় মণিভ্রম অর্থপ্রাপক হয়, তথাপি ভ্রমমাত্রই প্রাপক হয় না, সুতরাং কোন ভ্রমই প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং শব্দও ঐ ভ্রমের সাধক বলিয়া প্রমাণ নহে, ইহাই টীকাকারের মত বলিয়া মনে হয়।

উক্ত চতুর্বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে যাহা দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহার নাম মনোবিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের প্রবাহ চলিতে চলিতে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে তাদৃশজ্ঞানসন্তানসম্ভূত এবং সেই জ্ঞানধারার বিষয়জনিত অথচ একসন্তানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ধারা লইয়া প্রবৃত্ত জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান। এই মনোবিজ্ঞান ইন্দ্রিয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইবামাত্রই সেই ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানের জ্ঞান মনোবিজ্ঞান নহে। সমাধিনিষ্ঠ যোগীর জ্ঞানের বহুপূর্ব্বে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া গিয়াছে, এবং যোগীর জ্ঞানের বিষয় ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় একসন্তানভুক্তও নহে। সুতরাং যোগীর জ্ঞান পৃথক্ প্রত্যক্ষ, তাহা মনোবিজ্ঞান নহে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্যক্তিগত ভেদ আছে। অতএব মনোবিজ্ঞান গৃহীতগ্রাহী নহে। গৃহীতগ্রাহিতার অভাবে তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েরই

বিষয় একধারাভুক্ত, তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকায় মনোবিজ্ঞানের প্রতি অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা আসিতে পারে না। এবং অন্ধের চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয় লইয়া ও বধিরের শ্রোত্রগ্রাহ্য বিষয় লইয়া মনোবিজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ—মূলে তত্তদিন্দ্রিয় সব্যাপার না থাকিলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ধারাভুক্ত বিষয় লইয়া তত্তদিন্দ্রিয়ের ব্যাপার-নিবৃত্তির অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে জায়মান মনোবিজ্ঞানের প্রসক্তি হয় না। নৈয়ায়িক-মতে এই মনোবিজ্ঞান সামান্যলক্ষণাদিসন্নিকর্ষজনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষের তুল্য, মানস-প্রত্যক্ষসামান্য মনোবিজ্ঞান নহে।

স্বসংবেদন তৃতীয় প্রত্যক্ষ। তাহা নৈয়ায়িকসম্মত সুখ-দুঃখাদি বিশেষগুণ-যোগে আত্মপ্রত্যক্ষ-স্থলাভিষিক্ত ইহা আমার মনে হয়। ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াশ্রিত, মনোবিজ্ঞান মনোনিষ্ঠ। তদ্‌ব্যতিরিক্ত যাহা-কিছু জ্ঞান, তাহারা সকলেই এবং সুখদুঃখাদি-রূপ চিত্তের অবস্থা-গুলিও চিত্তে থাকে। চিত্তই তাহাদের আশ্রয়। তদ্‌ব্যতিরিক্ত জ্ঞান-গুলির এবং সুখদুঃখাদি-রূপ চিত্তের অবস্থাগুলিরও প্রত্যক্ষকারী চিত্ত স্বয়ম্। চিত্তগত এই সকল প্রত্যক্ষের নাম স্বসংবেদন। ইহাদের মতে চিত্ত ও মন এক নহে। চিত্ত যখন স্বগত জ্ঞান এবং অবস্থার প্রত্যক্ষ করে, তখন নিজেকেও আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করে।

নৈয়ায়িক-মতে চিত্ত এবং মন একই, এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের কারণ মহত্ত্ব মনে না থাকায় প্রত্যুত অণুত্ব থাকায় মনের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িক-মতে অসম্ভব। বৌদ্ধমতে মনের স্বরূপ এতাদৃশ নহে। স্বরূপ এতাদৃশ না হইলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য নিষেধ করিয়াছেন। একসময়ে সকল কারণ অবিকল থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য ঘটে না। এই কথা তত্ত্বসংগ্রহের ৬৩২ শ্লোকের টীকার ইঙ্গিতে বুঝা যায়। বাহ্যার্থের অস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিকের মতে বিজ্ঞান-সামান্যই চিত্ত। তাঁহাদের কথায় বুঝা যায় যে, চিত্ত অনেকটা আত্মার ন্যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থ দ্বিবিধ,—বাহ্য এবং আন্তর। বাহ্য দ্বিবিধ,—ভূত এবং ভৌতিক। আন্তরও দ্বিবিধ,—চিত্ত এবং চৈত্ত। পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু ভূত। আর রূপাদি গুণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়

ভৌতিক পদার্থ। বিজ্ঞান আর চিত্ত একই কথা। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার, আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। 'অহম্' 'অহম্' ইত্যাকার জ্ঞানকে আলয়-বিজ্ঞান বলে, আর ইন্দ্রিয়াদিজন্য রূপাদি-বিষয়ক বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে। চৈত্ত শব্দের অর্থ পঞ্চস্কন্ধ। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কারকে পঞ্চস্কন্ধ বলে। রূপাদি-বিষয়-সহিত ইন্দ্রিয় রূপস্কন্ধ।

(যদিও রূপাদি-বিষয় বাহ্য পদার্থ, তথাপি দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বলিয়া তাহাদিগকে আন্তরও বলা হইতেছে।) 'অহম্' 'অহম্' ইত্যাকার বিজ্ঞান-প্রবাহই বিজ্ঞানস্কন্ধ, ইহাই আলয়-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান-স্কন্ধই চিত্ত এবং তাহাই আত্মা। রত্নপ্রভা-কার বেদান্ত-দর্শনে এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তদ্‌ভিন্ন অপর চারিটী স্কন্ধই চৈত্ত। সুখাদির অনুভবকে বেদনা-স্কন্ধ বলে। 'গৌঃ' 'অশ্বঃ' ইত্যাদিপ্রকার নামের যোগে যে সবিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহাই প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান এবং তাহাই সংজ্ঞা-স্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সংস্কার-স্কন্ধ। এই সকলের সমাবেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কথিত সমাবেশ দেখিলে মনে হয় যে, সৌত্রান্তিক মনের অবস্থা স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত প্রত্যক্ষমাত্রই যে মনোবিজ্ঞান, তাহা নহে ; এই কথা বলিলে ইন্দ্রিয়াশ্রিত অতীত জ্ঞানের বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত যোগীর প্রত্যক্ষও মনোবিজ্ঞান হইয়া পড়ে, এই জন্য ন্যায়-বিন্দুকার মনোবিজ্ঞানের পক্ষে 'সমনন্তর-প্রত্যয়-জনিত' এই বিশেষণটী দিয়াছেন। ইহার অর্থ উত্তরোত্তরোৎপন্ন-সমান-জ্ঞান-জন্য। ইহার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়াশ্রিতজ্ঞানের সহিত তদনন্তরোৎপন্ন ইন্দ্রিয়ানপেক্ষ সদৃশজ্ঞানের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিলেও স্বরূপগত ঐক্য আছে এবং তাদৃশ জ্ঞানের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিলে তাদৃশজ্ঞান মনোবিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, তুল্যপ্রকার জ্ঞানের স্রোত ক্ষুণ্ণ হইলে মনোবিজ্ঞান হয় না। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেইরূপ অবস্থায় যোগি-প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ন্যায়-বিন্দুকার আত্মসংবেদননামক তৃতীয় প্রত্যক্ষের পক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। নামজাত্যাদি-কল্পনা-বিনির্ম্মুক্ত বস্তুস্বরূপমাত্রগ্রাহী জ্ঞান এবং

চিত্তের বিশেষাবস্থাগ্রাহী সুখদুঃখাদি-রূপ জ্ঞানের প্রত্যক্ষই আত্মসংবেদন। বৌদ্ধমতে সুখদুঃখাদিও জ্ঞানের স্বরূপ। এই মতটী দেখিলে মনে হয়, যে বিষয়-নামবর্জ্জিত 'জানামি' 'পশ্যামি' ইত্যাদি জ্ঞানও আত্মসংবেদন-স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু 'ঘটমহং জানামি' বা 'পটমহং পশ্যামি' ইত্যাদি জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়নামবর্জ্জিত না হওয়ায় আত্মসংবেদন হইবে না। এইমতে আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ সুতরাং 'অহমহম্' ইত্যাকার আলয়-বিজ্ঞানও আত্মসংবেদন। কারণ—তাহা বস্তুর স্বরূপমাত্রেরই গ্রাহক বিজ্ঞানভূত আত্মার জ্ঞান। 'অয়ং ঘটঃ' 'অয়ং পটঃ' ইত্যাদি প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান আত্ম-সংবেদন নহে। কারণ—বিজ্ঞান-বাদ অবলম্বন করিয়া বাহ্যার্থের অস্তিত্ব-বাদ বিলুপ্ত করিলেও ঐ প্রকার প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বাহ্যার্থ-বাসনা-সম্ভূত বলিয়া বিষয়-নাম-বর্জ্জিত নহে। নচেৎ ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানও জ্ঞানের জ্ঞানই হইয়া পড়িত। এই মতে 'পর্ব্বতে বহ্নিমনুমিনোমি' ইত্যাদি বিষয়-নাম-সংস্পৃষ্ট অনুব্যবসায়ও আত্ম-সংবেদনের মধ্যে গণনীয় নহে। ঐ সকল জ্ঞান সাধারণ সবিকল্পক-জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানের জ্ঞানমাত্রই আত্ম-সংবেদন নহে।

যোগীর প্রত্যক্ষ চতুর্থ প্রত্যক্ষ। যোগী যোগবল-প্রসূত ধ্যানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকে অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অতীত বা অনাগত বস্তুকে বর্ত্তমানের ন্যায় করিয়া আরোপিত নাম-জাত্যাদির করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়া পরিস্ফুটভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ঐ ভাবে স্ফুট-প্রত্যক্ষই যোগজ-প্রত্যক্ষ। যোগজ-প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত। তবে নৈয়ায়িকগণের সহিত বৌদ্ধ যোগীর যোগজ-প্রত্যক্ষগত বৈষম্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের যোগ-বল-প্রসূত প্রত্যক্ষ সবিকল্পকই হইয়া থাকে, বৌদ্ধ যোগিগণের যোগবল-প্রসূত প্রত্যক্ষও নির্বিকল্পক। কারণ—ইঁহাদের মতে নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষই একমাত্র স্ফুট-জ্ঞান। যেগুলি প্রমাণ-প্রত্যক্ষ বলিয়া গণনীয় তাহারা সকলেই নির্বিকল্পক। কোনটাই সবিকল্পক নহে। নির্বিকল্পক-জ্ঞান নৈয়ায়িক-মতে যেরূপ অব্যক্ত, বৌদ্ধমতে সেরূপ অব্যক্ত নহে। তাহা

স্ফুট জ্ঞান। অভিলাপের দ্বারা তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে অভিলাপের আবশ্যকতা থাকায় বাচকীভূত শব্দ এবং অর্থের অভেদ কল্পিত হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞানও সবিকল্পক-জ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহারও নির্বিকল্পকতা-ভঙ্গ হয়। বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষণিক, সুতরাং জ্ঞান বা জ্ঞেয় সকলই ক্ষণিক। পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞান-বিষয়স্বও ক্ষণিক। কিন্তু সবিকল্পক-জ্ঞান পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানের অতীত বিষয় এবং বর্ত্তমান বিষয় উভয়কে লইয়া হয়। অতীত বিষয়কে লইয়া হওয়ায় সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অসন্নিহিতার্থগ্রাহী। সুতরাং উহা অস্ফুট। অতএব নিজের কাছে বা পরের কাছে তাহাকে সুব্যক্ত করিতে হইলে তথা-কথিত কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। অভিলাপ-সাধক শব্দের জ্ঞেয় অর্থের সহিত অভেদ-সমারোপই কল্পনা। সুতরাং সবিকল্পক-জ্ঞানের পক্ষে কল্পনাই জীবনীশক্তি।

নৈয়ায়িকগণ আরও দুই প্রকার অলৌকিক-প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন, তাহা সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষজনিত ও উপনয়-সন্নিকর্ষজনিত। বৌদ্ধগণ কথিত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না।

অত্রাভিধীয়তে—

যৎ তাবদিদমাখ্যায়ি রাশ্যন্তরনিরাকৃতৌ।
প্রত্যক্ষস্যৈব সামর্থ্যমিত্যেতন্নোপপদ্যতে॥
পূর্ব্বাপরানুসন্ধানসামর্থ্যরহিতাত্মনা।
ভারঃ কথময়ং বোঢ়ুমবিকল্পেন পার্য্যতে॥
বিকল্পাঃ পুনরুৎপ্রেক্ষামাত্রনিষ্ঠিতশক্তয়ঃ।
তেভ্যো বস্তুব্যবস্থায়াঃ কা কথা ভবতাং মতে?

অনুবাদ

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানভিন্ন-প্রমাণের নিরাকরণে সমর্থ এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা

সঙ্গত নহে। কারণ—নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ পূর্ব্বাপর কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে সমর্থ নহে [অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-সম্পাদনার্থ নাম-জাত্যাদিযোজনার ভারগ্রহণসমর্থ নহে।] তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এবং অনুমান-প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণ নাই। এতদূর সিদ্ধান্ত করাইবার ভার-গ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার, সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র কল্পনাসম্পাদন করা। তোমাদের মতে ঐ সবিকল্পক-জ্ঞানেরও যথাযথ পরিচয় দিবার সামর্থ্য নাই।

অথবা ভবতু নাম নীলাদাবুক্তেন প্রকারেণ রাশ্যন্তর-নিরাকরণম্; প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-নির্ণয়ে তু নৈষ প্রকারো যোজয়িতুং শক্যতে। বিষয়ে হি প্রবৃত্তং প্রত্যক্ষং বিষয়স্বরূপমেব পরিচ্ছিনত্তি ন পুনস্তস্য প্রত্যক্ষতামপি। নীলমিদমিতি হি সংবেদ্যতে, ন পুনঃ প্রত্যক্ষমিদমিতি। তথা হি কিমিদং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বং নাম—কিমক্ষবিষয়ত্বম্ * উতাক্ষজ-জ্ঞানবিষয়ত্বমিতি? তত্রাক্ষবিষয়ত্বং তাবদন্বয়-ব্যতিরেক-সমধিগম্যমেব ন প্রত্যক্ষগম্যম্। তথাহ ভট্টঃ—†

> ন হি শ্রাবণতা নাম প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে।
> সান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জ্ঞায়তে বধিরাদিষু॥ ইতি।

অনুবাদ

অথবা নীলাদিস্থলে কথিতপ্রকারে অনীলাদির ব্যাবর্ত্তন হয়, হোক। [অর্থাৎ নীল এবং নীল-ভিন্ন এই দ্বিবিধপদার্থভিন্ন পদার্থ না থাকায় নীল বলিয়া যখন কোন পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তখন তাহা অনীল নহে ইহা সহজেই বুঝা যায়।]

কিন্তু প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-নিশ্চয়স্থলে কথিত ব্যবস্থা হইতে পারে না। কারণ—কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইলে সেই প্রত্যক্ষের দ্বারা বিষয়ের স্বরূপমাত্রই নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ আবার সেই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বকেও বুঝাইতে পারে না।

* প্রত্যক্ষজনক-সন্নিকর্ষাশ্রয়ত্বম্। † শ্লোকবার্ত্তিকে অনুমান-বার্ত্তিকে শ্লোঃ ৬০।

নীল যখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণের গোচর হয়, তখন ইহা নীল এই বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে এই বলিয়া প্রতীতি হয় না। তাহাই বলিতেছি শুন, বিষয়গত-প্রত্যক্ষত্বটা কি প্রকার? ইন্দ্রিয়-গোচরত্ব না ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-বিষয়ত্ব, এই মাত্র আমার জিজ্ঞাসা। সেই দুইটা পক্ষের মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচরত্ব ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেকমাত্র-বোধ্য, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা তাহা প্রতীত হয়, নচেৎ হয় না। সুতরাং তাহা অনুমানগম্য। প্রত্যক্ষগম্য হইতেই পারে না।] কুমারিল ভট্ট সেই প্রকার কথা বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়-গোচরত্ব * বুঝা যায় না। বধির প্রভৃতি অন্বয়-ব্যতিরেক-দ্বারাও শ্রবণেন্দ্রিয়-গোচরত্ব বুঝিতে অক্ষম।

[অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা যে জ্ঞান তাহা অনুমান। অনুমান ব্যাপ্তিগ্রহণসাপেক্ষ, ব্যাপ্তিগ্রহণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ, সুতরাং বধির প্রভৃতির সম্ভব নহে।]

অক্ষজজ্ঞানকর্ম্মত্বমপি প্রত্যক্ষত্বং তদানীং পরিচ্ছেত্তুমশক্যমেব, বিষয়-প্রতিভাসকালে তৎপ্রতিভাসস্যাপ্রতিভাসাৎ। তদ্‌গ্রহণ-মন্তরেণ চ তৎ-কর্ম্মতা-গ্রহণাসম্ভবাৎ। কথং পুনর্বিষয়গ্রহণকালে তজ্জ্ঞানস্যানবভাসঃ, নৈব যুগপদাকারদ্বিতয়ং প্রতিভাসতে? ইদং জ্ঞানময়ঞ্চার্থ ইতি ভেদানুপ-গ্রহাৎ। একশ্চৈবায়মাকারঃ প্রতিভাসমানো গ্রাহ্যস্যৈব ভবিতুমর্হতি, ন গ্রাহকস্যেতি বক্ষ্যতে।

নন্বু চ নাগৃহীতং জ্ঞানমর্থপ্রকাশন-কুশলং ভবতীত্যাহুরপ্রত্যক্ষো-পলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতীতি। প্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থ-দৃষ্টিরুপলম্ভ এব প্রত্যক্ষ ইতি দ্বিতীয়াকারানবভাসাৎ কুতোঽর্থ-দৃষ্টিঃ। যদি চ গৃহীতং জ্ঞানমর্থং প্রকাশয়েন্ন দ্বয়ীং গতিমতিবর্ত্তেত। তদ্ধি জ্ঞানং জ্ঞানান্তরগ্রাহ্যং বা ভবেৎ স্বপ্রকাশং বা? জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্যত্বে ত্বনবস্থা,

* শ্রবণেন্দ্রিয়-গোচরত্বশব্দের অর্থ শ্রবণেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ। আকাশ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষসম্বন্ধ বিধায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কারণ—সম্বন্ধ-প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধিপ্রত্যক্ষ কারণ।

মূলক্ষতিকরী চেয়মিত্যন্ধমূকং জগৎ স্যাদুপলম্ভ-প্রত্যক্ষতাপূর্ব্বকার্থ-প্রত্যক্ষবাদিনঃ। নাপি স্বপ্রকাশং জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ত্বান্নীলপীতাদিবৎ। বিস্তরতস্ত্ব স্বপ্রকাশং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবাদি-নিরাকরণে নিরাকরিষ্যামঃ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানবিষয়ত্বই প্রত্যক্ষত্ব এই কথা যদি বল তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ—বিষয়-প্রকাশকালে তাদৃশ প্রত্যক্ষত্বও বুঝা যায় না। বিষয়-জ্ঞানকালে বিষয়ই জ্ঞাত হয়, বিষয়জ্ঞান জ্ঞাত হয় না। [অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি-রূপ কারণ উপস্থিত হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে বটে, কিন্তু বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ—বিষয় আর বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ এই দুইটী এক নহে। উভয়ের কারণও ভিন্ন।]

সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য-বিষয়-জ্ঞানের জ্ঞান না হওয়ায় তাদৃশজ্ঞান-কর্ম্মতা বিষয়-প্রত্যক্ষ-কালে দুর্জ্ঞেয়।

যদি বল যে, বিষয়-জ্ঞানকালে বিষয়-জ্ঞানের জ্ঞান কেন হয় না। তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, বিষয়-জ্ঞানকালে ২টী আকার প্রতীয়মান হয় না। কারণ—এইটী জ্ঞান, এইটী বিষয় এইরূপভাবে জ্ঞান এবং অর্থের ভেদগ্রহ তৎকালে হয় না।

[অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের আকার এবং বিষয়জ্ঞান-জ্ঞানের আকার ২টী এক নহে। সুতরাং বিষয়জ্ঞানকালে যদি ঐ জ্ঞানেরও জ্ঞান হইত, তাহা হইলে ২টী আকার প্রতীতির বিষয় হইত। এবং জ্ঞান ও অর্থের ভেদজ্ঞাপক ২টী আকার প্রতীতির বিষয় হইলে জ্ঞান এবং অর্থ ভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয়ও হইত। তাহা যখন হয় না, তখন বিষয়-জ্ঞান এবং তাদৃশ জ্ঞান-জ্ঞান একযোগে হয় না। ইহাই সিদ্ধান্ত।] বিষয়-প্রত্যক্ষকালে একটীমাত্র আকার লক্ষ্য হয়, তাহা গ্রাহ্যেরই আকার, গ্রাহকীভূত জ্ঞানের আকার নহে। এই কথা পরে বলিব।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, বিষয়-প্রকাশক-জ্ঞানের জ্ঞান যদি না হয়, তবে ঐ জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য কতিপয় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ প্রত্যক্ষ বিষয়প্রকাশনকার্য্য করিতে পারে না। ইহার অর্থ—প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না; পরন্তু প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হইলে অর্থের প্রকাশ হয়। (এই মতটী সাধু নহে, কারণ) উপলব্ধির প্রত্যক্ষ হইবার পর বিষয় প্রকাশ হয় না। কারণ— উপলব্ধির প্রত্যক্ষ হইতেছে এই প্রকার দ্বিতীয় আকারের জ্ঞান হয় না, সুতরাং কেমন করিয়া বিষয় প্রকাশ হয়? [অর্থাৎ যদি বিষয়-প্রত্যক্ষকালে ঐ প্রত্যক্ষেরও জ্ঞান হইত, তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও আকার বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন বুঝা যায় না, তখন বিষয়-প্রকাশ কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়?] আরও এক কথা—যদি জ্ঞান গৃহীত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করে, এই কথা বল, তবে তোমাদের মত ২টী বিরুদ্ধ তর্ক হইতে উন্মুক্ত হইতে পারে না। ঐ ২টী বিরুদ্ধ তর্ক হইতেছে এই যে,—সেই জ্ঞান (অর্থাৎ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ) কি জ্ঞানান্তরগ্রাহ্য, অথবা স্বপ্রকাশ? যদি জ্ঞানান্তরগ্রাহ্য বল, [অর্থাৎ উপলব্ধি-প্রত্যক্ষও যদি অন্য জ্ঞানের গ্রাহ্য হয়] তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে, [অর্থাৎ উপলব্ধি-প্রত্যক্ষ জ্ঞানান্তরগ্রাহ্য, এবং উপলব্ধি-প্রত্যক্ষ-গ্রাহক জ্ঞান জ্ঞানান্তরগ্রাহ্য, এবং তদ্‌গ্রাহক-জ্ঞান জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্য এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে।] এবং এই অনবস্থা সিদ্ধান্তের হানিকর [অর্থাৎ এই অনবস্থা প্রামাণিক নহে। (জ্ঞান জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্য হইয়া কার্য্যকারী হয়, ইহা স্বীকার না করিলে উক্ত দোষ হয় না) অতএব উপলব্ধি-প্রত্যক্ষ-দ্বারা অর্থ-প্রকাশবাদীর পক্ষে জগৎ অন্ধ এবং মূক হইয়া পড়ে। [অর্থাৎ জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্য বলিলে ঐ জ্ঞানান্তরেরও জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং একটী বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে গেলে কথিত প্রকারে আনুষঙ্গিক অসংখ্য জ্ঞানান্তরের প্রত্যক্ষ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, আসল দেখা আর ঘটিবে না, এইরূপে কোন বিষয়ই দেখিতে না পারিলে জগৎ

অন্ধই হইয়া পড়ে। এবং বাক্যজন্য বোধও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানান্তর-গ্রাহ্য না হইলে অর্থ প্রকাশ করিতে পারিবে না, এবং গ্রাহকীভূত জ্ঞানান্তরেরও শেষ নাই, সুতরাং বাক্যপ্রযোক্তাও বিহত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, অতএব পরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যপ্রয়োগ উঠিয়া যাইবে। কাজেই জগৎ মূক হইয়া পড়িবে।]

জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—নীল-পীতাদি-বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানও জ্ঞেয়। [অর্থাৎ নীল-পীতাদি-বিষয় যেরূপ স্বপ্রকাশ নহে, সেরূপ জ্ঞানও স্বপ্রকাশ নহে।]

জ্ঞানের স্বপ্রকাশতামত বিজ্ঞানবাদি-নিরাকরণ-প্রসঙ্গে বিস্তার-পূর্ব্বক খণ্ডন করিব।

ন চ জ্ঞানস্যাপ্রত্যক্ষতায়াং তদুৎপাদানুৎপাদয়োরবিশেষাদজ্ঞত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং বা পরিশঙ্কনীয়ম্। বিজ্ঞানোৎপাদমাত্রেণ জ্ঞাতুর্জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশস্বভাবমেব জ্ঞানমুৎপদ্যতে ইতি কথমুৎপন্নমনুৎপন্নান্ন বিশিষ্যতে। যথা চ নীলাদিবিষয়জ্ঞানোৎপত্ত্যাঽস্য জ্ঞাতৃত্বং তথা সুখাদিবিষয়-জ্ঞানোৎপত্ত্যা ভোক্তৃত্বমিতি তত্রাপি নাতিপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদ্ বিষয়বিজ্ঞানকালে তদ্-বিজ্ঞানা*-গ্রহণান্ন তৎকর্ম্মত্বকৃতং বিষয়প্রত্যক্ষত্বমবভাসতে, তদপ্রতি-ভাসে চ ন পরোক্ষব্যবচ্ছেদো ন চ তৃতীয়-প্রকারাসত্ত্বসূচনমিতি কথং প্রত্যক্ষং বিষয়দ্বিত্বসিদ্ধৌ প্রমাণম্ ?

অনুবাদ

এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হইলে তাহার উৎপত্তি ও অনুৎপত্তিগত কোন বিশেষ না থাকায় অজ্ঞত্ব বা সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিও না। [অর্থাৎ উৎপন্ন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ-স্বীকার যদি না কর, তবে ঐ জ্ঞানের অনুৎপন্ন জ্ঞান হইতে কোন বৈষম্য থাকিল না। তাহাই যদি স্বীকার কর, তবে উৎপন্ন জ্ঞানের অনুৎপন্ন জ্ঞান হইতে

* তদ্‌বিজ্ঞানগ্রহণাদিতি পাঠ আদর্শপুস্তকে বর্ত্ততে, স ন সঙ্গচ্ছতে।

বৈষম্য না থাকায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অজ্ঞ বলা যাইতে পারে, কিংবা অনুৎপন্ন জ্ঞানের উৎপন্ন জ্ঞান হইতে বৈষম্য না থাকায় সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।] কারণ—জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রই জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। [অর্থাৎ অজ্ঞত্ব থাকে না।] জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহা বিষয়প্রকাশক-স্বভাব হইয়াই উৎপন্ন হয়। অতএব উৎপন্ন জ্ঞান অনুৎপন্ন জ্ঞান হইতে কেন বিলক্ষণ হইবে না? যেরূপ নীলাদিবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় নীলাদিজ্ঞাতা হয়। সেইরূপ আন্তরসুখাদি-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় ভোক্তা হয়। অতএব সেই বিষয়েও কোন অতিপ্রসক্তি হয় না। [অর্থাৎ সুখাদিবিষয়ক জ্ঞান অগৃহীত হইলেও ভোক্তৃত্ব হয় বলিয়া তাদৃশজ্ঞানহীন ব্যক্তি ভোক্তা হইবে না। কারণ—উৎপন্ন জ্ঞান ও অনুৎপন্ন জ্ঞানের বৈষম্য আছে। অতএব সুখদবিষয়কজ্ঞানহীন ব্যক্তিতে ভোক্তৃত্ব অতিপ্রসক্ত হইবে না।]

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইলে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানটী তৎকালে গৃহীত না হওয়ায় সেই বিজ্ঞানের কর্ম্মতা-স্বরূপ বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হয় না। এবং বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ পরোক্ষের প্রতিষেধক হয় না। এবং প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই, ইহারও সূচনা হয় না। অতএব জ্ঞায়মান প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-রূপে দ্বিবিধপ্রমেয়সাধনে প্রমাণ হইতে পারে না।

যচ্চানুমানমপ্যুক্তং বিষয়দ্বয়সিদ্ধয়ে।
তৎ প্রত্যক্ষপরিচ্ছিন্ন-তদ্বিরোধনিবন্ধনম্ ॥
বিরোধবোধসামর্থ্যং প্রত্যক্ষস্য চ দূষিতম্।
তদগ্রহে চ তন্মূলমনুমানং ন সিধ্যতি ॥
এবঞ্চ বিষয়দ্বিত্বসাধনানুপপত্তিতঃ।
তৎকৃতস্ত্যজ্যতামেষ প্রমাণদ্বিত্বদোহদঃ ॥

অনুবাদ

এবং প্রমেয়দ্বয়কে (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষস্বরূপ প্রমেয়দ্বয়কে) প্রমাণিত করিবার জন্য যে অনুমান বলিয়াছ [অর্থাৎ ২টী বিরুদ্ধ বিষয়ের মধ্যে একটী স্থিরীকৃত হইলে অপরটী তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিষিদ্ধ হয়, এবং ঐ প্রতিষেধদ্বারা প্রতিষিধ্যমান বস্তুরও অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে যে অনুমানও বলিয়াছ।] তাহা প্রত্যক্ষপরিগৃহীত বস্তুর সহিত কেবলমাত্র পরোক্ষ বিষয়ের বিরোধজন্য। (এই কথা তোমরা বলিয়াছ।) কিন্তু প্রত্যক্ষের (কথিত প্রকার) বিরোধ বুঝাইবার সামর্থ্য নাই এই কথা আমরা বলিয়াছি। এবং বিরোধ গৃহীত না হইলে বিরোধগ্রহমূলক (ইতর-প্রতিষেধদ্বারা প্রতিষিধ্যমান বস্তুর অস্তিত্বসাধক) অনুমান উপপন্ন হয় না। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই ২টী মাত্র বিষয়ের সাধন অনুপপন্ন হয়। সুতরাং প্রমেয়দ্বৈবিধ্যমূলক প্রমাণ-দ্বৈবিধ্যবিষয়ক অভিলাষ ত্যাগ কর।

[অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমাণও দ্বিবিধ এই প্রকার অভিলাষ ত্যাগ কর। প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমাণও দ্বিবিধ ইহা নহে। সুতরাং তোমাদের ঐ অভিলাষ দুরভিলাষমাত্র।]

অথবা সত্যপি বিষয়দ্বৈবিধ্যে সামগ্রীভেদাৎ ফলভেদাচ্চ প্রমাণভেদো ভবন্ কথমপাক্রিয়তে ?

অন্যে এব হি সামগ্রীফলে প্রত্যক্ষলিঙ্গয়োঃ।
অন্যে এব চ সামগ্রীফলে শব্দোপমানয়োঃ ॥ ইতি বক্ষ্যামঃ।

তেন তদ্‌ভেদাদপি প্রমাণভেদসিদ্ধের্ন দ্বে এব প্রমাণে। এতেন ত্রীণি প্রমাণানীতি সাংখ্যব্যাখ্যাত্রাঽপি তৎসংখ্যা প্রত্যাখ্যাতা। সামগ্রী-ফলভেদেনোপমানস্য চতুর্থপ্রমাণস্য প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাদিতি। যৎ পুনরেকস্মিন্ বিষয়েঽনেকপ্রমাণপ্রসরং নিরস্যতা সৌগতেন সংপ্লবপরাকরণ-

মকারি তদপি মতিমোহবিলসিতম্। অসতি সংপ্লবেঽনুমানপ্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠাপনানুপপত্তেঃ।

ন হ্যবিজ্ঞাতসম্বন্ধং * লিঙ্গং গমকমিষ্যতে।
সম্বন্ধধীশ্চ সম্বন্ধিদ্বয়াবগতিপূর্ব্বিকা॥
সামান্যাত্মকসম্বন্ধিগ্রহণঞ্চানুমানতঃ।
তস্মাদেব যদীষ্যেত ব্যক্তমন্যোঽন্যসংশ্রয়ম্॥
অনুমানান্তরাধীন† সম্বন্ধিগ্রহপূর্ব্বিকা।
সম্বন্ধাধিগতির্ন স্যাদ্যুগন্তরশতৈরপি॥
তেন দূরেঽপি সম্বন্ধগ্রাহকং লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ।
প্রত্যক্ষমুপগন্তব্যং তথা সতি চ সংপ্লবঃ॥

তত্রৈতৎ স্যাদবিদিত-সৌগতকৃতান্তানামেতচ্চোদ্যম্। তে হি—

বিকল্পবিষয়ে বৃত্তিমাহুঃ শব্দানুমানয়োঃ।
তেভ্যঃ সম্বন্ধসিদ্ধৌ চ নানবস্থা ন সংপ্লবঃ॥

অনুবাদ

অথবা প্রমেয় দ্বিবিধ হইলেও সামগ্রীভেদবশতঃ এবং ফলভেদবশতঃ (প্রমিতিরূপ ফলভেদবশতঃ) সঙ্গতভাবে বর্ত্তমান প্রমাণচাতুর্ব্বিধ্যের খণ্ডন করিতে কেন যাইতেছ? [অর্থাৎ কারণ ভিন্ন হইলে কার্য্যভেদ স্থগিত করা দুঃসাহস মাত্র।]

প্রত্যক্ষ এবং অনুমানস্থলে সামগ্রী ও ফল ভিন্নই। এবং শব্দ ও উপমানস্থলেও সামগ্রী এবং ফল ভিন্ন, ইহাতেও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এই কথা পরে বলিব।

সেই কারণে সামগ্রীভেদপ্রযুক্তফলভেদবশতঃ প্রমাণভেদ সিদ্ধ হইয়া

* নহি হ্যবিজ্ঞাতসম্বন্ধমিতি মূলেঽশুদ্ধঃ পাঠঃ।

† আদর্শপুস্তকে অনুমানান্তরাধীনা এব পাঠো বর্ত্ততে, স ন শোভনঃ।

যাইতেছে, অতএব প্রমাণ-দ্বৈবিধ্যস্থাপন সঙ্গত নহে। উক্ত যুক্তিবলে প্রমাণ ত্রিবিধ এই প্রকার সাংখ্যসিদ্ধান্তও নিরাকৃত হইল। সামগ্রীভেদ-ও ফলভেদ-বশতঃ উপমানকে চতুর্থ প্রমাণ বলিয়া প্রমাণিত করিব। পক্ষান্তরে যে সৌগত একটা বিষয়ে অনেক-প্রমাণপ্রভাব খণ্ডন করিতে গিয়া প্রমাণ-সাঙ্কর্য্য প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিবিকারের ফল। কারণ—

প্রমাণ-সাঙ্কর্য্য না থাকিলে তোমাদের অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অনুপপন্ন হয়।

[অর্থাৎ একবিষয়ে অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণের সম্ভাবনা যদি না থাকিত, তবে তাহার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে অনুমানকে প্রমাণ করিবার জন্য অত্যধিক যুক্তি প্রদর্শন করিতে কেন গিয়াছ ?]

(কিন্তু তোমরা যে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তোমাদের মতে অনুমানের প্রামাণ্যই সুরক্ষিত হয় না। এই অভিপ্রায়ে মঞ্জরীকার বলিতেছেন।)

কারণ—যে হেতু ব্যাপ্য বলিয়া স্থিরীকৃত না হয়, সেই হেতু সাধ্যের সাধক হয় না। (সাধ্য এবং হেতুর যে অবিনাভাব-সম্বন্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি।) সম্বন্ধজ্ঞান সম্বন্ধিদ্বয়ের জ্ঞানজন্য। [অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধজ্ঞান সাধ্য এবং হেতুরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ের জ্ঞান ব্যতীত হয় না।]

সামান্যস্বরূপসম্বন্ধীর জ্ঞান অনুমান হইতে হইয়া থাকে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে ঐ সম্বন্ধী বিকল্পিত বিষয়, সুতরাং উহা স্বলক্ষণ নহে ; কিন্তু সামান্যস্বরূপ। সামান্যস্বরূপ যদি বল, তাহা হইলে ঐ সামান্যের জ্ঞান তোমাদের মতে অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবে না।] যদি অনুমান হইতে সম্বন্ধীর জ্ঞান তোমাদের সম্মত হয় তাহা হইলে স্পষ্ট অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ হইবে।

[অর্থাৎ সম্বন্ধী এবং সাধ্য একই পদার্থ, সুতরাং সাধ্যরূপ সম্বন্ধীর জ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে অত্রত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় না, এবং এই সম্বন্ধের জ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে সাধ্যের জ্ঞানস্বরূপ অনুমানও হয় না। সুতরাং অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ অবশ্যই হইবে।]

অন্য অনুমানের সাহায্যে উৎপন্ন সম্বন্ধিজ্ঞান-প্রযুক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান শত মন্বন্তরেও উপপন্ন হইতে পারে না। [অর্থাৎ অন্যোঽন্যাশ্রয়-দোষ ত আছেই, কিন্তু অন্যোঽন্যাশ্রয়-দোষ স্বীকার করিলেও অনুমান উপপন্ন হয় না। কারণ—সম্বন্ধীর জ্ঞান যদি অনুমান হয়, তাহা হইলে ঐ অনুমানের উপপাদনের জন্য আবার সম্বন্ধিজ্ঞানরূপে পৃথক্ অনুমানের প্রয়োজন হইবে, এবং ঐ রীতিতে ঐ অনুমানের উপপাদনার্থও পৃথক্ অনুমানের প্রয়োজন হইবে, এই ভাবে অসংখ্য অনুমানের আবশ্যকতা-বশতঃ একটা জীবনে কেন, শত মন্বন্তরেও সম্বন্ধজ্ঞান সম্পন্ন হইবে না।] সেই হেতু অনুমানকে সাধ্যহেতুর সম্বন্ধগ্রাহক না বলিয়া প্রত্যক্ষকে পরম্পরায়ও উক্তসম্বন্ধগ্রাহক বলা উচিত। ইহা যদি বল তাহা হইলে একত্র প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়ের সমাবেশের সম্ভাবনা থাকায় সংপ্লব স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ—সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্বন্ধপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

(এক্ষণে বৌদ্ধের পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে।)

যাঁহারা সৌগতসিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তাঁহাদেরই এই কথা হইতে পারে। কারণ-সেই বৌদ্ধেরা বলেন যে, বিকল্পিত বিষয়কে লইয়া শব্দ এবং অনুমান কার্য্য করে। এবং সেই বিকল্পাত্মক জ্ঞান হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়া অনবস্থা-দোষ ও সংপ্লব কিছুই হইবে না।

তথা হি দর্শন-সমনন্তরোৎপত্ত্যবাপ্তদর্শনচ্ছায়াঽনুরজ্যমানবপুষো বিকল্পাঃ প্রত্যক্ষায়ন্তে। তদুল্লিখিত-কাল্পনিক-তদিতরপরাবৃত্তিস্বভাবসামান্যাকার-প্রবিষ্টোঽয়মনুমানব্যবহারঃ। পারম্পর্য্যেণ-মণিপ্রভা-মণিবুদ্ধি-বস্তু তন্মূল ইতি তৎপ্রাপ্যয়েঽবকল্পতে ন পুনঃ প্রত্যক্ষৈকসমধিগমাং বস্তু স্পৃশতি ইতি কুতঃ সংপ্লবঃ; কুতো বাঽনবস্থা ?

অনুবাদ

সেই কথা বিবৃত হইতেছে। বিকল্প-জ্ঞান প্রত্যক্ষের পর উৎপন্ন হওয়ায় (প্রত্যক্ষসান্নিধ্যবশতঃ) প্রত্যক্ষচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষায়-মাণ হয়। [অর্থাৎ ঐ বিকল্পকে প্রত্যক্ষভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় না।]

বিকল্পের যাহা বিষয় হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যাভূত, কোনটাই সত্য নহে। কিন্তু তাহা সত্য না হইলেও স্বভাবের গুণে ইতরব্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। যাহাকে লইয়া এই অনুমান-ব্যবহার হয়, সেই সামান্য স্বরূপটীও তাদৃশ। কিন্তু যেরূপ মণিপ্রভাতে মণিবুদ্ধি ভ্রমাত্মক হইলেও মণিলাভের কারণ হয়, [অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী হয়], সেরূপ অনুমান কাল্পনিক-বস্তুগ্রাহি-বিকল্প-প্রসূত হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া বস্তু-প্রাপ্তির কারণ হয়। তাই বলিয়া সেই অনুমান প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কার্য্যকারিতার অবসরে কোন বস্তুকে গ্রহণ করে না। [অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধ্য হইয়া থাকে, সেই সময়েই অনুমান-বোধ্য হয় না।] অতএব কোথা হইতে সংপ্লব হইবে, কোথা হইতে বা অনবস্থা-দোষ ঘটিবে ?

টিপ্পনী

যাহা বস্তুপ্রাপক, তাহাই প্রমাণ, সুতরাং অনুমান কাল্পনিক-সামান্য-গ্রাহী হইলেও প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া এবং বস্তুপ্রাপক বলিয়া প্রমাণ। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কাল্পনিক-সামান্যগ্রাহী হইলেও যদিও প্রমাণভূত প্রত্যক্ষ-মূলক এবং অনুমানের ন্যায় বস্তুপ্রাপকও হইয়া থাকে, তথাপি উহা ভ্রমাত্মক এবং বিষয়জন্য নহে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সৌগতমতে 'সামান্যং নাপরং কিঞ্চিৎ পরমার্থ-সদিষ্যতে।' সামান্য বলিয়া বাস্তবিক সত্য পদার্থ কিছুই নাই, ইহাই সৌগত সিদ্ধান্ত। সৌগত-মতে শব্দেরও কার্য্য আছে, জ্ঞানবিশেষই সেই কার্য্য। ঐ জ্ঞানকে বলে অপোহ। এইজন্য ('বিকল্পবিষয়ে বৃত্তিমাহুঃ শব্দানুমানয়োঃ' এই কথা বলা হইয়াছে।

সৌগত বলিয়াছেন—

'অর্থাত্মনি ন চাপোহে বাচ্যতাহস্যাভিরিষ্যতে।
কিন্তু বুদ্ধ্যাত্মকেঽপোহে স চাপোহো নিরূপ্যতে॥

অর্থাকারাধ্যবসিতং যদর্থপ্রতিবিম্বনম্।
জ্ঞানে বিকল্পকে ভাতি সোঽপোহো বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥
অর্থাকারান্তরাভাসাদ্ বুদ্ধেরন্যা ব্যপোহনাৎ।
অপোহ ইতি শব্দোঽস্যাং মুখ্যবৃত্ত্যৈব বর্ত্ততে ॥
অর্থাকারাবভাসিন্যা বুদ্ধেঃ শব্দস্তু কারণম্।
তদ্ধেতু-হেতুমদ্ভাবাৎ সম্বন্ধো নান্য এতয়োঃ ॥
তদ্বুদ্ধিলক্ষণাপোহে যা স্থিতা শব্দজন্যতা।
নেতরা তামৃতে ক্বাপি সম্ভবেৎ শব্দবাচ্যতা ॥
বুদ্ধ্যাত্মকাপোহ এব শব্দার্থ ইতি নো মতম্।
অগোনিবৃত্তিঃ সাক্ষাত্তু ন হি শব্দেন বোধ্যতে।
জন্যতে কিন্তু শব্দেন, সাক্ষাদ্গোবুদ্ধিরেব হি ॥
উক্তো বুদ্ধ্যাত্মকোঽপোহঃ পর্য্যুদাসাত্মকোঽপ্যয়ম্।
পরাভিমতসামান্যে বাচ্যত্বং ন প্রসঞ্জয়েৎ ॥'

শান্তরক্ষিতের রচিত তত্ত্বসংগ্রহ-নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ-বশতঃ সার্থকনামা সুললিত তত্ত্বসংগ্রহসংগ্রহনামক গ্রন্থে শব্দার্থের বাচ্য-বাচক-ভাবসমর্থক উদ্দ্যোতকরের মত-প্রতিষেধ-কল্পে সৌগত-মত আলোচিত আছে। সৌগত বলিয়াছেন যে, অপোহ [অর্থাৎ স্বেতরনিবৃত্তিরূপ অর্থ] শব্দের বাচ্যার্থ, ইহা আমরা বলি না।

কিন্তু ঐ অপোহ জ্ঞান বিশেষ ; যাহাকে জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত অর্থ বলিয়া মনে হয়, এবং যাহাকে অর্থ-প্রতিবিম্বযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সেই সবিকল্পক-জ্ঞানই অপোহ। উৎপন্ন হইবার পর ঐ জ্ঞান অন্য একটী বিষয়ের আকারে আকারিত অপর জ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত করে বলিয়া তাহাকে বস্তুতঃই অপোহ বলা হয়। কিন্তু সবিষয়ক এই অপোহাত্মক জ্ঞানের প্রতি শব্দ কারণ। জ্ঞান ও শব্দের পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাবই তাহাদের সম্বন্ধ। অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ জ্ঞান-স্বরূপ অপোহে যে শব্দজন্যতা আছে, তাহাই শব্দবাচ্যতা, অপর কিছুই নহে।

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানস্বরূপ অপোহই শব্দার্থ ইহাই আমাদের মত। গোশব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে গোভিন্নের নিবৃত্তিরূপ অর্থকে বুঝায় না। কিন্তু ঐ শব্দ ঐ প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই গোভিন্নের নিবৃত্তিজ্ঞান গোবুদ্ধির সহিত সমান। যদি ঐ নিবৃত্তি অভাবরূপও হয়, তাহা হইলেও উহার প্রতিপাদ্য অর্থ পরানুমোদিত জাতি নহে।

সুতরাং মূলগ্রন্থ তত্ত্বসংগ্রহকারের মতের অনুশীলনদ্বারা জানা যায় যে, শব্দও সবিকল্পক-জ্ঞান উৎপন্ন করে, কিন্তু শব্দ সবিকল্পক-জ্ঞান উৎপন্ন করিলেও প্রমাণ হইবে না। কারণ—বৌদ্ধমতে প্রমাণ-প্রমিতি-ব্যবহার ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবনিবন্ধন, জন্য-জনক-ভাবনিবন্ধন নহে; এই কথা পূর্বে বলিয়াছি। শব্দও জ্ঞানের জন্য-জনক-ভাব কথিত হওয়ায় শব্দ প্রমাণের আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

এবঞ্চ শব্দ-জন্য-জ্ঞানে শব্দ এবং অর্থের নিয়ত অভেদ প্রতিভাসিত হওয়ায় শব্দ প্রমাণ হইবে না, এই কথাও পূর্বে বলিয়াছি। শব্দ প্রমাণ না হইলেও সবিকল্পক-জ্ঞানের উৎপাদনে তাহার সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় ন্যায়মঞ্জরীকার সুগত-মত-প্রসঙ্গে

'বিকল্পবিষয়ে বৃত্তিমাহুঃ শব্দানুমানয়োঃ।'

এই কথা বলিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়।

তদেতদ্ বঞ্চনামাত্রম্। যো হি তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিস্বভাবঃ প্রতিবন্ধ ইষ্যতে স কিং বস্তুধর্ম্মো বিকল্পারোপিতাকারধর্ম্মো বা? তত্র নায়মারোপিতধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। বস্তু বস্তুনা জন্যতে, বস্তু চ বস্তুস্বভাবং ভবেৎ। তস্মাদ্ বস্তুধর্ম্মঃ প্রতিবন্ধঃ। বিকল্পৈশ্চ বস্তু ন স্পৃশ্যতে, তৎপ্রতিবন্ধশ্চ নিশ্চীয়তে ইতি চিত্রম্। ইদঞ্চ সুভাষিতং বস্তুনোঃ প্রতিবন্ধস্তাদাত্ম্যাদি গম্য-গমকত্বঞ্চ বিকল্পারোপিতয়োরপোহয়োস্তদেবমন্যত্র প্রতিবন্ধোঽন্যত্র তদ্-গ্রহণোপায়োঽন্যত্র প্রতীতিরন্যত্র প্রবৃত্তিপ্রাপ্তী ইতি সর্ব্বং কৈতবম্। ন চ দৃশ্যসংস্পর্শশূন্যাত্মনাং বিকল্পানাং দর্শনচ্ছায়া কাচন সম্ভবতীদন্তা-গ্রাহিত্ব-স্পষ্টত্বাদ্যপি বস্তুস্পর্শরহিতমকিঞ্চিৎকরমপ্রমাণত্বানপায়াৎ।

অনুবাদ

তোমাদের সেই এই কথাটী প্রতারণা-বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ—যে ব্যাপ্তিকে সাধ্যাভেদ বা সাধ্যোৎপত্তিস্বভাব বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, সেই ব্যাপ্তিটী কি সত্যবস্তুনিষ্ঠ? না কল্পিতবস্তুনিষ্ঠ? তন্মধ্যে ব্যাপ্তি কল্পিতবস্তুধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ—সত্যবস্তুই সত্যবস্তুর উৎপাদ্য হইয়া থাকে। এবং যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাতেই সত্যবস্তুর স্বভাব থাকিতে পারে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে সাধ্যাভেদ বা সাধ্যোৎপত্তি অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তির প্রযোজক। এখন তোমাদের প্রতি ইহা জিজ্ঞাস্য যে, ঐ ব্যাপ্তিটী প্রকৃত সত্য না কাল্পনিক? উহা কাল্পনিক ইহা বলিতে পার না, কারণ—কার্য্যকারণভাবটী মিথ্যা হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহাই সত্যবস্তুর উৎপাদ্য হইয়া থাকে। এবং ব্যাপ্তি যদি কাল্পনিক বল, তাহা হইলে ঐ মিথ্যাভূত ব্যাপ্তির পক্ষে প্রকৃতসত্যসাধ্যাভেদ প্রযোজক হয় কিরূপে? [অর্থাৎ সাধন সাধ্য হইতে অভিন্ন বা সাধ্যোৎপন্ন না হইলে যদি ব্যাপ্য না হয়, এই নিয়ম যদি মান, তবে ব্যাপ্তিকে মিথ্যা বল কিরূপে? একটী মিথ্যাবস্তুকে ব্যবহারে আনিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রচেষ্টা কেন?]

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তি প্রকৃত সত্যবস্তুনিষ্ঠ। [অর্থাৎ ব্যাপ্তি মিথ্যা নহে, সত্য। এবং যাহা সত্য, তাহাতেই উহা থাকে।] এবং একমাত্র কল্পনাই সত্যবস্তুর নিশ্চায়ক হয় না; অথচ কল্পনাই সত্যবস্তু-ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক ইহা বিচিত্র কথা। এবং ইহা তোমাদের নিজের কথা যে, সত্যবস্তুদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব হইয়া থাকে। তাদাত্ম্য বা তদুৎপত্তিই ব্যাপ্তি। অথচ সাধ্য এবং সাধনকে ব্যবহারে আনিবার সময়ে বলিতেছ যে, যাহা প্রকৃত সত্য স্বলক্ষণ, তাহা হইতে অতিরিক্ত এবং কল্পনাপ্রসূত সামান্যই পরস্পরব্যাবৃত্তরূপে সাধ্য এবং সাধন। তাহা হইলে ইহাই হইতেছে যে, ব্যাপ্তি অন্যত্র থাকিল, কিন্তু সেই স্থানে ব্যাপ্তিগ্রহণের উপায় না হইয়া অন্যত্র হইল। অনুমিতি

যাহার হইল, প্রবৃত্তি তদ্বিষয়ে হইল না, এবং প্রবৃত্তি যদ্বিষয়ে হইল, তাহারও প্রাপ্তি ঘটিল না, অন্যের প্রাপ্তি হইল, এই সকলই মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহার। যাহা বাস্তবিক দৃশ্যের সহিত নিঃসম্বন্ধ, সেই সকল সবিকল্প-জ্ঞান প্রকৃতদর্শনের সমানাকার ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এবং কোন সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ইদংশব্দের দ্বারা বিষয়প্রকাশন এবং স্পষ্ট-ভাবাদিও বাস্তবিক সত্যবিষয়ের সহিত নিঃসম্বন্ধতাবশতঃই অকিঞ্চিৎকর, কারণ—তাহা প্রমাণ নহে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে বিকল্পিত বিষয়ই মিথ্যাত্বনিবন্ধন ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টই নহে, সুতরাং তাহাকে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টপর ইদংশব্দের দ্বারা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য বিকল্পের নাই। এবং বিকল্পের বিষয় নামজাত্যাদি অসৎ, সুতরাং তাহা পারমার্থিকবিষয়মূলক বলিয়া ব্যবহারের অসাধক হওয়া উচিত। তাহাদ্বারা হানোপাদানের প্রচেষ্টা অন্যায্য। কারণ—সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর ব্যবহারের সার্ব্বজনীনতা থাকিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ তোমাদের মতে প্রমাণ নহে।]

অপ্রমাণপরিচ্ছিন্নঃ প্রতিবন্ধশ্চ তত্ত্বতঃ।
ন পরিচ্ছিন্ন এবেতি ততো মিথ্যানুমেয়ধীঃ॥
অথাভিমতমেবেদং বুদ্ধ্যারূঢত্ববর্ণনম্। *
হন্ত তাত্ত্বিক-সম্বন্ধ-সাধনব্যসনেন কিম্॥

যথা চ সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষাভ্যুপগমমন্তরেণ সম্বন্ধগ্রহণমঘটমানমিতি বিসংষ্ঠুলমনুমানম্, এবমবগতসম্বন্ধস্য দ্বিতীয়লিঙ্গদর্শনমপি দুরুপপাদমিতি ততোঽপি সংপ্লবাপলাপিনামনুমানমুৎসীদেৎ।

ন হ্যসাধারণাংশস্য লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে।
বিনা ন চানুমানেন সামান্যমবগম্যতে॥
সৈবানবস্থা তত্রাপি তদেবান্যোঽন্যসংশ্রয়ম্।
স এব চ বিকল্পানাং সামর্থ্যশমনক্রমঃ॥

* আদর্শপুস্তকে বুদ্ধ্যারূঢত্ববর্ণনাদেব পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

অতঃ সম্বন্ধবিজ্ঞানলিঙ্গগ্রহণপূর্ব্বকম্।
অনুমানমনিহ্নুত্য কথং সংপ্লবনিহ্নবঃ ॥

অনুবাদ

এবং যেহেতু ব্যাপ্তি পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, সেহেতু তাহা বাস্তবিকভাবে অনিশ্চিত, এ পক্ষে তোমাদের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাদৃশব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যথার্থ অনুমিতি হইতে পারে না। যদি বল যে, সার্ব্বজনীনব্যাপ্তিবিষয়ক জ্ঞানটী যথার্থ নহে, উহা ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে যাহা প্রকৃত সত্য নহে, তাদৃশ-ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধকে প্রকৃতসত্যরূপে প্রতিপাদনরূপ ইচ্ছাকৃত দোষের প্রয়োজন কি? ঐরূপ করা বড়ই দুঃখের। এবং যেরূপ সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষস্বীকার না করিলে ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুপপন্ন হয় বলিয়া অনুমান-নির্ব্বাহ বড় সুকঠিন, সেইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহীতারও (ক্ষণিকতা-নিবন্ধন) দ্বিতীয় বার লিঙ্গদর্শনও সম্ভবপর হয় না। সেই কারণেও একত্র একাধিক-প্রমাণের ব্যবহারাস্বীকর্ত্তৃগণের (বৌদ্ধগণের) অনুমান দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইতে পারে। [অর্থাৎ বৌদ্ধগণ কোন প্রকারে অনুমানের অস্তিত্ব বজায় করিতে পারেন না।] কারণ—পূর্ব্বে অজ্ঞাত কোন হেতুবিশেষ লিঙ্গ হইতে পারে না। [অর্থাৎ সপক্ষ- এবং বিপক্ষ-ব্যাবৃত্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে হেতু করিয়া অনুমান করা অসম্ভব, কারণ—সেই হেতু অসাধারণ্য-রূপ হেত্বাভাসের দ্বারা দূষিত হওয়ায় তাদৃশ হেতুর সাহায্যে অনুমান বাধিত হয়। দৃষ্টপূর্ব্বজাতীয় পদার্থই অনুমানক্ষেত্রে হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধমতে দ্রষ্টার ক্ষণিকতানিবন্ধন দৃষ্টপূর্ব্বজাতীয় পদার্থই অসম্ভব; সুতরাং এই মতে অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষণিক ব্যক্তিকে হেতু বলিতে হইবে। তাহা বলিলে আবার ভূয়োদর্শনের অভাবে এবং পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ্যদোষের প্রভাবে তাহা সাধ্যের সাধন হইতে পারে না।] এবং অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে সামান্যের জ্ঞান হয় না। [অর্থাৎ স্বলক্ষণ-রূপ ব্যক্তিবিশেষকে হেতু না করিয়া তদতিরিক্ত সামান্যকে হেতু

বলিলে অনুমান ব্যতীত অন্য উপায়ে ঐ সামান্যের জ্ঞান হইবে না।] (ইহাই যদি স্বীকার কর তবে) সেই পক্ষেরও সেই অনবস্থা-দোষই আসিয়া পড়ে। [অর্থাৎ অনুমান করিবার জন্য হেতুর জ্ঞানরূপ অনুমানের অপেক্ষা নিয়ত চলিলে অনবস্থা হইবেই।] তাহাই অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ। [অর্থাৎ অনুমানকে অপেক্ষা করিয়া হেতুর জ্ঞান হইল, এবং হেতুর জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া অনুমান হইল।] এবং সেই অন্যোহন্যাশ্রয়ই সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তিনাশক পৌর্ব্বাপর্য্য। [অর্থাৎ যেরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যবশতঃ অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ ঘটিতেছে, তাদৃশ পৌর্ব্বাপর্য্যই সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তি হ্রাস করিতেছে। ঐরূপ সবিকল্পক-জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সিদ্ধি হইবে না।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং লিঙ্গজ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে যে অনুমান হয়, সেই অনুমানের অপলাপ না করিয়া সংপ্লবের অপলাপোক্তি কেমন করিয়া হয়?

[অর্থাৎ বৌদ্ধমতে অনুমানের জীবন ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং হেতুজ্ঞান যখন সম্ভবপর নহে, তখন অনুমানও সম্ভব নহে, অনুমানের উচ্ছেদ হইলে সংপ্লবেরও উচ্ছেদ হইত। কিন্তু তাঁহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন, অথচ সংপ্লব স্বীকার করিলেন না, ইহা হাস্যকর উপন্যাসমাত্র। অনুমান স্বীকার করিতে হইলে সামান্যনামকবিষয়স্বীকার চলিবে না, করিলে তথাকথিত অনুপপত্তি হয়। সুতরাং সামান্যকে পরিত্যাগ করিয়া অনুমান স্বীকার করিতে হইবে। এবং এই ভাবে অনুমান স্বীকার করিলে সংপ্লব-স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে।]

অপিচ বিষয়দ্বৈবিধ্যসিদ্ধাবপি প্রত্যক্ষানুমানে এব পরস্পরমপি সংপ্লবেয়াতাম্। যতঃ—

> প্রত্যক্ষত্বং পরোক্ষোহপি প্রত্যক্ষোহপি পরোক্ষতাম্।
> দেশকালাদিভেদেন বিষয়ঃ প্রতিপদ্যতে ॥
> ক্ষণভঙ্গং নিষেৎস্যামঃ সন্তানো যশ্চ কল্পিতঃ।
> দর্শিতপ্রাপ্তিসিদ্ধ্যাদৌ সংপ্লবেহপি স তাদৃশঃ ॥

অনুবাদ

আরও এক কথা যে, দ্বিবিধ প্রমেয় স্বীকার করিলেও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণই (যাহা তোমাদের স্বীকৃত, সেই প্রমাণদ্বয়ই) একই প্রমেয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু, সময়ভেদে এবং দেশভেদে প্রত্যক্ষের অগোচর প্রমেয়ও কখনও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে, এবং (ঐভাবে) প্রত্যক্ষের গোচর পদার্থও কখনও পরোক্ষভাবে থাকিতে পারে। [অর্থাৎ সময়ভেদে বা স্থানভেদে যে পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচরতা-নিবন্ধন অনুমানগম্য হইয়া থাকে সেই পদার্থই আবার সময়ভেদ- এবং স্থানভেদ-বশতঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং একই বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের প্রবৃত্তি হওয়ায় সংপ্লব অস্বীকার করিতে পার না।]

ক্ষণিকত্ববাদখণ্ডন পরে করিব। পূর্ব্ব-দৃষ্ট-বস্তুর প্রাপ্তি-সম্পাদনাদির জন্য যে সন্তানের কল্পনা করিয়াছ, সংপ্লবস্বীকার করিলেও সেই সন্তান তাদৃশই থাকে।

[অর্থাৎ যদি বল যে, ক্ষণিকত্ববাদীর মতে ক্ষণভেদে বস্তুভেদবশতঃ প্রত্যক্ষবিষয় এবং অনুমানবিষয় এক পদার্থ নহে, সুতরাং সংপ্লবের সম্ভাবনা নাই। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—ক্ষণিকত্ববাদ সমীচীন নহে, উহার খণ্ডন পরে করিব। ক্ষণিকত্ববাদীর মতেও সংপ্লবের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ—ঐ মতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বস্তুপ্রাপ্তি প্রভৃতির অনুরোধে বস্তুসন্তান স্বীকার করিতে হইবে (ক্ষণিকবস্তুধারা স্বীকার করিতে হইবে) অন্যথা দৃষ্ট-পূর্ব্বের প্রাপ্তি অনুপপন্ন হয়। সর্ব্বত্র পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করিয়া পরে তাহাকে সকলে গ্রহণ করে, ইহাই দেখা যায়। ক্ষণিকত্ববাদে দৃষ্ট ও প্রাপ্ত বস্তু এক নহে। ক্ষণভেদে তাহার ভেদ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিরীক্ষণপূর্ব্বক-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বস্তুর একত্ব না থাকিলেও বস্তুসন্তান স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং নিরীক্ষণ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্র সন্তানী না হইয়া সন্তান হইলে অনুপপত্তি থাকে না। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে সংপ্লবের ব্যাঘাত হইবে না। ব্যক্তিগত-

ভাবে এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের অবসর না হইলেও সন্তানের উপর অনেক প্রমাণের অবসর ঘটিতে পারে।]

যদপি জাত্যাদিবিষয়নিষেধনমনোরথৈঃ সংপ্লবপরাকরণমধ্যবসিতং তত্র জাত্যাদিসমর্থনমেবোত্তরীকরিষ্যতে।

তাবকৈর্দূষণ-গণৈঃ কালুষ্যমপনীয়তে।
তদ্বদবয়বী * জাতি-রিতি-বার্ত্তৈকভদ্রিকা॥

অনুবাদ

আরও যে জাত্যাদি বিষয়ের (নিত্যস্থায়ী পদার্থের) নাস্তিত্ব সমর্থন করিবার ইচ্ছায় সংপ্লবের প্রতিষেধ করিয়াছ [অর্থাৎ স্থায়ী জাত্যাদি থাকিলে সংপ্লব স্বীকার করিতেই হইবে, এই জন্য জাত্যাদির প্রতিষেধ করিয়াছ], জাত্যাদির সমর্থনকে তদ্বিষয়ে প্রত্যুত্তরস্থানীয় করিব।

তোমাদের প্রদর্শিত দোষাবলী আমাদের শাস্ত্রের অপরিষ্কৃত অংশের পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। [অর্থাৎ আমাদের অবিশদ অংশ না বুঝিয়া দোষ দিতেছ দেখিয়া আমরা সেই সেই অংশকে বিশদ করিয়া বলিবার সুযোগ পাইতেছি, অতএব আমরা তোমাদের দ্বারা উপকৃত।] প্রমাণ-সাঙ্কর্য্যের ন্যায় অবয়বী এবং জাতির স্বীকার আমাদের পক্ষে শুভাবহ সংবাদ। [অর্থাৎ এই বিষয় স্বীকার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, বরং ইষ্টসিদ্ধি হয়।]

যদপি বিরোধবৈফল্যাভ্যাং ন সংপ্লব ইত্যুক্তং তত্র বৈফল্যমনধিগতার্থ-গন্তৃত্ববিশেষণনিবারণেনৈব প্রতিসমাহিতম্। বিরোধোঽপি নাস্তি পূর্ব্ব-জ্ঞানোপমর্দ্দেন নেদং রজতমিতিবদুত্তরবিজ্ঞানানুৎপাদাৎ। অনেক-ধর্ম্মবিসরবিশেষিত-বপুষি ধর্ম্মিণি কদাচিৎ কেনচিৎ কশ্চিন্নিশ্চীয়তে ধর্ম্মবিশেষ ইতি কো বিরোধার্থঃ। যদপি প্রত্যক্ষস্য শব্দলিঙ্গয়োশ্চ সমানবিষয়ত্বে সতি সদৃশপ্রতীতি-জনকত্বমাশঙ্কিতং তত্র কেচিদাচক্ষতে,

* 'তদ্বানবয়বী জাতি'রেবমেব পাঠ আদর্শপুস্তকে অস্তি, স ন সমীচীনঃ।

ব্ষয়সাম্যেঽপ্যুপায়ভেদাৎ প্রতীতি-ভেদো ভবত্যেব, দূরাবিদূরদেশ-ব্যবস্থিতপদার্থ-প্রতীতিবৎ। অন্যে তু মন্যন্তে নোপায়ভেদাৎ প্রতীতি-ভেদো ভবতি, অপি তু বিষয়ভেদাদেব, সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টগ্রহণেঽপি বিষয়ৌ ভিদ্যেতে, দূরাৎ সামান্যধর্ম্মমাত্রবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণো গ্রহণম্, অদূরাত্তু সকলবিশেষসাক্ষাৎকরণম্। যদিমাঃ প্রত্যক্ষানুমানশব্দপ্রমিতয়ঃ প্রমেয়ভেদাদ্ ভিদ্যন্তে।

অনুবাদ

আরও যে বিরোধ এবং বৈয়র্থ্যনিবন্ধন সংপ্লব হয় না এই কথা বলিয়াছ [অর্থাৎ এক বিষয়ে একাধিক প্রমাণের অবসর ঘটিলে প্রমাণ-দ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ও এক প্রমাণের বৈয়র্থ্য হয় বলিয়া সংপ্লব অনুচিত এই কথা যে বলিয়াছ], তাহার মধ্যে কথিত বৈয়র্থ্য অনধিগতার্থগন্তৃ স্বরূপ প্রমাণবিশেষণের খণ্ডনদ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। [অর্থাৎ প্রথম-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে দ্বিতীয়প্রমাণের অবসর ঘটিলে ঐ ২য় প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হয় না; উহা গৃহীতগ্রাহীই হইয়া থাকে। অথচ প্রমাণমাত্রই অগৃহীতগ্রাহী, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে ২য় প্রমাণটী ১ম প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় বৃথা হইয়া পড়িল। কিন্তু যাঁহারা প্রমাণকে অগৃহীতগ্রাহী বলেন না, যাঁহারা প্রমাণের বিশেষণ হইতে অগৃহীতগ্রাহিত্বকে বাদ দিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ২য় প্রমাণের বৈয়র্থ্য হয় না।] এবং একবিষয়ে অনেক-প্রমাণের ব্যবহার ঘটিলে কথিত প্রমাণগুলির মধ্যে বিরোধও হয় না; (একত্র উভয়ের অনবস্থান সম্ভবপর নহে) [অর্থাৎ একই সময়ে একই বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ২টী প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু যেটী বলবান্, তাহারই কার্য্য হইবে। অপরটি দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন বাধিত হইবে, তাহার কার্য্য হইবে না।] কারণ – যেরূপ 'ইহা রজত' এই প্রকার (সবল) জ্ঞান পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে অনাগত ইহা রজত নহে এই প্রকার জ্ঞানকে বাধিত করে (অর্থাৎ উৎপন্ন হইতে দেয় না) যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোধিজ্ঞানের

বাধকতায় অনাগত বিরুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। একই ধর্ম্মীতে নানাবিধ প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম আছে ; তাহাদের মধ্যে সকলই যে একই প্রমাণের দ্বারা যুগপৎ নির্ণীত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই সময়ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রমাণের গোচর হইতে পারে। এক সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রমাণের গোচর বলিলে বিজাতীয় জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য হইয়া পড়ে। অতএব বিরোধের কি উদ্দেশ্য ?। [অর্থাৎ একই ধর্ম্মীতে একাধিক প্রমাণের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হওয়ায় একত্র অনবস্থানরূপ বিরোধ ঘটে কৈ ?।] আরও যে প্রত্যক্ষ শব্দ এবং অনুমানের প্রমেয় একরূপ হইলে তদুৎপাদ্য প্রতীতিগত কোন বৈষম্য থাকে না এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছ, তৎপক্ষে কেহ কেহ এইরূপ প্রতিবাদ করেন যে, বিষয় (প্রমেয়) সমান হইলেও প্রতীতিকরণের ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ অবশ্যম্ভাবী ; যেরূপ বিষয় এক হইলেও বিষয়ের দূরবর্ত্তিতা ও নিকটে অবস্থানরূপকারণের ভেদে প্রতীতির ভেদ হয়।

[অর্থাৎ যে বিষয়টী দূরস্থ, তৎসম্বন্ধে যেরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই বিষয়টী আবার যখন নিকটস্থ হয়, তৎসম্বন্ধে তখন প্রতীতি পৃথক্ হয়।] কিন্তু অপরে ইহা মনে করেন যে, কারণ-ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ হয় না, পরন্তু বিষয়-ভেদবশতঃই প্রতীতিভেদ হইয়া থাকে। দূরস্থ বা নিকটস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষস্থলেও বিষয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। বিষয় যখন দূরস্থ হয়, তখন সামান্যধর্ম্মযোগে সেই বিষয়রূপ ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহা যখন নিকটস্থ হয়, তখন সেই বিষয়রূপধর্ম্মীর যাবদ্‌বিশেষধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়। যে হেতু এই প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, এবং শাব্দ প্রমেয়ভেদবশতঃ পরস্পর বিভিন্ন।

বিশেষধর্ম্মসম্বদ্ধং বস্তু স্পৃশতি নেত্রধীঃ।
ব্যাপ্তিবোধানুসারেণ তদ্বন্মাত্রং তু লৈঙ্গিকী ॥
শব্দাত্তু * তদবচ্ছিন্নে বাচ্যে সঞ্জায়তে মতিঃ।
শব্দানুবেধশূন্যা হি ন শব্দার্থে মতির্ভবেৎ ॥

* শব্দাত্তদবচ্ছিন্না এষ পাঠ আদর্শ পুস্তকে বর্ত্ততে. স ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

বিশেষধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ধর্ম্মীর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। (আশ্রয়ে উদ্ভূতরূপাদি বিশেষ ধর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ হয় না।) কিন্তু অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুসারে সাধ্যরূপধর্ম্মের আশ্রয়রূপে পক্ষরূপ ধর্ম্মীকে প্রকাশ করে। [অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যাদৃশ পদার্থ ব্যাপকরূপে অনুসন্ধানের বিষয় হয়, তাদৃশ পদার্থই সাধ্যরূপে, এবং তাদৃশ পদার্থের আশ্রয় পক্ষরূপে অনুমিতির বিষয় হয়। প্রত্যক্ষের ন্যায় সাধ্যগত সকল বিশেষ ধর্ম্ম বা পক্ষগত সকল বিশেষ ধর্ম্ম অনুমিতির বিষয় হয় না।] কিন্তু শব্দ হইতে শব্দবিশেষিতভাবে বাচ্যার্থের প্রতীতি হয়। [শব্দ হইতে যে বোধ হয়, তাহার বিষয় কেবলমাত্র পদার্থ, যে কোন অর্থ বিষয় হয় না। যাহা পদার্থ, তাহা শব্দলভ্য বলিয়া শব্দবিশিষ্ট। এবং ঐ পদার্থ শব্দবিশিষ্ট হইয়াই প্রতীয়মান হয়।] কারণ—শব্দার্থগোচর বুদ্ধি শব্দকে ছেড়ে হয় না। [অতএব বিষয়ভেদ হওয়ায় প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শাব্দ ভিন্ন।]

কথং তর্হি তেষাং সংপ্লবঃ সর্ব্বত্র বিষয়ভেদস্য দর্শিতত্বাৎ, সত্যম্। ধর্ম্ম্যভিপ্রায়েণ সংপ্লবঃ কথ্যতে। ইমৌ তু পক্ষৌ বিচারয়িষ্যেতে। সর্ব্বথা তাবদস্তি প্রমাণানাং সংপ্লব ইতি সিদ্ধম্। তদুদাহরণং তু ভাষ্যকারঃ প্রদর্শিতবান্। অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তেঽমুত্রেতি, প্রত্যাসীদতা ধূমদর্শনেনানুমিমীতে, প্রত্যাসন্নতরেণ উপলভ্যতে ইত্যাদি। ক্বচিত্তু ব্যবস্থা দৃশ্যতে যথা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যস্মদাদেরাগমাদেব জ্ঞানং ন প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। স্তনয়িত্নুশব্দশ্রবণাৎ তদ্ধেতুপরিজ্ঞানমনুমানাদেব ন প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্। স্বহস্তৌ স্বৌ ইতি তু প্রত্যক্ষাদেব প্রতীতির্ন শব্দানুমানাভ্যামিতি। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ প্রায়েণ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্লবন্তে, ক্বচিত্ত প্রমেয়ে ব্যবতিষ্ঠন্তেঽপীতি।

অনুবাদ

কেমন করিয়া তাহা হইলে প্রমাণগুলির সংপ্লব সঙ্গত হয় ? কারণ প্রত্যক্ষাদিস্থলে প্রমেয়ভেদ যখন দেখাইয়াছ ? (ইহা নৈয়ায়িকগণের প্রতি বৌদ্ধগণের প্রশ্ন।) হ্যাঁ, ঠিক্ কথা। ধর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া সংপ্লবের কথা বলিতেছি। কিন্তু এই পক্ষ ২টী (প্রমাণসংপ্লব এবং অসংপ্লব) সম্বন্ধে পরে বিচার করিব। সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণগুলির সংপ্লব হয়, ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। অগ্নি ঐ স্থানে আছে ইহা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ হইতে জানা যায়। [অর্থাৎ বহুদূর হইতেই আপ্তব্যক্তির উপদেশদ্বারা অগ্নির স্থান স্থির করা যায়।] পরে দ্রষ্টা ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করে। পরে আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে বিশেষরূপে দেখিতে পায় ; ইত্যাদি কথা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। [অর্থাৎ ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে, কথিত জ্ঞানগুলির বিষয় ঠিক এক নহে, যদি এক হইত, তাহা হইলে দূরতরত্ব, দূরত্ব এবং নৈকট্যের বশে জ্ঞানগুলির ক্রমোৎকর্ষ হইত না। সুতরাং শব্দ শুনিয়া যখন অর্থ বোধ হয়, তখন ঐ অর্থ শব্দসম্বদ্ধভাবেই গৃহীত হয়, শব্দের সহিত নিঃসম্বদ্ধভাবে গৃহীত হয় না। যখন অগ্নিও দেখা যায় না, এবং তাহার কার্য্যও দেখা যায় না, তখন প্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়েও অর্থবোধ করা চলে না। পরে দ্রষ্টা যখন অগ্নির কার্য্য দেখিল, তখন কাহারও কথায় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই, তখন সে পর্ব্বতে অগ্নির কার্য্য ধূম দেখিয়াই ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির মহিমায় অগ্নিকে ধূমের কারণরূপে মোটামুটী ভাবে স্থির করিল। পরে যখন একেবারেই অগ্নির নিকটে আসিল, তখন সে স্পষ্টই বিশেষরূপে বিনা তর্কে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার অগ্নিবিষয়ক যাবৎ আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইয়া গেল। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলে আর তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান বা শব্দের দ্বারা বুঝিলে বিশেষ-রূপে বুঝা যায় না। অতএব জ্ঞানের তারতম্য ভাষ্যকারের অভিমত।

এবং এই স্থলে একই ধর্ম্মীকে লইয়া ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি ঘটিল। কিন্তু ধর্ম্মিগত বিভিন্ন রূপ লইয়া বিভিন্ন প্রমাণ-প্রসূত জ্ঞানের তারতম্য হইল না কিন্তু এইরূপ স্থল আছে, যেখানে সকল প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। উদাহরণ—স্বর্গার্থী অগ্নিহোত্র যাগ করিবে এই প্রকার আমাদিগের জ্ঞান কেবলমাত্র আগম হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে হয় না। মেঘগর্জ্জনশ্রবণের পর সেই গর্জ্জনের হেতুভূত মেঘের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুমান হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বারা হয় না, কিন্তু নিজ হস্ত দুইটী মাত্র এই প্রকার জ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতেই হয়, শব্দ বা অনুমান হইতে হয় না। কারণ—এই পক্ষে শব্দ বা অনুমান প্রমাণ নাই ইহাই উদাহরণ। সুতরাং ইহা সত্য যে, প্রায় সকল প্রমাণ একটী প্রমেয়ের প্রতি প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কোন স্থলে একৈক প্রমেয়ের পক্ষে একৈক প্রমাণ নিয়মিত। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা

ইত্যুক্ততাখিল-পরোদিত-দোষজাত-
সম্পাতভীতিরিহ সংপ্লব এষ সিদ্ধঃ।
সর্ব্বাশ্চ সৌগত-মনঃসু চিরপ্ররূঢ়া
ভগ্নাঃ প্রমাণ-বিষয়দ্বয়সিদ্ধিবাঞ্ছাঃ ॥

অনুবাদ

প্রতিবাদীর উত্থাপিত দোষসমূহের উপস্থিতির ভয় এই প্রকারে খণ্ডন করিয়াছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রমাণসংপ্লব সিদ্ধ হইয়াছে। এবং বৌদ্ধগণের চির অভিমত প্রমাণদ্বয় এবং প্রমেয়দ্বয়ের ইচ্ছা খণ্ডিত করিয়াছি।

টিপ্পনী

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমাণসংপ্লবসুরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণের বোধ্য বা একটীমাত্র প্রমেয় নানা প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে

এইরূপ সন্দেহ দেখাইয়া শেষে স্থলবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে এবং একটীমাত্র প্রমেয়ও নানা প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত মনোনীত করিয়াছেন। প্রমেয়বিশেষ প্রমাণবিশেষের বোধ্য ইহা পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব সমাধিপাদে ৭ম সূত্রের ভাষ্যে প্রত্যক্ষকে সামান্যবিশেষাবধারণপ্রধান বলিয়াছেন। অনুমানকে 'সামান্যাবধারণপ্রধান' বলিয়াছেন। ইঁহার এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত ভাষ্যকারের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের বোধ্য এক বিষয় নহে।

বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যের টীকা তত্ত্ববৈশারদীতে বিশেষ অনুমান-বোধ্য কেন হয় না, কেবলমাত্র সামান্য অনুমান-বোধ্য হইয়া থাকে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন।

কিন্তু শব্দবোধ্যবিষয়গত কোন বিশেষত্ব দেখান নাই।

উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ত্রিসূত্রীপ্রকরণে প্রত্যক্ষ এবং শব্দে মহাবিষয় বলিয়া সমান করিয়াছেন। সামান্য, বিশেষ এবং তাহাদের আশ্রয়ই মহাবিষয়। তদতিরিক্ত প্রমাণের বিষয় এতাদৃশ নহে। যদিও প্রত্যক্ষ এবং শব্দের কথিত রীতি অনুসারে প্রমেয়গত মোটামুটি সাম্য আছে তথাপি শব্দবোধ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষবিষয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম একটা বিশেষত্ব আছে।

তাহাই হইতেছে পদোপস্থাপিতত্ব। অর্থপদের দ্বারা উপস্থাপিত না হইলে শব্দের প্রমেয় হয় না। সামান্য, বিশেষ এবং তাহাদের আশ্রয় সমুদয়ই পদোপস্থাপিত হইয়া শব্দবোধ্য হয়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন একই প্রমেয়ের পক্ষে ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। এবং ব্যাসদেবও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের বিষয়গত স্বরূপের যথাযথভাবে পরিচয় দিয়া শব্দবোধ্য বিষয়ের স্বরূপগত পরিচয় ঐভাবে দেন নাই। তবে বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্ববৈশারদীতে অনুমানের বিষয় কেবলমাত্র সামান্য হইলে সেই সামান্য সম্বন্ধগ্রহণকালে গৃহীত হইয়া পুনরায় অনুমানকালে গৃহীত হওয়ায় অগৃহীতগ্রাহিত্বের ভঙ্গে

অপ্রামাণ্যদোষাপত্তির সম্ভাবনায় অগৃহীত ধর্ম্ম্যংশকে পর্য্যন্ত অনুমানের বিষয় বলিয়া গৃহীতগ্রাহিত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনিও একটা সাধারণ বিষয় ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় হইতে পারে ইহা দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রমাণসংপ্লব পাতঞ্জলদর্শনেরও অভিমত। ন্যায়-মঞ্জরীকার বলিয়াছেন (ন হি শব্দানুবেধশূন্যা শব্দার্থে মতির্ভবেৎ।) ন্যায়মঞ্জরীকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দার্থপ্রতীতিকালে ঐ অর্থ শক্তি লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধে শব্দবিশিষ্ট এই ভাবেই প্রতীত হয়। সুতরাং সুস্পষ্টভাবেই শব্দবোধ্য বিষয় অপর জ্ঞানের বিষয় হইতে বিলক্ষণভাবেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তথাপি তিনিও ভাষ্যকারের মত প্রতীয়মান বিষয়ের স্থূলাংশ লইয়া ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্রই সেই স্থূলাংশ। ধর্ম্মিগত ধর্ম্ম-বিশেষই একৈক প্রমাণের বিশেষ ক্ষেত্র।

শব্দস্থলে প্রতিপাদ্য অর্থের শব্দানুবিদ্ধতা তাদৃশ।

অনুমানস্থলে অনুমেয় বিষয়ের সাধনব্যাপকতা তাদৃশ। এবং প্রত্যক্ষস্থলে ধর্ম্মিগত আলোকসংযোগ, উদ্ভূতরূপ এবং মহত্ত্ব তাদৃশ। ইহাই হইল মঞ্জরীকারের অভিপ্রায়, ইহা আমার মনে হয়। অর্থের শব্দানুবিদ্ধতা স্বীকার করায় মঞ্জরীকারেরও অভিপ্রায় এই যে, শব্দও মহাবিষয়। শব্দানুবিদ্ধতাদ্বারা বৈষম্য দেখাইলেন, ইহাও আমার মনে হয়।

এবং তাবন্ন্যূনত্বং সঙ্খ্যায়াঃ পরীক্ষিতম্। আধিক্যমিদানীং পরীক্ষ্যতে। তত্রার্থাপত্ত্যা সহ প্রত্যক্ষাদীনি পঞ্চ প্রমাণানীতি প্রভাকরঃ। অভাবেন সহ ষড়িতি ভাট্টাঃ। সম্ভবৈতিহ্যাভ্যামষ্টাবিতি কেচিৎ। অশক্য এব প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি সুশিক্ষিতচার্ব্বাকাঃ। তত্র ভাট্টাস্তাবদিত্থ-মর্থাপত্তিমাচক্ষতে দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোঽন্যথা নোপপদ্যতে ইত্যর্থান্তরকল্পনা অর্থাপত্তিঃ, দৃষ্ট ইতি প্রত্যক্ষাদিভিঃ পঞ্চভিঃ প্রমাণৈরুপলব্ধঃ, শ্রুত ইতি কুতশ্চন লৌকিকাদ্ বৈদিকাদ্বা শব্দাদবগতোঽর্থস্ততোঽন্যথানুপপদ্য-

মানাদর্থান্তরকল্পনা অর্থাপত্তিরিত্যেবং ষট্প্রমাণপ্রভবত্বেন ষড়্বিধাসৌ ভবতীতি। দৃষ্টবচনেনোপলব্ধিবাচিনা গতার্থত্বেঽপি শ্রুতার্থাপত্তেঃ পৃথগ্বিধানং প্রমাণৈকদেশবিষয়ত্বেন প্রমেয়বিষয়ার্থাপত্তি*পঞ্চকবিলক্ষণত্বাৎ।

তত্র প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকা তাবদর্থাপত্তিঃ প্রত্যক্ষাবগতদহনসংসর্গোদ্গতদাহাখ্যকার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা বহ্নের্দাহশক্তিকল্পনা।

অনুমানপূর্ব্বিকা দেশান্তরপ্রাপ্তিলিঙ্গানুমিতমরীচিমালিগত্যন্যথানুপপত্ত্যা তস্য গমনশক্তিকল্পনা। উপমানপূর্ব্বিকা উপমান-জ্ঞানাবগতগবয়সারূপ্য-বিশিষ্টগোপিণ্ডাদিপ্রমেয়ান্যথানুপপত্ত্যা তস্য তজ্জ্ঞানগ্রাহ্যত্বশক্তিকল্পনা ইতি। তদিমাস্তাবদতীন্দ্রিয়শক্তিবিষয়ত্বাদর্থাপত্তয়ঃ † প্রমাণান্তরম্। শক্তেঃ প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ্যত্বানুপপত্তেঃ তদধীনপ্রতিবন্ধাধিগমবৈধুর্য্যেণানুমান-বিষয়ত্বাযোগাৎ।

অনুবাদ

এই প্রকারে (কথিত প্রকারে) প্রমাণসংখ্যাগতন্যূনতাবিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। [অর্থাৎ প্রমাণ চতুর্বিধ কিংবা তদপেক্ষা ন্যূন এই সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে।] এক্ষণে প্রমাণের আধিক্যসম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে। আধিক্যবাদিগণের মধ্যে প্রভাকরের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ। কুমারিল ভট্টের মতে কথিত পাঁচটি এবং অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন যে, সম্ভব এবং ঐতিহ্যও পৃথক্ প্রমাণ, সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রমাণ অষ্টবিধ। প্রমাণের (দ্বিত্বাদি) সংখ্যার নিয়ম সাধ্য নহে এই কথা সুশিক্ষিত চার্ব্বাক বলিয়াছেন [অর্থাৎ চার্ব্বাক মতে প্রমাণ নানাবিধ নহে, প্রমাণ একবিধ। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।] তাঁহাদের মধ্যে ভট্ট

* প্রমেয়বিষয়বিশেষার্থাপত্তিপঞ্চকবিলক্ষণত্বাদিতি পাঠঃ শোভনঃ।

† মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকে অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদঃ।

অর্থাপত্তিকে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রমাণ বলিয়া থাকেন—দৃষ্ট কিংবা শ্রুত অর্থ অর্থান্তরের কল্পনাব্যতীত উপপন্ন হয় না বলিয়া যে অর্থান্তরের কল্পনা, তাহাই অর্থাপত্তি।

[অর্থাৎ ষড়্‌বিধপ্রমাণবোধ্য বিষয় বিষয়ান্তরের কল্পনার অভাবে অনুপপন্ন হইলে তাদৃশ বিষয়ান্তরের অবশ্যকর্তব্য কল্পনাই অর্থাপত্তি।] শব্দাতিরিক্তপঞ্চবিধপ্রমাণবোধ্য বিষয়ই দৃষ্টশব্দের অর্থ। [অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগম্য অর্থ দৃষ্টশব্দের অর্থ নহে।] লৌকিক বা বৈদিক শব্দের দ্বারা অবগত বিষয়ই শ্রুতশব্দের অর্থ। অর্থান্তরকল্পনার অভাবে তাদৃশ প্রমাণ হইতে তাদৃশ অর্থের অনুপপত্তি ঘটিলে (ঐ অনুপপত্তি-নিরাসের জন্য) অর্থান্তরকল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। অতএব মূলে ঐ অনুপপদ্যমান অর্থটী ষড়্‌বিধপ্রমাণবোধিত থাকে বলিয়া উক্ত ষড়্‌বিধ প্রমাণই অর্থাপত্তির মূলীভূত * উত্থাপক বলিয়া ঐ অর্থাপত্তি ছয় প্রকার। (এই পর্য্যন্ত ভট্টমত, উপলক্ষবাচক দৃষ্টশব্দের দ্বারা শ্রুতার্থাপত্তির লাভ হইলেও নিয়মিতপ্রমাণমূলক বলিয়া বিলক্ষণ-প্রমেয়বিশেষগ্রাহী অর্থাপত্তিপঞ্চক হইতে শ্রুতার্থাপত্তির পৃথক্ বিধান হইয়াছে।)

[অর্থাৎ মোটামুটি অর্থাপত্তি দুই প্রকার, দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি। কিন্তু দৃষ্টশব্দের জ্ঞাত অর্থ করিলেই দৃষ্টের মধ্যে শ্রুতও পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতশব্দের পৃথক্ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হয়। তথাপি শ্রুতার্থাপত্তির পৃথক্ উল্লেখদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রুতভিন্নই দৃষ্টশব্দের অর্থ। শ্রুতার্থাপত্তির মূলে কেবলমাত্র শব্দ প্রমাণ থাকিবে, অন্য প্রমাণ থাকিবে না ; সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি এই পঞ্চবিধ প্রমাণের অন্যতম প্রমাণের দ্বারা বোধ্য অর্থের অনুপপত্তি-নিরাসক অর্থাপত্তি হইতে শ্রুতার্থাপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। ফলতঃ অর্থাপত্তি ষড়্‌বিধপ্রমাণমূলক।] তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষমূলক

* প্রমাণষট্‌কবিজ্ঞাতো যত্রার্থো নান্যথা ভবেৎ।
অদৃষ্টং কল্পয়েদন্যং সার্থাপত্তিরুদাহৃতা॥
—শ্লোকবার্তিকে অর্থাপত্তিপরিচ্ছেদঃ।

অর্থাপত্তির উদাহরণ—প্রত্যক্ষীকৃত বহ্নিকার্য্য দাহের অনুপপত্তিবশতঃ বহ্নিগত দাহিকাশক্তির কল্পনা। অনুমানমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ—দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ লিঙ্গের দ্বারা সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়, কিন্তু ঐ অনুমিত গতি সূর্য্যের গমনশক্তি ব্যতীত উপপন্ন হয় না, সুতরাং তথা-কথিত গমনশক্তির কল্পনাই অনুমানমূলক বলিয়া অনুমানমূলক অর্থাপত্তি। উপমানমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ—প্রথমে (গবয়াদিদর্শনরূপ) উপমান-জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারা (দৃশ্যমান) গবয়সাদৃশ্যবিশিষ্ট গোব্যক্তির (উপমিতিরূপ) প্রমিতি হয়, সেই উপমিতিরূপ প্রমিতির পক্ষে গবয়সাদৃশ্য*বিশিষ্ট গোব্যক্তি-প্রভৃতি প্রমেয়। তাদৃশগোব্যক্তিপ্রভৃতির (বোধকশব্দের অভাব, দূরস্থিতি ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ) প্রমিতিবিষয়তারূপ প্রমেয়ত্ব অন্যপ্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া তাদৃশ গোব্যক্তিপ্রভৃতির উপমান-জ্ঞানের প্রমেয় হইবার উপযোগী শক্তির কল্পনা করিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত উপমানমূলক অর্থাপত্তির আলোচনা।

[অর্থাৎ ভট্টমতে প্রথমে গবয়ের দর্শন হয়, তাহার পর গোস্মরণ হয়, তাহার পর স্মর্য্যমাণ গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, এই স্মর্য্যমাণ অসন্নিকৃষ্ট গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমিতি। তাদৃশ গোপিণ্ডই এই উপমিতির প্রমেয়। তাদৃশ গোপিণ্ড অসন্নিকৃষ্ট হইলেও তাদৃশ উপমানের প্রমেয়। তাদৃশ গোপিণ্ড স্ববোধকশব্দের অভাব, ব্যাপ্তি-জ্ঞানের অভাব, এবং সন্নিকর্ষের অভাব থাকিলেও যে প্রমিতির বিষয় হইতেছে তাহার কারণ—উপমানের দ্বারা গ্রাহ্য হইবার উপযোগী শক্তি। সেই শক্তি অতীন্দ্রিয় হইলেও অর্থাপত্তির দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়। যদি এতাদৃশ শক্তি তাদৃশ গোপিণ্ডে না থাকিত, তাহা হইলে তাদৃশ গোপিণ্ড এই উপমিতির প্রমেয় হইত না। এই প্রকার অতীন্দ্রিয়শক্তিনির্ণায়ক অর্থাপত্তির দ্বারা তাদৃশ গোপিণ্ডের

* তস্মাদ্ যৎ স্মর্য্যতে তৎ স্যাৎ সাদৃশ্যেন বিশেষিতম্।
প্রমেয়মুপমানস্য সাদৃশ্যং বা তদন্বিতম্॥" ইতি শ্লোকবার্ত্তিকে উপমানপরিচ্ছেদঃ।

প্রমেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। উপমান অগ্রে উপস্থিত হইয়া অর্থাপত্তির সাহায্যে বিষয়-প্রকাশক হয় বলিয়া অত্রত্য অর্থাপত্তিকে উপমানমূলক অর্থাপত্তি বলে। এই মতে শক্তিগ্রহ উপমানের ফল নহে। গোসদৃশ গবয় এই প্রকার অতিদেশবাক্যের দ্বারাই ঐ শক্তি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। (এই কথা উপমানপরিচ্ছেদে শাস্ত্রদীপিকার টীকায় আছে।) সেই জন্য অতীন্দ্রিয় শক্তি এই সকল অর্থাপত্তির বিষয় বলিয়া অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ। কারণ—শক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণের বোধ্য হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষসাপেক্ষব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। [অর্থাৎ তথাকথিত অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানরূপ পৃথক্ প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় না বলিয়া ঐ সকল শক্তিরূপ প্রমেয়ের পক্ষে অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ।

অন্বয়ব্যতিরেকৌ হি দ্রব্যরূপানুবর্ত্তিনৌ।
শক্তিস্তু তদ্গতা সূক্ষ্মা ন তাভ্যামবগম্যতে॥

শব্দোপমানয়োস্তত্র সম্ভাবনৈব নাস্তীত্যর্থাপত্তেরেবৈষ বিষয়ঃ। অর্থাপত্তি-পূর্ব্বিকা যথা শব্দকরণকার্থপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা শব্দস্য বাচকশক্তিমবগত্য তদন্যথানুপপত্ত্যা তস্য নিত্যত্বকল্পনা, সা চেয়ং শব্দপরীক্ষায়াং বক্ষ্যতে। অভাবপূর্ব্বিকা তু ভাষ্যকারেণোদাহৃতা, জীবতশ্চৈত্রস্য গৃহাভাবমবসায় তদন্যথানুপপত্ত্যা বহির্ভাবকল্পনেতি। *

নন্বু দৃষ্টেন সিদ্ধসিদ্ধেরনুমানমেবেদং স্যাৎ। নানুমানং সামগ্র্যাভাবাৎ। পক্ষধর্ম্মতাদিসামগ্র্যা যজ্‌জ্ঞানমুপজন্যতে, তদনুমানমিতি তার্কিকস্থিতিঃ। সা চেহ নাস্তি, † গৃহাভাববিশিষ্টে চৈত্রে বহির্ভাবে গৃহাভাববিশিষ্টে বহির্ভাবে বা চৈত্রবৃত্তিত্বেঽনুমেয়ে কস্য লিঙ্গত্বমিতি চিন্ত্যম্। ‡

* শাবরভাষ্যে অ. পা. সূ. ৫ অর্থানুবাদোঽয়ম্।

† বহির্ভাববিশিষ্টে চৈত্রে চৈত্রাভাববিশিষ্টে বহির্ভাবে আদর্শপুস্তকগত এষ পাঠঃ সমীচীনতয়া ন প্রতিভাতি মে।

‡ লিঙ্গত্বমিত্যচিন্ত্যমিতি মূলেঽসঙ্গতঃ পাঠঃ।

অনুবাদ

কারণ—অন্বয় এবং ব্যতিরেক (উভয়বিধ ব্যাপ্তি) দ্রব্যস্বরূপের অনুগামী। (অর্থাৎ দ্রব্যের স্বরূপকে লইয়া অন্বয়ী এবং ব্যতিরেকী উভয়-বিধ * অনুমান প্রবৃত্ত হয়।) [গুণ-কর্ম্মাদিও দ্রব্যের স্বরূপ সুতরাং তাঁহাদিগকেও লইয়া অনুমান প্রবৃত্ত হইতে পারে।] কিন্তু তদ্‌গত প্রত্যক্ষের অগোচর শক্তিকে সেই দুই অনুমানের দ্বারা জানা যায় না।

[অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক, তাহা দ্রব্যাদির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু শক্তির প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব তাহার ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। অতএব তাহার পক্ষে অনুমান অসম্ভব।]

শক্তির পক্ষে শব্দ এবং উপমানের সম্ভাবনাই নাই, অতএব ইহা এক-মাত্র অর্থাপত্তিরই বিষয়। [অর্থাৎ এই স্থানে শক্তিরূপ অর্থের বোধক কোন শব্দ যদি প্রযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে শক্তির বোধ শব্দপ্রযুক্ত হইতে পারিত ; কিন্তু তাদৃশ শব্দ প্রযুক্ত না থাকায় অত্রত্য শক্তিবোধ শাব্দবোধ হইতে পারে না। এবং এই স্থলে এরূপ কোন উপমান প্রদর্শিত হয় নাই, যাহার বলে কাহারও সদৃশরূপে শক্তি উপমিত হইতে পারে। অতএব একমাত্র অর্থাপত্তির সাহায্যে শক্তিজ্ঞান হইতেছে।]

অর্থাপত্তিমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ—শব্দদ্বারা জায়মান অর্থ-প্রতীতির উপপত্তি অন্য উপায়ে হয় না বলিয়া শব্দের বাচিকাশক্তিকে কল্পনাদ্বারা জানিয়া সেই বাচিকাশক্তির উপপত্তি অন্য উপায়ে হয় না বলিয়া (তাহার উপপাদনের জন্য) শব্দের নিত্যত্বকল্পনাই অর্থাপত্তি-মূলক অর্থাপত্তি। [অর্থাৎ শব্দে বাচিকাশক্তি না থাকিলে শব্দ কখনও অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, সুতরাং অর্থাপত্তিগম্য বাচিকাশক্তি শব্দে আছে এই কথা পূর্ব্বেই বলিতে হইবে। তাহার পর ঐ বাচিকাশক্তি শব্দের নিত্যতা ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না বলিয়া শব্দ নিত্য এই কথাও বলিতে হইবে।] এই শব্দগতনিত্যত্বকল্পনা শব্দপরীক্ষার প্রকরণে বিশদভাবে বিবৃত হইবে। [অর্থাৎ শব্দ যদি অনিত্য হয়,

তাহা হইলে শক্তিগ্রহের পর শব্দের বিনাশ হওয়ায় শব্দের অর্থবোধন-কার্য্য অনুপপন্ন হয়, এবং যাহার শক্তি গৃহীত হইল, ক্ষণিকতানিবন্ধন তাহা নষ্ট হইল, অথচ তদুত্তর জায়মান তজ্জাতীয় অভিনব শব্দের শক্তি-গ্রহ না হওয়ায় তাহা হইতে শাব্দবোধ হইতে পারে না। অগৃহীত-শক্তিক অভিনব শব্দ হইতেও শাব্দবোধ স্বীকার করিলে সকল শব্দ হইতে শাব্দবোধের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ শক্তিগ্রহের পর গৃহীতশক্তিক শব্দটী নষ্ট হইল, শাব্দবোধসম্পাদনের সুযোগ পাইল না। শক্তিগ্রহের পর সকল শব্দেরই এইরূপ দশা ঘটে, অথচ তাহার পরবর্ত্তী তজ্জাতীয় অপর শব্দটী অনুগৃহীতশক্তিক, সুতরাং শব্দ অনিত্য হইলে এইরূপ শব্দগত দুর্দ্দশার অপনোদন হয় না। এইজন্য শব্দকে নিত্য বলিতে হইবে। আরও অনেক কথা আছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে। অর্থাপত্তিই শব্দগত-নিত্যতার সাধক, ইহাই মীমাংসক ভট্টের মত।] কিন্তু শাবরভাষ্যকার স্বয়ং অনুপলব্ধিমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ দেখাইয়াছেন। জীবিত চৈত্রের গৃহে অনুপস্থিতি দেখিয়া গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তিনি না থাকিলে গৃহে অনুপস্থিতি অনুপপন্ন হয় বলিয়া বহির্দেশে তিনি আছেন এইরূপ কল্পনাই অনুপলব্ধিমূলক অর্থাপত্তি। [অর্থাৎ জীবিত চৈত্রের স্বীয় গৃহে অনুপলব্ধি দ্বারা তাহার অভাব সেই স্থানে গৃহীত হয়। তাহার পর ঐ অনুপলব্ধিগম্য অভাব অর্থাপত্তির দ্বারা গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তাহার সত্তা প্রমাণিত করাইয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত ভাষ্যকারের কথা]।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (জীবিত চৈত্রের গৃহে অভাবরূপ) হেতুর দর্শনদ্বারা (গৃহাতিরিক্ত কোন স্থানে তাহার সত্তারূপ) প্রসিদ্ধ সাধ্যের অনুমান করিলেই যখন চলিতে পারে, তখন এই ক্ষেত্রে অর্থাপত্তিস্বীকারের প্রয়োজন কি? এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—যে সকল কারণে অনুমান হয়, সেই সকল কারণ ঐ ক্ষেত্রে না থাকায় অনুমান হইতে পারে না। পক্ষতাপ্রভৃতি কারণে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অনুমিতি বলে, ইহাই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। এই স্থলে সেই সকল কারণ নাই, (এই স্থলে) গৃহে অনবস্থিত চৈত্রকে পক্ষ করিয়া গৃহাতিরিক্ত স্থানে অবস্থানকে সাধ্য করিয়া অনুমান হইতে পারে,

কিংবা গৃহে অনবস্থানঘটিত বহির্দেশে অবস্থানকে পক্ষ করিয়া চৈত্রবৃত্তিত্বকে সাধ্য করিয়া অনুমান হইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার অনুমানে কে লিঙ্গ হইবে, তাহা চিন্তনীয়।

গৃহাভাববিশিষ্টস্য বা চৈত্রস্য চৈত্রাভাববিশিষ্টস্য বা গৃহস্য গৃহে * চৈত্রাভাবস্য বা চৈত্রাদর্শনস্য বা—ন চৈষামন্যতমস্যাপি পক্ষধর্ম্মত্বমস্তি। ন হি গৃহং বা চৈত্রো বা তদভাবো বা তদদর্শনং বা চৈত্রস্য ধর্ম্মঃ, তদ্‌-বহির্ভাবস্য বেত্যপক্ষধর্ম্মত্বাদন্যতমস্যাপি ন লিঙ্গত্বম্। অপি চ প্রমেয়ানু-প্রবেশপ্রসঙ্গাদপি নেদমনুমানম্। তথা হ্যাগমাবগতজীবনস্য গৃহাভাবেন চৈত্রস্য বহির্ভাবঃ পরিকল্প্যতে, ইতরথা মৃতেনানৈকান্তিকো হেতুঃ স্যাৎ। অভাবশ্চ গৃহীতঃ সন্ বহির্ভাবমবগময়তি, নাগৃহীতো ধূমবৎ। অভাবগ্রহণঞ্চ সকলসদুপলম্ভকপ্রমাণপ্রত্যস্তময়পূর্ব্বকমিহ তু সদুপলম্ভকমস্ত্যেব জীবনগ্রাহি প্রমাণম্। জীবনং হি কচিদস্তিত্বমুচ্যতে। অপ্রত্যস্তমিতে তু সদুপলম্ভকে প্রমাণে কথমভাবঃ প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবর্ত্তমান এবাসৌ সদুপলম্ভকং প্রমাণং পৃথগ্‌বিষয়মুপস্থাপয়তি বহিরস্য ভাবো গৃহে ত্বভাব ইতি।

অনুবাদ

গৃহে অবিদ্যমান চৈত্র, কিংবা চৈত্রশূন্য গৃহ, বা গৃহে চৈত্রের অভাব অথবা গৃহে চৈত্রের অদর্শন ইহাদের মধ্যে কাহাকে লিঙ্গ বলিবে। ইহাদের মধ্যে কেহই পক্ষধর্ম্ম নহে। (সুতরাং কেহই লিঙ্গ হইতে পারে না।) অর্থাৎ যাহা সাধ্যব্যাপ্য হইয়া পক্ষবৃত্তি হয় তাহাই লিঙ্গ হয়। উহাদের মধ্যে কেহই তাদৃশ নহে, অতএব লিঙ্গ হইতে পারে না।]

কারণ—(চৈত্রশূন্য) গৃহ কিংবা (গৃহাবৃত্তি) চৈত্র, বা (গৃহে) চৈত্রের অভাব অথবা (গৃহে) চৈত্রের অদর্শন ইহাদের মধ্যে কোনটীই চৈত্ররূপ পক্ষে থাকে না, কিংবা বহির্ভাবরূপ পক্ষেও থাকে না বলিয়া লিঙ্গ হইতে পারে না।

* গৃহচৈত্রাভাবস্য বা এষ পাঠো ন শোভনঃ।

[অর্থাৎ 'বহিঃসত্ত্বং চৈত্রবৃত্তি' এইরূপে বহিঃসত্ত্বকেও যদি পক্ষ করা যায়, তাহা হইলেও উল্লিখিত হেতুর মধ্যে কেহই তাদৃশ সাধ্যের সাধক হইতে পারে না ; কারণ—উহাদের মধ্যে কেহই বহির্ভাব(বহিঃসত্ত্ব)রূপ পক্ষে থাকে না।]

আরও এক কথা [অর্থাৎ কথিত স্থলটী যে অনুমানের ক্ষেত্র নহে, উহা অর্থাপত্তির ক্ষেত্র, এই সম্বন্ধে আরও একটী কারণ আছে। তাহা হইতেছে এই যে,] প্রমেয়ের পশ্চাৎপ্রবেশের আপত্তি হয় বলিয়াও ইহা অনুমান নহে (ইহা অর্থাপত্তি)। [অর্থাৎ অর্থাপত্তিস্থলে পূর্ব্বে উপপাদক বিষয়টী (সাধনীয় বিষয়টী) স্থিরীকৃত হয়, পশ্চাৎ সাধনস্থলাভিষিক্ত উপপাদ্যটী সম্পূর্ণভাবে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু অনুমানস্থলে তাহার বিপরীত। পূর্ব্বে সাধনের নিশ্চয় হয়, পশ্চাৎ সাধ্যের নিশ্চয় হয়। কথিতস্থলে অনুমানস্বীকার করিলে পূর্ব্বে সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয়। পশ্চাৎ উপপাদকের ব্যবস্থার আপত্তি হয়, সুতরাং কথিতস্থলে অনুমান-স্বীকার অসঙ্গত।]

তাহারই পরিচয় দিতেছি, শুন। আগমরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্রের বা কোন আপ্ত ব্যক্তির উক্তির দ্বারা যে চৈত্রের দীর্ঘজীবন জানা গিয়াছে, তাহাকে বাড়ীতে দেখিতে না পাওয়ায় গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তাহার অবস্থান (অন্যস্থানে অবস্থান কল্পনা না করিলে স্বীয় গৃহে তাহার অনবস্থান অসঙ্গত হয়। সুতরাং স্বীয় গৃহে অনবস্থানকে নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে স্থিরীকৃত করিবার পূর্ব্বে গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তাহার অবস্থান কল্পনা করিতে হয়। অন্যত্র অবস্থান কল্পনা না করিলে গৃহে অনবস্থান অসঙ্গত হয়। অতএব পূর্ব্বে অন্যত্র অবস্থান ব্যবস্থিত হইবার পর স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধান্তে আসিল। সুতরাং ইহা অর্থাপত্তির ক্ষেত্র হইল।) ইহার অস্বীকার করিলে [অর্থাৎ অন্যত্র অবস্থানকল্পনার পূর্ব্বেই গৃহে অনবস্থান সিদ্ধান্তিত করিয়া ঐ অনবস্থান-রূপ সাধনের দ্বারা অন্যত্র অবস্থানের অনুমানস্বীকার করিলে] ঐ সিদ্ধান্তিত হেতু অনবস্থান মৃত ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে বলিয়া মৃত ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার হয়।

(কারণ—তাদৃশ ব্যক্তিতে গৃহাতিরিক্ত স্থানে অবস্থান নাই, অথচ তাহাতে স্বীয় গৃহে অনবস্থানরূপ হেতু আছে।) (যদিও জীবিত-চৈত্রের গৃহে অনবস্থানরূপ অভাবকে হেতু বল, তাহা হইলেও ঐ অভাব হেতু হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসক বলিতেছেন।) গৃহে (অনবস্থানরূপ) অভাব গৃহীত হইয়া বহির্দেশে অবস্থানের জ্ঞাপক হইতে পারে, ধূমের ন্যায় অগৃহীত হইয়া জ্ঞাপক হইতে পারে না। [অর্থাৎ ধূমের দ্বারা বহ্ন্যনুমানস্থলে ধূম যেরূপ অগৃহীত হইয়া বহ্নির অনুমাপক হয় না, তদ্রূপ স্বীয়গৃহে জীবিত-চৈত্রের (অনবস্থানরূপ) অভাব অগৃহীত থাকিয়া বহির্দেশে অবস্থানের নিশ্চায়ক হইতে পারে না।] এবং অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর অস্তিত্বগ্রাহক সর্ব্ববিধ প্রমাণ নিবৃত্ত হইবার পর হয়। কিন্তু এই স্থলে (জীবিতচৈত্রস্থলে) জীবনগ্রাহক প্রমাণ সত্তাগ্রাহক হইয়াই থাকে। কারণ—জীবনকে কোন স্থানে সত্তা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সত্তাগ্রাহক প্রমাণ নিবৃত্ত না হইলে অভাব গৃহীত হয় না [অর্থাৎ সত্তাগ্রাহক প্রমাণ থাকিতে অভাব গৃহীত হইতে পারে না।] অতএব এই স্থলে আগম যখন চৈত্রের সত্তাগ্রাহক, তখন কেমন করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হইতে পারে? কোনমতেই গৃহীত হইতে পারে না। কারণ—সত্তা এবং অভাবের পরস্পর বিরোধিতা আছে। অতএব ঐ অভাব অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের ক্ষেত্র, সত্তাগ্রাহক প্রমাণের ক্ষেত্র নহে, সত্তাগ্রাহক প্রমাণের ক্ষেত্র পৃথক্। বাহিরে ইহার সত্তা, গৃহে ইহার অভাব ইহা উভয়প্রমাণযোগে বুঝাইতেছে। [অর্থাৎ অনুপলব্ধি-গম্য অভাব ও অর্থাপত্তিগম্য সত্তার ক্ষেত্র এক হইতে পারে না। কারণ—ভাব এবং অভাব একত্র থাকে না। অতএব জীবিত-চৈত্রের অভাব গৃহীত হইবামাত্র তাহার অর্থাপত্তিগম্য সত্তার স্থান বাহিরে, সর্ব্বত্র নহে ইহা বুঝাইয়া দেয়। স্বীয় গৃহে অবস্থানগ্রাহক প্রমাণ নিবৃত্ত না হইলে স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ হয় কিরূপে? বহিঃসত্তা-কল্পনাদ্বারা স্বীয় গৃহে অনবস্থান যখন চৈত্রের পক্ষে সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ গৃহগত অনবস্থান প্রতীয়মান হইয়া চৈত্রসত্তার গ্রাহক প্রমাণের বিষয় চৈত্রের সর্ব্বত্র অবস্থান নহে কিন্তু স্থানবিশেষে অবস্থান ইহা বুঝাইতেছে।

তাহার ফলে বহির্দেশে চৈত্রের অবস্থান এবং গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ হইয়া থাকে।]

তেন জীবতো বহির্ভাবব্যবস্থাপনপূর্ব্বক-গৃহাভাবগ্রহণোপপত্তেঃ প্রমেয়ানুপ্রবেশঃ। অনুমানে তু ধূমাদিলিঙ্গগ্রহণসময়ে ন মনাগপি * তল্লিঙ্গ(তদনুমেয়) দহনলিঙ্গ্যনুপ্রবেশস্পর্শো বিদ্যত ইতি। নন্বর্থাপত্তাবপি কিং প্রমেয়ানুপ্রবেশো ন দোষঃ? ন দোষ ইতি ব্রূমঃ †।

অনুবাদ

সেই জন্য জীবিত ব্যক্তির বাহিরে (গৃহাতিরিক্ত স্থানে) অবস্থান ব্যবস্থাপিত হইবার পর স্বীয় গৃহে অভাব (অনবস্থান)-নিশ্চয়ের উপপত্তি হয় বলিয়া প্রমেয়ানুপ্রবেশ হইতেছে। কিন্তু অনুমানস্থলে ধূমাদি লিঙ্গের প্রত্যক্ষকালে একটুও ধূমানুমেয় বহ্নিরূপ সাধ্যের অনুপ্রবেশ-সম্বন্ধ নাই। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। [অর্থাৎ অনুমানস্থলে পূর্ব্বে হেতুর ব্যবস্থা হয়, পশ্চাৎ অনুমেয়রূপ প্রমেয়ভূত সাধ্যের ব্যবস্থা হয়, সুতরাং প্রমেয়ানুপ্রবেশ হয় না। কিন্তু অর্থাপত্তিস্থলে পূর্ব্বে অর্থাপত্তিগম্য বিষয়রূপ প্রমেয়ের নিশ্চয় হয়, পশ্চাৎ উপপাদ্যের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং অর্থাপত্তিস্থলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ হয়।]

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অর্থাপত্তিস্থলেও প্রমেয়ানুপ্রবেশ কি দোষ নহে? দোষ নহে এই কথা আমরা বলিয়া থাকি। [অর্থাৎ অর্থাপত্তির পক্ষে ইহাই বৈশিষ্ট্য।]

প্রমাণদ্বয়সমর্পিতৈকবস্তুবিষয়াভাব-ভাবসমর্থনার্থমর্থাপত্তিঃ প্রবর্ত্তমানা প্রমেয়দ্বয়ং পরামৃশত্যেব, অন্যথা তৎসঙ্ঘটনাযোগাৎ। অতশ্চ যেয়মাগমা-

* তল্লিঙ্গদহনলিঙ্গ্যনুপ্রবেশস্পর্শ :—এষ এব পাঠঃ শোভনঃ। তল্লিঙ্গশব্দস্য তদনুমেয় ইত্যর্থ ইত্যেব মে প্রতিভাতি। আদর্শপুস্তকে তল্লিঙ্গতদনুমেয়পর্য্যায়পাঠস্য পুনরুক্তত্বমস্তি।

† কিং প্রমেয়ানুপ্রবেশো ন দোষ ইতি ক্রম ইত্যনধিতো মুদ্রে পাঠঃ।

দনিয়তদেশতয়া ক্বচিদস্তীতিসংবিত্তিঙ্করভূৎ, সৈবেয়ং গৃহাভাবে গৃহীতে বহিরস্তীতি সংবিদধুনা সংবৃত্তা, তদতো বৈলক্ষণ্যান্নানুমানমর্থাপত্তিঃ। অতশ্চৈবং সম্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ।

অনুবাদ

(অর্থাপত্তির অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসক বলিতেছেন) আগম এবং অনুপলব্ধি এই দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা একই বস্তুর পক্ষে যে অভাব এবং ভাব [অর্থাৎ গৃহে অসত্তা এবং কোন স্থানে সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে।] তাহারই সমর্থনের উদ্দেশ্যে অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণ প্রবৃত্ত হইয়া অভাব এবং ভাবরূপ প্রমেয়দ্বয়কেই বিশেষরূপে বুঝাইতেছে। কারণ—ইহা স্বীকার না করিলে বিভিন্ন প্রমাণগম্য বিভিন্ন প্রমেয়ের যুগপৎ একত্র অবস্থান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এবং এই জন্য আগম হইতে এই যে অনির্দ্দিষ্টদেশগতরূপে কোন স্থানে আছে এইরূপ (সামান্যভাবে) জ্ঞান হইয়াছিল, এই জ্ঞানটী তৎসদৃশ হইয়াই (জীবিত ব্যক্তির পক্ষে) স্বীয় গৃহে অভাব গৃহীত হইলে বাহিরে (গৃহাতিরিক্ত স্থানে) আছে এইরূপ বিশেষভাবে এক্ষণে উৎপন্ন হইল। এই প্রকার বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই জ্ঞানটী অনুমানজন্যজ্ঞান (অনুমিতি) নহে, অর্থাপত্তি-জন্য জ্ঞান। [অর্থাৎ পূর্ব্বে আগমজন্য যে জ্ঞানটী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা 'ক্বচিদস্তি' এই ভাবে হইয়াছিল। আগমবোধ্য প্রমেয়-সত্তার স্থান অনির্দ্দিষ্টভাবে দেশসামান্যই হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানটী অনেক বিষয়ে তৎসদৃশ হইলেও আগমজন্য জ্ঞান অপেক্ষা ইহার বৈলক্ষণ্য আছে। বিষয়-বৈলক্ষণ্যই উক্ত বৈলক্ষণ্যের কারণ। অর্থাপত্তিগম্য প্রমেয়-সত্তার স্থান গৃহাতিরিক্ত-দেশগত। সুতরাং গৃহাতিরিক্তস্বরূপে স্থানের সংকোচ হওয়ার বিষয়-বৈলক্ষণ্য হইতেছে। অনুমিতির মূলে দ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্য থাকে না। কিন্তু অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানের মূলে কথিত

* সংবৃত্তিরিত্যাদর্শপুস্তকস্থপাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

দ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্য থাকায় অর্থাপত্তিজন্য এই জ্ঞান অনুমিতি হইতে বিলক্ষণ।] এবং এই কারণেও অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞান অনুমিতি হইতে পৃথক্, যেহেতু, অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানের পূর্ব্বে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় না। (কিন্তু অনুমিতির পূর্ব্বে ব্যাপ্তিগ্রহণ আবশ্যক হয়।)

ভাবাভাবৌ হি নৈকেন যুগপদ্বহ্নিধূমবৎ।
* প্রতিবন্ধতয়া বোদ্ধুং † শক্যৌ গৃহবহিঃস্থিতৌ॥
অন্যথাঽনুপপত্ত্যা চ প্রথমং প্রতিবন্ধধীঃ।
পশ্চাদ্ যত্ত্বনুমানত্বমুচ্যতে কামমুচ্যতাম্॥
নত্বন্ত্যেব গৃহদ্বারে বর্ত্তিনঃ সঙ্গতিগ্রহঃ।
ভাবেনাভাবসিদ্ধৌ ‡ তু কথমেব ভবিষ্যতি॥

অনুবাদ

কারণ—যেরূপ (একত্র অবস্থিত) বহ্নি এবং ধূমকে একপ্রমাণ অনুমানের দ্বারা যুগপৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে বুঝা যায়, তদ্রূপ গৃহ এবং বহির্দেশে অবস্থিত [অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত।] ভাব এবং অভাবকে অনুমানরূপ এক প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্য এবং ব্যাপকরূপে যুগপৎ বুঝিতে পারা যায় না। এবং উপপাদকের অভাবে উপপাদ্যের অভাববিষয়ক আলোচনাদ্বারা প্রথমে (অন্বয়-সহচার-জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে) ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় [অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তি দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়।] তাহার পর তাহাকে যদি অনুমান বলিতে হয়, বল; তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। [অর্থাৎ একত্র অবস্থিত ভাব-পদার্থদ্বয়ের অন্যথানুপপত্তি-যোগে ব্যাপ্তিজ্ঞান ঘটিলে তাদৃশ স্থলে অনুমানস্বীকার করিবার পক্ষে আমাদের কোন আপত্তি নাই।] হে (অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যবাদি)

* প্রতিবন্ধতয়া—ব্যাপ্যব্যাপকভাবেন।
† প্রতিবন্ধতয়া বোদ্ধু ন্ ইত্যাদর্শপুস্তকগতঃ পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।
‡ ভাবেন ভাবসিদ্ধৌ ইত্যেষ পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

মহাশয়, গৃহদ্বারে অবস্থিত বস্তুর পক্ষে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু ভাবপদার্থের দ্বারা অভাব-পদার্থের নিশ্চয়স্থলে এই ব্যাপ্তিগ্রহ কেমন করিয়া হইবে? [অর্থাৎ ভাব-পদার্থদ্বয় একত্র অবস্থিত এবং সন্নিকৃষ্ট, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অন্যথা অনুপপত্তির পথ ধরিলেও ব্যাপ্তিগ্রহের পথ অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু ভাব এবং অভাব এই দুইটীর মধ্যে যদি কেহ সন্নিকৃষ্ট কেহ বা দূরস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অন্যথা অনুপপত্তির পথ ধরিলেও তাহাদের ব্যাপ্তিগ্রহ করিতে পারিবে না। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহমূলক অনুমানও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব তাদৃশ স্থলে অর্থাপত্তির শরণাগত হইতেই হইবে।]

যত্র গৃহে চৈত্রস্য ভাবমবগম্য তদন্যথাঽনুপপত্ত্যা তদন্যদেশেষু নাস্তিত্বমবগম্যতে, তত্র দেশানামানন্ত্যাদ্ দুরধিগমঃ প্রতিবন্ধঃ। অনগ্নি-ব্যতিরেকনিশ্চয়ে ধূমস্য কা বার্ত্তেতি চেদুচ্যতে, তত্র ধূমজ্বলনয়োরন্বয়গ্রহণ-সম্ভবান্ন ব্যতিরেকগ্রহণমাদ্রিয়েরন্। ভূয়োদর্শনসুলভ-নিয়মজ্ঞান-সম্পাদ্যমান-সাধ্যাধিগমননির্বৃতমনসাং কিমনগ্নি-ব্যতিরেকনিশ্চয়েন? ইহ পুনরন্বয়াবসায়সময়ে এব গম্যধর্ম্মস্য দুরবগমত্বমুক্তমনন্তদেশবৃত্তিত্বাৎ।

অনুবাদ

যে স্থলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি দেখিয়া গৃহাতিরিক্ত স্থানে তাহার অনুপস্থিতি না ঘটিলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি অনুপপন্ন হয় বলিয়া গৃহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্রের অভাব নিশ্চিত হয়, তাদৃশ স্থলে গৃহাতিরিক্ত স্থান অসংখ্য বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় করা যায় না। [অর্থাৎ গৃহগত চৈত্রসত্তার প্রতি গৃহাতিরিক্ত অসংখ্যদেশগত তদীয় অভাবের ব্যাপ্তি-নির্ধারণ অসম্ভব। হেতুর অধিকরণ এবং সাধ্যের অধিকরণ বিভিন্ন হইলে ভূয়ঃসহচারদর্শন-জন্য ব্যাপ্তি-নির্ধারণ অসম্ভব।

ব্যাপ্তি-নির্ধারণ না হইলে ব্যাপ্তিগ্রহণ-সাপেক্ষ অনুমানের প্রসক্তি না থাকায় অগত্যা তাদৃশ স্থলে অর্থাপত্তির আশ্রয় লইতে হইবে।] বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের অভাবনিশ্চয়গত বৃত্তান্তটী কি? [অর্থাৎ বহ্নিশূন্য

স্থানে ধূমের অভাবনিশ্চয়টী কি ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপযোগী ব্যতিরেকনিশ্চয় নহে? উহা হইতেও ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে।] এই কথা যদি বল, তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে, সেই স্থলে (বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের ব্যতিরেকনিশ্চয় হইলে) বহ্নি-ধূমের অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তির অনুসন্ধানে অনুমাতৃগণের আস্থা থাকা উচিত নহে। [অর্থাৎ বহ্নিশূন্য স্থানে ধূমের অবিদ্যমানতাই ধূমনিষ্ঠ বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি। সুতরাং তাদৃশ স্থলে নিয়ত ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রসক্তি হয় না। অন্বয়-ব্যাপ্তিরূপ সরল পথে যাইবার কারণ ও প্রবৃত্তি থাকিলে অভিজ্ঞ অনুসন্ধাতা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিরূপ কুটিলপথে কেন যাইবে?] (সহজলভ্য নানা সপক্ষ বিদ্যমান বলিয়া) সাধ্যসাধনের ভূয়ঃসহচারদর্শনবশতঃ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইয়া যায়। এবং ঐ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রভাবেই (জ্ঞাতব্য) সাধ্যের অনুমান হয়। অনুমানই আকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষিতের সিদ্ধি হওয়ায় অনুমাতা পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আবার যাহা বহ্নিমান্ নহে, তাহা ধূমবান্ নহে এইরূপ ব্যতিরেকমুখে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের আবশ্যকতা কি? [অনাবশ্যক বিষয়ে কেহ প্রবৃত্ত হয় না।) কিন্তু এই স্থলে [অর্থাৎ গৃহে চৈত্রদর্শনানন্তর গৃহাতিরিক্ত সকল স্থানে তাহার অভাববোধ-স্থলে] অন্বয়-সহচার জ্ঞানকালেই জ্ঞাতব্য ধর্ম্মের (চৈত্রের অভাবরূপ জ্ঞেয় ধর্ম্মের) দুর্জ্ঞেয়তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুর্জ্ঞেয়তার কারণ তাদৃশ অভাবের অসংখ্য-দেশবৃত্তিতা। [অর্থাৎ অন্বয়-সহচারজ্ঞান করিতে গেলে যাহাদের সহচার জানিতে যাইতেছ, তাহাদের জ্ঞান পূর্ব্বেই আবশ্যক। নচেৎ সহচার-জ্ঞান হয় না। কথিত সহচারটী চৈত্রের ভাব এবং অভাব এতদুভয়গত। এইস্থলে অসংখ্য-দেশগত চৈত্রের অভাব দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং তাহাদের সহচার-জ্ঞান দুর্ঘট। সেইজন্য তাদৃশ স্থলে অনুমান অসম্ভব।]

অনুপলব্ধ্যা তন্নিশ্চয় ইতি চেন্ন, মন্দির-ব্যতিরিক্ত-সকল-ভুবনতলগত-তদভাবনিশ্চয়স্য নিয়তদেশয়াঽনুপলব্ধ্যা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। তেষু তেষু দেশান্তরেষু পরিভ্রমন্নুপলব্ধ্যা তদভাবং নিশ্চেষ্যামীতি চেৎ, নৈবম্।

গত্বা গত্বাপি তান্ দেশান্ নাস্য জানামি নাস্তিতাম্।
কৌশাম্ব্যাস্ত্বয়ি নিক্রান্তে তৎপ্রবেশাদিশঙ্কয়া ॥

তস্মাদভূমিরিয়মসর্ব্বজ্ঞানামিত্যর্থাপত্ত্যৈব তন্নিশ্চয়ঃ। নন্বিত্থমমুমর্থমনুমানান্নিশ্চেষ্যামঃ। দেশান্তরাণি চৈত্রশূন্যানি চৈত্রাধিষ্ঠিতব্যতিরিক্তত্বাৎ তৎসমীপদেশবদিতি। ন, প্রত্যনুমানোপহতত্বাৎ *। দেশান্তরাণি চৈত্রাধিষ্ঠিতাব্যতিরিক্তানি † তৎসমীপদেশব্যতিরিক্তত্বাচ্চৈত্রাধিষ্ঠিতদেশবদিতি। তস্মান্নিয়ত-দেশোপলভ্যমান-পরিমিত - পরিমাণ - পুরুষশরীরা-ন্যথানুপপত্ত্যৈব তদিতর-সকলদেশনাস্তিত্বাবধারণং তস্যেতি সিদ্ধম্।

অনুবাদ

যদি বল যে, গৃহাতিরিক্তস্থানে চৈত্রের অভাবনিশ্চয় অনুপলব্ধিদ্বারা হইবে [অর্থাৎ ইহার জন্য অর্থাপত্তিরূপ পৃথক্‌প্রমাণস্বীকারের প্রয়োজন নাই], তাহাও বলিতে পার না। কারণ—গৃহাতিরিক্ত যাবৎ স্থানে তাহার অভাববিষয়ক নিশ্চয় স্থানবিশেষগত অভাবের নিশ্চায়ক অনুপলব্ধির সাধ্য নহে। [অর্থাৎ অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা স্থানবিশেষে (প্রত্যক্ষগম্যদেশে) অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে। কথিত স্থলে ঐ অভাবের অধিকরণ অসংখ্য, অনির্দ্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষগম্য নহে। গৃহাতিরিক্ত সকল স্থানই ঐ অভাবের আশ্রয়। সুতরাং অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ সকল স্থানে যথোক্ত অভাবের নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।]

যদি বল যে, সেই সকল স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া যথোক্ত অভাবের নিশ্চয় করিব, তাহাও বলিতে পার না। কারণ—সেই সকল দেশে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়াও চৈত্রের অভাব নিশ্চয় করিতে পারি না।

* প্রত্যনুমানোপহতত্বাদিতি পাঠো ন সমীচীনতয়া প্রতিভাতি।

† চৈত্রাব্যতিরিক্তানীতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

কারণ—তুমি কৌশাম্বী দেশ হইতে নির্গত হইবার পর সে পুনরায় সে দেশে গমন করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কাই তাহার কারণ। [অর্থাৎ যখন কৌশাম্বী দেশে গমন করিলে, তখন চৈত্র সেই দেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলে না। তাই বলিয়া সেই স্থানে চৈত্রের অভাব নিয়ত থাকিবে, এইরূপ বলিতে পার না। কারণ—যখন তুমি সেই দেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে, তখন সে সেই স্থানে পুনরায় যাইতে পারে। অতএব দূর হইতে গৃহাতিরিক্ত সকল স্থানে চৈত্রের অভাব-নির্ণয় দুর্ঘট।] সুতরাং অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই অনুপলব্ধি অবলম্বনীয় নহে। [অর্থাৎ কোন অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা দূরদেশগত অভাবের নির্ণয় করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি দূরদেশ প্রত্যক্ষ করিয়া অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা তদ্‌গত অভাবের নির্ণয় করিতে পারেন।]

অতএব অর্থাপত্তিদ্বারাই সেই অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, অনুমানের দ্বারা ঐ বিষয়টীর নিশ্চয় করিব। (অনুমানের রীতি শুন।) গৃহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্র নাই; যেহেতু ঐ স্থানগুলি চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত। যেরূপ তদতিরিক্ত অথচ সমীপবর্ত্তী অনেক স্থানেই চৈত্রকে দেখা যায় না। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—প্রতিকূল অনুমানের দ্বারা কথিত অনুমানের খণ্ডন হইতে পারে। প্রতিকূল অনুমান হইতেছে এই যে, (তুমি যে দেশে চৈত্রের অভাব সিদ্ধ করিতে যাইতেছ, আমি বলিব) সেই দূরদেশগুলি চৈত্র কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত নহে। [অর্থাৎ ঐ দেশে চৈত্র আছে।] যেহেতু তাহা চৈত্রের অনধিষ্ঠিত অথচ দ্রষ্টার সমীপবর্ত্তী দেশ হইতে অতিরিক্ত। যেরূপ চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান। [অর্থাৎ—যেরূপ দ্রষ্টার নয়নপথগামী চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান তাহার অনধিষ্ঠিত বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অতিরিক্ত বলিয়া চৈত্রের অধিষ্ঠিতই হইয়া থাকে, সেরূপ দূরবর্ত্তী স্থানগুলিও চৈত্রের অনধিষ্ঠিত নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অতিরিক্ত বলিয়া চৈত্রের অধিষ্ঠিত এইরূপ প্রতিকূল অনুমান উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।] সেইজন্য

[অর্থাৎ অনুপলব্ধি বা অনুমান দেশান্তরগত অভাবের নির্ণায়ক হইতে পারে না বলিয়া।] স্থানবিশেষে দৃশ্যমান অল্পপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষের তদতিরিক্ত স্থানে অভাব না থাকিলে ক্ষুদ্রশরীরগত ক্ষুদ্রতার অনুপপত্তি হয় বলিয়া চৈত্রের অনধিষ্ঠিত সকল স্থানে চৈত্রের অভাব নির্ণীত হইল। [অর্থাৎ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারাই তাদৃশ সকল স্থানে চৈত্রের অভাব নির্ণীত হয়। কারণ—যাহাকে যুগপৎ নানা স্থানে দেখা যায় না, পরন্তু স্থানবিশেষে দেখা যায়, তাহারি আকার বিভু হইলে যুগপৎ নানা স্থানে দেখা যাইত। যখন নানা স্থানে যুগপৎ দেখা যাইতেছে না, তখন তাহার আকার ক্ষুদ্র ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। [দেশান্তরে চৈত্রের অভাব স্বীকার না করিলে ঐ আকারগত ক্ষুদ্রতা অনুপপন্ন হইত। সুতরাং দেশান্তরগত চৈত্রের অভাবই ঐ আকারগত ক্ষুদ্রতার অনুপপত্তি-নিরাসক ইহা বলিতে হইবে। অতএব দেশান্তরগত চৈত্রের অভাবই চৈত্রশরীরগত ক্ষুদ্রতার উপপাদক-বিধায় অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের সাহায্যে দেশান্তরে চৈত্রের অভাব নির্ণীত হইতেছে।]

পীনো দিবা চ নাত্তীতি সাকাঙ্ক্ষবচনশ্রুতেঃ।
তদেকদেশবিজ্ঞানং শ্রুতার্থাপত্তিরুচ্যতে॥

ইহৈবংবিধসাকাঙ্ক্ষবচনশ্রবণে সতি সমুপজায়মানং রজনীভোজন-বিজ্ঞানং প্রমান্তরং * ভবিতুমর্হতি প্রত্যক্ষাদেরসন্নিধানাৎ। ন প্রত্যক্ষং ক্ষপাভক্ষ্য প্রতীতি-ক্ষমং পরোক্ষত্বাৎ। নাপ্যনুমানমনবগতসংবন্ধস্যাপি তৎ-প্রতীতেঃ। উপমানাদেস্তু শঙ্কৈব নাস্তি। তস্মাচ্ছাব্দ এব রাত্রি-ভোজনপ্রত্যয়ঃ, শব্দশ্চ ন শ্রূয়মাণ ইমমর্থমভিবদিতুমলমেকস্য বাক্যস্য বিধিনিষেধরূপার্থদ্বয়সমর্থনশূন্যত্বাৎ, † অত্র চ রাত্র্যাদিপদানামশ্রবণাদ-পদার্থস্য চ বাক্যার্থত্বানুপপত্তেঃ। ন চ বিভাবরীভোজনলক্ষণোঽর্থঃ দিবাবাক্যপদার্থানাং ভেদঃ সংসর্গো বা যেনায়মপদার্থোঽপি প্রতীয়তে।

* প্রমাণান্তরকরণমিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।
† বিচ্ছেদচিহ্নমত্র ন সমীচীনম্। আদর্শপুস্তকে চ তাদৃশচিহ্নং বর্ত্ততে।

এবং 'স্থূলকায় (দেবদত্ত) দিবসে ভোজন করে না' এই প্রকার অশ্রূয়মাণবাক্যান্তরসাপেক্ষ বাক্যের শ্রবণ হইতে তাদৃশ একদেশের (অপেক্ষিত বাক্যাংশের যে জ্ঞান, তাহাকেই শ্রুতার্থাপত্তি বলা হইয়া থাকে।)

[অর্থাৎ 'স্থূলকায় (দেবদত্ত) দিবসে ভোজন করে না' মাত্র এই বাক্যটী শ্রবণ করিলে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না, কারণ ঐ বাক্যটী অসম্পূর্ণ। উহা 'রাত্রিতে ভোজন করে' এইপ্রকার অংশসাপেক্ষ। এই অংশটী অশ্রূয়মাণ ; শ্রূয়মাণ ঐ বাক্যের সহিত এই অংশের যোগ না হইলে ঐ শ্রূয়মাণ বাক্যটী শ্রোতার সম্পূর্ণজ্ঞানসম্পাদনে অক্ষম হইবে। সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষিত অংশের জ্ঞান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ঐ আকাঙ্ক্ষিত বাক্যাংশের জ্ঞানই শ্রুতার্থাপত্তি।]

এই স্থলে এই প্রকার অনুক্তাংশ সাকাঙ্ক্ষ (তথাকথিত) বাক্য শ্রুত হইলে পর (অপেক্ষিত অনুক্ত বাক্যাংশের কল্পনাপূর্ব্বক) রাত্রিকালীন ভোজনবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং তাদৃশ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান হইতে পৃথক্ প্রমা হইবার যোগ্য। কারণ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ বিষয়টী সন্নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাত্রিকালীন-ভোজনবিষয়ক-প্রতীতি-সাধনে সমর্থ নহে। কারণ—ঐ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ বিষয়টী পরোক্ষ। অনুমানও তাদৃশ প্রতীতি-সাধনে সক্ষম নহে, কারণ—যে ব্যক্তির ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় নাই, তাহারও তদ্‌বিষয়ে প্রতীতি হয়। উপমান-প্রভৃতি প্রমাণের আশঙ্কাই এই ক্ষেত্রে নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, রাত্রিকালীন-ভোজনবিষয়ক-জ্ঞানটী একমাত্রশব্দজন্য। এবং শ্রূয়মাণ শব্দ এই অর্থকে (রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ অর্থকে) বুঝাইতে পারে না। কারণ একটী বাক্যের ভাব এবং অভাবরূপ দ্বিবিধ অর্থ হয় না। [অর্থাৎ 'দিবসে ভোজন করে না' এই বাক্যটীর দিবসকালীন-ভোজনাভাব এবং রাত্রিকালীন ভোজন এই প্রকার দ্বিবিধ অর্থ হয় না।] এবং এই স্থলে রাত্রি প্রভৃতি পদগুলি ('রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে'

এই সকল পদগুলি) শ্রুত হইতেছে না এবং যাহা পদের দ্বারা অনুপস্থাপিত সেইরূপ অর্থ বাক্যার্থ হইতে পারে না। [অর্থাৎ রাত্রিকালীন ভোজন তদ্‌বোধকবাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় উহা বাক্যের অর্থ হইতে পারে না।]

অধিকন্তু রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ 'দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার বাক্য-ঘটকীভূত পদগুলির প্রকৃত অর্থের রূপান্তর নহে, এবং উহা সম্বন্ধও নহে, হইলে ইহা (রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ) পদের অর্থ না হইলেও প্রতীতির বিষয় হইতে পারে।

টিপ্পনী

'রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যটী রাত্রিপদাদিঘটিত। কিন্তু এই সকল পদ শ্রুতিগোচর না হওয়ায় ঐ বাক্যটী দুর্ঘট। অথচ পদের দ্বারা অর্থ উপস্থাপিত না হইলে শাব্দবোধের বিষয় হয় না। সুতরাং 'রাত্রিকালীন ভোজন' বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় বাক্যের অর্থরূপে বোধ্য হইতে পারে না। উপায়ান্তর-দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া শ্রুত বাক্যের অর্থগত-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতে পারা যায় না।

তবে পদের দ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে যাদৃশ অর্থ উপস্থাপিত হয়, যদি কোন অর্থ তাদৃশ অর্থের রূপান্তর হয়, তাহা হইলে তাহা পদের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থাপিত না হইলেও উক্ত-পদবোধ্য হইতে পারে। যেরূপ রামশব্দের যাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ, দাশরথি, রঘুপতি ইত্যাদি অর্থ তাহার রূপান্তর; পদের দ্বারা সাক্ষাৎ উপস্থাপিত নহে। কিন্তু ঐ রূপান্তরভূত অর্থগুলি রামশব্দের দ্বারা বোধিত হইতে পারে, এবং শাব্দবোধ-স্থলে আরও একটী নিয়ম দেখা যায়। তাহা হইতেছে এই যে, শাব্দবোধ-স্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণ প্রায় অভেদ-সম্বন্ধে কোন স্থলে বা ভেদসম্বন্ধে বোধিত হইয়া থাকে। সমান-বিভক্তিক পদদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থদ্বয়ের অভেদসম্বন্ধেই অন্বয়বোধ হয়, এবং

নিপাতাতিরিক্ত নামার্থেরও অভেদসম্বন্ধেই অন্বয়বোধের নিয়ম দেখা যায়। প্রত্যক্ষাদি-স্থলে এই ভাবে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রতীতি হয় না। কিন্তু শাব্দবোধ-স্থলে তথাকথিতভাবে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রতীতি হয়। ইহার অস্বীকার করিলে শাব্দবোধ এবং প্রত্যক্ষাদির তুল্যাকারতা আসিয়া পড়ে। যদি তাহা স্বীকার কর, তবে সমানাকারক-জ্ঞানীয় বিষয়তার ঐক্য মতে প্রত্যক্ষাদি-নিরূপিত বিষয়তা এবং শাব্দীয় বিষয়তা এক হইয়া পড়ে। তাহাদের ঐক্য নিয়মবিরুদ্ধ। 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হয়। এবং 'ঘটো ন' ইত্যাদি স্থলে ভেদ-সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হয়। তাদাত্ম্যই অভেদ-সম্বন্ধ। এবং প্রতিযোগিত্ব, বিষয়ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ ভেদ-সম্বন্ধ।

'চৈত্রো জানাতি' ইত্যাদি স্থলেও আখ্যাতের লক্ষ্যার্থ আশ্রয়ত্ব স্বরূপ-সম্বন্ধে চৈত্রে অন্বিত হয়। ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধও ভেদ-সম্বন্ধ। ঐ সকল সম্বন্ধের বোধক কোন শব্দ না থাকিলেও সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা-নিয়ম্যত্ব-নিবন্ধন শাব্দবোধস্থলে সম্বন্ধ-বোধ হইয়া থাকে। 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এই স্থলে রাত্রিকালীন ভোজন তথাকথিত বাক্যের রূপান্তরভূত অর্থ নহে, এবং তাহা সম্বন্ধও নহে, সুতরাং তাহার বোধক শব্দ না থাকায় তাহা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না।

তস্মাৎ কল্প্যাগমকৃতং নক্তমত্তীতি বেদনম্।
তদ্‌বাক্যকল্পনায়াং তু প্রমাণং পরিচিন্ত্যতাম্॥
নাধ্যক্ষমনভিব্যক্ত-শব্দগ্রহণ-শক্তিমৎ।
ন লিঙ্গমগৃহীত্বাপি ব্যাপ্তিং তদবধারণাৎ॥
কচিন্নিত্য-পরোক্ষত্বাদ্ ব্যাপ্তিবোধোঽপি দুর্ঘটঃ।
বিনিযোক্ত্রী শ্রুতির্যত্র কল্প্যা প্রকরণাদিভিঃ॥

অনুবাদ

সেই জন্য [অর্থাৎ অন্য প্রমাণের সম্পাদ্য নহে বলিয়া] রাত্রিতে ভোজন করে এই প্রকার জ্ঞানটী রাত্রিকালীন-ভোজনবোধক 'নক্তমত্তি'

এইরূপ কল্পনীয় প্রমাণভূত বাক্য হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তদ্রূপ-বাক্য-কল্পনার মূলাভূত প্রমাণের অনুশীলন আবশ্যক। [অর্থাৎ কোন্ প্রকার প্রমাণের বলে সেই বাক্যের সমর্থন ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।] প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুচ্চারিত বলিয়া অনভিব্যক্ত শব্দের প্রকাশক হইতে পারে না। [অর্থাৎ মীমাংসকমতে শব্দ নিত্য হইলেও অনভিব্যক্ত অবস্থায় শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু অভিব্যক্ত অবস্থায় তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া থাকে।]

অধিকন্তু হেতুর দ্বারা তাদৃশ শব্দের অনুমিতিও হইতে পারে না। কারণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান না করিয়াও তাদৃশ শব্দের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যে স্থলে প্রকরণাদি-দ্বারা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি * [যে শব্দটী শ্রুত হইবামাত্র প্রাগুক্তশব্দার্থের অনুপপত্তি-নিরাসক হয় তাহা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি] কল্পনীয় হইয়া থাকে, তাদৃশ স্থলে সেই বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি (অনুচ্চারণ-বশতঃ অনভিব্যক্ত বলিয়া) অতীন্দ্রিয়। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানও অসম্ভব। [অর্থাৎ কোন স্থলে হেতু-সাধ্যের প্রত্যক্ষ না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না। ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমানস্থলে মহানসাদিতে বহ্নি-ধূমের সামানাধি-করণ্য দৃষ্ট হয় বলিয়াই প্রথমে মহানসাদিতে ধূমের উপর বহ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া সেই ব্যাপ্তির স্মরণ করিয়া বহ্নির অনুমান করা হয়। কিন্তু কথিত স্থলে কল্পিত-শব্দরূপ বিনিযোক্ত্রী শ্রুতির অতীন্দ্রিয়তা-নিবন্ধন ব্যাপ্তি-প্রত্যক্ষের সম্ভাবনাই নাই।]

বিনিযোক্ত্রী হি শ্রুতিঃ সর্ব্বত্র প্রকরণাদৌ বাক্যবিত্তিরভ্যুপগম্যতে। যথোক্তং বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিস্তাবৎ সর্ব্বেবেদেষু সংমতেতি। † তস্যাশ্চ নিত্যপরোক্ষত্বাদ্ দুরধিগমস্তত্র লিঙ্গস্য প্রতিবন্ধঃ। ন চ নিশাপদবচনস্য

* বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিঃ ত্রিবিধা—বিভক্তিরূপা, সমানাভিধানরূপা এবং একপদরূপা। ইহা ন্যায়প্রকাশগ্রন্থে বিবৃত আছে। অত্রত্য বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি সমানাভিধানরূপা। 'পীনো দেবদত্তো রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার একটী শব্দ-দ্বারা রাত্রিকালীন ভোজন পীনত্বের উপকারক ইহার বোধ হইতেছে।

† তন্ত্রবার্ত্তিকে অ. ৩ পা. ৩ সূ. ১৪, পৃঃ ৮৪৫।

সত্তা অনুমাতুমপি শক্যা, তস্যাং সাধ্যায়াং ভাবাভাবোভয়ধর্ম্মকস্য হেতো-রসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকত্বেনাহেতুত্বাৎ। ন চাত্র ধর্ম্মঃ কশ্চিদুপলভ্যতে। যস্তেন তদ্বান্ পর্ব্বত ইবাগ্নিমান্ অনুমীয়তে। ন চ দিবাবাক্যং তদর্থোঽপি নিশাবচনানুমানে লিঙ্গতাং প্রতিপত্তুমর্হতি।

অনুবাদ

মীমাংসকগণ সর্ব্ববিধ প্রকরণাদিস্থলে বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি স্বীকার করেন। কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ সর্ব্বত্রই বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি আমাদের সম্মত। এবং সেই বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিয়ত অগোচর বলিয়া তাহাতে লিঙ্গের ব্যাপকত্ব দুর্জ্ঞেয়। [অর্থাৎ সাধন-বিশেষের দ্বারা তাহার অনুমান করাও সম্ভবপর নহে।] বর্ত্তমান নিশা-বাচক-পদঘটিত বাক্য (রাত্রৌ ভুঙ্ক্তে এই প্রকার বর্ত্তমান বাক্য) অনুমেয় হইতে পারে না, কারণ—তাহা সাধ্য হইলে পীনত্বরূপ ভাবপদার্থ ও দিবা-ভোজনাভাবরূপ অভাব-পদার্থ এই উভয়-বিশিষ্ট-পদার্থরূপ হেতু স্বরূপাসিদ্ধি, বিরোধ এবং ব্যভিচাররূপ হেত্বাভাসে দূষিত হয় বলিয়া সাধন হয় না। [অর্থাৎ তাদৃশ উভয়-বিশিষ্ট-পদার্থ চৈত্র, মৈত্র, দেবদত্তাদি হইবে। তাদৃশ পদার্থকে হেতু বলিলে তাহা কথিত সাধ্যের অধিকরণ বক্তৃরূপ পক্ষে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হয়, ও তথায় না থাকায় বিরোধ হয়, এবং তাদৃশসাধ্যশূন্য স্থানে থাকায় ব্যভিচার হয়। চৈত্র মৈত্রাদিই তাদৃশ সাধ্যশূন্য স্থান।] এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাধ্য হইবার উপযুক্ত কাহাকেও দেখি না যাহাকে সেই হেতুর দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির ন্যায় পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে অনুমান করা যাইতে পারে। এবং 'দিবসে ভোজন করে' এইরূপ বাক্য ও তাহার অর্থও নিশাবাচক-পদ-ঘটিত বাক্যের অনুমান-সম্পাদন-কার্য্যে লিঙ্গ হইতে পারে না।

অশ্রুতে হি নিশাবাক্যে কথং তদ্ধর্ম্মতাগ্রহঃ।
শ্রুতে তস্মিংস্তু তদ্ধর্ম্মগ্রহণে কিং প্রয়োজনম্॥

দিবাবাক্য-পদার্থানাং তিষ্ঠতু লিঙ্গত্বমনুপপদ্যমানত্বমপি ন নিশাবাক্য-প্রত্যায়কত্বমবকল্পতে। পদার্থানাং হি সামান্যাত্মকত্বাদ্ বিশেষমন্তরেণা-নুপপত্তিঃ স্যান্ন বাক্যান্তরমন্তরেণ। তস্মাচ্ছ্রূয়মাণং বাক্যমেব তদেকদেশ-মন্তরেণ নিরাকাঙ্ক্ষ-প্রত্যয়োৎপাদক-স্বব্যাপারনির্বহণং সঙ্কিমনধিগচ্ছৎ তদেকদেশমাক্ষিপতীতি সেয়ং প্রমাণৈকদেশবিষয়া শ্রুতার্থাপত্তিঃ। * নত্বর্থাদেব কথমর্থান্তরং ন কল্প্যতে, পীবরত্বং হি নাম ভোজনকার্য্যমুপলভ্য-মানং স্বকারণং ভোজনমনলমিব ধূমঃ সমুপস্থাপয়তু, তস্য বচসা কালবিশেষে নিষিদ্ধং তদিতর-কালবিশেষ-বিষয়ং ভবিষ্যতীতি কিং বচনানুমানেন। বচনবদপি নাদৃষ্টার্থবদপি তু অর্থগতার্থেনেব তদস্য সাক্ষাদর্থ স্যৈব কল্প্যমানস্য কো দোষো যদ্ ব্যবধানমাশ্রীয়তে।

অনুবাদ

কারণ—নিশাবাচক-পদঘটিত বাক্য ('রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি বাক্য) পূর্ব্বে অশ্রুত থাকায় (অজ্ঞাত বলিয়া) তাহাকে পক্ষরূপধর্ম্মিস্থিত সাধ্যরূপে জানা যায় কি প্রকারে? [অর্থাৎ যাহা সাধ্য হয়, পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকারে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নচেৎ অন্বয়-ব্যাপ্তি-জ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ায় অনুমান অনুপপন্ন হয়।]

কিন্তু সেই বাক্যটী পূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হইলে তাহাকে সাধ্যরূপে জানিবার প্রয়োজন কি?

'পীনো দিবা নাত্তি' এই বাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থগুলিকে সাধন বলিয়া কল্পনা করা ত দূরের কথা, অনুপপত্তি-দ্বারাও তাহারা 'নিশায়াং ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার বাক্যের কল্পক হইতে পারে না। [অর্থাৎ শ্রুতিগোচর বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থগুলিকে হেতুরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা নিশাপদ-ঘটিত বাক্যের অনুমান সম্ভবপর নহে. শ্রুতিগোচর বাক্যের অর্থের সহিত অশ্রুত বাক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এমন কি শ্রুতিগোচর

* দৃষ্টার্থাপত্তিস্তু প্রমেয়ত্বোপপাদকস্য কল্পিকা ভবতি।
শ্রুতার্থাপত্তিস্তু প্রমাণত্বৈত্বোপপাদকস্য কল্পিকা ভবতি। ইতি শাস্ত্রদীপিকা, ৩১১ পৃঃ

বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থগুলি অনুপপত্তি-যোগেও অশ্রুত নিশাপদঘটিত বাক্যের কল্পক হইতে পারে না।] কারণ—পদার্থগুলি সামান্যস্বরূপ বলিয়া বিশেষ ব্যতীত অনুপপন্ন হয়, বাক্যান্তর ব্যতীত অনুপপন্ন হয় না। [অর্থাৎ সামান্যস্বরূপ বিশেষস্বরূপের উপপাদ্য, সুতরাং বিশেষস্বরূপ-ব্যতিরেকে সামান্যস্বরূপ উপপাদ্য হইতে পারে না। সুতরাং সামান্যস্বরূপ-বিশিষ্ট পদার্থ অনুপপত্তি-যোগে বিশেষস্বরূপের নির্ণায়ক হইতে পারে, কিন্তু তথাকথিত উপায়ে বাক্যান্তরের নির্ণায়ক হইতে পারে না।] সুতরাং উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রূয়মাণ বাক্যই তাহার অংশভূত (অথচ অশ্রূয়মাণ) বাক্যবিশেষ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তিপূর্ব্বক সম্পূর্ণার্থ-বোধোপযোগী সামর্থ্যের সাফল্যসাধক আসত্তির লাভ করিতে না পারায় তাহার অংশভূত (আকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তক) বাক্যান্তরের কল্পক হইয়া থাকে। অতএব ইহাই সেই প্রমাণের একদেশবিষয়ক শ্রুতার্থাপত্তি। [অর্থাৎ দৃষ্টার্থাপত্তি প্রমেয়ের কল্পক হয়, কিন্তু শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের কল্পক হয়। কারণ—যে বাক্যটী কল্পিত হয়, তাহাও শব্দাত্মক শ্রূয়মাণ বাক্যরূপ প্রমাণের একদেশ বলিয়া শব্দাত্মক প্রমাণ।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (বাক্য হইতে বাক্যান্তরের কল্পনা না করিয়া) অর্থ হইতেই অর্থান্তরের কল্পনা করা কেন হয় না। কারণ পীনত্ব ভোজনের কার্য্য। তাহারই উপলব্ধি হইতেছে। সেই উপলভ্যমান পীনত্বরূপ কার্য্যই ধূম যেরূপ বহ্নির অনুমাপক হয়, সেরূপ স্বকারণ ভোজনের বোধক হউক। এবং সেই ভোজন বাক্যের দ্বারা কালবিশেষে (দিবসে) নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা ইতরকালীন বলিয়া অনায়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। অতএব (তাহা বুঝাইবার জন্য) বাক্যের কল্পনা করিতে কেন যাইতেছ ? কল্পিত বাক্যটীরও অর্থ অবিবক্ষিত নহে, পরন্তু তাহারও অর্থ বিবক্ষিত। সেইজন্য শব্দ-কল্পনা-পূর্ব্বক অর্থের ব্যবস্থা না করিয়া পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্থেরই কল্পনা বিধেয়। সেইরূপ কল্পনাতে কি দোষ ? যাহার জন্য ব্যবধান স্বীকার করিতেছ। [অর্থাৎ দোষ থাকিলে শব্দকল্পনাপূর্ব্বক অর্থের কল্পনা করিতে পারিতে ? বাধ্য হইয়াই এই প্রকার ব্যবধানের স্বীকার করিতে

হইত। কিন্তু যখন কোন দোষ নাই, তখন অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা বাক্যান্তরের কল্পনার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অনুমানরূপ প্রমাণের দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্থের কল্পনাই বিধেয়।]

উচ্যতে। শব্দপ্রমাণমার্গেঽস্মিন্নভিজ্ঞোঽসি বালক !
প্রমাণৈরেব ন হ্যস্য সাকাঙ্ক্ষজ্ঞানকারিণঃ ॥
পুরোঽবস্থিত-বস্ত্বংশ *-দর্শনপ্রাপ্তিনির্বৃতি।
প্রত্যক্ষাদি যথা মানং ন তথা শাব্দমিষ্যতে ॥
বাক্যার্থে হি সমগ্রাঙ্গপরিপূরণসুস্থিতে।
† নাভিধায় ধিয়ং নাস্য ব্যাপারঃ পর্য্যবস্যতি ॥
তাবন্তং বোধমাধায় প্রামাণ্যং লভতে বচঃ।
তদর্থবাচকত্বাচ্চ তদ্ বাক্যং বাক্যমিষ্যতে ॥
শব্দৈকদেশশ্রুত্যাঽতস্তদংশপরিপূরণম্।
কল্প্যং প্রথমমর্থস্য কুতস্তেন বিনা গতিঃ ॥
প্রায়ঃ শ্রুতার্থাপত্ত্যা চ বেদঃ কার্য্যেষু পূর্য্যতে।
তত্রার্থঃ কল্প্যমানস্তু ন ভবেদেব বৈদিকঃ ॥
যো মন্ত্রৈরষ্টকালিঙ্গৈস্তদ্বিধিঃ পরিকল্প্যতে।
শ্রুতিলিঙ্গাদিভির্যা চ কল্প্যতে বিনিযোজিকা ॥
বিশ্বজিত্যধিকারশ্চ যাগকর্ত্তব্যতাশ্রুতেঃ।
উৎপত্তিবাক্যং সৌর্য্যাদাবধিকারবিধিশ্রুতেঃ ॥

অনুবাদ

এতদুত্তরে বলা হইতেছে। (এখানে বক্তা অর্থাপত্তিপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসক।) হে বালক, তুমি এই দুর্ব্বোধ্য শব্দপ্রমাণপথের অনভিজ্ঞ। [অর্থাৎ তুমি এই জটিল শব্দরূপ প্রমাণের রীতিনীতি কিছুই জান না।]

* পুরোঽবস্থিতবস্ত্বংশেতি মূলে পাঠঃ।

† অভিধায় ধিয়ং নাস্তেতি পাঠঃ সমীচীনতয়া ন প্রতিভাতি মে।

যে শব্দের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, সেরূপ শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সাকাঙ্ক্ষ, সুতরাং তাদৃশ শব্দ প্রমাণ নহে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। [অর্থাৎ যাদৃশ স্থলে শ্রূয়মাণ শব্দ সাকাঙ্ক্ষ, তাদৃশ স্থলে তদুৎপন্ন জ্ঞানও সাকাঙ্ক্ষ, এরূপ স্থলে শব্দের পূরণ না করিলে * ঐ সাকাঙ্ক্ষ শব্দ প্রমাণ হয় না।] যেরূপ চাক্ষুষাদি সন্নিকৃষ্ট বস্তুর একাংশ-জ্ঞাপন-দ্বারাও কৃতকৃত্য হয় বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে, (সম্পূর্ণভাবে অর্থ-প্রতিপত্তি করাইতে না পারিলে) শব্দ সেরূপ ভাবে প্রমাণ হইতে পারে না। [অর্থাৎ শব্দবিষয়ক আকাঙ্ক্ষার নিরাসপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হইলে শব্দ প্রমাণ হইতে পারে।] কারণ—বাক্যের সমগ্র অংশের সর্ব্বতোভাবে পূরণ-দ্বারা পূর্ণ বাক্যার্থের জ্ঞান সম্পাদন না করিয়া শব্দ কৃতকৃত্য হয় না। [অর্থাৎ শব্দ যতক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না, এবং সম্পূর্ণ কার্য্যের সাধন না করা পর্য্যন্ত শব্দ স্বকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।] বাক্য সেই সম্পূর্ণবোধ সম্পাদন করিয়া প্রামাণ্য লাভ করে। এবং সেই সম্পূর্ণ অর্থের বাচক হওয়ায় সেই বাক্যকে বাক্য বলা হয়। [অর্থাৎ সেই বাক্যই বাক্য যাহা নিরাকাঙ্ক্ষ-ভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ।]

অতএব প্রথমে বাক্যের একদেশশ্রবণ-দ্বারা বাক্যের অশ্রূয়মাণ অংশের পূরণ কল্পনীয়। তদ্ব্যতিরেকে অর্থের সঙ্গতি কেমন করিয়া হইতে পারে? এবং প্রায়ই বেদবিহিত অনেককর্ম্মের স্থলে শ্রুতার্থাপত্তিরূপ-প্রমাণ-দ্বারা বেদের পূরণ করিতে হয়। কিন্তু সেইরূপ ক্ষেত্রে বেদাংশ-শব্দের কল্পনা না করিয়া অর্থের কল্পনা করিলে ঐ অর্থ শব্দাত্মকবেদ-প্রতিপাদ্য না হওয়ায় ঐ অর্থে বৈদিকত্বের হানি হয়। অষ্টকাজ্ঞাপক শ্রূয়মাণমন্ত্রের দ্বারা অষ্টকা-বোধক যে বিধিবাক্য কল্পিত হয়, এবং শ্রুতিলিঙ্গাদিদ্বারা যে বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি কল্পিত হয়। এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের কর্ত্তব্যতাবিধায়ক-শ্রুতি হইতে যে উক্ত যজ্ঞের

* শব্দ-সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা শব্দের পূরণ-ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না। অতএব শ্রুতার্থাপত্তি-স্থলে শব্দের কল্পনাব্যতীত শব্দের পূরণ হয় না। সুতরাং অর্থাপত্তিদ্বারা শব্দের কল্পনা করিতে হয়। 'শাব্দী হ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্য্যতে।' এই নিয়ম অনুসারে ঐ ব্যবস্থা করিতে হয়।

অধিকারী কল্পিত হয়। [অর্থাৎ 'বিশ্বজিতা যজেত' এই প্রকার বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক শ্রুতি থাকায়, কিন্তু ঐ শ্রুতিতে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অধিকারিবোধক পদ না থাকায় অথচ অধিকারিবোধক পদ না থাকিলে সম্পূর্ণভাবে অর্থবোধের অনুপপত্তি হয় বলিয়া 'স্বর্গকামঃ' এই প্রকার অধিকারীর বোধক পদের নির্দ্দেশদ্বারা অধিকারবিধির * মর্য্যাদা যে অক্ষুণ্ণ হয়।]

'সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ।' ইত্যাদি বাক্য-স্থলে অধিকার-বিধিবোধক বাক্যের শ্রবণবশতঃ উৎপত্তি-বিধি†-বোধক বাক্যের যে কল্পনা হয়।

ঐন্দ্রাগ্নাদি-বিকারেষু কার্য্যমাত্রোপদেশতঃ।
যশ্চ প্রকৃতিবদ্ভাবো বিধ্যন্ত উপপাদ্যতে॥

* কর্ম্মজন্যফল-স্বাম্যবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ। কর্ম্মজন্যফলস্বাম্যঞ্চ কর্ম্মজন্যফলভোক্তৃত্বম্। স্বর্গমুদ্দিশ্য যাগং বিদধতাঽনেন স্বর্গকামস্য যাগজন্যফলভোক্তৃত্বং প্রতিপাদ্যতে। ইত্যর্থসংগ্রহঃ।

† দ্রব্য-দেবতাস্বরূপবোধকো বিধিরুৎপত্তিবিধিঃ। জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর-গ্রন্থে দশমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে দশমাধিকরণে চরু-শব্দস্যার্থসংশয়ানন্তরমর্থনির্ণয়েন প্রদেয়-দ্রব্য-স্বরূপনির্ণয়াদুৎপত্তিবিধিঃ সমর্থ্যতে। যথা—আগ্নেয় ইতি দেবতাতদ্ধিতসংযুক্তঃ পুরোডাশঃ প্রদেয়-দ্রব্যম্, তথা সৌর্য্যমিত্যত্রাপি দেবতা-তদ্ধিত-যোগেন চরোঃ প্রদেয়দ্রব্যত্বমবধার্য্যতে। তাদৃশ-দ্রব্যঞ্চ ওদন-বিশেষরূপম্। অতএব মাধবাচার্য্যেণ ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গেনোক্তং সত্যোদন-বাচিত্বে 'সৌর্য্যম্' ইতি তদ্ধিতোঽপ্যুপপদ্যতে।' ইতি। জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তর-গ্রন্থে দশমাধ্যায়স্য প্রথম-পাদগত-দশমাধিকরণঞ্চ—

সৌর্য্যে চরৌ চরুঃ স্থালী কিং বান্নং লৌকিকোক্তিতঃ।
স্থাল্যাস্থাং শ্রপণং যোগ্যাং কপাল-বিকৃতিস্ততঃ॥
বিষদ্ভূতি-প্রসিদ্ধ্যাঽন্নং দেবতাতদ্ধিতোক্তিতঃ।
যোগ্যত্বেন প্রদেয়ং তৎ পুরোডাশহবির্যথা॥

ব্যাখ্যানঞ্চ—"সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" ইত্যাদি বাক্যে চরুশব্দঃ কিং স্থালীং বক্তি, উত ওদনমিতি সন্দেহঃ। তত্র লৌকিকাঃ চরুশব্দমন্নে পাত্রে পাকাদিকরণে স্থাল্যাদিষয়ে প্রযুঞ্জতে। নিঘণ্টুকারাশ্চ—"উখা স্থালী চরুঃ" ইত্যেতান্ শব্দান্ পর্য্যায়ত্বেনোপদিশন্তি। তস্মাৎ চরুশব্দঃ স্থালীং বক্তি। যদি তস্যা অদনীয়ত্বা-ভাবেন পুরোডাশবৎ প্রদানযোগ্যতা ন স্যাৎ তর্হি মা ভূৎ পুরোডাশবিকৃতিত্বম্। কপাল-বিকৃতিত্বং ভবিষ্যতি শ্রপণ-যোগ্যতায়াঃ সদ্ভাবাৎ। যথা—কপালেষু হবিঃ শ্রপ্যতে, তথা স্থাল্যামপি শ্রপয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ চরুঃ স্থালী। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অন্নমেব চরুশব্দেনোচ্যতে। কুতঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ" ইতি বিধায় তদ্বাক্যশেষে হি "অদিতিমোদনেন" ইত্যোদনশব্দেন চরুরনূদ্যতে।

তদেবমাদৌ সম্বন্ধ-গ্রহণানুপপত্তিতঃ।
শ্রুতার্থাপত্তিরেবৈষা নিঃসপত্নং বিজৃম্ভতে॥
তয়া শ্রুত্যৈকদেশশ্চ সর্ব্বত্র পরিকল্প্যতে।
অর্থকল্পনপক্ষে তু ন স্যাদ্ বেদৈকগম্যতা॥
ইত্যর্থাপত্তিরুক্তৈষা ষট্প্রমাণ-সমুদ্ভবা।
এষা বিচার্য্যমাণা তু ভিদ্যতে নানুমানতঃ॥
প্রতিবন্ধাদ্ বিনা বস্তু ন বস্ত্বন্তরবোধকম্।
যৎকিঞ্চিদর্থমালোক্য ন চ কশ্চিৎ প্রতীয়তে॥
প্রতিবন্ধোঽপি নাজ্ঞাতঃ প্রযাতি মতিহেতুতাম্।
ন সদ্যোজাতবালাদেরুদ্ভবন্তি তথা ধিয়ঃ॥
ন বিশেষাত্মনা যত্র সম্বন্ধজ্ঞানসম্ভবঃ।
তত্রাপ্যস্ত্যেব সামান্যরূপেণ তদুপগ্রহঃ॥

অনুবাদ

*ঐন্দ্রাগ্নাদি † বিকৃতি-কর্ম্মস্থলে কার্য্যমাত্রের উপদেশ-বাক্য হইতে ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ে যে ‡প্রকৃতিভূতকর্ম্মসাদৃশ্যের বোধক বাক্যের কল্পনা হয়। [অর্থাৎ ইতি-কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য শব্দের দ্বারা প্রধান-কর্ম্ম-সাদৃশ্যের উপদেশ করিতে হয়। তদ্ব্যতিরেকে ঐন্দ্রাগ্নাদি কর্ম্মকে বিকৃতি-কর্ম্ম বলিয়া উপদেশও অনুপপন্ন হয়।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, এই সকল স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণ সম্ভবপর নহে বলিয়া এই শ্রুতার্থাপত্তিই অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং সেই শ্রুতার্থাপত্তিদ্বারা সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণবাক্যের অংশভূত অশ্রূয়মাণশব্দের কল্পনা করা হয়।

কিন্তু শব্দকল্পনার পরিবর্ত্তে অর্থকল্পনা স্বীকার করিলে সেই অর্থটী একমাত্রবেদবোধ্য হইতে পারে না। [অর্থাৎ সেই কল্পিত অর্থের পক্ষে

* ঐন্দ্রাগ্নাদৌ সৌমিকঃ প্রাদৈষ্টিকো বা ধর্ম্মোঽস্তিহ।
সম্ভবাদৈষ্টিকোঽন্ত্যোঽত্র স্যাৎ কপালাদি-লিঙ্গতঃ॥ ন্যায়মালা—অঃ ৮, পাঃ ১, অঃ ৪

† আতিদেশিকেতিকর্ত্তব্যতাকত্বম্ বিকৃতিত্বম্। ইতি ন্যায়প্রকাশ-টীকা।

‡ চোদকাদ্ যজ্ঞাঙ্গপ্রাপ্তিত্বং কর্ম্ম প্রকৃতিশব্দেন বিবক্ষিতম্। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ, পত্রাঙ্কঃ ৭২।
তেন প্রাথমিকবিধি প্রতিপাদিত-সমগ্রেতিকর্ত্তব্যতাকত্বং প্রকৃতিত্বমিতি ফলিতম্। ইতি ন্যায়-প্রকাশটীকা।

প্রমাণরাজ বেদের সহায়তা পাওয়া যায় না।] অতএব ষট্-প্রমাণ-মূলক এই অর্থাপত্তিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। (ইহাই মীমাংসকগণের মত।) কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অর্থাপত্তির স্বতন্ত্র-প্রমাণতা রক্ষা করা যায় না; ইহা অনুমান হইতে ভিন্ন হয় না, এবং ব্যাপ্তি-ব্যতিরেকে একটা বস্তু অপর বস্তুর সাধক হইতে পারে না, ব্যাপ্তিও অজ্ঞাত থাকিয়া অনুমিতির কারণ হয় না। সদ্যোজাত বালকদিগের তথাকথিত-ভাবে অর্থাপত্তি ঘটে না। যে স্থলে বিশেষরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব তাদৃশস্থলেও সামান্যভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। [অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুদের বিশেষরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলেও সামান্যরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে অর্থাপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলেও অনুমান সম্ভব।]

অপি চ তেন বিনা নোপপদ্যতে ইতি চ ব্যতিরেকভণিতিরিয়ং ব্যতিরেকশ্চ প্রতীতঃ তস্মিন্ সত্যুপপদ্যতে ইত্যন্বয়মাক্ষিপতি। অন্বয়ব্যতিরেকৌ চ গমকস্য লিঙ্গস্য ধর্ম্ম ইতি কথমর্থাপত্তির্নানুমানম্। কেবলব্যতিরেকী হেতুরন্বয়মূল এব গমক ইতি বক্ষ্যামঃ। যাশ্চ প্রত্যক্ষাদিপূর্ব্বিকাঃ শক্তি-কল্পনায়ামর্থাপত্তয় উদাহৃতাঃ তাশ্চ শক্তেরতীন্দ্রিয়ায়া অভাবাদ্ নির্বিষয়া এব।

স্বরূপাদুদ্ভবৎ কার্য্যং সহকার্য্যুপবৃংহিতাৎ।
ন হি কল্পয়িতুং শক্তং শক্তিমন্যামতীন্দ্রিয়াম্॥

অনুবাদ

আরও একটী কথা এই যে, তাহার অভাবে অনুপপন্ন হয় ইহা আবার ব্যতিরেকের কথা, এবং ব্যতিরেক প্রতীত হইয়া অন্বয়ের অনুমাপক হইয়া থাকে, এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুমাপক লিঙ্গের ধর্ম্ম। [অর্থাৎ যেখানে তদসত্ত্বে তদসত্তারূপ ব্যতিরেক থাকিবে, সেখানে তৎসত্ত্বে তৎসত্তারূপ অন্বয়ও থাকিবে, এই প্রকার নিয়ম আছে। সুতরাং যেহেতু সাধ্যের সাধক হয়, তাহাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। অতএব অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্গত হইবে না কেন?] যাহা কেবল ব্যতিরেকী হেতু, তাহাতেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান করিতে হইবে। তাহার পর সেই হেতু

সাধ্যের সাধক হয়, এই কথা পরে বলিব। এবং প্রত্যক্ষাদিষড়্‌বিধপ্রমাণ-মূলক যে সকল অর্থাপত্তিকে শক্তিরূপ প্রমেয়ের পক্ষে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছ, তাহারা আবার অতীন্দ্রিয় শক্তির মিথ্যাত্বনিবন্ধন প্রমেয়হীনই হইয়া পড়িতেছে। কারণ—সহকারী কারণের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রধান কারণ হইতে উৎপদ্যমান হয় বলিয়া কার্য্য নিজ নিজ কারণ হইতে অতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির সাধনে সমর্থ নহে।

নন্নু শক্তিমন্তরেণ কারকমেব ন ভবেৎ। যথা পাদপং ছেত্তুমনসা পরশুরুদ্যম্যতে, তথা পাদুকাদ্যপ্যুদ্যম্যেত, শক্তেরনভ্যুপগমে হি দ্রব্য-স্বরূপাবিশেষাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বদা কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। তথা হি বিষদহন-যোর্মারণে দাহে চ শক্তাবনিষ্যমাণায়াং মন্ত্রপ্রতিবন্ধায়াং স্বরূপপ্রত্যভিজ্ঞায়াং সত্যামপি কার্য্যোদাসীন্যং যদ্ দৃশ্যতে, তত্র কা যুক্তিঃ, ন হি মন্ত্রেণ স্বরূপ-সহকারিসান্নিধ্যং প্রতিবধ্যতে। তস্য প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। শক্তিস্তু প্রতিবধ্যতে ইতি সত্যপি স্বরূপে সৎস্বপি সহকারিষু কার্য্যানুৎপাদো যুক্তঃ। কিঞ্চ সেবাদ্যর্জ্জনাদিসাম্যেঽপি ফলবৈচিত্র্যদর্শনাদতীন্দ্রিয়ং কিমপি কারণং কল্পিতমেব ধর্ম্মাদি ভবদ্ভিঃ, অতঃ শক্তিরতীন্দ্রিয়া তথাঽভ্যুপগম্যতামিতি।

অনুবাদ

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শক্তিস্বীকারব্যতিরেকে কারকই হয় না। [অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার অনুকূলশক্তিশালী, তাহাই কারক হইয়া থাকে। সুতরাং শক্তিস্বীকার না করিলে কারকত্বই থাকে না।] যেরূপ বৃক্ষচ্ছেদনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কুঠারের উত্তোলন করে, তদ্রূপ পাদুকাদিরও উত্তোলন করা উচিত। কারণ—শক্তি স্বীকার না করিলে দ্রব্যের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য না থাকায় সকল বস্তু হইতে সকল সময়ে সকল কার্য্যের আপত্তি হয়। তাহারই সমর্থন করিতেছি। বিষপান করিলে মৃত্যু হয়, এবং গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিলে গৃহদাহ হয়; উক্ত মৃত্যু এবং দাহক্রিয়ার কারণের অনুসন্ধান করিলে ইহা বুঝা যায় যে, বিষ এবং অগ্নিগত শক্তিই তাহার কারণ। কিন্তু মন্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা ঐ শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইলে সেই সময়ে তৎ তৎ শক্তির আশ্রয়ীভূত বিষ এবং অগ্নির স্বরূপগত কোন

পরিবর্ত্তন না হইলেও সেই বিষ এবং অগ্নি জীবন-নাশ ও দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না যে দেখা যায়, সেই পক্ষে কি যুক্তি? [অর্থাৎ শক্তিস্বীকার ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না] কারণ—মন্ত্রের দ্বারা তৎ তৎ দ্রব্যের স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির যোগ প্রতিবদ্ধ হয় না। কারণ—তৎকালে বিষাদির স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির যোগ পূর্ব্বভাবেই প্রতীয়মান থাকে। কিন্তু (মন্ত্রের দ্বারা) বিষগত জীবননাশিনী শক্তি এবং বহ্নিগত দাহিকা শক্তি প্রতিবদ্ধ হয় বলিয়া বিষাদিগত স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলি থাকিলেও কার্য্যের অনুৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। আরও একটী কথা—সেবাদি এবং উপার্জ্জনাদির তুল্যতা থাকিলেও সুখরূপফলগত পার্থক্য দেখা যায় বলিয়া তোমরা ধর্ম্মাদিকে অতীন্দ্রিয় কিছু কারণ কল্পনা করিতে ত্রুটী কর নাই। অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তিকে সেই ভাবে কারণ স্বীকার কর। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা।

তদেতদনুপপন্নম্। যৎ তাবদুপাদাননিয়মাদিত্যুক্তম্। তত্রোচ্যতে। ন হি বয়মদ্য কিঞ্চিদভিনবং ভাবানাং কার্য্যকারণভাবমুত্থাপয়িতুং শক্নুমঃ। কিন্তু যথাপ্রবৃত্তমনুসরন্তো ব্যবহরামঃ। ন হ্যস্মদিচ্ছয়া আপঃ শীতং শময়ন্তি কৃশানুর্ব্বা পিপাসাম্। তত্র চ্ছেদনাদাবন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বৃদ্ধব্যবহারাদ্বা পরশ্বধাদেরেব কারণত্বমধ্যবগচ্ছাম ইতি তদেব তদর্থিন উপাদদ্মহে ন পাদুকাদীতি।

অনুবাদ

এই মতটী যুক্তিবিরুদ্ধ। গ্রহণে নিয়ম থাকিবার জন্য এই কথা যে বলিয়াছ, [অর্থাৎ ছেদনকালে কুঠারাদির গ্রহণ করা হয়, কিন্তু পাদুকাদির গ্রহণ করা হয় না, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কুঠারাদিতে ছেদনের অনুকূল শক্তি আছে। তাদৃশ শক্তি পাদুকাদিতে নাই. এইজন্য ছেদনকালে পাদুকাদির গ্রহণ করা হয় না। এই কথা যে বলিয়াছ] সেই পক্ষে বলিতেছি। আমরা এখন ভাবপদার্থসম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন কার্য্য-কারণভাবের উত্থাপনে সক্ষম নহি। কিন্তু চিরাগত কার্য্যকারণভাবের অনুসরণ করিয়া ব্যবহার করিতেছি মাত্র। [অর্থাৎ আমরা এই

কার্য্যকারণভাবের আবিষ্কর্তা নহি।] কারণ—আমাদের ইচ্ছায় জল শীতনিবারক বা অগ্নি পিপাসানিবারক হয় না। [অর্থাৎ জলের পিপাসা-নিবৃত্তির পক্ষে বা অগ্নির শীতনিবৃত্তির পক্ষে যে কারণতা আছে, আমাদের ইচ্ছায় তাহার পরিবর্ত্তে অন্যের কারণতা ঘটিতে পারে না।] সেই ছেদনাদির পক্ষে অন্বয়ব্যতিরেক হইতে বা বৃদ্ধব্যবহার হইতে কেবলমাত্র কুঠারাদির কারণতা জানিতে পারিতেছি। অতএব ছেদনার্থী কুঠারাদিকেই গ্রহণ করে, পাদুকাদিকে গ্রহণ করে না. এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা।

ন চ পরশ্বধাদেঃ স্বরূপসন্নিধানে সত্যপি সর্ব্বদা কার্য্যোদয়ঃ, স্বরূপবৎ সহকারিণামপ্যপেক্ষণীয়ত্বাৎ সহকার্য্যাদিসন্নিধানস্ত সর্ব্বদাঽনুপপত্তেঃ। সহকারিবর্গে চ * ধর্ম্মাদিকমপি নিপততি, তদপেক্ষে চ কার্য্যোৎপাদে কথং সর্ব্বদা তৎসম্ভবঃ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োশ্চ কার্য্যবৈচিত্র্যবলেন † কল্পনম-পরিহার্য্যম্। তয়োশ্চ ন শক্তিত্বাদতীন্দ্রিয়ত্বম্। অপি তু স্বরূপমহিম্নৈব মনঃপরমাণ্বাদিবৎ।

অনুবাদ

এবং (মুখ্য কারণ) কুঠারাদির অবিকৃত ভাব থাকিলেও ছেদনাদি-রূপ স্বীয় কার্য্যের নিয়ত-প্রসক্তি নাই। কারণ—ছেদনাদি-কার্য্যে অবিকৃত কুঠারাদি যেরূপ অপেক্ষিত, সেরূপ সহকারী কারণগুলিও অপেক্ষিত থাকে। ঐ সহকারী কারণগুলির সহিত মুখ্য কারণের যোগ সর্ব্বদা ঘটে না। কারণ—ঐ সহকারী কারণগুলির মধ্যে অদৃষ্টও অন্তর্ভুক্ত এবং কার্য্যমাত্রের উৎপত্তি সেই অদৃষ্টের সাপেক্ষ বলিয়া কেমন করিয়া সর্ব্বদা কার্য্যের আপত্তি হইতে পারে? [অর্থাৎ অদৃষ্ট ফলোন্মুখ না হইলে কার্য্য হয় না।] কার্য্যবৈচিত্র্য রক্ষা করিতে গেলে অদৃষ্টকে অবশ্যই কারণ বলিতে হইবে। এবং সেই অদৃষ্ট শক্তি বলিয়া অতীন্দ্রিয় নহে, পরন্তু মন এবং পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় তাহা স্বভাবতঃই অতীন্দ্রিয়।

* তো হেতৌ।

† বৈচিত্র্যকার্য্যবলেন ইতি মূলে পাঠঃ।

যদপি বিষদহনসন্নিধানে সত্যপি মন্ত্রপ্রয়োগাৎ তৎকার্য্যাদর্শনং তদপি ন শক্তিপ্রতিবন্ধননিবন্ধনমপি তু সামগ্র্যন্তরানুপ্রবেশহেতুকম্। নমু মন্ত্রিণা প্রবিশতা তত্র কিং কৃতম্? ন কিঞ্চিৎ কৃতম্। সামগ্র্যন্তরং তু সম্পাদিতম্, কাচিদ্ধি সামগ্রী কস্যচিৎ কার্য্যস্য হেতুঃ। স্বরূপং তদবস্থমেবেতি চেৎ। যদ্যেবমভক্ষিতমপি বিষং কথং ন হন্যাৎ?

অনুবাদ

বিষ এবং অগ্নি থাকিলেও প্রতিকূল মন্ত্রের প্রয়োগদ্বারা বিষকার্য্য জীবননাশ এবং অগ্নিকার্য্য দাহের যে অদর্শন, তাহাও বিষগত এবং অগ্নিগত শক্তির প্রতিরোধনিমিত্তক নহে, পরন্তু (প্রতিকূল মন্ত্রের অভাবটীও) জীবননাশসামগ্রী এবং দাহসামগ্রীর অন্তর্গতত্বহেতুক। [অর্থাৎ প্রতিকূল মন্ত্রের অভাবও কথিত সহকারী কারণ-সমূহের অন্তর্গত বলিয়া মন্ত্রপ্রয়োগকালে ঐ অভাব না থাকায় কথিত কারণ-সমূহ কার্য্যের প্রাক্‌কালে অনুপস্থিত। সুতরাং বিষক্রিয়া ও অগ্নিক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ।] আচ্ছা ভাল কথা—এখন বক্তব্য এই যে, মন্ত্রপ্রয়োগ-কারী মন্ত্রপ্রয়োগদ্বারা যদি বিষাদিগত শক্তির প্রতিরোধ না করিল তবে সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রপ্রয়োগ করিয়া কি করিল? তদুত্তরে নৈয়ায়িকের বক্তব্য এই যে, মন্ত্রপ্রয়োগকারী কিছুই করে নাই, কিন্তু কেবলমাত্র সামগ্রীর পরিবর্ত্তন করিল। [অর্থাৎ মন্ত্রপ্রয়োগ করায় অন্যতম কারণ মন্ত্রাভাবকে নিবৃত্ত করায় অন্যান্য সহকারী কারণকে দুর্ব্বল করিয়া দিল।] কারণ—কার্য্যবিশেষের সামগ্রীবিশেষ কারণ। [অর্থাৎ কতকগুলি কারণ একত্র হইলেই কার্য্য হয় না, সমগ্র কারণগুলি একত্র হইলেই কার্য্য হয়।] যদি বল যে, (মন্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা) বিষ এবং অগ্নিতে স্বরূপগত কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না হওয়ায় কার্য্য হইল না কেন? তাহাও বলিতে পার না। যদি এই কথা বল, তাহা হইলে অভক্ষিত হইলেও বিষ জীবন নাশ করে না কেন?

তত্রাত্মসংযোগাদ্যপেক্ষণীয়মস্তীতি চেন্মন্ত্রাভাবোঽপ্যপেক্ষ্যতাম্। দিবা-করণকালে ধর্ম্ম ইব মন্ত্রোঽপ্যনুপ্রবিষ্টঃ কার্য্যং প্রতিহন্তি। শক্তিপক্ষেঽপি

বা মন্ত্রস্ত কো ব্যাপারঃ? মন্ত্রেণ হি শক্তের্নাশো বা ক্রিয়তে প্রতিবন্ধো বা? ন তাবন্নাশঃ। মন্ত্রাপগমে পুনস্তৎকার্য্যদর্শনাৎ। প্রতিবন্ধস্তু স্বরূপস্যৈব শক্তেরিবাস্তু।

অনুবাদ

সেই কার্য্যে (জীবন-নাশ রূপ কার্য্যে) সংযোগাদি বিষের অপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। [অর্থাৎ রসনার সহিত সংযোগাদিও সহকারী কারণ।] এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, মন্ত্রাভাবকেও (সহকারী কারণরূপে) অপেক্ষা করুক। শপথ-ক্রিয়াকালে ধর্ম্মের ন্যায় মন্ত্রও অলক্ষিতভাবে থাকিয়া (বিষাদি-ক্রিয়ার) প্রতিরোধক হয়। [অর্থাৎ কোন পাপকার্য্য কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি শপথ করেন যে, আমি যদি এই কর্ম্ম করিয়া থাকি তবে আমার পুত্র মরিবে ইত্যাদি-রূপ। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ঐ শপথ-ক্রিয়ার বিষয়ীভূত পুত্রনাশের প্রতিরোধক হয়। সেরূপ মন্ত্রও প্রযুক্ত হইয়া অলক্ষিতভাবে বিষাদি-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যাহার অভাব কারণ, তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে।] শক্তিপক্ষেই বা মন্ত্রের কি কার্য্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। [অর্থাৎ শক্তিপক্ষে মন্ত্রের কোন কার্য্য দেখা যায় না।] কারণ—মন্ত্র বিষাদিগত শক্তির নাশ করে কিংবা ব্যাঘাত করে? বিষাদিগত শক্তির নাশ করে, এই কথা বলিতে পার না; কারণ—মন্ত্রের উচ্চারণ-ক্রিয়া নষ্ট হইলে পুনরায় তাহার কার্য্য দেখা যায়। [অর্থাৎ উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা যদি শক্তি নষ্ট হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ-ক্রিয়ানাশের পরও বিষাদি শক্তিহীন হইয়াই থাকিত। শক্তির উৎপাদক কারণ না ঘটিলে নষ্টশক্তি পুনরুদ্ভূত হইতে পারিত না। কিন্তু সেই সময়েও বিষাদি-ব্যবহারে অনর্থ ঘটে ইহা দেখা যায়।] কিন্তু প্রতিবন্ধের কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, শক্তির ন্যায় কেবলমাত্র বিষাদিরই প্রতিবন্ধক হোক। [অর্থাৎ মন্ত্রকে শক্তির প্রতিবন্ধক না বলিয়া বিষাদিরই প্রতিবন্ধক বলিব।]

স্বরূপস্ত কিং জাতং কার্য্যৌদাসীন্যমিতি চেৎ তদিতরত্রাপি * সমানম্। স্বরূপমস্ত্যেব দৃশ্যমানত্বাদিতি চেচ্ছক্তিরপ্যস্তি পুনঃ কার্য্যদর্শনেনানুমীয়মানত্বাদিতি। কিঞ্চ শক্তিরভ্যুপগম্যমানা পদার্থস্বরূপবন্নিত্যাভ্যুপগম্যেত কার্য্যা বা, নিত্যত্বে সর্ব্বদা-কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। সহকার্য্যপেক্ষায়াস্তু স্বরূপস্যৈব তদপেক্ষাঽস্তু, কিং শক্ত্যা? কার্য্যত্বে তু শক্তেঃ পদার্থস্বরূপমাত্রকার্য্যত্বং বা স্যাৎ সহকার্য্যাদি-সামগ্রী-কার্য্যত্বং বা। স্বরূপমাত্রকার্য্যত্বে পুনরপি সর্ব্বদা কার্য্যোৎপাদপ্রসঙ্গঃ সর্ব্বদা শক্তেরুৎপাদাৎ। সামগ্রীকার্য্যত্বে তু কার্য্যমস্তু সামগ্র্যাঃ† কিমন্তরালবর্ত্তিন্যা শক্ত্যা। অশক্তাৎ কারকাৎ কার্য্যং ন নিষ্পদ্যতে ইতি চেচ্ছক্তিরপি কার্য্যা ‡ তদুৎপত্তাবপ্যেবং শক্ত্যন্তর-কল্পনাদনবস্থা।

অনুবাদ

বিষাদি অবিকৃত থাকিতে তাহাদের স্বকার্য্যে বৈমুখ্য কেন হইল? [অর্থাৎ মন্ত্রাদি-প্রভাবে যখন বিষাদিগত স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় নাই, স্বরূপটী সমভাবেই রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে বিষাদি স্বকার্য্য-সাধনে বিমুখ হইল?] এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা শক্তিপক্ষেও সমান।

[অর্থাৎ শক্তিরও যখন পরিবর্ত্তন হয় না, তখন সমভাবে শক্তি থাকিতেই বা তাহারা স্বকার্য্য-সাধনে বিমুখ হইল কেন?] যদি বল যে, স্বরূপ আছেই, যেহেতু স্বরূপ দেখা যায়। [অর্থাৎ শক্তি-বিরুদ্ধবাদীর মতে স্বরূপের পরিবর্ত্তন বলা চলে না, কারণ—স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইলে তাহা দেখা যাইত। যখন দেখা যায় না, তখন স্বরূপের পরিবর্ত্তন-স্বীকার অনুচিত।] এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শক্তিও আছে, কারণ—পুনরায় কার্য্য-দর্শন-দ্বারা তাহার অনুমান হইয়া থাকে। [অর্থাৎ শক্তিবাদীও শক্তি দেখা যায় না বলিয়া

* আদর্শপুস্তকে 'ইতরতোঽপি' ইতি পাঠো বর্ত্ততে।

† আদর্শপুস্তকে 'সামগ্র্যাঃ' ইত্যংশো নাস্তি।

‡ 'শক্তিরপি কার্য্যম্' ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

শক্তির পরিবর্ত্তন স্বীকার করিবার সুযোগ পাইবেন না। কারণ—শক্তির প্রত্যক্ষ না হইলেও মন্ত্রাপগমে বিষাদির পূর্ব্ববৎ কার্য্যকারিত্ব-দর্শন-দ্বারা শক্তির পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়।] এই পর্য্যন্ত শক্তি-বিরুদ্ধ-বাদ। আরও এক কথা, শক্তি মানিতে যদি হয় তাহা হইলে সেই শক্তি জাতির ন্যায় নিত্য বলিবে, বা কার্য্য বলিবে ? যদি নিত্য বল, তাহা হইলে সর্ব্বদা কার্য্যের আপত্তি হয়। কিন্তু যদি ঐ শক্তিও সহকারী কারণগুলিকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রধান কারণই সহকারী কারণগুলিকে অপেক্ষা করুক, শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি ? কিন্তু যদি ঐ শক্তিকে কার্য্য বল, তাহা হইলে ঐ শক্তি কেবল মাত্র স্বাশ্রয়ভূত একজাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য, না সহকারি প্রভৃতি কারণ-সমষ্টির কার্য্য ? কেবলমাত্র একজাতীয় স্বাশ্রয়ের কার্য্য যদি বল, পূর্ব্ববৎ সর্ব্বদা কার্য্যের আপত্তি হয়, কারণ—সর্ব্বদাই শক্তির উৎপত্তি হইতে থাকে। কিন্তু যদি সামগ্রীর কার্য্য বল, তাহা হইলে সামগ্রী হইতেই কার্য্য হোক্, মধ্যে শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি ? শক্তিহীন কারক হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, ঐ শক্তিও (কারণগত শক্তিও) কার্য্য, তাহার উৎপত্তির জন্যও শক্ত্যন্তরের কল্পনা করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা-দোষ হয়।

আহ—দৃষ্টসিদ্ধয়ে হ্যদৃষ্টং কল্প্যতে, ন তু দৃষ্টবিঘাতায়, শক্ত্যন্তর-কল্পনায়াং শক্তি-শ্রেণী-নির্ম্মাণে এব ক্ষীণত্বাৎ কারকাণাং কার্য্যবিঘাতঃ স্যাদিত্যেকৈব শক্তিঃ কল্প্যতে, তৎকুতোহনবস্থা ?

অনুবাদ

শক্তিবাদী বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষের অগোচরবস্তুস্বীকার না করিলে যেখানে দৃষ্টসিদ্ধি হয় না, সেই স্থানে প্রত্যক্ষের অগোচর বস্তু মানিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্ট পদার্থের ব্যাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে অদৃষ্টের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। বিভিন্ন শক্তির কল্পনা হইলে [অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণগত পৃথক্ পৃথক্ শক্তির কল্পনা হইলে] শক্তিসঙ্ঘের নির্ম্মাণেই কারকগুলির

দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন মুখ্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। [অর্থাৎ শক্তি-রূপ গৌণ কার্য্য করিতে করিতেই কারকগুলির সময় অতিবাহিত হইয়া পড়িবে, সুতরাং মুখ্যকার্য্যসম্পাদনের অবসরই পাইবে না।] অতএব একটীমাত্র শক্তির কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেইজন্য অনবস্থা কোথায়? [অর্থাৎ বিষাদিগতশক্তি স্বীকার করিতে গিয়া ঐ শক্তির উৎপাদকগত শক্তি এবং তাহার উৎপাদকগত শক্তি, এইরূপে শক্তি-সঙ্ঘের কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র বিষাদিগতশক্তি স্বীকার করিব। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ হইবে না।]

অত্রোচ্যতে—যদ্যদৃষ্টমন্তরেণ দৃষ্টং ন সিধ্যতি, কামমদৃষ্টং কল্প্যতাম্। অন্যথাপি তু তদুপপত্তৌ কিং তদুপকল্পনেন, দর্শিতা চান্যথাপ্যুপপত্তিঃ। কল্প্যমানমপি চাদৃষ্টং তৎ কল্প্যতাং যদনবস্থাং নাবহেত ধর্ম্মাদিবৎ। অপি চ ব্যাপারোঽপ্যতীন্দ্রিয়ঃ শক্তিবদিষ্যতে ভবদ্ভিঃ, অন্যতরকল্পনয়ৈব কার্য্যোপপত্তেঃ কিমুভয়কল্পনাগৌরবেণ। শক্তমব্যাপ্রিয়মাণং ন কারকং কারকমিতি চেৎ তচ্ছক্তং* তথেতি কথং জানামি? কার্য্যদর্শনাজ্ জ্ঞাস্যামীতি চেদ্ ব্যাপারাদেব কার্য্যং সেৎস্যতি। পাদুকাদের্ব্যাপ্রিয়মাণাদপি ন পাদপচ্ছেদো দৃশ্যতে ইতি চেৎ, প্রত্যক্ষস্তর্হি ব্যাপারো নাতীন্দ্রিয়ঃ, যতঃ কার্য্যদর্শনাৎ পূর্ব্বমপি ব্যাপ্রিয়মাণত্বং জ্ঞাতমায়ুষ্মতা।

অনুবাদ

ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। দৃষ্টির অগোচর পদার্থ না মানিলে যদি দৃষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলের জন্য দৃষ্টির অগোচর পদার্থ মানিতে হয় মানো, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাদৃশ পদার্থ না মানিলেও যদি কার্য্যহানি না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ পদার্থ-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তাদৃশ পদার্থ না মানিলেও কার্য্যহানি হয় না, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এবং যদি নিতান্ত কল্পনাই

* 'তচ্ছক্তমিতি তথে'তি পাঠো ন শোভনঃ।

করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট পদার্থের কল্পনা কর, যাহা ধর্ম্মাদির ন্যায় অনবস্থা-দোষের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। [অর্থাৎ যেরূপ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম দৃষ্টিবহির্ভূত পদার্থ হইলেও অনবস্থা-দোষ হয় না বলিয়া তাহা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অনবস্থা-দোষ না হইলে অন্য কোন অদৃষ্ট পদার্থ-স্বীকারেও কোন বাধা নাই। কিন্তু শক্তিরূপ অদৃষ্ট-পদার্থের স্বীকারে কথিত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হয় বলিয়া তাহার স্বীকারে আপত্তি আছে।] আরও এক কথা, তোমরা শক্তির ন্যায় ব্যাপার বলিয়া অপর কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ মানিয়া থাক। ঐ দুইটা অতীন্দ্রিয় পদার্থের মধ্যে একটীমাত্র অতী য় পদার্থ স্বীকার করিলেই যখন চলিতে পারে, তখন ঐ প্রকার দুইটা পদার্থ মানিয়া গৌরবস্বীকারের প্রয়োজন কি? শক্তিশালী পদার্থ ব্যাপারহীন হইলে কারক হয় না, ইহা কারক যদি হইল, তাহা হইলে তাহা শক্তিশালী এবং ব্যাপারবিশিষ্ট ইহা কেমন করিয়া জান? কার্য্যদর্শন হইতে জানিব এই কথা যদি বল তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব, কেবলমাত্র ব্যাপার হইতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। [অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন নাই।] পাদুকাদি ছেদনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষচ্ছেদনকার্য্য সিদ্ধ হয় না দেখা যায়, এই কথা যদি বল [অর্থাৎ কেবল ব্যাপারের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না, শক্তিও কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল, বৃক্ষচ্ছেদনাদি কার্য্যে পাদুকাদি ব্যাপৃত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষাদিচ্ছেদনকার্য্য সম্পন্ন হয় না, ইহা দেখা যায়। এই কথা যদি বল।] ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে ব্যাপার দৃষ্টিগোচর অতীন্দ্রিয় নহে। যেহেতু কার্য্যদর্শনের পূর্ব্বেও কার্য্যে ব্যাপৃত আছে ইহা আয়ুষ্মানের পরিজ্ঞাত। [অর্থাৎ মীমাংসক-মতে কার্য্যদ্বারা ব্যাপারের অনুমান হয়। ঐ ব্যাপার অতীন্দ্রিয়। কিন্তু পাদুকাদি-দ্বারা যখন বৃক্ষচ্ছেদন সম্পন্ন হয় না, তখন ঐ স্থলে ছেদনরূপ কার্য্য না থাকায় পাদুকাদিগত ব্যাপারের অনুমান অসম্ভব। অথচ তোমরা পাদুকাদি ছেদনাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু শক্তির অভাবে তাহারা উক্ত কার্য্যে সমর্থ হইল না, ইহা বুঝিলে কেমন করিয়া? পাদুকাদিগত ব্যাপারের প্রত্যক্ষ ব্যতীত পাদুকাদি উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত

ইহা জানিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং পাচকাদিগত ব্যাপারকে প্রমাণিত করিতে হইলে ঐ ব্যাপারকে প্রত্যক্ষের গোচর বলিতে হইবে।]

কার্য্যানুমেয়ো হি ব্যাপারঃ কার্য্যং বিনা ন জ্ঞায়েতৈব। কার্য্যং ত্বন্য-তরস্মাদপি ঘটমানং নোভয়ং কল্পয়িতুং প্রভবতীত্যলং প্রসঙ্গেন, প্রকৃত-মনুসরামঃ। তস্মাদতীন্দ্রিয়ায়াঃ শক্তেরভাবান্নির্বিষয়া যথোদাহৃতাস্তা অর্থাপত্তয়ঃ। ভবন্ত্যপি বা শক্তিরতীন্দ্রিয়ানুমানস্যৈব বিষয়ঃ কার্য্য-কারণ-পূর্ব্বকত্বেন ব্যাপ্তিগ্রহণাৎ স্বরূপমাত্রস্য চ কারণত্বানির্ব্বহণাদধিকং কিমপ্যনুমাস্যতে সা শক্তিরিতি।

অনুবাদ

(ইষ্টাপত্তিও বলিতে পার না) ব্যাপারকে কার্য্যের দ্বারা অনুমান করিতে হয়, অতএব কার্য্যব্যতিরেকে তাহা জানা যায় না, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কার্য্য ব্যাপার এবং শক্তি এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী হইতে হইতে পারে বলিয়া উভয়ের অনুমাপক হইতে পারে না। আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃতবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অতীন্দ্রিয় শক্তি বলিয়া কোন বস্তু না থাকায় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে সকল অর্থাপত্তির উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা নিরবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। যদি বা অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকে, তাহা হইলেও সেই শক্তি একমাত্র অনুমানের বিষয়; কারণ—কার্য্য-কারণ-ভাবমূলক ব্যাপ্তিগ্রহণ হইয়া থাকে। স্বরূপমাত্রের কারণত্ব-নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুর অনুমান করিতে হইবে, তাহা শক্তি। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

শব্দনিত্যত্বসিদ্ধৌ তু যাঽর্থাপত্তিরুদাহৃতা।
তস্যাঃ শব্দপরীক্ষায়াং সমাধিরভিধাস্যতে॥

অভাবপূর্ব্বিকাপ্যর্থাপত্তিরনুমানমেব। জীবতো গৃহাভাবেন লিঙ্গ-ভূতেন বহির্ভাবাবগমাৎ। চৈত্রস্য গৃহাভাবো ধর্ম্মী বহির্ভাবেন তদ্বানিতি

সাধ্যো ধর্ম্মঃ, জীবন্মনুষ্যগৃহাভাবত্বাৎ পূর্ব্বোপলব্ধৈবংবিধ-গৃহাভাববৎ। যথা ধর্ম্মী বহ্নিমানিতি সাধ্যোঽর্থঃ ধূমত্বাৎ পূর্ব্বোপলব্ধ-ধূমবদিতি। অতশ্চ গৃহাদীনাং লিঙ্গত্বাশঙ্কনমপাকরণকাড়ম্বরমাত্রম্।

অনুবাদ

শব্দের নিত্যত্বসাধনের জন্য যে অর্থাপত্তির কথা বলিয়াছ, যখন শব্দের বিচার করিব তখন তাহার খণ্ডন করিব। অভাবমূলক অর্থাপত্তিও অনুমান-মধ্যে গণনীয়। কারণ—জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব-দ্বারা বহির্দেশে অবস্থান জানা যায়। জীবিত চৈত্রের স্বীয় গৃহে অনবস্থান পক্ষ, সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে বহির্দেশে অবস্থান সাধ্য, জীবিত ব্যক্তির গৃহে অনবস্থানত্ব হেতু। পূর্ব্বে যত জীবিত ব্যক্তির গৃহে অনবস্থান দেখিয়াছি, তাহা বহির্দেশে অবস্থানের নিয়ত-সহচরও দেখিয়াছি। ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ধূম পক্ষ, সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য, ধূমত্ব হেতু। যে ধূমের সহিত বহ্নির সামানাধিকরণ্য পরিজ্ঞাত, এতাদৃশ ধূম সপক্ষ। এই পর্য্যন্ত আমার কথা। অতএব পূর্ব্বে যে অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে অতিরিক্ত করিবার জন্য গৃহাদির হেতুত্বের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন তাহা বৃথা আড়ম্বর। [অর্থাৎ পূর্ব্ব-প্রদর্শিত অনুমান-রীতি জঘন্য, তাহার প্রতিষেধ করিয়া অর্থাপত্তি রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত রীতিটী যদি একমাত্র পথ হইত, তবে তাহার প্রতিষেধে অর্থাপত্তি-রক্ষা সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা অসৎ পথ, তাহার প্রতিষেধে অনুমানের সত্যপথ প্রতিরুদ্ধ হয় না।]

যৎ পুনঃ প্রমেয়ানুপ্রবেশদূষণমভাধায়ি, তদপি ন সাম্প্রতম্। কিং প্রমেয়মভিমতমত্রভবতাম্ ?, কিং সত্তামাত্রমুত বহির্দেশবিশেষিতং সত্ত্বম্ ?। সত্তামাত্রং তাবদাগমাদেবাবগতমিতি ন প্রমাণান্তরপ্রমেয়তামবলম্বতে। বহির্দেশবিশেষিতং তু সত্ত্বং ভবতি প্রমেয়ম্, তস্য তু তদানীমনুপ্রবেশঃ কুতস্ত্যঃ ? গৃহাভাবগ্রাহকং হি প্রমাণং গৃহ এব সদুপলম্ভক-প্রমাণাবকাশমপাকরোতি ন বহিঃ সদসত্ত্বচিন্তাং প্রত্যেতি।

অনুবাদ

অর্থাপত্তিকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত বলিলে প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষের আপত্তি হয়, (সুতরাং অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ) এই কথা যে বলিয়াছ, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। কোন্ প্রমেয় আপনাদের অভিমত ? সত্তামাত্রই প্রমেয়, কিংবা বহির্দেশে অবস্থানরূপ সত্তা প্রমেয় ? কেবল সত্তা [অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আছে, পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়নি] ইহা অন্য প্রমাণের দ্বারা (জ্যোতিঃশাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা) পূর্ব্বেই জানিতে পারা গিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বহির্দেশে অবস্থানরূপ সত্তা প্রমেয় হইতে পারে, কিন্তু তৎকালে তাহার অনুপ্রবেশ কোথা হইতে আসিবে ? [অর্থাৎ তাহা সুচিন্তিত হইবার পর হেতু সুনিশ্চিত হয় না, হইলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ ঘটিত। কিন্তু পূর্ব্বনিশ্চিত হেতুর দ্বারাই তাদৃশ প্রমেয়ের সাধন হইয়া থাকে, অতএব প্রমেয়ানুপ্রবেশ হয় না।] কারণ—গৃহবৃত্তি-অভাবের গ্রাহক প্রমাণ কেবলমাত্র গৃহবৃত্তি-সত্তার গ্রাহক প্রমাণকে বাধিত করে, বহির্দেশে সত্তা বা অসত্তাবিষয়ক চিন্তার কারণ হয় না। [অর্থাৎ গৃহে অসত্তাগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৃহে সত্তা-গ্রাহক প্রমাণকে দুর্ব্বল করিয়া রাখে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবস্তুপক্ষে একদা একস্থানে ভাবাভাবগ্রাহক হইতে পারে না। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অভাব গৃহীত হইলে অন্য প্রমাণের দ্বারা সেই স্থানে তাহার সত্তাও গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ এক স্থানে ভাবাভাবগ্রাহক হয় না বলিয়া স্থানান্তরে সত্তার পক্ষে বাধক হইতে পারে না, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বা অন্য প্রমাণের দ্বারা গৃহে অসত্তা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে বহির্দেশে সত্তা বা অসত্তাসম্বন্ধে কোন চর্চ্চাই পূর্ব্বে হয় না। অনুমানগম্য বহিঃসত্তা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইলে প্রমেয়ানুপ্রবেশের প্রসক্তি হইত।]

বৃত্তস্য জীবতো দূরে তিষ্ঠতঃ প্রাঙ্গণেঽপি বা।
গৃহাভাবপরিচ্ছেদে ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

জীবনবিশিষ্টস্ত্বসৌ গৃহ্যমাণো লিঙ্গতামশ্নুতে, ব্যভিচারনিরাসাৎ। ন চ বিশেষণগ্রহণমেব প্রমেয়গ্রহণম্। জীবনমন্যদন্যচ্চ বহির্ভাবাখ্যং প্রমেয়ম্। নন্বু জীবনবিশিষ্টগৃহাভাবপ্রতীতিরেব বহির্ভাবপ্রতীতিঃ। নৈতদেবম্। জীবনবিশিষ্টগৃহাভাবপ্রতীতেঃ বহির্ভাবঃ প্রতীতঃ, ন তৎপ্রতীতিরেব বহির্ভাবপ্রতীতিঃ। ন হি দহনাধিকরণধূমপ্রতীতিরেব দহনপ্রতীতিঃ, কিন্তু ধূমাদন্য এব দহন ইহাপি গৃহাভাবজীবনাভ্যামন্য এব বহির্ভাবঃ। পর্ব্বতহুতবহয়োঃ সিদ্ধমান্যস্বধর্মমাত্রং তত্রাপূর্ব্বমনুমেয়ম্। এবমিহাপি বহির্দেশযোগমাত্রমপূর্ব্বমনুমেয়ম্।

অনুবাদ

জীবগণ হইতে দূরে অবস্থিত (মৃত) কিংবা প্রাঙ্গণে অবস্থিতেরও গৃহগত অভাবের নিশ্চয়ে কোন প্রভেদ নাই। [অর্থাৎ মরণের পরও গৃহে অভাব হইতে পারে, কিংবা জীবিত ব্যক্তিরও প্রাঙ্গণে থাকার সময়ে গৃহে অভাব হইতে পারে, সুতরাং গৃহগত অভাবমাত্রই গৃহাতিরিক্তস্থানে অবস্থানের সাধক হইতে পারে না। ব্যভিচার হয়।] কিন্তু সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে জীবনবিশিষ্ট অভাব [অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির গৃহগত অভাব] প্রত্যক্ষাত্মক নিশ্চয়ের বিষয় হইয়া (গৃহাতিরিক্তস্থানে অবস্থানের) সাধক হইতে পারে, কারণ (উক্তহেতুতে) ব্যভিচার হয় না। এবং একমাত্রবিশেষণের গ্রহণ [অর্থাৎ জীবনের নিশ্চয় গৃহে যাঁহার অভাব, তিনি জীবিত আছেন এইপ্রকার নিশ্চয়মাত্রই] প্রমেয়নিশ্চয় নহে। কারণ—জীবন পৃথক্ এবং বহির্দেশে অবস্থানরূপ প্রমেয়ও পৃথক্। [অর্থাৎ উক্ত উভয় এক হইলে পূর্ব্বে জীবনের নিশ্চয়বশতঃ এবং তাহার পর হেতুর নিশ্চয় হওয়ায় প্রমেয়ানুপ্রবেশ ঘটিত। কিন্তু পার্থক্য-নিবন্ধন উক্ত দোষ হইল না] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, জীবনবিশিষ্ট গৃহাভাবের নিশ্চয়ই বহির্দেশে অবস্থানবিষয়ক প্রতীতি। তাহাও বলিতে পার না। কারণ—জীবনবিশিষ্ট গৃহাভাবের প্রতীতি হইতে বহির্দেশে অবস্থানবিষয়ক প্রতীতি

হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার প্রতীতিই বহির্দেশে অবস্থানবিষয়ক প্রতীতি নহে, কারণ—বহ্নির অধিকরণে ধূমের প্রতীতিই বহ্নির প্রতীতি নহে। কিন্তু বহ্নি ধূম হইতে অতিরিক্ত তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই স্থলেও জীবনসহকৃত গৃহগত অভাব হইতে বহির্দেশে অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই স্থলে (পর্বতো বহ্নিমান্ এই প্রকার অনুমিতিস্থলে) পর্বত এবং বহ্নি এই উভয় বস্তু সিদ্ধ বলিয়া [অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপাংশে কোন সংশয় না থাকায়] কেবলমাত্র মতুপ্‌প্রত্যয়ের অর্থ (পর্বত এবং বহ্নির সম্বন্ধ) অসিদ্ধ বলিয়া তাহাই অনুমেয় হইয়া থাকে। এবং এইস্থলেও বহির্দেশে সম্বন্ধমাত্রই অসিদ্ধ বলিয়া অনুমেয় হইবে। (বহির্দেশ বা উক্ত জীবিত ব্যক্তি এখানে অনুমেয় হইবে না।)

যদি তু তদধিকং প্রমেয়মিহ নেষ্যতে, তদা গৃহাভাবজীবনয়োঃ স্বপ্রমাণাভ্যামবধারণাদানর্থক্যমর্থাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রমেয়ান্তরসদ্ভাবাৎ তস্য চ তদানীমননুপ্রবেশান্ন প্রমেয়ানুপ্রবেশো দোষঃ। অর্থাপত্তাবপি চ তুল্য এবায়ং দোষঃ। তত্রাপ্যর্থাদর্থান্তরকল্পনাভ্যুপগমাৎ। দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোঽন্যথা নোপপদ্যতে ইত্যর্থকল্পনেত্যেব গ্রন্থোপনিবন্ধাৎ। তস্য তস্মাৎ প্রতীতিরিতি তত্র ব্যবহারস্তত্রাবাচ্যাৎ তৎপ্রতীতৌ * তদনুপ্রবেশো দোষ এব। স্বভাব-হেতাবিব তদ্‌বুদ্ধিসিদ্ধ্যা তৎসিদ্ধেঃ প্রমাণান্তর-বৈফল্যাদিতি।

অনুবাদ

কিন্তু যদি এইস্থলে সেই অধিক প্রমেয়কে ইচ্ছা না কর। [অর্থাৎ বহির্দেশ-সম্বন্ধকে প্রমেয় না বল।] তাহা হইলে গৃহগত অভাব এবং গৃহে অবিদ্যমান ব্যক্তির জীবন দুইটীই নিজ নিজ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে বলিয়া অর্থাপত্তি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। (অনুপলব্ধি অভাবগ্রাহক প্রমাণ, জ্যোতিঃশাস্ত্র জীবনগ্রাহক প্রমাণ আগম।) সেইজন্য অন্য প্রমেয় (বহির্দেশযোগরূপ প্রমেয়) থাকায় এবং তাহা

* 'তত্রাবাচ্যাৎ তৎপ্রতীতা'বিতি মূলে পাঠঃ।

তৎকালে (অনুমিতিপ্রাক্‌কালে) জ্ঞাত না হওয়ায় (অর্থাপত্তির পরিবর্ত্তে অনুমিতি স্বীকার করিলে) প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষ হইবে না। [অর্থাৎ অনুমানের পূর্ব্বে সেই প্রমেয়টী জ্ঞাত হইয়া পুনরায় অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত না হওয়ায় প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষের প্রসক্তি হইল না।]

এবং অর্থাপত্তিতেও উক্ত দোষমধ্যে গণনীয়। [অর্থাৎ অর্থাপত্তি-প্রমাণে প্রমেয়ানুপ্রবেশ দোষমধ্যে গণনীয় নহে, এই কথা সঙ্গত নহে। প্রমেয়ানুপ্রবেশ অনুমানেও যেরূপ দোষ, অর্থাপত্তি-পক্ষেও সেইরূপ দোষ।] কারণ সেইক্ষেত্রেও একটী অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা করা হয়। [অর্থাৎ সেই কল্পিত অর্থটী পূর্ব্বে জ্ঞাত থাকিলে পুনরায় তাহার কল্পনা সঙ্গত নহে, অতএব অর্থাপত্তিস্থলেও প্রমেয়ানুপ্রবেশ দোষ।] কারণ— দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থ অন্য অর্থের কল্পনা না করিলে অনুপপন্ন হয় বলিয়া অর্থের কল্পনা করা হয় ইহাই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ আছে। (পূর্ব্বে জ্ঞাত থাকিলে কল্পনা করিবার কথা শাস্ত্রে বলিবে কেন? তাহা হইতে তাহার প্রতীতি হয়, ইহা সেই স্থলে (অর্থাপত্তি-স্থলে) ব্যবহার আছে। সেই স্থলে (অর্থাপত্তি-স্থলে) সেই কল্পিত অর্থটী শব্দের অবাচ্যরূপে প্রতীত হয় বলিয়া প্রমেয়ানুপ্রবেশ-দোষ হইবেই। [অর্থাৎ অর্থাপত্তি-স্থলে সেই কল্পিত অর্থের বাচকরূপে কোন শব্দ শ্রুত না হওয়ায় প্রমেয়ানুপ্রবেশ-দোষ হইবে। বাচ্যার্থপ্রতীতিস্থলে আপ্তোক্তত্বজ্ঞান শাব্দবোধের পক্ষে কারণ বলিয়া এবং বাক্যার্থগোচর-যথার্থজ্ঞানবদুক্তত্বই 'আপ্তোক্তত্ব' এই প্রকার মীমাংসা থাকায় বাচ্যার্থ-প্রতীতিস্থলে আপ্তোক্তত্বজ্ঞানের কারণতাবাদীর মনে প্রমেয়ানুপ্রবেশ ঘটিতে পারে, অর্থাপত্তি-স্থলে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।] যেরূপ অন্বয়ি-হেতুস্থলে অন্বয়ী হেতুর জ্ঞান-দ্বারা সাধ্যের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ব্যতিরেকি-হেতুস্থলেও ব্যতিরেকী হেতুর জ্ঞান-দ্বারা সাধ্যের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া অর্থাপত্তিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিবার প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ অর্থাপত্তি যদি অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ হইত, তাহা হইলে অর্থাপত্তি-স্থলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ দোষ নহে, কিন্তু অনুমান-স্থলে দোষ এইরূপ বিশেষ নিয়ম করিতে পারিতে, কিন্তু উক্ত বিশেষ নিয়ম করিবারও উপায় নাই,

কারণ – আমরা অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলি না। তাহাও অনুমানের অন্তর্গত।] এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা।

প্রাভাকরাস্তু প্রকারান্তরেণানুমানাদ্ ভেদমত্রাচক্ষতে। অনুমানে গমক-বিশেষণমন্যথানুপপন্নত্বমনলং বিনা ধূমো হি নোপপদ্যতে। ইহ তু বিপর্য্যয়ঃ, গম্যো গমকেন বিনা নোপপদ্যতে গম্যো বহির্ভাবঃ স জীবতো গৃহাভাবং বিনা নোপপদ্যতে গৃহান্নির্গতো জীবন্ বহির্ভবতীতি। ভাষ্যমপ্যেবং যোজয়ন্তি। দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোঽর্থকল্পনা অর্থান্তরং কল্পয়তীত্যর্থঃ। যতঃ সা কল্পনা প্রমেয়-দ্বারিকাঽন্যথা নোপপদ্যতে কল্প্যমানোঽর্থোঽন্যথা নোপপদ্যতে। স চ গম্য ইতি।

অনুবাদ

কিন্তু প্রভাকর অন্য প্রকারে অনুমান হইতে অর্থাপত্তিগত প্রভেদ বলিয়া থাকেন। অনুমানস্থলে অন্যথানুপপন্নত্ব অনুমাপক হেতুর বিশেষণ, কারণ বহ্নি বিনা ধূম উৎপন্ন হয় না। (ধূম বিনা বহ্নি উপপন্ন হয় না, এই কথা বলা যায় না। কিন্তু অর্থাপত্তিতে তাহার বৈপরীত্য দেখা যায়। অর্থাপত্তিগম্য বিষয় জ্ঞাপকের অভাবে উপপন্ন হয় না (উক্ত স্থলে) অর্থাপত্তিগম্য বিষয় বহির্দেশে অবস্থান।

তাহা জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব না ঘটিলে উপপন্ন হয় না। জীবিত ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইবার পর বহির্দেশে অবস্থান করিয়া থাকে। [অর্থাৎ য দ জীবিত থাকে, অথচ বাড়ীতে না থাকে, তাহা হইলে বাহিরে থাকিবেই।] ইহাই তাঁহাদের কথা। তিনি শাবর ভাষ্যেরও এই ভাবে সমাধান করেন। দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থ অর্থকল্পনার হেতু [অর্থাৎ অন্য অর্থের কল্পনা করাইয়া দেয়], যে হেতু সেই কল্পনা দৃষ্ট বা শ্রুত-রূপ প্রমেয়ের দ্বারা হয় বলিয়া তাদৃশ প্রমেয়ের অভাব ঘটিলে সেই কল্পনা হইতে পারে না। সেই কল্পনার বিষয়ভূত অর্থ কল্পনার হেতুর অভাবে উপপন্ন হয় না। এবং সেই কল্পনার বিষয়টী অর্থাপত্তিগম্য। [অর্থাৎ উহাকে বুঝাইবার জন্যই অর্থাপত্তির প্রামাণ্য।] এই পর্য্যন্ত তাঁহার মত।

এতদপি গ্রন্থবৈষম্যোপপাদনমাত্রং ন তু নূতনবিশেষোৎপ্রেক্ষণম্। গম্যো তাবদগৃহীতে সতি তদ্গতমনুপপদ্যমানত্বং কথমবধার্য্যেত, গৃহীতে তু গম্যে কিং তদ্গতানুপপদ্যমানত্বগ্রহণেন; সাধ্যস্য সিদ্ধত্বাৎ। পূর্ব্বা তদ্গতমন্যথানুপপদ্যমানত্বং গৃহীতমাসীদিতি চেৎ; অহো মহাননুমানাদ্ বিশেষঃ, ইদং হি পূর্ব্বং প্রতিবন্ধগ্রহণমুক্তং স্যাৎ। অপি চ বহির্ভাবস্য গৃহাভাবং বিনাঽনুপপত্তিরিতি উক্তে তস্মিন্ সতি তস্যোপপত্তির্বক্তব্যা। সা চ কা? কিমুৎপত্তিঃ জ্ঞপ্তির্বা। যদি জ্ঞপ্তিঃ সা চানুমানেঽপি। গম্যং গমকং বিনা নাস্তি, তস্মিন্ সতি অস্তীতি সমানঃ পন্থাঃ।

অনুবাদ

এই উক্তিও পূর্ব্ব গ্রন্থ অপেক্ষায় পরবর্ত্তী গ্রন্থের শব্দগতবৈষম্য-জ্ঞাপক মাত্র, কিন্তু অভিনব কোন গবেষণা প্রদর্শিত হয় নি।

অর্থাপত্তি-গম্য বিষয়টি কল্পনার পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত না হইলে তদ্গত অনুপপদ্যমানত্ব কেমন করিয়া স্থিরীকৃত করিতে পারিবে? কিন্তু অর্থাপত্তিগম্য সেই বিষয়টী পূর্ব্বে গৃহীত হইলে তদ্গত অনুপপদ্যমানত্বের নিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? কারণ—যাহার নিশ্চয় অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহার নিশ্চয় তো হইয়া গিয়াছে। [অর্থাৎ উক্ত গম্যের নিশ্চয়ই অনুপপদ্যমানত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধানের ফল, সেই নিশ্চয় যখন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে, তখন পিষ্ট-পেষণ-সদৃশ অনুপপদ্যমানত্ববিষয়ক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।] যদি বল যে, পূর্ব্বে জ্ঞাপকব্যতিরেকে জ্ঞাপ্যের অনুপপদ্যমানত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। [অর্থাৎ অর্থাপত্তিমূলকজ্ঞাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয় নি।] ইহার উত্তরে অন্য কিছু বলিব না, কেবল এই কথা বলিব। ইহাতে অনুমান হইতে অর্থাপত্তির কি প্রভেদই হয়? [অর্থাৎ কোন প্রভেদই হয় না।] কারণ—জ্ঞাপকব্যতিরেকে জ্ঞাপ্যের অনুপপন্নত্ব-গ্রহণই ব্যাপ্তিগ্রহণ, তাহাই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এবং আরও এক কথা, জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব না ঘটিলে বহির্দেশে অবস্থান উপপন্ন হয় না। এই কথা বলিলে গৃহে অভাব ঘটিলে তাহার উপপত্তি হয় এই কথা বলা উচিত। এবং সেই উপপত্তিটী কি প্রকার? উৎপত্তি না জ্ঞপ্তি

(জ্ঞাপন) ? যদি জ্ঞপ্তি-পক্ষ গ্রহণ কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞপ্তি অনুমানেও আছে। [অর্থাৎ হেতুর দ্বারা সাধ্যের জ্ঞাপন অনুমানপ্রমাণেও আছে। জ্ঞাপক ব্যতিরেকে জ্ঞাপ্য বুঝা যায় না, জ্ঞাপক থাকিলে জ্ঞাপ্য বুঝা যায়, এই নিয়মটী অনুমানের পক্ষে সমান। [অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থাপত্তিতে এই নিয়ম আছে ইহা স্বীকার করিলে অনুমান অপেক্ষা অর্থাপত্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইত। এবং সেই বৈশিষ্ট্যের বশে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইত। কিন্তু উক্ত নিয়ম অনুমানেও আছে, সুতরাং উক্ত নিয়মের অনুরোধে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা সমর্থনীয় নহে।]

উৎপত্তিস্তু গৃহাভাবাদ্ বহির্ভাবস্থ দুর্ভণা।
প্রাক্ সিদ্ধে হি গৃহাভাবে তদুৎপাদঃ ক্ষণান্তরে ॥
কারণং পূর্ব্বসিদ্ধং হি কার্য্যোৎপাদায় কল্প্যতে।
তেনৈকত্র ক্ষণে জীবন্ ন গৃহে ন বহির্ভবেৎ ॥
তস্মাদ্ যৎকিঞ্চিদেতৎ।

অনুবাদ

কিন্তু গৃহগত অভাব হইতে বহির্দেশে অবস্থানের উৎপত্তি কোন মতে বলা যায় না। [অর্থাৎ জ্ঞপ্তিপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা রক্ষিত হয় না, এই কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। উৎপত্তিপক্ষও অবলম্বনীয় নহে, কারণ—গৃহগত অভাব হইতে বহির্দেশে অবস্থান উৎপন্ন হইতেই পারে না। সুতরাং উৎপত্তির কথা বলা উন্মত্তপ্রলাপতুল্য।] কারণ— গৃহগত অভাব পুর্ব্বে সিদ্ধ হইলে অন্যক্ষণে তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে, কারণ—পুর্ব্ববর্ত্তী কারণ কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে। সুতরাং ইহাই বক্তব্য যে, জীবিত ব্যক্তি যে ক্ষণে গৃহে থাকে না; সেইক্ষণে বাহিরে থাকিতে পারে না কি ? [অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির যে সময়ে গৃহে অভাব হয়, ঠিক সেই সময়েই বহির্দেশে অবস্থান হয়। উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য হয় না। অতএব জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব এবং বহির্দেশে অবস্থানের একক্ষণ-বর্ত্তিতা-নিবন্ধন পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকায় কার্য্যকারণভাব হইতে পারে না।]

অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, উৎপত্তির আলোচনা এই ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত।

এবঞ্চ যদেকে জ্ঞপ্ত্যুৎপত্তিকৃতমিহ বৈলক্ষণ্যমুৎপ্রেক্ষিতবন্তো ধূমেনাগ্নির্গম্যতে এব, গৃহাভাবেন বহির্ভাবো জন্যতেঽপীতি, তদপি প্রত্যুক্তং ভবতি। যত্তু সম্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ মন্দিরদ্বারবর্ত্তিনস্তদুৎপত্তেরিত্যুক্তং তদপি ন সুন্দরম্। *

অনুবাদ

এইরূপে কতিপয় দার্শনিক অনুমান এবং অর্থাপত্তির জ্ঞপ্তি এবং উৎপত্তি-কৃত যে বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছেন, যথা (অনুমান-স্থলে ধূমের দ্বারা অগ্নি জ্ঞাপিত হইয়াই থাকে (উৎপাদিত হয় না), (অর্থাপত্তি-স্থলে) গৃহগত অভাবের দ্বারা বহির্দেশে অবস্থান উৎপন্নও হইয়া থাকে—এই প্রকার বৈলক্ষণ্য, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না বলিয়া (অর্থাপত্তি অনুমান হইতে পৃথক্) কারণ—গৃহসন্নিকৃষ্ট বস্তুর ব্যাপ্তিগ্রহ উৎপন্ন হয় [অর্থাৎ সমস্ত ভুবনস্থিত বস্তুর অনুসন্ধান অসম্ভব, একস্থানে থাকিলে তাহার অনুসন্ধান সম্ভবপর হইতে পারে, সমস্ত ভুবনের বার্ত্তা-গ্রহণ অসম্ভব। অতএব সমস্ত ভুবনের অনুসন্ধান ব্যতীত তাদৃশ বস্তুর ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে পারে না] এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা আমাদের মনোমত নহে।

এতচ্চ † স্বয়মাশঙ্ক্য ন তৈঃ প্রতিসমাহিতম্।
উদাহরণমন্যত্তু ব্যত্যয়েন প্রদর্শিতম্॥

গৃহভাবেন বহিরভাবকল্পনমিতি তত্রৈব তদেব বক্তব্যম্। ইয়মভাবপূর্ব্বিকা ন ভবত্যেবার্থাপত্তিঃ। যদর্থাপত্তীঃ প্রতিজ্ঞায়েমামভাব-পূর্ব্বিকামর্থাপত্তি-‡মুৎকোপনৈয়ায়িককটাক্ষপাতভীতামিহ গহনে হরিণীমিব যত্নপেক্ষ্য গময়তে, তদত্যস্থমত্রভবতামনার্য্যজনোচিতং চেষ্টিতম্।

* 'সম্বন্ধগ্রহণাভাবাদিত্যুক্তং তদপি ন সুন্দরম্। মন্দিরাত্তম্ দ্বারাবর্ত্তিনস্তদুৎপত্তেঃ।' এবং পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

† জো হেতৌ।

‡ 'মুক্তে'তি পাঠো ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

কারণ—অর্থাপত্তির পৃথক্প্রামাণ্যবাদিগণ ইহা স্বয়ং আশঙ্কা করিয়া [অর্থাৎ কথিত স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় কি না ? এইরূপ সংশয় করিয়া] ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য উদাহরণ দেখাইয়াছেন। সেই উদাহরণটী হইতেছে, গৃহগত অস্তিত্বের দ্বারা বহির্দেশে অভাবকল্পনা। এই উদাহরণটী পরিবর্ত্তিত ভাবে না বলিয়া পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল। (উদাহরণের পরিবর্ত্তন করা হইল বটে), কিন্তু এই অর্থাপত্তি অভাবমূলক অর্থাপত্তির স্থল হইল না। ষড্বিধ অর্থাপত্তির প্রতিজ্ঞা করিয়া অভাবমূলক অর্থাপত্তির স্থল বলিয়া যাহা দেখাইয়াছ, বনে হরিণীর ন্যায় তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের কটাক্ষপাতে ভীত সেই এই অর্থাপত্তিকে (অরক্ষক অবস্থায়) উপেক্ষা করিয়া যে পলায়ন করিতেছ, তাহা ভদ্রলোক তোমাদের অভদ্রোচিত ব্যবহার হইয়াছে।

ত্বদেকশরণাং বালামিমামুৎসৃজ্য গচ্ছতঃ।
কথং তে তর্কয়িষ্যন্তি মুখমন্যা অপি স্ত্রিয়ঃ॥

ভাবেনাভাবকল্পনা তু প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকৈবার্থাপত্তিঃ। তস্যা অপি চ ন দুরবগমঃ সম্বন্ধঃ। অসর্ব্বগতস্য দ্রব্যস্য নিয়তদেশবৃত্তেরক্লেশেন তদিতরদেশ-নাস্তিত্বাবধারণাৎ। অনগ্নিব্যতিরেকনিশ্চয়ে চ ধূমস্য ভবতাং কা গতিঃ ? যা তত্র বার্ত্তা, সৈবেহাপি নো ভবিষ্যতি।

অনুবাদ

তোমার একমাত্র শরণাগত [অর্থাৎ তোমার অবশ্য প্রতিপালনীয়] এই অর্থাপত্তিরূপ রমণীকে ত্যাগ করিয়া গমন করায় অন্য স্ত্রীলোকও কেমন করিয়া তোমার মুখ দেখিবে ? [অর্থাৎ অন্যান্য অর্থাপত্তি রমণীরাও এক এক করিয়া তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিবে, এবং নিরাশ্রয়া হইয়া তাহারাও নষ্ট হইবে।] কিন্তু ভাবের দ্বারা অভাবকল্পনারূপ অর্থাপত্তি একমাত্র

প্রত্যক্ষমূলক। [অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ হইতে পারে, কিন্তু অভাবমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ হইতে পারে না।] এবং সেই অর্থাপত্তির স্থলেও ব্যাপ্তি দুর্জ্ঞেয় হয় না। [অর্থাৎ তাহাতেও অর্থাপত্তিত্ব থাকে না। ঐ স্থলেও ব্যাপ্তিগ্রহণ অনায়াসে হইতে পারে। ব্যাপ্তিগ্রহণ যখন অনায়াসে হইতে পারে, তখন উহাকে অর্থাপত্তি না বলিয়া অনুমান বলা উচিত।] কারণ—যে দ্রব্য সর্ব্বত্র থাকে না, স্থানবিশেষে থাকে, তদতিরিক্ত স্থানে তাহার অভাবনির্ণয় অনায়াসেই হয়। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না এইরূপ নিশ্চয় হইলে তোমাদের মতে ধূম বহ্নির সাধনে সমর্থ কি না? সেই স্থলে (ব্যতিরেক-সহচার-নিশ্চয়স্থলে) সংবাদটী তোমাদের যেরূপ হইবে, তাহাই এই স্থলেও (উক্ত অর্থাপত্তির উদাহরণস্থলেও) আমাদের হইবে।

[অর্থাৎ উক্ত অর্থাপত্তির উদাহরণ-স্থলেও ব্যতিরেক-সহচার-নিশ্চয়াধীন ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হয় বলিয়া উহাও অনুমানের ক্ষেত্র।]

ন চ ভূয়োদর্শনাবগম্যমানান্বয়মাত্রৈকশরণতয়া।
যস্য যস্যান্তরাভাবো গম্যস্তস্যৈব দুষ্যতি।
মম ত্বদৃষ্টিমাত্রেণ গমকাঃ সহচারিণঃ॥

ইতি কল্পয়িতুমুচিতম্। অনিশ্চিতব্যতিরেকস্য সাধ্যনিশ্চয়াভাবাদিতি দর্শয়িষ্যামঃ। পক্ষধর্ম্মান্বয়ব্যতিরেকোঽপি নাগৃহীতোঽনুমানাঙ্গম্। বহির-ভাবসিদ্ধৌ চানুমানপ্রয়োগঃ স এব যস্ত্বয়া দর্শিতঃ। প্রতিপক্ষপ্রয়োগঃ প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধত্বাদ্ধেত্বাভাস এবেত্যলং প্রসঙ্গেন। শ্রুতার্থাপত্তিরপি বরাকী নানুমানাদ্ ভিদ্যতে। বচনৈকদেশকল্পনায়া অনুপপন্নত্বাদর্থস্য চ কার্য্যলিঙ্গস্য সত্বাৎ। যথা ক্ষিতিধরকন্দরাধিকরণং ধূমমবলোক্য তৎকারণ-মনলমনুমিনোতি ভবান্, এবমাগমাৎ পীনত্বাখ্যং কার্য্যমবধার্য্য তৎকারণ-মপি ভোজনমনুমিনোতু কোঽত্র বিশেষঃ। তৎকার্য্যতয়া ভূয়োদর্শনতঃ প্রতিপন্নত্বাৎ। লিঙ্গস্য তু ক্বচিৎ প্রত্যক্ষেণ গ্রহণং ক্বচিদ্ বচনতঃ প্রতি-পত্তিরিতি নৈষ মহান্ ভেদঃ।

অনুবাদ

এবং পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শনদ্বারা জায়মান কেবলমাত্র অন্বয়-ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া অনুমিতির ব্যবস্থা হইবে না। [অর্থাৎ অনুমিতিমাত্র কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য এই কথা বলিলেও কথিত স্থলে অর্থাপত্তির উপপাদন হইবে না।] যাহার মতে বস্তুবিশেষের অভাব অর্থাপত্তিগম্য, তাহারই মত দুষ্ট। [অর্থাৎ যাঁহাদের মতে অনুপলব্ধি অভাবগ্রাহক প্রমাণ, তাঁহারা যদি বস্তুবিশেষের অভাব অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের গ্রাহ্য এই কথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মত পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ এই কথা বলিব।] কিন্তু আমার মতে সহচারীগুলি (কখনও অন্বয়সহচারী কখনও বা ব্যতিরেকসহচারী হেতু) অনুমাপক হইয়া থাকে। [অর্থাৎ আমার মতে বিরোধ নাই, কারণ আমি অনুপলব্ধি-প্রমাণ মানি না, এবং ভাব এবং অভাব সকলই আমার মতে সাধ্য হইতে পারে, যদি তাহা পূর্ব্বে নিশ্চিত না থাকে। অনুমিতির পূর্ব্বে সাধনীয় বিষয়ের নিশ্চয় অনুমিতিপ্রতিবন্ধক, এবং ঐ অনুমিতি ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা হয়। ঐ ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান অন্বয়-সহচারনিশ্চয়-দ্বারা হয় এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান ব্যতিরেকসহচারনিশ্চয়-দ্বারা হয়। তোমাদের সম্মত অর্থাপত্তিক্ষেত্রটী ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্র এই কথা বলা উচিত।] কারণ—ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির জ্ঞান না হইলে (স্থলবিশেষে) সাধ্যের অনুমিতি হয় না, ইহা পরে দেখাইব। পক্ষবৃত্তিহেতুনিষ্ঠ অন্বয়-ব্যতিরেকও অনুমানের পূর্ব্বে অনিশ্চিত থাকিয়া অনুমানের উপকারক হয় না। এবং বহির্দেশে অভাব-সাধনের জন্য অনুমানের আকার তাহাই হইবে, যাহা তুমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছ। উক্ত অনুমানের পক্ষে বিরোধ-সম্পাদনের জন্য যদি প্রতিকূল-হেতুর প্রয়োগ কর, [অর্থাৎ সৎ-প্রতিপক্ষের উদ্‌ভাবন কর] তাহা হইলে তাহা প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। দুর্ব্বল শ্রুতার্থাপত্তিও অনুমান হইতে ভিন্ন নহে। কারণ—বাক্যের অংশ-কল্পনা করা সঙ্গত

নহে, এবং অর্থভূত কার্য্যরূপ লিঙ্গ বিদ্যমান। যেরূপ পর্ব্বতগুহাস্থিত ধূম দেখিয়া তাহার কারণ বহ্নিকে অনুমান করিয়া থাক; তদ্রূপ আপ্ত-ব্যক্তির বাক্য হইতে স্থূলতারূপ কার্য্য স্থির করিয়া তাহার কারণ ও ভোজনকে অনুমান কর। এই স্থলে কি বিশেষ আছে? [অর্থাৎ ভোজনে অনুমেয়তার প্রতিবন্ধক এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, যাহার ফলে অনুমান করিতে ভগ্নমনোরথ হইয়া অর্থাপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইব? সুতরাং এই স্থলে অনুমিতি-স্বীকার অবশ্যকর্ত্তব্য।]

কারণ—ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থৌল্য ভোজনের কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত। কিন্তু কোন স্থলে লিঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হয়, কোন স্থলে বাক্য হইতে নিশ্চয় হয়; অতএব অত্যধিক প্রভেদ হইতেছে না। [অর্থাৎ লিঙ্গের নিশ্চয়ের প্রভেদ হইলেও তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না]।

ননু বচনমপরিপূর্ণমিতি প্রতীতিমেব যথোচিতাং জনয়িতুমসমর্থম্। কিং পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যতো ন ভবতি তৎপীনতাপ্রতীতিঃ। ন ন ভবতি, সাকাঙ্ক্ষা তু ভবতি। ন চ সাকাঙ্ক্ষপ্রতীতিকারিণস্তস্য প্রামাণ্যমিতি তদেব তাবৎ পূরয়িতুং যুক্তম্। তদসৎ। কস্যাত্র সাকাঙ্ক্ষত্বং কিং শব্দস্য কিংবা তদর্থস্যোতস্বিৎ তদবগমস্যেতি। শব্দস্য তাবদর্থ-নিরপেক্ষস্য ন কাচিদাকাঙ্ক্ষা, অনভিব্যক্তশব্দবৎ। অর্থস্তু সাকাঙ্ক্ষঃ সন্নর্থান্তরমুপকল্পয়তু কোঽবসরো বচনকল্পনায়াঃ। * অবগমোঽপ্যর্থবিষয় এব সাকাঙ্ক্ষো ভবতি, ন শব্দবিষয়ঃ শ্রোত্রকরণকঃ। তস্মাদবগমনৈ-রাকাঙ্ক্ষ্যসিদ্ধয়ে তদর্থকল্পনমেব যুক্তম্।

বচনৈকদেশকল্পনমপ্যর্থাবগতিসিদ্ধ্যর্থমেবেতি তৎকল্পনমেবাস্তু কিং সোপানান্তরেণ?

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন (অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যবাদীর প্রতি) জিজ্ঞাসা এই যে, (শ্রূয়মাণ) বাক্য অসম্পূর্ণ বলিয়া [অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত অবশিষ্ট অংশের দ্বারা পূর্ণ না হইলে] সম্পূর্ণ জ্ঞান-সম্পাদনে অক্ষম।

* 'অবগমোঽপ্যর্থবিষয় এব' ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

স্থূলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না এই বাক্য হইতে দেবদত্তের স্থূলতাপ্রতীতি হয় না, ইহা নহে। (ইহা মীমাংসকের উত্তর) কিন্তু ঐ বাক্য হইতে যে স্থূলতার জ্ঞান হয়, তাহা সাকাঙ্ক্ষ [অর্থাৎ পর্য্যবসিত হয় না, ঐ জ্ঞানের সাধকরূপে এবং ঐ বাক্যের অংশরূপে অন্য বাক্যকে অপেক্ষা করে।] এবং সাকাঙ্ক্ষ প্রতীতির জনক বলিয়া সেই বাক্য প্রমাণ নহে। অতএব সেই বাক্যেরই (অপেক্ষিত অংশের দ্বারা) পূরণ করা উচিত। তাহা অসঙ্গত। এই স্থলে কে সাকাঙ্ক্ষ? শব্দ তাহার অর্থ বা তাহার প্রতীতি? যদি বল, শব্দই আকাঙ্ক্ষা করে (অপেক্ষা করে), তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেরূপ (অর্থ-নিরপেক্ষ) অব্যক্ত শব্দ শব্দান্তরের অপেক্ষা করে না। তদ্রূপ অন্য শব্দও কেবলমাত্র শব্দান্তরের অপেক্ষা করে না কিন্তু অর্থ এবং শব্দ উভয়ের অপেক্ষা করে। যদি বল, অর্থই অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কিন্তু অর্থ যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা হলে অর্থ অর্থান্তরের অপেক্ষা করুক। বাক্যকল্পনার কি প্রয়োজন? (ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে শব্দকল্পনারূপ শ্রুতার্থাপত্তি অনাবশ্যক।) যদি জ্ঞানকে সাপেক্ষ বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানমাত্রই সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অর্থবিষয়ক জ্ঞানই সাপেক্ষ হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য শব্দবিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান অপেক্ষা করে না। (অতএব 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এই বাক্যের শ্রবণ রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থের কল্পক হইবে না।) সেই জন্য জ্ঞানের নিরাকাঙ্ক্ষতা-সম্পাদনের জন্য সেই অর্থ-কল্পনাই উচিত। বাক্যের একদেশ-কল্পনাও অর্থজ্ঞান-সম্পাদনের উদ্দেশ্যই হইয়া থাকে, অতএব অর্থকল্পনাই হোক, অন্য উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই।

যত্তু কল্প্যমানস্যাবৈদিকত্বমর্থস্য প্রাপ্নোতীতি। তত্র বচনকল্পনা-পক্ষে সুতরামবৈদিকঃ সোঽর্থঃ স্যাৎ। কল্প্যমানস্য বচনস্য বেদাদন্যত্বাৎ। শ্রুতোঽনুমিতশ্চ দ্বিবিধঃ স বেদ এবেতি চেৎ, শ্রৌতার্থঃ শ্রৌতার্থানুমিতো দ্বিবিধঃ স বেদার্থ এব ভবিষ্যতীতি কিং বচনসোপানান্তরকল্পনয়া?

তেন শ্রূয়মাণবেদবচনপ্রতিপাদ্যার্থ-সামর্থ্যলভ্যত্বাদেব তস্য বেদার্থতা ভবিষ্যতি। সর্ব্বথা ন বচনৈকদেশবিষয়া শ্রুতার্থাপত্তিঃ শ্রেয়সী।

অনুবাদ

অর্থ কল্পনা করিলে ঐ কল্পিত অর্থের অবৈদিকত্ব-দোষ ঘটে—এইরূপ দোষদর্শীর প্রতি বক্তব্য এই যে, সেই ক্ষেত্রে অর্থ-কল্পনা না করিয়া যদি বাক্য-কল্পনার পক্ষ অবলম্বন কর, তবে সেই কল্পিত বাক্যের অর্থও স্পষ্টভাবে অবৈদিক বলা যাইতে পারে। কারণ—সেই কল্পিত বাক্যটী বেদভিন্ন। যদি বল যে, শ্রুত এবং কল্পিত উভয়ই বেদ, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, শ্রুত্যর্থ এবং শ্রুত্যর্থ-দ্বারা কল্পিত অর্থ উভয় বেদার্থই হইবে। সুতরাং বাক্যরূপভিন্ন-উপায় কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রূয়মাণবেদবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য অর্থের সামর্থ্যের বলেই ঐ কল্পিত অর্থটী লভ্য হওয়ায় তাহাও পদার্থের মধ্যে গণ্য হইবে। কোন প্রকারে বাক্যাংশের কল্পনার জন্য শ্রুতার্থাপত্তির সমর্থন করা প্রশস্ততর নহে।

শ্রুত্যৈকদেশকল্পনাপক্ষপ্রতিক্ষেপাচ্চ তদতীন্দ্রিয়তয়া সম্বন্ধগ্রহণমঘটমানমিতি যদুক্তং তদপি প্রত্যুক্তম্। অর্থে তু সামান্যেন সম্বন্ধগ্রহণমপি সূপপাদম্। তত্র তত্র যজ্ঞাদেরর্থস্যাধিকার্য্যাদ্যর্থান্তরাসম্বন্ধস্য * দৃষ্টত্বাদিতি। প্রাভাকরাস্ত্ব দৃষ্টঃ শ্রুতো বেতি ভাষ্যং লৌকিকমভিধানান্তরমেবেদমুপলক্ষিবচনমিতি বর্ণয়ন্তঃ শ্রুতার্থাপত্তিং প্রত্যাচক্ষতে। শ্রূয়মাণস্যৈব শব্দস্য তাবত্যর্থে সামর্থ্যমুপগচ্ছন্তস্তমর্থং শাব্দমেব প্রতিজানতে, বাক্যস্য দূরাবিদূরব্যবস্থিতগুণাগুণক্রিয়াদ্যনেককারককলাপোপরক্তকার্য্যাত্মকবাক্যার্থপ্রতীতাবিষোরিব দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপারঃ। অবিরত-ব্যাপারে চ শব্দে সা প্রতীতিরুদেতি, তদ্ব্যাপারবিরতৌ নোদেতি, তদুৎপাদককারকাভাবাৎ।

* 'অধিকারাদ্যর্থান্তরা সম্বন্ধস্যে'তি পাঠো ন সমীচীনঃ।

অনুবাদ

এবং সেই অর্থটী (রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থটী) অতীন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহণ ঘটে না [অর্থাৎ 'রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এইরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে যদি রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা কর, এবং সেই অর্থটী প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ায় তাহার ব্যাপ্তিগ্রহণ অসম্ভব হয়] এই কথা যে বলিয়াছে ; শ্রূয়মাণ বাক্যের অংশকল্পনাপক্ষ প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারও প্রতিবাদ হইয়াছে।

কিন্তু অর্থবিষয়ে সামান্যভাবে ব্যাপ্তিগ্রহণেরও অনায়াসে উপপাদন করা যাইতে পারে। কারণ—সেই সেই স্থলে যজি প্রভৃতি ধাতুর অর্থ যাগাদির (অভিধায়ক শব্দের দ্বারা অনুপস্থাপিত) অধিকারী প্রভৃতি অন্য অর্থের সহিত অব্যভিচাররূপসম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ইহা দেখা যায়। [অর্থাৎ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদি স্থলে অধিকারী কর্ত্তা শব্দের দ্বারা অভিহিত না হইলেও যাগ ক্রিয়া, ক্রিয়াসম্পাদন কর্ত্তৃহীন নহে, ক্রিয়াসম্পাদন কর্ত্তৃহীন হইতেই পারে না, ক্রিয়ামাত্রই কর্ত্তৃসম্বন্ধ ইহা ভূয়ঃ-সহচার-দর্শন-সিদ্ধ। অতএব যজি ক্রিয়াও কর্ত্তৃরূপ অর্থান্তর-সম্বন্ধ, ইহা সামান্যমুখী ব্যাপ্তির নিশ্চয়বলে স্থিরীকৃত হইতে পারে।]

এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। প্রভাকর 'দৃষ্টঃ শ্রুতো বা' এই ভাষ্যটীকে শ্রুতার্থাপত্তির সাধক বলেন না, তিনি ইহা একটী লৌকিক উক্তি মাত্র, ইহা একটী উপলব্ধি-হেতু বাক্য এই ভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রুতার্থাপত্তির প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রূয়মাণ শব্দমাত্রের সম্পূর্ণার্থ-বোধনে সামর্থ্য থাকায় সেই অর্থকে (রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থকে) শাব্দ বলিয়া প্রতিজ্ঞাসহকারে সমর্থন করিয়া থাকেন। বাক্যের সন্নিহিত অসন্নিহিত (আশুবোধ্য ও বিলম্ববোধ্য) গুণ, গুণভিন্ন (দ্রব্যাদি) ক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ কারকের সহিত কার্য্যস্বরূপ বাক্যার্থপ্রতীতিরূপ কার্য্যের পক্ষে বাণের ন্যায় নিকট হইতে দূর এবং দূর হইতে দূরতর পর্য্যন্ত অবাধিত ক্রিয়া হইয়া থাকে। [অর্থাৎ বাণ যেরূপ নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল লক্ষ্যকেই সমভাবে বিদ্ধ করিতে পারে, কারণ—তাহার গতি অব্যাহত, তদ্রূপ শব্দও নিকটস্থ এবং

দূরস্থ (আশু প্রতীতির গোচর ও বিলম্বে প্রতীতির গোচর) সর্ব্ববিধ অর্থকেই সমভাবে প্রকাশ করিতে পারে, কারণ—উভয়বিধ অর্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ অব্যাহত।] এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দের ক্রিয়া নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রতীতি উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। কারণ—সেই প্রতীতির উৎপাদক কারণ থাকে না।

[অর্থাৎ যতক্ষণ শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ শব্দ অর্থবোধ করাইতে কুণ্ঠিত নহে, পর পর সকল অর্থেরই বোধ করাইয়া দেয়। শক্তি উৎপত্তি-বিনাশশীল, অধিক সময় থাকে না, একবার নিবৃত্ত হইলে উৎপাদক না থাকিলে শব্দ শক্তিহীন হইয়া কার্য্যকারী হয় না।]

টিপ্পনী

প্রভাকরমতানুযায়ী প্রকরণপঞ্চিকাগ্রন্থকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চম প্রকরণে প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, দৃষ্টার্থাপত্তির ন্যায় শ্রুতার্থাপত্তিও প্রমাণ হইবে না কেন? যাহা অবগত হইলে অনুপপত্তি নিবৃত্ত হয় সেই বিষয়ে অর্থাপত্তি প্রমাণ, এই যুক্তি অনুসারে শ্রুতার্থাপত্তিও প্রমাণ হইতে পারিবে। কারণ—শব্দও অবগত হইলে পূর্ব্বশ্রুত বাক্যের অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিদ্যমান অনুপপত্তি নিবৃত্ত হয়। সুতরাং শব্দ-বিষয়েও অর্থাপত্তি প্রমাণ হওয়া উচিত। শব্দকল্পনামূলক অর্থাপত্তিই শ্রুতার্থাপত্তি, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, 'রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার শব্দ পরিজ্ঞাত হইলেও দিবসে অভুক্ত চৈত্রের পীনত্ব-সম্বন্ধে অনুপপত্তি নিবৃত্ত হয় না, যতক্ষণ 'রাত্রিতে ভোজন করে' এইরূপ অর্থের জ্ঞান না হয়। অতএব অর্থের জ্ঞানই বিশেষ অপেক্ষিত, কারণ—শব্দই যদি অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রসিদ্ধার্থক প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে বক্তা যদি অপ্রসিদ্ধ 'যামিন্যামত্তি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ শ্রোতা ঐ প্রকার বাক্য শুনিলেও প্রসিদ্ধার্থক পূর্ব্ববাক্যশ্রবণ-জন্য বিদ্যমান অনুপপত্তির অনিরাসবশতঃ ভোজনাভাবসত্ত্বেও পীনত্বজ্ঞান-নিবন্ধন বিস্ময়সাগরেই নিমগ্ন থাকিয়া যায়। অতএব জ্ঞায়মান অর্থই

অনুপপত্তি-নিবারক ; জ্ঞায়মান শব্দ নহে। সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তি-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আরও এক কথা এই যে, তাহাই স্বতন্ত্র প্রমাণ, যাহার ফলীভূত প্রমিতি বিজাতীয়। কিন্তু শ্রুতার্থাপত্তিও যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার ফলীভূত প্রমিতিও বিজাতীয় হইবে। কিন্তু শ্রুতার্থাপত্তিস্থলে ফলীভূত প্রমিতি শব্দকল্পনানন্তর উৎপদ্যমান বলিয়া তাহাকে শাব্দবোধ বলিলেই চলে, সুতরাং ফলীভূত প্রমিতির বৈজাত্যভঙ্গ হইল। সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা সঙ্গত নহে। কিন্তু বেদান্তপরিভাষার মতে ফলীভূত প্রমিতির বৈজাত্য আছে, কারণ—ঐ মতে উপপাদ্য জ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ, এবং উপপাদ্য-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যে উপপাদক-কল্পনা, তাহাই ফলীভূত প্রমিতি এবং তাহাও অর্থাপত্তিপদবাচ্য।

প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থে আরও কথা আলোচিত আছে, তাহা হইতেছে এই যে, যে শব্দটীর কল্পনা করিতে যাইতেছে, তাহা সার্থক ইহা বলিতেই হইবে। কারণ নিরর্থক শব্দের এই ক্ষেত্রে কোনই উপযোগিতা নাই। বিষয়বোধব্যতীত শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে কেন? যদি সার্থক শব্দ অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশশব্দকল্পনার সঙ্গে শক্তিবাদী মীমাংসকের মতে ২টী শক্তিরও কল্পনা করিতে হয়। একটী শব্দগত, আর একটী অর্থগত। শব্দগত শক্তি বাচকতাশক্তি, অর্থগত শক্তি উপপাদনশক্তি, সুতরাং দ্বিপ্রকারশক্তিকল্পনার জন্য গৌরব হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল-মাত্র অর্থকল্পনা করিলে কেবল উপপাদনশক্তি স্বীকৃত হওয়ায় দ্বিবিধ-শক্তিকল্পনাজন্য গৌরবের কশাঘাতে পড়িতে হয় না, এবং প্রভাকর-মতানুবর্ত্তী প্রকরণপঞ্চিকাকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চমপ্রকরণে বলিয়াছেন—'অন্যত্র তাবৎ সবিকল্পকে শব্দস্য স্মৃতিবিষয়তাঽঙ্গীকরণীয়া। এবঞ্চেত্যত্রাপি স্মৃতিবিষয় এব শব্দোঽস্তু মা ভূৎ তস্য প্রমাণবিষয়তা। অতঃ শ্রুতার্থাপত্তিরপি শব্দগ্রাহিণী ন ভবতি, কিন্তূপপাদকার্থগ্রাহিণ্যেবেতি স্থিতম্।' অর্থাৎ অন্যান্য সবিকল্পকজ্ঞানস্থলে শব্দ স্মৃতির বিষয় হয় (অনুভূতির বিষয় হয় না) ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এই স্থলেও শব্দ স্মৃতিবিষয়ই হোক, প্রমাণগোচর না হোক। অতএব

শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করিলে অর্থাপত্তিজন্য সবিকল্পকজ্ঞানের পূর্ব্বে শব্দকে অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের গোচর বলিতে হইবে, এবং তাহা বলিলে সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব শ্রুতার্থাপত্তি শব্দের গ্রাহক নহে, কিন্তু অর্থেরই গ্রাহক।

তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে শব্দকল্পনার জন্য শ্রুতার্থাপত্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি? যদিও শাব্দবোধ সবিকল্পক-জ্ঞান, তথাপি যাদৃশ সবিকল্পক-জ্ঞান শব্দবিশিষ্ট-অর্থের জ্ঞানস্বরূপ, তাদৃশ সবিকল্পক-জ্ঞানের পূর্ব্বে শব্দ স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে। শাব্দবোধ শব্দজন্য অর্থজ্ঞান, শব্দবিশিষ্ট-অর্থের জ্ঞান নহে, সুতরাং তাদৃশজ্ঞানের পূর্ব্বে শব্দ স্মৃতি-বিষয় না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থের তাৎপর্য্যের আলোচনার দ্বারা উহা প্রভাকরের অভিপ্রায় বলিয়া আমার মনে হয়। কিংবা শাব্দবোধের পূর্ব্বেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতশব্দ নষ্ট হওয়ায় তাহারা স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে, ইহা প্রকরণপঞ্চিকার বাক্যার্থমাতৃকাবৃত্তিনামক গ্রন্থের আলোচনা-দ্বারা বুঝা যায়। গ্রন্থগৌরবভয়ে অধিক আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

ভর্তৃহরির মতে সকল জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন—

"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥"

কুমারিলের মতে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অর্থের অভিধায়ক শব্দের স্মৃতি হয়। এবং ঐ শব্দ নামরূপে সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অর্থের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। কুমারিলের মতানুযায়ী শাস্ত্রদীপিকাকারের কথায় ইহা বুঝা যায়। শাস্ত্র-দীপিকাকার প্রত্যক্ষপ্রকরণে বলিয়াছেন—

"বিকল্পয়তা হি পূর্ব্বানুভূতং জাতিবিশেষং সংজ্ঞাবিশেষঞ্চানুস্মৃত্য তেন পুরঃস্থিতং বস্তু বিকল্পয়িতব্যম্।"

অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষসম্পাদনের পূর্ব্বে পূর্ব্বানুভূত গোত্বাদি জাতিবিশেষ এবং গো-মহিষ প্রভৃতি নামবিশেষ স্মরণ করিয়া সম্মুখীন বস্তু-

বিশেষকে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় করিবে। এই জন্যই নাম-জাত্যাদি-যোজনাপূর্ব্বক সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রদীপিকাকারের কথায় সকল সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্ব্বে শব্দ স্মৃত হয়, ইহা পাওয়া যায় না। শ্রুতার্থাপত্তি কুমারিলের অনুমোদিত। শ্রুতার্থাপত্তি প্রভাকরের সম্পূর্ণ অননুমোদিত। প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার নন্দীশ্বরও তাহার সমর্থন করিয়াছেন, এবং শব্দবিশিষ্ট অর্থের সবিকল্পক-জ্ঞানের পূর্ব্বে শব্দের স্মৃতিবিষয়ত্বস্থাপন ও অনুভূতিবিষয়ত্বখণ্ডনের পরে উপসংহারে ইহাই বলিয়াছেন যে, শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করিলে কথিত নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে, কারণ—শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করিলে শব্দের কল্পনা করিতে হয়, এবং ঐ কল্পিত শব্দটী অর্থাপত্তিবোধ্য হওয়ায় প্রমাণের বিষয় হইয়া পড়ে, স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না ; সুতরাং প্রাগুক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয়। মঞ্জরীকার এই আলোচনা না করিলেও শ্রুতার্থাপত্তিখণ্ডনোদ্দেশ্যে এই আলোচনা করিলাম। নৈয়ায়িকগণ সবিকল্পক-জ্ঞানের বিষয় শব্দবিশিষ্ট অর্থ এই কথা স্বীকার করেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বালমূকাদির সবিকল্পক-জ্ঞান হইত না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৃদ্ধব্যবহারতশ্চ শব্দেষু ব্যুৎপাদ্যমানো লোকস্তথাভূতবাক্যব্যবহারিণো বৃদ্ধান্ পশ্যন্ বাক্যস্য চ তাদৃশবাক্যার্থে সামর্থ্যমবধারয়তি। তদনুবর্ত্তীনি তু পদানি তস্মিন্ নৈমিত্তিকে নিমিত্তানি ভবন্তি। নৈমিত্তিকানুকূল্যপর্য্যালোচনয়া ক্বচিদশ্রূয়মাণান্যপি তানি নিমিত্ততাং ভজন্তে। বিশ্বজিদাদৌ স্বর্গকামাদি-পদবৎ। ক্বচিচ্ছ্রূয়মাণান্যপি তদননুকূলত্বাৎ পরিত্যজ্যন্তে, যস্যোভয়ং হবি-রার্ত্তিমার্চ্ছেদিতিবৎ। ক্বচিদন্যথাস্থিতানি তদনুরোধাদন্যথৈব স্থাপ্যন্তে, প্রযাজশেষেণ হবীংষ্যভিঘারয়তীতিবৎ।

অনুবাদ

এবং বৃদ্ধব্যবহার হইতে শব্দবিষয়ে শিক্ষা পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বৃদ্ধদিগকে শব্দব্যুৎপাদনে সমর্থবাক্যের ব্যবহার করিতে দেখিলে

(অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে) বৃদ্ধকথিত বাক্যের তাদৃশ অর্থে সামর্থ্য আছে ইহা নিশ্চয় করে। কিন্তু সেই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলি নিমিত্তাধীন (অনাকস্মিক) সেই বাক্যার্থবোধের পক্ষে নিমিত্ত হইয়া থাকে।

[অর্থাৎ উক্ত বাক্যার্থবোধ আকস্মিক নহে, উহা নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক বলিয়া যে বাক্যের অসংসৃষ্ট কেহ নিমিত্ত হইবে তাহা নহে, কিন্তু উক্তবাক্যসংলগ্ন পদগুলিই উক্ত বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত।] নৈমিত্তিক বাক্যার্থবোধের পক্ষে কাহারা অনুকূল, ইহার পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন স্থলে সেই পদগুলি শ্রুতিগোচর না হইলেও ঐ বাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত হইয়া থাকে।

যেরূপ বিশ্বজিৎ প্রভৃতি স্থলে [অর্থাৎ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিস্থলে] স্বর্গকাম এই পদটী শ্রুতিগোচর না হইলেও সমগ্র বোধের প্রতি নিমিত্ত হয় (স্বর্গকামী বিশ্বজিৎ যাগের দ্বারা স্বর্গসাধন করিবে, ইহাই সমগ্র বাক্যার্থবোধ), কোনস্থলে পদগুলি শ্রুতিগোচর হইলেও সমুদিতবাক্যার্থ-বোধের প্রতি অনুকূল না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়, যাহার উভয় হবিঃ (অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য) নষ্ট হয় এইস্থলের ন্যায়। [অর্থাৎ এইস্থলে উভয়-পদটী শ্রুতিগোচর হইলেও সমগ্রবাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত না হওয়ায় উভয়-পদের অর্থ সমগ্রবাক্যার্থবোধের বিষয় হয় না।]

কোনস্থলে অনিমিত্তভাবে অবস্থিতকে মুখ্যের অনুরোধে অনিমিত্তভাবেই রাখিতে হয়। যেরূপ প্রযাজ-যাগাবশিষ্টের দ্বারা হবনীয় দ্রব্যের অভিঘারণ (বেষ্টনপূর্ব্বক অভিষেচন) করা হয়।

দর্শ এবং পৌর্ণমাসযাগে উভয় হবনীয়দ্রব্যের প্রস্তাবে শ্রুতিতে আছে যে, 'যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেৎ', 'ঐন্দ্রং পঞ্চশরাব মোদনং নির্ব্বপেৎ।' ইতি। যাহার উভয় হবনীয় দ্রব্য নষ্ট হইবে, সেই যাগকারী ইন্দ্রদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া পঞ্চশরাবপরিমিত ওদনের আহুতি দান করিবে। উক্তপ্রকার আহুতিদানও একটী যাগ। এখন এইস্থলে এই বলিয়া একটী পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতেছে যে, যখন এখানে উভয়শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন উভয়হবনীয়দ্রব্যের নাশই কথিত যাগের নিমিত্ত, একদ্রব্যের নাশ নিমিত্ত নহে। এবং কেবলমাত্র নাশকেও নিমিত্ত বলা চলে না। কারণ—নাশ-

শব্দটী সাপেক্ষ, নাশ বলিলে কাহার নাশ তাহা বলিতে হইবে, সুতরাং নাশের উল্লেখ করিলে তাহার প্রতিযোগীর উল্লেখ করিতে হইবে। এবং হবিঃশব্দের সহিত উভয়-শব্দের সমভিব্যাহার থাকায় উভয়-শব্দের অর্থও সমগ্রবিশিষ্টার্থের মধ্যে ধর্তব্য। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারীর প্রতি সিদ্ধান্তবাদীদের বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র নাশকে নিমিত্ত বলা যায় না; কারণ—নাশ-শব্দটী সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিযোগিবাচক কোন শব্দের উল্লেখ করিতে হইবে। সুতরাং প্রতিযোগিবাচকরূপে হবিঃশব্দের উল্লেখ করায় হবিঃশব্দের অর্থই বিবক্ষণীয়, ইহা বলিতে হইবে। সেই পর্য্যন্ত বলিলেই প্রাতঃকালীন এবং সায়ংকালীন উভয়প্রকার হবনীয় দ্রব্যের নাশ ও কোনস্থলে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে পঞ্চশরাবপরিমিত ওদনের দ্বারা যাগের নিমিত্ত হইবে, কোনস্থলে বা একপ্রকার হবনীয়দ্রব্যের নাশও নিমিত্ত হইবে, [অর্থাৎ অন্যতরের নাশ নিমিত্ত হইবে।] সুতরাং একপ্রকার হবনীয়দ্রব্যের নাশ বা কথিত প্রকার ২টী হবনীয়দ্রব্যের নাশ এই অন্যতরের মধ্যে একটী মাত্রকে নিমিত্ত বলা চলিবে না। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, উক্তস্থলে উভয়-শব্দটীর উল্লেখ থাকিলেও তাহা মহাবাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হইবে না। উভয়শব্দের অর্থটী সমগ্রবাক্যার্থবোধের নিয়ত বিষয় হইবে না বলিয়া উভয়শব্দটী কথিত বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত নহে।

এই সম্বন্ধে মাধবপ্রণীত জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ষষ্ঠাধিকরণে (৩৩২ পৃষ্ঠায়) কথিত আছে যে,

> "আর্ত্তৌ পঞ্চশরাবো যঃ স দোহদ্বয়সংক্ষয়ে।
> একনাশেঽপি বা স্তোঽস্ত হবির্ব্বদুভয়োক্তিতঃ॥
> হবিরার্ত্তুাক্তিমাত্রেণ নিমিত্তং পর্য্যবস্যতি।
> উভয়োক্ত্যবিবক্ষায়ামেকনাশেঽপ্যসৌ ভবেৎ॥"

নাশ হইলে পঞ্চশরাবপরিমিত ওদনের আহুতি দিতে হয়, এই প্রকার বিধি আছে। কিন্তু ঐ প্রকার যাগের নিমিত্ত দুইটী হবনীয়দ্রব্যের নাশ বা একটী

হবনীয়দ্রব্যের নাশ? (ইহাই বিচার্য্যবিষয়সম্বন্ধীয় প্রশ্ন) হবিঃশব্দের ন্যায় উভয়-শব্দের যখন উল্লেখ আছে, তখন দুইটী হবনীয় দ্রব্যের নাশই কথিতপ্রকারে আহুতিদানের নিমিত্ত ইহা বলিতে হইবে। (ইহাই পূর্ব্বপক্ষ) হবনীয় দ্রব্যের নাশমাত্রকে উল্লেখ করিলেই কথিতপ্রকারে আহুতিদান করিবার নিমিত্ত কি তাহা সম্পূর্ণভাবে কথিত হইতে পারে। উভয়নাশকে নিমিত্তভাবে উল্লেখ না করিলে ও একনাশদ্বারা ও উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। (ইহা সিদ্ধান্ত)

অনিমিত্তভাবে অবস্থিতকে অনিমিত্তভাবে রাখিবার দৃষ্টান্তরূপে মীমাংসকগণ যাহা বলিয়াছেন; তাহার পরিচয় জৈমিনীয়-ন্যায়মালা-বিস্তরে ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে চতুর্দ্দশাধিকরণে (২২৮ পৃষ্ঠায়) বিবৃত আছে—

"অভিঘার্য্যা প্রযাজানাং শেষেণ হবিরত্র কিম্।
শেষধারণতৎপাত্রে কার্য্যৌ নো বাভিঘারণম্॥
নান্যথা তেন তে কার্য্যে ন কার্য্যৌ প্রতিপত্তিতঃ।
প্রাজাপত্যবপায়াশ্চ ন কোঽপ্যর্থোঽভিঘারণাৎ॥"

প্রযাজযাগাবশিষ্টঘৃতের দ্বারা হবনীয়দ্রব্যের অভিঘারণের ব্যবস্থা আছে। এখন এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, অভিঘারণের উদ্দেশ্যে প্রযাজ-যাগাবশিষ্ট ঘৃতের সংরক্ষণ এবং তাহার জন্য পাত্রান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে, না অভিঘারণের প্রয়োজন নাই। (উত্তর) সর্ব্বত্র প্রযাজযাগাবশিষ্ট ঘৃতের সংরক্ষণ-কর্ম্মটী যদি কোন সংস্কারক কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র করিতে হইত। কিন্তু উহা সংস্কারক কর্ম্ম নহে। প্রজাপতি-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদাতব্য বপার (চর্ব্বীর) প্রযাজযাগাবশিষ্ট ঘৃতের দ্বারা অভিঘারণ করিবারও প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ প্রদেয় দ্রব্যের রুক্ষতানিবারণের জন্য অভিঘারণ, হবনীয় পশুর বপার (চর্ব্বীর) রুক্ষতা না থাকায় অভিঘারণ ব্যর্থ।]

* প্রকৃতিভূত কর্ম্মের পক্ষে শ্রুতির বিধান আছে যে, "প্রযাজশেষেণ হবীংষ্যভিঘারয়তি," ইতি।

প্রযাজযাগাবশিষ্ট ঘৃতের দ্বারা হবনীয় দ্রব্যের অভিঘারণ করিবে। প্রকৃতিভূত কর্ম্মে ইহা করিবার ব্যবস্থা থাকায় বিকৃতি কর্ম্মেও অতিদেশের দ্বারা তাহা করিতে হইবে, ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন কর্ম্মে জুহূ (আহুতিপ্রদানপাত্র) অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকায় প্রযাজযাগাবশিষ্ট ঘৃত ফেলিয়া না দিয়া উত্তরপ্রতিপত্তিস্বরূপ অভিঘারণের উদ্দেশ্যে সেই জুহূতে ঐ ঘৃতের সংরক্ষণ করা হয়। তাহাকে ফেলিয়া দিয়া কি হইবে? ঐ অবশিষ্ট ঘৃতটাকে একটা কাজে লাগান যাক, এই উদ্দেশ্যেই ঐ ভাবে অবশিষ্ট ঘৃতের ব্যবহার হয়। কিন্তু সকল কর্ম্মে ঐ ভাবে ব্যবহারের সুবিধা হয় না। কারণ—জুহূটাকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিতে হয় বলিয়া অথচ অন্য পাত্রে ঐ অবশিষ্ট ঘৃত রাখিবার নিয়ম না থাকায় বাধ্য হইয়া উত্তরা প্রতিপত্তি (গৌণকার্য্য) অভিঘারণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া উক্ত ঘৃতকে ফেলিয়া দিতে হয়। তবে কর্ম্মবিশেষে উক্ত অবশিষ্ট ঘৃতকে অভিঘারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে। সুতরাং প্রযাজশেষের দ্বারা অভিঘারণ নিয়ত-কর্ত্তব্য নহে বলিয়া উহা অপ্রধানভাবেই সম্পাদনীয়। যাহা অপ্রধান, তাহাকে অপ্রধানভাবেই রাখিবে। ইহাই হইল মীমাংসকের যুক্তি।

তস্মাৎ প্রথমাবগতৈকঘনাকার † -বাক্যার্থানুসারেণ সতামসতাং বা পদানাং নিমিত্তভাবব্যবস্থাপনাদশ্রূয়মাণতথাবিধৈকদেশাদপি বাক্যাৎ তদর্থাবগতিসম্ভবাৎ কিং শ্রুতার্থাপত্ত্যা। অতএব ন সোপানব্যবহিতং

* যাহার ইতিকর্ত্তব্যতানির্ণায়ক স্পষ্ট বাক্য আছে, তাহাকে প্রকৃতি-কর্ম্ম বলে। যাহার ইতিকর্ত্তব্যতা বাক্যের দ্বারা নির্ণীত হয় না, অতিদেশের দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহাকে বিকৃতি-কর্ম্ম বলে। (অন্যধর্ম্মস্য অন্যত্র আরোপণমতিদেশঃ।) কোন কর্ম্মের অঙ্গ-কর্ম্ম যদি উক্ত না থাকে, কিন্তু যাহার অঙ্গ-কর্ম্ম উক্ত আছে, তাহার তুল্য যদি বলা হয়, তাহা হইলে সেইভাবে অঙ্গ-কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা বুঝা যায়। ইহাকে অতিদেশ বলে।

† প্রথমাবগতোকঘনাকারেতি মূলেঽশুদ্ধঃ পাঠঃ।

তস্যার্থস্য শাব্দত্বম্, সাক্ষাদেব তৎসিদ্ধেঃ। ন চাশ্রূয়মাণেষু * নিমিত্তেষু কৃতস্তদর্থমবগচ্ছামঃ, অনবগচ্ছন্তশ্চ কীদৃশং নৈমিত্তিকমপকল্পয়ামঃ।

উচ্যতে—শ্রুতেষ্বপি পদেষু তেষাং নিমিত্তভাবো ন স্বমহিম্নাহবকল্পাতে, কিন্তু নৈমিত্তিকানুসারদ্বারক ইত্যুক্তম্। এবমশ্রুতেষ্বপি ভবিষ্যতি। ন যজেৌ করণবিভক্তিং শৃণুমো ন স্বর্গে কর্ম্মবিভক্তিম্, নাগ্নিচিদাদিষু ক্বিপ্-প্রত্যয়ম্, নাধুনাদিষু প্রকৃতিম্, ন সমাসতদ্ধিতেষু যথোচিতাং বিভক্তিমপিচ প্রতীম এব তদর্থম্। এবং বিশ্বজিদাদাবপি যজেতেতি নৈমিত্তিকবলাদেব স্বর্গকামাদিপদার্থঃ প্রত্যেষ্যামঃ।

অনুবাদ

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, (বাক্যশ্রবণের পর) প্রথম-পরিজ্ঞাত একটী বিশিষ্টবাক্যার্থের অনুযায়ী শ্রুতিগোচর বা শ্রুতির অগোচর পদগুলির (তাদৃশবাক্যার্থবোধের প্রতি) নিমিত্তকারণতা ব্যবস্থাপিত বলিয়া 'রাত্রৌ ভুঙ্ক্তে' এই প্রকার বাক্যাংশ অশ্রূয়মাণ হইলেও 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে" এই প্রকার বাক্য হইতেও সমগ্রবাক্যার্থবোধ হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তিস্বীকারের প্রয়োজন নাই। অতএব শব্দকল্পনাদ্বারা রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ সেই অর্থের শাব্দত্বস্থাপন পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কারণ—সাক্ষাৎসম্বন্ধেই তাহার শাব্দত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বল যে, সকল পদ শুনিতে না পাইলে তাহাদের অর্থ বুঝিব কেমন করিয়া, আর বুঝিতে না পারিলেই বা তাহাদের সাহায্যে সমগ্রবাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় কিরূপে?

এতদুত্তরে ইহাই বলিতেছি যে, পদগুলি শ্রুত হইলেও তাহাদের নিমিত্ততা স্বপ্রভাববশতঃ ঘটে না, কিন্তু নৈমিত্তিকের অনুসরণদ্বারা নিমিত্ততা ঘটে, এই কথা বলিয়াছি। [অর্থাৎ পদগুলি শ্রুতিগোচর হইলেই যে নিজপ্রভাবে বাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত হয়, তাহা নহে, কিন্তু যে যে পদের

* ন চ অশ্রূয়মাণেষু ইত্যেবং পাঠো ন সঙ্গতঃ।

অর্থগর্ভ বাক্যার্থের বোধ হয়, সমগ্র বাক্যার্থবোধের প্রতি সেই সেই পদও নিমিত্ত হয়। শ্রুতিগোচরতা নিমিত্ততাসাধকপ্রভাবের পরিপোষক নহে। এই কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।] অশ্রুত পদগুলিতেও এইরূপ হইবে। [অর্থাৎ ঐ নিয়ম অনুসারে শ্রুতির অগোচরভাবে থাকিয়াও পদগুলি নিমিত্ত হইতে পারিবে।] আমরা যজি-ধাতুতে করণ-বিভক্তি, স্বর্গ-পদে কর্ম্ম-বিভক্তি অগ্নিচিদাদি-শব্দে ক্বিপ্-প্রত্যয়, * অধুনাপ্রভৃতিশব্দে প্রকৃতিভূত শব্দ এবং সমাস-তদ্ধিতাদিস্থলে যথাযোগ্য বিভক্তিও শুনি না, অথচ আমরা তাহাদের অর্থ বুঝিয়া থাকি। [অর্থাৎ 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বাক্যস্থলে 'স্বর্গকামো যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ' স্বর্গপ্রার্থী যাগের দ্বারা স্বর্গলাভ করিবে এই প্রকার বাক্যার্থবোধ হয়। কিন্তু ঐপ্রকার বাক্যার্থ-বোধ হয় কিরূপে? যজধাতুর সহিত করণবিভক্তির সম্বন্ধ তো শ্রুত হয় নাই। স্বর্গপদের সহিত কর্ম্মবিভক্তির সম্বন্ধও শ্রুত হয় নাই। 'অগ্নিচিৎ' ইত্যাদিশব্দস্থলে ক্বিপ্-প্রত্যয় শ্রুত হয় নাই, কারণ—ক্বিপ্-প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় তাহার শ্রবণ অসম্ভব। অধুনাপ্রভৃতিশব্দস্থলেও তাহার প্রকৃতিভূত ইদংশব্দপ্রভৃতি শ্রুত হয় নাই, কারণ—ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে প্রকৃতিভূত ইদংশব্দপ্রভৃতির লোপ হইয়া গিয়াছে। এবং সমাস ও তদ্ধিতস্থলে (রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে সমাস, রাজক ইত্যাদিস্থলে তদ্ধিত) ষষ্ঠীপ্রভৃতি বিভক্তিও শ্রুত হয় নাই। রাজপুরুষ এই প্রকার সমাসস্থলে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই প্রকার ব্যাসবাক্যদ্বারা অবধৃত

* অধুনা এই পদটী সিদ্ধান্তকৌমুদীর (১৯৬৬ সংখ্যক) 'অধুনা' এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সপ্তম্যন্ত ইদং-শব্দের উত্তর অধুনানামক প্রত্যয় হইয়া থাকে। প্রত্যয় হইবার পর ইদং নামক প্রকৃতিটী লুপ্ত হয়, সুতরাং প্রকৃতিভূত ইদং-শব্দটী শ্রুতিগোচর হয় না। অথচ বাক্যার্থবোধকালে ইদং-শব্দের অর্থটী গৃহীত হইয়া থাকে। আরও এইরূপ শব্দ আছে—যেমন ইদং শব্দ।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর বালমনোরমা-টীকাতে এই সম্বন্ধে একটী শ্লিষ্টশ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহা প্রদর্শিত হইল—

"উদিতবতি পরস্মিন্ প্রত্যয়ে শাস্ত্রযোনৌ
গতবতি বিলয়ঞ্চ প্রাকৃতেঽপি প্রপঞ্চে।
সপদি পদমুদীতং কেবলঃ প্রত্যয়ো যৎ
তদিয়দিতি মিমীতে কোঽধুনা পণ্ডিতোঽসৌ॥

ষষ্ঠীবিভক্তির লোপ হইয়াছে। এবং রাজক এই প্রকার তদ্ধিতস্থলে 'রাজ্ঞঃ সমূহঃ' এই অর্থে 'ক'-প্রত্যয় হয়, কিন্তু তদ্ধিতান্তপদশ্রবণকালে ষষ্ঠীবিভক্তির শ্রবণ ঘটে না। অথচ সমগ্রবাক্যার্থবোধকালে অশ্রুত বিভক্তিপ্রভৃতির অর্থও নিশ্চিত করিয়া থাকি। এবং বিশ্বজিদাদি স্থলেও (যজেত) এই প্রকার বিধিবোধিত নৈমিত্তিককর্ম্মবল হইতেই (ঐ বাক্যের ঘটকরূপে অশ্রুত) স্বর্গকামাদিরূপ (অধ্যাহৃত) পদের অর্থ বুঝিব। [অর্থাৎ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদি বিধিস্থলেও যদ্যপি অধিকারি-বোধক কর্ত্তৃপদ শ্রুত হয় নাই, তথাপি অধিকারি-ব্যতিরেকে নৈমিত্তিক কর্ম্মের বিধান অসম্ভব বলিয়া ঐপ্রকারবিধিশ্রবণজন্য যে বাক্যার্থবোধ হইবে, তাহা কথিত স্বর্গকামরূপ অধিকারিবিশেষকে লইয়াই হইবে। তাদৃশ বিশিষ্ট-বাক্যার্থবোধটীও নৈমিত্তিক। যাহারাই উক্তবাক্যার্থবোধের বিষয়, তদ্বোধক সমগ্র পদই নিমিত্ত। সুতরাং স্বর্গকাম পদটী শ্রবণগোচর না হইলেও স্বর্গকামের সমগ্রবাক্যার্থবোধের বিষয়তানিবন্ধন নিমিত্ত বলিয়া তাহার অর্থ আমরা অনায়াসে বুঝিব। স্বর্গকামরূপ পদের কল্পনার জন্যও শ্রুতার্থাপত্তি মানিবার প্রয়োজন নাই।]

নিয়োগগর্ভত্বাচ্চ বিনিয়োগস্য * লিঙ্গাদীনি † শ্রুতিকল্পনামন্তরেণাপি নিয়োগব্যাপারং পরিগৃহ্য তেন বস্তূনি বিনিযোক্তৃকতাং প্রতিপৎস্যন্তে।

অনুবাদ

এবং বিনিয়োগবিধির নিয়ত অঙ্গপ্রধানগত-সম্বন্ধের জ্ঞাপকতাবশতঃ লিঙ্গ-প্রভৃতি প্রমাণগুলি শ্রুতি-কল্পনা না করিলেও নিয়োগরূপ (অঙ্গপ্রধানগত-সম্বন্ধজ্ঞাপনরূপ) ব্যাপার অবলম্বন করিয়া সেই ব্যাপারের দ্বারা বস্তুবিশেষের পক্ষে অঙ্গের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিবে।

[অর্থাৎ যেস্থলে কোন্‌টী অঙ্গী এবং কোন্‌টী অঙ্গ ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, সেই স্থলে বিনিয়োগবিধি উক্ত অঙ্গ এবং অঙ্গীর সম্বন্ধ

* অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবোধকো বিধির্বিনিয়োগবিধিঃ। যথা দধ্না জুহোতীতি, স হি তৃতীয়াপ্রতিপন্নাঙ্গভাবস্য দধ্নো হোমসম্বন্ধং বিধত্তে। দধ্না হোমং ভাবয়েদিতি।

† এতস্য বিধেঃ সহকারিভূতানি ষট্ প্রমাণানি শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থান-

বুঝাইয়া দেয়। তবে বিনিয়োগবিধি অপরের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং উহা বুঝাইয়া দেয়, তাহা নহে, লিঙ্গাদির সাহায্যে উহা বুঝাইয়া দেয়। আমাদের মতে অপরমীমাংসকসম্মত শ্রুতি সাহায্যকারী নহে। কারণ— শ্রুতিকে সাহায্যকারী বলিলে স্থলবিশেষে শ্রুতি না থাকিলে শ্রুতার্থাপত্তির সাহায্যে শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। কারণ—শ্রুতি অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু শ্রুতিকে বাদ দিলে শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করিতে হয় না।]

সমাখ্যারূপাণি। এতৎসহকৃতেন বিনিয়োগবিধিনা অঙ্গত্বং[1] জ্ঞাপ্যতে। তত্র নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ,[2] সা চ ত্রিবিধা বিধাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিয়োক্ত্রী চ। তত্র বিধাত্রী লিঙাদ্যাত্মিকা[3]। অভিধাত্রী ব্রীহ্যাদিশ্রুতিঃ[4]। যস্য চ শব্দস্য শ্রবণাদেব সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে, সা বিনিয়োক্ত্রী। সা চ ত্রিবিধা বিভক্তিরূপা সমানাভিধানরূপা, একপদরূপা চ। তত্র বিভক্তিশ্রুত্যাঽঙ্গত্বং যথা ব্রীহিভির্যজেতেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা ব্রীহীণাং যাগাঙ্গত্বম্। পশুনা যজেতেত্যত্র একত্বপুংস্ত্বয়োঃ সমানাভিধানশ্রুত্যা[5] কারকাঙ্গত্বম্। যজেতেত্যাখ্যাতাভিহিতসংখ্যায়া[6] ভাবনাঙ্গত্বং সমানাভিধানশ্রুতেঃ।

---

[1] পরোপকারকত্বমিতি যাবৎ। "যঃ পরস্যোপকারে বর্ত্ততে স শেষঃ।" ইতি ভাষ্যম্।

[2] নিরপেক্ষঃ স্বার্থপ্রত্যায়নে পদান্তরাকাঙ্ক্ষারহিতো যো রবঃ শব্দঃ সা শ্রুতিঃ।

[3] লিঙাদীনাং শব্দান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ প্রবর্ত্তনারূপস্বার্থপ্রতিপাদনদ্বারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ।

[4] ব্রীহিশব্দশ্রুত্যা যস্য বিশেষস্য প্রতীতিঃ, যজিশ্রুত্যা চ কর্ম্মবিশেষস্য প্রতীতিরভিধাত্র্যা শ্রুত্যা ভবতি। সর্ব্বত্রৈব তাসাং তত্তদর্থপ্রতিপাদনে শব্দান্তরনিরপেক্ষত্বাৎ শ্রুতিত্বমক্ষুণ্ণম্।

[5] সমানমেকং যদভিধানমুক্তিস্তদ্রূপশ্রুত্যা ইত্যর্থঃ। তথা চ পশুনা যজেতেত্যত্র পশুনেত্যত্র তৃতীয়ৈকবচনরূপা যা একা উক্তিস্তয়ৈব একত্বপুংস্ত্বে করণকারকঞ্চোচ্যতে। অতএকোক্তিগম্যত্বরূপসন্নিকর্ষাদেকত্বপুংস্ত্বয়োঃ করণকারকাঙ্গত্বং করণীভূতস্য পশোরেকত্বপুংস্ত্ববোধকতয়া ইতরব্যাবর্ত্তকত্বমিতি ভাবঃ। পশুনেত্যত্র বিভক্ত্যংশে সমানাভিধানশ্রুতিমুদাহৃত্য যজেতেত্যত্রাপি বিভক্ত্যংশে তামুদাহরতি যজেতেতি।

[6] আখ্যাতেতি ঈতপ্রত্যয়স্য প্রথমপুরুষৈকবচনতয়া একত্বসংখ্যা আর্থী ভাবনা চোচ্যতে। তয়োশ্চ একোক্তিপ্রতিপাদ্যত্বেন সন্নিহিতত্বাদ্ একত্বসংখ্যায়া আর্থভাবনোপকারকত্বমেকাভিধানশ্রুতিসিদ্ধমিত্যর্থঃ।

একপদশ্রুত্যা চ[১] যাগাঙ্গত্বম্। ন চামূর্ত্তায়াস্তস্যাঃ (সংখ্যায়াঃ) কথং যাগাঙ্গত্বমিতি বাচ্যম্। কর্ত্তৃপরিচ্ছেদ-দ্বারা তদুপপত্তেঃ।[২] কর্ত্তা আক্ষেপলভ্যঃ। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

সামর্থ্যং লিঙ্গম্। অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সামর্থ্যং সর্ব্বভাবানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে ইতি। তেনাঙ্গত্বং যথা—বর্হির্দেবসদনং[৩] দামীতি। অস্য লবনাঙ্গত্বম্[৪], স হি লবনং প্রকাশয়িতুং সমর্থঃ। তচ্চ লিঙ্গং দ্বিবিধম্[৫]। সামান্যসম্বন্ধবোধকপ্রমাণান্তরাপেক্ষং তদনপেক্ষঞ্চ[৬]। তত্র যদন্তরেণ যন্ন সম্ভবত্যেব, তস্য তদঙ্গত্বং তদনপেক্ষকেবললিঙ্গাদেব। যথা পদার্থজ্ঞানস্য[৭] কর্ম্মানুষ্ঠানাঙ্গত্বম্। ন হি অর্থজ্ঞানমন্তরেণানুষ্ঠানং সম্ভবতি। (২য় উদাহরণ) যদন্তরেণ যৎ সম্ভবতি, তস্য তদর্থত্বং তদপেক্ষম্। যথোক্তস্য মন্ত্রস্য (১ম উদাহরণ) লবনাঙ্গত্বম্। লবনং হি মন্ত্রং বিনা

তথা চ যাগাত্মকব্যাপারনিচয়স্য এককৃতিব্যাপ্যত্বং স্যাৎ। এবঞ্চ একোপক্রমেণ যাগস্য কিয়ন্তমংশং নির্বর্ত্ত্য তদ্দিনকর্ত্তব্যশ্রাদ্ধাদিরূপকর্ম্মান্তরং সমাপ্য আরব্ধযাগস্য শেষাংশসমাপনে ন যাগসিদ্ধিঃ।

উপক্রমভেদেন কৃতিভেদাদিতি ভাবঃ।

[১] অত্রৈব যজেতেতিপদে একপদশ্রুত্যুদাহরণং দর্শয়তি একপদেতি। একপদং যজেতেতি তিঙন্তপদং তদ্রূপয়া শ্রুত্যা। যাগাঙ্গত্বম্ আখ্যাতাভিহিতসংখ্যায়া ইত্যনুষঙ্গঃ।

[২] নিরাকরণে হেতুমাহ; কর্ত্তৃপরিচ্ছেদেতি। কর্ত্তুরিতরব্যাবর্ত্তনদ্বারেণেত্যর্থঃ। তথা চ যথা একত্বপুংস্ত্বাবচ্ছিন্নঃ পশুঃ করণম্, তথা কর্ত্তাপি একত্বাবচ্ছিন্ন এবেতি ভাবঃ। বহুকর্ত্তৃকন্তু বিশেষবিধিমহিম্নৈব। ইতি টীকাকারঃ।

[৩] দেবানাং সদনং স্থানং বর্হিঃ কুশং দামি লুনামীত্যর্থঃ।

[৪] লবনাঙ্গত্বং কুশচ্ছেদনবিনিয়োজ্যত্বম্।

তথা চ দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণে এতন্মন্ত্রমাত্রং শ্রূয়তে; ন পুনরনেন মন্ত্রেণৈতৎ কার্য্যমিত্যেব বিনিয়োজিকা সাক্ষাৎ শ্রুতিরস্তি। অতো মন্ত্রেণ কুশচ্ছেদনরূপার্থপ্রকাশনাদেব অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দ্যাদিতিশ্রুতিং কল্পয়িত্বা তদ্বলেন কুশচ্ছেদনে তস্য বিনিয়োগোঽবধারণীয় ইতি ভাবঃ। যস্য শব্দস্য শ্রবণাদেব প্রাগুক্তশব্দার্থানুপপত্তিনিরস্যতে সা বিনিয়োজিকা শ্রুতিঃ।

[৫] লিঙ্গং বিভজতি। তচ্চেতি। সামান্যেতি। যৎ প্রমাণান্তরং সামান্যসম্বন্ধবোধকম্।

[৬] তদপেক্ষং তৎসাপেক্ষং ন তু তন্নৈরপেক্ষ্যেণ যাগান্তরীয়কর্ম্মবিশেষেঽপি বিনিয়োজকম্ ইত্যর্থঃ। তদনপেক্ষং তথাবিধপ্রমাণান্তরানপেক্ষম্।

[৭] পদার্থজ্ঞানস্য মন্ত্রঘটকপদার্থজ্ঞানস্য।

উপায়ান্তরেণ স্তুত্বা কর্তুং শক্যমতো ন মন্ত্রো লবন-স্বরূপার্থঃ সম্ভবতি। কিন্ত্বপূর্ব্বসাধনীভূতলবনার্থঃ। তচ্চ ন সামর্থ্যমাত্রাদবগম্যতে। লবনপ্রকাশনমাত্রে সামর্থ্যাৎ। অতোঽবশ্যং প্রকরণাদিসামান্যসম্বন্ধবোধকং স্বীকার্য্যম্। দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণে হি মন্ত্রস্য পাঠাদেবমবগম্যতে, অনেন মন্ত্রেণ দর্শপৌর্ণমাসাপূর্ব্বসম্বন্ধি কিঞ্চিৎ প্রকাশ্যত ইতি। অন্যথা প্রকরণপাঠবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তদপূর্ব্বসম্বন্ধি[1] প্রকাশ্যমিত্যপেক্ষায়াং সামর্থ্যাদ্ বর্হির্লবনমিত্যবগম্যতে। তদ্ধি[2] বর্হিঃ সংস্কারদ্বারা অপূর্ব্বসম্বন্ধীতি মন্ত্রস্য সামর্থ্যাৎ তদর্থত্বে সতি।[3] নানর্থক্যং প্রসজ্যতে। তস্মাদ্ বর্হির্দেবসদনং দামীত্যস্য প্রকরণাদ্ দর্শপৌর্ণমাসসম্বন্ধিতয়াবগতস্য সামর্থ্যাল্লবনাঙ্গমিতি সিদ্ধম্। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

সমভিব্যাহারো[4] বাক্যম্। সমভিব্যাহারো নাম সাধ্যসাধনত্বাদি-বাচকদ্বিতীয়াদ্যভাবে[5] বস্তুতঃ[6] শেষশেষিণোঃ সহোচ্চারণম্। যথা যস্য পর্ণময়ী[7] জুহূ[8]র্ভবতীতি। অত্র হি ন দ্বিতীয়াদিবিভক্তিঃ শ্রূয়তে। কেবলং পর্ণতাজুহ্বোঃ সমভিব্যাহারমাত্রম্। তস্মাদেব চ পর্ণতায়াঃ[9] জুহ্বঙ্গত্বম্।

ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

---

[1] অপূর্ব্বসম্বন্ধি অপূর্ব্বজনকম্।

[2] বর্হির্লবনস্যাপূর্ব্বসম্বন্ধিত্বং সাধয়তি—তদ্ধীতি। বর্হিঃ সংস্কারেতি। অমন্ত্রকলূনবর্হিষোঽসংস্কৃতত্বম্। অসংস্কৃতবর্হিষা চাপূর্ব্বানিষ্পত্তিরিতি।

[3] তদর্থত্বে বর্হিরুপকারকত্বে। ইতি টীকাকারঃ।

[4] বাক্যং লক্ষয়তি সমভিব্যাহার ইতি। যদ্যপি একার্থমনেকপদং বাক্যমিতি ভাষ্যকারৈঃ পরস্পরান্বিতপদসমূহস্য বাক্যত্বমুক্তম্, তথাপি যদ্বাক্যস্য বিনিয়োজকত্বং তল্লক্ষণস্যৈবাপেক্ষিততয়া শ্রুত্যাদৌ বাক্যত্বসদ্ভাবেঽপি বিনিয়োজকবাক্যলক্ষণস্য তৎসাধারণ্যে প্রয়োজনাভাব ইতি সামান্যলক্ষণমুপেক্ষিতম্।

[5] এতেন কর্ম্মত্বকরণত্বাদিবোধকদ্বিতীয়াদিঘটিতায়াঃ শ্রুতের্ব্যাবৃত্তিঃ।

[6] বস্তুত ইতি তাৎপর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ যয়োঃ পদয়োঃ সহোচ্চারণং তদর্থয়োরঙ্গাঙ্গিভাববোধকত্বং তাৎপর্য্যাদেবাবসেয়মিতি ভাবঃ। শেষশেষিণোঃ অঙ্গাঙ্গিবাচকপদয়োঃ। এতেন লিঙ্গাদিব্যাবৃত্তিঃ। লিঙ্গাদিবিনিয়োগস্থলে শেষশেষিবাচকপদবিরহাৎ।

[7] পর্ণময়ী পলাশবৃক্ষাবয়বসম্ভূতা, পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণ ইতি ত্রিকাণ্ডিস্মরণম্।

[8] জুহূঃ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যজ্ঞপাত্রবিশেষঃ।

[9] পর্ণতায়াঃ পলাশকাষ্ঠস্য।

ইতি টীকাকারঃ।

উভয়াকাঙ্ক্ষা[1] হি প্রকরণম্। যথা প্রযাজাদিষু সমিধো যজতীতি। অত্র হি ইষ্টবিশেষস্যা[2]নির্দ্দেশাৎ সমিদ্ যাগেন ভাবয়েৎ কিমিত্যস্যোপকার্য্যাকাঙ্ক্ষা[3] ইষ্টবিশেষস্যানির্দ্দেশাৎ সমিদ্ যাগেন ভাবয়েৎ কথমিত্যুপকারকাকাঙ্ক্ষা। অত উভয়াকাঙ্ক্ষয়া দর্শপৌর্ণমাসাঙ্গত্বং সিধ্যতি। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

তচ্চ প্রকরণং দ্বিবিধং মহাপ্রকরণমবান্তরপ্রকরণঞ্চেতি। তত্র ভাবনায়াঃ প্রকরণং মহাপ্রকরণম্। তচ্চ প্রযাজাদীনাং গ্রাহকম্। তচ্চ প্রকৃতাবেব। যত্র সমগ্রাঙ্গোপদেশঃ সা প্রকৃতিঃ। যথা দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। তত্র চোভয়াকাঙ্ক্ষারূপং প্রকরণং সম্ভবতি, আকাঙ্ক্ষানুপরমাৎ[4]। বিকৃতৌ তু ন প্রকরণং সম্ভবতি। যত্র তু ন সমগ্রাঙ্গোপদেশঃ, সা বিকৃতিঃ। যথা সৌর্য্যাদিঃ[5]। তত্র চ যান্যপূর্ব্বাণ্যঙ্গানি বিধ্যন্তে উপহোমাদীনি[6] তেষাং ন প্রকরণং বিনিয়োজকম্। তত্র যদ্যপি তেষাং কিং ভাবয়েদিত্যস্ত্যেবাকাঙ্ক্ষা, তথাপি প্রধানস্য[7] ন কথন্তাবাকাঙ্ক্ষাঽস্তি ; প্রকৃতৈরেবাঙ্গৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ[8]।

ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

---

[1] প্রকরণং নিরূপয়তি উভয়েতি। অঙ্গাঙ্গিত্বেনাভিমতয়োরুভয়োঃ পরস্পরাকাঙ্ক্ষেত্যর্থঃ উভয়েতিকথনাদন্যতরাকাঙ্ক্ষায়াঃ প্রকরণত্বং ন স্যাদিতি দর্শিতম্।

[2] ইষ্টবিশেষস্য স্বর্গবিশেষস্য অনির্দ্দেশাদনুল্লেখাৎ।

[3] উপকার্য্যস্য যাগবিশেষস্য ভাব্যত্বেনাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব ইষ্টবিশেষস্যানির্দ্দেশাদিতি হেতুঃ। তথা চ স্বর্গাদিফলে তজ্জনকতয়া কর্ম্মণি চ পুরুষেচ্ছায়া জায়মানত্বাৎ স্বর্গাদিরূপেষ্টবিশেষশ্রবণে তস্যৈব ভাবনায়াং কর্ম্মত্বেনান্বয়ঃ স্যাৎ। তদশ্রবণে তু ইষ্টবিশেষজনকতয়া পুরুষেচ্ছাবিষয়স্য প্রধানযাগস্যৈব ভাব্যত্বেনান্বয়স্যৌচিত্যাৎ কতমং যাগবিশেষং ভাবয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষা জায়তে ইতি ভাবঃ। ইতি টীকাকারঃ।

[4] কথং ভাবয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষয়া অঙ্গবিধিসমুত্থানসমাপ্তিমন্তরেণ বিরামাভাবাৎ।

[5] "সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ" ইত্যত্র নির্ব্বাপশব্দঃ। তথা আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্ব্বপেদিত্যত্রাপি নির্ব্বাপশব্দঃ। এবমাগ্নেয়পদবৎ সৌর্য্যপদস্যাপি তদ্ধিতপ্রত্যয়েন একমাত্রদেবতাবোধকত্বম্। এবং চরোরপি ওষধিদ্রব্যাকত্বমিত্যেবমাগ্নেয়লিঙ্গসম্বন্ধাৎ সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদাগ্নেয়বদিত্যানুমানিকবচনকল্পনাঙ্গীকারাৎ সৌর্য্যযাগস্য বিকৃতিত্বম্।

[6] উপহোমাঃ প্রাকৃতহোমাদতিরিক্তত্বেন বিহিতা হোমাঃ।

[7] প্রধানস্য বিকৃতেঃ।

[8] তথা চ অঙ্গবিধেরাকাঙ্ক্ষাসদ্ভাবেঽপি প্রধানবিধেরাকাঙ্ক্ষাবিরহেণ উভয়াকাঙ্ক্ষারূপপ্রকরণং নাস্তীতি ভাবঃ। নন্বু সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকাম ইত্যত্র

ন চাত্র[১] তেষামুপস্থাপকাভাবঃ। উপমিতি[২] লক্ষণপ্রমাণেন তেষামুপস্থিতিত্বাৎ। সৌর্য্যবাক্যে হি দৃষ্টে[৩] ওষধিদ্রব্যত্বেন একদৈবতাত্বেন চ সাদৃশ্যেন আগ্নেয়বাক্য[৪]মুপমীয়তে[৫]। গবয়দর্শনাৎ গোরূপমানবৎ।

ফলভাবনায়া[৬] অন্তরালে যদঙ্গভাবনায়াঃ[৭] প্রকরণং তদবান্তরপ্রকরণম্। তচ্চা[৮]ভিক্রমণা[৯]দীনাং প্রযাজাদিষু বিনিয়োজকম্[১০] সন্দংশেন জ্ঞায়তে।

সৌর্য্যযাগেণ ব্রহ্মবর্চ্চসং ভাবয়েদিতি বোধস্তাবশ্যাভ্যুপেয়ত্বে কথম্ভাবয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষাত্মাপগমোঽপ্যাবশ্যক ইত্যত আহ প্রকৃতেরেবেতি। তথা চ আগ্নেয়বদিত্যতিদেশেন * আগ্নেয়াঙ্গানাং প্রবৃত্ত্যা তদাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ইতি টীকাকারঃ।

[১] নন্থ প্রাকৃতাঙ্গানাং বিকৃত্যুপকারকতয়া উপস্থিতির্নাস্তি উপস্থাপকাভাবাদিত্যাপত্তিং নিরস্যতি ন চেতি।

[২] উপস্থাপকং দর্শয়তি উপমিতীতি। উপমানমিত্যর্থঃ।

[৩] দৃষ্টে শ্রুতে।

[৪] আগ্নেয়বাক্যম্ আগ্নেয়াষ্টাকপালং নির্বপেদিতি বাক্যম্।

[৫] উপমীয়তে, উপমিত্যাত্মকজ্ঞানবিষয়ীভবতীত্যর্থঃ।

[৬] অবান্তরপ্রকরণং লক্ষয়তি ফলভাবনায়া ইতি। ফলভাবনায়াঃ কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষায়া ইত্যর্থঃ।

[৭] অঙ্গভাবনায়া অঙ্গবিধিপ্রতিপাদ্যভাবনায়াঃ। অঙ্গভাবনায়াঃ ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা তস্যাশ্চ ইতিকর্ত্তব্যতায়াঃ ফলভাবনাকাঙ্ক্ষা (কথম্ভাবাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ) ইত্যুভয়াকাঙ্ক্ষারূপম্।

[৮] তচ্চ অবান্তরপ্রকরণঞ্চ।

[৯] অভিক্রমণেতি। অভিক্রমণং হোমকালে আহবনীয়মভিতঃ সঞ্চরণম্। হোমকালে আহবনীয়সমীপে বর্ত্তনমিতি যাবৎ। তথা চোক্তম্ ভাষ্যকারৈঃ—

"অভিক্রমণেন সমাসীদতি আহবনীয়ং কর্ত্তা। ঘয়মভ্যুপায়ভূতঃ হোমস্য। দূরাদ্ধ্য অভিপ্রসার্য্য হস্তং জুহুয়াৎ সমাসীদেদ্ধা অভিক্রমণেন। তস্মাদভিক্রমণমুপকরোতি হোমস্য।"

[১০] অবান্তরপ্রকরণাঙ্গীকারে প্রমাণমাহ তচ্চেতি। অবান্তরপ্রকরণঞ্চেত্যর্থঃ। সন্দংশেন প্রযাজাঙ্গবিধীনামন্তরালবিহিতত্বেন। অবান্তরপ্রকরণাঙ্গীকারে সন্দংশপতিতানামপি প্রধানাঙ্গত্বাপত্ত্যা ন্যায়বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ তদভাব ইতি।

---

* অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপণমতিদেশঃ।

তদভাবে[১] অবিশেষাৎ সর্ব্বেষাং ফলভাবনকথম্ভাবেন গ্রহণাৎ। সন্দংশো নাম একাঙ্গানুবাদেন[২] বিধীয়মানয়োরন্তরালে বিহিতত্বম্। যথা অভিক্রমণম্।

ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

দেশসামান্যং[৩] স্থানম্। তচ্চ দ্বিবিধম্। পাঠসাদেশ্য[৪]মনুষ্ঠানসাদেশ্যং[৫] চ। পাঠসাদেশ্যমপি দ্বিবিধম্। যথাসংখ্যপাঠঃ সন্নিধিপাঠশ্চেতি। তত্র ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ, বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালমিত্যেবং ক্রমবিহিতেষ্টিষু ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিব[৬] ইত্যাদীনাং যাজ্যানুবাক্যা[৭]মন্ত্রাণাং যথাসংখ্যং প্রথমস্য[৮] প্রথমং দ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়মিত্যেবং

---

[১] তদভাবে সন্দংশস্য জ্ঞাপকত্বাভাবে অবিশেষাৎ অন্যাঙ্গত্বে প্রমাণাভাবাৎ সর্ব্বেষাং প্রযাজানাং তদঙ্গমধ্যপতিতাভিক্রমণাদীনাঞ্চ গ্রহণাৎ গ্রহণপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। তথা চ সন্দংশপতিতন্যায়বিরোধ ইতি ভাবঃ।

তথা হি প্রযাজোদ্দেশেন যান্যঙ্গানি বিহিতানি, যানি বা প্রযাজোদ্দেশেন বিধাস্যন্তে তেষাং তাবৎ প্রযাজাঙ্গত্বং বক্তব্যমেব। সুতরাং তন্মধ্যপতিতস্যাপি তদঙ্গত্বমবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্।

[২] সন্দংশং লক্ষয়তি। সন্দংশো নাম। একেতি। একস্য যস্য কস্যচিৎ প্রধানাঙ্গস্য অনুবাদেন উদ্দেশেনেত্যর্থঃ। প্রযাজসম্বন্ধিকিঞ্চিদঙ্গবিধানাদনন্তরমভিক্রমণং বিধীয়তে, পশ্চাচ্চাপরং প্রযাজসম্বন্ধি অঙ্গং বিধীয়তে, তস্মাদভিক্রমণে প্রযাজাঙ্গসন্দংশঃ সিধ্যতীতি ভাবঃ।

ইতি টীকাকারঃ।

[৩] দেশসামান্যং সমানদেশবর্ত্তিত্বম্।

[৪] পাঠমাত্রাবগতৈকদেশবর্ত্তিত্বমিত্যর্থঃ।

[৫] একস্মিন্ দেশে (অবসরে) অনুষ্ঠেয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বমিত্যর্থঃ।

[৬] ক্রমেণ বিহিতেষু যাগেষু ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ প্রহর্ষণিভা ইত্যাদি, ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরঃপ্রথবুত্তমিত্যাদি চ মন্ত্রযুগলং তদাদীনাম্।

[৭] যাজ্যেতি। তেষু মন্ত্রেষু মধ্যে কশ্চিদ্ যাজ্যাখ্যঃ কশ্চিদনুবাক্যশ্চ।

[৮] প্রথমস্য প্রথমযুগলস্য। তথা চ তন্মন্ত্রদ্বয়মভিধায় পূর্ব্বং যুগলং পূর্ব্বস্য উত্তরমুত্তরস্যেতি তৃতীয়াধ্যায়তৃতীয়পাদে ভাষ্যম্।

অন্যথা প্রথমযাগেন সহ পরবর্ত্তিমন্ত্রযুগলস্য সম্বন্ধে অতিব্যবধানাপত্তেঃ।

বিনিয়োগঃ স যথাসংখ্যপাঠাৎ। প্রথমপঠিতমন্ত্রস্য হি কৈমর্থ্যা[১]কাঙ্ক্ষায়াং প্রথমতো-বিহিতং কর্ম্মৈব প্রথমমুপতিষ্ঠতে, সমানদেশত্বাৎ। যানি তু বৈকৃতা[২]ঙ্গানি প্রাকৃতাঙ্গানুবাদেন বিহিতানি সন্দংশাপতিতানি। তেষাং[৩] বিকৃত্যর্থত্বং সন্নিধি-পাঠাৎ[৪]। পশুধর্ম্মাণামগ্নীষোমীয়ার্থত্ব[৫]মনুষ্ঠানসাদেশ্যাৎ। ঔপবসত্যেঽহ্নি অগ্নী-

[১] কৈমর্থ্যেতি। কিমর্থত্বরূপাকাঙ্ক্ষায়ামিত্যর্থঃ।

অহং মন্ত্রঃ কমুপকুর্য্যামিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রথমবিহিতং কর্ম্মৈব বুদ্ধিবিষয়ো ভবতি। কর্ম্মমন্ত্রয়োর্দ্বয়োরপি প্রথমস্থানরূপৈকদেশবর্ত্তিত্বাৎ। এবমন্যত্রাপি।

[২] বৈকৃতানি বিকৃতিসম্বন্ধীনি। প্রকৃতেতি। অতিদেশপ্রাপ্তপ্রকৃতিসম্বন্ধাঙ্গো-দ্দেশেন ইত্যর্থঃ।

[৩] তেষামুপহোমাদিহোমানাং বিকৃত্যুপকারকত্বং সন্নিধিপাঠাৎ বিকৃতিসন্নিধানে পঠিততয়া বিকৃতেরেবোপকারকত্বং ন তু প্রকৃতেরিত্যর্থঃ।

[৪] জ্যোতিষ্টোমে ত্রয়ঃ পশবঃ সমাম্নাতাঃ। অগ্নীষোমীয়ঃ সবনীয়ঃ আনুবন্ধ্য-শ্চেতি। তত্রাগ্নীষোমীয় * ঔপবসথ্যনামকে অহনি বিহিতঃ। যো দীক্ষিতো যদগ্নী-ষোমীয়ং পশুমালভেতেতি শ্রুতেঃ। তদুত্তরত্র সৌত্যেঽহনি সবনীয়ঃ সমাম্নাতঃ। আশ্বিনগ্রহং গৃহীত্বা ত্রিবৃতা † যূপং পরিবীয়াগ্নেয়ং পশুমুপাকরোতীতি শ্রুতেঃ।

আনুবন্ধ্যাবভৃতান্তে উক্তঃ। তত্র ঔপবসথ্যে অহনি পশুধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে। তে চ উপাকরণং পর্য্যগ্নিকরণম্, উপানয়নং বন্ধঃ যূপে নিয়োজনং সংজ্ঞপনং বিশসনমিত্যেব-মাদয়ঃ। ইতি ভাষ্যকার-ন্যায়মালাকারৌ।

তে চ পশুধর্ম্মা মহাপ্রকরণাৎ জ্যোতিষ্টোমাঙ্গত্বেন প্রাপ্তা অপি তত্র সোমযাগতয়া অভিষবাদি ‡ ধর্ম্মসাকাঙ্ক্ষত্বেন উপকরণাদৌ নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ তদঙ্গপশুযাগ এবাধীয়ন্তে। তর্হি অবিশেষাৎ ত্রিষপি পশুযাগেষু ধর্ম্মা অবতিষ্ঠন্তামিত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে। অস্ত্যত্র বিশেষসান্নিধ্যরূপঃ। তথা হি সৌত্যনামকাদহ্নঃ প্রাক্ ঔপবসথ্যে অহনি পশুধর্ম্মাঃ প্রাপ্তাঃ। অগ্নীষোমীয়স্যাপি তদেব স্থানমিত্যনুষ্ঠানসমানদেশত্বম্।

সবনীয়স্য সৌত্যদিনবিহিততয়া আনুবন্ধ্যস্য চাবভৃতান্তে কর্ত্তব্যতয়া দিনান্তরানুষ্ঠেয়-ত্বেনপশুধর্ম্মাণাং বিভিন্নদেশত্বমিত্যনুষ্ঠানসমানদেশতয়া অগ্নীষোমীয়পশ্বঙ্গত্বমেব পশু-ধর্ম্মাণাম্। ন তু সবনীয়ানুবন্ধ্যাঙ্গত্বম্।

[৫] অগ্নীষোমীয়ার্থত্বমগ্নীষোমীয়াঙ্গত্বম্।

* ঔপবসথ্যো জ্যোতিষ্টোমাৎ পূর্ব্বস্মিন্নহনি।

† ত্রিবৃতা ত্রিগুণরজ্জ্বা উপাকরোতি—মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়তি।

‡ অভিষবঃ সোমলতা-পানঞ্চ।

যোমীয়ঃ পশুরনুষ্ঠীয়তে। তস্মিন্নেব দিনে তে ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে। অত[১]স্তেষাং কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়ামনুষ্ঠেয়ত্বেন উপস্থিতঃ পশুপূর্ব্বমেব ভাব্যত্বেন সম্বধ্যতে। অতো যুক্তমনুষ্ঠানসাদেশ্যাৎ তদর্থত্বং তেষাম্। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

সমাখ্যা যৌগিকঃ[২] শব্দঃ। সা চ দ্বিবিধা, বৈদিকী[৩] লৌকিকী চ। তত্র হোতুশ্চমসভক্ষণাঙ্গত্বম্[৪] হোতৃচমস ইতি বৈদিকসমাখ্যয়া। অধ্বর্য্যো[৫]স্তত্তৎপদার্থাঙ্গত্বং[৬] লৌকিক্যা আধ্বর্য্যবমিতি সমাখ্যয়েতি সঙ্ক্ষেপঃ। ইতি ন্যায়প্রকাশঃ।

---

১ যত উপাকরণাদয়োঽগ্নীষোমীয়-পশুধর্ম্মা এব, অত ইত্যর্থঃ।

কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং কিংফলকত্বাকাঙ্ক্ষায়াম্। কিং ভাবয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামিতি যাবৎ। পশুধর্ম্মসংস্কারেণাগ্নীষোমীয়ানুষ্ঠানে কিংফলমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্। ভাব্যত্বেন ফলত্বেন।

এভির্ধর্ম্মৈরগ্নীষোমীয়পশুপূর্ব্বং ভাবয়েৎ সাধয়েৎ। ইতি বোধঃ। ইতি টীকাকারঃ।

২ যৌগিকঃ অনেকপদযোগাদর্থপ্রত্যায়কঃ।

৩ বৈদিকী বৈদিকশব্দমাত্রোপযোগিযোগনিষ্পন্না। লৌকিকী তদিতরা।

৪ চমসভক্ষণাঙ্গত্বং চমসকরণকসোমভক্ষণোপযোগিত্বম্। চমসশব্দস্য ভক্ষণপাত্রত্বেন যৌগিকত্বম্। তথা হি চমির্ভক্ষণার্থঃ। তস্মাৎ চমতি ভক্ষয়তি অস্মিন্ ইত্যৌণাদিকঃ অসচ্-প্রত্যয়ঃ। অস্য যোগস্য বৈদিকশব্দমাত্রোপযোগিতয়া ভক্ষণাধিকরণবোধকশ্চমসশব্দো বৈদিকী সমাখ্যা। চমসশব্দো বৈদিক এব, ন লোকব্যবহারোপযোগী। ন হি চমসাদিনামানঃ কেচিৎ পদার্থা লোকব্যবহারার্থা বিদ্যন্তে ননু ভক্ষণমেব প্রতীয়তে, ন সোমস্যেতি চেন্ন।

সোমচমস ইতি সমাখ্যায়া অপি শ্রবণাৎ। তথা হি সোমভক্ষণপাত্রতা প্রতীয়তে। ইয়ং সমাখ্যা লৌকিকী। ইত্থঞ্চ বৈদিকলৌকিকসমাখ্যাভ্যাং চমসস্য হোতৃকর্ত্তৃকভক্ষণপাত্রত্বং সোমকর্ম্মকভক্ষণপাত্রত্বঞ্চেত্যবধারণাৎ হোতুশ্চমসস্থিতসোমভক্ষণং সিধ্যতি।

৫ অধ্বর্য্যুর্যজুর্ব্বেদবেত্তা।

৬ তত্তৎপদার্থাঙ্গত্বং যজুর্ব্বেদবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বম্।

অধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম আধ্বর্য্যবমিতি কর্ম্মার্থতদ্ধিতপ্রত্যয়স্য বৈদিকলৌকিকোভয়শব্দমাত্রনিষ্পাদনোপযোগিপ্রত্যয়নিষ্পন্নত্বেনৈব বৈদিকসমাখ্যাত্বাৎ। ইতি টীকাকারঃ।

টিপ্পনী

মীমাংসকমতে বিধি নানাপ্রকার। বিনিয়োগবিধি তাহাদের অন্যতম। বিনিয়োগবিধি প্রধান এবং অপ্রধানের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। ঐ সম্বন্ধটীর

নাম উপকার্য্যোপকারকভাব। [অর্থাৎ প্রধান উপকৃত হয়, এবং অপ্রধান উপকার করে] এবং যাহা অপ্রধান, তাহাই অঙ্গ। ঐ বিনিয়োগবিধি অপরকে অপেক্ষা না করিয়া যে অভিমত অর্থ বুঝাইতে পারে, তাহা নহে। কিন্তু শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান এবং সমাখ্যা এই ছয় প্রকার প্রমাণের সাহায্যে অভিমত অর্থ বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং উক্ত ছয় প্রকার প্রমাণ উক্ত অভিমত অর্থের বোধের পক্ষে বিনিয়োগবিধির সহকারী কারন। অতএব উহারা বিনিয়োগবিধির অপেক্ষিত।

"দধ্না জুহোতি" ইত্যাদিস্থলে দধিশব্দের উত্তর তৃতীয়াবিভক্তির দ্বারা দধি হোমের করণ বুঝা যায়। সুতরাং ঐপ্রকার জ্ঞানের বলে দধি হোমের উপকারক ইহা বিনিয়োগবিধি বুঝাইয়া দেয়। এক্ষণে সহকারীদিগের পরিচয় দিব।

শ্রুতি অন্যতম সহকারী প্রমাণ। তাহার অর্থ নিরপেক্ষ শব্দ। যে শব্দ স্বার্থ বুঝাইতে পদান্তরের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দেয়, তাহাই নিরপেক্ষ। ঐ শ্রুতি তিন প্রকার। বিধাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিয়োক্ত্রী। লিঙাদিস্বরূপ শ্রুতিই বিধাত্রী। কারণ—লিঙাদিপ্রত্যয়রূপ শব্দ শ্রুত হইয়া অন্য কোন শব্দকে অপেক্ষা না করিয়া শ্রোতাকে করণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। ঐ প্রবর্ত্তনাই লিঙাদি বিধ্যর্থপ্রত্যয়ের অর্থ। যে শব্দ অভিধা-শক্তির দ্বারা (প্রবর্ত্তনাভিন্ন) স্বার্থপ্রতিপাদন করে, তাহাকে অভিধাত্রী শ্রুতি বলে। ইহার দৃষ্টান্ত "ব্রীহিভির্যজেত" ইত্যাদি স্থল। ব্রীহি-শব্দের অভিধেয় অর্থ শস্যবিশেষ; এবং যজি-ধাতুর অভিধেয় অর্থ কর্ম্মবিশেষ। ঐ ২টী অভিধেয় অর্থের বোধের পর উক্ত শস্যবিশেষ উক্ত কর্ম্মবিশেষের অঙ্গ ইহা বিনিয়োগবিধিদ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং কথিত অভিধাত্রী শ্রুতি বিনিয়োগবিধির সহকারী। যাদৃশ শব্দ শ্রুত হইবামাত্র প্রাগুক্ত-শব্দার্থের অনুপপত্তিনিরাসক হয়, এবং প্রধান এবং অপ্রধানের সম্বন্ধ (উপকার্য্যোপকারকভাব) বুঝাইয়া দেয়, তাদৃশ শব্দকে বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতি বলে। ইহারও দৃষ্টান্ত "ব্রীহিভির্যজেত" ইত্যাদি স্থল। এই স্থলে তৃতীয়াবিভক্তির শ্রবণমাত্রেই ব্রীহি যে যাগের উপকারী, ইহা বুঝা যায়। অত্রত্য এই তৃতীয়াবিভক্তিই বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতি। মীমাংসকমতে

'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এই স্থলে শ্রুতার্থাপত্তির দ্বারা 'রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার যে শব্দের কল্পনা হয়, সেই কল্পিত শব্দটিও বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি। উক্ত প্রকার শব্দকল্পনার পর বিনিয়োগবিধির প্রভাবে রাত্রি-ভোজন দিবসে উপবাসী স্থূলকায় দেবদত্তের উপকারক, ইহা বুঝা যায়। শ্রুতার্থাপত্তিপ্রামাণ্যবাদী ভট্টের ইহাই রহস্য। ঐ বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি ৩ প্রকার। বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা (একোক্তিরূপা), একপদ-রূপা। পূর্ব্বোক্ত স্থল প্রথমের উদাহরণ। দ্বিতীয়টীর অর্থ, বিভিন্ন অর্থের প্রকাশক একটী কথা। ইহার দৃষ্টান্ত 'পশুনা যজেত' ইত্যাদি স্থল। এই স্থলে তৃতীয়ার একবচনের দ্বারা একটি পুরুষপশুর দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়। সুতরাং পশুপদের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের দ্বারা পশুগত একত্ব, পুংত্ব এবং করণত্ব যুগপৎ বোধিত হয়। তাহার পর একটী পুরুষপশুমাত্র যাগের অঙ্গ ইহা বিনিয়োগবিধির দ্বারা বুঝা যায়। এবং একত্ব ও পুংত্বের বোধ হওয়ায় স্ত্রী পশু বা ২।৩টী বা ততোঽধিক পশু যাগের অঙ্গ নহে, ইহাও বুঝাইয়া দেয়। সুপ্-বিভক্তির দ্বারা যেরূপ কথিতরীতি অনুসারে নানা বিষয় বোধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আখ্যাতের দ্বারাও বোধিত হয়। ঐ স্থলে 'যজেত' এই আখ্যাত ঈত-প্রত্যয়ের দ্বারা আখ্যাতের অর্থ কৃতি, এবং একত্বও বোধিত হয়। সুতরাং উক্তপশুকরণক যাগটী একপ্রযত্নসাধ্য ইহা স্থিরীকৃত হয়। [অর্থাৎ একদিনে যাগ আরম্ভ করিয়া যাগের কিছু অংশ নির্ব্বাহ করিয়া সমাপনের পূর্ব্বে তদ্দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধাদিরূপ কর্ম্মান্তর সমাপন করিয়া পুনরায় আরব্ধ যাগের অবশিষ্ট অংশ সমাপন করিলে যাগসিদ্ধি হইবে না। কারণ—পরম্পরাসম্বন্ধ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কৃতির ভেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কার্য্যের আরম্ভ করিবে, সেই কার্য্য ধরিয়াই প্রযত্ন চালাইতে হইবে। একোক্তির দ্বারা লভ্য অর্থগুলির মধ্যে উপকার্য্যো-পকারকভাববোধের পক্ষে সহকারী কারণ—দ্বিতীয় প্রকার বিনিযোক্ত্রী শ্রুতি, প্রধান কারণ—বিনিয়োগবিধি। তৃতীয় প্রকার শ্রুতির উদাহরণ (পশুনা যজেত) ইত্যাদিস্থলীয় তিঙন্ত পদ। যজেত এই একবচনান্ত-পদঘটক-আখ্যাতবাচ্য একত্বসংখ্যার অন্বয় কর্ত্তায় হইয়া থাকে।

সুতরাং কথিতপ্রকার পশুকরণক যাগের কর্তা একজন, বহু নহে, ইহা উক্তপদের দ্বারা বোধিত হয়। যেরূপ একটী পুরুষপশু যাগের করণ, সেরূপ কর্তাও একজন এই বোধই হইয়া থাকে। বিশেষবিধি থাকিলে বহু কর্তারও বোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে। অতএব বিধি উক্ত স্থলে একপদরূপ শ্রুতির সাহায্যে আখ্যাতবাচ্য কর্তৃগত একত্ব কথিতযাগের অঙ্গ ইহা বুঝাইয়া দেয়।

অন্যতম সহকারী লিঙ্গের অর্থ সামর্থ্য। অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য তাহার অর্থ। ঐ লিঙ্গের সাহায্যে প্রধান এবং অপ্রধানের অঙ্গাঙ্গিভাবপ্রকাশের উদাহরণ (বর্হির্দেবসদনং দামি) এই স্থল। দেবতাদিগের অধিষ্ঠিত কুশের ছেদন করিতেছি, ইহাই ঐ শ্রুতির অর্থ। দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণে উল্লিখিত মন্ত্রটী শুনা যায় বটে, কিন্তু উল্লিখিত ঐ মন্ত্রে কুশচ্ছেদন কর্তব্য ইহা বুঝাইবার কোন শ্রুতি নাই। অতএব ঐ মন্ত্রের দ্বারা কুশচ্ছেদনকর্ম্মপ্রকাশনিবন্ধন ঐ মন্ত্রের দ্বারা কুশচ্ছেদন কর্তব্য ইহা বুঝিবে। এবং উল্লিখিতমন্ত্রদ্বারা কুশচ্ছেদন-কর্ম্মের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রুতিরও কল্পনা করিবে। ঐ প্রকার কল্পনার পর ঐ মন্ত্রটী কুশচ্ছেদন-কর্ম্মের অঙ্গ ইহাও বুঝিয়া লইবে।

ঐ লিঙ্গ দুই প্রকার। প্রথমটী সামান্যসম্বন্ধবোধকপ্রমাণান্তরাপেক্ষ। 'বর্হির্দেবসদনং দামি' এই কথিত উদাহরণটী ইহার উদাহরণ। এই কুশ-চ্ছেদনকার্য্যটী স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠেয় কোন প্রধান কার্য্য নহে। উহা যাগ-বিশেষের অবান্তর কার্য্য। সেই যাগবিশেষ দর্শপৌর্ণমাস যাগ। কুশ-চ্ছেদনকার্য্যটী উক্ত যাগের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত মন্ত্রের সহিত উক্ত যাগের সামান্যভাবে সম্বন্ধ আছে। দর্শপৌর্ণমাসের প্রকরণে উক্ত মন্ত্রের পাঠ থাকায় দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণই প্রমাণরূপে উক্তসম্বন্ধের বোধক। সুতরাং উক্ত মন্ত্রাত্মক লিঙ্গটী ঐ প্রমাণের সাহায্যে ছেদনকর্ম্মের অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্রটী ছেদনের সম্পাদক (উপকারক) কোন বিশিষ্ট উপায় নহে। মন্ত্রপাঠ ছাড়িলেও অস্ত্রাদির দ্বারা কুশচ্ছেদন অনায়াসেই হইতে পারে। তথাপি মন্ত্রপাঠের আবশ্যকতাবিধায়ক প্রমাণ থাকায় মন্ত্রপাঠ করিতে করিতেই কুশচ্ছেদন করিতে হইবে। সুতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে, যদ্ ব্যতিরেকে যাহার সম্ভাবনা আছে ; যদি তাহা সেই ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় তাহা হইলে

নিশ্চয়ই তাহার আবশ্যকতাবোধক কোন প্রমাণ আছে। যাহার প্রভাবে উহা নিয়মের অধীন হইয়াছে। এবং প্রকরণের মধ্যে মন্ত্রের উল্লেখবশতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, যখন তখন কুশচ্ছেদন করিতে গেলে মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। [অর্থাৎ কুশচ্ছেদনমাত্রেই উল্লিখিত মন্ত্র প্রযোজ্য নহে। কিন্তু দর্শপৌর্ণমাসযাগের অন্তরঙ্গভাবে বিহিত কুশচ্ছেদনের পক্ষে প্রযোজ্য। উল্লিখিত-মন্ত্রসংস্কৃত কুশের ছেদনও দর্শপৌর্ণমাসযাগসাধ্য অপূর্ব্বের * জনক। সুতরাং মন্ত্রটী বিফল নহে।]

দ্বিতীয় লিঙ্গটী প্রমাণান্তরানপেক্ষ। যদ্ ব্যতিরেকে যাহার সম্ভাবনা নাই [অর্থাৎ যাহা ছাড়িলে যাহা হয় না] তাহাকে অবলম্বন করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। [অর্থাৎ যে স্থলে কেবলমাত্র লিঙ্গই অন্যের সহায়তা না লইয়া অঙ্গ-প্রধানের সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে, সেই স্থলই দ্বিতীয় লিঙ্গের উদাহরণ।] মন্ত্রের ঘটকীভূত পদের অর্থজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই মন্ত্র শুনিবামাত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে মন্ত্র-ঘটকীভূত পদের অর্থজ্ঞান অঙ্গ [অর্থাৎ উপকারক।]

বাক্যের লক্ষণ সমভিব্যাহার। যে স্থলে সাধ্যত্ব এবং সাধনত্বাদির বাচক দ্বিতীয়াদি বিভক্তি শ্রুত হয় না, অথচ অঙ্গ এবং অঙ্গীর বাচক পদদ্বয়ের যুগপৎ উচ্চারণ হয়, সেই স্থলের ঐ প্রকার যুগপৎ উচ্চারণই সমভিব্যাহার। ইহার উদাহরণ "পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" ইত্যাদি স্থল।

এই স্থলে পর্ণ এবং জুহূর সাধনত্ব এবং সাধ্যত্ববোধক কোন দ্বিতীয়াদি বিভক্তি নাই অথচ পর্ণ এবং জুহূর অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝা যায়। পর্ণ জুহূর অঙ্গ। পর্ণ-শব্দের অর্থ পলাশকাষ্ঠ। জুহূ শব্দের অর্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। অঙ্গাঙ্গিভাববোধক বাক্য এবং প্রসিদ্ধ বাক্য একার্থক নহে। একটী বিশিষ্ট অর্থের বোধক ক্রিয়াকারকবোধক অনেকপদসমন্বিত বাক্যই প্রসিদ্ধ বাক্য। ভাষ্যকার পরস্পরান্বিতার্থক পদসমূহকে বাক্য বলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধবাক্যদ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝা যায় না, প্রক্রান্ত বাক্যই অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধক। ন্যায়প্রকাশকার তাহারই লক্ষণ করিলেন। প্রসিদ্ধ বাক্য এব'

* অপূর্ব্ব-শব্দের অর্থ ধর্ম্ম।

প্রক্রান্ত বাক্যের সাধারণ লক্ষণ করেন নাই। বঙ্গের গৌরব পূজনীয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও স্বরচিত ন্যায়প্রকাশ-গ্রন্থের টীকায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রক্রান্ত বাক্যের এইভাবে লক্ষণ করায় লিঙ্গাদি উক্ত বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না [অর্থাৎ তাহাদের ব্যাবর্ত্তন হইল]। কারণ—লিঙ্গাদিস্থলে অঙ্গাঙ্গি-বাচক পদ থাকে না। পলাশকাষ্ঠভিন্ন অন্য কাষ্ঠের দ্বারা ঐ জুহূ নির্ম্মাণ করিলে সেই জুহূর দ্বারা যজ্ঞীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না। সুতরাং পলাশকাষ্ঠই জুহূর উপকারক, ইহা ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়।

বিনিয়োগ বিধির সহকারী চতুর্থ প্রমাণ প্রকরণের লক্ষণ উভয়াকাঙ্ক্ষা। অঙ্গ এবং অঙ্গিরূপে অভিমত উভয়ের পরস্পরাকাঙ্ক্ষাই তাহার অর্থ। অঙ্গ অঙ্গীকে আকাঙ্ক্ষা করিবে, এবং অঙ্গী অঙ্গকে আকাঙ্ক্ষা করিবে। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা বলায় অন্যতরাকাঙ্ক্ষাকে প্রকরণ বলা চলিবে না। ইহার উদাহরণ "প্রযাজাদিষু সমিধো যজতি" ইত্যাদি স্থল। প্রযাজযাগস্থলীয় সমিধ্-যাগের ফল নির্দ্দেশ না থাকায় সমিধ্-যাগের দ্বারা কি হয়—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই হইয়া থাকে। যে যাগের কোন ফল কথিত নাই, তাহার সম্বন্ধে ফলের জিজ্ঞাসা হয় না। তবে সে কোন্ যাগের উপকার্য্য এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। ফল থাকিলে ফলবিষয়ক জিজ্ঞাসাই হইত। সুতরাং সমিধ্-যাগের উপকার্য্য ফল না হইয়া স্বর্গজনক দর্শপৌর্ণমাসযাগই উপকার্য্যরূপে আকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত। এবং 'দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ' এই প্রকার দর্শপৌর্ণমাসযাগবিধায়ক বাক্য আছে; সেই বাক্য শুনিলেও উক্ত যাগের ইতিকর্ত্তব্যতাবোধক কোন বাক্য না থাকায় 'কথং ভাবয়েৎ অর্থাৎ কি প্রকারে ঐ যাগ নির্ব্বাহ করিতে হইবে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, সুতরাং দর্শপৌর্ণমাসরূপ প্রধান যাগ ইতিকর্ত্তব্যতারূপে উক্ত সমিধ্-যাগরূপ অঙ্গযাগকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সুতরাং অঙ্গযাগের উপকার্য্যরূপে প্রধান যাগ আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রধানযাগের উপকারকরূপে অঙ্গযাগ আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় পরস্পরাকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণ সিদ্ধ হইল। সুতরাং পরিশেষে ইহাই বক্তব্য যে, উপকার্য্য এবং উপকারক এতদুভয়ের আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ। ঐ প্রকরণ দুই প্রকার। মহাপ্রকরণ এবং অবান্তর প্রকরণ। 'কিং ভাবয়েৎ এবং কথং ভাবয়েৎ' এই প্রকারে

প্রধান উপকার্য্যরূপে এবং অপ্রধান উপকারকরূপে ভাবনার বিষয় হইলে মহাপ্রকরণ হইবে। এইরূপ মহাপ্রকরণের ক্ষেত্র প্রকৃতিভূত কর্ম্ম। যেস্থলে সমস্ত অঙ্গকর্ম্মের উপদেশ থাকে, তাহাই প্রকৃতি। দর্শ-পৌর্ণমাসযাগ প্রকৃতিভূত কর্ম্ম। সেইস্থলে ঐভাবে উভয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্ভবপর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গকর্ম্মগুলিকে প্রধানের অঙ্গরূপে না বুঝিবে, ততক্ষণ ঐ ভাবে আকাঙ্ক্ষা চলিবে। বিকৃতিকর্ম্মে মহা-প্রকরণ সম্ভবপর নহে। যে কর্ম্মে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে না, তাহাই বিকৃতি। সৌর্য্য-যাগ বিকৃতি-কর্ম্ম। সেই যাগ "সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ" এইপ্রকার শ্রুতিবিহিত। সৌর্য্যযাগের পক্ষে প্রকৃতিভূত কর্ম্ম আগ্নেয় যাগ। আগ্নেয় যাগের প্রকৃতিত্বসম্বন্ধে সুস্পষ্ট শ্রুতি না থাকিলেও অনুমানের সাহায্যে তাহার প্রকৃতিত্ব-বোধক শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। গ্রন্থগৌরবভয়ে তাহার আলোচনা করিলাম না। সুতরাং সৌর্য্য যাগটী বিকৃতি-কর্ম্ম। যদিও ঐ সৌর্য্যযাগে প্রকৃতিকর্ম্মবিহিত হোম হইতে অতিরিক্ত উপহোমাদির বিধান থাকায় বিনিয়োগবিধি উল্লিখিত প্রকরণের সাহায্যে সৌর্য্যযাগ এবং উক্ত উপ-হোমাদির অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইতেছে [অর্থাৎ 'উপহোমাদির উপকার্য্য কি ?' এবং 'সৌর্য্যযাগের বা উপকারক কি ?' এইরূপ প্রকরণের সহায়তা বিনিয়োগ-বিধি পাইতেছে।] তথাপি 'বিকৃতি-কর্ম্মের পক্ষে অঙ্গগুলির উপকার্য্য কি ?' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও 'প্রধানীভূত উক্ত বিকৃতি-কর্ম্মের উপকারক কি ?' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ—যখন সৌর্য্যযাগকে বিকৃতি বলিয়া বুঝা গিয়াছে তখন প্রকৃতিভূত কর্ম্মের অঙ্গগুলি উহারও অঙ্গ ইহাও বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বিকৃতি-কর্ম্মের 'কথং ভাবয়েৎ' এইরূপে অঙ্গবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন ?

প্রকৃতিভূত কর্ম্মের অঙ্গগুলিকে অতিদেশের দ্বারা পাওয়া যাইবে। যেস্থলে কাহারও উপকারক জানিবার ইচ্ছার পর উপকারক জানিয়া সেই উপকারকের আবার উপকারক জানিবার ইচ্ছা হয় সেই স্থলের উক্ত ইচ্ছাদ্বয়কে অবান্তর প্রকরণ বলে। ন্যায়প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, ফল-ভাবনার মধ্যে অঙ্গবিধিপ্রতিপাদ্য ভাবনার প্রকরণই অবান্তর প্রকরণ।

[অর্থাৎ 'কথং ভাবয়েৎ' এইরূপ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে (অর্থাৎ ঐরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইতেই) ঐ আকাঙ্ক্ষণীয় অঙ্গের পক্ষে অঙ্গাকাঙ্ক্ষা ঘটিলে অবান্তর প্রকরণ সিদ্ধ হইবে।]

এতাদৃশ প্রকরণের সাহায্যে বিনিয়োগবিধির দ্বারা অভিক্রমণ প্রযাজ-যাগের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। আহুতিক্ষেত্র অগ্নির সমীপে থাকাই অভিক্রমণ। প্রযাজযাগের অঙ্গ বলিয়া যেগুলি বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত অভিক্রমণটী কাহারও অঙ্গ বলিয়া বিহিত হয়নি, কেবলমাত্র বিহিত অঙ্গগুলির মধ্যে উল্লিখিত। সুতরাং উহা প্রধানের অঙ্গ না অঙ্গের অঙ্গ ইহা সহসা স্থির করা যায় না। সন্দংশ-পতিতন্যায় অনুসারে অঙ্গের অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত বলিয়া অভিক্রমণটী প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ নহে, উহা অঙ্গের অঙ্গ। অবান্তর প্রকরণই অঙ্গের অঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়া দেয়। অবান্তর প্রকরণ অস্বীকৃত হইলে উহা প্রধানের অঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহার স্বীকার করিলে সন্দংশপতিতন্যায়-বিরোধ হয়। একের অঙ্গের উদ্দেশ্যে বিহিত ২টী অঙ্গের মধ্যে স্থিত অঙ্গের বিহিত অঙ্গদ্বয়ের ন্যায় অঙ্গিসম্বন্ধবিধান সন্দংশপতিতন্যায়। সন্দংশপতিতন্যায় অনুসারে অভিক্রমণ প্রযাজযাগের অঙ্গের অঙ্গমধ্যে পতিত বলিয়া উহা প্রযাজযাগের অঙ্গ, অপরের অঙ্গ নহে, ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সন্দংশপতিতন্যায়টী অবান্তরপ্রকরণের পৃষ্ঠপোষক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বিনিয়োগবিধির সহকারী পঞ্চম প্রমাণ-স্থানের লক্ষণ দেশসামান্য। তুল্যদেশে অবস্থানই দেশসামান্যশব্দের অর্থ। তাহা দুই প্রকার—পাঠ-সাদেশ্য এবং অনুষ্ঠানসাদেশ্য। গ্রন্থ পাঠ করিলেই উভয়ের তুল্যদেশে অবস্থান যেস্থলে জানা যায় তত্রত্য তুল্যদেশে অবস্থানকে পাঠসাদেশ্য বলে। একই স্থলে উভয়টীর অনুষ্ঠেয়তাবিষয়ের নির্দ্দেশকে অনুষ্ঠান-সাদেশ্য বলে। বিনিয়োগবিধি উক্ত অন্যতরের সাহায্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইয়া দেয়। ঐ পাঠসাদেশ্য দুই প্রকার—যথাসংখ্যপাঠ এবং সন্নিধিপাঠ। যথাক্রমে ২টী যাগের বিধানের পর ২টী মন্ত্র যথাক্রমে যদি শাস্ত্রে উক্ত হয়। তাহা হইলে ১ম যাগটীর পক্ষে ১ম মন্ত্রটী প্রযোজ্য, এবং ২য় যাগের পক্ষে ২য়

মন্ত্রটী প্রযোজ্য [অর্থাৎ ১ম যাগের অঙ্গ ১ম মন্ত্র এবং ২য় যাগের অঙ্গ ২য় মন্ত্র ইহা যথাসঙ্খ্যপাঠসাহায্যে বিনিয়োগবিধি বুঝাইয়া থাকে। ঐ স্থলে ১ম মন্ত্রের সহিত ২য় যাগের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধান হয় না বটে, কিন্তু ২য় মন্ত্রের সহিত ১ম যাগের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অতিব্যবধান ঘটিয়া যায়। কিন্তু যথাক্রমে সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধানের শৃঙ্খলা থাকে। এবং প্রথম পঠিত মন্ত্রের প্রথমপঠিত যাগের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করাই উচিত। কারণ— উভয়ই প্রথম স্থানে পঠিত। পাঠস্থান তুল্য হওয়ায় যথাক্রমে অন্বয় স্বীকার করিলে সমানদেশতারও উপপত্তি হয়। ন্যায়প্রকাশে ইহার উদাহরণ উল্লিখিত আছে।

প্রকৃতিকর্ম্মবিধানকালে তাহার অঙ্গ বলিয়া যাহারা বিহিত হইয়াছে, তাহারাই যদি পুনরায় বিকৃতিকর্ম্মবিধানক্ষেত্রে অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বিকৃতিকর্ম্মের সহিত সন্নিহিতভাবে পঠিত হওয়ায় বিকৃতিকর্ম্মেরও অঙ্গ ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাই যথাসন্নিধি-পাঠের উদাহরণ। সন্নিধানকে অতিক্রম না করিয়া পাঠই যথাসন্নিধি-পাঠ। একই দেশে অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশই অনুষ্ঠানসাদেশ্য। ন্যায়প্রকাশকারের প্রদর্শিত উদাহরণ দেখাইতেছি। পশুধর্ম্মগুলি অগ্নীষোমীয়নামক পশুযাগের অঙ্গ ইহা অনুষ্ঠানসাদেশ্যরূপ স্থানসাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা দেখাইয়াছেন। জ্যোতিষ্টোমযাগে ৩টী পশু বিহিত হইয়াছে। অগ্নীষোমীয় সবনীয়, এবং অনুবন্ধ্যা। তাহার মধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুর বধ জ্যোতিষ্টোমযাগে পূর্ব্বদিনে বিহিত, জ্যোতিষ্টোমযাগ ত্রিদিনব্যাপক। সৌত্যদিনে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমযাগের অন্ত্যদিনে (শেষদিনে) অনুবন্ধ্যা নামক পশুর বধ বিহিত। জ্যোতিষ্টোমযাগের পূর্ব্বদিনে পশুধর্ম্ম এবং অগ্নীষোমীয় পশু উভয়ের বিধান থাকায় অর্থাৎ একদিনে উভয় অনুষ্ঠেয় বলিয়া কথিত হওয়ায় পশুধর্ম্মগুলি অগ্নীষোমীয় পশুরই অঙ্গ, অপর পশুর অঙ্গ নহে, ইহা স্থির করিবে। ভাষ্যকার এবং ন্যায়মালাকার উভয়েই উপাকরণ, পর্য্যগ্নিকরণ, উপানয়ন, বন্ধ, যূপে নিযোজন, সংজ্ঞপন এবং বিশসন প্রভৃতিকে পশুধর্ম্ম বলিয়াছেন। উক্ত পশুধর্ম্মগুলি বধ্য পশুর সংস্কার-কর্ম্ম। সবনীয় এবং অনুবন্ধ্যা ভিন্ন দিনে বধ্য বলিয়া উক্ত পশুধর্ম্মগুলি

তাহাদের অঙ্গ নহে। তাহাদের অঙ্গ বলিলে একদিনে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের অনুপপত্তি হয়।

বিনিয়োগবিধির সহকারী ষষ্ঠ প্রমাণের নাম সমাখ্যা। সমাখ্যাশব্দের অর্থ যৌগিক শব্দ। প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি অনেকপদের যোগে যে শব্দটী বিশিষ্ট অর্থের বোধক হয়, তাহাই যৌগিকনামে পরিভাষিত। এবং ঐ সমাখ্যা দ্বিবিধ; বৈদিক এবং লৌকিক। ন্যায়প্রকাশকার ইহার উদাহরণ দিয়াছেন প্রথমটীর 'হোতৃচমস' এই শব্দটী। ভক্ষণার্থক চম-ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ঔণাদিক অসচ্‌-প্রত্যয়যোগে চমস্ এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। চমস্-শব্দের অর্থ ভক্ষণাধিকরণ পাত্র। কিন্তু লৌকিকপ্রয়োগস্থলে চমস্-শব্দের তাদৃশ অর্থে কোথায়ও ব্যবহার নাই। বৈদিক স্থলেই ঐ অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। কেবলমাত্র হোতাই ঐ পাত্রে ভক্ষণ করিবেন, অন্য কেহ করিবেন না। সুতরাং চমসদ্বারা ভক্ষণরূপ বিধেয় কর্ম্মের অঙ্গ হোতা, ইহা বৈদিক সমাখ্যা বুঝাইয়া থাকে।

আধ্বর্য্যব এই শব্দটী লৌকিক সমাখ্যা। যজুর্বেবদবিদ্‌কে অধ্বর্য্যু বলে, এবং তাঁহার কর্ম্মটী আধ্বর্য্যব। অধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম এই অর্থে আধ্বর্য্যব এই শব্দটী নিষ্পন্ন। ঐস্থলীয় তদ্ধিতপ্রত্যয়টী কর্ম্মার্থক। সুতরাং লৌকিক সমাখ্যার প্রভাবে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, যজুর্বেবদবিদ্‌ই যজুর্বেবদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, অপরে নহে, সুতরাং যজুর্বেবদবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ যজুর্বেবদবিদ্ এইরূপ অর্থ অত্রত্য লৌকিক সমাখ্যা বুঝাইতেছে। কর্ম্মার্থ-তদ্ধিতপ্রত্যয়ের যোগে লৌকিক শব্দ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মার্থ-তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পাদিত শব্দকে লৌকিক সমাখ্যা বলিয়া ন্যায়-প্রকাশকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত শ্রুতিকে বিনিয়োগবিধির সহকারী প্রমাণ বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র লিঙ্গাদিকেই সহকারী বলিয়াছেন। শ্রুতি প্রমাণ হইলে 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এইস্থলে রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে এই প্রকার বাক্যরূপ বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। এবং ঐ কল্পনা হইলে শ্রুতার্থাপত্তিস্বীকার তাঁহারও মতে করিতে হয়।

জয়ন্ত অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে শ্রুতার্থাপত্তিও প্রমাণ নহে। 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি স্থলে ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন। অনুমান যখন কৢপ্ত প্রমাণ, তখন তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজনরূপ বিষয়ের নির্ধারণ হইতে পারিবে। ঐ বিষয়টীকে বুঝিবার জন্য শব্দকল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই। উদয়নও কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থে তৃতীয়স্তবকে এই কথাই বলিয়াছেন—

"অনিয়মাস্তু নাযুক্তির্নানিয়ম্যোপপাদকঃ।"

[অর্থাৎ অব্যাপ্যের অনুপপত্তি হয় না। এবং অব্যাপকও উপপাদক হয় না। ব্যাপ্যব্যাপকভাববর্জ্জিতক্ষেত্রে অনুপপত্তির আলোচনাই অসঙ্গত। অর্থাপত্তি যে অনুপপত্তির আশ্রিত, সেই অনুপপত্তির কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তাহা ব্যতিরেকব্যাপ্তিরূপেই পরিণত।

সুতরাং তাঁহাদের মতে অর্থাপত্তিশব্দবাচ্য জ্ঞানটী অনুমিতিভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাহা অনুমিতি। মীমাংসকমতে প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ ঘটিলে অর্থাপত্তি মধ্যস্থের মত বিরোধনিবৃত্তি করিয়া দেয়, মীমাংসকেরা আরও বলেন যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকেও না, সুতরাং অর্থাপত্তিক্ষেত্রে অনুমিতির প্রবেশ দুরূহ। এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণও নহে, অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ। ইহাও অনেকের অভিমত।

নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্ত এবং উদয়ন প্রভৃতির মত তাদৃশ নহে। তাঁহারা বলেন, অর্থাপত্তিক্ষেত্রমাত্রেই ব্যাপ্যব্যাপকভাব আছে। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের ন্যায় ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানও অনুমিতির কারণ। উপপাদকের অভাব ঘটিলে উপপাদ্যের অভাব ঘটে। [অর্থাৎ যেখানে যেখানে উপপাদকের অভাব, সেখানে সেখানে উপপাদ্যের অভাব। সুতরাং ফলতঃ উপপাদকের অভাবটী উপপাদ্যের অভাবের ব্যাপক। অতএব উপপাদকাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিত্বটী উপপাদ্যে আছে। তাদৃশ প্রতিযোগিত্বটীই ব্যতিরেকব্যাপ্তি, তাহাই অনুপপত্তিরূপে ব্যবহৃত। প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ কোথায়ও হয় না। নিজ নিজ বুদ্ধির মন্দতানিবন্ধন প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধ হইতেছে এই বলিয়া মনে হয়। প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ-জ্ঞানটী ভ্রমভিন্ন

আর কিছুই বলা যায় না। উদয়ন শেষে এই কথা বলিয়াছেন যে, যদি জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বল, তাহা হইলে প্রসিদ্ধস্থলেও অনুমান মানিও না, সর্ব্বত্রই অর্থাপত্তি স্বীকার কর। ধূমও বহ্নির অভাবে অনুপপন্ন হইয়া বহ্নিকে সিদ্ধ করিতে পারে। গ্রন্থারম্ভে নমস্কারশ্লোকের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ব্যতিরেকব্যাপ্তি-জ্ঞানের স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতি-কারণতা নাই বলিয়া মিতভাষিণীকার একটী মত দেখাইয়াছেন, কিন্তু সেই মতে যেখানে ব্যতিরেকব্যাপ্তি আছে, সেইখানে অন্বয়ব্যাপ্তিও আছে, ইহাও বলিয়াছেন। সুতরাং সেইমতেও অর্থাপত্তিরূপ পৃথক্‌প্রমাণ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ ঐ ব্যতিরেকব্যাপ্তিই অন্বয়ব্যাপ্তির উপস্থাপক হইয়া অনুমানের পথ পরিষ্কৃত রাখে।

নন্বেবং সতি সর্ব্বত্র শব্দব্যাপারসম্ভবাৎ।
মুখ্যস্যাপি ভবেৎ সাম্যং গৌণলাক্ষণিকাদিভিঃ।
শ্রুতিলিঙ্গাদিমানানাং বিরোধো যশ্চ বর্ণ্যতে।
পূর্ব্বপূর্ব্ববলীয়স্ত্বং তৎ কথং বা ভবিষ্যতি॥

উচ্যতে। সত্যপি সর্ব্বত্র শব্দব্যাপারে তৎপ্রকারভেদোপপত্তেরেব ন দোষঃ। ন হি পদানাং সর্ব্বাত্মনা নিমিত্তভাবমপহায়ৈব নৈমিত্তিকপ্রতীতি-রূপপ্লবতে। তদপরিত্যাগাচ্চ তৎস্বরূপবৈচিত্র্যমনুবর্ত্তত এব।

অন্যথা সিংহশব্দেন মতিঃ কেসরিণীযুতে।
অন্যথা দেবদত্তাদৌ প্রতীতিরুপজন্যতে॥
গঙ্গায়াং মজ্জতীত্যত্র গঙ্গাশব্দো নিমিত্ততাম্।
উপযাতি যথা নৈবং ঘোষাদিষসতৌ তথা॥

শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানামপার্থসন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষকৃতোঽস্ত্যেব বিশেষ ইতি তত্রাপি ন বিনিয়োগসাম্যম্।

অনুবাদ

(শব্দকল্পনাবাদীর আশঙ্কা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শব্দ অশ্রুত হইলেও যদি অর্থবোধের কারণ হয়, তাহা হইলে

সর্ব্বত্রই শব্দ ঐভাবে কার্য্য করিবে বলিয়া মুখ্যশব্দেরও গৌণ এবং লাক্ষণিক প্রভৃতির সহিত নির্বিশেষতা হইয়া পড়ে।

[অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। এবং শ্রুতিলিঙ্গপ্রভৃতি প্রমাণের যে বিরোধ বর্ণিত আছে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণের যে বলবত্তাও বর্ণিত আছে, শব্দকল্পনার সুযোগ না থাকিলে তাহারই বা উপপত্তি হয় কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বত্র শব্দের সামর্থ্য থাকিলেও সেই সামর্থ্যের ব্যক্তিগতভেদবশতঃ সামর্থ্য-বিশেষ লইয়া মুখ্যগৌণাদির ভেদ হয়। [অর্থাৎ অভিধেয়ার্থবোধনের অনুকূল সামর্থ্য এবং গৌণাথলক্ষ্যার্থবোধনের অনুকূল সামর্থ্য এক প্রকার নহে। একপ্রকার হইলে উভয় অর্থ ই সহজে বুদ্ধি-বিষয় হইত।] কারণ— পদগুলির সম্পূর্ণভাবে নিমিত্ততার অপলাপ করিয়াই নৈমিত্তিক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না, এবং তাহা পরিত্যক্ত হয় না বলিয়াই সেই সকল নিমিত্তের স্বরূপগত বৈচিত্র্য থাকেই, তাহারও অপলাপ হয় না। [অর্থাৎ কোন স্থলেই পদের অর্থবোধসম্পাদনপক্ষে অনিমিত্ততা নাই। অনিমিত্ততা-স্বীকার করিলে নৈমিত্তিক প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়ে, এবং পদের নিমিত্ততা আছে বলিয়া পদরূপনিমিত্তের স্বভাবভেদ স্বীকার করিতেই হইবে।]

সিংহ এই একই শব্দের দ্বারা সিংহীপুত্রবিষয়ক এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ-দেবদত্তাদিবিষয়ক প্রতীতি হয় না। পরন্তু বিভিন্ন শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থের বোধ হয়। [অর্থাৎ সিংহশব্দ সিংহীপুত্রপশুরাজকে বোধ করাইয়া থাকে, এবং পুরুষশ্রেষ্ঠদেবদত্তাদিবিষয়কবোধও করাইয়া থাকে। তাহার কারণ ঐ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত সিংহশব্দগত বৈচিত্র্য।] 'গঙ্গায়াং মজ্জতি' এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে মজ্জনরূপ-অর্থবোধের পক্ষে গঙ্গাশব্দ যেরূপ সহায়তা করে, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে বাসরূপ-অর্থের বোধের পক্ষে গঙ্গাশব্দ ঐরূপ সহায়তা করে না।

(সুতরাং অভিধায়ক গৌণ এবং লাক্ষণিক শব্দের নির্ব্বিশেষতা হইতেই পারে না।)

অর্থের সহজবোধ্যতার অভাবকৃত শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, এবং সমাখ্যার বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া সেই সকল স্থলেও বিনিয়োগ

(অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধকতা) সমান নহে। [অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যার পূর্ব্ব-পূর্ব্বের প্রবলতা-বিষয়েও কোন অনুপপত্তি নাই। অনুপপত্তি থাকিলে পর-পরের বিনিয়োজকতার জন্য অর্থাপত্তির সাহায্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের কল্পনা করিতে হইত। এবং তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধন-বিষয়ে উপযোগিতাও সমান নহে। পর-পর অপেক্ষা পূর্ব্ব-পূর্ব্বের সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ্য আছে। এবং পর-পর বিলম্বে তাহার বোধ করাইয়া থাকে।

টিপ্পনী

মীমাংসকমতে শ্রুতি লিঙ্গাদি অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, লিঙ্গ বাক্যাদি অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, বাক্য প্রকরণাদি অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, প্রকরণ স্থান এবং সমাখ্যা হইতে প্রবল প্রমাণ, এবং স্থান সমাখ্যা হইতে প্রবল প্রমাণ। অত্রত্য প্রমাণশব্দের অর্থ অঙ্গাঙ্গি-ভাব-বোধের সাহায্যকারী, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। লিঙ্গ-বাক্যাদি-স্থলে অঙ্গাঙ্গি-ভাব-বোধক কোন স্পষ্ট শ্রুতি নাই। অর্থাপত্তি বা অনুমানের দ্বারা তাদৃশ শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। শ্রুতি-কল্পনা করিয়া বল-সঞ্চয়ের পূর্ব্বেই যে পক্ষে স্পষ্ট শ্রুতি আছে, তাহার দ্বারাই সেই পক্ষের অঙ্গাঙ্গি-ভাববোধ হইয়া যাইবে। ঐ প্রকার শ্রুতির প্রভাবে লিঙ্গের শ্রুতিকল্পনা-পূর্ব্বক বল-সঞ্চয়ের আর অবসর থাকিবে না। তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল প্রমাণ।

ন্যায়প্রকাশে ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত আছে। 'ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে'—ইন্দ্রপ্রকাশক মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিবিশেষের পূজা করিবে। ইহাই উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ। এখানে নিম্নলিখিত-ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সমাধান। পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ঐন্দ্রী এই শব্দের ইন্দ্র-প্রকাশন-সামর্থ্য আছে। যদি এই মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতার পূজার অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে ইন্দ্র-প্রকাশন-সামর্থ্য অনুপপন্ন হয়। অন্যের পূজাকালে অন্যের স্তুতি অনুচিত। কিংবা যে হেতু এই মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতার প্রকাশক, সে হেতু ইহা তাহারই পূজার অঙ্গ এইরূপ অনুমান-বলেও উল্লিখিত মন্ত্রের ইন্দ্র-পূজার অঙ্গত্ব নির্দ্ধারণ

করা উচিত। সুতরাং অগ্নিবিশেষরূপ অর্থের অভিধায়ক গার্হপত্য-শব্দের লক্ষণাদ্বারা ইন্দ্ররূপ-অর্থ করা উচিত। অথচ এই পক্ষে উল্লিখিত মন্ত্রের ইন্দ্র-পূজার অঙ্গত্ববোধক কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দ-প্রমাণেরও কল্পনা করিতে হইবে। এই কল্পনার মূলও অর্থাপত্তি। লিঙ্গেরই প্রভাবে লিঙ্গের অনুকূল শব্দ-প্রমাণের কল্পনা হইল। স্পষ্ট শ্রুতি লিঙ্গের প্রভাবে বিহত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এই যে, ঐন্দ্রী এই শব্দের ইন্দ্র-স্বরূপ-দেবতারূপ অর্থের প্রকাশন-সামর্থ্যরূপ-লিঙ্গের কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কল্পিতশব্দের সাহায্য-গ্রহণের পূর্ব্বেই উল্লিখিত অগ্নি-বিশেষের অভিধায়ক স্পষ্ট শ্রুতিরূপ প্রমাণের সাহায্য-গ্রহণ কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত শ্রুতি যখন বলিয়াছেন যে, এই মন্ত্রটী অগ্নিদেবতার পূজার অঙ্গ, তখন তাহাই স্থির করিতে হইবে। স্পষ্ট-শ্রুতি ত্যাগ করিয়া কল্পনাময়ী শ্রুতির শরণাপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে। অতএব লিঙ্গের অপেক্ষা শ্রুতির প্রবলতা। আরও একটী কথা এই যে, লিঙ্গ স্বাধীন-ভাবে [অর্থাৎ শ্রুতিকে অপেক্ষা না করিয়া] অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইতে পারে না। সুতরাং লিঙ্গাদিস্থলে স্পষ্ট শ্রুতি না থাকিলে শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়, অতএব সর্ব্বত্রই শ্রুতি প্রবল। শ্রুতির ইঙ্গিত-ব্যতিরেকে লিঙ্গাদির কার্য্যকারিতা ব্যাহত হইয়া পড়ে। অতএব লিঙ্গাদি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। এই সম্বন্ধে ন্যায়-প্রকাশাদি-গ্রন্থে বহু-প্রকার আলোচনা আছে। লিঙ্গ বাক্যাদি অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ। কারণ—বাক্যাদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গি-ভাব বোধ করাইতে পারে না, কিন্তু শ্রুতি-কল্পনার দ্বারা তাহার বোধ করাইয়া থাকে। কিন্তু যে বাক্যের যে অর্থের প্রকাশনসামর্থ্য নাই, সেই বাক্য তদর্থ-প্রকাশক শ্রুতির কল্পক হইতে পারে না। সুতরাং বাক্যের তদর্থ-প্রকাশন-সামর্থ্য-কল্পনার অনন্তর তদর্থ-প্রকাশক শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। অতএব বাক্যের লিঙ্গ-কল্পনা এবং শ্রুতি-কল্পনা উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত উভয়-কল্পনার দ্বারা বাক্যের অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে বিলম্ব হয়, এবং ক্৯প্ত লিঙ্গের কেবলমাত্র-শ্রুতি কল্পনা করিতে হয়। অতএব বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সত্বর, সুতরাং বাক্য অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল। প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল প্রমাণ। কারণ—প্রকরণ

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সমর্থ নহে। উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণের স্বরূপ। ঐ আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং [অর্থাৎ বাক্যের সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া] প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সাকাঙ্ক্ষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতার এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, নিশ্চয় এই বাক্যটী অপর বাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন। ঐ আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতাপক্ষে প্রমাণ। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, প্রকরণ অঙ্গ এবং অঙ্গীর সহোচ্চারণ-রূপ-বাক্য-কল্পনাপূর্বক লিঙ্গশ্রুতি-কল্পনাদ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধ করাইয়া থাকে। অগত্যা ঐ বোধ বিলম্বে হয়।

তদপেক্ষা বাক্য সত্বর ঐ-প্রকার-বোধ করাইয়া দেয়। কারণ—বাক্যের বাক্য-কল্পনা অনাবশ্যক বলিয়া বাক্যকল্পনা-মূলক বিলম্বের মধ্যে পড়িতে হয় না। সুতরাং বাক্য প্রকরণ অপেক্ষা প্রবল।

স্থান অপেক্ষা প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। কারণ—স্থান প্রকরণাদির সাহায্য না লইয়া অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধ করাইতে পারে না। সুতরাং স্থান পূর্বে আকাঙ্ক্ষার উত্থাপক হয়, পরে বাক্য লিঙ্গ এবং শ্রুতির কল্পক হইয়া অভিমত বিষয়টীর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধ করাইয়া দেয়। অতএব তাহার বোধনে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু প্রকরণের প্রকরণ-কল্পনার অভাবে স্থান অপেক্ষা সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ্য আছে বলিয়া স্থান অপেক্ষা প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। এবং স্থানও সমাখ্যা হইতে প্রবল প্রমাণ। কারণ—সমাখ্যার স্থলে সমাখ্যা-শব্দের দ্রব্য-বাচকতা ও সম্বন্ধের অবাচকতা থাকায় অঙ্গ এবং অঙ্গীর একদেশবৃত্তিতারূপ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-শ্রুত শব্দরূপ প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয় না। কিন্তু বিভিন্ন-স্থানে উল্লেখ থাকায় তাহাদের সম্বন্ধ কল্পিত হয়, সম্বন্ধ-কল্পনার পর প্রকরণের কল্পনা হয়, তাহার পর বাক্য, লিঙ্গ এবং শ্রুতির কল্পনা হয়, তাহার পর বিনিয়োগ-বিধি, সমাখ্যা এবং কল্পিত-শ্রুত্যাদির সাহায্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু স্থান-স্থলে তাদৃশ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-শ্রুত-শব্দরূপ-প্রমাণের দ্বারা বোধিত হওয়ায় তাহার কল্পনা করিতে হয় না। সুতরাং একটী কল্পনার অভাবে স্থান সমাখ্যা অপেক্ষা সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইতে পারে বলিয়া তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ। ঐ সকল কল্পনা অর্থাপত্তির দ্বারা

হয়। ইহা মীমাংসা-সম্মত। জয়ন্ত এই সকল কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন যে, শ্রুতি-লিঙ্গাদির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর-পরের বিলম্বে বোধকতা সত্য। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর পর অপেক্ষা প্রবল ইহাও সত্য। কিন্তু কল্পনাপ্রসূতি অর্থাপত্তির দ্বারা ঐ প্রকার কল্পনা ঠিক নহে। ঐ প্রকার প্রবলতা এবং দুর্ব্বলতা সামর্থ্য-ভেদ-কৃত। শ্রুত্যাদির সামর্থ্য একপ্রকার নহে, তাহাদের তারতম্য আছে। পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বের সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ্য স্বতঃই আছে। এই কারণে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবল। অতএব শ্রুতি-কল্পনার দ্বারা লিঙ্গের এবং লিঙ্গ-কল্পনার দ্বারা বাক্যের এইভাবে পরবর্ত্তিগণের সবলতা-সমর্থন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্বের উৎকর্ষ-বর্ণনা অসঙ্গত।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভির্যোঽপি কল্পয়েদ্ বিনিয়োক্তিকাম্।
তস্যাপি তস্যাস্তুল্যত্বাদ্ বাধ্যবাধকতা কথম্॥
অথ তৎকল্পনে তেষাং বিদূরান্তিক-বৃত্তিতা
স এবার্থগতো ন্যায় ইতি তৎকল্পনেন কিম্।

অনুবাদ

যিনি শ্রুতি-লিঙ্গাদির দ্বারা বিনিয়োগ-বিধিগত-বিনিয়োগ বিধায়িনী শক্তির কল্পনাকে সঙ্গত মনে করেন, তাঁহারও মতে সেই শক্তি তুল্য বলিয়া তাহার বাধ্যবাধকতা কেমন করিয়া ঘটে? যদি বল যে, সেই শক্তির কল্পনা হইলে তাহাদের (শ্রুতি-লিঙ্গাদির) সত্বর-বোধকতা এবং বিলম্বে বোধকতা ঘটে [অর্থাৎ কল্পিত-শক্তিগত-তারতম্য স্বীকার করিলে ঐ ভাবে বোধ-সম্পাদন উপপন্ন হইতে পারে।] তদুত্তরে আমরা বলিব যে, তাহাই অর্থগত নিয়ম। [অর্থাৎ সকল শব্দ সমভাবে অর্থবোধ করায় না। সুতরাং লিঙ্গাদির মধ্যেও তাহাই ঘটিয়া থাকে।] অতএব শক্তি-কল্পনার প্রয়োজন নাই।

ঐন্দ্রাগ্নাদিষু বৈকৃতেষু কর্ম্মসু ন প্রাকৃত-বিধ্যঙ্গ-বচনানুমানমপি তু চোদক-ব্যাপারেণ তস্যৈব প্রাপ্তিঃ, বৈকৃতস্য বিধেঃ কদাচিদাকাঙ্ক্ষা চোদক ইত্যুচ্যতে। নন্বেবমুভয়ত্র তদবগমাবিশেষাদুপদেশাতিদেশয়োঃ কো বিশেষঃ। ন নিয়োগাবগমে কশ্চিদ্বিশেষঃ। কিন্তুপদেশে যথোপদেশং কার্য্যম্, অতিদেশে তু যথাকার্য্যমুপদেশ ইত্যেতয়োর্বিশেষঃ। ননু যথাকার্য্যমুপদেশেঽনুপযুজ্যমান-কৃষ্ণল*-চরবঘাতাদেঃ প্রাপ্তিরেব ন ভবেদিতি কো বাধার্থঃ। ন অখণ্ডমণ্ডলবিধ্যন্ত-কাণ্ড-প্রাপ্তেঃ। ন হ্যংশাংশিকয়া চোদকঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যলমনয়া প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যাগতশাস্ত্রান্তরগর্ভ-কথাবিস্তর-প্রস্তাবনয়া।

অনুবাদ

ঐন্দ্রাগ্ন-প্রভৃতি-বিকৃতি-কর্ম্ম-স্থলে প্রকৃতিভূত কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে কোন বিধি না থাকিলেও তৎসম্বন্ধীয় বিধিবাক্যের কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু চোদক-বাক্য হইতেই তাহার লাভ হইবে। বিকৃতি-কর্ম্মের সময়-বিশেষে অঙ্গের আকাঙ্ক্ষাকে চোদক বলে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ সমাধান করিলে উপদেশ এবং অতিদেশ উভয়স্থলেই অঙ্গ-বিধির জ্ঞান-গত কোন প্রভেদ না থাকায় উপদেশ এবং অতিদেশের পার্থক্য হয় কেন? আদেশ-বিষয়ক-জ্ঞানে কোন পার্থক্য হয় না সত্য [অর্থাৎ উপদিষ্ট এবং অতিদিষ্ট উভয় কর্ম্মই বিধেয়] কিন্তু উপদেশস্থলে [অর্থাৎ প্রকৃতিভূত-কর্ম্মের বিধায়ক-বিধিস্থলে] উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হয় এবং অতিদেশ-স্থলে [অর্থাৎ বিকৃতি-কর্ম্মস্থলে] প্রকৃতিভূত-কর্ম্মের অনুযায়ী বিধান (অবিরুদ্ধ ইতিকর্ত্তব্যতাদির নির্দ্দেশ), এই-প্রকারই ইহাদের প্রভেদ। [অর্থাৎ প্রকৃতিভূত-কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে কোন আদর্শ কর্ম্ম নাই, ঐ সকল কর্ম্মে যে সকল ইতিকর্ত্তব্যতাদির বিধান আছে, সেই সমস্তই

* কৃষ্ণলশব্দঃ সুবর্ণশকলবাচী। প্রাজাপত্যং চরুং নির্বপেচ্ছতকৃষ্ণলমায়ুষ্কাম ইতি শাবরভাষ্যে প্রদর্শিতং বিধিবাক্যম্।

করিতে হইবে ; কিন্তু বিকৃতি-কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে আদর্শ কর্ম্ম আছে, সুতরাং বিকৃতি-কর্ম্মে প্রকৃতিভূত-কর্ম্মে অনুপদিষ্ট ইতিকর্ত্তব্যতাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, এবং সেই কর্ম্মে বিহিত সকল ইতিকর্ত্তব্যতাদিরই যে অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপও কোন নিয়ম নাই। আদর্শগত অধিক-সংখ্যক ধর্ম্মের গ্রহণই সাদৃশ্য, সকল ধর্ম্মের গ্রহণ নহে। তবে প্রকৃতিভূত-কর্ম্মে যে সকল ইতিকর্ত্তব্যতাদি বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি বিকৃতি-কর্ম্মের পক্ষে উপযোগী (অবিরুদ্ধ) সেইগুলিই অতিদেশের দ্বারা হইয়া থাকে। এই লইয়াই উপদেশ এবং অতিদেশস্থলে পার্থক্য। সুতরাং কার্য্যানুসারেই বিধান হইল।] আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিকৃতিকর্ম্মে উপযোগী (অবাধিত) ইতিকর্ত্তব্যতাদির বিধান হইলে অনুপযোগী (বাধিত) বলিয়া কৃষ্ণলচরুর অবঘাতাদির প্রাপ্তি স্বতঃ নাই। [অর্থাৎ কৃষ্ণলচরুর অবঘাতাদি স্বতঃই যখন অসাধ্য] তখন কৃষ্ণলচরুর অবঘাত বাধিত বলিয়া তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? [অর্থাৎ জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা-গ্রন্থে অ. ১০, পা. ১ প্রথম অধিকরণে বিচার আছে যে, প্রকৃতিভূত-কর্ম্মের অঙ্গ পুরোডাশদ্বারক হোম করিতে হইলে ঐ পুরোডাশ-সম্পাদনার্থ প্রথমেই পুরোডাশের প্রকৃতিভূত-দ্রব্য ব্রীহির অবঘাত করিতে হয়, কৃষ্ণলচরু-হোমকরণক কর্ম্মটী বিকৃতি-কর্ম্ম বলিয়া অতিদেশের দ্বারা ঐ কর্ম্মের অঙ্গভূত হোমের সাধনীভূত কৃষ্ণল দ্রব্যেরও পাক এবং পাকপূর্ব্ব কর্ম্ম অবঘাতেরও কর্ত্তব্যতা আসিতেছে। এই প্রকার পূর্ব্ব-পক্ষ করিয়া মাধবাচার্য্য শেষে সমাধান করিয়াছেন যে, কৃষ্ণলচরু-হোমের পক্ষে স্পষ্ট বিধান থাকায় পাক কর্ত্তব্য হইলেও অবঘাতপক্ষে বিধান না থাকায় অবঘাতটী কর্ত্তব্য নহে *। কৃষ্ণলের অবঘাতও অসাধ্য।] অতএব কৃষ্ণলচরু-হোমের পক্ষে অবঘাত নাই, এইরূপে অবঘাতের বাধ দেখাইবার প্রয়োজন কি?—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—সকল ইতিকর্ত্তব্যতার

* "অবঘাতঃ কৃষ্ণলানামত্র নো বাস্তি পাকবৎ।
প্রত্যক্ষোক্ত্যাচরৌ পাকমবঘাতে তু নাস্তি সা॥"

ইতি ন্যায় মালা-গ্রন্থে—অ ১০, পা. ১, অধি. ১।

মধ্যে অবঘাতকে পাওয়া গিয়াছে। [অর্থাৎ প্রকৃতি-কর্ম্মের মত বিকৃতি-কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিলে প্রকৃতি-কর্ম্মে অঙ্গরূপে বিধেয় ইতিকর্ত্তব্যতাগুলির মধ্যে অবঘাতেরও প্রাপ্তি আছে।]

কারণ—অতিদেশ-বাক্য অংশের অংশ-ব্যবস্থাপনে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব এইপ্রকার-কথা-প্রসঙ্গাগত শাস্ত্রান্তর-সম্বন্ধীয় অধিক কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ইতি প্রসঙ্গাদ্ ব্যাখ্যাতং লেশতো বাক্যবিস্মৃতম্।
এতস্ত যুক্তাযুক্তত্ব-পরিচ্ছেদে তু কেবলম্॥
শ্রুতার্থাপত্তিরস্মাকং দূষণীয়তয়া স্থিতা।
তদ্দূষণঞ্চ পূর্ব্বোক্তবীথ্যাঽনেন পথাঽস্তু বা॥
এতেন শব্দ-সামর্থ্য-মহিম্না সোঽপি বারিতঃ।
যমন্যঃ পণ্ডিতম্মন্যঃ প্রপেদে কঞ্চন ধ্বনিম্॥
বিধের্নিষেধাবগতির্বিধি-বুদ্ধির্নিষেধতঃ।

যথা—

* ভম ধম্মিঅ বীসত্থো মাস্ম পান্থ গৃহং বিশ॥
মানান্তর-পরিচ্ছেদ্য-বস্তুরূপোপদেশিনাম্।
† শব্দানামেব সামর্থ্যং তত্র তত্র তথা তথা।
অথবা নেদৃশী চর্চ্চা কবিভিঃ সহ শোভতে।
বিদ্বাংসোঽপি বিমুহ্যন্তি বাক্যার্থে ‡ গহনেঽধ্বনি॥

* "ভম ধম্মি অ বীসথো সো সুণহো অজ্জ মারিঅো তেন।
গোলানইকচ্ছ কুড়ঙ্গবাসিণাদরিঅ সীহেন॥"

সাহিত্যদর্পণে চতুর্থ-পরিচ্ছেদে অভিধাশক্তি-মূলধ্বনেরুদাহরণমিদং শ্লোকঃ।

† অত্রৈবকারেণ প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনানিরাসঃ, তত এব ধ্বনি-নিরাসঃ। ধ্বনি-স্বীকারে ব্যঞ্জনায়া আবশ্যকত্বং তৎ-স্বীকারে চ প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনস্যাবশ্যকত্বম্। এব-কারেণ চ কেবলশব্দানামুপযোগিত্বং প্রদর্শিতম্। ধ্বনৌ চ কেবল-শব্দানামুপযোগিত্বং নাস্তি। ইতি ভাবঃ।

‡ বাক্যার্থে ইদৃশপাঠ এব সমীচীনঃ।

তদলমনয়া গোষ্ঠ্যা নিষ্ফলজনোচিতয়া চিরম্ ।
পরমগহনস্তর্কজ্ঞানামভূমিরয়ং নয়ঃ ॥
প্রকৃতমধুনা তস্মাদ্ ক্রমো ন ভাতানুমানতঃ ।
তনুরপি সতামর্থাপত্তেবিশেষ ইতি স্থিতম্ ॥

অনুবাদ

প্রসঙ্গক্রমে মীমাংসকগণের মত এই ভাবে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ইহাদের সম্মত পদার্থের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গত এবং কতকগুলি অসঙ্গত। ঐ অসঙ্গত পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রুতার্থাপত্তির প্রতি দোষ-প্রদর্শন করা হইল। এবং তাহার (শ্রুতার্থাপত্তির) খণ্ডন পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে (শ্রূয়মাণ এবং অশ্রূয়মাণ উভয়বিধ শব্দের নৈমিত্তিক প্রতীতির প্রতি কারণত্ববশতঃ) অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত উপায়ে (শ্রুত্যাদির মধ্যে স্বভাবভেদ-বশতঃ কাহারও সত্বর অর্থবোধকতা কাহারও বা বিলম্বে অর্থবোধকতা-নিবন্ধন শ্রুত্যাদির কল্পনার অপ্রয়োজনীয়তা-বশতঃ) হোক। [অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তির বিপক্ষগণ ইচ্ছানুসারে উপায় অবলম্বন করুন।] অব্যবহিত-পূর্ব্বে কথিত শব্দ-সামর্থ্য-প্রভাবে তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্য পণ্ডিতাভিমানী যাহাকে কোন ধ্বনি বলিয়া বুঝিয়াছেন [অর্থাৎ আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি-নামক বিলক্ষণ-কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শব্দের সামর্থ্য তিন প্রকার—শক্তি, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। ধ্বনিটী ব্যঞ্জনা-সামর্থ্যের কার্য্য, এবং ঐ সামর্থ্য যে কেবল শব্দগত, তাহা নহে, অর্থগতও আছে। তবে বাচ্যার্থ-বোধের পর ব্যঙ্গ্য অর্থের বোধ হইয়া থাকে।] স্থল-বিশেষে বিধি হইতে নিষেধ-জ্ঞান বা নিষেধ হইতে বিধির জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—হে ধার্ম্মিক, তুমি বিশ্বস্ত হইয়া বিচরণ কর। এই বাক্য হইতে 'বিচরণ করিও না' এইরূপ অর্থ ধ্বনিত হয়। (এই বাক্যটি গৃহস্থিতা কোন কুলটার। সঙ্কেত-স্থানে প্রতিদিন পুষ্পচয়ন-দ্বারা প্রিয়-সঙ্গম-ব্যাঘাতক কোন ধার্ম্মিকের প্রতি পুনরাগমন-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে ভীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রযুক্ত।) হে পথিক, গৃহে প্রবেশ করিও না। এই বাক্য হইতে 'গৃহে প্রবেশ কর' এইরূপ অর্থ ধ্বনিত হয়। (এই বাক্যটি কোন প্রোষিত-ভর্তৃকা নায়িকার

বহুদিন-পরে গৃহাগত স্বামীর প্রতি অভিমান-সহকারে উক্তি।) (এইস্থলে প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনা-দ্বারা বিপরীতার্থের বোধ হয়, সুতরাং ইহারা অভিধাশক্তিমূল ধ্বনির উদাহরণ) (জয়ন্ত বলিতেছেন, ধ্বনি বলিয়া পৃথক্-কার্য্য-স্বীকারের প্রয়োজন নাই) কেবল-মাত্র শব্দ সেই সেই স্থলে সেই সেই প্রকারে (ব্যঞ্জনার বলে যে যে ভাবে অর্থ-বোধ করাইয়া থাকে) স্বীয় সামর্থ্যের বলে সেই সেই ভাবে অর্থবোধ করাইয়া থাকে। শব্দ অন্য প্রমাণের প্রমেয় হইবার যোগ্য অর্থকে প্রকাশ করে। [অর্থাৎ ব্যঞ্জনা স্বীকার করিলে শব্দ প্রথমে যথাশ্রুত অর্থের বোধক হয়। পরে প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনার পর ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশিত করে। সুতরাং ব্যঞ্জনা-নামক পৃথকশক্তি ও বিলম্বে অর্থবোধ উভয়ই ধ্বনিবাদিগণের স্বীকৃত আছে। কিন্তু জয়ন্ত তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন যে, শব্দ সর্ব্বত্রই এক ভাবেই অর্থ-বোধ করাইয়া থাকে। একই শব্দ পর পর পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থদ্বয়ের বোধক হয় না। একেবারে শক্তি বা লক্ষণা এতদন্যতর উপায়ে একবিধ বক্তার অভিপ্রেত অর্থেরই বোধক হয়। কিন্তু সেই অর্থটি বাধিত বা অলীক হইতে পারিবে না। অর্থগত অবাধিতত্ব এবং সত্যত্বের সূচনার জন্য মানান্তর-পরিচ্ছেদ্য ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

অথবা সাহিত্যিকগণের সহিত এইরূপ চর্চ্চা করা উচিত নহে। কারণ—পণ্ডিতগণও বাক্যার্থ-রূপ জটিল পথে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হন। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, দার্শনিকগণোচিত বিচার-পদ্ধতি লইয়া বহুকাল যাপন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই শব্দার্থ-বাদ-নিয়মটি অতি জটিল; কেবল তর্কের ক্ষেত্র নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। অনুমান অপেক্ষা অর্থাপত্তির যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদও নাই ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

আহ—অভাবস্তর্হি প্রমাণান্তরমস্তু।

সৎপরিচ্ছেদকং যত্র ন প্রমাণং প্রবর্ত্ততে।
তদভাবমিতৌ মানং প্রমাণাভাব উচ্যতে॥

ইহ ঘটো নাস্তীতি ঘটং প্রতি সদুপলম্ভক-প্রমাণ-প্রবৃত্তির্নাস্তীতি অসৌ

*

প্রমাণাভাবো ঘটাভাবং পরিচ্ছিনত্তি। তত্র চ ঘটবিষয়-জ্ঞাতৃ-ব্যাপারানুৎপাদ এব দৃশ্যাদর্শনবাচ্যঃ প্রমাণম্, নাস্তীতি-বুদ্ধিঃ ফলম্। অথবা ঘটাভাবগ্রাহী গ্রহীতৃ-ব্যাপারঃ সদুপলম্ভক-প্রমাণাভাবজনিতো নাস্তীতি প্রত্যয়স্বভাবঃ প্রমাণং ফলন্তু হানাদিজ্ঞানং ভবিষ্যতি। তদুক্তম্—

প্রত্যক্ষাদেরনুৎপত্তিঃ প্রমাণাভাব উচ্যতে।
সাত্মনোঽপরিণামো বা বিজ্ঞানং বান্যবস্তুনি॥ ইতি *

অনুবাদ

কেহ বলিয়াছেন, তাহা হইলে [অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ না হইলেও] অভাব পৃথক্ প্রমাণ হোক।

যে কার্য্যে ভাববোধক প্রমাণ অক্ষম, অভাব-প্রমিতিরূপ সেই কার্য্যে প্রমাণাভাবকে প্রমাণ বলা হয়। এই স্থানে ঘট নাই বলিয়া ঘটের পক্ষে ভাবগ্রাহী প্রমাণ না থাকায় ঐ প্রমাণাভাব ঘটাভাবের নিশ্চায়ক হইতেছে। এবং সেই মতে ঘটবিষয়ক-জ্ঞাতৃব্যাপারের [অর্থাৎ জ্ঞানের] অনুৎপত্তিই [প্রত্যক্ষাদির অভাব] দৃশ্যাদর্শননামে অভিহিত হইয়া প্রমাণ হইয়া থাকে। 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞান ঐ প্রমাণের ফল।

অথবা (জ্ঞানের অনুৎপত্তি জ্ঞানস্বভাব নহে বলিয়া প্রমাণ নহে, কিন্তু) ভাবগ্রাহী প্রমাণের অভাবজনিত 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ ঘটাদির অভাব-বিষয়ক জ্ঞান। কুমারিল সেই কথা বলিয়াছেন। (দৃশ্যাদি-বিষয়ক) প্রত্যক্ষাদির অনুৎপত্তিকে প্রমাণীভূত অভাব বলা হয়।

* সাত্মনোঽপরিণামো বেতি পাঠো ন সঙ্গতঃ।

শ্লোক-বার্ত্তিকেঽভাবপরিচ্ছেদে শ্লো. ১১। শ্লোকস্যাস্য ব্যাখ্যা—অভাবস্য দ্বিধা বিভজতে। সেতি। সোঽয়মাত্মনো ঘটাদিবিষয়ঃ প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানস্বরূপঃ পরিণামঃ তদভাবমাত্রমেবানুৎপত্তিরভাব ইতি বোধ্যতে। তচ্চ ঘটাদ্যভাববিষয়-নাস্তিবুদ্ধিজনকতয়া ইন্দ্রিয়াদিবৎ প্রমাণং নাস্তীতি বুদ্ধিশ্চ ফলম্। সৈব বা বুদ্ধির্ঘটাদ্যভাবরূপে বস্তুনি জায়মানা লক্ষণয়াঽনুৎপত্ত্যভাবশব্দাভ্যামুচ্যতে। তৎপ্রামাণ্যে চ হানাদি-ধীঃ ফলম্। ইতি পার্থসারথি-মিশ্রঃ।

অভাব-প্রমাণ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মতে প্রত্যক্ষাদির অনুৎপত্তি অভাব-প্রমাণ, তাহা আত্মার কার্য্য নহে। অপর মতে ঘটাভাবাদিবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান (অর্থাৎ 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞান) অভাব-প্রমাণ। (তাহা আত্মার কার্য্য) এই পর্য্যন্ত কুমারিলের কথা।

অন্যবস্তুশব্দেন ঘটাভাব উক্তঃ। তত্র তাবদিদং নাস্তীতি জ্ঞানং ন প্রত্যক্ষজনিতমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাভাবাৎ। সন্নিকর্ষো হি সংযোগ-সমবায়-স্বভাবঃ * তৎপ্রভাবভেদো বা সংযুক্তসমবায়াদিরিহ নাস্ত্যেব, সংযুক্ত-বিশেষণ-ভাবোঽপি ন সম্ভবতি, কুম্ভাভাবস্য ভূপ্রদেশবিশেষণত্বাভাবাৎ। ন হ্যসংযুক্তমসমবেতং বা কিঞ্চিদ্ বিশেষণং ভবতি, সংযুক্তস্য দণ্ডাদেঃ সমবেতস্য শুক্লগুণাদেস্তথাভাবদর্শনাৎ। অভাবশ্চ ন কেনচিৎ সংযুজ্যতে, অদ্রব্যভাবাৎ। ন ক্বচিৎ স সমবৈতি গুণাদিবৈলক্ষণ্যাদিতি।

অনুবাদ

উক্ত 'অন্যবস্তু' এই শব্দের অর্থ ঘটাদির অভাব। সেই মতে 'নাস্তি' এই প্রকার অভাববিষয়ক জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কার্য্য হইতে পারে না। কারণ—ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবরূপ বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় নাই। কারণ—সন্নিকর্ষ সংযোগ বা সমবায়ের স্বরূপ। সংযুক্তসমবায়াদিও সন্নিকর্ষের প্রকারভেদ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাও নাই; সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষেরও সম্ভাবনা নাই। কারণ—ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে না। কারণ—অসংযুক্ত বা অসমবেত কোন বস্তু বিশেষণ হইতে পারে না। যেহেতু সংযুক্তদণ্ডাদি এবং সমবেত শুক্লগুণাদি বিশেষণ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং অভাব দ্রব্যভিন্ন বলিয়া কাহারও সহিত সংযুক্ত হয় না, এবং গুণাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন স্থানে সমবায়সম্বন্ধেও থাকে না। অভাব বিশেষণ হয় না, এই সম্বন্ধে এই কথা।

যদি চ সংযুক্তবিশেষণভাবসন্নিকর্ষোপকৃতং চক্ষুরভাবং গৃহ্ণাতি, তর্হি তদবিশেষাৎ সংযুক্তদ্রব্যবর্ত্তীন রসাদীনপি গৃহ্নীয়াৎ, তদভাবমপি মা

* স্বভাবত ইতি মূলে পাঠঃ।

গ্রহীৎ—অযোগ্যত্বাবিশেষাৎ। যোগ্যাযোগ্যত্বকৃতগ্রহণাগ্রহণনিয়মবাদে বা যোগ্যতৈব সন্নিকর্ষো ভবতু, কিং ষট্‌কঘোষণেন। তস্মান্ ন ঘটাভাবজ্ঞানং চাক্ষুষম্। নন্থ ভূপ্রদেশঞ্চ ঘটাভাবঞ্চ বিস্ফারিতে চক্ষুষি নিরীক্ষামহে, নিমীলিতে তু তস্মিংস্তয়োরন্যতরমপি ন পশ্যামঃ। তত্র সমানে চ তদ্‌ভাব-ভাবিত্বে ভূপ্রদেশজ্ঞানং চাক্ষুষম্, অভাবজ্ঞানস্তু ন চাক্ষুষমিতি কুতো বিশেষমবগচ্ছামঃ। বাঢ়মবগচ্ছামঃ। সন্নিকর্ষাভাবাদেব।

অনুবাদ

যদি বল যে, সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে চক্ষু অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, চক্ষুঃ সংযুক্ত-বিশেষণতাগত প্রভেদ না থাকায় চক্ষুঃ-সংযুক্তদ্রব্যবৃত্তি রসাদিকেও (রূপাদির ন্যায়) গ্রহণ করুক। [অর্থাৎ রসাদিও চক্ষুঃসংযুক্ত পদার্থের বিশেষণ হইতে পারে] রসাদি চক্ষুর দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া তাহাদিগকে চক্ষু যদি গ্রহণ করিতে না পারে, তবে সেই অভাবে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতা থাকিলেও তাহা চক্ষুর অযোগ্য বলিয়া চক্ষু তাহাকেও গ্রহণ করিবে না। যোগ্যতাকে গ্রহণের নিয়ামক, এবং অযোগ্যতাকে অগ্রহণের নিয়ামক বলিলে যোগ্যতাকেই সন্নিকর্ষ বলা উচিত, ছয়প্রকার সন্নিকর্ষ বলিবার প্রয়োজন নাই। (ছয়প্রকার সন্নিকর্ষ বলিলেও উক্ত আপত্তির নিরাস হয় না।) অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঘটাভাবজ্ঞান চাক্ষুষ নহে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন (মীমাংসকগণের প্রতি) জিজ্ঞাস্য এই যে, যতক্ষণ চক্ষু অপ্রতিরুদ্ধ দৃষ্টিতে বিষয়দর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ ভূতল এবং ঘটাভাব উভয়কে দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ চক্ষু যখন মুদ্রিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাই না। সেই ভূতল-জ্ঞান এবং ঘটাভাব-জ্ঞান উভয়ই যখন নয়ন-সাপেক্ষ, তখন ভূতলজ্ঞানটীমাত্র চাক্ষুষ, এবং অভাবজ্ঞানটী চাক্ষুষ নহে (কিন্তু অভাবরূপপ্রমাণজন্য), এই প্রকার প্রভেদ বুঝিব কি উপায়ে? উত্তর—(মীমাংসকের) অবশ্যই বুঝিয়া থাকি। অভাবের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হয় না বলিয়াই বুঝিয়া থাকি।

ন হ্যসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরবগতিজন্মনে প্রভবতি। তদ্ভাবভাবিতং ত্বিদমন্যথা-সিদ্ধম্। বিদূরদেশে ব্যবস্থিতস্থূলজ্বালাবলীজটিলজ্বলনগতভাস্বররূপোপলম্ভানু-বর্ত্তিতদ্গতোষ্ণস্পর্শজ্ঞানবৎ। তত্র যথা রূপানুমীয়মানস্পর্শবেদনে নয়নান্বয়-ব্যতিরেকান্বয়বিধানমন্যথাসিদ্ধম্, এবমিহাপি ভূপ্রদেশোপলম্ভাবিনাভাবিনি কুম্ভাভাবগ্রহণে তৎকৃতমিন্দ্রিয়ান্বয়ব্যতিরেকান্বয়বিধানমিতি ন চাক্ষুষো ঘটাভাব-প্রতিভাসঃ। তদুক্তম্—

গৃহীত্বা বস্তুসদ্ভাবং স্মৃত্বা চ প্রতিযোগিনম্।
মানসং নাস্তিতাজ্ঞানং জায়তেঽক্ষানপেক্ষয়া॥ ইতি।*

অনুবাদ

কারণ—চক্ষু গ্রাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে পারে না। যদিও অভাবজ্ঞানের পক্ষে চক্ষুর সহায়তা আছে; তথাপি অভাব-জ্ঞানের পক্ষে চক্ষুর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সহায়তা না থাকায় ঐ অভাব-জ্ঞানটী অন্য উপায়ে সিদ্ধ। (ইহার দৃষ্টান্ত) যেরূপ অধিকদূরদেশে অবস্থিত দেদীপ্যমান-স্থূলশিখাবলীব্যাপ্ত অগ্নির অত্যুজ্জ্বলরূপদর্শনের অব্যবহিত-পরে তাহার উষ্ণ স্পর্শের জ্ঞান হয়। সেই স্থলে যেরূপ (প্রত্যক্ষীকৃত) রূপের দ্বারা উষ্ণস্পর্শবিষয়কজ্ঞানরূপ কার্য্যের পক্ষে চক্ষুর অন্বয়-ব্যতিরেকের বিধান অসঙ্গত হয় [অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চক্ষুর কোন উপযোগিতা নাই, পরন্তু পরম্পরায় উপযোগিতা আছে; কিন্তু পরম্পরায় উপযোগিতা থাকিলেও উক্ত উষ্ণস্পর্শজ্ঞানটী অন্যোপায়সাধ্য বলিতে হয়, নয়নজন্য বলিতে পারা যায় না] সেরূপ এই স্থলেও [অর্থাৎ ভূতলে ঘটাভাবজ্ঞানস্থলেও] নয়নজন্য ভূতলজ্ঞানের অবিনাভূত [অর্থাৎ তাদৃশ ভূতলজ্ঞানের অভাবে অনুৎপন্ন] ঘটাভাববিষয়কজ্ঞানরূপকার্য্যের পক্ষে চক্ষুর সহায়তাবিধান তাদৃশভূতলজ্ঞানসম্পাদিত। [অর্থাৎ ঘটাভাব-জ্ঞানটী ভূতলজ্ঞানের অভাবে অনুৎপন্ন বলিয়া ভূতলজ্ঞানের সহিত তাহার

* শ্লোকবার্ত্তিকেঽভাব-পরিচ্ছেদে শ্লো. ২৭।

অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ থাকায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয়-ব্যতিরেক না থাকিলেও পরম্পরায় ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবজ্ঞানের অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধ হয়।] এই জন্য ঘটাভাবজ্ঞানটী চাক্ষুষ নহে। (কুমারিল) সেই কথা বলিয়াছেন। (অভাব বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ সিদ্ধ হোক, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইলেও অতিরিক্ত প্রমাণের গোচর হইবে না। কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়েরই গোচর, কারণ —নিমীলিতলোচন হইয়া থাকিলে 'এখানে ঘট নাই' ইহা বুঝা যায় না, বা কোন অন্ধ 'এখানে ঘট নাই' বলিয়া বুঝিতে পারে না। অতএব অভাব ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। ইহাই যদি স্বীকার করা যায়, তবেই ভূতল এবং ঘটাভাব এই উভয়কে লইয়া বিশিষ্টবুদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে, নচেৎ ভূতল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও অভাব অতিরিক্ত প্রমাণের গ্রাহ্য হইলে ঐ প্রকার উভয়কে লইয়া একটী বিশিষ্ট বুদ্ধির উপপাদন অসম্ভব হয়। এই প্রকার আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য কুমারিলের উক্ত বাক্য।)

ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ এবং অভাবের প্রতিযোগীর স্মরণ এই উভয়বিধ কার্য্যের পর বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যব্যতিরেকে দৃশ্যাদর্শনরূপপ্রমাণসহকৃত মনের দ্বারা অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই সেই কথা।

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশ্রয়ভূতভূতলাদিরূপ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারই ঘট দৃশ্য হয়, নচেৎ নয়ন উন্মীলিত করিয়া রাখিলেও ঘট দৃশ্য হয় না। অতএব অধিকরণ-প্রত্যক্ষের পক্ষে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক, অভাব-জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক নহে। আশ্রয়ভূত কোন ভাবপদার্থের প্রত্যক্ষ হইলেও অভাবের নিয়ত বিশেষণ প্রতিযোগীর স্মরণ হইলে এবং স্মরণের বিষয়ভূত প্রতিযোগীটী কোন দৃশ্য পদার্থ হইলে তাহার অদর্শন ঘটায় সেই দৃশ্যাদর্শনসহকৃত মনের দ্বারা অভাবজ্ঞান উপপন্ন হয়। অতএব বহিরিন্দ্রিয়ের অভাববোধের প্রতি কোন সামর্থ্য নাই। ভূতলে ঘট নাই এই প্রকার অভাববোধের স্থলে ঐ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভূতলরূপ বিষয়কে লইতেছে। এবং অনুপলব্ধিনামধেয় অভাবরূপ প্রমাণের সাহায্যে অভাব ও অভাবের সহিত ভূতলের সম্বন্ধ এই উভয়কে লইতেছে। অতএব উক্ত উভয়বিধ কারণ মিলিত হইয়া উক্ত একটী বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন করে, যেরূপ ক্ষীরপ্রভৃতি দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত এবং তদ্‌গতমাধুর্য্য ও

ঐ মাধুর্য্যের সহিত ক্ষীরাদিদ্রব্যের সম্বন্ধ রসনার দ্বারা গৃহীত হইবার পর ঐ উভয় ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ প্রচেষ্টায় ক্ষীর সুমিষ্ট ইত্যাদিরূপ একটী বিশিষ্টবোধ উৎপন্ন হয়। যদিও উক্তঅভাববোধস্থলে বিশেষ্য ভূতল এবং বিশেষণ অভাব পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণের গোচর হইতেছে, তথাপি বিশেষ্য এবং বিশেষণ হইতে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের নির্ব্বাহক সম্বন্ধ প্রতীত হওয়ায় দ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে উক্তবিশিষ্টবুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে, ইহা বল কিরূপে? এতদুত্তরে কুমারিলের বক্তব্য এই যে, উক্ত সম্বন্ধও অনুপলব্ধি-প্রমাণের গোচর, এবং সম্বন্ধ যে প্রমাণের গোচর, বিশিষ্ট স্বরূপটীও সেই প্রমাণের গোচর হইবার নিয়ম থাকায় অভাববিশিষ্ট ভূতলরূপটী অনুপলব্ধি-প্রমাণেরই গোচর হইতেছে। যেস্থলে সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, সেস্থলে বিশিষ্টরূপটী প্রত্যক্ষের গোচর হওয়ায় বিশিষ্ট-বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক হয়।

এইজন্য পর্ব্বত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইলেও বহ্নির সহিত পর্ব্বতের সম্বন্ধ আনুমানিক বলিয়া 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইপ্রকার বিশিষ্টবুদ্ধিও অনুমানাত্মক।]

টিপ্পনী

কুমারিলভট্টের রচিত শ্লোকবার্ত্তিকগ্রন্থের অভাবপরিচ্ছেদে ন্যায়-রত্নাকরাখ্যটীকায় পার্থসারথিমিশ্র ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন— দৃশ্যের অদর্শন অভাববোধের কারণ, কেবলমাত্র অদর্শন (অনুপলব্ধি) কারণ নহে। অদর্শনমাত্র কারণ হইলে অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইত, কিন্তু দৃশ্যের অদর্শন কারণ হইলে যাহা থাকিলে দেখা যাইত, তাহার অদর্শনই তাহার অভাববোধের কারণ। কিন্তু যে ব্যক্তি ভূতলাদি-রূপ আশ্রয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তাহার অভাববোধ হয় না। আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানে দৃশ্যপদার্থ আছে কি না বুঝিব কি প্রকারে? সুতরাং অধিকরণের প্রত্যক্ষও অভাববোধের কারণ, এবং যাহার অভাব সেখানে আছে, তাহা যদি মনে না পড়ে, তাহা হইলে প্রাগুক্ত কারণগুলি সকলে সেখানে থাকিলেও অভাববোধ হইবে না।

সুতরাং প্রতিযোগীর স্মরণও অভাববোধের প্রতি অন্যতম কারণ। যে ব্যক্তির পক্ষে প্রাগুক্ত কারণগুলি অনুপস্থিত, তাহার অভাববোধ হয় না। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপেক্ষা আছে কিন্তু অভাববোধে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপেক্ষা নাই। পরম্পরায় অপেক্ষা আছে। কারণ—অভাব নিরাশ্রয়ভাবে প্রতীতিগোচর হয় না, তাহার একটী আশ্রয় থাকেই। সেই আশ্রয়টী প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়েরও পরম্পরায় উপযোগিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পরম্পরায় উপযোগিতা থাকিলেও ইন্দ্রিয় অভাববোধে প্রমাণ নহে। অধিকরণপ্রত্যক্ষ হইলে এবং অভাবের প্রতিযোগী স্মৃত হইলে দৃশ্যাদর্শননামধেয় অভাবপ্রমাণের সাহায্যে মন অভাববিষয়ক জ্ঞানকে উৎপন্ন করে। মন নিষ্পক্ষপাত সাধন; প্রত্যক্ষস্থলেও মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য করে।

অধিকরণজ্ঞানটী যখন প্রত্যক্ষ, এবং অভাবজ্ঞানটী যখন পরোক্ষ, তখন (ঘটাভাববদ্ ভূতলম্) এইপ্রকার ভাবাভাবসম্বন্ধগোচর বিশিষ্টবুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ বলিবে, না পরোক্ষ বলিবে? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য পার্থসারথিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাববিষয়ক বুদ্ধির কারণ এবং অভাব-বিষয়ক বুদ্ধির কারণ এই উভয় কারণের যোগে উক্ত বিশিষ্টবুদ্ধিটী উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বিশিষ্টবুদ্ধিটী ভাবাংশে প্রত্যক্ষরূপ এবং অভাবাংশে পরোক্ষরূপ বলিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞারও (তদংশ) ও ইদমংশ লইয়া দ্বিরূপতা স্বীকার করিতে হয়। অভাববিষয়ক বুদ্ধির কারণীভূত দৃশ্যাদর্শনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় যখন উক্ত বিশিষ্টবুদ্ধির উৎপাদক, তখন উহাকে পরোক্ষ বলা চলে না, কারণ—কোন পরোক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নাই। এবং উহাকে প্রত্যক্ষও বলা যায় না, কারণ—কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণের সাহায্য নাই।

উহাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হইতে অতিরিক্তও বলা যায় না; কারণ—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভিন্ন জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। এতদুত্তরে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, যেস্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর, সেইস্থলে বিশিষ্ট স্বরূপটী প্রত্যক্ষপ্রমাণগ্রাহ্য বলিয়া তদ্‌বিষয়কবুদ্ধিও প্রত্যক্ষ। আর যেস্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সম্বন্ধ প্রমাণান্তরগ্রাহ্য,

সেস্থলে বিশিষ্ট স্বরূপটী প্রমাণান্তরগ্রাহ্য বলিয়া তদ্বিষয়কবুদ্ধিও প্রত্যক্ষ নহে।

প্রকৃতস্থলেও অভাবরূপ বিশেষণের সহিত ভূতলের সম্বন্ধ ও অনুপলব্ধি প্রমাণগ্রাহ্য বলিয়া উহাদের বিশিষ্টবুদ্ধিও অনুপলব্ধিরূপ-প্রমাণজন্য বলিয়া পরোক্ষ বলিয়াই গণনীয় হইবে।

ভট্টমতানুবর্ত্তী শাস্ত্র-দীপিকাকার অভাবপরিচ্ছেদে প্রমাণাভাব *-সম্বন্ধে প্রথমে প্রমাণাভাবশব্দের বিপরীতার্থ নিরাস করিয়াছেন।

বিপরীতার্থটী এই যে, যাহাকে প্রমাণাভাব অর্থাৎ প্রমাণভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিতেছ, তাহাকে আবার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ কর কিরূপে? যেরূপ ঘটভিন্নে ঘটত্ব থাকে না; সেরূপ প্রমাণভিন্নে প্রমাণত্বও থাকে না। প্রমাণ এবং প্রমাণাভাব ইহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ।

ইহার সমাধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন। অত্রত্য প্রমাণশব্দের অর্থ ভাবপদার্থগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণপঞ্চক। (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি।) তাহার অভাব অর্থাৎ উক্তপ্রমাণপঞ্চকভিন্ন প্রমাণ। প্রমাণসামান্যাভাব প্রমাণাভাবশব্দের অর্থ নহে। এই প্রমাণাভাবের দৃশ্যাদর্শন, প্রমাণানুদয় এবং অনুপলব্ধি এইসকল নামান্তর আছে। অভাব ইহার প্রমেয়। প্রভাকর অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় মানেন না। তিনি অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করায় তাহা ভাবভিন্ন নহে, সুতরাং তাঁহার মতে পাঁচটী প্রমাণ, প্রমাণাভাব অন্যতম প্রমাণই নহে। কুমারিল অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন না, তিনি অভাবকে অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত বলেন। দীপিকাকারও ঐ মতের সমর্থক। অভাবের অধিকরণ হইতে অতিরিক্ততার পক্ষে নৈয়ায়িকের সহিত কুমারিল দীপিকাকার একমত ইহা দেখা যায়। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের বহু যুক্তি আছে। গ্রন্থগৌরবভয়ে যৎকিঞ্চিৎ যুক্তি দেখাইতেছি।

রস যেরূপ রসনার গ্রাহ্য, সেরূপ রসাভাবও তাহার গ্রাহ্য। কিন্তু

* প্রমাণাভাবের অর্থ অনুপলব্ধি।

রসাভাবটী আম্রাদিস্বরূপ কোন অধিকরণের স্বরূপ হইলে রস রসনাগ্রাহ্য এবং কোন দ্রব্য রসনাগ্রাহ্য নহে বলিয়া কথিত অধিকরণের দ্রব্যস্বরূপতা-নিবন্ধন রসনাগ্রাহ্যতা না থাকায় উক্তরসাভাবের রসনাগ্রাহ্যতার অনুপপত্তি হয়। কুমারিল দীপিকাকার প্রভৃতি অনেক মীমাংসকও অভাবের প্রমেয়তা-বিষয়ে নানা যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থগৌরবভয়ে পরিত্যক্ত হইল। অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্বকল্পে ও অভাবের অতিরিক্ততাপক্ষে দীপিকাকারের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ দেখাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, অভাব বলিয়া যদি কোন পদার্থ না থাকে, তবে 'ঘটো নাস্তি' এই কথা বলিলে কি বুঝিব? যদি কেবলমাত্র অধিকরণ বুঝি, তাহা হইলে সেইস্থানে ঘট আনিলেও সেই অধিকরণ পূর্ব্ববৎ থাকায় ঘটাভাবের বুদ্ধি সমভাবে হয় না কেন? আরও এককথা অধিকরণজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ। সুতরাং অধিকরণ ও অভাব এক পদার্থ নহে। অত্যন্তাভাবকে অতিরিক্ত বলিলেও অন্যোহন্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিব না। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—গোরুটী অশ্ব নহে এই কথা বলিলে যে অন্যোহন্যাভাবকে বুঝিতেছি। তাহা যদি কেবলমাত্র উক্ত অন্যোহন্যাভাবের অধিকরণ গোপদার্থের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে সিংহে অশ্বভেদের প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ গোপদার্থস্বরূপ অশ্বভেদ সিংহস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ—একটী পদার্থের বিরুদ্ধ ২টী স্বরূপ হয় না। যে গোরু, সে গোরুই থাকিবে, প্রাকৃতিক নিয়মে সে কখনও সিংহ হইবে না। আর যদি ঐ অন্যোহন্যা-ভাবটী অশ্বাতিরিক্ত সকল পশুর স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতীতি কোথাও হইতে পারে না। কারণ—কোন একটী পশু অশ্বাতিরিক্ত যাবৎ-পশুর স্বরূপ হইতে পারে না।

গৌতমাবতার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সিদ্ধান্ত-লক্ষণ গ্রন্থে ব্যাপ্তিলক্ষণে অত্যন্তাভাবপদের ব্যাবৃত্তিপ্রদর্শনপ্রস্তাবে সম্প্রদায়মত বলিয়া একটী প্রাচীনমতের উল্লেখ করিয়াছেন। মথুরানাথও সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্যে ঐ মতটীকে প্রাচীন মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যও স্বীয় ব্যাখ্যানগ্রন্থে ঐ মতের বিশদ আলোচনা

করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনায়ও বুঝা যায় যে, তাঁহারাও সম্প্রদায়মতের সমর্থক। সম্প্রদায়মতে অভাবমাত্রই যে অধিকরণ হইতে অতিরিক্ত, তাহা নহে, অভাববিশেষ অতিরিক্ত। লাঘবগৌরবরূপ তর্কের বলে এবং অনবস্থাপত্তিখণ্ডনের জন্য অভাববিশেষকে অধিকরণস্বরূপ বলিতে হয়। যে অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণও অভাব, তাদৃশ অভাব অধিকরণ-স্বরূপ। কিন্তু প্রতিযোগীভূত অভাবটী যদি কোন বিশিষ্টাভাব হয় তাহা হইলে সেই অভাবটী অধিকরণস্বরূপ হইবে না।

শিরোমণির গ্রন্থের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ঐ মতসম্বন্ধে জগদীশের উক্তিটী উদ্ধৃত করিলাম।

"অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকোঽপি বিশিষ্টাভাবান্যনাত্মকোঽভাবোঽধিকরণ-ভিন্নো নেষ্যতে, লাঘবাৎ।" * যে অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণ অভাব এইরূপ অভাব অধিকরণের স্বরূপ। এই কথা জগদীশের কথায় বুঝা যায় না। বরং জগদীশের কথায় ইহাই বুঝা যায়, অধিকরণ ভাবপদার্থই হোক, আর অভাবই হোক, যে স্থলে অভাবকে অতিরিক্ত বলিলে গৌরব বা অনবস্থা-দোষ হয়, সেই স্থলমাত্রেই তাদৃশ অভাব অধিকরণ-স্বরূপ। কিন্তু মথুরানাথকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্যে † দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণও অভাব, তাদৃশ অভাব অধিকরণের স্বরূপ। তাঁহার পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। "প্রাচাং মতেঽভাবাধিকরণকাভাবপ্রতিযোগিকাভাবস্যাধিকরণ-স্বরূপানতিরিক্ততয়া।" ‡ গদাধর ভট্টাচার্যকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণ-বিবৃতিতে দেখা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণও অভাব, তাদৃশ অভাবটী অধিকরণভূত অভাবের স্বরূপ, অভাবমাত্রই নহে। তাঁহার পঙ্ক্তি—"অভাবাধিকরণকাভাবপ্রতিযোগিকাভাবস্যাধিকরণ-ভূতাভাবরূপতেতি সিদ্ধান্তান্বিতি ভাবঃ। রঘুনাথশিরোমণির ব্যাবৃত্তি দিবার

* সিদ্ধান্তলক্ষণে জাগদীশী বিবৃতি, ২৩ পৃঃ।

† ব্যাপ্তিবাদ, ১০৯ পৃঃ

‡ অনুমান গাদাধরী, ৩৭০ পৃঃ

জন্য প্রদর্শিত উদাহরণ দেখিলে মনে হয় যে, তিনিও মথুরানাথ এবং গদাধরের সহিত একমত। এবার কোথায় অভাব অধিকরণের স্বরূপ, তাহার উদাহরণ এবং তদ্‌বিষয়ে যুক্তিও দেখাইতেছি। ঘটাভাব এবং পটাভাব এক নহে বলিয়া ঘটাভাবের উপর পটাভাবের ভেদ আছে। ঘটাভাবগত ঐ পটাভাবভেদটী যদি ঘটাভাবের স্বরূপ না হয় [অর্থাৎ পটাভাবভেদটী অতিরিক্ত হয়] তাহা হইলে ঐ পটাভাব-ভেদের উপর বর্ত্তমান মঠাভাব-ভেদও অতিরিক্ত হইবে। এই প্রকারে আধেয়ভূত অভাবভেদগুলির অতিরিক্ততাবশতঃ তত্তদভাবভেদানুসারে আধারাধেয়ভাব-নিয়ামক স্বরূপ সম্বন্ধের অনন্ততাবশতঃ অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।

কিন্তু যদি ঐ ঘটাভাবের উপর বর্ত্তমান পটাভাবভেদটী ঘটাভাবের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটাভাবের স্বরূপ পটাভাবভেদের উপর বর্ত্তমান মঠাভাবভেদও ফলতঃ ঘটাভাবস্বরূপই হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে উক্ত ঘটাভাব এবং তৎস্থিত পটাভাবভেদও ঘটাভাবস্থিত পটাভাবভেদের উপর বর্ত্তমান মঠাভাবভেদ এবং তৎস্থিত অন্যাভাবভেদ সকলেই এক ঘটাভাবেই পরিণত হইবে, তাহা হইলে আর অনন্ত স্বরূপসম্বন্ধের বাজার বসাইতে হইবে না। কথিতস্থলে ঐ ভেদগুলি ফলতঃ যখন ঘটাভাবেই পরিণত তখন একটীমাত্র তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের কল্পনা করিলেই চলিবে। অভাবপ্রতিযোগিক অভাব যখন যে অভাবের উপর থাকিবে তখন সে সেই অভাবই হইয়া যাইবে। তাহার আর স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। যেস্থলে অভাবের অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিলে গৌরব হয় সেইস্থলে অভাবের অভাব অতিরিক্ত। ইহাই তাঁহাদের মত। যৎকিঞ্চিৎ ঘটব্যক্তিগত রূপব্যক্তি, রসব্যক্তি, স্পর্শব্যক্তি, সঙ্খ্যাব্যক্তি, এবং পরিমাণ-ব্যক্তি এতদন্যতমের অভাবের অভাবকে যদি প্রথম অভাবের প্রতিযোগী উক্ত অন্যতমের স্বরূপ [অর্থাৎ উক্তরূপব্যক্তি, রসব্যক্তি, স্পর্শব্যক্তি, সঙ্খ্যাব্যক্তি, এবং পরিমাণব্যক্তিস্বরূপ] বলা হয়, তাহা হইলে অনেক প্রকার ব্যক্তিস্বরূপ বলার জন্য গৌরব হয়, তদপেক্ষা বরং অধিকরণস্বরূপ বলিলে লাঘব হয়। কারণ—উক্তস্থলে তাদৃশ অন্যতমের অভাবের যে অভাব, তাহার অধিকরণ একমাত্র তদ্‌ঘট ব্যক্তি। জগদীশমতে ভাবনিষ্ঠ তাদৃশ

অভাবও অধিকরণের স্বরূপ হইতে পারিবে। কারণ—তিনি অভাবরূপ অধিকরণগত তাদৃশ অভাব অধিকরণের স্বরূপ এই কথা বলেন নাই। অতএব উক্তস্থলে উক্ত অন্যতমের অভাবের অভাব একটিমাত্র ঘটরূপ অধিকরণনিষ্ঠ হইলেও [অর্থাৎ অভাবের উপর না থাকিলেও] তাহা তাদৃশ অধিকরণেরই স্বরূপ হইতে পারিবে। তাহাতে কোন বাধা নাই। একটি সাধারণ নিয়ম আছে এই যে, "যদন্তর্ভাবেন বৈশিষ্ট্যং বিশিষ্টস্য তত্রৈব সত্ত্বাভ্যুপগমঃ" [অর্থাৎ যে বস্তু যে বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া বিশেষিত হয়, সেই বিশেষিত বস্তুটী সেই স্থানেই থাকে, অন্যত্র থাকে না।] এই নিয়ম-অনুসারে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাব কেবলমাত্র পূর্ব্বক্ষণেই থাকিবে। পূর্ব্বক্ষণাতিরিক্ত অন্য সময়ে থাকিবে না।

যদিও ঘটাভাবগত পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববৈশিষ্ট্যরূপ বিশেষণের মহিমায় পূর্ব্বক্ষণকে অবলম্বন করিয়া ঐ বৈশিষ্ট্যটী সম্পন্ন হওয়ায় তাদৃশ বিশিষ্ট ঘটাভাবটী কেবলমাত্র পূর্ব্বক্ষণেই থাকিবে। তাদৃশ বিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে গৌরব হইবে; কারণ—ঐ প্রকার অভাবের অভাব পূর্ব্বক্ষণাতিরিক্ত নানাক্ষণে থাকায় তাহার অধিকরণ নানাক্ষণ, সুতরাং অধিকরণস্বরূপ বলিলে অগত্যা নানাক্ষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। তদপেক্ষা ঐ প্রকার অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত বলিলে [অর্থাৎ খাঁটি অভাব বলিলে] সেই অভাবটী একটীমাত্র বলিয়া গৌরব হইবে না। এইজন্যই জগদীশ বলিয়াছেন যে, যে অভাবের প্রতিযোগী বিশিষ্টাভাব নহে, সেই অভাব অধিকরণস্বরূপ। কথিতস্থলে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবটী প্রতিযোগী বলিয়া ঐ প্রকার অভাব অধিকরণস্বরূপ হইবে না। ইহাও বলিতে হইবে। বিশিষ্টভাব যে অভাবের প্রতিযোগী, সেই অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে আপত্তিও হয়। ঘট-সামান্যাভাব ঘটশূন্যদেশমাত্রে থাকিলেও কথিত নিয়ম-অনুসারে পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবটী কেবলমাত্র পর্ব্বতেই থাকিবে, অন্যত্র থাকিবে না। ঐ জাতীয় বিশেষণও কথিত নিয়মের প্রভাবে বস্তুগত অভাবকেও যেন সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল।

ঐ প্রকার বিশিষ্টাভাবের অভাবও যদি অধিকরণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ঐ পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাবও অধিকরণ-স্বরূপ হইয়া

পড়িবে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব যখন পর্ব্বতীয়রূপের উপর থাকিবে, তখন ঐ পর্ব্বতীয়রূপটী কথিত অভাবের অধিকরণস্বরূপ বলিয়া কথিত অভাবটী পর্ব্বতীয়রূপের স্বরূপ হইয়া পড়িবে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে পর্ব্বতে ঘটাভাবের প্রমা-প্রতীতি যেরূপ হয়, সেইরূপ পর্ব্বতে পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব-প্রতীতিও প্রমাত্মক হইতে পারিবে। কোন বাধাও দিতে পারিবে না, কারণ—সে ত আর অভাব নহে যে, সে পর্ব্বতীয়রূপবৃত্তি বলিয়া পর্ব্বতীয়-রূপের স্বরূপ।

পর্ব্বতে পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব এবং পর্ব্বতীয়রূপ উভয় থাকিতে পারিবে। তাহাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তাহা অনুভববিরুদ্ধ। কারণ—পর্ব্বতে পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব ও তাহার অভাব এই উভয়ের পর্ব্বতে থাকার পক্ষে কোন অনুভব নাই।

কিন্তু তাদৃশ অভাবের অভাবকে যদি অতিরিক্ত বলা হয়, তাহা হইলে শিষ্টদিগের অনুভবও বজায় থাকে। পর্ব্বতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব ও তাহার অভাব একত্র থাকে না, ইহাই শিষ্টানুভব। অতএব পর্ব্বতবৃত্তিত্বঘটাভাবের অভাব পর্ব্বতীয়রূপের উপর থাকিলেও পর্ব্বতীয়রূপস্বরূপ হইবে না। উহা খাঁটি অভাবই হইবে। খাঁটি অভাব হইলে আর উহাদের একত্র অবস্থান ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

গ্রন্থগৌরবভয়ে আর অধিক কথা লিখিলাম না। ভারতবর্ষের উজ্জ্বলরত্ন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মদীয় পিতামহ পূজ্যপাদ ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সম্প্রদায়গতশিক্ষাস্রোতের যৎকিঞ্চিৎ তরঙ্গের লীলা প্রকাশ করিলাম।

চিন্তামণিকারও প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদে অভাবের অতিরিক্ততার বিপক্ষ নানা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি অভাবের প্রমেয়তাবিষয়ে নানা যুক্তি দেখাইয়াছেন।

অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা একটি জ্ঞানেরই মূর্ত্তি। অভাব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকারও একটা মত উঠাইয়াছেন। সেই মতটী হইতেছে এই যে, অভাবের যাহা প্রতিযোগী, তাহার স্মরণসাপেক্ষ

অধিকরণমাত্রের জ্ঞানই অভাব-পদার্থ। [অর্থাৎ কেবলমাত্র অধিকরণের জ্ঞান অভাব-পদার্থ নহে, কিংবা কেবলমাত্র প্রতিযোগীর স্মরণও অভাব-পদার্থ নহে। কিন্তু প্রতিযোগীর স্মরণের অব্যবহিত পরক্ষণে জায়মান অধিকরণজ্ঞানই অভাব-পদার্থ। চিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি ঐ প্রকার জ্ঞানবিশেষকে অভাব-পদার্থ বল, তাহা হইলে, অন্ধকারে বিচরণ করিতে গিয়া যদি কণ্টকের স্মরণ না হয়, তবে সেইস্থানে অধিকরণ জ্ঞানরূপ কণ্টকের অভাব থাকিতে পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক কণ্টক না থাকিলেও কথিত প্রকারে কণ্টকের অভাব থাকিতে না পারায় কণ্টকই আসিয়া পড়িল। কণ্টকই যখন আসিয়া পড়িল, তখন অন্ধকারে নগ্নপদে বিচরণকারী ব্যক্তির পদযুগল নিজবুদ্ধি-দোষে আনীত কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ হোক, এবং নির্জ্জনদেশে জলের বাঁধ ভাঙ্গিলেও বাঁধের অভাব হইবে না, কারণ—ঐ অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, উহা জ্ঞানবিশেষ, কিন্তু ঐ স্থানটী নির্জ্জন বলিয়া জ্ঞান করিবার কেহই নাই। জ্ঞান যখন হইল না, তখন অভাবও থাকিল না। ঐ অভাবটী বাঁধের অভাব। কথিত জ্ঞানের অভাবে বাঁধের অভাব যখন থাকিল না, তখন বাঁধ ভাঙ্গিলেও জলনির্গম বাধিত হইবে। এই প্রকারে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, ঘটের সহিত অসংসৃষ্ট ভূতল যদি ঘটাভাব হয় তাহা হইলে [অর্থাৎ অভাব বলিয়া পৃথক্ পদার্থ স্বীকার না করিলে] দুঃখের সহিত অসংসৃষ্ট আত্মাকেই দুঃখাভাব বলিতে হয়। তাহা যদি বল, তবে তাদৃশ দুঃখাভাবকে মোক্ষ বলিতে হইবে। তাহাই যদি বল, তাহা হইলে তাদৃশ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিতে পারিবে না। কারণ—আত্মা কখনও পুরুষার্থ হইতে পারে না। কারণ—যাহা পুরুষার্থ, তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। আত্মা কখনও সাধ্য হইতে পারে না, তাহা যে নিত্য। এইরূপ নানাকথা বলিয়া অভাবের প্রমেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অভাবের প্রমেয়ত্বস্থাপনকার্য্যে নৈয়ায়িকগণের সহিত কুমারিলপ্রভৃতি মীমাংসকগণের বিরোধ নাই। কিন্তু অনুপলব্ধির পৃথক্প্রামাণ্যস্বীকারের উদ্দেশ্যে অভাবের প্রমেয়ত্বস্থাপনে বিরোধ। নৈয়ায়িকগণ অনুপলব্ধিকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন নাই। অভাবের অতিরিক্ততাপক্ষে দীপিকাকার আরও

বলিয়াছেন যে, যদি অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্রপদার্থ না মান, তবে ঘট নাই ইত্যাদি ব্যবহারের কারণ কি ? যদি বল যে, কেবল ভূতল অভাব-ব্যবহারের কারণ, [অর্থাৎ ঘট দৃশ্যপদার্থ, তাহাকে যখন দেখা যাচ্ছে না, কেবলমাত্র ভূতলেরই জ্ঞান হইতেছে, তখন ঐ খাঁটি ভূতলের জ্ঞানই অভাব-ব্যবহারের কারণ] অভাব বলিয়া কোন বাস্তবিকপদার্থ কারণ নহে। এইরূপ প্রতিবাদীর প্রতি দীপিকাকারের বক্তব্য এই যে, ঘটবিশিষ্টভূতলের জ্ঞান হইলে কেবলমাত্র ভূতলের (খাঁটি ভূতলের) জ্ঞান না হওয়ায় ঘটাভাবব্যবহার হইতে পারে না। ঘটশূন্য ভূতলের জ্ঞানকে অভাব-ব্যবহারের কারণ বলিলে ঘটশূন্য এই কথা বলায় অভাব মানিতেই হইবে। অভাবজ্ঞানের পক্ষে যাহা কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই দৃশ্যাদর্শনটী স্বীকার করিলেও অভাবের উচ্ছেদ হইবে না। কারণ—দৃশ্যাদর্শন-শব্দের অর্থ প্রমাণাভাব। প্রমাণাভাবকে যখন মানিতেছে, তখন প্রমেয়াভাব মানিতে বাধা কি ? বর্ত্তমান সময়ে দৃশ্যের দর্শন হইলেও পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ দৃশ্যাদর্শনটী ছিল বলিয়া যে কোন সময়ে যে অভাবের জ্ঞান হইবে তাহা নহে। যে সময়ের দৃশ্যাদর্শন, সেই সময়েরই অভাবকে জ্ঞাত করাইয়া দেয়। কালান্তরীণ দৃশ্যাদর্শন বর্ত্তমানকালীন-অভাবের প্রকাশক নহে। দর্শনাযোগ্যের অদর্শনও দৃশ্যাদর্শন নহে, দর্শনযোগ্য হইয়া দর্শনের অন্তরালে থাকিলে দৃশ্যাদর্শন হয়। প্রমাণাভাব, প্রমাণানুদয়, দৃশ্যাদর্শন, জ্ঞানানুদয় এই সকল শব্দগুলি ঐ অনুপলব্ধি-প্রমাণেরই বাচক। ভাষ্যকারের এবং বার্ত্তিককারের মত বলিয়া দীপিকাকার স্মরণাভাবকেও অনুপলব্ধি-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রমাণাভাব বর্ত্তমান অভাবের গ্রাহক হয়, কালান্তরীণ অভাবের গ্রাহক হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানানুদয়, বা বর্ত্তমান স্মরণানুদয় প্রাক্‌কালীন এবং দেশান্তরস্থিত অভাবের গ্রাহক হয়।

অতীতকালে দেশান্তরস্থিত বলিয়া স্মরণের যোগ্য হইয়াও যখন স্মরণ হয় না [অর্থাৎ এখন ঘট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু যদি পূর্ব্বেও দেখা যাইত, তাহা হইলে ঐ ঘটটী প্রমাত্মক অনুভবেরই বিষয় হইত। এবং ঐপ্রকার অনুভবের পর তাহার স্মরণ হওয়াও স্বাভাবিক।

কিন্তু যখন তাদৃশবস্তুটী দেশান্তরে স্থিত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় না] তখন তৎকালে সেই স্থানে সেই বস্তুটী ছিল না এই প্রকার জ্ঞানও হইতে পারে। এইজন্য স্মরণানুদয়কেও অনুপলব্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'স্বরূপমাত্রং দৃষ্টাপি পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ স্মরন্নপি।'

এই কারিকার প্রস্তাবও ঐপ্রকার স্মরণানুদয়ের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ। কালান্তরীণ দেশান্তরস্থিত ঘটাভাব বা ব্যাঘ্রাদির অভাব বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, কিন্তু তাহা স্মরণের বিষয় হইতে পারে—এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—প্রাক্‌কালে ঐ অভাবটী কোন প্রকারে অনুভূত না হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে তাহার স্মরণ হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ইদানীন্তন স্মরণানুদয়কেই প্রাক্‌কালীন ঐ অভাবের গ্রাহক বলিতেই হইবে। যেরূপ লিঙ্গ জ্ঞাত হইয়া লিঙ্গীর গ্রাহক হয়, সেরূপ প্রমাণানুদয় বা স্মরণানুদয় জ্ঞাত হইয়া অভাবের গ্রাহক হয় না। প্রমেয়ের অভাবকে জানিবার জন্য প্রমাণাভাবকে জানিতে হইবে এই কথা বলিলে ঐ প্রমাণাভাবও অভাব বলিয়া অন্যপ্রমাণাভাবের দ্বারা জ্ঞাতব্য এবং সেও অন্যপ্রমাণাভাবের দ্বারা জ্ঞাতব্য, এইরূপে প্রমাণাভাব জানিতে জানিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, অবশ্যজ্ঞাতব্য ঘটাভাব বা অন্য অভাব জানিবার অবসর আর ঘটিবে না। অতএব অনুপলব্ধি জ্ঞাত হইয়া অভাবের গ্রাহক হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। অভাববিষয়ক-জ্ঞানও প্রত্যক্ষাদিস্বরূপ নহে, তাহা তদতিরিক্ত। এবং ঐপ্রকার অতিরিক্ত জ্ঞানের করণ অনুপলব্ধি। এইজন্য অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হয়। ইহা কুমারিল প্রভৃতির মত।

তাঁহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কারণীভূত সন্নিকর্ষ অভাবে উপপন্ন হয় না। নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়—ইহা বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের মতে ঐ প্রত্যক্ষের কারণীভূত সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতা। কুমারিল প্রভৃতির মতে ঐপ্রকার সন্নিকর্ষ অভাবের পক্ষে অনুপপন্ন।

কারণ—তাঁহাদের মতে সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থ বিশেষণ হইয়া থাকে। অভাব যখন সংযুক্ত বা সমবেত নহে, তখন উহা ভূতলাদির বিশেষণ

হইতে পারে না। অতএব চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতাপ্রভৃতি সন্নিকর্ষ অভাবে থাকিতে পারে না। উপাধিভূতধর্ম্মভাবত্বাদির চাক্ষুষাদির অনুরোধে চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা প্রভৃতিকে সন্নিকর্ষ বলিলেও অভাবের পক্ষে তাদৃশ সন্নিকর্ষ বলা চলিবে না। যদি বল, তাহা হইলে রূপাদির চাক্ষুষের অনুরোধে স্বীকৃত চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপ সন্নিকর্ষের বলে প্রবাগত রসাদিরও চাক্ষুষের আপত্তি হয় ? রসাদির চাক্ষুষ নিবারণের জন্য যোগ্যতা অপেক্ষিত হইলে তাদৃশচাক্ষুষযোগ্যতা রসাদিতে না থাকায় চাক্ষুষ হইবে না, এই কথা বলিলে যোগ্যতাকেই সন্নিকর্ষ বলা উচিত। ষড়্‌বিধ সন্নিকর্ষের ঘোষণা অনাবশ্যক।

ভাট্ট-চিন্তামণিগ্রন্থেও তর্কপাদে অনুপলব্ধির প্রমাণত্বস্থাপনপ্রসঙ্গে অভাবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত চিন্তামণিকার বলিয়াছেন যে, বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, কারণ—উক্ত বিশেষণতা প্রতেক-নিষ্ঠ, উভয়নিষ্ঠ নহে। উভয়নিষ্ঠ না হইলে সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। যেহেতু সন্নিকর্ষ সম্বন্ধবিশেষমাত্র ; যাহা একনিষ্ঠ, তাহা সম্বন্ধ হইবে কিরূপে ?

অভাবের ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিবার উপায় না থাকিলেও অনুভূতি-বিশেষ বলিয়া অনুপলব্ধিকে সেই অনুভূতির সাধন [অর্থাৎ প্রমাণ] বলা অপেক্ষা সেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলাও উচিত নহে।

কারণ—পূর্ব্বে অনুভব না থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। অনুপলব্ধিকে প্রমাণ না বলিলে পূর্ব্বে অভাবের অনুভূতি হইবে কিরূপে ? এই কথাও ভাট্ট-চিন্তামণি গ্রন্থে আছে।

অভাব অনাধেয়ভাবে প্রতীয়মান হয় না, কোন অধিকরণবিশেষে তাহা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অধিকরণজ্ঞানটী অভাব-জ্ঞানের পক্ষে কারণ। অভাব প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিলেও পূর্ব্বে অধিকরণের প্রত্যক্ষ হইবার পর অভাবের প্রত্যক্ষ হয়—এইকথা বলিতে হয়। কিন্তু উক্ত অভাবপ্রত্যক্ষের কারণীভূত অধিকরণপ্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব থাকায় ইন্দ্রিয় কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথা-সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব অভাব-জ্ঞানটীর পক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ নহে। উহা একটী স্বতন্ত্রজ্ঞান।

অনুপলব্ধির প্রমাণত্বের বিপক্ষে বৌদ্ধগণ বলেন যে, অভাবের পক্ষে

অনুপলব্ধি প্রমাণ নহে। সুতরাং অনুপলব্ধি মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দৃশ্যের সত্তা [অর্থাৎ দর্শনবিষয়ের সত্তা] দর্শনসত্তার ব্যাপ্য, সুতরাং ঐ ব্যাপকীভূত দর্শনের নিবৃত্তি লিঙ্গ-বিধয়া দৃশ্যাভাবের সাধক। ব্যাপকের নিবৃত্তি ব্যাপ্যাভাবসাধক, ইহা সর্ববাদিসম্মত। বহ্নি ধূমের ব্যাপক, অতএব বহ্নি যেখানে থাকে না, সেখানে ধূমও থাকে না। দীপিকাকার উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকা-গ্রন্থে ৩২১ এবং ৩৪২ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। দীপিকাকার বলিয়াছেন যে, উক্ত বৌদ্ধমতটী অসঙ্গত। কারণ—দৃশ্যের অভাবকে সাধন করিবার জন্য দর্শননিবৃত্তিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতেছ, কিন্তু ঐ দর্শননিবৃত্তিরূপ হেতুটী কোন্ উপায়ে সিদ্ধ করিতেছ? হেতু সিদ্ধ (নিশ্চিত) না হইলে তাহার দ্বারা অনুমান-কার্য্য চলে না। দর্শননিবৃত্তিটীও যখন অভাবপদার্থ, তখন তাহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দর্শনবিষয়ে যখন কোন জ্ঞান হইতেছে না [অর্থাৎ দর্শন যদি হইত, তাহা হইলে দর্শনকে জানিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দর্শন অজ্ঞাত] তখন দর্শন নাই—এই কথা বলিতে হইবে, এইভাবে উক্ত জ্ঞানাভাবের দ্বারা দর্শননিবৃত্তির অনুমান করিয়া পরে ঐ অনুমিত দর্শননিবৃত্তির দ্বারা দৃশ্যাভাবের সাধন করাও অসম্ভব। কারণ—ঐ দর্শননিবৃত্তির সাধনীভূত জ্ঞানাভাবও অভাবপদার্থ বলিয়া অপর অভাবের দ্বারা অনুমান করিতে হইবে। এইভাবে অভাবের হাট বসাইলে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়িবে, সুতরাং অনুমানের আশ্রয় লইয়া দর্শননিবৃত্তিকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব অনুপলব্ধিকেই অভাবের প্রমাণ বলা উচিত। স্থলবিশেষে অভাবের পক্ষে অনুপলব্ধিকে আর স্থলবিশেষে অনুমানকে আশ্রয় করিলে উন্মত্ত-প্রলাপ হইয়া উঠিবে।

অতশ্চৈবমসন্নিহিতস্যাপি কচিদ্ গ্রহণদর্শনাৎ, স্বরূপমাত্রেকেণ গৌরমূলকমুপলব্ধবতঃ ততো দেশান্তরং গতস্য তত্র কেনচিদ্ গর্গোঽস্তি বা নাস্তি বেতি পৃষ্টস্য সতঃ স্বরূপমাত্রেণ* গৃহীতং গৌরমূলকমনুস্মরতস্তদানীমসন্নিকৃষ্টেঽপি গর্গস্যাভাবে তদৈব তস্য জ্ঞানমুদেতি, তত্রেন্দ্রিয়কথাঽপি নাস্তীতি

* স্বরূপমাত্রমিত্যাদর্শপাঠো ন শোভনঃ।

ন তস্য প্রত্যক্ষত্বম্। ন চানুমানগম্যোঽয়মভাবঃ, ভূপ্রদেশস্য তদ্গতঘটাস্ত-* দর্শনস্য বা লিঙ্গত্বানুপপত্তেঃ। ন ভূপ্রদেশো লিঙ্গম্ অগৃহীতসম্বন্ধস্যাপি তৎপ্রতীতেরনৈকান্তিকত্বাদপক্ষধর্ম্মত্বাৎ তদধিকরণাভাবানন্ত্যেন সম্বন্ধগ্রহণাসম্ভবাচ্চ।

অনুবাদ

এবং এইজন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বন্ধেরও এইভাবে স্থলবিশেষে অনুভব হয় দেখা যায়, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে গৌরমূলক-নামক গ্রামটীর ভূতপূর্ব্বদ্রষ্টা সেই গ্রাম হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবার পর সেই দেশান্তরে তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, গর্গনামক কোন লোক সেই গৌরমূলক-নামক গ্রামে আছে কি না? তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট সেই গৌরমূলক গ্রামটী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া সেই সময়ে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বন্ধ হইলেও গর্গের অভাবকে সেই সময়েই স্থির করিতে পারেন। সেই অভাববিষয়ক জ্ঞানের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের কথাই উঠিতে পারে না; অতএব সেই অভাবটী বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এবং এই অভাবটী অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না, কারণ—পৃথিবীগত স্থানবিশেষ বা সেই স্থানবিশেষে প্রতিযোগীর অদর্শন লিঙ্গ হইতে পারে না। পৃথিবীগত স্থানবিশেষ লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান-রহিত ব্যক্তিরও অভাবের প্রতীতি হয়, স্থানবিশেষকে লিঙ্গ বলিলে ব্যভিচার হয় (কারণ—অভাবশূন্য কালেও স্থানবিশেষ থাকে)। ভূতলদেশও লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ—ভূতলদেশ পক্ষে থাকে না [অর্থাৎ যে হেতু পক্ষবৃত্তি, তাহাই অনুমাপক হয়, কিন্তু ভূতলদেশ ভূতলদেশরূপ পক্ষে থাকে না, নিজেই নিজের আশ্রয় হয় না], এবং অসংখ্য অধিকরণে অসংখ্য অভাবের সত্তানিবন্ধন অধিকরণবিশেষ কোন একটী অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

* তদ্গতঘটাদর্শনস্য ইত্যাদর্শপাঠো ন শোভনঃ।

নাপি ঘটাদর্শনং লিঙ্গম্ অপক্ষধর্ম্মত্বাদ্ ঘটাদর্শনং ঘটস্য ধর্ম্মো ন তদভাবস্য *। ঘটাভাবপ্রতীতিং প্রতি ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ তদ্ধর্ম্মত্বমস্যেতি চেন্ন ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ। তদ্ধর্ম্মত্বে সতি লিঙ্গস্য-প্রতীতি-জনকত্বং প্রতীতি-জন্মনি সতি তদ্ধর্ম্মতাজ্ঞানমদর্শনস্য দুর্ঘটমেব। সিদ্ধায়াস্তু কিং পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানেন, সাধ্যপ্রতীতেঃ সিদ্ধত্বাৎ। অপি চেদমদর্শনাখ্যং লিঙ্গমবিদিত-ব্যাপ্তি কথমভাবস্যানুমাপকং ভবেৎ। ব্যাপ্তিগ্রহণঞ্চ ‡ ধূমাগ্নিবদুভয়ধর্ম্মি-গ্রহণপূর্ব্বকম্। তত্র ব্যাপ্তিগ্রহণবেলায়ামেব তাবৎ কুতস্ত্যমভাবাখ্যধর্ম্মি-গ্রহণমিতি চিন্ত্যম্। তত এবানুমানাদিতি যদুচ্যতে তদিতরেতরাশ্রয়ম্।

অনুবাদ

ঘটের অদর্শনও (প্রতিযোগীর অদর্শনও) অভাবের অনুমাপক লিঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, তাহা পক্ষবৃত্তি হয় না। কারণ—ঘটের অদর্শন ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু সেই অভাবের অধিকরণের ধর্ম্ম হইতে পারে না। [অর্থাৎ অদর্শন আন্তরবস্তু, তাহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দর্শনের বিষয়ভূত ঘটাদি-বিষয়ে থাকে না, তবে পরম্পরায় থাকিতে পারে।] (অধিকরণবিশেষে) ঘটাভাববিষয়ক প্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া ঘটাদর্শনটী সেই অধিকরণবিশেষের আশ্রিত বলিয়া তাহার ধর্ম্ম—এই কথাও বলিতে পার না। [অর্থাৎ অধিকরণবিশেষে না থাকিলে সেই স্থানে ঘটাদর্শন ঘটাভাববিষয়কপ্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্য্য করিবে কি প্রকারে?—এই কথাও বলিতে পার না।] কারণ—ইতরেতরাশ্রয়-দোষের আপত্তি হয়। (অধিকরণবিশেষের ধর্ম্ম হইলে প্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং ঘটাভাববিষয়ক প্রতীতি-সম্পাদনের অনন্তর ঘটাদর্শন সেই অধিকরণবিশেষের ধর্ম্ম ইহা বুঝা যায়।) অতএব তাহার ধর্ম্ম হইলে ঘটাদর্শনরূপ লিঙ্গের ঘটাভাববিষয়কপ্রতীতি-

* তদভাবস্য এতাদৃশঃ পাঠ এব সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে, তদভাবস্যেতি পাঠে তু বহুব্রীহি-সমাসাশ্রয়ণেন তস্যাভাবো যত্র ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তদভাবাধিকরণস্যেত্যর্থঃ করণীয়ঃ।

† লিঙ্গস্য প্রতীতিজনকত্বম্ ইত্যর্থঃ।

‡ চো হেতৌ।

সম্পাদন ও তাদৃশপ্রতীতি-সম্পাদনের অনন্তর তদ্ধর্ম্মতা-জ্ঞান উক্ত অদর্শন-লিঙ্গের পক্ষে অসম্ভব, ইহাতে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহা সাধ্য, সেই অভাবের নিশ্চয়টী পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইলে (ঘটাদর্শনাদি-রূপ লিঙ্গের) পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? কারণ—যাহার জন্য পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয় অপেক্ষিত, সাধনীয় অভাবের সেই নিশ্চয়টী পক্ষবৃত্তিত্ব-নিশ্চয়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। আরও এক কথা, অদর্শন-নামক হেতুটীর উপর অভাবরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় পূর্ব্বে হইতে পারে না বলিয়া তাহা কেমন করিয়া অভাবের অনুমাপক হইতে পারে? কারণ—ব্যাপ্তিনিশ্চয় বহ্নিধূমের ন্যায় সাধ্য এবং সাধন উভয়ের নিশ্চয়ের অনন্তর হইয়া থাকে। সেই ব্যাপ্তিগ্রহণ-সময়েই অভাবের নিশ্চয় কেমন করিয়া হয়, তাহা ভাবিবার কথা। সেই অনুমান হইতেই অভাবের নিশ্চয় হয়, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, এইরূপ প্রক্রিয়া ইতরেতরাশ্রয়-দোষদূষিত। (অনুমানের দ্বারা অভাবের নিশ্চয় এবং অভাবনিশ্চয়ের দ্বারা পরে অনুমান হয়।)

অনুমানান্তরনিবন্ধনে তু তদ্‌গ্রহণেঽনবস্থা। অদর্শনাখ্য-লিঙ্গমপি দর্শনাভাব-স্বভাবমিতি তৎস্বরূপ-পরিচ্ছেদচিন্তায়ামপ্যয়মেব পন্থাঃ। অতো দূরমপি গত্বা তদবগমসিদ্ধয়ে প্রমাণান্তরমভাব-পরিচ্ছেদ-নিপুণমবগন্তব্যমিতি তত এব তদবগমসিদ্ধের্ন তস্যানুমেয়ত্বম্। ন চেদমিহ ঘটো নাস্তীতি জ্ঞানং শব্দোপমানার্থাপত্ত্যন্যতমনিমিত্তমাশঙ্কিতুমপি যুক্তমিতি সদুপলম্ভক-প্রমাণাতীত-ত্বাদভাবস্যৈব ভূমিরভাব ইতি যুক্তম্।

অনুবাদ

কিন্তু অভাবনিশ্চয়ের জন্য অনুমানের অপেক্ষা করিলে অনবস্থা-দোষ হয়। অদর্শনস্বরূপ হেতুটীও অভাবস্বরূপ বলিয়া তাহার নিশ্চয়েও এই পক্ষই অবলম্বনীয়। [অর্থাৎ হেতুটী অভাব-পদার্থ, সুতরাং তাহার নিশ্চয় করিবার জন্য অনুমান অবলম্বনীয়, এবং ঐ অনুমানেও দর্শনের অদর্শনকে হেতু বলিতে হইবে, এবং ঐ হেতুটীও অভাব-পদার্থ বলিয়া তাহারও

নিশ্চয়ের জন্য অনুমান অবলম্বনীয় এইরূপে অনবস্থা-দোষ হয়।] অতএব অভাবনিশ্চয়ের পথ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াও সেই অভাবের নিশ্চয়-সাধনের জন্য অভাবের নিশ্চয়সম্পাদনরূপ কার্য্যে একমাত্র দক্ষ অন্য প্রমাণ বুঝিয়া লইবে। অতএব সেই অন্য প্রমাণ হইতেই সেই অভাবের নিশ্চয় সাধিত হয় বলিয়া সেই অভাবটী অনুমেয় হইতে পারে না; এবং এই স্থানে ঘট নাই এই প্রকার জ্ঞানটী শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি ইহাদের অন্যতম প্রমাণ হইতে হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করাও সঙ্গত নহে। অতএব ভাব-পদার্থের জ্ঞাপক সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগোচর অভাবপদার্থটী অভাবরূপ পৃথক্ প্রমাণেরই গোচর ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা।

অপি চ প্রমেয়মনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমাতুমুচিতম্।
ভাবাত্মকে প্রমেয়ে হি * নাভাবস্য প্রমাণতা।
অভাবেঽপি প্রমেয়ে স্যাৎ † ন ভাবস্য প্রমাণতা॥
ন প্রমেয়মভাবাখ্যং নিহ্নুতং বোধয়ৎ ত্বয়া।
প্রমাণমপি তেনেদমভাবাত্মকমিষ্যতাম্॥

অনুবাদ

আরও এক কথা, প্রমেয়ের অনুরূপ প্রমাণের দ্বারা যথাযথ নিশ্চয় করা উচিত। কারণ—অভাবস্বরূপ (অনুপলব্ধি) প্রমাণ ভাবস্বরূপ প্রমেয়ের জ্ঞাপক হয় না, এবং ভাবস্বরূপ (প্রত্যক্ষাদি-স্বরূপ পঞ্চবিধ প্রমাণ) অভাবস্বরূপ প্রমেয়েরও জ্ঞাপক হয় না। তুমি অভাব-নামক প্রমেয়ের অপলাপ কর নাই। [অতএব অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় যে প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হয়, তাহারও অস্বীকার করিবার তোমার উপায় নাই। সেইজন্য (অভাব-জ্ঞাপনের জন্য) এই অভাব-নামক প্রমাণেরও স্বীকার কর।

* ভাবাত্মকে যথা মেয়ে ইতি।

† তথাভাবে প্রমেয়েঽপি ইতি চ শ্লোকবার্ত্তিকে পাঠঃ।

অত্রাভিধীয়তে—সত্যমভাবঃ প্রমেয়মভ্যুপগম্যতে, প্রত্যক্ষাদ্যবসীয়মান স্বরূপত্বান্ন প্রমাণান্তরমাত্মপরিচ্ছিত্তয়ে মৃগয়তে।

অদূরমেদিনীদেশবর্ত্তিনস্তস্য চক্ষুষঃ।
পরিচ্ছেদঃ পরোক্ষস্য ক্বচিন্মানান্তরৈরপি।

তথা চেহ ঘটো নাস্তীতি জ্ঞানমেকমেবেদম্ ইহ কুণ্ডে দধীতি জ্ঞানবদ্ উভয়ালম্বনমনুপরত-নয়নব্যাপারস্য ভবতি। তত্র ভূপ্রদেশমাত্রে এব নয়নজং জ্ঞানমিতরত্র প্রমাণান্তরজনিতমিতি কুতস্ত্যোঽয়ং বিভাগঃ। অত্রাগ্নিরিতি যুক্তোঽয়মনক্ষজঃ প্রতিভাসঃ, ধূমগ্রহণানন্তরমবিনাভাব-স্মরণাদিবুদ্ধ্যন্তর-ব্যবধানসম্ভবাৎ। ইহ তু তথা নাস্ত্যেব। অব্যবহিতৈব হি ভূপ্রদেশবদ্ ঘটনাস্তিতাবগতিরবিচ্ছেদেনানুভূয়তে।

অনুবাদ

এই মতের প্রতিষেধ করিতেছি। অভাব বলিয়া প্রমেয় স্বীকার করিবার পক্ষে তোমাদের কোন আপত্তি নাই সত্য, কিন্তু সেই অভাবটী প্রত্যক্ষাদি-ক্৯প্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হইতে পারে বলিয়া তাহার নিশ্চয়ের জন্য পৃথক্ প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হয় না। অভাব যখন সন্নিকৃষ্ট ভূতলদেশে থাকে, তখন চোখের দ্বারা তাহার নিশ্চয় হয়। যখন তাহা পরোক্ষভাবে থাকে, তখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহার বোধ হয়। তাহা হইতেছে এইরূপ যে, 'এই স্থানে ঘট নাই' এই প্রকার জ্ঞানটী একটী জ্ঞান। এবং যেরূপ 'এই কুণ্ডে দধি আছে' এই প্রকার জ্ঞান উভয়কে (আধার এবং আধেয় এই উভয়কে) লইয়া হয়, সেরূপ সেই জ্ঞানটীও উভয়কে (আধার এবং অভাবরূপ আধেয় এই উভয়কে) লইয়া হয়, এবং ঐ জ্ঞানটী হইবার পূর্ব্বে নয়নের ব্যাপার নিবৃত্ত হয় না। সেই স্থলে কেবলমাত্র ভূতলরূপ আধার অংশে চক্ষুর দ্বারা জ্ঞান হয়, অভাবরূপ আধেয় অংশে অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হয় এইরূপ বিভাগ কেমন করিয়া উপপন্ন হয়? এইস্থলে (পর্ব্বতাদি-স্থলে) বহ্নি আছে এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, কারণ—ধূম-সাক্ষাৎকারের পর

ব্যাপ্তিস্মরণাদি পৃথক্ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ব্যবহিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান-স্থলে সেই প্রকার ব্যবধান নাই। কারণ—ভূতলদেশের ন্যায় ঘটের অভাব-জ্ঞান অব্যবহিত বলিয়া নিয়ত অনুভূত হইয়া থাকে।

ন চ ক্ষিতিধরাধিকরণ-পরোক্ষাশুশুক্ষণিবদনীক্ষণবিষয়তা ভবতি অভাবস্থঞ্চ*, তদ্ব্যাপারান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধানাৎ তৎপ্রতীতেঃ। তত্র হি ব্যাপৃতাক্ষোঽপি ন পর্ব্বতবর্ত্তিনমনলমবলোকয়িতুমুৎসহতে। ইহ তু ঘটাভাবমপরিম্লান-নয়নব্যাপার এব পশ্যতীতি চাক্ষুষমভাবজ্ঞানম্, তদ্ভাবভাবিত্ববিধানাৎ। ন চ দূর-ব্যবস্থিত-হুতবহ-রূপদর্শনপূর্ব্বক-স্পর্শানুমান-বদিদমন্যথাসিদ্ধং তদ্ভাবভাবিত্বম্। তত্র হি বহুশঃ স্পর্শদর্শনকৌশলশূন্যত্বমবধারিতং চক্ষুষঃ, স্পর্শপরিচ্ছেদি চ কারণান্তরং ত্বগিন্দ্রিয়মবগতম্। অবিনাভাবিতা চ পুরা তথাবিধয়ো রূপস্পর্শয়োরুপলব্ধেত্যনুমেয় এবাসৌ স্পর্শ ইতি যুক্তং তত্রান্যথাসিদ্ধত্বং চক্ষুর্ব্যাপারস্য।

অনুবাদ

পর্ব্বতে পরোক্ষভাবে অবস্থিত বহ্নির ন্যায় অভাবের অপ্রত্যক্ষ হয় না। কারণ—অভাববিষয়ক জ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অন্বয়ব্যতিরেক আছে। কারণ—পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেও পর্ব্বতস্থিত বহ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অভাবস্থলে দ্রষ্টার নয়ন-ব্যাপার কোন প্রকারে বাধিত হয় না, সেইজন্য দ্রষ্টা অভাবকে দেখিতে পায়। অতএব অভাব-জ্ঞানটী চাক্ষুষ ভিন্ন আর কিছু নহে, কারণ—ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সহিত অভাব-জ্ঞানের অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। দূরস্থিত বহ্নির রূপ-দর্শনের অনন্তর বহ্নিগত উষ্ণস্পর্শের অনুমানের স্থলে যেরূপ ইন্দ্রিয়ব্যাপারের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকে না, সেরূপ অভাবজ্ঞানেও ইন্দ্রিয়ব্যাপারের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকে না [অর্থাৎ অভাবজ্ঞান-স্থলেও অধিকরণের প্রত্যক্ষের পর অভাব-জ্ঞান হয়, এবং সেই অভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না]—এই কথাও

* ভাবস্থেতি আদর্শপুস্তকপাঠো ন শোভনঃ।

বলিতে পার না। কারণ—সেই স্থলে চক্ষুর স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহা বহুবার জানিয়াছ, এবং স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয় ইহাও জানিয়াছ, এবং রূপের পক্ষে চক্ষুর এবং স্পর্শের পক্ষে ত্বগিন্দ্রিয়ের সামর্থ্যও পরিজ্ঞাত, অতএব (ঐরূপ স্থলে) স্পর্শটী একমাত্র অনুমেয়, সুতরাং সেই স্পর্শে চক্ষুর ব্যাপার অনুপযোগী।

প্রকৃতে তু নেদৃশঃ প্রকারঃ সমস্তি। ন চৈকত্র তদ্ভাবভাবিত্বমন্যথাসিদ্ধমিতি সর্ব্বত্র তথা কল্প্যতে। এবং হি রূপমপি চাক্ষুষতামবজহ্যাৎ। নম্বু নীরূপস্যাসম্বন্ধস্য চ চাক্ষুষত্বমভাবস্য কথমভিধীয়তে? চক্ষুর্জনিত-জ্ঞান-বিষয়ত্বাচ্চাক্ষুষত্বং ন রূপবত্ত্বেন। রূপবতামপি পরমাণূনামচাক্ষুষত্বাৎ। সম্বদ্ধমপি ন সর্ব্বং চাক্ষুষম্, আকাশস্য তথাত্বেঽপি তদভাবাৎ। নম্বসম্বদ্ধস্য চক্ষুষা গ্রহণে দূরব্যবহিতস্য বিভীষণাদেরপি চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গঃ। উচ্যতে। ভাবে খল্বয়ং নিয়মঃ, যদসম্বদ্ধস্য চক্ষুষাঽগ্রহণম্, অভাবস্ত্বসম্বদ্ধোঽপি চক্ষুষা গ্রহীষ্যতে। ষট্প্রকার-সন্নিকর্ষ-বর্ণনমপি ভাবাভিপ্রায়মেব। সম্বদ্ধং হি যদ্ গৃহ্যতে, তৎ ষণ্ণাং সন্নিকর্ষাণামন্যতমেন সন্নিকর্ষেণেতি। প্রাপ্যকারিত্বমপি ইন্দ্রিয়াণাং বস্ত্বভিপ্রায়মেবোচ্যতে। তস্মাদবস্তুত্বাদভাবস্য তেন সন্নিকর্ষমলভমানমপি নয়নমুপজনয়তি তদ্বিষয়মবগমমিতি ন দোষঃ। ন চাসম্বদ্ধত্বাবিশেষাদ্ দেশান্তরাদিষু সর্ব্বাভাবগ্রহণমাশঙ্কনীয়ম্। আশ্রয়গ্রহণসাপেক্ষত্বাদভাবপ্রতীতেরাশ্রয়স্য চ সন্নিহিতস্যৈব প্রত্যক্ষত্বাৎ। অথবা সংযুক্তবিশেষণভাবাখ্য-সন্নিকর্ষোপকৃতং চক্ষুরভাবং গ্রহীষ্যতি। যথা সমবায়প্রত্যক্ষত্ববাদিনাং পক্ষে সমবায়মিতি। নম্বু তদ্বীদমসিদ্ধম্, অসিদ্ধশ্চ* দৃষ্টান্তঃ ক্রিয়তে। নৈবম্। ভবতাপি দ্রব্যগুণয়োর্বৃত্তেরপরিহার্য্যত্বাৎ। ভেদবুদ্ধ্যা সিদ্ধভেদয়োরসম্বন্ধত্বেশ্চ দ্রব্যগুণয়োরদর্শনাদবশ্যং কাচিদ্ বৃত্তিরেষিতব্যেত্যলমর্থান্তরচিন্তনেন।

অনুবাদ

কিন্তু প্রকৃতস্থলে (অভাবস্থলে) এইরূপ ব্যবস্থা শোভন নহে। [অর্থাৎ অভাবে চাক্ষুষব্যাপারের অনুপপত্তি হয় না।] একস্থানে চাক্ষুষ

* 'অসিদ্ধস্য দৃষ্টান্তে ক্রিয়তে' ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

ব্যাপার অনুপপন্ন বলিয়া সর্বত্র ঐভাবে অনুপপত্তির কল্পনা অসঙ্গত। কারণ—এইরূপ হইলে রূপেরও চাক্ষুষত্ব বাধিত হইয়া পড়ে।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যেহেতু অভাব রূপহীন এবং চক্ষুর সহিত সম্বন্ধরহিত, সেহেতু অভাবের চাক্ষুষত্ব কেমন করিয়া বলিতেছ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা চক্ষুর্জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই চাক্ষুষ বলিয়া পরিগণিত হয়, রূপ চাক্ষুষতার প্রয়োজক নহে। কারণ—পরমাণুগুলির রূপ থাকিলেও চাক্ষুষ হয় না। চক্ষুর সম্বন্ধ থাকিলেও সকল পদার্থের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ—আকাশের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটে না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (অভাব-প্রত্যক্ষের অনুরোধে) চক্ষুর সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ পদার্থেরও যদি চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ স্বীকার কর, তবে দূরস্থিত এবং ব্যবহিত বিভীষণ-প্রভৃতিরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হোক। তদুত্তরে বলিতেছি যে, ভাব-পদার্থের পক্ষে এইরূপ নিয়ম যে, চক্ষু অসম্বন্ধ পদার্থকে গ্রহণ করে না। কিন্তু অভাব চক্ষুর অসম্বন্ধ হইলেও চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হইবে। ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের কথনও ভাবপদার্থকে মনে করিয়াই। কারণ—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ বস্তুর যে প্রত্যক্ষ, তাহা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের অন্যতম সন্নিকর্ষের দ্বারা হইয়া থাকে। সন্নিকর্ষ-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত কথা। ইন্দ্রিয়গুলির প্রাপ্য-কারিত্বও ভাবপদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। সেইজন্য অভাব অবস্তু [illegible]য়া তাহার সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ না থাকিলেও চক্ষু অভাববিষয়কপ্রত্য[illegible] উৎপন্ন করে, অতএব দোষ হইল না। [অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভাব-পদার্থের পক্ষে প্রাপ্যকারী, কিন্তু অভাবটী ভাব-পদার্থ নহে বলিয়া তাহার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ না থাকায় অভাবের পক্ষে চক্ষু প্রাপ্যকারী হইল না, এবং অবস্তুর পক্ষে প্রাপ্যকারিত্ব না থাকিলেও চক্ষুর ঐ অভাবের পক্ষে অপ্রাপ্যকারিত্ব-দোষ হইবে না।] এবং অসম্বন্ধগত কোন বিশেষ না থাকায় দেশান্তরাদিস্থিত সকল প্রকার অভাবকে চক্ষু গ্রহণ করুক এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ—অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি অধিকরণের প্রত্যক্ষ কারণ, সন্নিহিত অধিকরণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি অধিকরণপ্রত্যক্ষের কারণতাবশতঃ দূরস্থ অধিকরণের প্রত্যক্ষ হয় না

বলিয়া তৎস্থিত অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না।] কিংবা চক্ষু চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে অভাবকে প্রত্যক্ষ করিবে। যেরূপ সমবায়-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষত্ববাদীর মতে সমবায়-সম্বন্ধকে চক্ষু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মত। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, সমবায়-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষত্ব সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত নহে, এবং সকলের যাহা অননুমোদিত, তাহাকে দৃষ্টান্ত করিতেছ—এই কথাও বলিতে পার না। কারণ—তোমরাও দ্রব্য এবং গুণের সম্বন্ধের অস্বীকার কর নাই। দ্রব্য এবং গুণের ভেদবুদ্ধির দ্বারা দ্রব্য এবং গুণের ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং দ্রব্য এবং গুণের অসম্বদ্ধভাবে অবস্থানও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহাদের কোন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে, অতএব সম্পূর্ণ বাজে কথা লইয়া কাল কাটাইবার প্রয়োজন নাই।

যত্তূক্তং সংযোগ-সমবায়য়োরভাবাদভাবো ন ভূপ্রদেশস্য বিশেষণমিতি, তদপ্যসাধু। সংযোগ-সমবায়াভ্যামন্যস্যৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবনাম্নঃ সম্বন্ধস্যাদূরে এব প্রতীতিবলেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। যস্তু সংযুক্ত-বিশেষণভাবে সন্নিকর্ষে রসাদিভিরতিপ্রসঙ্গ উদ্ভাবিতঃ, সোঽয়ং সংযুক্তসমবায়াখ্যে চক্ষূরূপসন্নিকর্ষেঽপি সমানো দোষঃ। সংযুক্ত-সমবায়োঽপি তর্হি মা ভূৎ সন্নিকর্ষঃ কিং নশ্ছিন্নম্। তৎ কিমসম্বদ্ধমেব রূপং গৃহ্নাতু চক্ষুঃ, নহি সংযুক্তসমবায়াদন্যশ্চক্ষূরূপয়োঃ সম্বন্ধঃ। নম্বর্থগ্রহণাত্মকো ব্যাপার এব চক্ষুষঃ সন্নিকর্ষো যোগ্যতা বা, তদ্বশাদেব রূপস্য তদ্গ্রাহকত্বমুপেয়তে, ন সংযুক্তসমবায়াদিনেতি; স তর্হি ব্যাপারঃ সা বা যোগ্যতা কথমভাবমপি প্রতি তস্য ন স্যাৎ। প্রাপ্যকারীণি চেন্দ্রিয়াণি, করণত্বাদিষ্যন্তে, সন্নিকর্ষশ্চ নিহ্নূয়তে ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।

তস্মাৎ ষট্প্রকারা সন্নিকর্ষানুগামিনী যোগ্যতা বক্তব্যা। ন যোগ্যতামাত্রে এব বিশ্রমা স্যাতব্যম্।

অনুবাদ

কিন্তু ভূতলের সহিত অভাবের সংযোগ বা সমবায়-সম্বন্ধ না হওয়ায় অভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে না—এই কথা যে বলিয়াছ, তাহাও

সঙ্গত নহে, কারণ—সংযোগ এবং সমবায় হইতে অতিরিক্ত বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবনামক সম্বন্ধকে প্রতীতিবলের দ্বারা সত্বরই দেখাইব। কিন্তু চক্ষুঃ-সংযুক্ত-বিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে রসাদিদ্বারা যে অতিপ্রসক্তির উদ্ভাবন করিয়াছ [অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণতাকে সন্নিকর্ষ বলিলে ঐ সন্নিকর্ষ রসাদিতেও থাকে বলিয়া চক্ষুর দ্বারা রসাদিরও প্রত্যক্ষ হোক—এই প্রকার আপত্তি যে করিয়াছ] তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, রূপের সহিত চক্ষুর সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলেও ঐরূপ আপত্তি হয়। [অর্থাৎ রূপ-প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ রসাদিতেও থাকে বলিয়া ঐরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা রসাদিরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হোক—এইরূপ আপত্তি থাকিয়া যায়।] (পূর্বপক্ষীয় কথা) তাহা হইলে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়ও সন্নিকর্ষ না হোক, চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়ও যদি সন্নিকর্ষ না হয়, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। (সিদ্ধান্তবাদীর কথা) তবে কি চক্ষু নিজের অসম্বদ্ধ রূপকে গ্রহণ করিবে? এইরূপ আপত্তির কারণ এই যে, সংযুক্ত-সমবায় হইতে অতিরিক্ত সম্বন্ধ চক্ষু এবং রূপের পক্ষে ঘটে না। [অর্থাৎ রূপের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এবং রূপের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষ-সাপেক্ষ হওয়ায় অথচ চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায় হইতে অতিরিক্ত সন্নিকর্ষ রূপের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় রূপের পক্ষে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়কে সন্নিকর্ষ বলিতেই হইবে।] যদি বল যে, গ্রাহ্য বিষয়কে আয়ত্ত করাই চক্ষুর ব্যাপার এবং তাহাই সন্নিকর্ষ, কিংবা গ্রাহ্য-বিষয়গত প্রত্যক্ষ হইবার সামর্থ্য এবং নয়নাদিগত প্রত্যক্ষ-সাধন-সামর্থ্য এই উভয় সামর্থ্যরূপ যোগ্যতাই সন্নিকর্ষ, তন্নিবন্ধনই রূপের পক্ষে চক্ষুর প্রত্যক্ষজনকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সংযুক্ত-সমবায়াদিরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না [অর্থাৎ রসাদি চক্ষুর আয়ত্ত হয় না, কিংবা রস চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য নহে এবং চক্ষুও রসাদিকে প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে সমর্থ নহে, সুতরাং কথিত যোগ্যতা না থাকায় চক্ষুর দ্বারা রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ স্বীকার করিলেই কোন অনুপপত্তি থাকে না বলিয়া এবং রূপ-প্রত্যক্ষেরও কোন ব্যাঘাত

না ঘটায় চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়াদিকে সন্নিকর্ষ বলিবার প্রয়োজন নাই] (সিদ্ধান্তবাদীর কথা) তদুত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যাপার কিংবা তাদৃশ যোগ্যতা অভাবের পক্ষেও কেন হইবে না? ইন্দ্রিয়গুলি করণ-কারক বলিয়া প্রাপ্যকারী ইহা স্বীকার কর, অথচ সন্নিকর্ষের গোপন করিতেছ ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা। [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্য-কারী বলিলেই ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।] সেইজন্য সন্নিকর্ষের অনুরূপ ছয় প্রকার যোগ্যতা বলিতে হইবে। কেবলমাত্র যোগ্যতা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না।

যত্র যোগ্যতা তত্র সন্নিকর্ষোঽপ্যস্তি ন তু যত্র সন্নিকর্ষস্তত্রাবশ্যং যোগ্যতে-ত্যেবমভ্যুপগচ্ছতাং ন রসাদ্যস্তিপ্রসঙ্গচোদনা ধুনোতি। মনোরসাদেঃ সত্যপি সন্নিকর্ষে যোগ্যতাভাবাদগ্রহণম্।

যোগ্যতামাত্রবাদেঽপি নাভাবস্যাস্ত্যযোগ্যতা।
ভবদ্ভির্বস্তুধর্ম্মোঽস্য কো বা নাভ্যুপগম্যতে॥
সর্ব্বোপাখ্যাবিযুক্তস্বাদ্যস্ত্যোবেত্যেব বোচ্যতাম্।
অভাবশ্চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ো বাঽভ্যুপেয়তাম্॥

যদপি—

স্বরূপমাত্রং দৃষ্টঞ্চ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ স্মরন্নপি।
তত্রান্যনাস্তিতাং পৃষ্টস্তদৈব প্রতিপদ্যতে॥*

ইত্যুক্তং তদপি ন যুক্তম্।

অনুবাদ

যে স্থলে যোগ্যতা আছে, সেইস্থলে সন্নিকর্ষও হইয়া থাকে, কিন্তু সন্নিকর্ষ থাকিলেই যে যোগ্যতা থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, এই প্রকার ব্যবস্থা যাঁহাদের অনুমোদিত, তাঁহাদের মতে চক্ষুর দ্বারা

* শ্লোকবার্ত্তিকে অভাবগ্রন্থে শ্লোঃ ২৮। কাশী-মুদ্রিত শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে 'স্বরূপমাত্রং দৃষ্ট্বা চ' এতাদৃশ পাঠ হইবে।

রসাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না। [অর্থাৎ চক্ষুর সহিত রসের সন্নিকর্ষ ঘটিলেও চক্ষু রসাদি-গ্রহণে সমর্থ নহে এবং রসাদিও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এইসকল কারণে চক্ষুর দ্বারা রসাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। রসাদির সহিত মনের সন্নিকর্ষ ঘটিলেও রসাদির মানস-প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা না থাকায় মনের দ্বারা রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। যোগ্যতামাত্রকে লইয়া আলোচনা থাকিলেও অভাবের অযোগ্যতা নাই। [অর্থাৎ যোগ্যতার কথা তুলিলেও অভাব-প্রত্যক্ষের হানি হইবে না, কারণ—তাদৃশ যোগ্যতা অভাবেও আছে।] তোমরা কোন্ বস্তুধর্ম্মই বা অভাবে স্বীকার কর না ? [অর্থাৎ অভাবের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে অভাবকে ভাবপদার্থ বলিতে হয়,—এইরূপ আপত্তির প্রতিষেধার্থ জয়ন্ত বলিতেছেন যে, অভাবে প্রমাণগম্যতা, অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি অনেক ভাবধর্ম্ম তোমরাও স্বীকার কর।] অনুপাখ্যেয় বলিয়া অভাব নাই—এই কথা স্বীকার কর, কিংবা অভাব চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এই কথা স্বীকার কর। [অর্থাৎ অভাব মানিতে হইলে অভাব চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষেরও বিষয় হয়, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে। অভাব ভাব-পদার্থ নহে বলিয়া তাহার চাক্ষুষ হয় না, এই কথা বলা চলিবে না। অভাব হইবার অপরাধে যদি তাহার চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ স্বীকার না কর, তবে তাহার উপর অভিধেয়ত্ব বাচ্যত্ব প্রভৃতি কোন ভাবধর্ম্মও স্বীকার করিও না।]

আরও যে, যে-ব্যক্তি দেশবিশেষের স্বরূপমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি কোন ব্যক্তি সেই দেশে ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী বা মনুষ্য-বিশেষ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তিনি সেই প্রশ্নের অনন্তর অনুভূত সেই দেশবিশেষ স্মরণ করিতে থাকিলেও অননুভূত ব্যাঘ্রাদিকে স্মরণ করিতে পারেন না। এবং তাৎকালিক সেই অস্মরণের দ্বারা তাহারা সেই দেশবিশেষে সেই সময়ে ছিল না, ইহা জিজ্ঞাসা-কালেই নিশ্চয় করে। [অর্থাৎ বর্ত্তমানকালীন অস্মরণ অতীতকালীন এবং অসন্নিকৃষ্টদেশবিশেষগত ব্যাঘ্রাদির অভাবকে বুঝাইয়া দেয়।] এই কথা বলিয়াছ। তাহাও সঙ্গত নহে।

বস্ত্বন্তরবিবিক্তগৌরমূলক-স্বরূপগ্রহণসময়ে এব তত্রাসন্নিহিত-সকল-পদার্থাভাবগ্রহণস্য* মেচকবুদ্ধ্যা সিদ্ধত্বাদ্ ইদানীং তদ্‌গতগর্গাভাবস্মরণং† ন তস্য পরোক্ষত্বানুভবঃ। তথা হি তদানীং গর্গস্তত্র নাসীদিত্যেবমসৌ স্মৃত্বা সত্যবাদী কথয়তি‡ ইদানীং ত্বস্তিত্বনাস্তিত্বে প্রতি সংশেতে এবাসৌ, গর্গস্য কুতশ্চিদাগতত্বেনেদানীং তত্রাস্তিত্বসম্ভবাৎ। ননু ন পূর্ব্বং সর্ব্বাভাব-গ্রহণমনুভূতবানসৌ গৌরমূলকে। অননুভূয়মানমপি তদস্য বলাৎ কল্প্যতে-ঽভ্যস্তবিষয়েঽবিনাভাবস্মরণবৎ। তথা হি তেন তেনানুযুক্তঃ তস্য তস্যাভাবং স্মৃত্বোত্তরমসৌ সর্ব্বেভ্য আচষ্টে।

ননু মেচকবুদ্ধ্যা সকলাভাবগ্রহণে সহসৈব সকলাভাবস্মৃতিরূপজায়েত। নৈবম্। যত্রৈব প্রশ্নাদিস্মরণ-কারণমস্য ভবতি, তদেব স্মরতি, ন সর্ব্ব-মবিদ্যমানস্মরণনিমিত্তম্। অন্যত্র তু যুগপদুপলব্ধেষ্বপি বর্ণেষু যুগপদন্ত্য-বর্ণানুভবসমনন্তরং স্মরণম্। অন্যত্র তু যুগপদুপলব্ধেঽপি ক্রমেণ স্মরণং ভবিষ্যতীতি ন মেচকবুদ্ধাবয়ং দোষঃ।

অনুবাদ

কারণ—বস্তুবিশেষশূন্য গৌরমূলকগ্রামের স্বরূপ-প্রত্যক্ষকালেই সেই গ্রামে যে সকল বস্তু ছিল না, তাহাদের অভাব-প্রত্যক্ষও সুসম্পন্ন হয়, যেরূপ অন্ধকার-প্রত্যক্ষকালে আলোকবিশেষাভাবেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [অর্থাৎ আলোকসামান্যাভাবরূপ একটী অন্ধকারের প্রত্যক্ষকালে অন্যান্য আলোকবিশেষেরও অভাবগুলির প্রত্যক্ষ হয়। অন্ধকার-প্রত্যক্ষকারীকে অমুক আলোক ছিল কি না, অমুক আলোক ছিল কি না, এরূপ প্রশ্ন করিলে তত্তদভাবের স্মরণ করে, ইহাই হইল মেচকবুদ্ধি। এখন সেই গ্রামে অবস্থিত গর্গাভাবের স্মরণ হয়, বর্ত্তমান সময়ে সেই গর্গাভাবটী পরোক্ষ বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বক্ষ্যমাণ উক্তিটী সেই সিদ্ধান্তের সমর্থক হইতেছে। সেই সময়ে গর্গ সেইস্থানে ছিল না, কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তি (পৃষ্ট ব্যক্তি) ইহা স্মরণ করিয়া থাকে।

* মেচকমন্ধকারঃ।

† আদর্শপুস্তকে তদ্‌গতগর্গাভাবাস্মরণমিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

‡ আদর্শ-পুস্তকগতঃ স্মরতীতি পাঠো ন শোভনঃ।

স্মরণের পর সত্য কথা বলাও তাহার স্বভাব। কিন্তু এখন গর্গ সেখানে আছে কি না এইপক্ষে সংশয় তাহার আছে। কারণ,—সে কোন স্থান হইতে আসিয়া এখন সেখানে থাকিতে পারে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ পৃষ্ট ব্যক্তি গৌরমূলক গ্রামে পূর্ব্বে গর্গাদি সকল বস্তুর অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারে নাই [অর্থাৎ যে জ্ঞানটী অবিদিত, তাহার বিষয়ের স্মরণ হয় না।] [উত্তর]। এখনও তাহা বুঝিতে না পারিলেও ইহার পক্ষে তাহা বুঝিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি এখন অনুমান করা হইতেছে, যেরূপ অভ্যস্ত বিষয়ে ব্যাপ্তি-স্মরণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। [অর্থাৎ যেরূপ অভ্যস্ত বিষয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান-কাল অবিদিত থাকিলেও ব্যাপ্তি-স্মরণ হইয়া থাকে।] সেই সেই ব্যক্তির জিজ্ঞাসার পর সেইভাবে সেই সেই বস্তুর অভাব স্মরণ করিয়া প্রশ্নকারী সকলের নিকট ঐ ব্যক্তি উত্তর দিয়া থাকে। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মেচকবুদ্ধি অনুসারে সকলের অভাব গৃহীত হয় বলিলে সকল অভাবের সহসাই স্মৃতি হইত। এই কথা বলিতে পার না। প্রশ্নাদি যে বিষয়ের স্মৃতির কারণ হয়, কেবলমাত্র সেই বিষয়ের স্মরণ হইয়া থাকে। সকল বিষয়ের স্মরণ হয় না, কারণ—সেই সকল বিষয়ের স্মরণের কারণ নাই। [অর্থাৎ অন্যান্য বিষয় অনুভূত হইলেও প্রশ্নাদিরূপ উদ্‌বোধকের অভাবে সেই সকল বিষয়ের স্মরণ হয় না] অন্যস্থলে সকলবর্ণ উপলব্ধ হইলেও অন্ত্যবর্ণের অনুভবের পর যুগপৎ সেই সকল বর্ণের স্মৃতি হয়। কিন্তু অন্যস্থলে বহুবিষয় যুগপৎ উপলব্ধ হইলেও ক্রমশঃ স্মরণ হইবে, অতএব মেচকবুদ্ধি অনুসারে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এই দোষটী হয় না।

কিঞ্চ স্বরূপমাত্রং দৃষ্টমিতি বদতা ভবতাপি মেচকজ্ঞানমভ্যুপগতমেব, মাত্রগ্রহণেন তদন্যাভাবগ্রহণসিদ্ধেঃ। এবং হি ভবানেবাভ্যধাৎ।

অয়মেবেতি যো হ্যেষ ভাবে ভবতি নির্ণয়ঃ।
নৈষ বস্ত্বন্তরাভাবসংবিত্ত্যনুগমাদৃতে॥ * ইতি।

* শ্লোকবার্ত্তিকে অভাবগ্রন্থে শ্লোঃ ১৫।

তস্মাদ্ গৌরমূলকাবেশ-সময়ে এব তত্রাসন্নিহিতস্য গর্গাদেরভাব-গ্রহণাদেদানীং পরোক্ষাভাবগ্রহণমভাবকারণমভ্যুপগন্তব্যমিতি প্রত্যক্ষ-গম্য এবায়মভাবঃ। যৎ পুনরনুমেয়ত্বমিহ ঘটো নাস্তীতি প্রকৃতাভাব-বিষয়মভ্যধায়ি, তদস্মাকমভিমতম্। কশ্চিৎ পুনরসন্নিকৃষ্ট-দেশবৃত্তিরনু-মেয়োঽপি ভবত্যভাবঃ, যথা সন্তমসে সলিলধারা-বিসরসিক্ত-শস্যমূল-মভিবর্ষতি দেবে ঘনপবন-সংযোগাভাবোঽনুমীয়তে, যথা বার্থাপত্তাবুদাহৃতং গৃহাভাবেন চৈত্রস্য বহিরভাবকল্পনমিতি।

আগমাদপ্যভাবস্য ক্বচিদ্ ভবতি নিশ্চয়ঃ।
চৌরাদিনাস্তিতজ্ঞানমধ্বগানামিবাপ্ততঃ॥

অনুবাদ

আরও এক কথা, স্বরূপমাত্রদৃষ্ট এই কথা বলিতে গিয়া তুমিও মেচকজ্ঞান (অর্থাৎ মেচকজ্ঞান অনুসারে জ্ঞান) স্বীকারই করিয়াছ, কারণ— মাত্রপদের গ্রহণ করায় দেশবিশেষের স্বরূপাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ জ্ঞাত হইতেছে। কারণ—এই কথা তুমিই বলিয়াছ।

'ইহাই' এই প্রকার যে ভাবপদার্থ-বিষয়ক নিশ্চয় হয়, ইহা অন্য পদার্থের অভাব-বিষয়ক নিশ্চয়ের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে হয় না।

[অর্থাৎ মীমাংসকমতে ভাবপদার্থের প্রত্যক্ষকালে অভাব বিশেষণ-রূপে অনুবৃত্ত কদাচিৎ হইয়া থাকে। এই গৃহে দেবদত্তই আছে। অন্য কেহ নাই, ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কে সাবধারণ-নিশ্চয় বলে।

"অহমেবেতি" কুমারিলের শ্লোকের টীকা—তত্র ভাবগ্রহণে তাবদভাবস্য বিশেষণত্বেনানুবৃত্তিঃ কদাচিদস্তীত্যাহ অহমেবেতি। যোঽহং দেবদত্ত এব অত্র গৃহে নান্যঃ, স্থাণুরেবায়ং ন পুরুষ ইতি সাবধারণো নির্ণয়ঃ, স বস্ত্বন্তরাভাবানুবিদ্ধঃ। নন্বেবং প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং স্যাৎ, নির্ণয়ফলত্বং হি প্রমাণানাং তত্র, নির্ণয়শ্চায়মেবেতি জ্ঞানং তচ্চাভাবানুবিদ্ধম্। অভাবশ্চ প্রমাণান্তরগম্যঃ। ইতি তদপেক্ষত্বাৎ প্রত্যক্ষাদীনামনপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণ্যং ন স্যাৎ, নৈষ দোষঃ। ন হ্যভাবানুবিদ্ধবোধো নির্ণয়লক্ষণং তদভাবেঽপি সংশয়দর্শনাৎ, তদ্ভাবে চ নিশ্চয়দর্শনাৎ।

তদ্ যত্র ভাবপ্রকাশো নির্ণয়লক্ষণং নাভাবে সন্দেহঃ স্যাৎ। তথা কিং চিন্মাত্ররূপ এবাত্মা, কিং সুখ-দুঃখস্বরূপোঽপীতি সুখাদিভাবাভাবসন্দেহঃ তথা ন চিন্মাত্ররূপঃ কিন্তু সুখাদিরূপোঽপীতি বিনৈবাভাব-প্রকাশেন নির্ণয়ো দৃশ্যতে। তস্মান্ন নির্ণয়মাত্রেঽভাবানুবিদ্ধতা, ন বা অনির্ণয়ে, অভাবানুবিদ্ধত্বাভাবঃ।

তাদৃশ নিশ্চয়ে যাহা প্রধানভাবে বিষয় হয়, তদতিরিক্তের অভাবও বিষয় হইয়া থাকে, নচেৎ তাদৃশনিশ্চয়ের সাবধারণতা উপপন্ন হয় না। এই কথা বলিলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাবগ্রাহক অনুপলব্ধিরূপ পৃথক্ প্রমাণের অপেক্ষা থাকায় নিরপেক্ষপ্রমাণতা থাকে না, এই প্রকার আপত্তিও হইবে না, কারণ—নির্ণয়মাত্রই যে সাবধারণ, অর্থাৎ অভাবানুবিদ্ধ তাহা নহে, এবং অভাবানুবিদ্ধ বোধমাত্রও নির্ণয় নহে। কারণ—সংশয়মাত্রই অভাবানুবিদ্ধ, এবং অনেক নিশ্চয় আছে, যাহা অভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে। নিশ্চয়-বিশেষ অভাবানুবিদ্ধ, যথা কেবল যে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাহা নহে, তিনি সুখাদিস্বরূপও, এই প্রকার নিশ্চয় অভাবানুবিদ্ধ নহে, ইহা মীমাংসকেরও সম্মত।]

এই কথা তুমিই বলিয়াছ। সেইজন্য গৌরমূলক গ্রামের স্বরূপ-গ্রহণকালেই সেইস্থানে অনুপস্থিত গর্গপ্রভৃতির অভাব গৃহীত হওয়ায় এখন পরোক্ষ সেই সকল অভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা হইতেছে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সন্নিকৃষ্টদেশগত ঘটাভাব অনুমেয় নহে, এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা আমাদের সম্মত। অসন্নিকৃষ্ট-দেশগত অভাববিশেষ অনুমেয়ও হইয়া থাকে, যেরূপ ঘোর অন্ধকারের সময়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার বর্ষণে শস্যসকলের মূল সিক্ত হইতে থাকিলে (সেই সময়ে) বর্ষুক মেঘের সহিত বায়ুসংযোগের অভাব অনুমিত হয়। কিংবা যেরূপ অর্থাপত্তিস্থলে উদাহরণ দেখাইয়াছে। চৈত্রের গৃহে অবস্থানের অনুপপত্তির দ্বারা গৃহাতিরিক্তস্থানে তাহার অভাব কল্পনা করা হয়। ইহা অর্থাপত্তির কথা।

আগম হইতেও কোন কোন স্থলে অভাবের নিশ্চয় হয়। যেরূপ পথিকগণের কোন আপ্ত পুরুষের বাক্য হইতে 'এইস্থানে চোর প্রভৃতি নাই' এই প্রকার নিশ্চয় হয়।

যৎ পুনরুক্তম্ অনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমেয়ং প্রমীয়তে প্রমেয়ত্বাদ্ ভাবাত্মক-প্রমেয়বদিতি। এতদপ্যপ্রযোজকং সাধনম্।

অভাবঃ পটলাদীনাং প্রত্যক্ষং প্রতিপদ্যতে।
বিপক্ষে বৃত্ত্যভাবশ্চ লিঙ্গস্য সহকারিতাম্ ॥
পুরুষোক্তিষু দোষাণামভাবশ্চোপযুজ্যতে।
সামগ্র্যন্তর্গতাৎ তস্মাদভাবাদপি ভাবধীঃ ॥
অভাবশ্চ ক্বচিল্লিঙ্গমিষ্যতে ভাবসংবিদঃ।
বৃষ্ট্যভাবোঽপি বায়্বভ্রসংযোগস্যানুমাপকঃ ॥
তস্মাদযুক্তমভাবস্য নাভাবেনৈব বেদনম্।
ন নাম যাদৃশো যক্ষো বলিরপ্যস্য তাদৃশঃ ॥
অত্র রক্তপটাঃ প্রাহুঃ প্রমেয়ে সতি চিন্তনম্।
যুক্তং নাম প্রমাণস্য তদেব ত্বতিদুর্ল্লভম্ ॥

অনুবাদ

আরও যে বলিয়াছ যে, যাহা প্রমেয় তাহা অনুরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে, যেরূপ ভাবাত্মক প্রমেয় ভাবাত্মক প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ সাধন করাও অসঙ্গত।

নেত্ররোগাদির অভাব প্রত্যক্ষাত্মক কার্য্যে (নেত্রাদি মুখ্যকারণের) সহকারী হইয়া থাকে। এবং সাধ্যশূন্যস্থানে হেতুর অবর্ত্তমানত্ব হেতুর সহকারী হইয়া থাকে। এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের অভাব আপ্ত-বাক্যের সহকারী হয়। সেই সকল অভাবও সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়া ভাবজ্ঞান সম্পাদন করে। এবং কোন কোন স্থলে অভাব ভাবরূপ সাধ্যের অনুমিতিরূপ-কার্য্যসম্পাদনের জন্য হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য অভাব কেবলমাত্র অভাবেরই জ্ঞাপক হয়, এই কথা সঙ্গত নহে। যক্ষ যেরূপ হয়, তাহার নৈবেদ্যাদিরূপ পূজার উপচারও তাদৃশ হয় না। অভাবের প্রমেয়ত্বপ্রতিষেধকল্পে রক্তাম্বর বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন যে, প্রমেয় থাকিলে প্রমাণের চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু সেই অভাবরূপ প্রমেয় দুর্ল্লভ।

অভাবো নাম প্রতীয়মানো ন স্বতন্ত্রতয়া অনুভূয়তে*, অপিতু ঘটাভাব-স্বরূপবদ্ দেশকালপ্রতিযোগিবিশিষ্টত্বেন†। তথা হ্যেবং প্রতীতিরিদমিদানী-মিহ নাস্তীতি। স চেৎসমবগম্যমানোঽপি যদি তৈঃ সম্বন্ধ এব ভবেদভাবঃ, ক এনং দ্বিষ্যাৎ। ন হ্যসৌ তৎসম্বন্ধঃ, ন হি দেশেন কালেন প্রতিযোগিনা সহাঽস্য কশ্চিৎ সম্বন্ধঃ, সংযোগ-সমবায়াদেরনুপপত্তেঃ। ন চ সম্বন্ধ-রহিতমেব বিশেষণং ভবতি। নমু বিশেষণ-বিশেষ্যভাব এব সম্বন্ধঃ, কিং সম্বন্ধান্তরাপেক্ষয়া। নৈবম্, সম্বন্ধান্তরমূলত্বেন তদবগমাৎ। সংযুক্তং সমবেতং বা বিশেষণং ভবতি, দণ্ডী দেবদত্তো নীলমুৎপলমিতি। অতশ্চ ন বাস্তবঃ স্বতন্ত্র এব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সম্বন্ধঃ। পুরুষেচ্ছয়া বিপর্য্যস্তন্তমপ্যেনং পশ্যামঃ। বিশেষণমপি বিশেষ্যীভবতি, বিশেষ্যমপি বিশেষণীভবতীতি কাল্পনিক এবায়ং সম্বন্ধঃ, ন বস্তুধর্ম্মঃ। প্রতিযোগিনা সহ নতরামভাবস্য সম্বন্ধোঽসমানদেশকালত্বাৎ‡। যদা হি যত্র ঘটো ন তদা তত্র তদভাবঃ, যদা বা যত্র তদভাবো ন তদা তত্র ঘট ইতি।§

অনুবাদ

অভাব যখন প্রতীতির বিষয় হয়, তখন তাহা স্বতন্ত্রভাবে [অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় নিরপেক্ষভাবে] অনুভূত হয় না। পরন্তু ঘটাভাবের ন্যায় দেশ, কাল এবং প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিতভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। তাহারই সমর্থন করিতেছি, অভাবস্থলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, এই বস্তুটী এই সময়ে এইস্থানে নাই। এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীর কথা। এতদুত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, সেই অভাব এইরূপে প্রতীতির বিষয় হইলেও যদি বাস্তবিক দেশকালাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি অভাবের প্রতি বিদ্বেষী

* আদর্শপুস্তকে ঘটাভাবস্বরূপবদনুভূয়তে ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

† অপি তু দেশকালপ্রতিযোগিবিশিষ্টত্বেন ইত্যপি পাঠো ন সমীচীনঃ, অপি তু ঘটাভাবস্বরূপবদ্ দেশকালপ্রতিযোগিবিশিষ্টত্বেন, এবমেব পাঠঃ সাধুতয়া প্রতিভাতি মে।

‡ আদর্শপুস্তকস্থাসমানকালত্বাদিতি পাঠো ন শোভনঃ।

§ আদর্শপুস্তকস্থো যদা…তদা ইতি পাঠো ন শোভনঃ, পরন্তু যদা যত্র…তদা তত্রেতি পাঠঃ শোভনঃ।

হইতে পারে ? কিন্তু ঐ অভাব তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কারণ—দেশ, কাল এবং প্রতিযোগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ—তাহাদের সহিত অভাবের সংযোগসমবায়াদিরূপ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না, এবং সম্বন্ধ না থাকিলে বিশেষণ হইতে পারে না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, দেশকালাদির সহিত অভাবের বিশেষ্য-বিশেষণভাবই সম্বন্ধ, অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন—এই কথা বলিতে পার না। কারণ—মূলে অন্য সম্বন্ধ থাকিলে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবের প্রতীতি হয়। সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থই বিশেষণ হয়। দেবদত্তে দণ্ডের সংযোগ থাকায় তাহার পক্ষে দণ্ড বিশেষণ হয়, এবং উৎপলে নীলগুণের সমবায় থাকায় তাহার পক্ষে নীলগুণ বিশেষণ হয়; কিন্তু এই কারণে বিশেষ্য-বিশেষণভাবটী বাস্তবিক স্বতন্ত্র সম্বন্ধ নহে। পুরুষের ইচ্ছানুসারে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের পরিবর্ত্তনও দেখিয়া থাকি। কখনও বিশেষণ বিশেষ্য হয়, কখনও বা বিশেষ্য বিশেষণ হয়। অতএব এই সম্বন্ধটী কাল্পনিক, বাস্তবিক নহে। প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সম্বন্ধ বিশেষ-ভাবেই নাই, কারণ—প্রতিযোগী এবং অভাবের তুল্যকালতা এবং তুল্যদেশতা নাই। কারণ—যে সময়ে যে স্থানে ঘট থাকে, সেই সময়ে সেই স্থানে ঘটের অভাব থাকে না। কিংবা যে সময়ে যে স্থানে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই স্থানে ঘট থাকে না। ইহাই হইল তুল্যকালতা না থাকার যুক্তি।

বিরোধাখ্যসম্বন্ধো ভবিষ্যতীতি চেৎ, কো বিরোধার্থঃ। যদি হি প্রাক্-সিদ্ধো ঘটাভাব আগত্য ঘটং বিরুন্ধ্যান্ন ভবেদপি তদ্বিরোধী ঘটমুদ্গরয়োরিব, ন ত্বেবমস্তি তয়োরসমানদেশকালত্বাৎ*। অভ্যুপগমে বা ঘটতদভাবয়োর্বধ্যঘাত-কয়োরিব† সাহচর্য্যমনুভূয়েত, ঘটাভাবঃ কিং কুর্ব্বন্ ঘটং বিরুন্ধ্যাৎ, অকিঞ্চিৎ-করস্য বিরোধিত্বেঽতিপ্রসক্তিঃ, অভাবান্তরকরণত্বেঽনবস্থা। মুদ্গরাদয়ো ঘটস্য নাভাবহেতবো ভবিতুমর্হন্তি, ভাবস্য স্বত এব ভঙ্গুরত্বেন বিনাশহেত্ব-নপেক্ষত্বাৎ।

* আদর্শপুস্তকয়োঽসমানকালত্বাদিতি পাঠো ন শোভনঃ।

† আদর্শপুস্তকয়ো ঘটতদভাবয়োরিব বধ্যঘাতকয়োরিতি পাঠো ন শোভনঃ।

ভাবো বিনশ্বরাত্মা চেৎ কৃতং প্রলয়হেতুভিঃ।
অথাপ্যনশ্বরাত্মা চেৎ কৃতং প্রলয়হেতুভিঃ ॥

অনুবাদ

প্রতিযোগী এবং অভাবের বিরোধ-নামক সম্বন্ধ হইবে এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিরোধ-শব্দের অর্থ কি? যদি পূর্ব্বসিদ্ধ ঘটাভাব ঘটের স্থানে আসিয়া ঘটের সহিত বিরোধ করে, তাহা হইলে মুদ্গর যেরূপ ঘটের বিরোধী হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঘটাভাব ঘটের বিরোধীও হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ বিরোধ সম্ভবপর নহে, কারণ—তাহাদের তুল্যদেশতা এবং তুল্যকালতা নাই। অথবা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে বধ্য এবং ঘাতকের ন্যায় ঘট এবং তাহার অভাবের সমানদেশতা অনুভূত হইয়া পড়ে। ঘটাভাব কোন্ কার্য্য করিয়া ঘটের সহিত বিরোধিতা করিতে পারে। [অর্থাৎ ঘটাভাবের ঘটের সহিত বিরোধিতা করিবার ক্ষেত্রে কোন কার্য্য নাই।] কোন কার্য্য লইয়া বিরোধ করিবার অবসর না থাকিলেও বিরোধিতা করে ইহা স্বীকার করিলে সকলেই সকলের বিরোধী হইতে পারে। ঘটাভাব অন্য একটী ঘটাভাবের সৃষ্টি করিয়া ঘটের বিরোধিতা করে, এই কথা বলিলে অনবস্থা-দোষের আপত্তি হয়। [অর্থাৎ নব ঘটাভাবের বিরোধিতা রক্ষা করিতে হইলে ঐরূপে অন্য একটী ঘটাভাবের সৃষ্টি করিতে হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঘটাভাবের সৃষ্টি করায় অনবস্থা-দোষ ঘটে।] মুদ্গর প্রভৃতি ঘটের অভাবের পক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ—ভাব-পদার্থমাত্রই স্বতঃ বিনাশশীল বলিয়া তাহার বিনাশের জন্য হেতুর অপেক্ষা করিতে হয় না।

ভাবপদার্থমাত্রই যদি স্বতঃ বিনাশশীল হয়, তবে তাহাদের বিনাশের জন্য হেতুর প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহাদের বিনাশশীলতা অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশহেতু অনুপপন্ন।

তস্মাদ্ বিজাতীয়-কপালাদি-সন্ততিজনন এব মুদ্গরাদি-কারকব্যাপারঃ, সামগ্র্যন্তরানুপ্রবেশে সতি সন্তত্যন্তরোৎপাদো ন পুনরভাবস্য ততো নিষ্পত্তিঃ। স হি ঘটাদ্বস্ত্বন্তরঞ্চেৎ কিমায়াতম্? যদসৌ ন পূর্ব্ববদুপলভ্যতে

তদ্বিরোধিত্বাদিতি চেৎ প্রত্যুক্তমেতৎ। অনর্থান্তরত্বে তু ঘটস্যৈব মুদ্গর-কার্য্যত্বং স্যাৎ। নন্থ যানি মুদ্গরেণ কপালানি জন্যন্তে তান্যেব* ঘটাভাবঃ। হন্ত তর্হি কপালস্ফোটনে সতি ঘটাভাবস্য বিনষ্টত্বাদ্ ঘটস্যোন্মজ্জনং প্রাপ্নোতি। কিঞ্চাকিঞ্চিৎকরাণি কপালানি ঘটস্যাভাব ইতি যদ্যুচ্যতে, পটস্যাপি তথোচ্যেরন্। কিঞ্চ কারকত্বং তেষাং পূর্ব্ববৎ প্রতিক্ষেপ্তব্যম্। অপি চায়মভাবো ভবনধর্ম্মা বা স্যাদভবনধর্ম্মা বা, ভবনধর্ম্মত্বে ভাবোঽসৌ ভবেদ্ ঘটাদিবৎ। অভবনধর্ম্মা তু যস্তভাবোঽস্তি স নিত্য এবাসৌ তর্হি ভবেৎ। স চায়মেকপদার্থসম্বন্ধী বা স্যাৎ সর্ব্বপদার্থসম্বন্ধী বা, তত্রৈকভাবসম্বন্ধিত্বে ন তস্য নিয়মকারণমুৎপশ্যামঃ। সর্ব্বভাব-সম্বন্ধিত্বে তু সর্ব্বপদার্থ-প্রতিকূলস্যাভাবস্য নিত্যত্বান্নিত্যোঽনিত্যো বা ন কশ্চিদ্ ভাবো নাম স্যাৎ†।

নম্বভাবানভ্যুপগমে ভাবানামিতরেতর-সঙ্করাদখিল-ব্যবহারবিপ্লবঃ প্রাপ্নোতি। যদাহ—

অনুবাদ

সেইজন্য মুদ্গরাদিরূপ কারকের ক্রিয়া হইতে ঘটবিজাতীয় কপালাদির সমষ্টি [অর্থাৎ কতকগুলি খাপরা প্রভৃতি] উৎপন্ন হয়। [অর্থাৎ ঘটাদির বিনাশ স্বভাবকৃত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত বাহ্য কারণ মুদ্গরাদির ক্রিয়া অনাবশ্যক। কিংবা বিনাশ স্বীকৃত না হইলে ঘটাদির নিত্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদের ক্রিয়া অসাধ্য ঘটাত্যভাবের সাধনে অনাবশ্যক। সুতরাং মুদ্গরাদির কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতে হইলে কপালাদিসঙ্ঘ-সৃষ্টির পক্ষে তাহারা উপযোগী, অভাবের পক্ষে নহে, এই কথাই বলা উচিত।] মুদ্গরাদি অন্য কোন বস্তুর উৎপাদক সামগ্রীর মধ্যে পড়িলে তাহা হইতে অন্যবিধ বস্তুধারার সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইতে অভাবের (অবস্তুর) উৎপত্তি হইতে পারিবে না। যদি বল যে, ঘটাভাবও ঘট অপেক্ষা অন্য বস্তু,

* আদর্শপুস্তকে স এব ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

† আদর্শপুস্তকয়ো নিত্যঃ নয়িত্যো বা কশ্চিদভাবো নামাস্তীতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই কথা বলিলেও কোন ফললাভ হইবে না। যেহেতু ঐ অভাব পূর্ব্বের ন্যায় [ঘটানয়নের পূর্ব্বে যেরূপ উপলব্ধ হইত, ঘটানয়নের পর সেরূপ] উপলভ্যমান হইতেছে না। [অর্থাৎ অভাব যদি বস্তুবিশেষ হইত, তাহা হইলে ঘট আনীত হইলেও উপলব্ধ হইত। ঘট আনীত হইলে কি পটের উপলব্ধি হয় না ?] যদি বল যে, ঘটের সহিত ঘটাভাবের বিরোধ আছে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ—বিরোধের খণ্ডন পূর্ব্বে করিয়াছি। কিন্তু ঘট হইতে ঘটাভাব ভিন্ন না হইলে ফলতঃ ঘটই মুদ্গরের কার্য্য হইয়া পড়ে। যদি বল যে, মুদ্গরের দ্বারা যে সকল কপাল (খাপরা) উৎপাদিত হয় তাহারাই ঘটাভাব, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কপালগুলি স্ফুটিত হইলে ঘটাভাব বিনষ্ট হওয়ায় ঘটের উৎপত্তির আপত্তি হয়। আরও এক কথা, যে সকল কপাল কোন কার্য্য করিতেছে না, এইরূপ কপালগুলি ঘটের অভাব এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, ঐরূপ কপালগুলিকে পটের অভাবও বলা যাইতে পারে। আরও এক কথা, মুদ্গরাদির কারকত্ব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খণ্ডনীয়। [অর্থাৎ কপালগুলি যদি স্বতঃ উৎপত্তিশীল হয়, তাহা হইলে মুদ্গরাদির অপেক্ষা নাই। আর যদি তাহা উৎপত্তিশীল না হয়, তাহা হইলেই বা মুদ্গরাদির ক্রিয়ার ফল কি ?] আরও এক কথা যে, এই অভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিবে, না করিবে না ? যদি উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে ঐ অভাবকে ঘটাদির ন্যায় ভাবপদার্থ বলা উচিত। কিন্তু যদি অভাবের উৎপত্তি না থাকে, অথচ যদি তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে ঐ অভাবকে নিত্যই বলিতে হয়। এবং সেই অভাব একটীমাত্র পদার্থের সহিত সম্বন্ধ, না সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ ? সেই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সেই অভাবের নিয়তৈকপদার্থসম্বন্ধরূপ পক্ষের অনুকূলে কোন কারণ দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার কর, (অত্রত্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগিত্ব) তাহা হইলে সকল পদার্থের প্রতিকূলভূত অভাবের নিত্যত্ব-নিবন্ধন নিত্য বা অনিত্য কোন ভাবপদার্থ থাকিতে পারে না। [অর্থাৎ জগতে অভাব একটী,

নানা নহে, নানা স্বীকার করিলে জগৎ অভাবপূর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তাহা নিত্য, সুতরাং তাহার পক্ষে সময়বিশেষে একটী একটী ভাব-পদার্থ প্রতিযোগী হয়, এই কথা বলা যায় না, পরন্তু তাহার পক্ষে সকল পদার্থই প্রতিযোগী, এইকথা বলিতে হয়। তাহাই যদি বল, তাহা হইলে সকল পদার্থের প্রতিকূল এবং নিত্য সেই অভাব জগৎ ভরিয়া থাকায় নিত্য এবং অনিত্য কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অভাবস্বীকার অনুচিত।] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি অভাব স্বীকার না কর, তাহা হইলে ভাবপদার্থ-গুলি পরস্পর অপরাপর পদার্থ হইতে অভিন্ন হইয়া পড়ে, [অর্থাৎ অভাব স্বীকার না করিলে ভেদ ও অভাবপদার্থ বলিয়া তাহারও অস্বীকার করিতে হয়। সুতরাং কোন ভাবপদার্থে অপর পদার্থের ভেদ থাকিতে পারিবে না।]

অতএব সকল ব্যবহারের (এই ঘট, এই পট ইত্যাদি ব্যবহারের) বিলোপ হইয়া পড়ে। যাহার জন্য কেহ বলিয়াছেন [অর্থাৎ কথিত বিলোপের আশঙ্কায় কেহ বলিয়াছেন]—

ক্ষীরে দধি ভবেদেবং দধ্নি ক্ষীরং ঘটে পটঃ।
শশে শৃঙ্গং পৃথিব্যাদৌ চৈতন্যং মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥ ইতি।*

† অভাবাভ্যুপগমে তু ভাবানামিতরেতরাভাবাদসঙ্কীর্ণস্বভাবত্বাদ্ ‡ বিপ্লবঃ অভাবকারণকসঙ্করপরিহারাকথনে তু সুতরাং বিপ্লবঃ।

ভাবো ভাবাদিবান্যস্মাদভাবাংশাদপি ধ্রুবম্।
অসঙ্কীর্ণোঽভ্যুপেতব্যঃ স কথং বা ভবিষ্যতি॥
অন্যোঽন্যমপি ভাবানাং যদ্যসঙ্কীর্ণতা স্বতঃ।
ভাবৈঃ কিমপরাদ্ধং বা পরতশ্চেৎ কুতো নু সা॥

* আত্মনীতি শ্লোকবার্ত্তিকেঽভাবগ্রন্থে শ্লোক ৫।

† তুকারেণ পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবর্ত্ত্যতে।

‡ আদর্শ-পুস্তকে বিপ্লবপদস্থানেঽন্যোন্যো নাস্তি, অন্যস্তে তু তদুপযোগিতা বর্ত্ততে। পরিহারাকথনে তু এব এব পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে।

ভাবেভ্যো যত্ত্যপেয়েত ভবেদন্যোঽন্যসংশ্রয়ম্।
অভাবান্তরজন্যা চেদনবস্থা দুরুত্তরা॥

অভাবস্বভাবতায়াশ্চ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ প্রতিষেধ্যনিবন্ধন এব তদ্ভেদঃ, প্রতিষেধ্যাশ্চ ভাবাঃ পরস্পরেণ ভিদ্যমানাস্তং ভিন্দন্তীতি প্রত্যুত ভাবাধীনমভাবানামসাঙ্কর্য্যং বক্তুমুচিতং ন তু বিপর্য্যয়ো যুক্তঃ।

তদখিলপদার্থব্যবস্থাবিসংষ্ঠুলীভাবভয়াদপি নাভাবাভ্যুপগমো যুক্তঃ।

নন্বভাবপ্রতিক্ষেপে নঞঃ কিং বাচ্যমুচ্যতাম্।
নৈব শব্দানুসারেণ বাচ্যস্থিতিরুপেয়তে॥
বৌদ্ধাঃ খলু বয়ং লোকে সর্ব্বত্র খ্যাতকীর্ত্তয়ঃ।
বিকল্পমাত্রশব্দার্থপরিকল্পনপণ্ডিতাঃ॥
ক্বচিন্নামপদপ্রাপ্তবৃত্তিনা জন্যতে নঞা।
নিষেধপর্য্যুদস্তাত্মবিষয়োল্লেখিনী মতিঃ॥
ক্বচিত্ত্বাখ্যাতসম্বন্ধমুপেত্য বিদধাত্যসৌ।
তদুপাত্তক্রিয়ারম্ভনিবৃত্ত্যুল্লেখমাত্রকম্॥
নম্বু চানেন মার্গেণ যত্তভাবো* নিরস্যতে।
একাদশপ্রকারৈষাঽনুপলব্ধিঃ ক গচ্ছতু॥

অনুবাদ

(দুগ্ধে দধির ভেদ না থাকিলে) দুগ্ধকে দধি বলা যাইতে পারে এবং দধিকে দুগ্ধ বলা যাইতে পারে। (ঘটে পটের ভেদ না থাকিলে) ঘটকে পট বলা যাইতে পারে। (শশে শৃঙ্গের অভাব না থাকিলে) শশে শৃঙ্গ থাকিতে পারে এবং (পৃথিবী প্রভৃতিতে চৈতন্যের অভাব না থাকিলে) আত্মার মূর্ত্তিবিশেষ চৈতন্যও পৃথিবীপ্রভৃতিতে থাকিতে পারে। [অর্থাৎ ইষ্টাপত্তি বলিলে দধিদুগ্ধাদির পৃথক্ ব্যবহার বিলুপ্ত হইত]

পক্ষান্তরে অভাব স্বীকার করিলে সকল ভাবপদার্থ পরস্পর অন্যান্য ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহাদের পৃথক্স্বভাবের উপপত্তির জন্য

* যদি ভাবো নিরস্যতে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

অভাবের দ্বারা পৃথক্‌স্বভাবের কথা বলিলে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়, অর্থাৎ অভাব মানিতে হয়। ভাবপদার্থ যেরূপ অন্যবিধ ভাবপদার্থ হইতে পৃথক্-স্বভাব, তদ্রূপ ভাবগত অভাবরূপ অংশ হইতেও অবশ্যই পৃথক্-স্বভাব ইহা স্বীকার করা উচিত। [অর্থাৎ ঘট পট হইতে পৃথক্‌স্বভাব, এবং ঘটগত পটভেদ হইতেও পৃথক্‌স্বভাব, বলিতে হইবে।] ইহার অস্বীকার করিলে অভাব মানিতে হয় না বটে, কিন্তু বেশী অসুবিধায় পড়িতে হইবে। [অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার লোপ পাইবে, সকল পদার্থ এক হইয়া পড়িবে।] অভাব না মানিলে ভাবের যথাযথ স্বভাবের পরিচয় হয় না—ইহা পূর্ব্বপক্ষীয় কথা।

(উত্তর) ভাবপদার্থগুলির মধ্যে পরস্পরের পৃথক্‌স্বভাবতা যদি স্বতঃ হয়, তাহা হইলে ভাবের বা অপরাধ কি? [অর্থাৎ ভাবপদার্থগুলি পরস্পর পৃথক্‌স্বভাব সঞ্চয় করিবার জন্য যদি অপরের সাহায্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ভাবের পক্ষে কোন অপরাধ হয় না। অপরাধ হইলে বাধ্য হইয়া অভাবের সাহায্য লইতে হইত। অভাবের সাহায্য লইতে হইলে অভাব মানিতেই হয়। অভাবের সাহায্য যখন অনপেক্ষিত, তখন অভাব মানিবার প্রয়োজন নাই।]

যদি ভাবভিন্ন হইতে (অভাব হইতে) ভাবপদার্থগুলির পৃথক্‌স্বভাবতা স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই পৃথক্‌স্বভাবতার উপপত্তি হয় না। ভাব হইতে পৃথক্‌স্বভাবতা হয় বলিলে ইতরেতরাশ্রয়-দোষ হয়। [অর্থাৎ ঘট হইতে পটের পৃথক্‌স্বভাবের করণ পট, এবং পট হইতেও ঘটের পৃথক্‌স্বভাবের কারণ ঘট, এইরূপে পরস্পরের অপেক্ষা থাকায় অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ হয়।]

এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, অভাবকে পৃথক্‌স্বভাবতার কারণ বলিলে অপ্রতিবিধেয় অনবস্থা-দোষ হয়। [অর্থাৎ পট অপেক্ষা ঘটের পৃথক্‌স্বভাবতা স্বীকার করিতে হইলে ঘটগত পটভেদকে ঘটের পৃথক্‌স্বভাবতার প্রয়োজক বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ ঘটগত পট-ভেদটী যদি ঘটের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে অভাবের পৃথক্‌স্বভাবতা-প্রয়োজকতা ঘটে না। সুতরাং ঐ পটভেদকে ঘটভিন্নও বলিতে হইবে

এবং ঐ পটভেদগত ঘটভেদকে পটভেদ অপেক্ষা ভিন্ন বলিতে হইবে। নচেৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবও থাকে না, এবং ঐ পটভেদটী ঘটস্বরূপ কিনা এই সংশয়েরও অপনোদন হয় না। অতএব উক্ত ধর্ম্মধর্ম্মিভাবকে রক্ষা করিতে হইলে এবং উক্ত সংশয়ের অপনোদন করিতে হইলে উক্ত ঘটভেদকে পটভেদভিন্ন বলিতে হইবে; এবং উক্ত পটভেদভেদকে ঘটভেদস্বরূপ বলিলে উক্ত ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরক্ষা হয় না, সুতরাং অগত্যা পটভেদভেদকে ঘটভেদভিন্ন বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে, এবং এই পক্ষে ইতরেতরাশ্রয়-দোষও হয়। কারণ—ঘট পট ভিন্ন না হইলে পৃথক্‌স্বভাব হইতে পারে না, এবং পট ঘটভিন্ন না হইলেও ঘট পটভিন্ন হইতে পারে না।]

সকলের পক্ষে অভাবের স্বতঃসিদ্ধ স্বীয় স্বরূপটী অভিন্ন, সুতরাং তাহার ভেদ প্রতিষেধ্যভেদকৃত [অর্থাৎ প্রতিযোগিভেদকৃত] ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ভাবপদার্থই প্রতিষেধ্য হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল প্রতিষেধ্য ভাবপদার্থগুলি পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া সেই অভাবকে ভিন্ন করে। অতএব বরং ভাবই ভাবের পৃথক্‌স্বভাবতার কারণ, ইহা বলা উচিত; কিন্তু অভাবকে কারণ বলা উচিত নহে। সেইজন্য সমগ্র পদার্থের ব্যবস্থা-বিভ্রাটের ভয়েও অভাবস্বীকার অনুচিত।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—অভাব স্বীকার না করিলে—(প্রশ্ন) নঞ্-শব্দের বাঁচ্যার্থ কি, তাহা বল।

(উত্তর) বাচ্যার্থমাত্র ঠিক শব্দের অনুযায়ী হয়, এই কথা কেহ বলেন না। [অর্থাৎ শব্দ থাকিলেই যে বাচ্যার্থ মানিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।] আমরা সংসারে বৌদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র যশস্বী। আমরা কেবলমাত্র কল্পনার বশে শব্দার্থের কল্পনা করিয়া থাকি; তাহাতেই আমাদের পাণ্ডিত্য আছে। স্থল-বিশেষে নামপদের সহিত সম্বন্ধ নঞ্‌পদ পর্য্যুদস্ত বিষয়কে জ্ঞাপিত করে, কিন্তু স্থলবিশেষে ঐ নঞ্‌পদ আখ্যাতের সহিত সম্বন্ধ হইয়া আখ্যাতার্থ ক্রিয়ার সম্পাদন হইতে নিবৃত্তিমাত্রের বোধ করাইয়া থাকে।

আচ্ছা, ভাল কথা. এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—যদি এই উপায়ে [অর্থাৎ কথিত উপায়ে] অভাবের নিরাস করিতে যাও, তাহা হইলে তোমাদের সম্মত একাদশ-প্রকার এই অনুপলব্ধি কোথায় যাইবে? [অর্থাৎ অনুপলব্ধি অভাব-গ্রাহক। অভাব না মানিলে অনুপলব্ধি মানিবার প্রয়োজন দেখি না।]

স্বভাবানুপলব্ধির্যথা নেহ ঘটোঽনুপলব্ধেরিতি। কারণানুপলব্ধির্যথা[১]—নাত্র ধূমো দহনানুপলব্ধেরিতি। ব্যাপকানুপলব্ধির্যথা—নাত্র শীতস্পর্শো জলানুপলব্ধেরিতি।[২] কার্য্যানুপলব্ধির্যথা—নাত্র নিরপবাদা[৩] ধূমহেতবঃ সন্তি ধূমানুপলব্ধেরিতি।[৪] স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা—নাত্র শীতস্পর্শঃ পাবকোপলব্ধেরিতি*। স্বভাববিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি[৫]র্যথা—নাত্র শীতস্পর্শো ধূমোপলব্ধেরিতি। বিরুদ্ধ-ব্যাপ্তোপলব্ধির্যথা—নাধ্রুবভাবী ভূতস্যাপি ভাবস্য বিনাশো হেত্বন্তরাপেক্ষণাদিতি।[৬]

* পাবকোপলব্ধেরিতি পাঠো ন শোভনঃ, ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিনির্বিশেষত্বাপত্তেঃ। পরন্তু উষ্ণস্পর্শোপলব্ধেরিতি পাঠঃ শোভনঃ।

[১] প্রতিষেধ্যস্য যৎ কারণং তস্যানুপলব্ধিঃ। যত্র কার্য্যং সদপি দৃশ্যং ন ভবতি, তত্রায়ং প্রয়োগঃ। দৃশ্যে তু কার্য্যে দৃশ্যানুপলব্ধির্গমিকা।

[২] বৌদ্ধগ্রন্থে তু ন্যায়বিন্দৌ 'নাত্র শিংশপা বৃক্ষাভাবাদি'তি পাঠো বর্ত্ততে।

[৩] অপ্রতিবদ্ধ-সামর্থ্যাঃ।

[৪] প্রতিষেধ্যস্য স্বভাবেন বিরুদ্ধস্যোপলব্ধিঃ।

[৫] প্রতিষেধ্যেন যদ্বিরুদ্ধং তৎকার্য্যস্যোপলব্ধিঃ। যত্র শীতস্পর্শঃ সন্ দৃশ্যঃ স্যাৎ তত্র দৃশ্যানুপলব্ধির্গমিকা। যত্র বিরুদ্ধো বহ্নিঃ প্রত্যক্ষস্তত্র বিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। অতোঽয়মপি তু পরোক্ষত্বে বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধিঃ প্রযুজ্যতে। ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা।

[৬] জননাদ্ধেতোরন্যো হেতুঃ হেত্বন্তরং মুদ্গরাদি তদপেক্ষতে বিনশ্বরঃ। বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি-শব্দস্যার্থঃ প্রতিষেধ্যস্য যদ্বিরুদ্ধং তেন ব্যাপ্তস্যোপলব্ধিঃ।

অধ্রুবভাবিত্ব-ধ্রুবভাবিত্বয়োশ্চ পরস্পর-পরিহারেণাবস্থানাদেকত্র বিরোধঃ। তথা চ সতি পরস্পর-পরিহারবতোর্দ্বয়োর্যদেকং দৃশ্যতে, তত্র দ্বিতীয়স্য তাদাত্ম্যনিষেধঃ কার্য্যঃ। তাদাত্ম্যনিষেধশ্চ দৃশ্যতয়াভ্যুপগতস্য সম্ভবতি। বস্তুনোঽপ্যদৃশ্যস্য পিশাচাদেরপি দৃশ্যঘটাত্মত্বনিষেধঃ ক্রিয়তে, তদা স নিষেধঃ প্রতিষেধ্যস্য দৃশ্যাদৃশ্যাত্মত্বমভ্যুপগম্য কর্ত্তব্যঃ। যদ্যয়ং দৃশ্যমানঃ পিশাচাত্মা ভবেৎ। পিশাচো দৃষ্টো ভবেৎ। ন চ দৃষ্টঃ, তস্মান্ ন পিশাচ ইতি দৃশ্যত্বাভ্যুপগমপূর্ব্বকো দৃশ্যমানে ঘটাদৌ বস্তুনি বস্তুনোঽবস্তুনো বা দৃশ্যস্যাদৃশ্যস্য চ তাদাত্ম্যনিষেধঃ। তথা চ সতি যথা ঘটস্য দৃশ্যত্বমভ্যুপগম্য প্রতিষেধো দৃশ্যানুপলম্ভাদেব, তদ্বৎ সর্ব্বস্য দৃশ্যমানে নিষেধো দৃশ্যানুপলম্ভাদেব। এতাদৃশ-প্রয়োগস্য স্বভাবানুপলব্ধাবন্তর্ভাবঃ। ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা।

কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা[৭]—নাত্র শীতকারণমপ্রতিবদ্ধসামর্থ্যমস্তি জ্বলনোপলব্ধেরিতি। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধির্যথা[৮]—নাত্র তুহিনস্পর্শঃ কৃশানুদর্শনাদিতি। কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি [৯]র্যথা—নৈতস্ত রোমহর্ষদন্তবীণাদিবিশেষাঃ সন্তি সন্নিহিত-হুতবহবিশেষত্বাৎ (কিংবা হুতবহবিশেষাধিষ্ঠিতত্বাৎ)[১০]। কারণবিরুদ্ধ-কার্য্যোপলব্ধির্যথা[১১]—প্রবৃত্ত-দন্তবীণাদি-বিশেষ-পুরুষাধিষ্ঠিত এব দেশো ন ভবতি ধূমবত্ত্বাদিতি।

অনুবাদ

(বৌদ্ধসম্মত একাদশ-প্রকার অনুপলব্ধির প্রকারভেদ এবং তাহার উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন।) স্বভাবের অনুপলব্ধি প্রতিষেধ্যের স্বরূপের অনুপলব্ধি [অর্থাৎ দৃশ্যের অনুপলব্ধি অভাবের গ্রাহক হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—ঘটের অনুপলব্ধি হইতে ঘটের অভাব গৃহীত হয়। এই পর্য্যন্ত দৃশ্যানুপলব্ধির কথা। প্রতিষেধ্যের কারণের অনুপলব্ধি অভাবের গ্রাহক হয়। ইহার উদাহরণ—ধূমের কারণ বহ্নির অনুপলব্ধি হইতে ধূমের অভাব গৃহীত হয়। প্রতিষেধ্যস্বরূপ ব্যাপ্যের যাহা ব্যাপক, তাহার অনুপলব্ধি হইতে উক্ত ব্যাপ্যের অভাব

[৭] প্রতিষেধ্যস্ত যৎ কার্য্যং তস্ত যদ্ বিরুদ্ধং তস্তোপলব্ধিঃ। যত্র শীতকারণান্যদৃশ্যানি, শীতস্পর্শোঽপ্যদৃশ্যঃ তত্রায়ং হেতুঃ প্রযোক্তব্যঃ। দৃশ্যত্বে তু শীতস্পর্শস্ত তৎকারণানাং বা কার্য্যানুপলব্ধির্দৃশ্যানুপলব্ধির্বা গমিকা। তস্মাদেষোঽপ্যভাবসাধনী। ততো যস্মিন্ দেশে যদ্যপি শীতকারণমদৃশ্যম্ শীতস্পর্শশ্চ দূরত্বাদপ্রত্যক্ষঃ প্রতিপত্তুঃ, বহ্নিস্তু ভাস্বররূপত্বাদ্ দূরাদপি দৃশ্যস্তত্রায়ং প্রয়োগঃ। ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা।

[৮] প্রতিষেধ্যস্ত যদ্ব্যাপকং তেন যদ্বিরুদ্ধং তস্তোপলব্ধিঃ। যত্র ব্যাপ্যস্তুহিনস্পর্শো ব্যাপকশ্চ শীতস্পর্শো ন দৃশ্যস্তত্রায়ং হেতুঃ। তয়োর্দৃশ্যত্বে তু স্বভাবস্ত ব্যাপকস্ত চানুপলব্ধিঃ প্রযোক্তব্যা। ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা।

[৯] প্রতিষেধ্যস্ত যৎ কারণং তস্ত যদ্ বিরুদ্ধং তস্তোপলব্ধিঃ। শীতকৃতা রোমহর্ষাদয়ো তত্রদ্রষ্টাদিকৃতেভ্যো বিশিষ্যন্তে। সন্নিহিতো দহনবিশেষো যস্ত স তথোক্তস্তস্ত ভাবস্তস্মাদিতি হেতুঃ। যত্র শীতস্পর্শঃ সন্নপ্যদৃশ্যঃ, রোমহর্ষাদিবিশেষাশ্চাদৃশ্যাস্তত্রায়ং প্রয়োগঃ। রোমহর্ষাদিবিশেষস্ত দৃশ্যত্বে দৃশ্যানুপলব্ধিঃ প্রয়োক্তব্যা। শীতস্পর্শস্ত দৃশ্যত্বে কারণানুপলব্ধিঃ।

[১০] আদর্শপুস্তকস্থঃ সন্নিহিত-হুতবহাধিষ্ঠিত-বিশেষাদিতি পাঠো ন শোভনঃ।

[১১] প্রতিষেধ্যস্ত যৎ কারণং তস্ত যদ্ বিরুদ্ধং তস্ত যৎ কার্য্যং তস্তোপলব্ধিঃ। রোমহর্ষাদিবিশেষস্ত প্রত্যক্ষত্বে দৃশ্যানুপলব্ধিঃ। কারণস্ত শীতস্পর্শস্ত প্রত্যক্ষত্বে কারণানুপলব্ধিঃ। বহ্নেস্তু প্রত্যক্ষত্বে কারণ-বিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। ত্রয়াণামপ্যদৃশ্যত্বেঽয়ং প্রয়োগঃ। ইতি ন্যায়বিন্দুটীকা।

গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—শীতস্পর্শের ব্যাপক জলদের অনুপলব্ধি হইলে শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। [যদিও এইস্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি হইতে শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইতে পারে, তথাপি যে স্থলে শীতস্পর্শ অদৃশ্য (প্রত্যক্ষের অগোচর) সেই স্থলে শীতস্পর্শের অভাব ব্যাপকের অনুপলব্ধি হইতে গৃহীত হয় ; ব্যাপকের অনুপলব্ধি (অভাব) দৃশ্যানুপলব্ধি হইতে গৃহীত হয়।] প্রতিষেধ্যের যাহা কার্য্য তাহার অনুপলব্ধি হইতে (কারণভূত) প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—বহ্নির কার্য্য ধূমের অনুপলব্ধি হইতে যাহার সামর্থ্য প্রতিহত হয় না এইরূপ ধূমকারণীভূত বহ্নির অভাব স্থানবিশেষে গৃহীত হয়।

প্রতিষেধ্যের স্বভাববিরুদ্ধের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্য বিষয়ের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—স্বভাবতঃ শীতস্পর্শের বিরোধী (উষ্ণ-স্পর্শযুক্ত) বহ্নির উপলব্ধি হইতে এইস্থানে শীতস্পর্শ নাই ইহা বুঝা যায়। (যে স্থলে শীতস্পর্শ সন্নিকৃষ্ট নহে, অথচ বহ্নি নিকটস্থ না হইলেও ভাস্বররূপের বলে প্রত্যক্ষগোচর হয়, সেই স্থলেই এইরূপ প্রয়োগ অভিমত। শীতস্পর্শের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সম্ভাবনা থাকিলেও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের বশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ব্যাঘাত ঘটিলে সেই স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি হইতেই শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইয়া থাকে।)

প্রতিষেধ্যের সহিত স্বভাবতঃ যাহা বিরুদ্ধ, তাহার কার্য্যের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—প্রতিষেধ্য শীতস্পর্শের সহিত স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ বহ্নির কার্য্য ধূমের উপলব্ধি হইতে শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়।

(যে স্থলে শীতস্পর্শের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রতিবন্ধকবশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি হইতেই শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইতে পারে। যে স্থলে বিরুদ্ধ বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়, সেই স্থলেও বিরুদ্ধোপলব্ধি হইতেই শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং তথাকথিত উভয়ের পরোক্ষতা থাকিলে বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধির ক্ষেত্র ঘটে। ন্যায়বিন্দুগ্রন্থে স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যোপলব্ধি এইরূপ পাঠ নাই, কিন্তু বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি এইরূপ পাঠ আছে।)

প্রতিষেধ্যের সহিত যাহার বিরোধ আছে, এরূপ কোন পদার্থের যাহা ব্যাপ্য, তাহার উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—(উৎপত্তিশীল ভাবপদার্থের হেত্বন্তরের অপেক্ষা থাকায় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহার হেত্বন্তরের অপেক্ষা নাই, এইরূপ পদার্থ নিত্য অথবা তাহা অলীক, তাহার বিনাশও নাই। সুতরাং) উৎপত্তিশীল ভাবপদার্থের হেত্বন্তরের অপেক্ষা বিনাশশীলতার ব্যাপ্য বলিয়া বিনাশশীলতার উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার অভাব গৃহীত হয়।

প্রতিষেধ্যের যাহা কার্য্য তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, এইরূপ পদার্থের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—হিমাদ্রি-জন্য শীতস্পর্শের বিরুদ্ধ বহ্নির উপলব্ধি হইতে শীতস্পর্শের কারণ হিমাদ্রি এখানে নাই, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। শীতস্পর্শের কারণ হিমাদ্রি থাকিলেও তাহাদের সামর্থ্য প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে, এইরূপ প্রতীতিও হয় না। (যে স্থলে শীতস্পর্শ এবং তাহার কারণ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, তাদৃশ স্থলে এইরূপ প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু উক্ত উভয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব স্বীকার করিলে দৃশ্যানুপলব্ধি বা কার্য্যানুপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে।)

প্রতিষেধ্যের যাহা ব্যাপক, তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, এইরূপ পদার্থের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—হিমস্পর্শের ব্যাপকীভূত শীতস্পর্শের বিরুদ্ধ বহ্নির উপলব্ধি হইলে হিমস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। (যে স্থলে উক্ত ব্যাপ্য এবং ব্যাপক উভয়ই অদৃশ্য, সেইস্থলে এইরূপ প্রয়োগ আবশ্যক। উক্ত উভয়ের দৃশ্যত্ব স্বীকার করিলে দৃশ্যানুপলব্ধি বা ব্যাপকানুপলব্ধি হইতেই ঐ প্রকার উপলব্ধি উপপন্ন হইতে পারে।)

প্রতিষেধ্যের যাহা কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত বিরোধ আছে তাহার উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ—রোমাঞ্চদন্তবীণাদি শীতার্ত্তলক্ষণের কারণ শীতস্পর্শের সহিত বহ্নির বিরোধ থাকায় যে স্থানে তাদৃশ বহ্নির অবস্থান গৃহীত হয়, সে স্থানে তাদৃশ শীতস্পর্শজন্য-রোমাঞ্চদন্তবীণাদির অভাব গৃহীত হইয়া

থাকে। (যে স্থলে শীতস্পর্শ এবং রোমাঞ্চাদি থাকিলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, সেই স্থলে এতাদৃশ প্রয়োগ হয়। কিন্তু যে স্থলে তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাদৃশ স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি বা কারণানুপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে।)

প্রতিষেধ্যের যাহা কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত বিরোধ আছে, তাহার কার্য্যের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—দন্তবীণাদির কারন শীতস্পর্শের নিয়ত-বিরুদ্ধ বহ্নির কার্য্য ধূমের উপলব্ধি হইতে স্থানবিশেষে দন্তবীণাদিযুক্ত শীতার্ত্ত পুরুষের অভাব গৃহীত হয়। (যে স্থলে দন্তবীণাদি শীতস্পর্শ এবং বিরুদ্ধ বহ্নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সেই স্থলেই এতাদৃশ প্রয়োগ হয়। কিন্তু যে স্থলে তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, সেই স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি বা কারণানুপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে। আর বিরুদ্ধ বহ্নির প্রত্যক্ষ হইলে কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে।) 'ইতি'শব্দগুলি একৈক উদাহরণের সমাপ্তি-সূচক।

সত্যমেকাদশবিধাঽনুপলব্ধিরিহেষ্যতে।
সাঽসদ্ব্যবহারস্য হেতুর্নাভাবসংবিদঃ॥

নম্বনুপলব্ধেঃ স্বভাবহেতাবন্তর্ভাব উক্তঃ, স্বভাবহেতৌ চ সাধ্যসাধনয়োরব্যতিরেক ইষ্যতে। অসদ্ব্যবহারশ্চ জ্ঞানাভিধানাত্মকত্বাৎ তত এব পৃথগিতি কথং তদ্বিষয়তাং যায়াৎ। সত্যমেবম্। কিন্তু নাসদ্ব্যবহারস্তয়া সাধ্যতে অপি তু তদ্যোগ্যতা। যোগ্যতা চ ন ততোঽর্থান্তরমিতি ন স্বভাবহেতুত্ব-হানিঃ। নন্বু যোগ্যতা ভাবাত্মিকা, অনুপলব্ধিস্ত্বভাবস্বভাবেতি কথ-মনর্থান্তরত্বম্। নৈতদেবম্। ন হ্যুপলব্ধিপ্রতিষেধাত্মিকামভাবস্বভাবামনুপলব্ধি-মনুপলব্ধিবিদো বদন্তি। কিন্তু প্রতিষেধপর্য্যুদস্তবস্বন্তরোপলব্ধিমেবার্থাভাব-স্বভাবামিতি। অতএবেদমপি ন চোদ্যম্ অনুপলব্ধের্ভাবাত্মকত্বাদনুপ-লব্ধ্যন্তরপরিচ্ছেদ্যত্বাদনবস্থেতি। যস্মাদ্বস্বন্তরোপলম্ভাত্মিকাঽনুপলব্ধিঃ স্বসংবেদ্যৈবেতি। নম্বনুপলব্ধেরসদ্ব্যবহারসিদ্ধাবদৃষ্টস্যাপি তথাত্বং সিধ্যেৎ,

ন। দৃশ্যত্ববিশেষণোপাদানাত্তুপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরসদ্ব্যবহারো ন যস্য কস্যচিদিতি।

অনুবাদ

আমাদের মতে একাদশ প্রকার অনুপলব্ধি স্বীকৃত আছে সত্য, কিন্তু সেই অনুপলব্ধি 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহারের পক্ষে হেতু হইয়া থাকে, অভাবের সাধক হয় না। (ইহা বৌদ্ধের কথা) আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, তোমরা অনুপলব্ধিকে স্বভাবহেতুর (সাধ্যস্বভাবরূপ হেতুর) অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছ, কিন্তু স্বভাবহেতুর স্থলে সাধ্য এবং সাধনের অভেদ বলিয়া থাক [অর্থাৎ তোমাদের মতে হেতু দ্বিপ্রকার হইয়া থাকে, কোন হেতু সাধ্য হইতে অভিন্ন কোনটী বা সাধ্য হইতে উৎপন্ন। সাধ্য-স্বভাবকে হেতু বলিলে তাহা সাধ্য হইতে অভিন্ন হয়। 'অয়ং বৃক্ষঃ শিংশপাত্বাৎ' ইহাই তাহার উদাহরণ। শিংশপাত্ব বৃক্ষেরই স্বভাব।] এবং নাস্তি এই প্রকার ব্যবহারটী জ্ঞান বা অভিলাপের স্বরূপ বলিয়া তাহা-হইতেই [অর্থাৎ অনুপলব্ধি হইতেই] ভিন্ন। সুতরাং অনুপলব্ধি তাহার সাধন কেমন করিয়া হইতে পারে? (ইহা নৈয়ায়িকের প্রতিবাদ) হ্যাঁ, এই কথা সত্য বটে, (ইহা বৌদ্ধের সমাধান) কিন্তু 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার সেই অনুপলব্ধির দ্বারা সাধিত হয় না। পরন্তু 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহারযোগ্যতা তাহার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এবং তাদৃশ যোগ্যতা অনুপলব্ধি হইতে পৃথক্ নহে। অতএব স্বভাবকে হেতু বলিলে কোন ক্ষতি হইল না।

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত যোগ্যতাটী ভাবস্বরূপ কিন্তু অনুপলব্ধিটী অভাবস্বরূপ, সুতরাং তাহাদের অভেদ কেমন করিয়া উপপন্ন হয়? (এই আশঙ্কা নৈয়ায়িকের) এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ—অনুপলব্ধিবাদিগণ অনুপলব্ধিকে উপলব্ধিপ্রতিষেধ বলিয়া অভাব-স্বরূপ বলেন না। কিন্তু তাঁহারা প্রতিষেধে যাহা পর্য্যুদস্ত তদ্ব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তরের উপলব্ধিকেই অর্থাভাবস্বরূপ বলেন। (যে অভাবটী স্বয়ং বিধেয়

নহে, অথচ বিধেয়ভূত অর্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগীকে পর্য্যুদস্ত বলে।) 'ন রাত্রৌ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ' এই স্থলে রাত্রিটী পর্য্যুদস্ত কাল। অতএব এইরূপ পূর্ব্বপক্ষও কর্ত্তব্য নহে যে, অনুপলব্ধি অভাবস্বরূপ বলিয়া অন্য অনুপলব্ধির গ্রাহ্য, সুতরাং অনবস্থা-দোষ ঘটে। [অর্থাৎ অনুপলব্ধি অভাবস্বভাব বলিয়া অন্য অনুপলব্ধির গ্রাহ্য হইলে সেই অনুপলব্ধিও অন্য অনুপলব্ধির গ্রাহ্য এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসে। কিন্তু অনুপলব্ধি অভাবস্বভাব নহে, পরন্তু বস্তন্তরের উপলব্ধিস্বভাব, সুতরাং কথিত অনবস্থা ঘটিতে পারে না।] যেহেতু বস্তন্তরের উপলব্ধিস্বভাব অনুপলব্ধি স্বপ্রকাশ, উহা স্বাতিরিক্ত প্রমাণের গোচর নহে। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, অনুপলব্ধি হইতে 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইলে অতীন্দ্রিয় বস্তুরও উক্তপ্রকার ব্যবহার হোক? এই কথা বলিলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাদৃশ বস্তুর পক্ষে 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার হয়, তাদৃশ বস্তুর পক্ষে দৃশ্যত্বস্বরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত আছে। সুতরাং যে বস্তু উপলব্ধির যোগ্য, তাহার যদি অনুপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার হয়, যে কোন বস্তুর পক্ষে উক্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। ইহাই (বৌদ্ধ) আমাদের বক্তব্য।

তত্র—

ঘটাদেঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্য দৃশ্যত্বপরিনিশ্চয়াৎ।
অসত্ত্বব্যবহারো হি সিধ্যত্যনুপলব্ধিতঃ ॥
একান্তানুপলব্ধেষু বিহায়ঃকুসুমাদিষু।
অসত্ত্বধীর্ন দৃশ্যত্বযোগ্যতানবধারণাৎ ॥
ন শক্যোঽনুপলম্ভেন কর্ত্তুং নাস্তিত্বনিশ্চয়ঃ।
তত্রাপি ত্বপিশাচোঽয়ং চৈত্র ইত্যেবমাদিষু ॥
তাদাত্ম্যপ্রতিষেধে চ * দৃশ্যত্বং নোপযুজ্যতে।
পিশাচেতররূপো হি চৈত্রঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ ॥

* চস্তর্গে

তাদ্রূপ্যানিশ্চয়ে তস্য কিং ফলং তদ্বিশেষণম্।
ইত্যসদ্ব্যবহারস্য সিদ্ধেরনুপলব্ধিতঃ॥
ন ভাববদভাবাখ্যং প্রমেয়মবকল্পতে।

অনুবাদ

সেই মতে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটাদি বস্তুর দৃশ্যত্বনিশ্চয় থাকায় অনুপলব্ধি হইতে 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত অনুপলব্ধ আকাশকুসুমপ্রভৃতির স্থলে তাহাদের দর্শনযোগ্যত্ব অবধারিত না হওয়ায় অনুপলব্ধির দ্বারা 'নাস্তি' এইপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয়স্থলেও এই চৈত্র পিশাচভিন্ন ইত্যাদিস্থলে তাদাত্ম্য-নিষেধ হইলে [অর্থাৎ অন্যোহন্যাভাবব্যবহার করিতে হইলে] (প্রতিযোগীর) দৃশ্যত্ব উপযোগী নহে। কারণ—পিশাচভিন্ন চৈত্র প্রত্যক্ষের গোচর হইয়া থাকে। [অর্থাৎ অন্যোহন্যাভাবস্থলে অন্যোহন্যাভাবের যাহা অধিকরণ, তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব অপেক্ষিত; প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব অপেক্ষিত নহে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।] অতীন্দ্রিয় পিশাচের অতীন্দ্রিয়তারূপ স্বরূপের নিশ্চয় করিতে হইলে দৃশ্যত্বরূপ বিশেষণের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব উপসংহারে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, অনুপলব্ধি হইতে 'নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া অভাবনামক-স্বতন্ত্রপ্রমেয়স্বীকার অনাবশ্যক।

অত্রাভিধীয়তে। ইদং তাবৎ সকলপ্রাণিসাক্ষিকং সংবেদনদ্বয়মুপজায়-মানং দৃষ্টম্—ইহ ঘটোহস্তি ইহ নাস্তীতি; তত্র বিকল্পমাত্রসংবেদনমনালম্বন-মাত্মাংশাবলম্বনং বেত্যাদি যদভিলপ্যতে, তন্নাস্তিতাজ্ঞান ইবাস্তিত্বজ্ঞানেহপি সমানমতো দ্বয়োরপি প্রামাণ্যং ভবতু, দ্বয়োরপি বা মা ভূৎ। যত্ত্বস্তীতি জ্ঞানং প্রমাণমিতরদপ্রমাণমিতি কথ্যতে, তদিচ্ছামাত্রম্। অস্তীতিজ্ঞানসমান-যোগক্ষেমত্বে চ নাস্তীতিজ্ঞানস্য বিষয়শ্চিন্তনীয়ঃ। নন্বু ঘটবিবিক্ত-ভূতলোপলম্ভভাবে ঘটানুপলম্ভ ইত্যুক্তং তদযুক্তম্। কেয়ং ঘটবিবিক্ততা, সা ভূপ্রদেশাদভিন্না ভিন্না বা? অভেদে ভূপ্রদেশাবিশেষাদ্ ঘটসন্নিধানেহপি ঘটো নাস্তীতি প্রতিপত্তির্জায়েত, ভেদে তু নাস্মি বিবাদঃ স্যাৎ।

অনুবাদ

এই মতের প্রতিবাদ করিতেছি। এখানে ঘট আছে, এখানে ঘট নাই—এই প্রকার জ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে ; সকল প্রাণীই উহার সাক্ষী। সেই দুইটী বিষয়ের মধ্যে অভাববিষয়কজ্ঞানটী কল্পনা-মাত্রপ্রসূত সুতরাং নির্বিষয়ক ; অথবা উহার বিষয় জ্ঞানাংশ (জ্ঞান-ব্যক্তিগুলি, বিজ্ঞানধারার অংশ একৈক জ্ঞান) [অর্থাৎ আন্তর জ্ঞানকেই বাহ্য অভাবের রূপে কল্পনা করা হয়।] ইত্যাদি কথা যে বলিয়া থাক, তাহা নাস্তিতাজ্ঞানের মত অস্তিতাজ্ঞানের উপরও বলিতে পার। অতএব অস্তিতাজ্ঞানের মত নাস্তিতাজ্ঞানেরও প্রামাণ্য স্বীকার কর। [অর্থাৎ অস্তিতাজ্ঞান যদি অপ্রমাণ না হয়, তবে নাস্তিতাজ্ঞানও অপ্রমাণ না হোক।] কিংবা উভয়েরই অপ্রামাণ্য হোক। [অর্থাৎ নাস্তিতাজ্ঞান যদি অপ্রমাণ হয়, তবে অস্তিতাজ্ঞানও অপ্রমাণ হোক।] অস্তিতা-জ্ঞানটী প্রমাণ, নাস্তিতা-জ্ঞানটী অপ্রমাণ—এই কথা যে বলিতেছ, তাহা স্বেচ্ছাচারিতার ফল। [অর্থাৎ ঐ প্রকার উক্তির মূলে কোন প্রমাণ নাই।] এবং যদি 'অস্তি' এই প্রকার জ্ঞানের মত 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানের সত্যতা ও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে (নাস্তিতাজ্ঞানের) বিষয় কি, তাহা ভাবিবার কথা। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, ঘটশূন্য ভূতলের উপলব্ধিই ঘটের অনুপলব্ধি এই কথা বলিয়াছি। তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। কাহার নাম ঘটশূন্যতা ? সেই ঘটশূন্যতা ভূতল হইতে অভিন্ন বা ভিন্ন ? যদি অভিন্ন বল, তাহা হইলে ভূতলের কোন প্রকারবিশেষত্ব না হওয়ায় ঘটের উপস্থিতিকালেও ঘট নাই এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হোক। কিন্তু যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে নামমাত্রেই বিবাদ হইয়া পড়ে। (বিবাদ বিষয়ে থাকে না।)

[অর্থাৎ আমরা যাহাকে ঘটাভাব বলি, তোমরা তাহাকে ঘটশূন্যতা বল।]

ভেদাভেদে ন চিন্ত্যা চ ঘটাদপি বিবিক্ততা।
অভেদে ঘট এব স্যাদ্ ভেদে চাভাব এব সা ॥

তদিহ ঘটো নাস্তীতি ঘটবিবিক্তভূতলালম্বনতায়ামস্যাঃ স্বসংবিদ ইত্যেতি তাবদস্মিন্ সংবিদংশে দেশ আলম্বনমিত্যবিবাদ এব। ইহ ঘটোঽস্তীতি ভাবপ্রতীতিসময়েঽপি তত্র তদবভাসাভ্যুপগমাৎ। ঘটো নাস্তীত্যত্র তু যদবভাসতে তন্ন ভূতলমাত্রমেব, অভাব*-প্রতীতিসময়ে তদতিরিক্ত-প্রতিভাসস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। তদতিরিক্তস্য প্রতিভাসমানং ঘটবিবিক্ততেতি বা কথ্যতাং ঘটাভাব ইতি বা নাত্র বস্তুনি বিশেষঃ। ননু ঘটো নাস্তীতি বিকল্প-মাত্রমেতৎ। ন, দর্শনানন্তরপ্রবৃত্তত্বেন বিধিবিকল্পতুল্যত্বাৎ।

যথানুভবমুৎপত্তুমর্হন্তি কিল কল্পনাঃ।
প্রতিষেধবিকল্পস্তু ন বিধানুভবোচিতঃ॥
ননু নৈব বিকল্পানাং বয়ং প্রামাণ্যবাদিনঃ।
কামং বিধিবিকল্পানামপি মা ভূৎ প্রমাণতা॥
প্রামাণ্যং দর্শনানাং চেত্তুবিকল্পানুসারতঃ।
ইহাপি তেষামেবাস্তি তদ্‌বিকল্পানুসারতঃ॥

অনুবাদ

এবং উক্ত বিবিক্ততা (শূন্যতাটী) ঘট হইতেও ভেদাভেদ লইয়া আলোচ্য নহে। [অর্থাৎ ঘট হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ইহা লইয়া আলোচনা করিলে কোন ফললাভ হইবে না।] তাহা ঘট হইতে অভিন্ন হইলে তাহাকে ঘটই বলিতে হয়, এবং ঘট হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকে ঘটাভাব বলা উচিত।

সেইজন্য 'ইহ ঘটো নাস্তি' এই প্রকার নিজ প্রতীতির পক্ষে ঘটশূন্য ভূতলকে বিষয় বলিলে ঐ জ্ঞানের 'ইহ' এই অংশে দেশবিশেষ আলম্বন এই কথা বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ— 'ইহ ঘটোঽস্তি' এই প্রকার ভাবপ্রতীতিকালেও সেই দেশবিশেষে ভাবের

* আদর্শপুস্তকয়োঃ ভাবপ্রতীতিসময়ম্ ইতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

প্রতীতিস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 'ঘটো নাস্তি' এই স্থলে যাহা প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা কেবলমাত্র ভূতল নহে, কারণ—অভাবের প্রতীতিকালে ভূতল হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের প্রতীতি অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অতিরিক্ত বিষয়টী যাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহাকে ঘটবিবিক্ততা (ঘটের সহিত নিঃসম্বন্ধতা বা ঘটশূন্যতা) বল, কিংবা ঘটাভাব বল, এই বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন পূর্ব্বপক্ষবাদী আমাদের বক্তব্য এই যে, 'ঘট নাই' এই প্রকার জ্ঞানটী কেবলমাত্র কল্পনাত্মক [অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান নহে]। তদুত্তরে সিদ্ধান্তবাদী আমাদের বক্তব্য, না (ঐ কথা ঠিক নহে), কারণ—বিশেষণ-জ্ঞানের অনন্তর উৎপন্ন বলিয়া তাহা ভাবকল্পনার তুল্য। [অর্থাৎ ভাব-কল্পনা এবং অভাবকল্পনা উভয়ের পক্ষে সাম্য আছে। কারণ—ভাববিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান যেরূপ বিশেষণজ্ঞানের অনন্তর হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভাববিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানও বিশেষণজ্ঞানের অনন্তর হইয়া থাকে। (তবে অভাববিষয়ক জ্ঞান নিয়তই সবিকল্পক এইমাত্র বৈষম্য।)] (অভাব-বিষয়ক জ্ঞান নিয়তই অসদ্বিষয়ক এই কথা বলা উচিত নহে। ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন)।

কল্পনাত্মকজ্ঞানমাত্রই অনুভব অনুসারে উৎপন্ন হইবার যোগ্য। [অর্থাৎ পূর্ব্বে অনুভব না থাকিলে কল্পনা হয় না। অনুভূত পদার্থের কল্পনা হইয়া থাকে। অসতের অনুভব হয় না। সুতরাং তাহার কল্পনা অসম্ভব।] কিন্তু অভাবের কল্পনাটী ভাববিষয়ক অনুভবের ফল হওয়া উচিত নহে। [অর্থাৎ ভাববিষয়ক অনুভবের দ্বারা অভাবের কল্পনা-নির্ব্বাহ উচিত নহে।] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, আমরা কোন কল্পনাত্মক জ্ঞানের প্রমাত্ব স্বীকার করি না। (সুতরাং অভাব-বিষয়ক জ্ঞানও কল্পনাত্মক বলিয়া প্রমা নহে।) এই কথা বলিলে ভাব-বিষয়ক বিকল্পজ্ঞানমাত্রেরও প্রমাত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু যদি ভাব-বিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনন্তর উৎপন্ন বলিয়া প্রমা হয়, তাহা হইলে অভাবপক্ষেও সেই অভাববিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষগুলির মূলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে প্রমা বলিব।

টিপ্পনী

"অবচ্ছেদগ্রহগ্রৌব্যাদগ্রৌব্যে সিদ্ধসাধনাৎ।" এই তৃতীয় স্তবকের শেষ কারিকার দ্বারা উদয়ন বলিয়াছেন যে, অভাবমাত্রই প্রতিযোগীর দ্বার বিশেষিত, সুতরাং অভাবের জ্ঞান যখনই হয়, তখনই তাহা বিশিষ্ট-জ্ঞান, অতএব তাহা সবিকল্পকজ্ঞান। কিন্তু ঐ অভাব যদি প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত না হইয়া উপলক্ষিত হয় তাহা হইলে অভাবের সবিকল্পকজ্ঞানের পূর্ব্বে অভাবাংশেও নির্ব্বিকল্পক স্বীকার করা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে উদয়ন 'অগ্রৌব্যে সিদ্ধসাধনাৎ' এই কথা বলিয়াছেন। এই সকল কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, অভাবের নির্ব্বিকল্পক লইয়া কথোপকথন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। চিৎসুখী গ্রন্থেও ১ম পরিচ্ছেদে ৫২ পৃষ্ঠায় অভাবের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত আছে। শাস্ত্র-দীপিকাকার ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষে বৌদ্ধ মত কি তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তথাপি বিশদাবভাস নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনন্তরোৎপন্নতা-বশতঃ তৎসংসর্গে সবিকল্পক প্রত্যক্ষও বিশদাবভাস বলিয়া গৃহীত হয়। অতএব জয়ন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রচলিত কথা লইয়াই এইস্থানে আলোচনা করিয়াছেন বুঝা যায়। এইসকল বিষয়ে জয়ন্তের সহিত উদয়নপ্রভৃতির অনেকটা মিল দেখা যায়।

বস্তুপ্রাপ্ত্যা বিধিবিকল্পানাং প্রামাণ্যব্যবহার ইতি চেদ্ ইহাপি তৎপ্রাপ্ত্যৈব নিষেধবিকল্পানামস্তু প্রামাণ্যব্যবহারঃ। কিমত্র বস্তু প্রাপ্যতে ইতি চেৎ, তত্রাপি কিং প্রাপ্যতে ? নীলমিতি চেৎ, সেয়মভাবস্যাপি প্রাপ্তির্ভবত্যেব, নীলং হি প্রাপ্যমাণং তদভাবাবিনাভূতপীতাদিব্যবচ্ছিন্নরূপং প্রাপ্যতে, সা চেয়ং তথাভূতনীলপ্রাপ্তির্ভবন্তীতরাভাবপ্রাপ্তিরপি ভবতি, অন্যথা হি নীলপ্রাপ্তিরেব ন স্যাদিতি। এতচ্চ লাক্ষণিকং বিরোধমাচক্ষাণৈর্ভবদ্ভিরেবোপগতম্।

অনুবাদ

ভাববিষয়ক বিকল্পজ্ঞানগুলির অনন্তর উক্ত জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তুর প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহারা প্রমা—এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে

বলিব যে, এইস্থলেও (অভাবস্থলেও) তাহার প্রাপ্তির দ্বারাই অভাব-বিষয়ক বিকল্পজ্ঞানের প্রমাত্ব-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এইস্থলে (অভাব-স্থলে) কাহার প্রাপ্তি হয়? এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, সেইস্থলেই বা (ভাবস্থলেই বা) কাহার প্রাপ্তি হয়? যদি বল যে, ভাবস্থলে নীলের প্রাপ্তি হয় [অর্থাৎ নীলাদির প্রাপ্তি হয়। নীল-পদটী উপলক্ষণপর]; তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, এই রকমের প্রাপ্তি অভাবেরও হইতে পারে। কারণ—যখন নীলের প্রাপ্তি হয়, তখন সেই নীল নীলেতর-পীতাদিভিন্নরূপে প্রাপ্য হইয়া থাকে; এবং সেই এই প্রাপ্তি তথাভূতভাবে নীলের পক্ষে সংঘটিত হওয়ায় নীলাদিব্যতিরিক্ত পীতাদির অভাবেরও প্রাপ্তি ঘটিয়া যায়। ইহা স্বীকার না করিলে নীলের প্রাপ্তিই হইতে পারে না। [অর্থাৎ ভাববিশেষ অন্য ভাবের ব্যাবর্ত্তক না হইলে অভিমত বিষয়প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ—অনভিমত বিষয়গুলির অব্যাবর্ত্তন অভিমত বিষয়ের প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়।]

এবং বস্তুগুলির লক্ষণগত বিরোধ বলিতে গিয়া তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছ। [লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্ত্তন অনভিমত হইলে লক্ষণগতবিরোধ-প্রদর্শন অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া পড়ে।]

> সুখদুঃখ-সমুৎপত্তিরভাবে শত্রুমিত্রয়োঃ।
> কন্টকাভাবমালক্ষ্য পদং পথি নিধীয়তে।
> প্রাগুৎপত্তের্ঘটাভাবং বুদ্ধ্বা তৎকারণাদরঃ।
> ব্যাধ্যভাবপরিচ্ছেদাদ্ ভৈষজ্যবিনিবর্ত্তনম্॥
> ইত্যভাবপ্রতিষ্ঠানব্যবহারপরম্পরাম্।
> পশ্যন্নভাবং কো নাম নিহ্নুবীত সচেতনঃ॥

অনুবাদ

শত্রুর অভাবে সুখের উৎপত্তি এবং মিত্রের অভাবে দুঃখের উৎপত্তি সকলের হয়। কন্টকের অভাব দেখিয়া পথে পদনিক্ষেপ সকলে করে। উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব বুঝিয়া (ঘটের উৎপাদনের জন্য) ঘট-

কারণের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া থাকে। রোগাভাব নির্ণীত হইবার পর ঔষধ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। সচেতন কোন্ ব্যক্তি এই সকল স্থলে অভাবের অবস্থান ও অভাবগত ব্যবহারপরম্পরা দেখিয়া অভাবের গোপন করিতে পারে? [অর্থাৎ অভাব নাই এই কথা বলিতে পারে?]

ননু নাজনকমালম্বনং ভবতি জ্ঞানস্য, অভাবস্তু সকলোপাখ্যাবিনির্মুক্ত-স্বরূপ ইতি ন জ্ঞানজননপটুঃ, অতঃ কথং তদালম্বনম্? উচ্যতে। সৌগতানাং তাবন্ন কিঞ্চিদ্ জনকং বস্তু প্রতিভাসতে, দ্বিত্রিক্ষণাবস্থিতি-প্রসঙ্গেন ক্ষণভঙ্গব্রতবিলোপপ্রসঙ্গাৎ। উৎপদ্যতে চার্থজ্ঞানঞ্চ জনয়তি জাতেন তেন গৃহ্যতে চেত্যাসাং ক্রিয়াণামেককালত্বাভাবাৎ। তস্মাদকারক এব ভাবঃ প্রতিভাসতে, আকারার্পণপক্ষঞ্চ প্রতিক্ষেপ্স্যামঃ। এবং ভাববদভাবোঽপ্যজনকঃ প্রতিভাসতাম্। অস্মাভিস্তু ভাববদভাবোঽপি জ্ঞানজননসমর্থ ইষ্যতে, নহি নিঃশেষসামর্থ্যরহিতত্বমভাবলক্ষণম্। অপি তু নাস্তীতিজ্ঞান-গম্যত্বম্। সৎপ্রত্যয়গম্যো হি ভাব ইষ্যতে, অসৎপ্রত্যয়গম্যস্ত্বভাব ইতি। তদিদমুক্তং সদসতী তত্ত্বমিতি *। ননু ভাববদেব জ্ঞানজনকঃ সন্নভাবো ন ভাবাদ্ বিশিষ্যতে, অহো নিপুণদর্শী দেবানাং প্রিয়ঃ! প্রতীতিভেদশ্চাস্তি, তত্র প্রতীয়মানৌ ভাবাভাবৌ ন ভিদ্যেতে ইতি কথমেবং ভবেৎ?

অপিচ রে মূঢ়! জ্ঞানজনকত্বাবিশেষেঽপি রূপরসৌ কথং ভিদ্যেতে? প্রতীতিভেদাদিতি চেদ্ ভাবাভাবাবপি জনকত্বধর্ম্মসামান্যেঽপি প্রতীতি-ভেদাদেব ভিদ্যেয়াতাম্। নহি প্রতিভাস্যভেদমন্তরেণ প্রতিভাসভেদো ভবতীতি ভবতাপ্যভ্যুপগতম্।

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, যাহা প্রত্যক্ষের জনক হয় না, তাহা প্রত্যক্ষের আলম্বন হয় না। (ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অভাবের পক্ষে আরও বৈশিষ্ট্য আছে) কিন্তু অভাব অলীক, অতএব তাহা প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে না। সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষের আলম্বন

* ন্যায়ভাষ্যে অ° ১ আ° ১ সূ° ১।

হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছি, বৌদ্ধদের মতে কোন বস্তু জনক হইতে পারে না, কারণ—যাহা জনক হয়, তাহার (অন্ততঃ) দুই তিন ক্ষণ অবস্থিতির আপত্তি হয় বলিয়া ক্ষণিকত্ববাদনিয়মের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ—যাহা কারণ, তাহা প্রথমে উৎপন্ন হয়। তাহার পর তাহা অর্থজ্ঞান সম্পাদন করে, এবং তাহার পর উৎপন্ন সেই জ্ঞান (কারণীভূত সেই বিষয়কে) প্রকাশ করে, এই সকল ক্রিয়াগুলি একক্ষণে হইতে পারে না। সেই জন্য তাহাদের মতে অভাব তো দূরের কথা, ভাবপদার্থই জনক হইতে পারে না। আকার-সমর্পণপক্ষের প্রতিষেধ করিব। বৌদ্ধমতে ভাব এবং অভাব উভয়ই অজনক হোক্। কিন্তু আমরা (নৈয়ায়িক) ভাবের ন্যায় অভাবকেও কারণ বলিয়া থাকি। কারণ (আমাদের মতে) সর্ব্ববিধ সামর্থ্যশূন্যতা অভাবের লক্ষণ নহে, পরন্তু 'নাস্তি' এইপ্রকারজ্ঞানবিষয়ত্বই অভাবের লক্ষণ। [অর্থাৎ নিষেধমুখে যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই অভাব।] কারণ—ভাবমুখে যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা ভাবপদার্থ। অভাবটী তাহার বিপরীত। কারণ—তাহা নিষেধমুখে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই কথা আমরা বলিয়া থাকি। সেইজন্য (বাৎস্যায়ন মুনি) এই কথা বলিয়াছেন যে, পদার্থ দ্বিবিধ, সৎ এবং অসৎ। (অসৎ শব্দের অর্থ এখানে অলীক নহে।) [অর্থাৎ সৎ শব্দের অর্থ ভাব, এবং অসৎ শব্দের অর্থ ভাবভিন্ন।] এই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা।

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অভাব যদি ভাবের ন্যায় জ্ঞানের জনক হয়, তাহা হইলে ভাবপদার্থ হইতে অভাবের বৈষম্য কেমন করিয়া হয়? ইহার উত্তরে বলিব, আচ্ছা তুমি সূক্ষ্মদর্শী কিন্তু স্থূলবুদ্ধি। ভাব ও অভাবের স্থলে জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে। অতএব ভাব এবং অভাব ভিন্ন হইতে পারে না—এইরূপ আপত্তি সম্ভবপর নহে। আরও এক কথা, হে মূর্খ। রূপ এবং রস উভয়ই প্রত্যক্ষের জনক হইলেও তাহারা পরস্পর ভিন্ন হয় কিরূপে? সেই স্থলে প্রতীতির ভেদ হয়, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, ভাব এবং অভাব উভয়েই প্রত্যক্ষের জনক হইলেও প্রতীতি-

ভেদবশতঃই তাহারা পরস্পর ভিন্ন হইতে পারিবে। কারণ—বিষয়-বৈলক্ষণ্য ব্যতীত প্রতীতি-ভেদ হয় না, ইহা তোমারও স্বীকৃত।

টিপ্পনী

রামানুজাচার্য্যও শ্রীভাষ্যে অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তির নিরাস-প্রসঙ্গে যাহা জ্ঞানের অজনক, তাহা জ্ঞানের আলম্বন হয় না এই মতটীর প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের আলম্বনমাত্রই জ্ঞানের হেতু হইলে স্বপ্নকালীন দৃষ্ট বস্তুকেও স্বপ্ন-জ্ঞানের হেতু বলিতে হইত, তাহা হইলে ঐ স্বপ্নকালীন দৃষ্টবস্তু অসত্য বলিয়া অসত্য হইতে সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু জ্ঞানের আলম্বনমাত্রই জ্ঞানের জনক নহে। পরন্তু জ্ঞানের বিষয়মাত্রই জ্ঞানের আলম্বন, তাহা সত্যই হোক্ বা অসত্যই হোক্, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। শ্রুত-প্রকাশিকাকার ইহার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিষয় সত্য না হইলে জ্ঞান সত্য হয় না, ইহা নিয়ম হইতে পারে না। যাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে বিষয়টী অবিদ্যমান তাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে ঐ বিষয়টী হেতুরূপে অপেক্ষিত নহে, তাহা কেবল বিষয়রূপেই অপেক্ষিত। তাদৃশ জ্ঞানের হেতু দোষ। কিন্তু যাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে আলম্বন বিষয়টী বিদ্যমান, তাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে উক্ত বিষয়টী হেতুরূপে এবং বিষয়রূপে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব অজনক বিষয় জ্ঞানের আলম্বন হয় না এই মতটী তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বথা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। জয়ন্তও উক্ত মতের প্রতিষেধক।

প্রামাণ্যং বস্তুবিষয়ং দ্বয়োরর্থভিদাং জগৌ।
প্রতিভাসস্য চিত্রত্বাদেকস্মিংস্তদযোগতঃ॥ ইতি।

তস্মাদস্তীতি প্রতীতে*রেব ভাবঃ, নাস্তীতি প্রতীতেরভাবো ভূমিরিত্য-ভ্যুপগম্যতাম্। অথবা বিজ্ঞানবাদ এব সুস্পষ্টমাশ্রীয়তামন্তর্বাবস্থানন্তু ন সাম্প্রতম্। অর্থক্রিয়াসামর্থ্যমপি তস্য দর্শিতমেব।

* প্রতীতিরেব ভাব ইত্যাদর্শপুস্তকস্থঃ পাঠো ন সমীচীনঃ।

স্বজ্ঞানাপাক্রিয়াশক্তিরমুষ্য স্ফুরণক্ষণা ।
অর্থক্রিয়াঽস্বজন্যা তু ন ভাবেনাপি জন্যতে ।
এবঞ্চ সতি যঃ পূর্ব্বং শক্তিবাদোঽত্র বর্ণিতঃ ।
স প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বাৎ কণ্ঠশোষায় কেবলম্ ॥

তথা সম্বন্ধাভাবাদিতি যদুক্তং তত্র দেশেন সহ তাবদভাবস্য বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সম্বন্ধঃ স তু সম্বন্ধান্তরমূল ইতি ভাবেঽয়ং নিয়মো নাভাবে । ন * চ ভাবেঽপ্যেষ নিয়মঃ, ন হ্যেবং ভবতি যৎ সম্বদ্ধং তদ্ বিশেষণমেব পাদপীড়তে শিরসি বা ধার্য্যমাণে দণ্ডে দণ্ডীতি প্রত্যয়ানুৎপাদাৎ । নাপ্যেবং যদ্ বিশেষণং তৎ সম্বদ্ধমেবেতি, সমবায়স্য সতোঽপি বিশেষণত্বে সম্বন্ধান্তরা-ভাবাৎ । তস্মাৎ সম্বন্ধান্তররহিতোঽপি প্রতিবন্ধ ইব বাচ্যবাচকভাব ইব বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ স্বতন্ত্র এব সম্বন্ধস্তথাপ্রতীতেরবধার্য্যতে । উভয়ো-রুভয়াত্মকত্বাৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ তথা প্রতিভাসাৎ পুরুষেচ্ছানুবর্ত্তনেন ব্যত্যয়প্রত্যয়েঽপি ন দোষঃ । তস্মাদ্ বিশেষণবিশেষ্যভাব এব † ভূতলাদিনা সহাভাবস্য সম্বন্ধঃ । এবং কালেনাপি সহ স এব বেদিতব্যঃ । ক্রিয়য়া কর্তৃস্থয়া বা গমনাদিকয়া কর্ম্মস্থয়া বা ভেদনাদিকয়া সহ সংযোগাদ্যভাবেঽপি বিশেষণবিশেষ্যভাব এব সম্বন্ধঃ, তদ্বদভাবস্যাপি ভবিষ্যতীতি ।

অনুবাদ

(তোমার মতে) প্রমাণ দ্বিবিধ এবং উভয় প্রমাণই সত্য বস্তুর গ্রাহক। (উহাদের মধ্যে কেহ যদি অলীকের গ্রাহক হইত, তাহা হইলে বিষয়-ভেদ বাধিত হওয়ায় প্রমাণ-দ্বৈবিধ্যও বাধিত হইত। উক্ত প্রমাণদ্বৈবিধ্য জ্ঞানভেদ এবং একই বিষয়ে প্রমাণদ্বয়ের অসম্বন্ধ এই উভয় কারণে প্রমেয়দ্বৈবিধ্যজ্ঞাপক হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ তোমার কথা। সেইজন্য [অর্থাৎ প্রতীতিভেদ বিষয়ভেদজ্ঞাপক বলিয়া] ভাবপদার্থ ভাবমুখে প্রতীতিবিষয় হয়, এবং অভাবপদার্থ নিষেধমুখে প্রতীতির বিষয় হয়, ইহা স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। [অর্থাৎ ভাব এবং অভাব উভয়

* আদর্শপুস্তকে বস্তেতি পাঠো ন সমীচীনঃ ।

† 'সম্বন্ধো দেশে' ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ ।

পদার্থ না থাকিলে ঐরূপ প্রতীতিভেদ হইত না।] (যদি বল অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা একটা জ্ঞানবিশেষ, তদুত্তরে বলিতেছেন) অথবা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবাদ অবলম্বন কর। বিষয়বিশেষের পক্ষে বিজ্ঞানবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। অভাবের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঐ অভাবের নিজের সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাই উহার ক্রিয়াশক্তি, তাহার অপলাপ করা যায় না। তবে অন্যান্য বস্তু (দ্রব্যাদি) যেরূপ কার্য্য করে, অভাব তাহা করিতে পারে না বটে, কিন্তু অন্যের কার্য্য ভাববস্তুও করিতে পারে না। [অর্থাৎ কুঠারের কার্য্য ঘট করিতে পারে না বলিয়া কি ঘট অসৎ হইবে? প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থক্রিয়া আছে, তাহা লইয়াই তাহাদের সত্যতা।] দ্বিতীয়তঃ ইহা হইলে এই অভাবের পক্ষে সর্ব্ববিধসামর্থ্যশূন্যতা অভাবের লক্ষণ এই কথা বলিয়া যে শক্তিবাদের অবতারণা করিয়াছ তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া [অর্থাৎ বস্তুবিশেষের পক্ষে কোন প্রত্যক্ষই সর্ব্ববিধ সামর্থ্যের গ্রাহক হয় না বলিয়া] কেবলমাত্র কণ্ঠকে শুষ্ক করে। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা করিলে কণ্ঠশোষ ব্যতীত কোন ফলের লাভ হয় না।] তারপর ভূতলের সহিত অভাবের সম্বন্ধ না থাকায় অভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে না এই কথা যে বলিয়াছ, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, ভূতলাদিদেশের সহিত অভাবের বিশেষ্যবিশেষণভাবরূপ সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধপূর্ব্বক এই প্রকার নিয়ম ভাববস্তুর পক্ষে সম্ভবপর, অভাবের পক্ষে ঐরূপ নিয়ম মানি না। এবং ভাবের পক্ষেও এই নিয়ম সঙ্গত নহে। কারণ—যাহা সম্বদ্ধ হয়, তাহা বিশেষণ হইবেই, এইরূপ নিয়ম করা যায় না। কোন দণ্ড যদি পুরুষবিশেষের পাদাহত বা মস্তকধৃত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই পুরুষবিশেষকে দণ্ডী বলিয়া কাহারও প্রতীতি হয় না। [অর্থাৎ তখন পাদের সহিত বা মস্তকের সহিত দণ্ডের সম্বন্ধ থাকিলেও দণ্ডী বলা চলে না।] এবং যাহা বিশেষণ, তাহা সম্বদ্ধ * হইবেই এইরূপ নিয়ম

* অন্য কোন সম্বন্ধে বর্ত্তমান।

করাও চলে না। কারণ—সমবায়-সম্বন্ধটী কাহারও বিশেষণ হইলেও অন্য কোন সম্বন্ধে থাকে না। সেইজন্য বিশেষ্যবিশেষণভাবটী ব্যাপ্তির ন্যায় বাচ্যবাচকভাবের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র সম্বন্ধ [অর্থাৎ অতিরিক্ত সম্বন্ধ] (উহাকে ব্যবহারে আনিতে গেলে অন্য কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহাই তাৎপর্য্য) প্রতীতি হইতে তাহা জানা যায়। [অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবরূপ সম্বন্ধকে লইয়া লোকের সাধারণতঃ যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ সম্বন্ধ সম্বন্ধান্তরসাপেক্ষ নহে। বাহিরের লোকের নিকট উহার পরিচয় জানিতে যাইতে হইবে না।]

বিশেষ্য এবং বিশেষণ এই উভয় উভয়ের স্বরূপ হইতে পারে বলিয়া [অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণের এবং বিশেষণ বিশেষ্যের স্বরূপ হইতে পারে বলিয়া] সময়বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের সেইরূপ প্রতীতি হয় [অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষণের পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতীতি হয়], সুতরাং পুরুষেচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়া (পুরুষের ইচ্ছা অনুসারে) প্রতীতির পরিবর্ত্তন করিলেও কোন দোষ হয় না।

[অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক প্রতীতির মূলে বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিবর্ত্তন * হয়, ঐ পরিবর্ত্তন জ্ঞাতার ইচ্ছাসাপেক্ষ। উহাতে প্রত্যক্ষনিয়মের কোন হানি হয় না। সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষস্থলেও অভাব বিশেষণও হইতে পারে, বিশেষ্যও হইতে পারে। যাহাই হউক, অভাবের পক্ষে অধিকরণের সম্বন্ধ সম্বন্ধান্তরনিরপেক্ষ বিশেষ্যবিশেষণভাব।]

সেইজন্য একমাত্র বিশেষ্যবিশেষণভাবই ভূতলাদির সহিত অভাবের সম্বন্ধ, এবং কালের সহিতও সেই সম্বন্ধই বুঝিবে। কারণ—কর্ত্তৃস্থ গমনাদি-ক্রিয়া বা কর্ম্মস্থ ভেদনাদি-ক্রিয়ার সহিত কালের সংযোগপ্রভৃতি সম্বন্ধ না থাকিলেও বিশেষ্যবিশেষণভাব (বিশেষণতাবিশেষ) সম্বন্ধ হইতে পারে। তদ্রূপ অভাবেরও ঐরূপ সম্বন্ধ হইবে। এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা। [অর্থাৎ ভাবপদার্থের সহিতই যখন কালের তথাকথিত

* এই কথা শব্দশক্তিপ্রকাশিকাগ্রন্থে শব্দপ্রামাণ্যবাদে আছে। প্রকাশিকাকার বলিয়াছেন, পদার্থবিশিষ্টাদেরপ অন্বিতানামপি পদান্তরানপ্রসঙ্গস্তু তাৎপর্য্যানুরোধাৎ।

সম্বন্ধ ঘটে, তখন অভাবের সহিতও কালের ঐরূপ সম্বন্ধ ঘটিবে, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই।]

প্রতিযোগিনা তু সহ বিরোধোহস্য সম্বন্ধঃ, অয়মেব চ বিরোধার্থঃ, যদেকত্রোভয়োরসমাবেশঃ। অতশ্চৈকবিনাশে ন সর্ববিনাশো ঘটাভাবস্য ঘটৈকপ্রতিযোগিত্বাৎ। যত্তু ভবনধর্ম্মা অভবনধর্ম্মা বেতি বিকল্পিতং তত্রাভবনধর্ম্মৈবাভাবোহভ্যুপগম্যতে, ভবনধর্ম্মত্বেহপি চাভাবো ন ভাবান্ন ভিদ্যতে প্রতিভাসভেদস্য রূপরসাদিষূপদর্শিতত্বাৎ। ভবনধর্ম্মত্বঞ্চাস্য হেত্বন্বয়-ব্যতিরেকিত্বাদ্ ভবতি, ঘটো হি মৃৎপিণ্ডদণ্ডাদীনিব জন্মনি বিনাশেহপি মুদ্গরাদীননুবর্ত্ততে হেতূন্। বিজাতীয়সন্ততিজননপক্ষেহপি সদৃশসন্তান-জনিকায়াঃ শক্তেরভাবঃ স্বীক্রিয়তে* এব, অন্যথা মুদ্গরাদ্যুপনিপাতেহপি বিজাতীয়েব সজাতীয়সন্ততিরভিজায়েত। সজাতীয়বিজাতীয়োভয়সন্ততি-জননশক্তিযুক্তো ঘট ইতি চেদ্ মুদ্গরাদিযোগাৎ পূর্ব্বমপি কপাল-সন্ততিজননং তদ্যোগেহপি বা সতি ঘটসন্ততিজননমনিয়মেন দৃশ্যেতেতি। বিজাতীয়ক্ষণোৎপাদনস্বভাবে চ ঘটে মুদ্গরাদের্বৈয়র্থ্যমেব স্যাৎ।

অনুবাদ

কিন্তু প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সম্বন্ধ অন্য কিছু নহে, বিরোধই একমাত্র সম্বন্ধ। এবং এই বিরোধের অর্থ একত্র উভয়ের (প্রতিযোগী এবং অভাবের) অনবস্থান। অতএব [অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অভাবের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিযোগী বলিয়া) একের বিনাশে সকলের বিনাশ হয় না। (কিন্তু একটী অভাবের পক্ষে সকলে প্রতিযোগী হইলে একের বিনাশ ঘটিলে সকলের বিনাশের আপত্তি হইত) কারণ—ঘট ঘটাভাবের একমাত্র প্রতিযোগী হইয়া থাকে।

কিন্তু অভাব উৎপত্তিশীল কিংবা নিত্য এইরূপ যে কুতর্ক করিয়াছ, সেই পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, অভাবের উৎপত্তি নাই ইহা আমরা স্বীকার করি। এবং অভাবের উৎপত্তি থাকিলেও অভাব ভাবপদার্থ হইতে

* ক্রিয়ত ইত্যাদর্শপুস্তকস্থঃ পাঠো ন সমীচীনঃ।

ভিন্ন, কারণ—রূপরসাদি স্থলে জ্ঞানের ভেদ হয় ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি [অর্থাৎ বিষয়ভেদ ব্যতীত জ্ঞানের ভেদ হয় না। সুতরাং রূপরস্যাদির ভেদ আছে বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষেরও ভেদ হইয়া থাকে। অতএব অভাববিষয়ক জ্ঞান এবং ভাববিষয়ক জ্ঞানের যখন ভেদ আছে, তখন অভাব এবং ভাব একজাতীয় পদার্থ নহে।] এবং অভাবের যে উৎপত্তি হয়, তাহার কারণ—অভাবের কারণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেক।

কারণ—ঘট নিজের উৎপত্তি এবং বিনাশ এই উভয় স্থলেই কারণকে অপেক্ষা করে। ঘট যেরূপ নিজের উৎপত্তির পক্ষে ও মৃৎপিণ্ড দণ্ডাদিকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিনাশপক্ষে ও মুদ্গরপ্রভৃতি হেতুকে অপেক্ষা করে। মুদ্গরাদি হইতে ঘটের বিনাশ হয় না, বরং ঘটধারাসৃষ্টির পরিবর্ত্তে অন্যবিধভাবধারার সৃষ্টি হয়, (সুতরাং অভাব মানিবার প্রয়োজন নাই) এই মত গ্রহণ করিলেও সজাতীয়ধারাসৃষ্টিজনক শক্তির অভাবস্বীকার অবশ্যই করিতেছ। তাদৃশ শক্তির অভাবস্বীকার না করিলে মুদ্গরপ্রভৃতির দ্বারা আঘাত করিলেও বিজাতীয় ধারার মত সজাতীয়-ধারার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। যদি বল যে, ঘটের সজাতীয় এবং বিজাতীয় এই উভয়বিধ ধারার সৃষ্টিকার্য্যে নৈপুণ্য আছে। তাহা হইলে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, মুদ্গর প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করার পূর্ব্বেও (বিজাতীয়) (ক্ষণিক) কপালধারার উৎপাদন কিংবা মুদ্গরাদির দ্বারা আঘাত করিলেও (সজাতীয়) (ক্ষণিক) ঘটধারার উৎপাদন দেখা যাইত। ঐ সকল উৎপাদনে কোন নিয়ম থাকিত না [অর্থাৎ যখন তখন ঐ সকল কার্য্য হইত।] ইহাই আমাদের কথা। এবং ঘট যদি স্বভাবতঃ বিজাতীয় ক্ষণের (অন্যবিধ বস্তুধারার) উৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে মুদ্গরাদির বৈয়র্থ্যই হইয়া পড়ে।

তদুৎপাদস্বভাবে হি ন কিঞ্চিন্ মুদ্গরাদিনা।
অতদুৎপাদকত্বেঽপি ন কিঞ্চিন্ মুদ্গরাদিনা॥
মুদ্গরোপনিপাতাচ্চ যত্ত্বাৎপন্নং ক্ষণান্তরম্।
ঘটক্ষণস্য কিং বৃত্তং যেন নাভাতি পূর্ব্ববৎ॥

নম্বস্থাভবনং বৃত্তং স এবার্থোঽয়মুচ্যতে।
ঘঞা কিমপরাদ্ধং বা কিং বাপ্যুপকৃতং ল্যুটা॥

ননূক্তং ন তস্য কিঞ্চিদ্ভবতি, ন ভবত্যেব কেবলমিতি, তদযুক্তম্, যদসৌ ন ভবতি, স এবাস্যাভাবঃ। নমু স ন ন তু তস্যাভাবঃ, মৈবম্। স-নেতি শব্দয়োর্জ্ঞানয়োশ্চ বিষয়ভেদাৎ। স ইতি জ্ঞানস্য স্বর্য্যমাণো ঘটাদির্বিষয়ঃ, নেতি তু জ্ঞানস্যাভাবো ভূমিরিত্যলমলীকবিদগ্ধবিরচিত-বিফলবক্রবচনবিমর্দ্দেন।

তস্মাদিত্থমভাবস্য প্রমেয়ত্বোপপাদনাৎ।
ন হ্যসদ্ব্যবহারায় কল্পন্তেঽনুপলব্ধয়ঃ॥
ন স্বভাবানুমানে চ তদন্তর্ভাবসম্ভবঃ।
সেয়ং পৃথগভাবাখ্যমনৃষামুপপাদিতম্॥
কারণানুপলব্ধ্যাদের্বাঢ়মস্ত্বনুমানতা।
স্বভাবানুপলব্ধিস্তু প্রত্যক্ষমিতি সাধিতম্॥

কারণ—বিজাতীয় ক্ষণের* উৎপত্তি যদি স্বভাবকৃত হয়, তাহা হইলে মুদ্গরাদির দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। এবং বিজাতীয় ক্ষণের কপালাদির উৎপত্তি যদি স্বভাবকৃত না হইয়া মুদ্গরাদিভিন্ন কোন বস্তুর কৃত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও মুদ্গরাদির কোন কার্য্য থাকে না।

এবং মুদ্গরপাতজন্য অন্য কোন ক্ষণের উৎপত্তিস্বীকার যদি কর তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটরূপ ক্ষণটার কি হইল? যাহার জন্য সে পূর্ব্বের ন্যায় লোকদৃশ্য হইতেছে না। [তোমরা অভাব স্বীকার কর না। সুতরাং তোমাদের মতে ক্ষণান্তর উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণের বিনাশরূপ অভাব না ঘটায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন?]

যদি বল যে, ইহার (পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটক্ষণের) অভবন হইয়াছে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই বিষয়টার কথাই বলিতেছি। ঘঞ্-প্রত্যয় কি অপরাধ করিয়াছে, ল্যুট্-প্রত্যয়ই বা তোমাদের কি উপকার করিয়াছে?

* বৌদ্ধগণ ক্ষণিক পদার্থকে ক্ষণ বলিয়া থাকেন।

[অর্থাৎ অভবন এবং অভাব এই দুইটী শব্দের একই অর্থ। অভবনশব্দটী ল্যুট্-প্রত্যয়নিষ্পন্ন, এবং অভাবশব্দটী ঘঞ্-প্রত্যয়নিষ্পন্ন, এইমাত্র বৈষম্য। সুতরাং অভবনস্বীকার করিলেই অভাবস্বীকার করা হইয়া থাকে, অতএব অভাবশব্দের উচ্চারণ না করায় আমাদের মনে হইতেছে যে, অনট্-প্রত্যয় তোমাদের উপকার করিয়াছে, এবং ঘঞ্-প্রত্যয় তোমাদের অপকার করিয়াছে, সেইজন্য কৃতজ্ঞতার বশে অনট্-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের নাম করিতেছ এবং শত্রুতার বশে ঘঞ্-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের নাম করিতেছ না।]

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা অন্য কিছু বলি নাই, কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াছি যে, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী ঘটক্ষণের (মুদ্গরপাতনিবন্ধন) লভ্য কিছু নাই, কেবলমাত্র তাহা (পরক্ষণে) থাকিতেছে না।

(উত্তর) তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঐ ঘটক্ষণ যে থাকিতেছে না, তাহাই ইহার অভাব। পূর্ব্বপক্ষ—আমরা 'স ন' এই প্রকার বাক্য বলিয়াছি কিন্তু তাহার অভাব এইপ্রকার বাক্য বলি নাই। (উত্তর) এই কথা বলিতে পার না। কারণ—'সঃ' 'ন' ইহা ২টী শব্দ, এই দুইটী শব্দের অর্থ ভিন্ন এবং সঃ ও ন ইত্যাকার জ্ঞানদ্বয়ের বিষয়ও ভিন্ন। বর্ত্তমান স্মৃতির বিষয়ভূত ঘটাদি সঃ ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু অভাব ন ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয়। অতএব যে বাস্তবিক অনিপুণ, তাহার কথিত বিফল বক্রোক্তির প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, এই ভাবে অভাবকে প্রমেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করায় অনুপলব্ধিগুলি কেবলমাত্র নাস্তিত্ব-ব্যবহারের সাধক হইতে পারে না। (বৌদ্ধমতে অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের মতে অনুপলব্ধি অভাবের সাধক হইতে পারে না।) অতএব তাঁহাদের মতে অনুপলব্ধি হইতে অভাবের সিদ্ধি হয় না, কিন্তু তাহা হইতে কেবলমাত্র নাস্তিত্বব্যবহার হয়। জয়ন্ত এই কথার দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিলেন এবং অনুপলব্ধি স্বভাব-হেতুর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। (বৌদ্ধগণ অনুপলব্ধি স্বভাব-হেতুর অন্তর্ভুক্ত এই কথা বলিয়াছেন।) (মীমাংসক-মতে) অভাব ঐ অনুপলব্ধিনামক

পৃথক্ প্রমাণের গোচর স্বতন্ত্র প্রমেয় ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কারণানুপলব্ধি-প্রভৃতি অনুপলব্ধিকে অনুমান বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু স্বভাবানুপলব্ধি (দৃশ্যানুপলব্ধি) প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত ইহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে।

যা চেয়মেকাদশানুপলব্ধিবধূশুদ্ধান্তমধ্যে বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধিরুদাহৃতা, নাধ্রুবভাবী ভূতস্যাপি ভাবস্য বিনাশো হেত্বন্তরাপেক্ষণাদিতি * সেয়মিদানীমেব সাধ্বী দূষিতা, বিস্তরতস্তু ক্ষণভঙ্গভঙ্গে দূষয়িষ্যতে।

> যৈস্তু মীমাংসকৈঃ সম্ভিরভাবো নাভ্যুপেয়তে।
> প্রমাদেনামুনা তেষাং বয়মপ্যত্র লজ্জিতাঃ॥

ঘটো হি ন প্রতীয়তে ন তু তদভাবঃ প্রতীয়তে, ইত্যেবং বদদ্ভিরেভির্দর্শনাদর্শনে এব পদার্থানাং সদসত্ত্বে ইতি কথিতং স্যাৎ। এতচ্চাযুক্তম্। দর্শনাদর্শনাভ্যাং হি সদসত্ত্বে নিশ্চীয়েতে ন তু দর্শনাদর্শনে এব সদসত্ত্বে।

> ন চাপ্রতীতিমাত্রেণ তদভাবনিবন্ধনাঃ।
> ব্যবহারাঃ প্রকল্প্যন্তে মৃদন্তরিততোয়বৎ॥
> খপুষ্পস্য পিশাচস্য মৃদন্তরিতবারিণঃ।
> ন খল্বনুপলম্ভত্বে বিশেষঃ প্রতিভাতি নঃ॥
> সর্ব্বদানুপলম্ভো হি কুর্ব্বন্নাস্তিত্বনিশ্চয়ম্।
> বিশেষ্যতে মৃদন্তঃস্থসলিলানুপলব্ধিতঃ॥
> আগমাদ্ যুক্তিতশ্চাপি সত্ত্বসম্ভাবনাং গতঃ।
> সর্ব্বদাঽনুপলব্ধোঽপি ন পিশাচঃ খপুষ্পবৎ।

অনুবাদ

যে একাদশ প্রকার অনুপলব্ধিরূপ রমণীদিগের অন্তঃপুরমধ্যে বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধির উদাহরণ দিয়াছ, প্রতিষেধ্যের সহিত যাহার বিরোধ আছে, এরূপ কোন পদার্থের যাহা ব্যাপ্য, তাহার উপলব্ধি হইতে

* হেত্বন্তরানপেক্ষণাদিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সঙ্গচ্ছতে।

প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। উদাহরণ—উৎপন্ন হইলেও ভাবপদার্থের হেত্বন্তরের অপেক্ষা থাকায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যাহার হেত্বন্তরের অপেক্ষা নাই, এইরূপ পদার্থ নিত্য অথবা অলীক; তাহার বিনাশও নাই। সুতরাং উৎপত্তিশীল ভাবপদার্থের হেত্বন্তরের অপেক্ষা বিনাশিত্বের ব্যাপ্য বলিয়া তাহার উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার (অবিনাশিত্বের) অভাব (বিনাশিত্ব) গৃহীত হয়।

তোমাদের মতে বিশুদ্ধা বলিয়া নির্ণীতা এই সেই বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধিরূপ রমণীর প্রতি এখনই (অল্প) দোষ প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু ক্ষণিকত্ব-বাদনিরাকরণপ্রসঙ্গে বিস্তারপূর্ব্বক দোষ প্রদর্শন করিব।

কিন্তু সাধুচরিত্র যে মীমাংসকগণ (প্রভাকর-মতাবলম্বিগণ) অভাব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের ঐ নির্বুদ্ধিতায় আমরাও অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। কারণ—বর্ত্তমান সময়ে (ঘটের অনুপলব্ধিকালে) ঘটের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কিন্তু ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হইতেছে না। [অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ঘটাভাব বলিয়া কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে ইহা স্বীকার করি না।] এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করায় ইঁহাদের মতে পদার্থের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষই পদার্থের সত্তা এবং অসত্তা এই কথা উক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা।

কারণ—প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষের দ্বারা সত্তা এবং অসত্তা নির্ণীত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষই সত্তা ও অসত্তা নহে। যেরূপ মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত জলের (মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের) প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহার অভাবব্যবহার হয় না, সেরূপ কেবলমাত্র অপ্রত্যক্ষের দ্বারা তাহার অভাবমূলক সর্ব্ববিধ ব্যবহার উপপন্ন হয় না। আকাশকুসুম, পিশাচ এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধির পক্ষে কোন প্রভেদ আছে ইহা আমাদের মনে হয় না। [অর্থাৎ মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধির যদি কোন বৈলক্ষণ্য থাকিত, তাহা হইলে তাদৃশ জলের অনুপলব্ধি আকাশকুসুমাদির অনুপলব্ধি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তাহা অভাবব্যবহারসাধক নহে এই কথা বলিতে

পারিতে।] (পূর্বপক্ষীয় মত) ত্রৈকালিক অনুপলব্ধি অভাবনিশ্চয় সম্পাদন করে বলিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধি হইতে বিলক্ষণ। [অর্থাৎ অনুপলব্ধিমাত্রই একরূপ নহে। আকাশকুসুমাদির ত্রৈকালিকানুপলব্ধি হইতে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধি বিলক্ষণ। এতাদৃশ বিলক্ষণ সাময়িক অনুপলব্ধি অভাবনিশ্চয়ের কারণ নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষীয়দের মত।] (উত্তর) পিশাচ সর্ব্বদা অনুপলব্ধ হইলেও আকাশকুসুমের ন্যায় নহে। কারণ—আগম এবং যুক্তির বলেও তাহার সত্তা প্রমাণিত।

[অর্থাৎ ত্রৈকালিক অনুপলব্ধিও অভাবের নিশ্চায়ক হইতে পারে না। কারণ—পিশাচের ত্রৈকালিক অনুপলব্ধি থাকিলেও তাহার দ্বারা অভাব নির্ণীত হয় না। কারণ—আগম এবং যুক্তির বলে তাহার সত্তা প্রমাণিত আছে। অতএব ত্রৈকালিক অনুপলব্ধি অভাবের নিশ্চায়ক হয়, এই নিয়মটী ব্যভিচারী।]

অতশ্চ যদুচ্যতে অনুপলব্ধে পুনরনুপলব্ধিরেবানুপলব্ধিরিতি তদ্ ভণিতিমাত্রম্। খপুষ্পাদেস্তু সবিশেষণয়া অনুপলব্ধ্যাঽভাব এব নিশ্চীয়তে ন তস্যানুপলব্ধিমাত্রম্।

> অনিষ্যমাণে চাভাবে ভাবানাং প্রতিযোগিনি।
> নিত্যত্বৈষাং প্রসজ্যেত ন হেতে ক্ষণিকাস্তব॥ *
> মুদ্গরাদেশ্চ কিং কার্য্যং কপালপটলীতি † চেৎ।
> ঘটস্ত্বর্থাবিনষ্টত্বাৎ স্বকার্য্যং ন করোতি কিম্॥

অদর্শনাদিতি চেৎ—

> তদানীমেব দৃষ্টস্য স্থিরস্যামুষ্য কিং কৃতম্।
> সর্ব্বেন্দ্রিয়াদিসামগ্রী সন্নিধানেঽপ্যদর্শনম্॥

* স্থারিত্বাহনীয়ম্।

† ...পটলং পিটকে চ পরিচ্ছদে।

ছদির্দৃগ্রোগতিলকে ক্লীবং বৃন্দে পুনর্নরা। ইতি মেদিনীপত্রিকম্। নবেতানেন পটলশব্দস্য সমূহার্থে ক্লীবলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গব্যবহারঃ সমর্থিতঃ।

তস্মাৎ তদভাবকৃতমেব তদানীং তস্যাদর্শনম্।

স্বপ্রকাশা চ নাস্তীতি সংবিত্তির্ভবতাং মতে।
ন নিরালম্বনা চেয়মস্তীতি প্রতিপত্তিবৎ॥
বিকল্পবিষয়াঃ শঙ্কা যথা শৌদ্ধোদনের্গৃহে।
গীয়ন্তে ভবতা নৈবমিতি নঞ্ব্বাচ্যমুচ্যতাম্॥
প্রসিদ্ধিশ্চ পরিত্যক্তা ন চাভাবঃ পরাকৃতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ ভাষ্যার্থ ইত্যহো নয়নৈপুণম্॥
অলঞ্চ বহুনোক্তেন বিমর্দ্দোঽত্র ন শোভতে।
মহাত্মনাং প্রমাদোঽপি মর্ষণীয়ো হি মাদৃশৈঃ॥

অনুবাদ

অতএব যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, তাহাদের সাময়িক অনুপলব্ধি অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু বারংবার অনুপলব্ধিই অনুপলব্ধি—এই কথা যে বলিতেছ, তাহা কথা মাত্র। [অর্থাৎ উহা কোন মতের পোষক নহে।] কিন্তু বিশেষণযুক্ত অনুপলব্ধির দ্বারা [অর্থাৎ দৃশ্যানুপলব্ধির দ্বারা] আকাশকুসুমাদির (অলীকের) অভাবেরই নিশ্চয় করিয়া থাক। (অতএব অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই কথা তোমরা বলিতে পার না।) [অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই আকাশকুসুমাদির অনুপলব্ধিই চরম নহে, তাহারও শেষফল আছে, তাহা অভাবনিশ্চয়]। দৃশ্যত্ব-বিশেষণের উপাদান না করিলে অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। আকাশকুসুমাদি থাকিলে দৃশ্য হইত, অতএব তাহাদের দর্শনযোগ্যতা থাকায় দৃশ্যানুপলব্ধি তাহাদের পক্ষে ঘটিতেছে বলিয়া তোমাদের মতে তাহাদেরও অভাব নির্ণীত হইতে পারে; এবং অভাবস্বীকার যদি না কর, তাহা হইলে ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য হইয়া পড়ে। [অর্থাৎ কোনকালে যাহার অভাব নাই, তাহা নিত্য। প্রত্যেক বস্তুর কালিক অভাব যদি ঐভাবে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু নিত্য হইয়া পড়ে। কারণ—যাহার কালিক অভাব হয়, তাহা অনিত্য]। (ইষ্টাপত্তি বলিলেও দোষ হইবে না) কারণ—তোমাদের মতে এইসকল

বস্তু ক্ষণিক নহে। [অর্থাৎ তোমরা অভাবও মানিতেছ না এবং পদার্থকে ক্ষণিকও বল না। সুতরাং তোমাদের মতে সকল পদার্থ নিত্য হইয়া পড়ে। এবং মুদ্গর প্রভৃতির কি কার্য্য? যদি বল যে, খাপরাসমূহ কার্য্য, তাহা হইলে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, তাহা হইলে (মুদ্গরঘাতের দ্বারা) ঘট বিনষ্ট না হওয়ায় সে (মুদ্গরঘাতের পরও) নিজ কার্য্য করিতে পারে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। ঘট তখন অদৃশ্যভাবে থাকে বলিয়া নিজকার্য্য করে না, এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তৎকালে (মুদ্গরাঘাতের পূর্ব্বকালে) দৃষ্ট স্থায়ী ঐ ঘটের ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকল প্রত্যক্ষকারণ থাকিতে প্রত্যক্ষ হয় না কেন? সেই জন্য সেই সময়ে (মুদ্গরাঘাতকালে) তাহার অভাব হয় বলিয়া সেই ঘটের দর্শন হয় না এই কথা বলিতে হইবে।

এবং তোমাদের মতে 'নাস্তি' এই প্রকার বুদ্ধি স্বপ্রকাশ। [অর্থাৎ তোমাদের মতে জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই তিনটীই একই সময়ে প্রকাশিত হয়। অতএব জ্ঞানমাত্রই স্বপ্রকাশ। অতএব জ্ঞানের পর—প্রকাশ্যত্ববাদ তোমাদের অনভিমত। অতএব 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানও স্বপ্রকাশ]।

এবং অন্যান্য জ্ঞানের মত 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানের কোন বিষয় নাই এই কথা বলিতে পার না।

[অর্থাৎ অভাব না মানিলে 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানকে নির্বিষয়ক বলিতে হয়। এবং ঐ জ্ঞানকে নির্ব্বিষয়ক বলিলে উহার জ্ঞানরূপতার ভঙ্গ হয়। কারণ—জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক।]

বৌদ্ধদর্শনের মতে শব্দের অর্থ বিকল্পিত। [অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের মতে স্বলক্ষণ এবং সামান্যভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ। সুতরাং প্রমাণ দ্বিবিধ। স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রমেয়। বৌদ্ধমতে শব্দ প্রমাণ নহে, কারণ—শব্দপ্রতিপাদ্য বিষয়টী কল্পিত; এবং শব্দজন্য যে জ্ঞানটী হয়, তাহাও কল্পনাত্মক। অতএব শব্দ-জন্য জ্ঞানটী কল্পনাত্মক বলিয়া শব্দ প্রমাণ নহে]।

তোমরা (মীমাংসক) এইরূপ বল না। [অর্থাৎ তোমাদের মতে শব্দ প্রমাণ, এবং তাহার অর্থও কল্পিত নহে]।

অতএব নঞ্-শব্দের যাহা বাচ্যার্থ, তাহা বল। [অর্থাৎ অভাব বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে অভাবটী নঞ্-শব্দের বাচ্যার্থ ইহা বলা অন্যায়।

(অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তাহা কল্পিত এই কথা বলিয়া) প্রসিদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়াছ। [অর্থাৎ অভাব না মানিলে অভাবের প্রসিদ্ধি পরিত্যক্ত হয়।] এবং অভাবকে একেবারে ছাড়িতেও পার নাই। [অর্থাৎ অভাব না থাকিলেও অভাবের কল্পনা করিতে বাধ্য হওয়ায় অভাবকে একেবারে ছাড়িতে পারিলে না।] এবং ভাষ্যের যাহা অর্থ তাহা তোমাদের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে। [ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে পদার্থ দ্বিবিধ, ভাব এবং অভাব। তোমাদের মতে অভাবটী কল্পিত, সুতরাং আপ্তবাক্যের উপেক্ষা করিয়াছ।] ইহা বিস্ময়জনক নীতি-নিপুণতা। [অর্থাৎ এই সকল করিয়া তোমরা দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছ। তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি]। এবং বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বিষয় লইয়া কলহ করা শোভন নহে। কারণ—আমাদের মত লোকের মহাত্মাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ মার্জ্জনীয়।

টিপ্পনী

'খপুষ্পাদেস্তু সবিশেষণয়া অনুপলব্ধ্যা অভাব এব নিশ্চীয়তে।' এই কথা বলায় জয়ন্তেরও মতে দৃশ্যানুপলব্ধির দ্বারা আকাশ-কুসুমাদির অভাব গৃহীত হয়, ইহাই মনে হয়। সুতরাং জয়ন্তের সহিত উদয়নের এই অংশ লইয়া বিরোধ দেখা যায়। উদয়ন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে অলীক-প্রতিযোগিক অভাবের (আকাশকুসুমাদির অভাবের) প্রত্যক্ষ হয় না এই কথা বলিয়াছেন। উদয়ন বলিয়াছেন,

দৃষ্টোপলম্ভসামগ্রী শশশৃঙ্গাদিযোগ্যতা।
ন তস্যাং নোপলম্ভোঽস্তি নাস্তি সাঽনুপলম্ভনে ॥

ইতি ৩য় স্তবক, ৩য় কারিকা।

প্রত্যক্ষের যাহা অযোগ্য, সেই পরমাত্মার ও কেবলমাত্র অনুপলব্ধির দ্বারা অভাব গৃহীত হইবে না কেন ? এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য উদয়ন এই কারিকা বলিয়াছেন। উদয়নের অভিপ্রায় এই যে, যোগ্যতা-সহিত অনুপলব্ধিই অভাবের গ্রাহক, কেবলমাত্র অনুপলব্ধি অভাবের গ্রাহক নহে। পরমাত্মার প্রত্যক্ষযোগ্যতা না থাকায় তাহার অনুপলব্ধি অভাবগ্রাহক হইবে না। যোগ্যতা শব্দের অর্থ—সদ্‌বিষয়স্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও তাদৃশ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, এই দুইটি ভিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অন্যতমপ্রভৃতি-প্রত্যক্ষকারণসমূহ। এবং অলীকস্থলে পিত্তাদি-দোষ ও যাবৎ-প্রত্যক্ষকারণসমূহ। সদ্‌বিষয়স্থলে যোগ্যতার মধ্যে দোষ থাকিবে না। বিষয় ও সন্নিকর্ষের বাদ থাকিবে। সদ্‌বিষয়স্থলে বিষয় ও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকে বাদ না দিলে বিষয়ের অনুপলব্ধি কদাচ ঘটিতে পারে না।

অলীকস্থলে দোষ এবং প্রত্যক্ষের তথাকথিত কারণসমূহ উপস্থিত হইলে অলীকেরও প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। যদি দোষ ও প্রত্যক্ষের যাবৎ কারণ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে অলীকের অনুপলব্ধি তথাকথিত যোগ্যতার সহকৃত না হওয়ায় যোগ্যতা-সহিত অনুপলব্ধি থাকিল না। এবং তথাকথিত অনুপলব্ধি না থাকায় অলীকপ্রতিযোগিক অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। অলীকপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা না থাকায় বিষয় অপেক্ষিত হয় না। অথচ তাদৃশযোগ্যতা উপস্থিত হইলে তাদৃশবিষয়ের (অলীকের) প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। এবং তাদৃশযোগ্যতা না থাকিলে অলীকাভাবের প্রত্যক্ষের কারণ না থাকায় তাদৃশাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব অলীকাভাবের প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না। ইহাই উদয়নের মত। কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু জয়ন্তের মতে অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হয় বলিয়া অনুপলব্ধিমাত্র অভাবের নির্ণায়ক নহে, কিন্তু দৃশ্যানুপলব্ধিই অভাবের নির্ণায়ক। দোষযোগে আকাশ-কুসুমাদিরও দৃশ্যত্ব সম্ভবপর বলিয়া দৃশ্যানুপলব্ধি আকাশকুসুমাদির পক্ষেও ঘটিতে পারে, ইহা মনে করিয়া জয়ন্ত আকাশকুসুমাদি অলীকেরও অভাবনির্ণয়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন ইহা আমার মনে হয়। বোধ হয়

দৃশ্যানুপলব্ধি বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য। যদিও 'সবিশেষণয়া অনুপলব্ধ্যা' এই স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি বলিয়া জয়ন্ত কোন কথা বলেন নাই, তথাপি অভাববস্তুত্বনিরাকরণপ্রসঙ্গে দৃশ্যত্ববিশেষণোপাদানাদুপলব্ধিলক্ষণ-প্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরসদ্‌ব্যবহারো ন যস্য কস্যচিদিতি।' এই কথা বলিয়া দৃশ্যানুপলব্ধি অভাবগ্রাহক এই কথা বলিয়াছেন। এই স্থলেও তাহাই অভিপ্রেত। কিন্তু বৌদ্ধেরাও দৃশ্যানুপলব্ধি আকাশ-কুসুমাদিরূপ অলীকের অভাবসাধক নহে এই কথা বলিয়াছেন। জয়ন্তের উদ্ধৃত বৌদ্ধদের উক্তি—

ঘটাদেঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্য দৃশ্যত্বপরিনিশ্চয়াৎ।
অসত্ত্বব্যবহারো হি সিধ্যত্যনুপলব্ধিতঃ॥
একান্তানুপলব্ধেষু বিহায়ঃ-কুসুমাদিষু
অসত্ত্বধীর্ন দৃশ্যত্ব-যোগ্যতানবধারণাৎ॥

তবে জয়ন্তের মতে অনুপলব্ধি অভাবনিশ্চয়ের পক্ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ নহে, কিন্তু তাহা সাহায্যকারী কারণ। কারণ—জয়ন্ত অনুপলব্ধিকে পৃথক্‌ প্রমাণ বলেন নাই। তিনি অনুপলব্ধির পৃথক্‌প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নও অভাবের বস্তুত্ব রক্ষা করিয়াছেন, এবং অনুপলব্ধির পৃথক-প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহার সকল কথা লিখিলাম না। যৎকিঞ্চিন্মাত্র লিখিতেছি—তিনি বলিয়াছেন যে, অভাববিষয়ক প্রমিতি যদি অনুপলব্ধিরূপ পৃথক্‌প্রমাণজন্য হয়, তাহা হইলে অভাবের ভ্রমের পক্ষে কে করণ হইবে? অথচ ভ্রমমাত্রই দুষ্টকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুপলব্ধি ঐ অভাবভ্রমের কারণ হইতে পারে না। কারণ—পিত্ত-দূরত্বাদি-দোষ ঐ অনুপলব্ধিরূপ কারণের উপর থাকে না। তাহা ইন্দ্রিয়াশ্রিত। সুতরাং অভাবের ভ্রমের পক্ষে ইন্দ্রিয় করণ, অনুপলব্ধি নহে—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ইহা যদি বল, তাহা হইলে ভ্রম এবং প্রমার করণ ভিন্ন হইয়া পড়িল। এবং ভিন্ন হইয়া পড়িলে একটী সাধারণ নিয়মের অতিক্রম হয়। সেই সাধারণ নিয়মটী হইতেছে এই যে, যে

যাহার ভ্রমের করণ, সে তাহার প্রমারও করণ। সুতরাং অনুপলব্ধি পৃথক্ প্রমাণ নহে।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রমাণসংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে এই মতটীর প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তন্ত্রান্তরে তৈর্থিকানাং লক্ষণান্তরাণি তু ন দূষিতানি বিস্তরভয়াদিতি।' অন্যান্য শাস্ত্রকারের মতে প্রমিতিকরণ প্রমাণ, সুতরাং চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ-প্রমিতির করণ বলিয়া প্রমাণ হইবে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলিতেছেন যে, চক্ষুরাদি হইতে প্রমা এবং ভ্রম উভয়ই হয় বলায় চক্ষুরাদিকে প্রমাণ এবং অপ্রমাণ উভয়ই বলিতে হয়। বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির ইহাই তাৎপর্য্য। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাপ্রদর্শিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণের প্রতি গৌরবপ্রদর্শন করিয়াছেন। সাংখ্যমতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। এই সকল কথা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীগ্রন্থে বিশদভাবে আছে। সামগ্রীর প্রমাণতাবাদী জয়ন্তের মতেও ঐ নিয়মটীর প্রতিপালন-সম্বন্ধে বাধা আছে, ইহা আমার মনে হয়, ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অনুপলব্ধির প্রামাণ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে কুমারিলের রচিত 'স্বরূপমাত্রং দৃষ্টঞ্চ' ইত্যাদি কারিকার অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া জয়ন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি-সহকারে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য ব্যাহত করিয়াছেন। কুমারিল বলিয়াছেন, দূরস্থ ব্যক্তির দূরস্থিতিকালে দূর হইতেই অনুপলব্ধির দ্বারা অভাবের অনুভব হয়। জয়ন্ত বলিলেন দূরস্থ ব্যক্তির দূরস্থিতিকালে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্‌বোধকতায় পূর্ব্বানুভূত (পূর্ব্বদৃষ্ট) অভাবের স্মরণ হয়। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও প্রত্যক্ষ-খণ্ডে—অনুপলব্ধ্যপ্রামাণ্যবাদ-গ্রন্থে ঐ কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এই কারিকাটীর নিজ-মতানুসারে কোন ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার কথা অনুসারে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দূরস্থ ব্যক্তির পক্ষে তৎকালে প্রত্যক্ষের অগোচর দেশে পরোক্ষ বিষয়ের অভাবের অনুপলব্ধির দ্বারা অনুভব হইতে পারে না। কারণ—অনুপলব্ধিমাত্র অভাবের গ্রাহক হয় না, যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবের গ্রাহক। দূরস্থ বস্তুটি তৎকালে প্রত্যক্ষের অযোগ্য, সুতরাং অনুপলব্ধি স্বতন্ত্রপ্রমাণরূপে কদাচ কালান্তরীয় এবং দেশান্তরীয় অভাবের

গ্রাহক হইতে পারে না। পরিশেষে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, অসন্নিকৃষ্ট দেশান্তরে কালান্তরীয় অভাবটী অস্মরণরূপ অনুপলব্ধির দ্বারা পৃষ্টব্যক্তির অনুমিত হইয়া থাকে। *

সুতরাং গঙ্গেশের মতে পৃষ্টব্যক্তির দেশান্তরে অবস্থিতিকালে পৃষ্ট-বিষয়ের অভাব অনুভূত হয়নি। অতএব অনুভবের অভাবে জিজ্ঞাসাকালে দূর হইতে তাহার স্মরণ হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে জিজ্ঞাসার পর তাহার অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু জয়ন্তের মতে দেশান্তরে অবস্থিতি-কালে তাদৃশ অভাব গৌণভাবে অনুভূত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে প্রশ্নরূপ উদ্‌বোধকের মহিমায় তাহার স্মরণ হইয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ স্থলে প্রথম অনুভব হইতেছে না। অতএব গঙ্গেশ ও জয়ন্তের মতবৈষম্য আছে।

উদয়নের কথায় বুঝা যায় যে, উদয়ন ও গঙ্গেশের মত—অনুমানের পক্ষপাতী। কারণ—উদয়ন বলিয়াছেন, যাঁহারা অনুপলব্ধিপ্রামাণ্যবাদী, তাঁহাদের মতে ঐ অনুপলব্ধি অজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করে বলিতে হইবে, জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে ঐ অনুপলব্ধিকে অনুমাপকহেতু বলা যাইতে পারিবে। কারণ—হেতুমাত্রই জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করে। অনুপলব্ধি অজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করে ইহা বলিলে ঐ অনুপলব্ধিজন্য যে অনুভবটী হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা উচিত। কারণ—একমাত্র প্রত্যক্ষই অজ্ঞাতকরণজন্য। প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে জানিতে হয় না—এই কথা উদয়ন বলিয়াছেন। এই কথা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, প্রমিতিকরণ অজ্ঞাত হইলেই যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে, প্রত্যক্ষের অপর কারণ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ সেখানে থাকা চাই।

ইহা যদি হইল, তাহা হইলে দূরস্থতাবশতঃ অসন্নিকৃষ্ট বস্তুর অনুপলব্ধি-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে সেই অনুপলব্ধি জ্ঞাত হওয়ায় তাহা হেতুরূপে তাদৃশবস্তুর অভাবকে বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং তাদৃশস্থলে ঐ অনুপলব্ধি অনুমানেরই অন্তর্গত। এই যুক্তি অনুসারে অনুপলব্ধি উদয়নের

* তস্মাদযোগ্যাস্মরণং লিঙ্গত্বেনৈবোপযুজ্যতে। প্রয়োগস্তু তদ্‌গেহং তদ্বামিত্রাভাববৎ তত্তুল্য-পরিমাণাদ্বিযোগিতত্ত্বাস্মরণেঽপি তদ্বত্ত্বা অস্মর্যমাণত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটাভাববদ্ ভূতলম্। ইতি তত্ত্বচিন্তামণৌ প্রত্যক্ষখণ্ডে অনুপলব্ধিপ্রামাণ্যবাদঃ, ৬৯২ পৃঃ।

মতে পৃথক্‌ প্রমাণ নহে। যাঁহারা অনুপলব্ধিকে পৃথক্‌ প্রমাণ বলেন, তাঁহারা বলেন দূরস্থ বস্তুর স্থলে ঐ দূরস্থ বস্তুর অনুপলব্ধি অন্য অনুপলব্ধির দ্বারা জ্ঞাত হয়। গঙ্গেশ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—অন্য অনুপলব্ধির দ্বারা অনুপলব্ধির জ্ঞান হইলে অনবস্থা-দোষ হয়।

তাৎপর্যটীকাকারও কুমারিলের ঐ শ্লোকটীর অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে জয়ন্তের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বাচস্পতি মিশ্র এবং গঙ্গেশের উদ্ধৃত শ্লোকের পাঠবৈষম্য আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

"স্বরূপমাত্রং দৃষ্টং হি বেশ্মাস্তর্থং স্মরন্নথ।
তত্রান্যেনাস্তিতাং পৃষ্টস্তদৈব প্রতিপদ্যতে॥"

তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে স্মরণীয় দূরস্থ বস্তুর স্মরণাভাবকে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই স্মরণাভাবরূপ হেতুর দ্বারা দূরস্থ অসন্নিকৃষ্ট বস্তুর অভাবের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং তাৎপর্যটীকাকারের মতেও ঐ স্থলে অনুমান। অতএব কেবলমাত্র জয়ন্তের মতে তৎকালে অসন্নিকৃষ্ট দূরস্থ বস্তুর অভাবের স্মরণ হইয়া থাকে, যে অভাবটীর পূর্ব্বে গৌণভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। অতএব জয়ন্তের মতটী অভিনব বলিয়া মনে হয়।

তস্মান্নাস্তীতি প্রত্যয়গম্যোঽভাব ইতি সিদ্ধম্। স চ দ্বিবিধঃ, প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবশ্চেতি। চতুর্বিধ ইত্যন্যে, ইতরেতরাভাবোঽত্যন্তাভাবশ্চ তৌ চ দ্বাবিতি। ষট্‌প্রকার ইত্যন্যে, অপেক্ষাভাবঃ সামর্থ্যাভাবস্তে চ চত্বার ইতি। তত্র চ—

প্রাগাত্মলাভান্নাস্তিত্বং প্রাগভাবোঽভিধীয়তে।
উৎপন্নস্যাত্মহানং তু প্রধ্বংস ইতি কথ্যতে॥
ন প্রাগভাবাদন্যে তু ভিদ্যন্তে পরমার্থতঃ।
স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোঽন্যাভাব উচ্যতে॥
স এবাবধিশূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।
অপেক্ষাভাবতা তস্য দেশোপাধিনিবন্ধনা॥

সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধং চেৎ প্রধ্বংসে তদভাবধীঃ।
নো চেৎ তর্হি বিশেষোঽস্য দুর্ল্লভঃ প্রাগভাবতঃ॥
উৎপন্নস্য বিনাশো বা তদনুৎপাদ এব বা।
অভাবস্তত্ত্বতোঽন্যে তু ভেদাস্ত্বৌপাধিকা মতাঃ॥
তস্মাদভাবাখ্যমিদং প্রমেয়ং তস্যেন্দ্রিয়েণ গ্রহণঞ্চ সিদ্ধম্।
অতঃ প্রমাণেষু জগাদ যুক্তং চতুষ্টয়মেতন্মুনিরক্ষপাদঃ॥

অনুবাদ

অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, 'নাস্তি' ইত্যাকার প্রত্যয়ের যাহা বিষয়, তাহা অভাব, ইহা বহুবাদীর সম্মত; এবং সেই অভাব দুই প্রকার—প্রাগভাব এবং ধ্বংস। অপরের মতে অভাব চতুর্বিধ, অন্যোঽন্যাভাব, অত্যন্তাভাব এবং সেই দুইটী অভাব (প্রাগভাব এবং ধ্বংস)। (ইহা বৈশেষিক প্রভৃতির মতে) অন্যের মতে অভাব ছয় প্রকার। তাঁহাদের মতে অপেক্ষাভাব, সামর্থ্যাভাব এবং সেই চতুর্বিধ অভাব; এই মতে অভাব ছয় প্রকার এবং তাহাদের মধ্যে স্বরূপপ্রকাশের প্রাক্‌কালীন যে অভাব, তাহাকে প্রাগভাব বলে। [অর্থাৎ যতক্ষণ বস্তু উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ যে অভাব তাহাই প্রাগভাব।] বস্তুর অনুৎপত্তিই প্রাগভাব ইহাই তাৎপর্য্য। উৎপন্নের স্বরূপনিবৃত্তিই ধ্বংস। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্যান্য অভাবগুলি (অত্যন্তাভাব ও অন্যোঽন্যাভাব) প্রাগভাব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ—সেই প্রাগভাব যখন বস্ত্বন্তরগত হয় [অর্থাৎ যাহার অনুৎপাদ তাহাতে থাকিবে না, তদ্ভিন্ন বস্তুতে থাকে, ঐ প্রকার নির্দ্দিষ্ট স্থানকে লঙ্ঘন করিবে না বলিয়া একটী সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থিত হয়] তখন সেই অভাবই অন্যোঽন্যাভাব। সেই অভাবই অবধিশূন্যতাবশতঃ অত্যন্তাভাবের স্থানীয় হয়। [অর্থাৎ সেই প্রাগভাব যখন দেশকালরূপ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয় না, তখন তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে।] অত্যন্তাভাব যেরূপ সকল দেশে এবং সকল সময়ে থাকে, দেশ কাল তাহার অবধি হয় না। কিন্তু তাহা সর্ব্বদেশীয় এবং সার্ব্বকালিক হইলেও প্রতিযোগিসম্বন্ধ দেশে

থাকে না, না থাকিলেও তাহা অনিত্য হয় না। সেরূপ অত্যন্তাভাব-স্থানীয় প্রাগভাবটীও সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বকালীন। সংযুক্তসমবেতাদি-ভাবে প্রতিযোগীর প্রকাশ না হইলেই সেই ভাবে তাহার প্রাগভাব থাকিবে। এবং সেই ভাবে কুত্রাপি প্রতিযোগী প্রকাশিত হইলেই সেইস্থানে সেই ভাবে তাহার প্রাগভাব না থাকিলেও অন্যত্র থাকিবে। সুতরাং অত্যন্তা-ভাবের ন্যায় অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবটীও নিত্য. সেই প্রাগভাবকে কখনও অপেক্ষাভাবও* বলা যাইতে পারিবে, যখন দেশবিশেষ উপাধি হইবে। [যখন দেশবিশেষ অপেক্ষিত হয়, তখন সেই অভাবকে অপেক্ষা-ভাব বলে। যেরূপ যাহার সন্তান আছে, তাহাকে পিতা বলে। সুতরাং সন্তানকে অপেক্ষা করিয়াই পিতার পিতৃত্ব। অতএব যাহার সন্তান নাই, তাহাতে সন্তানসাপেক্ষ পিতৃত্বের অভাব আছে। ঐ প্রকার পিতৃত্বের অভাবকে পিতৃত্বের প্রাগভাব বলা যাইতে পারে] পূর্ব্বে যদি সামর্থ্য থাকে. তাহা হইলে ঐ সামর্থ্যের ধ্বংস হইলে এখন সামর্থ্য নাই এই বলিয়া জ্ঞান হয়। [অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সামর্থ্যের অভাবটী সামর্থ্যের ধ্বংস অন্য অভাব নহে।] পূর্ব্বে সামর্থ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে ঐ সামর্থ্যের অভাবের প্রাগভাব হইতে কোন পার্থক্য থাকিবে না। বাস্তবিক-পক্ষে উৎপন্নের বিনাশ বা তাহার অনুৎপাদ এই দুইটী মাত্র অভাব আছে। অভাবের অন্য প্রকারভেদ ঔপাধিক (বাস্তবিক নহে)। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অভাব-নামক এই প্রমেয়টী সত্য, এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ যুক্তিসঙ্গত। অতএব (প্রমিতিভেদ থাকায়) অক্ষপাদ মুনি চতুর্ব্বিধ প্রমাণ যে বলিয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

টিপ্পনী

বৈশেষিকাদির মতে অভাব চতুর্ব্বিধ—ধ্বংস, প্রাগভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহন্যাভাব। নব্য নৈয়ায়িকমতেও অভাব চতুর্ব্বিধ। প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নও স্বরচিত লক্ষণাবলী গ্রন্থে উক্ত রীতি অনুসারে অভাবকে

* অপেক্ষায়া অভাবঃ এই অর্থে অপেক্ষাভাব।

চতুর্বিধ বলিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনপরমাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য্য-টীকার ২য় অধ্যায়ে ২য় আহ্নিকের ১২ সূত্রের ব্যাখ্যায় চতুর্বিধ অভাবেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তের মতে অভাব দ্বিবিধ, ধ্বংস ও প্রাগভাব। তিনি অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহন্যাভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র অভাব মানেন নাই। তিনি প্রাগভাবকেই অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহন্যাভাবের স্থানীয় বলিয়াছেন। তবে এখন এই মতের প্রতিষেধকল্পে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অন্যোহন্যাভাব প্রতিযোগীর সজাতীয় দেশের উপর থাকে না, তদ্‌ভিন্ন স্থানে থাকে, কিন্তু প্রাগভাব অন্যোহন্যাভাবস্থানীয় হইলে ঐ প্রাগভাব প্রতিযোগীর সজাতীয় দেশের উপরও থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয় যে, প্রাগভাব-মাত্রই অন্যোহন্যাভাব নহে, প্রাগভাববিশেষই অন্যোহন্যাভাব। প্রতিযোগী এবং তাহার সজাতীয় দেশ হইতে পৃথক্‌স্থানস্থিত যে প্রাগভাব, তাহাই অন্যোহন্যাভাবস্থানীয়। এই জন্যই জয়ন্ত 'স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোহন্যাভাব উচ্যতে।' এই কথা বলিয়াছেন। অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে যেস্থানে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেস্থানে সেই সম্বন্ধে ঘট থাকে না, এবং যেস্থানে সমবায়-সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেস্থানে সমবায়-সম্বন্ধে ঘট থাকে না, এইরূপভাবে ঘট এবং তদভাবের বিরোধ উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলে এবং প্রাগভাব অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইলে ঐপ্রকার বিরোধ উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ—যেস্থানে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেই স্থান হইতে ঘট উৎপন্ন না হওয়ায় সেইস্থানে ঘটের অনুৎপত্তিরূপ প্রাগভাব থাকিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয় যে, সংযুক্ত ঘটের অধিকরণে ঘটসংযোগের প্রাগভাব না থাকায় সংযুক্তঘটেরও প্রাগভাব থাকিবে না। এবং এই সমবেতঘটের অধিকরণে সমবেতঘটেরও অত্যন্তাভাবের ন্যায় সমবেতঘটেরও প্রাগভাব থাকিবে না। তাদৃশ ঘট তথা হইতে অপসৃত হইলে পুনরায় তথায় তাদৃশ ঘটের প্রাগভাব থাকিবে। সুতরাং অন্যোহন্যাভাবস্থানীয় প্রাগভাবের ন্যায় অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবটী সীমাবদ্ধ নহে। এই জন্য জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, 'স এবাবধিশূন্যস্থানত্যন্তা-

ভাবতাং গতঃ।' এই প্রাগভাব পূর্ব্বেও থাকিতে পারে, এবং পরেও থাকিতে পারে। অত্যন্তাভাব সনাতন বলিয়া তাহার অবধিনির্দ্দেশ যেরূপ অসম্ভব, সেরূপ অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবেরও অবধিনির্দ্দেশ অসম্ভব। উদয়নাদির মতে প্রাগভাবের অবধি*-নির্দ্দেশ থাকিলেও অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবের অবধি নাই। প্রাগভাবের অবধি না থাকিলে অত্যন্তাভাবের ন্যায় প্রাগভাবকে নিত্য বলিতে হয়, তাহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কারণ—বিনাশি অভাবকে সকলে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবকে বিনাশী বলিলেই তাহার অবধি স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। জয়ন্তের মতে প্রাগভাবমাত্রের ঐরূপ লক্ষণ অননুমোদিত। নচেৎ তিনি 'স এবাবধিশূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।' এই প্রকার বলিতে পারিতেন না। এবং উৎপত্তির প্রাক্‌কালীন অভাবকেও প্রাগভাব বলা জয়ন্তের পক্ষে অসম্ভব। কারণ—যাহাদের উৎপত্তি নাই, তাহাদেরও প্রাগভাব জয়ন্তের সম্মত। কারণ—তিনি অনুৎপন্ন দিক্‌কালাদিরও প্রাগভাব স্বীকার করিতে বাধ্য। যেহেতু তিনি তাহাদের অভেদ স্বীকার করেন না। পরন্তু তাহাদের অন্যোহন্যাভাব স্বীকার করেন। অথচ তাঁহার মতে প্রাগভাবই অন্যোহন্যাভাবস্থলাভিষিক্ত। সুতরাং জয়ন্তের মতে (সংযুক্ত সমবেতাদি-রূপে) বস্তুস্বরূপপ্রকাশের প্রাক্‌কালীন যে অভাব, তাহাই প্রাগভাব ইহাই আমার মনে হয়। যেস্থলে ঐ ভাবে স্বরূপপ্রকাশ চিরদিন অনাগতভাবে থাকে, সেইস্থলে ঐ প্রাগভাব নিত্য। দিক্‌কালাদিস্থলে তাহারা ঐ ভাবে পরস্পরের উপর প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ঐ ভাবে তাহাদের প্রকাশ অনাগত থাকায় তাহাদের প্রাগভাব নিত্য। এবং তাহা অন্যোহন্যাভাব-স্থলাভিষিক্ত। এবং অত্যন্তাভাবস্থলীয় প্রাগভাবকেও উক্তযুক্তি অনুসারে নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু উৎপত্তির প্রাক্‌কালীন যে অভাব তাহাও প্রাগভাব বটে, কিন্তু তাহা বিনাশী। 'প্রাগাত্মলাভান্নাস্তিত্বং প্রাগভাবোহভিধীয়তে।' এই প্রকার বাক্যের পূর্ব্বকথিত অর্থই মনে হয়। কিন্তু 'প্রাগাত্মলাভাৎ' এই কথাটির উৎপত্তির পূর্ব্বে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে সর্ব্বত্র অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহন্যাভাবের উচ্ছেদের কথা

* উত্তরৈকাবধিরভাবঃ প্রাগভাব ইতিলক্ষণাবলী।

উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া মনে হয়। কারণ—যাহাদের উৎপত্তি নাই, এতাদৃশ নিত্যবস্তুর উৎপত্তিপ্রাক্কালীন অভাব বন্ধ্যার পুত্রসদৃশ হইয়া পড়ে। পরিশেষে জয়ন্ত অনুৎপাদকেই প্রাগভাব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারও পূর্ব্বোক্তরূপে সমাধান কর্ত্তব্য। অন্যথা করিলে তাদৃশ প্রাগভাব অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইতে পারে না। কারণ—অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া যে স্থানে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট থাকে সেই স্থানে সেই সম্বন্ধে তাহার অভাব থাকে না। ইহা যদি হইল, তাহা হইলে প্রাগভাব অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইতে পারে না, কারণ—সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণে তাদৃশ সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে না, কিন্তু ঘটের অনুৎপাদ থাকিতে পারে। কারণ—তথা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় নাই। অতএব প্রাগভাব অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইতে পারে না। ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়—যে, কেবল অনুৎপাদ জয়ন্তের বিবক্ষিত প্রাগভাব নহে, কিন্তু সংযুক্তাদিভাবে ঘটাদির অনুৎপত্তিই প্রাগভাব। যেস্থানে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটাদি আছে, সেইস্থানে সংযুক্তভাবে ঘটাদির অনুৎপত্তি থাকে না, অত্যন্তাভাবের ন্যায় অন্যত্র থাকে। ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে জয়ন্তের মতে অত্যন্তাভাব এবং অন্যোঽন্যাভাবের স্থানীয় প্রাগভাবকে বিনাশী বলা চলিবে না, ইহা নিশ্চয়, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। জয়ন্ত ধ্বংস এবং প্রাগভাব এই দুইটী মাত্র অভাব স্বীকার করিয়াছেন, অন্য অভাব স্বীকার করেন নাই। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ এবং ভট্টচিন্তামণিগ্রন্থকার গাগাভট্টও ধ্বংস প্রাগভাবের উচ্ছেদ করিয়াছেন। মীমাংসকসম্প্রদায়বিশেষ প্রভাকরও অভাবের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী। আমার মনে হয় যে, জয়ন্ত সৎকার্য্যবাদীদের প্রতিষ্ঠাপিত মত প্রতিষিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র ধ্বংস এবং প্রাগভাবকে স্বীয় গ্রন্থাসনে দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অথবা আমার মনে হয় যে, জয়ন্ত ন্যায়সূত্রের ২য় অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের ১২ সূত্র-সংক্রান্ত (প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ) বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের *

* অভাবদ্বৈতং খলু ভবতি, প্রাক্ চোৎপত্তেরবিদ্যমানতা, উৎপন্নস্য চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা। তত্রালক্ষিতেষু বাসঃসু প্রাগুৎপত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবো নেতর ইতি। ইতি ন্যায়সূত্রে ২ অ. ২ আ. ১২ সূ. ভাষ্য।

পংক্তির যথাশ্রুতার্থ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অভাব-দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকগ্রন্থের ঐ সূত্র-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেখিলে ইহা মনে হয় যে, তিনি ধ্বংস এবং প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি উৎপত্তিশীল বস্তুর পক্ষে উৎপত্তির প্রাক্‌কালীন অভাব এবং উৎপত্তির পরকালীন ধ্বংসনামক অভাব এই দুইটীমাত্র অভাবের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উৎপত্তির পরবর্ত্তী এবং বিনাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অভাবের অবতারণা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থের আলোচনা-দ্বারা ইহা মনে হয় না যে, তিনি অভাবদ্বৈতবাদী। তিনি অভাবের স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন, অভাবের বিভাগ করেন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র অভাবদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠাশঙ্কার অপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে অভাবের চতুর্বিধত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জয়ন্ত ভাষ্যকারের উক্তি হইতে অভাবের বিভাগ পর্য্যন্ত সমর্থন করিয়াছেন।

নন্বু নাদ্যাপি চতুষ্টমেবমবতিষ্ঠতে, সম্ভবৈতিহ্যে ইতি দ্বয়োঃ প্রমাণান্তরভাবাৎ। সম্ভবো নাম সমুদায়েন সমুদায়িনোঽবগমঃ, সম্ভবতি খার্য্যাং দ্রোণঃ, সম্ভবতি সহস্রে শতমিতি। অনির্দ্দিষ্টপ্রবক্তৃকা * প্রবাদপরম্পরা চৈতিহ্যম্—ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি। ন চায়মাগমঃ। আপ্তস্যোপদেষ্টুরনিশ্চয়াদিতি তদনুপপন্নম্।

ভিন্নঃ সম্ভব এষ ন হ্যনুমিতেরাখ্যায়ি খার্য্যামতো
দ্রোণঃ সম্ভবতীতি সেয়মবিনাভাবান্মতির্লৈঙ্গিকী।
ঐতিহ্যন্তু ন সত্যমত্র হি বটে যক্ষোঽস্তি বা নেতি বা
কো জানাতি কদা চ কেন কলিতং যক্ষস্য কীদৃগ্ বপুঃ॥

সত্যমপি চাগমাৎ পৃথগ্ নৈতিহ্যমুপদেশরূপত্বাৎ। আপ্তগ্রহণং সূত্রে ন লক্ষণায়েতি বক্ষ্যামঃ। চার্ব্বাকধূর্ত্তস্তু—অথাতস্তত্ত্বং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রমাণপ্রমেয়-সংখ্যালক্ষণনিয়মাশক্যকরণীয়ত্বমেব তত্ত্বং ব্যাখ্যাতবান্।

* অনির্দিষ্ট-প্রবক্তৃকমিত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ।

প্রমাণসংখ্যানিয়মাশঙ্কাকরণীয়ত্বসিদ্ধয়ে চ প্রমিতিভেদান্ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণানুপজন্যান্ ঈদৃশান্ উপাদর্শয়ৎ।

বক্রাঙ্গুলিঃ প্রবিরলাঙ্গুলিরেষ পাণি-
রিত্যস্তি ধীস্তমসি মীলিতচক্ষুষো বা।
নেয়ং ত্বগিন্দ্রিয়কথা ন হি তৎ করস্থং
তত্রৈব হি প্রমিতিমিন্দ্রিয়মাদধাতি॥

দূরাৎ করোতি নিশি দীপশিখা চ দৃষ্টা
পর্য্যন্তদেশবিসৃতাসু মতিং প্রভাসু।
ধত্তে ধিয়ং পবনকম্পিত-পুণ্ডরীক-
ষণ্ডোঽনুবাতভুবি দূরগতেঽপি গন্ধে॥

অনুবাদ

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, এখনও প্রমাণ চতুর্ব্বিধ ইহা স্থির হইতেছে না, কারণ—সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই দুইটী স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। সমুদায়ের দ্বারা সমুদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তির জ্ঞানকে সম্ভব বলে। খারীতে দ্রোণ সম্ভবপর, এবং সহস্রের মধ্যে শত সম্ভবপর—এই সকল উদাহরণ সম্ভবের। যাহার বক্তা অনির্দ্দিষ্ট, এইরূপ প্রবাদপরম্পরাকে ঐতিহ্য বলে। এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে, ইহাই তাহার উদাহরণ। এবং ইহাকে আগম বলা যায় না। কারণ—আপ্ত উপদেষ্টার নিশ্চয় নাই। [অর্থাৎ আপ্তের উপদিষ্ট বাক্যকে আগম বলে। এইস্থলে কোন আপ্ত উপদেষ্টা না থাকায় ইহা আগম হইতে পারে না।] এই পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর উক্তি। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সম্ভবটী [অর্থাৎ সহস্রের মধ্যে শতসংখ্যার অবস্থান বা সহস্রসংখ্যাত বস্তুগুলির মধ্যে ন্যূনসংখ্যাতবস্তুর অবস্থান সম্ভবপর—এইরূপ জ্ঞানকে সম্ভব বলে] অনুমিতি হইতে ভিন্ন নহে, এই কথা বলিয়াছি। অতএব (অধিক-পরিমাণবিশিষ্ট) খারীতে (তদন্তর্গত অল্পপরিমাণবিশিষ্ট) দ্রোণ সম্ভবপর এই প্রকার যে জ্ঞান হয়, এই সেই জ্ঞানটী অবিনাভাববশতঃ লিঙ্গজন্যজ্ঞান। কিন্তু ঐতিহ্যটী সত্য নহে। কারণ—এই বটবৃক্ষে যক্ষ

আছে কি না ইহা কে জানে, এবং কোন সময়ে কেহ কি যক্ষের শরীর কিরূপ তাহা দেখিয়াছেন? [অর্থাৎ অদ্যাবধি কেহ কখনও যক্ষকে দেখেন নাই] এবং যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ঐতিহ্য আগম হইতে পৃথক্ নহে, কারণ—তাহা উপদেশেরই স্বরূপ। (যদি বল যে, বক্তা স্থিরীকৃত না থাকায় ইহাকে আপ্তোপদেশ বলিব কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সূত্রেতে (শব্দপ্রমাণের সূত্রে) আপ্তশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আগম-লক্ষণে অনুপযোগী, এই কথা পরে বলিব।

কিন্তু ধূর্ত্ত চার্ব্বাক অনন্তর এই কারণে পদার্থতত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব [অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থের লক্ষণাদি বলিব।] এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রমাণ এবং প্রমেয়ের সংখ্যা এবং লক্ষণের নিয়ম করা অসম্ভব [অর্থাৎ প্রমাণ এবং প্রমেয় এত প্রকার, কিংবা প্রমাণ এবং প্রমেয়ের লক্ষণ ব্যবস্থিত ইহা বলা যায় না। প্রমাণ এবং প্রমেয়ের কথিত সংখ্যা বা ব্যবস্থিত লক্ষণ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কোন বিষয়ের নিয়ম করা চলিবে না] ইহাই তত্ত্ব এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং প্রমাণ-সংখ্যার নিয়ম অশক্য, ইহা সাধন করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রমিতি আছে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ যাহার জনক নহে, ইহা দেখাইয়াছেন। (চার্ব্বাক প্রকারান্তরে সম্ভবকেও প্রমাণ বলিয়াছেন।)

অথবা অন্ধকারে মুদ্রিতচক্ষু-ব্যক্তির পক্ষে 'এই হস্তটীর অঙ্গুলিগুলি সঙ্কুচিত এবং অতি বিরল' এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিটী ত্বগিন্দ্রিয়-জন্য নহে; কারণ—ত্বগিন্দ্রিয় সেই হস্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ প্রকার প্রমিতিজ্ঞান সম্পাদন করে না। (ঐ স্থলে ঐ প্রকার বুদ্ধিটী প্রত্যক্ষাদি-ক্লৃপ্তপ্রমাণজন্য নহে, উহা সম্ভবপ্রমাণজন্য।) আর রাত্রিকালে দূর হইতে দৃষ্ট দীপশিখা দিগন্তব্যাপী প্রভামণ্ডলের জ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে। অনুকূলবাতাসযুক্ত স্থানে পবনকম্পিত পদ্মসমূহ দূরগত গন্ধেরও বোধ (দ্রষ্টার পক্ষে) করাইয়া দেয়।

স এবম্প্রায়সংবিত্তিসমুৎপ্রেক্ষণপণ্ডিতঃ।
রূপং তপস্বী জানাতি ন প্রত্যক্ষানুমানয়োঃ॥

প্রত্যক্ষাদ্ বিরলকরাঙ্গুলিপ্রতীতি-
র্ব্যাপিত্বাদকুশলমিন্দ্রিয়ং ন তস্যাম্।
আনাভেস্তুহিনজলং জনৈঃ পিবদ্ভি-
স্তৎস্পর্শঃ শিশিরতরোঽনুভূয়তেঽন্তঃ॥

সংযোগবুদ্ধিশ্চ যথা তদুত্থা
তথৈব তজ্জা তদভাববুদ্ধিঃ।
ক্রিয়াবিশেষগ্রহণাচ্চ তস্মা-
দকুঞ্চিতত্বাবগমোঽঙ্গুলীনাম্॥

গন্ধামোদবিদূরদীপকবিভাবুদ্ধিঃ পুনর্লৈঙ্গিকী
ব্যাপ্তিজ্ঞানকৃতেতি কা খলু মতির্মানান্তরাপেক্ষিণী।
সংখ্যায়া নিয়মঃ প্রমাণবিষয়ে নাস্তীত্যতো নাস্তিকৈ-
স্তৎসামর্থ্যবিবেকশূন্যমতিভির্মিথ্যৈব বিস্ফূর্জ্জিতম্॥

ইয়ত্ত্বমবিলক্ষণং নিয়তমস্তি মানেষু নঃ
প্রমেয়মপি লক্ষণাদি-নিরূপিতং বক্ষ্যতে।
অশক্যকরণীয়তাং কথয়তা * তু তত্ত্বং সতাং
সমক্ষমধুনাত্মনো জড়মতিত্বমুক্তং ভবেৎ॥

ইতি প্রথমমাহ্নিকম্

অনুবাদ

এইরূপ জ্ঞানের উদ্ভাবনে সেই বেচারা চার্ব্বাক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের স্বরূপ জানেন না। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে হস্তের অঙ্গুলিগুলি বিরল (ফাঁক ফাঁক) ইহা বুঝা যাইতে পারে। কারণ—ইন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী বলিয়া সেই প্রতীতির সম্পাদনে পরাঙ্মুখ নহে। সকল লোক জল পান করিলে নাভি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়, এইরূপ জল পান করিয়া তাহার অতি ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপ সংযোগ-বিষয়ক বুদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহার দ্বারা তাহার অভাবেরও

* আদর্শপুস্তকে কথয়তামিতি পাঠো ন শোভনঃ।

জ্ঞান হইতে পারে। এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়া-বিশেষগ্রহণে সমর্থ বলিয়া তাহা হইতে অঙ্গুলিগুলির আকুঞ্চনরূপ ক্রিয়ারও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দূর হইতে পদ্মগন্ধের জ্ঞান এবং চক্ষুর অগোচরবর্ত্তী প্রদীপালোকের জ্ঞান স্বতন্ত্র প্রমিতি নহে। উহা ব্যাপ্যহেতুজ্ঞানজন্য অনুমিতিস্বরূপ জ্ঞান। অতএব কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এতদতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। অতএব চতুর্ব্বিধ প্রমাণের সামর্থ্য-নির্দ্ধারণে অক্ষম নাস্তিকগণ প্রমাণের সংখ্যা নিয়ত নহে এই বলিয়া মিথ্যা আস্ফালন করিয়াছেন।

আমাদের মতে প্রমাণের সংখ্যা অনিয়ত নহে, পরন্তু নিয়ত। এবং প্রমেয়েরও লক্ষণাদির নিয়ম আছে। এই কথা পরে বলিব। কিন্তু চার্ব্বাক পদার্থলক্ষণাদির অসাধ্যতাই তত্ত্ব (বিবরণ) এই কথা ভদ্রলোকের সমক্ষে বলিয়া স্বীয় নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্পনী

প্রায় সকল দার্শনিকই সম্ভব এবং ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন নাই। তন্মধ্যে প্রাচীনতম নৈয়ায়িক মহর্ষি কণাদ সূত্রের দ্বারা সম্ভব এবং ঐতিহ্যের প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ করেন নাই, কিন্তু তিনি দ্বিবিধপ্রমাণ স্বীকার করায় সম্ভব এবং ঐতিহ্য পৃথক্ প্রমাণ নহে, ইহা তাঁহারও মতে স্বীকৃত। তবে উপস্কারপ্রভৃতি-টীকাকার তাহাদের পৃথক্প্রমাণতার প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা অপরের প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষেধ করিয়া প্রমাণদ্বৈবিধ্যের স্থাপন করিয়াছেন। উপস্কার-কার শঙ্করমিশ্র সম্ভবকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন * অধিকপরিমাণবিশিষ্ট-দ্রব্যবিশেষ খারীতে

* তত্রেদং খারী দ্রোণবতী তদ্ঘটিতত্বাৎ, যদ্ যেন ঘটিতং তৎ তেন তদ্বৎ যথাবয়ববান্ ঘটঃ বৈশেষিকদর্শনে।

দ্রোণের সত্তা আছে, কারণ—খারী দ্রোণঘটিত। এইরূপ অনুমানের প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, এরূপ অনেক স্থল আছে, যে সকল স্থলে সম্ভব নিশ্চায়ক না হওয়ায় অনুমানেরও স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না। 'সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যা, সম্ভবতি ক্ষত্রিয়ে শৌর্য্যমিত্যাদি।' এইগুলিই তাদৃশস্থল। ব্রাহ্মণ হইলেই যে বিদ্বান্ হইবে, বা ক্ষত্রিয় হইলেই যে বীর হইবে, তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং কথিত স্থলে সম্ভব নিশ্চায়ক না হওয়ায় অনুমানরূপে প্রমাণ হইবে না। প্রমাণমাত্রই নিশ্চায়ক হইয়া থাকে।

যাহার বক্তা স্থির নাই, এরূপ প্রবাদপরম্পরাকে ঐতিহ্য * বলে। যাদৃশ প্রবাদপরম্পরার অর্থ অবাধিত, তাদৃশ প্রবাদপরম্পরাও শব্দ-প্রমাণ। যাহার অর্থ বাধিত, তাহা শব্দ-প্রমাণও নহে। সুতরাং ঐতিহ্য স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। নৈয়ায়িক-মতে আপ্তোক্তত্বজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, অতএব যাদৃশ প্রবাদ-পরম্পরার বক্তা স্থির নাই, তাদৃশ প্রবাদ-পরম্পরার অর্থ বাধিত না হইলে তাহা শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই জয়ন্ত শব্দ-প্রমাণের লক্ষণে আপ্ত-শব্দের উল্লেখ নাই এই কথা বলিয়াছেন। সাধারণতঃ আপ্তোক্ত-শব্দের অর্থ অবাধিত হয় বলিয়া সূত্রকার 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ প্রমাণম্' এই কথা বলিয়াছেন—ইহা আমার মনে হয়। উপস্কারের আলোচনা করিলেও ইহা বুঝা যায়। শব্দের অর্থ অবাধিত না হইলে যোগ্যতার নিশ্চয়টী প্রমা হয় না। যোগ্যতার নিশ্চয় প্রমা না হইলে শাব্দবোধ প্রমা হয় না। এইজন্য পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ যোগ্যতার প্রমা-নিশ্চয়কে শাব্দবোধরূপ প্রমার কারণীভূত গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সূচনার জন্য সূত্রকার গৌতমমুনি 'আপ্তোপদেশ' এই অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদের পরবর্ত্তী ও তাঁহার অনুসরণকারী নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ প্রশস্তদেব ভাষ্যে ঐ ভাবেই সম্ভব ও ঐতিহ্যের প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন। প্রমাণত্রয়বাদ-পূর্ণ সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাপক ঈশ্বরকৃষ্ণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র সম্ভব এবং ঐতিহ্যাদির প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ করিয়া প্রমাণত্রয়বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অক্ষপাদ স্বয়ং ২য় অধ্যায়ের ২য়

* ইতিহেতি নিপাত-সমুদায়ঃ পুরাবৃত্তে বর্ত্ততে, তত্র ভব ঐতিহ্যম্।

আহ্নিকে ২য় সূত্রের দ্বারা সম্ভব এবং ঐতিহ্যাদির প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ করিয়া প্রমাণচতুষ্টয়বাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায়-ও বুঝা যায় যে, 'আপ্তোপদেশ' এই অংশটী আপাততঃ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার উপর সূত্রকারের নির্ভরতা নাই। নির্ভরতা থাকিলে যাহার বক্তা অনির্দ্দিষ্ট, এরূপ প্রবাদপরম্পরাত্মক ঐতিহ্যকে অর্থের নির্বাধতা দেখিয়া শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত করিতে পারিতেন না। সুতরাং পূর্ব্বকথিতরীতি অনুসারে 'আপ্তোপদেশ' এই অংশের সমাধান, যাহা জয়ন্তের উদ্ভাবিত, তাহা সমীচীন। মীমাংসকশিরোমণি কুমারিলের আলোকে আলোকিত শাস্ত্রদীপিকাকারের ১ম পাদের ৫ম অধ্যায়ের ৫ম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রমাণ-নিরূপণোপসংহারে সম্ভব এবং ঐতিহ্যাদির প্রমাণান্তরত্বপ্রতিষেধ ও প্রাগুক্ত প্রকারে অনুমান এবং শব্দাদির অন্তর্গতত্ব সমর্থিত হইয়াছে। ভাট্টচিন্তামণি-গ্রন্থে তর্কপাদেও সম্ভব এবং ঐতিহ্যাদির প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ভাট্টচিন্তামণিগ্রন্থকার বলিয়াছেন, সম্ভবমাত্রই অনুমানের অন্তর্গত। কিন্তু ঐতিহ্যমাত্রই শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত নহে। যে স্থলে ঐতিহ্য নিশ্চায়ক, সেই স্থলে ঐতিহ্য শব্দ-প্রমাণ, কিন্তু যে স্থলে তাহা নিশ্চায়ক নহে, তাহা শব্দ-প্রমাণ নহে। প্রমাণমাত্রই নিশ্চায়ক হইয়া থাকে। এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে এইরূপ ঐতিহ্য-বাক্য নিশ্চায়ক হয় না বলিয়া অপ্রমাণ। শ্লোকবার্ত্তিকের অনুগামী পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থ মানমেয়োদয়গ্রন্থেও সম্ভব এবং ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠান প্রতিরুদ্ধ। সম্ভবের অনুমানপ্রবেশ নির্ব্বাধ *। এই গ্রন্থে ঐতিহ্যের পক্ষে ইহা উক্ত আছে যে, যে ঐতিহ্যের মূলে কোন প্রমাণ নাই, † কেবল

* খার্য্যাদি-পরিমাণেষু প্রস্থাদিগ্রহণঞ্চ যৎ।
তৎ সম্ভব ইতি প্রাহুরন্তর্ভাবোঽস্য সম্ভবঃ।
তচ্চানুমানিকং জ্ঞানমিচ্ছন্তি স্বচ্ছচেতসঃ ॥ ইতি মানমেয়োদয়ে প্রমাণপরিচ্ছেদঃ।

† প্রবাদমাত্রশরণং বাক্যমৈতিহ্যমুচ্যতে।
বটে বটে বৈশ্রবণস্তিষ্ঠতীত্যাদিকং যথা ॥
তৎ প্রায়ো মূলরাহিত্যাদপ্রমাণতয়োচ্যতে।
নচৈবং বৃদ্ধতামাদি-কথাপি স্থিতি কথং হি বঃ ॥
নৈবং স্মৃতিবদীরোক্তিপ্রসিদ্ধা মূলসম্ভবাৎ। ইতি মানমেয়োদয়ে প্রমাণপরিচ্ছেদঃ।

প্রবাদমাত্রেই পরিণত, তাহা অপ্রমাণ। রামকৃষ্ণাদির বৃত্তান্তের মূলে প্রমাণ-পুরুষের উক্তি থাকায় রামায়ণাদি কথা নির্ব্বাধ শব্দ-প্রমাণ।

মানমেয়োদয়গ্রন্থে 'তৎপ্রায়ো মূলরাহিত্যান্ ন প্রমাণতয়েষ্যতে।' এই প্রকার উক্তি থাকায় এবং ঐ উক্তিতে 'প্রায়ঃ' এই শব্দটী উল্লিখিত থাকায় কোন কোন ঐতিহ্যের মূলে প্রমাণ আছে, ইহা সূচিত হয়। এবং যাহার মূলে প্রমাণ আছে, তাহা শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত ইহাই ব্যক্ত হয়। সুতরাং জয়ন্তের সহিত ঐ সকল গ্রন্থকর্তারা একমত ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রভাকরের মতানুযায়ী শালিকানাথ স্বরচিত প্রকরণ-পঞ্চিকাগ্রন্থে প্রমাণপরায়ণ-নামক পঞ্চমপ্রকরণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে, তিনি সম্ভব-সম্বন্ধে জয়ন্তের সহিত একমত, কিন্তু ঐতিহ্য-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন। কারণ—তিনি বলিয়াছেন,* ঐতিহ্যমাত্রই অপ্রমাণ, কারণ—তাহার মূলে কোন প্রমাণ থাকে না। মূলে প্রমাণশূন্য প্রবাদপরম্পরাই ঐতিহ্য। কোন ঐতিহ্যের মূলেই প্রমাণ থাকে না বলিয়া ঐতিহ্যবিশেষও শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত নহে। প্রকরণ-পঞ্চিকার পংক্তি দেখিলে ইহাই তাঁহার তাৎপর্য্য বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত

* ঐতিহ্যমপ্যপ্রতীয়মান-মূলভূতপ্রমাণান্তরপরম্পরা-বচনমাত্রং ন প্রমাণতাং প্রতিপদ্যতে। ইতি প্রকরণপঞ্চিকায়াং প্রমাণপরায়ণং নাম পঞ্চমং প্রকরণম্।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১।৶৹	১ চিহ্নিত নিম্নাংশ	অন্তিম শ্লোক	(কাশী সং) ৭২ পৃষ্ঠা
১.	২	রস্থায়	রস্তায়
১৮	৮	যুক্তিতঃ	ইতি শাস্ত্রমনারভ্যং স্যাৎ। যুক্তিতঃ
২১	১৭	যা চ	যচ্চ
৩৮	২১	জ্ঞান	জ্ঞানের
৫৫	২৫	বিচারক	বিচারকের
৯৫	শিরোভাগ	ষোড়শপদার্থী প্রতিপাদ্যত্বম্	প্রমাণলক্ষণম্
৯৬	২৮	কারণগুলিই অত্রতাসামগ্রী	কারণগুলিই
১১৪	১২	ভ্রমাত্মক	ভ্রমানাত্মক
১২৩	২৬	সংশয়বিপর্য্যয়াত্মকং	সংশয়বিপর্য্যয়ানাত্মকং
২২১	৮	ষোঽপি	সোঽপি
২৩২	১৬	ভাষা	বস্তু
২৩৫	২০	মনে	মতে
২৫৭	শিরোভাগ	প্রমাণদ্বৈবিধ্যস্থাপনম্	প্রমাণদ্বৈবিধ্যখণ্ডনম
২৪৭	নিম্নাংশ	অনুমানবার্ত্তিকে	অনুমান-পরিচ্ছেদে
২৫৩	২২	ব্যাখ্যাত্রাপি	ব্যাখ্যাতাপি